শ্রীমদ্ভাগবতম্

দশম স্কন্ধ

পঞ্চম খণ্ড

দ্বারকালীলা (২)

(একসপ্ততিতম হইতে নবতিতম অধ্যায় পর্য্যন্ত)

"ভক্তিশাস্ত্র ভাগবত
সার কর অবিরত"
—বন্ধুসুন্দর

শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা-সম্বলিত

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের করুণায়
মহানামব্রত ব্রহ্মচারী বিরচিত
"ফেলালব" নামে
ভাবানুবাদ যুক্ত

প্রকাশক :
শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট
২৪বি, স্যর গুরুদাস রোড
কলিকাতা-৫৪

পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ
মহালয়া—১৩৬০ সাল

— প্রাপ্তিস্থান —

১। মহাউদ্ধারণ মঠ, ৫৯, মানিকতলা মেন রোড, কলি-৫৪ ২। মহানাম মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া ৩। ভাগবত সঙ্ঘ, ১৬ সি, ফার্ন রোড, কলি-১৯। ফোন ৪৬-১৪৫৮ ৪। মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৫। গ্লোব লাইব্রেরী, ২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ ৬। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭। Students Library, ধুবড়ী, আসাম ৮। গ্রন্থ সেবা সমিতি, এফ্ ৪/৮ নর্থ রোড, বার্নপুর ৯। গোবিন্দ প্রেস, আগরতলা ১০। শ্রীদেবেন্দ্র কুমার শ্যাম, করিমগঞ্জ, কাছাড় ১১। শ্রীপ্রমোদ চন্দ্র দাম, মহানামধাম, তেজপুর ১২। দাসগুপ্ত এণ্ড কোঃ (প্রাঃ) লিঃ, ৫৪/৩, বিধান সরণী, কলি-৬ ১৩। সর্বোদয় বুক ষ্টল, হাওড়া ষ্টেশন ১৪। মহানাম এণ্টার-প্রাইজ, এ. এ. রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা ১৫। দে বুক ষ্টোরস, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

মুদ্রক :
শ্রী এন, সি, পাল
চারু প্রেস
৬৩, ধনদেবী খান্না রোড,
কলিকাতা-৭০০০৫৪

উৎসর্গ

সচ্চিদানন্দ-ঘন-শ্রীহরি
সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সংবিৎ, আনন্দাংশে হ্লাদিনী
সন্ধিনীর সার শুদ্ধসত্ত্ব, শুদ্ধসত্ত্বে ভগবানের সত্তার বিশ্রাম
লীলায় পিতামাতা শুদ্ধসত্ত্বের বিকার।
"নন্দনন্দন মিশ্র-জীবন দীননাথ-চিত্তহারী হে
যশোদা-গোপাল শচীর দুলাল বামাদেবী-অঙ্ক-শোভন হে"
নন্দ-যশোমতী, জগন্নাথ-শচীদেবী, দীননাথ-বামাদেবী
ইঁহারা একই তত্ত্ব—শুদ্ধসত্ত্বের বিকার।
শ্রীগ্রন্থের দশম স্কন্ধ শেষ করিতে, শ্রীহরিপুরুষের নিত্যলীলার
পিতামাতা শ্রীদীননাথ-বামাদেবী স্মৃতিপথে উদিত হইলেন,
কারুণ্য-পাবক তাঁহাদের শ্রীকরে এই গ্রন্থরত্নের
পূর্ণাহুতি সমর্পণ করিলাম।
মর্ম্মস্থলে নিগূঢ় সাধ
"শ্রীভগবানের সত্তা হয় যাঁহাতে বিশ্রাম" তাঁহারা কৃপা করিয়া
এই ক্ষুদ্র হৃদয়-ক্ষেত্রটিকে
তাঁহাদের চিরবিশ্রাম স্থান
করিয়া দিবেন।

পদাশ্রিত ভৃত্য
মহানামব্রত

একটি নিবেদন

"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" এই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কথাই—তাঁহার লীলাকাহিনী শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধের বিষয়বস্তু। দশম স্কন্ধের মোট নব্বইটি অধ্যায়। তন্মধ্যে পূর্বে প্রকাশিত চারিটি খণ্ডে সত্তরটি অধ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। বাকী কুড়িটি অধ্যায় বর্তমান পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশিত হইল।

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী মহারাজের ব্যাখ্যাত এই দশম স্কন্ধ সুধী পাঠকমণ্ডলী কর্তৃক আদৃত হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আদৃত হইবারই ত কথা, কারণ 'ফেলালব' নামক তাঁহার ব্যাখ্যা সত্যানুভূতিরই প্রকাশন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডও ভক্ত পাঠকবৃন্দ কর্তৃক আদৃত হইবে এই আশা করিতেছি।

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত
ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

কাগজের মূল্য ও মুদ্রণব্যয় বর্তমানে গগনচুম্বী হইয়াছে। তাই আমাদিগকে বাধ্য হইয়া গ্রন্থের মূল্যও বর্দ্ধিত করিতে হইল।

বিনীত—
সম্পাদক
শ্রীমহানামব্রত কালচার্যাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরস্য শুভাবির্ভাব-স্মরণে

পুষ্পাঞ্জলিঃ

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশ্রীজীবন্যায়তীর্থস্য

(১)

জয় চির সুন্দর। শুভতম মন্দির হরিপুরুষাভিধবন্ধো
নন্দিত জনগণ বন্দিত পদযুগ জয় জয় করুণা সিন্ধো
রাধা মাধব নামসুধা তব মধুর রসোৎসব লগ্নঃ
পুলকচিতাঙ্গো বিচলিত সংজ্ঞো ভবসি সমাধৌ মগ্নঃ ॥

(২)

সকলারাধিত সাধিত মঙ্গল বঙ্গদেশ নব-সূর্য্যঃ
শততমবর্ষেহপ্যতুলিতহর্ষাদ্ বাদিত গুণ গণতূর্যঃ।
ব্রহ্মচারি চিরজীবনধারী পরিহৃত সংস্কৃতি-রাগঃ
স জয়তি ভগবৎপ্রেমমূর্ত্তিরবহেলিত কামদযাগঃ

(৩)

দ্বিজবংশ-বিভূষণ-শুভ-শংসন-শুদ্ধ-বর্ণ-ধর-হংসো
দীননাথ-সুত ভাব-পূত তন্নরীশ বিভূতি মদংশ।
লীলা বিগ্রহ ধারণ কারণ শুদ্ধ সত্ত্বগুণ ভাগী
বাল্যাদপি শতপাল্য বিধিশ্রিত উত্তমসিদ্ধ বিরাগী ॥

(৪)

কষিত কনক সমকান্ত বপুর্ধর শান্তকমলদল নেত্রঃ
শুদ্ধ ভাবময় বুদ্ধমুক্ত-ভয় ধৃতযম শাসন বেত্রঃ।
সর্ব্বজীব সমদর্শন পাবর-যোগজ হর্ষ বিলাসী
জয়তি জগজ্জন বন্ধুরন্ধগণ মুদ্রিত নেত্র বিকাশী ॥

(৫)

তব গুণ গরিম-স্মরণ পবিত্রে করুণাময়-হরিমূর্ত্তে !
ক্ষণমিহ সদসাক্ষণ ময়ি বিতর প্রীত্যা ক্ষণদমুহূর্ত্তে।
বঙ্গদেশ শুভ মেঘ দদাতু প্রতিহত সমরাসঙ্গঃ
বন্ধু স্মৃতিময় যজ্ঞঃ প্রভবতু রচিত শান্তিময় রঙ্গঃ ॥

———

"জয় জগবন্ধু"

ভূমিকা

যদুবংশেঽবতীর্ণস্য ভবতঃ পুরুষোত্তম !
শরচ্ছতং ব্যতীয়ায় পঞ্চবিংশাধিকং প্রভো ! ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের এই শ্লোক হইতে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণ একশত পঁচিশ বৎসর কাল মর্ত্তলোকে প্রকট ছিলেন।

যস্মিন্ কৃষ্ণো দিবং যাত স্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহ পুরাবিদঃ ॥

দ্বাদশ স্কন্ধের এই শ্লোক হইতে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণ যেদিন অন্তর্দ্ধান করেন সেই দিনই কলিযুগ আরম্ভ হয়। পঞ্জিকামতে এই বৎসর (১৯৭৫) কলির গতাব্দ ৫০৭৬। অতএব ৫০৭৬—১৯৭৫ = ৩১০১ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব। ফলে ৩১০১ + ১২৫ = ৩২২৬ খৃষ্ট-পূর্ব্ব অব্দে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। বর্ত্তমান বৎসর শ্রীকৃষ্ণাব্দ ৩২২৬ + ১৯৭৫ = ৫২০১।

এই একশত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে প্রায় এগার বৎসর পর্য্যন্ত বৃন্দাবন-লীলা। এগার হইতে বাইশ বৎসর পর্য্যন্ত মথুরা-লীলা। তৎপর তেইশ হইতে তিরোভাব পর্য্যন্ত দ্বারবতী লীলা। এই সময়ের মধ্যেই কুরুক্ষেত্র-লীলা। এই হিসাবে দ্বারকা-লীলা এক শতাব্দীব্যাপী। অথচ এই বিরাট লীলা সম্বন্ধে আমাদের ধ্যান ভাবনা কত কম। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা দ্বারকা লীলাকে ভুলিয়া যাওয়া জাতির পক্ষে মঙ্গলদ হয় নাই।

দ্বারকা মহাসমুদ্রবেষ্টিত স্থান। রৈবর্তক পর্ব্বতের অদূরে সমুদ্র মধ্যস্থ নূতন দ্বীপ দ্বারকা। সিন্ধু রাজার দেশ বর্ত্তমান গুজরাটের অন্তর্গত প্রাচীন রৈবতকের নিকট দ্বারকা ধাম। সম্ভবতঃ গুজরাটের গির্ণার (গিরিনাথ) পর্ব্বতই রৈবতক।

দ্বারকা দ্বীপের আয়তন বার যোজন। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ জলদুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, যাহা দেবতাগণেরও প্রবেশাযোগ্য। সকল আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব নরনারী সহ শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে দ্বারকায় পৌঁছিয়াছিলেন।

জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্ষণ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্ষণ পর্বতেই আছেন মনে করিয়া জরাসন্ধ পর্ব্বতে

অগ্নিপ্রদান করেন। অগ্নিতে শ্রীকৃষ্ণ পুড়িয়া মরিয়াছেন এই ধারণা লইয়া জরাসন্ধ চলিয়া যান। তারপর আর মথুরা আক্রমণ করেন নাই। তিনি মোট আঠার বার মথুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন। রুক্মিণীর বিবাহ কালে জরাসন্ধ জানিতে পারিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ সশরীরে বর্ত্তমান। শত্রুর অলক্ষ্যে এইরূপ পলায়ন এক রণকৌশল সন্দেহ নাই।

ভগবান্ হইয়া মানুষের ভয়ে পলায়ন করিলেন কেন, ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, যখন মানুষ হইয়া আসেন, মানুষী লীলাই করেন। যোগমায়ার আবরণে নিজেকে সর্ব্বদা জানিতে পারেন না। পারিলে লীলাই হয় না। জরাসন্ধ-ভয়ে পলায়ন ছাড়া আরও অনেক কার্য্য আছে, শ্রীকৃষ্ণের মানবোচিত। ইহা দেখিয়া তৎকালীন অনেকে শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষই মনে করিত। যেমন কংস শিশুপাল জরাসন্ধ। ইহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের আত্মীয় স্বজন। কংস কৃষ্ণের মাতুল, শিশুপাল মাসতুত ভাই, জরাসন্ধ মামার শ্বশুর মহাশয়। হয়ত আত্মীয়েরাই বেশী "মানুষ" ভাবিত।

শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিয়াছিলেন কল্যাণরাষ্ট্র করিবেন। জরাসন্ধের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে তাহা অসম্ভব হইয়া উঠিল বলিয়া মথুরায় তাহা কার্য্যকর হয় নাই। দ্বারকায় আসিয়া নির্ব্বিবাদে কল্যাণরাষ্ট্র গঠন করেন।

দ্বারবতী রাষ্ট্র ছিল সকল প্রজার সুখাবহ। নরনারী ছিল শিক্ষিত ও নির্লোভ। সকলের স্বধর্ম্মাচরণ ছিল নির্ব্বাধ। রাষ্ট্রে কোনও অনশনক্লিষ্ট, যাচক বা মলিন ব্যাধিগ্রস্ত ছিল না। প্রজাগণ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্যে ও চরিত্রে সমৃদ্ধ ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনকে দ্বারকার সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। আপনি তাঁহার দাসের ন্যায় বিচরণ করিতেন। অবন্তীপুরের নিজ অধ্যাপক সান্দীপনিকে রাষ্ট্রের প্রধান ব্যবস্থাপক করিয়াছিলেন। অশেষ গুণে গুণী হইয়াও নিজে কোন মর্য্যাদার পদ গ্রহণ করেন নাই।

যদুবংশের আটটি শাখা হইতে দশজন প্রাচীন ব্যক্তি দ্বারা মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিয়াছিলেন। দ্বারকার রাষ্ট্র মধ্যে সর্বশ্রেণীর প্রজাগণের সর্ববিধ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভারতীয় আর্য্য আচার বিশিষ্ট চাতুর্বর্ণ্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার ধন-সমতা-সাধনে অভিলাষী ছিলেন। তিনি ধন সঞ্চয়কারী যক্ষদের রাত্রিকালে গৃহে ডাকিয়া তাহাদের গুপ্তধন তাহাদের নিজ হাতে দ্বারকার সকল প্রজাকে সমভাবে বণ্টন করাইয়াছিলেন। যক্ষধন বণ্টনে দ্বারকাবাসীর দৈন্য দূর হইয়াছিল। এই সকল সংবাদ বিশেষ ভাবে হরিবংশ গ্রন্থে পাওয়া যায়। (হরিবংশের বিষ্ণুপর্বলীলার ৫২ ও ৫৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের নরকাসুর দেবমাতা অদিতির কুণ্ডল চুরি করিয়াছে জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেব-সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য নরকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। নরকাসুরের গৃহে তিনি দেখিলেন ষোড়শ সহস্র স্ত্রীলোক।

তাঁহারা নানা রাজ অন্তঃপুর হইতে অপহৃতা ও নিগৃহীতা। শ্রীকৃষ্ণ সেই নারীগণকে নিজ স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে সামাজিক মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন। ষোড়শ সহস্র গৃহে ষোড়শ সহস্র মূর্ত্তি পরিয়া তাঁহাদের আনন্দ বিধান করিতেন।

একবার পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ যদুগোষ্ঠী সঙ্গে সমন্তপঞ্চক (কুরুক্ষেত্রে) তীর্থে স্নানার্থ আসিয়াছিলেন। ষোড়শ সহস্র স্ত্রীসহ উপবাসী থাকিয়া সংযম পালন করিয়াছিলেন। বহুবর্ষ পরে এই স্থানে ব্রজবাসী গোপ-গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণ পরিবৃত হইয়াছিলেন। বিরহিণীগণ সহ মধুর কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণকে তৎকালীন লোকেরা নানা রূপে ভাবিত। কেহ ভাবিত, দশজনের মত একজন মানুষ। কেহ কেহ ভাবিত, অতিমানুষ। আবার কেহ কেহ জানিত, পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্।

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে মানুষ ভাবিতেন, তাঁহারা দেখিতেন শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা আছে, স্ত্রীপুত্র পরিবার আছে, মানুষের মত জন্ম মৃত্যু আছে। মহাভারতে পাওয়া যায়, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের তথা বলরামের মৃতদেহ খুঁজিয়া বাহির কবিয়া দাহ করেন এবং যথাবিধি প্রেতকার্য্যাদি সম্পন্ন করেন। শ্রীকৃষ্ণও সারা জীবন শাস্ত্রবিহিত কার্য্যাদি যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতেন। অনেক যাগযজ্ঞ করিয়াছিলেন ও করাইয়াছিলেন। লৌকিক ও বৈদিক আচার যথারীতি পালন করিতেন। জরাসন্ধ-ভয়ে স্বজন সহ মথুরা ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ মানুষ। নিজেও বলিয়াছেন "মানুষীং তনুমাশ্রিতঃ"। অর্জ্জুনও বলিয়াছেন— "দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং"।

ততঃ শরীরে রামস্য বাসুদেবস্য চোভয়োঃ।
অন্বিষ্য দাহয়ামাস পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ॥
স তেষাং বিধিবৎ কৃত্বা প্রেতকার্য্যাণি পাণ্ডবঃ।

মহাভারত ১৬।৭।৩১-৩২

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে অতিমানুষ মনে করিতেন তাঁহারা বলিতেন—

যশ্চ মানুষমাত্রোঽয়মিতি ব্রূয়াৎ স মন্দধীঃ।
হৃষীকেশমবজ্ঞাতা তমাহুঃ পুরুষাধমম্॥ মহাভাঃ ৬।৬৬।১৯

যে মনে করিবে শ্রীকৃষ্ণ মানুষমাত্র, সে মন্দবুদ্ধি। হৃষীকেশকে যে অবজ্ঞা করিবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাহাকে পুরুষাধম বলিবেন। ভাগবত শ্রীকৃষ্ণকে গূঢ়-কপট-মানুষ বলিয়াছেন। তাঁহার কর্মসমূহকে অতিমর্ত্ত্য বলিয়াছেন।

কৃতবান্ কিল কর্ম্মাণি সহ রামেণ কেশবঃ।
অতিমর্ত্ত্যানি ভগবান্ গূঢ়-কপট-মানুষঃ॥ ১।১।২০

যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ "সর্ব্বলোকাৎ পরঃ।"

ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ তুলনায় ত্রিলোককে অতিক্রম করেন। এমন কি দুর্য্যোধনও বলিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় তদানীন্তন পৃথিবীর সমস্ত সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। ত্বং চ শ্রেষ্ঠতমো লোকে।

রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতমতা প্রমাণ করিতে ভীষ্মদেব বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণবান্। গুণে তিনি সমস্ত বৃদ্ধগণকে অতিক্রম করিয়াছেন। বেদবেদান্ত বিজ্ঞানে তিনি ব্রাহ্মণ-বৃদ্ধগণকে অতিক্রম করিয়াছেন। শৌর্য্যে বীর্য্যে তিনি ক্ষত্রিয় বীরগণকে অতিক্রম করিয়াছেন। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ মানব বলিয়াছেন। মহামানবের যে সকল গুণাবলী থাকা উচিত সেইগুলির সর্ব্বাঙ্গীণ অনুশীলন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে পূর্ণভাবে দৃষ্ট হয়। এই হেতু শ্রীকৃষ্ণকে কেহ কেহ অতিমানব বা দিব্যমানব বলেন।

আবার দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অংশাবতার এই মর্ম্মে আলোচনা। দ্রৌপদীর বিবাহের প্রাক্কালে বেদব্যাস দ্রুপদকে বলেন, ভগবান্ নারায়ণ নিজের দুইখানি কেশ—একখানি শ্বেত অপরখানি কৃষ্ণ—উঠাইয়া ফেলেন। ঐ কেশদ্বয় যদুকুলস্ত্রী রোহিণী ও দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করে। শ্বেতকেশ বলরাম ও কৃষ্ণকেশ কৃষ্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এইকথা বিষ্ণুপুরাণেও আছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে (২।৭।২৬)।

আবার শুনা যায়, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ ঋষির অবতার। ভাগবতে (৯।১।৫৯) মৈত্রেয় ঋষি বলিতেছেন—ভগবান্ হরির দুই অংশ, নর ও নারায়ণ ঋষি এই সময় পৃথিবীর ভার বিনাশের জন্য কুরুবংশে ও যদুবংশে কৃষ্ণদ্বয়রূপে (কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন) ইহসংসারে আসিয়াছেন। এই নরনারায়ণ ঋষির প্রসঙ্গ মহাভারতে বহুস্থলে দৃষ্ট হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত তাহার সারাৎসার সিদ্ধান্ত প্রথম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্। মৎস্যাদি অপর সকল, পুরুষের অংশাবতার। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার এই শ্লোক সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"পরিভাষারূপে ইহার সর্ব্বত্রাধিকার"। যদিচ ভাগবতেও কোন কোন স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে অংশাবতার বলা হইয়াছে (১০।২।৯), ভাগবতে সিতকৃষ্ণ-কেশ-এর কথা আছে, তথাপি "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" এই মহাবাক্য সর্ব্বোপরি বিরাজমান রহিবে।

রাজসূয় যজ্ঞস্থলে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মদেব সর্ব্বজনসমক্ষে ঘোষণা করেন কৃষ্ণ হইতে লোকসমূহের উৎপত্তি ও প্রলয়। কৃষ্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়াই এই বিশ্ব প্রপঞ্চ চরাচর আছে। তিনি অব্যক্ত প্রকৃতি ও সনাতন কর্ত্তা। (মহাভাঃ ২।৩৮।২৩-২৬)

গীতায় আছে—ব্যাস, নারদ, অসিত, দেবল প্রভৃতি ঋষিগণ শ্রীকৃষ্ণকে অজ বিভু পরব্রহ্ম পরম পবিত্রধাম শাশ্বত দিব্য পুরুষ ও আদিদেব বলেন (১০।১২)। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেন, স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে। তুমি নিজেও এই কথাই বলিয়াছ।

যুধিষ্ঠিরের একটি উক্তি হইতে জানা যায়, সেইকালের সমস্ত রাজন্যবর্গ কৃষ্ণকে নারায়ণ স্বীকার করিত—"অয়ং নারায়ণঃ শ্রীমান্ সর্বপার্থিবসম্মতঃ"। তৎকালীন রাজন্যবর্গ প্রায় সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ মানিতেন। প্রায় বলিলাম এই জন্য, শ্রীকৃষ্ণ না-মানা লোকও ছিল। পূর্বে বলিয়াছি কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্র এই গোষ্ঠী কৃষ্ণকে মানা ত দূরের কথা, সর্বদা বিরোধিতা করিত। তা ছাড়া পুণ্ড্র রাজ্যের রাজা ঘোষণা করেন, তিনিই বাসুদেব—শ্রীকৃষ্ণ নহেন। পুণ্ড্র রাজ্যের রাজা কোনও সময় শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূত পাঠান যে, "আমিই একমাত্র বাসুদেব। প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পার্থ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি। তুমি মিছামিছি আমার নাম ও চিহ্ন সমূহ ধারণ করিতেছ। যদি বাঁচিয়া থাকিতে চাও, এই সকল পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ গ্রহণ কর।" দূত মুখে তাহা শুনিয়া পরিহাস করিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলেন "তোমার রাজাকে বলিও যে, আমি তাঁহার পুরীতে গমন করিব এবং তাঁহার কথামত চিহ্নাদি পরিত্যাগ করিব।"

দূত চলিয়া গেলে পর শ্রীকৃষ্ণ যথাশীঘ্র সসৈন্যে পৌণ্ড্রকের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। পৌণ্ড্রক বাসুদেবও সৈন্য লইয়া শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর মিত্র কাশীরাজা সসৈন্যে তাঁহার সহায় হন। কাশীর পশ্চিম ভাগে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রকের ও কাশীরাজের সাম্মলিত সৈন্যদের বিধ্বস্ত করিয়া তাঁহাদের উভয়ের বধ সাধন করেন।

রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণের পদ প্রক্ষালনের ভার নিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। ইহা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে মহত্বের পরিচায়ক। লোকশিক্ষার্থ তিনি ইহা করিতেন।

দ্বারকালীলাকালে শ্রীকৃষ্ণের নামে মিথ্যা অপবাদ রটিয়াছিল—যে, তিনি স্যমন্তকমণির লোভে সত্রাজিতের ভাই প্রসেনজিতকে বধ করিয়া মণিটি হস্তগত করিয়াছেন। যাহারা এই অপবাদ রটাইয়াছিল ও বিশ্বাস করিত, তাহারা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিত না। ঐ অপবাদ দূর করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অনেক খাটিয়া অনেক খুঁজিয়া যুদ্ধ করিয়া মণি উদ্ধার করতঃ প্রকৃত মালিককে উহা অর্পণ করেন। পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণব মহাজনদের পদ-পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণের নানা মিথ্যা অপবাদ দৃষ্ট হয়। যেমন—শ্রীকৃষ্ণ মথুরার রাজা হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কুব্জাকে পাটরাণী করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ কখনও রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। কুব্জাকে কখনও রাণী করেন নাই। ইহা সর্ব্বৈব ভ্রান্ত। কিন্তু এইসব পদাবলী কীর্ত্তনীয়াগণ গান করেন ও সজ্জনগণ আসরে বসিয়া নির্ব্বিবাদে গলাধঃকরণ করেন।

অধুনাকালেও কৃষ্ণনিন্দুক লোক আছে। প্রাচীনকালে শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক কালেও কম ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাব-লীলা একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত আছে। প্রথমে মৌষললীলায় নিজেই

যদুবংশ ধ্বংস করান, পরস্পর দ্বারা পরস্পরকে। বলরাম সমুদ্রের বেলাভূমিতে উপবেশন করেন। ধ্যান-যোগ অবলম্বন করিয়া আত্মাতে আত্মা সংযোগ করেন এবং মনুষ্যলোক পরিত্যাগ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে গিয়া মাটিতে বসিয়া পড়েন। চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করেন (বিভ্রচ্চতুর্ভুজং রূপং), রূপের ঝলকে দশদিক্ ঝলসিয়া ওঠে। তখন জরা নামক একজন ব্যাধ মৃগভ্রমে শ্রীচরণ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করে। নিজ ভুল বুঝিতে পারা মাত্র ব্যাধ আসিয়া শ্রীচরণে পড়িয়া কাঁদিতে থাকে ও অপরাধের জন্য ক্ষমা চায়।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ব্যাধ, তুমি আমার অভিলাষানুরূপ কার্য্যই করিয়াছ (কাম এব কৃতো হি মে) আমি অনুজ্ঞা করিতেছি—তুমি সুকৃতীদিগের প্রাপ্য স্থান স্বর্গে গমন কর। (যাহি ত্বং মদনুজ্ঞাতং স্বর্গং সুকৃতিনাং পদম)। আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র জরাব্যাধ শ্রীকৃষ্ণকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া বিমানযোগে স্বর্গে গমন করে।

তখন ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা দেব-দেবীগণ সেখানে আগমন করেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আত্মস্বরূপে মনঃসংযোগ করিয়া (সংযোজ্যাত্মনি চাত্মানং) পদ্মনয়ন দুটি নিমীলিত করিলেন। তখন তিনি সশরীরেই বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। যোগীরা আগ্নেয়ী যোগবলে দেহ দগ্ধ করিয়া পরলোক গমন করেন। তিনি তাহা করিলেন না।

পূর্বে বলিয়াছি, মহাভারত মতে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মৃতদেহ অর্জ্জুন খুঁজিয়া পাইয়া সৎকার কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত মতে শ্রীকৃষ্ণ সশরীরেই অন্তর্ধান করিয়াছেন। এই অন্তর্ধান-লীলা দেবতাগণ পর্য্যন্ত দেখিতে পান নাই। কেবল পার্ষদগণ দেখিয়াছেন। এই লীলার স্থান প্রভাস তীর্থ। প্রভাসের পরিচয় ভাগবত দিয়াছেন—"যত্র প্রত্যক্ সরস্বতী"—যেখানে সরস্বতী পশ্চিম-বাহিনী হইয়াছেন। মহাভারতও বলিয়াছেন, সরস্বতী সঙ্গমে।

পাঁচ খণ্ডে দশম স্কন্ধ শেষ হইল। এই খণ্ডগুলি প্রকাশের সুবিধার জন্য পাঁচ ভাগ। শাস্ত্রীয় কিছু নহে। তবে প্রথম দুই খণ্ডে বৃন্দাবন লীলা। তৃতীয় খণ্ডে মথুরা লীলা এবং চতুর্থ ও পঞ্চম এই দুই খণ্ডে দ্বারকা লীলা বলা হইয়াছে।

দশম স্কন্ধেই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-লীলা শেষ হয় নাই। একাদশ স্কন্ধ বলা হইলে লীলা পূর্ণ ভাবে বলা হয়। একাদশ স্কন্ধের মহা মূল্যবান্ অংশ নবযোগীন্দ্র সংবাদ ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে উদ্ধবের শাস্ত্রালোচনা। যোগীন্দ্র সংবাদের মধ্যে যদিও সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি নাই, তথাপি ইহাতে ভাগবত ধর্ম্মের জ্ঞানভিত্তিক ভক্তিবাদের সার কথা উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

মহাভারতে যেরূপ শ্রীকৃষ্ণ নিজ জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে সারতত্ত্ব আহরণ করিয়া শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে শুনাইয়াছেন গীতারূপে—শ্রীমদ্ভাগবতেও সেইরূপ তিনি নিজ অনুভূত জ্ঞানখনির সার রত্ন শ্রীমান্ উদ্ধবকে

শুনাইয়াছেন। সমগ্র শাস্ত্রে ইহা একটি উজ্জ্বল অংশ। শাস্ত্রীয় জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয় উদ্ধব-সংবাদে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হইয়াছে। রাগমার্গের ভজনের আভাষও দ্বাদশ অধ্যায়ের তিন-চারিটি শ্লোকে (১০—১৩) দৃষ্ট হয়।

যিনি রাগমার্গের ভজনের লক্ষীভূত "বিষয়" তিনি বোধ হয় ঐ রসের আলোচনা করিতে সক্ষম নহেন! এইজন্য কি গীতায়, কি উদ্ধব-সংবাদে কোথাও রাগমার্গের গূঢ়তত্ত্ব দৃষ্ট হয় না? রসের প্রসঙ্গ বোধ হয় রসের "আশ্রয়ের" মুখেই সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্যমণ্ডিত এইজন্য রাধা-ভাবাবরিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরই রস-প্রস্থানের শ্রেষ্ঠ বক্তা ও আস্বাদক হইয়াছেন। শ্রুতি-প্রস্থান, স্মৃতি-প্রস্থান ও ন্যায়-প্রস্থানের আলোচনায়—গীতা, শ্রুতিস্তুতি ও উদ্ধব-সংবাদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

গীতা-আলোচনা গীতাধ্যান নামক আলাদা গ্রন্থে করাইয়াছেন। উদ্ধব-সংবাদের আলোচনা ভাগ্যে থাকিলে ভবিষ্যতে হইতে পারে। শ্রুতিস্তুতি এই গ্রন্থের ৮৭ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনায় আমার কোন কৃতিত্ব নাই। বিজ্ঞ সাধক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় নন্দ মহোদয় কৃপা করিয়া এই অধ্যায়কে উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন। এই অংশের বঙ্গানুবাদ অংশের জন্য আমি সম্পূর্ণভাবে ঋণী নিম্বার্কাশ্রম হইতে শ্রীমৎ ধনঞ্জয় দাসজীর সম্পাদনায় প্রকাশিত শ্রীগ্রন্থের নিকট।

শ্রীগ্রন্থের প্রুফ দেখার পরিশ্রম করিয়াছেন স্বেচ্ছায় শ্রীমান্ বিজনবিহারী গোস্বামী, শ্রীমান্ বঙ্কিমচন্দ্র শাস্ত্রী, জীবনবন্ধু প্রভৃতি। এই সেবার ফলে তাঁহাদের জীবন ভক্তিধনে ধন্য হউক এই প্রার্থনা করি। এই গ্রন্থ প্রকাশের ভার স্বেচ্ছায় লইয়াছিলেন ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য সমাধান করিয়াছেন। তিনি গুরু কৃপাবলে বলীয়ান্, নীরব সাধক কঠোর তপস্বী, শাস্ত্রনিপুণ লেখক। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে পারি না। তিনি আমার শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ জানিয়া গর্ব অনুভব করি।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের উপর শ্রীশ্রীপ্রভু জগবন্ধু সুন্দর সর্ব্বাধিক জোর দিয়াছেন। মুখস্থ করিয়া রাখিতে আদেশ করিয়াছেন। তাঁহার করুণাশিস শিরে লইয়া তাঁহার আবির্ভাবের শতবার্ষিকী স্মরণে ফেলালব লিখিতে প্রবৃত্ত হই। লিখাইয়াছেন কর্ত্তাই, তবু মিথ্যাভিমান কি যায়! ভক্তগণ করুণার দান ফেলালব আস্বাদন করিয়া প্রভুর কৃপা-লব লাভে ধন্য হউন। আমাদের অধন্য জীবনকেও ধন্য করুন।

———

সূচীপত্র

———

শ্রীমদ্ভাগবতম্

দ্বারকালীলা

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য দেবর্ষেরুদ্ধবোঽব্রবীৎ।
সভ্যানাং মতমাজ্ঞায় কৃষ্ণস্য চ মহামতিঃ ॥ ১ ॥

শ্রীউদ্ধব উবাচ

যদুক্তমৃষিণা দেব! সাচিব্যং যক্ষ্যতস্ত্বয়া।
কার্য্যং পৈতৃষ্বস্রেয়স্য রক্ষা চ শরণৈষিণাম্ ॥ ২ ॥

এই অধ্যায়ে উদ্ধবের মন্ত্রণা প্রদান, পত্নী প্রভৃতি পরিজনগণের সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন এবং পাণ্ডবগণের নিকট হইতে তাঁহাদের সমাদর লাভ বর্ণনা করা হইয়াছে।

অন্বয়--শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন)। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মহামতিঃ উদ্ধবঃ (মহাপ্রাজ্ঞ উদ্ধব) ইতি উদীরিতম (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্য) আকর্ণ্য (শ্রবণ করিয়া) দেবর্ষেঃ সভ্যানাং কৃষ্ণস্য চ (দেবর্ষি নারদের, সভ্যগণের ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) মতম আজ্ঞায় (মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া) অব্রবীৎ (বলিতে লাগিলেন) ॥১॥ শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ (উদ্ধব কহিলেন) দেব! (হে দেব!) ঋষিণা (দেবর্ষি নারদ) যৎ (যে) যক্ষ্যতঃ পৈতৃষ্বস্রেয়স্য (রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষী আপনার পিতৃ ভগিনীর পুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের) সাচিব্যম উক্তম্ (সাহায্য করিতে বলিলেন), [তৎ] ত্বয়া কার্য্যম্ (তাহা আপনার করা উচিত), [আর দূত যাহা বলিল সেই] শরণৈষিণাং [রাজ্ঞাং] (শরণাগত রাজগণের) রক্ষা চ [কার্য্যা] (রক্ষা করাও আপনার কর্ত্তব্য)। ২॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মহাপ্রাজ্ঞ উদ্ধব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদের, সভ্যগণের ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ উদ্ধব কহিলেন—হে দেব! দেবর্ষি নারদ যে আপনাকে রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষী আপনার পিতৃভগিনীর পুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের সাহায্য করিতে বলিলেন, তাহা আপনার করা উচিত; আর রাজগণ প্রেরিত দূত যাহা বলিল, সেই শরণাগত রাজগণের রক্ষা করাও আপনাদের কর্ত্তব্য ॥ ২ ॥

শ্রীধর—অথৈকসপ্ততিতমে উদ্ধবস্য তু সম্মতঃ। ইন্দ্রপ্রস্থং গতে কৃষ্ণে পার্থানাং পরমোৎসবঃ ॥ রাজসূয়মিষং কৃত্বা ভীমদুর্য্যোধনাদিষু। কলিমুৎপাদ্য তদ্দ্বারা ভূভারমহরৎ প্রভুঃ ॥ দেবর্ষের্মতং রাজসূয়গমনম্ সভ্যানাং মতং রাজরক্ষা, কৃষ্ণস্য তূভয়ম্ ॥ ১ ॥

যষ্টব্যং রাজসূয়েন দিক্‌চক্রজয়িনা বিভো ।।
অতো জরাসুতজয় উভয়ার্থো মতো মম ॥ ৩ ॥
অস্মাকঞ্চ মহানর্থো হ্যেতেনৈব ভবিষ্যতি ।
যশশ্চ তব গোবিন্দ ! রাজ্ঞো বদ্ধান্ বিমুঞ্চতঃ ॥ ৪ ॥
স বৈ দুর্বিষহো রাজা নাগাযুতসমো বলে ।
বলিনামপি চান্যেষাং ভীমং সমবলং বিনা ॥ ৫ ॥

অন্বয়—বিভো ! (হে প্রভো !) দিক্‌চক্রজয়িনা [সতা] (দিক্‌সমূহ জয় করিয়াই [যুধিষ্ঠিরেণ] (মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে) রাজসূয়েন যষ্টব্যম্ (রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে), অতঃ (অতএব) জরাসুতজয়ঃ (জরাসন্ধকে জয় করা) উভয়ার্থঃ (রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের ও শরণাগত রক্ষার জন্য প্রয়োজন, ইহা) মম মতঃ (আমার অভিমত) [জরাসন্ধকে বধ না করিলে দিগ্বিজয় করা হইবে না বলিয়া রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে না এবং শরণাগত রাজগণকে রক্ষা করাও হইবে না। সুতরাং রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত দিগ্বিজয় উপলক্ষে জরাসন্ধকে বধ করিয়া উভয় প্রয়োজন সিদ্ধি করা কর্ত্তব্য।] ॥ ৩ ॥

গোবিন্দ ! (হে গোবিন্দ !) এতেন এব হি (যাহা বলিলাম, এইরূপেই) অস্মাকং চ (আমাদিগেরও) মহান্ অর্থঃ ভবিষ্যতি (মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে) বদ্ধান্ রাজ্ঞঃ বিমুঞ্চতঃ তব (এবং বদ্ধ রাজগণকে মুক্ত করায় আপনার) যশঃ চ [ভবিষ্যতি] (যশও হইবে) ॥ ৪ ॥

বলে নাগাযুতসমঃ (বলে দশ হাজার হস্তীর সমান) সঃ রাজা বৈ (ঐ রাজা জরাসন্ধ) সমবলং ভীমং বিনা (তাহার সমান বলশালী ভীমসেন ব্যতীত অন্যেষাং বলিনাম্ অপি চ (অপরাপর বলশালীদের) দুর্বিষহঃ (অতি অসহনীয় অর্থাৎ তাহার পরাক্রম ভীমসেন ব্যতীত অপর কোন বলবান ব্যক্তিই সহ্য করিতে পারে না) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ- হে বিভো ! দিক্‌সমূহ জয় করিয়াই মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইবে ; অতএব রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন ও শরণাগতদের রক্ষার জন্যই জরাসন্ধকে জয় করা প্রয়োজন। [জরাসন্ধকে বধ না করিলে দিগ্বিজয় করা সম্ভব হইবে না বলিয়া রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে না এবং শরণাগত রাজগণকে রক্ষা করাও হইবে না] সুতরাং রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত দিগ্বিজয় উপলক্ষে জরাসন্ধকে বধ করিয়া উভয় প্রয়োজন সিদ্ধি করা কর্ত্তব্য ॥ ৩ ॥ হে গোবিন্দ ! আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে আমাদিগেরও মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এবং রাজগণকে বন্ধন হইতে মুক্ত করায় আপনার যশও বিস্তৃত হইবে ॥ ৪ ॥ জরাসন্ধ বলে দশ হাজার হস্তীর সমান ; সে তাহার সমান বলশালী ভীমসেন ব্যতীত অপরাপর বলশালিগণের দুর্বিষহ অর্থাৎ একমাত্র ভীমসেন ব্যতীত অপর কোন বলবান্ ব্যক্তিই তাহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারে না ॥ ৫ ॥

শ্রীধর—যক্ষ্যতো যাগং করিষ্যতঃ পৈতৃস্বস্রেয়স্য পিতৃস্বসুঃ পুত্রস্য সাচিব্যং সাহায্যং তচ্চ কার্য্যম্, তথা শরণার্থিনাং রাজ্ঞাং রক্ষা চ কার্য্যা । ২ ॥ তত্র প্রথমং রাজসূয়ার্থং গন্তব্যং ততো রাজরক্ষা কর্ত্তব্যেত্যাহ—যষ্টব্যমিত্যাষ্টভিঃ। অতো দিগ্বিজয়হেতোঃ, উভয়ার্থো রাজসূয়ার্থঃ শরণাগতরক্ষার্থশ্চ ॥ ৩- ॥ অত্যুৎসুকতয়া সদ্য এব জরাসন্ধং হন্তুমিচ্ছতো যাদবানাশঙ্ক্যাহ—স বা ইতি। অন্যেষাং ততো বলিনামপি যদ্যপি সমবল এব ভীমস্তথাপি তং বিনা ভীমাদেব তস্য মৃত্যুর্বিহিত ইতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

দ্বৈরথে স তু জেতব্যো মা শতাক্ষৌহিণীযুতঃ।
ব্রহ্মণ্যোঽভ্যর্থিতো বিপ্রৈর্ন প্রত্যাখ্যাতি কর্হিচিৎ ॥ ৬ ॥
ব্রহ্মবেষধরো গত্বা তং ভিক্ষেত বৃকোদরঃ।
হনিষ্যতি ন সন্দেহো দ্বৈরথে তব সন্নিধৌ ॥ ৭ ॥
নিমিত্তং পরমীশস্য বিশ্বসর্গনিরোধয়োঃ।
হিরণ্যগর্ভঃ শর্ব্বশ্চ কালস্যারূপিণস্তব ॥ ৮ ॥

অন্বয়—সঃ তু দ্বৈরথে জেতব্যঃ (ঐ জরাসন্ধকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয় করিতে হইবে) শতাক্ষৌহিণীযুতঃ [সঃ] (শত শত অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত তাঁহাকে) মা [জেতব্যঃ] (জয় করা যাইবে না)। ব্রহ্মণ্যঃ [সঃ] (ব্রাহ্মণগণের হিতকারী ঐ জরাসন্ধ) বিপ্রৈঃ অভ্যর্থিতঃ [সন] (ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইলে) কর্হিচিৎ (কখনও) ন প্রত্যাখ্যাতি (প্রত্যাখ্যান করে না)। [অতঃ] (অতএব) বৃকোদরঃ (ভীমসেন) ব্রহ্মবেষধরঃ [সন] (ব্রাহ্মণের বেশ ধারণপূর্ব্বক) [তত্র] গত্বা (তথায় গমন করিয়া) তং [দ্বৈরথং] ভিক্ষেত (জরাসন্ধের নিকটে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রার্থনা করুন)। [ভীমঃ] (মহাবলশালী ভীমসেন) তব সন্নিধৌ (আপনার সম্মুখে) দ্বৈরথে (দ্বন্দ্বযুদ্ধে) [তং] হনিষ্যতি (তাঁহাকে বধ করিবেন)। [তত্র] ন সন্দেহঃ (তাহাতে সন্দেহ নাই) ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

[হে ভগবন !] অরূপিণঃ কালস্য (প্রাকৃত শরীররহিত ও কালাত্মা) ঈশস্য তব (পরমেশ্বর আপনার) বিশ্বসর্গনিরোধয়োঃ (জগতের সৃষ্টি ও সংহার বিষয়ে) [যথা] (যেমন) হিরণ্যগর্ভঃ শর্ব্বঃ চ (ব্রহ্মা ও রুদ্রদেব) পরং নিমিত্তম [ভবতঃ] (কেবল নিমিত্ত হন) [তথা] (সেইরূপ) [জরাসন্ধবধে] (জরাসন্ধের বধ বিষয়ে) [ভীমঃ নিমিত্তম ভবিষ্যতি] (ভীমসেন নিমিত্ত হইবেন)। [ত্বম এব তথ্যঃ হন্তা] (আপনিই তাঁহার প্রকৃত হন্তা হইবেন) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—সেই জরাসন্ধকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয় করিতে হইবে, শত অক্ষৌহিণী সেনায় পরিবৃত তাঁহাকে যুদ্ধে জয় করা যাইবে না। ব্রাহ্মণগণের হিতকারী ঐ জরাসন্ধ ব্রাহ্মণগণ প্রার্থনা করিলে কখনও তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করে না, অতএব ভীমসেন ব্রাহ্মণের বেশ ধারণপূর্ব্বক তথায় গমন করিয়া তাঁহার নিকটে দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রার্থনা করুন। মহাবলশালী ভীমসেন আপনার সম্মুখে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁহাকে বধ করিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৬-৭ ॥ হে ভগবন্! আপনি প্রাকৃত শরীর রহিত, কালাত্মা ও পরমেশ্বর, আপনার জগতের সৃষ্টি ও সংহারবিষয়ে যেমন ব্রহ্মা ও রুদ্রদেব কেবল নিমিত্ত হন, সেইরূপ জরাসন্ধের বধ বিষয়ে ভীমসেন কেবল নিমিত্ত হইবেন [আপনিই তাঁহার প্রকৃত হন্তা হইবেন] ॥ ৮ ॥

শ্রীধর—নন্ত স্ববলসাম্যেঽপি সেনাবলং তস্যাধিকমিতি চেদত আহ—দ্বৈরথ ইতি। দ্বন্দ্বযুদ্ধে, শতেনাক্ষৌহিণীভির্যুতো মাগধো মান, জেতব্য ইত্যর্থঃ। নন্বসৌ স্বসৈন্যমেব যুদ্ধায় নিযুঞ্জীত, কুতস্তেন দ্বৈরথমিতি? তত্রাহ—ব্রহ্মণ্য ইতি। ন প্রত্যাখ্যাতি ন নিরাকরোতি ॥ ৬ ॥ ভিক্ষেত দ্বন্দ্বযুদ্ধং যাচতাম্, তথাপি সমবলত্বাৎ সাম্যমেব স্যাদত আহ—তব সন্নিধাবিতি ॥ ৭ ॥ নন্বকিঞ্চিৎ কুর্বতো মম সন্নিধানাৎ কিং স্যাদত আহ—নিমিত্তমিতি। অয়মর্থঃ—যথা তবারূপস্য কালাত্মনো বিশ্বসর্গে নিমিত্তং কেবলং হিরণ্যগর্ভঃ, তথা শর্ব্বশ্চ তন্নিরোধে, তথাত্র ত্বমেব সন্নিধিমাত্রেণ হন্তা, ভীমো নিমিত্তমাত্রমিতি ॥ ৮ ॥

গায়ন্তি তে বিশদকর্ম্ম গৃহেষু দেব্যো
রাজ্ঞাং স্বশত্রুবধমাত্মবিমোক্ষণঞ্চ।
গোপ্যশ্চ কুঞ্জরপতের্জ্জনকাত্মজায়াঃ
পিত্রোশ্চ লব্ধশরণা মুনয়ো বয়ঞ্চ ॥ ৯ ॥
জরাসন্ধবধঃ কৃষ্ণ। ভূর্য্যর্থায়োপকল্পতে।
প্রায়ঃ পাকবিপাকেন তব চাভিমতঃ ক্রতুঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয় - ভগবন।] গোপ্যঃ মুনয়ঃ চ বয়ং চ (হে ভগবন। গোপীগণ, মুনিগণ ও আমরা)। অনিষ্টনাশপূর্ব্বকেষ্টসিদ্ধয়ে। (শত্রুবিনাশপূর্ব্বক ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত) [লব্ধশরণাঃ সন্তঃ] (আপনার শরণাপন্ন হইয়া) যথা যেমন। [গোপ্যঃ (গোপীগণ) [শঙ্খচূড়বধং স্বমোক্ষং চ গায়ন্তি (শত্রু শঙ্খচূড়ের বধ ও নিজেদের মোচন বৃত্তান্ত গান করেন) মুনয়ঃ বয়ং চ] (এবং মুনিগণ ও আমরা) কুঞ্জরপতেঃ। নক্রাৎ। (গজেন্দ্রের কুম্ভীর হইতে), জনকাত্মজায়াঃ [রাবণাৎ] (সীতাদেবীর রাবণ হইতে) পিত্রোঃ চ [কংসাৎ, (ও আপনার পিতা-মাতা বসুদেব দেবকীর কংস হইতে) [মোক্ষং চ। (মোচন ও শত্রুবধবৃত্তান্ত) [গায়ামঃ। (গান করিয়া থাকি) [তথা] (সেইরূপ) রাজ্ঞাং দেব্যঃ (জরাসন্ধকর্তৃক অবরুদ্ধ রাজগণের পত্নীগণ) লব্ধশরণাঃ সত্যঃ] (আপনার শরণাপন্না হইয়া) গৃহেষু (নিজ নিজ গৃহে) স্বশত্রুবধম্ আত্মবিমোক্ষণং চ (নিজেদের শত্রু জরাসন্ধের বধ ও পতিগণের মোচনরূপ) তে (আপনার) বিশদকর্ম্ম গায়ন্তি (নির্ম্মল কর্ম্ম গান করিতেছেন)। [অতএব পূর্ব্বোক্তরূপে জরাসন্ধকে বধ করা আপনার কর্ত্তব্য ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ। (হে শ্রীকৃষ্ণ।) জরাসন্ধবধঃ ভূর্য্যর্থায় উপকল্পতে। (জরাসন্ধের বধে দিগ্‌বিজয় রাজবিমোক্ষণ ও শিশুপাল-বধাদি অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে)। প্রায়ঃ পাকবিপাকেন (বোধ হয় রাজগণের পুণ্যকর্ম্মের ফলে ও জরাসন্ধাদির পাপকর্ম্মের ফলে) ক্রতুঃ এই রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান) তব চ (আপনারও অভিমতঃ (অভিপ্রেত)) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন। গোপীগণ, মুনিগণ, ও আমরা যেমন শত্রুবিনাশপূর্ব্বক ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত আপনার শরণাপন্ন হইয়া থাকি এবং গোপীগণ যেমন শঙ্খচূড়ের বধ ও নিজেদের মোচন বৃত্তান্ত গান করিয়া থাকে, আর মুনিগণ ও আমরা যেমন গজেন্দ্রের কুম্ভীর হইতে, সীতাদেবীর রাবণ হইতে এবং আপনার পিতামাতা বসুদেব-দেবকীর কংস হইতে মোচন ও শত্রুবধ-বৃত্তান্ত গান করিয়া থাকি, সেইরূপ জরাসন্ধ কর্তৃক অবরুদ্ধ রাজগণের পত্নীগণ আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন এবং নিজ নিজ গৃহে নিজেদের শত্রু জরাসন্ধের বধ ও পতিগণের মোচনরূপ আপনার নির্ম্মল কর্ম্ম গান করিতেছেন (অতএব পূর্ব্বোক্তরূপে জরাসন্ধকে বধ করা আপনার কর্ত্তব্য) ॥ ৯ ॥ হে কৃষ্ণ! জরাসন্ধের বধে দিগ্বিজয়, রাজবিমোক্ষণ ও শিশুপালবধাদি অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। বোধ হয় রাজগণের পুণ্যকর্ম্মের ফলে ও জরাসন্ধাদির পাপ কর্ম্মের ফলে এই রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান আপনারও অভিমত ॥ ১০ ॥

শ্রীধর--অতোঽনেনোপায়েন ত্বয়া স শীঘ্রং হন্তব্য ইত্যাশয়েনাহ—গায়ন্তীতি। জরাসন্ধরুদ্ধানাং রাজ্ঞাং দেব্যঃ পত্ন্যস্তে বিশদং কর্ম্ম স্বগৃহেষু বালকলালনাদৌ গায়ন্তি। কিং তৎকর্ম্ম? স্বশত্রোর্জরাসন্ধস্য বধম্ আত্মনাং পতীনাং বিমোক্ষণঞ্চ, বৎস মা রোদীঃ, শ্রীকৃষ্ণঃ এবং করিষ্যতীতি। অত্র দৃষ্টান্তাঃ—গোপ্যশ্চেত্যাদয়ঃ। যথা গোপ্যঃ শঙ্খচূড়বধং স্বমোক্ষঞ্চ গায়ন্তি, অবতারান্তরগতং কুঞ্জরপতের্নক্রাৎ, জনকাত্মজায়াশ্চ রাবণাৎ, পিত্রোশ্চ কংসগৃহান্মোক্ষম্, অস্মাভিস্তু ...তানাং তাসাং কৃপয়া ত্বয়া তথৈব কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুদ্ধববচো রাজন্! সর্ব্বতোভদ্রমচ্যুতম্।
দেবর্ষির্যদুবৃদ্ধাশ্চ কৃষ্ণশ্চ প্রত্যপূজয়ন্॥ ১১ ॥
অথাদিশৎ প্রয়াণায় ভগবান দেবকীসুতঃ।
ভৃত্যান্ দারুকজৈত্রাদীনমুজ্ঞাপ্য গুরূন্ বিভুঃ॥ ১২ ॥
নির্গময্যাবরোধান স্বান্ সসুতান্ সপরিচ্ছদান্।
সঙ্কর্ষণমনুজ্ঞাপ্য যদুরাজঞ্চ শত্রুহন্।।
সূতোপনীতং স্বরথমারুহদ্গরুড়ধ্বজম্॥ ১৩ ॥

অন্বয় শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) রাজন! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) [তখন] দেবর্ষিঃ (দেবর্ষি নারদ) যদুবৃদ্ধাঃ চ (যদুবৃদ্ধগণ) কৃষ্ণঃ চ (ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) ইতি সর্ব্বতোভদ্রম অচ্যুতম উদ্ধব বচঃ (উদ্ধবের এইরূপ সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গলাবহ ও মনোমত বাক্য) প্রত্যপূজয়ন্ ("উত্তম উত্তম" বলিয়া অনুমোদন করিলেন)॥ ১১।

অথ (অনন্তর) বিভুঃ (মহাপ্রভাব) ভগবান্ দেবকীসুতঃ (ভগবান দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ) গুরূন অনুজ্ঞাপ্য (বসুদেবাদি গুরুজনগণের অনুমতি লইয়া) দারুকজৈত্রাদীন ভৃত্যান্ (দারুক ও জৈত্র প্রভৃতি ভৃত্যগণকে) প্রয়াণায় (ইন্দ্রপ্রস্থে গমনের উদ্যোগ করিবার নিমিত্ত) আদিশৎ (আদেশ করিলেন)॥ ১২॥

শত্রুহন (হে শত্রুঘাতিন পরীক্ষিৎ!) ততঃ (তৎপরে) [ভগবান] (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) সঙ্কর্ষণং যদুরাজং চ অনুজ্ঞাপ্য (বলরাম ও যদুরাজ উগ্রসেনের অনুমতি লইয়া) সসুতান্ সপরিচ্ছদান স্বান অবরোধান (পুত্রগণ ও পরিচ্ছদসমূহের সহিত স্বীয় পত্নীগণকে) নির্গময্য (রওনা করাইয়া দিয়া) সূতোপনীতং গরুড়ধ্বজং স্বরথম (সারথিকর্ত্তৃক আনীত স্বীয় গরুড়ধ্বজ রথে) আরুহৎ (আরোহণ করিলেন)॥ ১৩॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তখন দেবর্ষি নারদ, যদুবৃদ্ধগণ ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের এইরূপ সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলাবহ ও যুক্তিযুক্ত বাক্য 'সাধু, সাধু' বলিয়া অনুমোদন করিলেন॥ ১১॥ অনন্তর মহাপ্রভাব ভগবান্ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, বসুদেবাদি গুরুজনগণের অনুমতি লইয়া দারুক ও জৈত্র প্রভৃতি ভৃত্যগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে গমনের উদ্যোগ করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন॥ ১২॥ হে শত্রুদমন পরীক্ষিৎ! তৎপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও যদুরাজ উগ্রসেনের অনুমতি লইয়া পুত্রগণ ও সহচরগণের সহিত স্বীয় পত্নীগণকে যাত্রা করাইয়া দিয়া সারথি কর্ত্তৃক আনীত স্বীয় গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করিলেন॥ ১৩॥

শ্রীধর—কথং জরাসন্ধবধ ইতি। ভূয়াধারে। ততঃ শিশুপালবধাদয়োঽপি প্রসঙ্গাৎ ভবিষ্যন্তীতি ভাবঃ। এতচ্চ সর্ব্বং ভবিষ্যত্যেবেতি সম্ভাবয়ন্নাহ—প্রায় ইতি। জরাসন্ধাদীনাং পচ্যতে ইতি পাকঃ কর্ম্ম তস্য বিপাকঃ ফলং তেন রাজ্ঞাং পুণ্যবিপাকেন জরাসন্ধাদীনাং পাপবিপাকেনেতি, পাঠান্তরে জরাসন্ধস্য পাপবিপাকেনেতি। তেনায়ং ক্রতুস্তব অভিপ্রেতঃ, তত্র গতে ত্বয়ি সর্ব্বং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ॥ ১০॥ অচ্যুতম্ উপপত্ত্যা যুক্তম। যদুবৃদ্ধা ইতি বদতা অনিরুদ্ধাদয়স্তথা নাপূজয়ন্নিতি সূচিতম॥ ১১॥ অনুজ্ঞাপ্য অনুজ্ঞাং প্রার্থ্য, গুরূন বসুদেবাদীন্॥ ১২॥

ততো রথদ্বিপভট-সাদিনায়কৈঃ করালয়া পরিবৃত আত্মসেনয়া।
মৃদঙ্গভের্য্যানকশঙ্খগোমুখৈঃ প্রঘোষঘোষিত-ককুভো নিরক্রমৎ ॥ ১৪ ।
নৃবাজি-কাঞ্চনশিবিকাভিরচ্যুতং সহাত্মজাঃ পতিমনু সুব্রতা যযুঃ।
বরাম্বরাভরণ-বিলেপনস্রজঃ সুসংবৃতা নৃভিরসিচর্ম্ম-পাণিভিঃ ॥ ১৫ ॥
নরোষ্ট্রগোমহিষ-খরাশ্বতর্য্যনঃ-করেণুভিঃ পরিজনবারযোষিতঃ।
স্বলঙ্কৃতাঃ কটকুটিকম্বলাম্বরাদ্যুপস্করা যযুরধিযুজ্য সর্ব্বশঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—ততঃ [সঃ] (তৎপরে তিনি) রথদ্বিপভটসাদিনায়কৈঃ করালয়া (রথারোহী, গজারোহী, পদাতিক ও অশ্বারোহিগণের দ্বারা অতি ভয়াবহ) আত্মসেনয়া পরিবৃতঃ [সন্] স্বীয় সেনায় পরিবৃত হইয়া) মৃদঙ্গভের্য্যানকশঙ্খগোমুখৈঃ প্রঘোষঘোষিতককুভঃ [কুর্ব্বন্] (মৃদঙ্গ, ভেরী, আনক, শঙ্খ ও গোমুখসমূহের শব্দে দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে) নিরক্রমৎ (পুরী হইতে নির্গত হইলেন) ॥ ১৪ ॥

বরাম্বরাভরণবিলেপনস্রজঃ (উত্তম বসন, ভূষণ, বিলেপন ও মাল্যধারিণী) সুব্রতাঃ [কৃষ্ণপত্ন্যঃ] (পতিব্রতা কৃষ্ণপত্নীগণ) সহাত্মজাঃ (পুত্র-কন্যাগণের সহিত) অসিচর্ম্মপাণিভিঃ নৃভিঃ (অসি ও চর্ম্মধারী সৈন্যগণের দ্বারা) সুসংবৃতাঃ [সত্যঃ] (সুরক্ষিতা হইয়া) নৃবাজি-কাঞ্চনশিবিকাভিঃ (মনুষ্যযান অর্থাৎ দোলা, অশ্ব এবং কাঞ্চনময় শিবিকায় আরোহণ করিয়া পতিম্ অচ্যুতম্ অনুযযুঃ (পতি শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন) ॥ ১৫ ॥

কটকুটিকম্বলাম্বরাদ্যুপস্করাঃ (উশীরাদি তৃণনির্ম্মিত গৃহ এবং কম্বল বস্ত্র প্রভৃতি পরিচ্ছদ যাহাদের ছিল, সেই) পরিজনবারযোষিতঃ (রজকাদি পরিজনগণের পত্নী ও বারবনিতাগণ) [তদা] স্বলঙ্কৃতাঃ [সত্যঃ] (তখন উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইয়া) সর্ব্বশঃ [তান্ উপস্করান্] (সেই সকল পরিচ্ছদ) [বলীবর্দ্দাদিষু] অধিযুজ্য (বলীবর্দ্দাদির পৃষ্ঠে সুদৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া) নরোষ্ট্রগোমহিষখরাশ্বতর্য্যনঃকরেণুভিঃ (মনুষ্য উষ্ট্র গো মহিষ গর্দ্দভ ও অশ্বতরীবাহিত যানে এবং হস্তিনী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া) যযুঃ (গমন করিতে লাগিল) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—তৎপরে তিনি রথারোহী, গজারোহী, পদাতিক ও অশ্বারোহিগণের দ্বারা অতি ভয়াবহ স্বীয় সেনায় পরিবৃত হইয়া মৃদঙ্গ, ভেরী, আনক, শঙ্খ ও গোমুখ নামক বাদ্যযন্ত্রসমূহের শব্দে দিক্‌সকল প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে পুরী হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১৪ ॥ উত্তম বসন, ভূষণ, বিলেপন ও মাল্যধারিণী পতিব্রতা কৃষ্ণপত্নীগণ পুত্র-কন্যাগণের সহিত অসিধারী ও চর্ম্মধারী সৈন্যগণের দ্বারা সুরক্ষিতা হইয়া মনুষ্যযান (দোলা), অশ্ব এবং কাঞ্চনময় শিবিকায় আরোহণ করিয়া পতি শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ উশীরাদি তৃণনির্ম্মিত গৃহ এবং কম্বল, বস্ত্র প্রভৃতি পরিচ্ছদ যাহাদের ছিল সেই রজকাদি পরিজনদিগের পত্নী ও বারবনিতাগণ তখন উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইয়া ঐ সকল পরিচ্ছদ বলীবর্দ্দাদির পৃষ্ঠে এবং নর, উষ্ট্র, গো-মহিষ, গর্দ্দভ ও অশ্বতরী বাহিত যান ও হস্তিনীসমূহে আরোহণ করতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর—অবরোধান্ স্বান্ দারান্ নির্গময্য প্রয়াণং কারয়িত্বা ॥ ১৩ ॥

বলং বৃহদ্ধ্বজপটছত্রচামরৈ-র্বরায়ুধাভরণকিরীটবর্মভিঃ।
দিবাংশুভিস্তুমুলরবং বভৌ রবের্যথার্ণবঃ ক্ষুভিততিমিঙ্গিলোর্মিভিঃ ॥ ১৭ ॥
অথো মুনির্যদুপতিনা সভাজিতঃ প্রণম্য তং হৃদি বিদধদ্বিহায়সা।
নিশম্য তদ্ব্যবসিতমাহৃতার্হণো মুকুন্দসন্দর্শননির্বৃতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—অর্ণবঃ (গর্জনকারী সমুদ্র) যথা (যেমন) [রবেঃ অংশুভিঃ] ক্ষুভিততিমিঙ্গিলোর্মিভিঃ (সূর্য্যকিরণক্ষুভিত তিমিঙ্গিল নামক জলজন্তু ও তরঙ্গসমূহের দ্বারা) [দিবা ভাতি] (দিবাভাগে শোভা পায়), [তথা] (সেইরূপ) [তদা] (তখন) তুমুলরবং [তৎ] বলং (তুমুল রবকারী সেই সৈন্যদল) বৃহদ্ধ্বজপট-ছত্রচামরৈঃ (বৃহৎ বৃহৎ ধ্বজ, পট, ছত্র, চামর) বরায়ুধাভরণকিরীটবর্মভিঃ (উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র, আভরণ, মুকুট ও বর্ম্মসমূহের দ্বারা) রবেঃ অংশুভিঃ [চ] (ও সূর্য্যকিরণের দ্বারা) দিবা বভৌ (দিবাভাগে শোভা পাইতে লাগিল) ॥ ১৭ ॥

অথো (অনন্তর) মুকুন্দসন্দর্শননির্বৃতেন্দ্রিয়ঃ (ভগবান মুকুন্দের সন্দর্শনে যাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ পরিতৃপ্ত হইল) আহৃতার্হণঃ (এবং ভগবান যাঁহাকে পূজাদ্রব্য সমর্পণ করিলেন, সেই) মুনিঃ (দেবর্ষি নারদ) যদুপতিনা সভাজিতঃ [সন্] (যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া) তদ্ব্যবসিতং নিশম্য (তাঁহার অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া) তং প্রণম্য (তাঁহাকে প্রণাম করতঃ) [তমেব] হৃদি বিদধৎ (তাঁহাকেই হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে) বিহায়সা [যযৌ] (আকাশমার্গে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! গর্জ্জনকারী সমুদ্র যেমন সূর্য্যকিরণক্ষুভিত তিমিঙ্গিল নামক জলজন্তুসমূহ ও তরঙ্গসমূহের দ্বারা দিবাভাগে শোভা পায়, সেইরূপ তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তুমুল রবকারী সেনাদল বৃহৎ বৃহৎ ধ্বজ, পট, ছত্র, চামর, উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র, আভরণ, মুকুট ও বর্ম্মসমূহের দ্বারা এবং সূর্য্যের কিরণে দিবাভাগে শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৭ ॥ অনন্তর ভগবান্ মুকুন্দের সন্দর্শনে যাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ পরিতৃপ্ত হইল এবং ভগবান্ যাঁহাকে পূজ্যদ্রব্য সমর্পণ করিলেন, সেই দেবর্ষি নারদ যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহার অভিপ্রায় শ্রবণ করতঃ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকেই হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে আকাশপথে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৮ ॥

শ্রীধর—ভটাঃ পদাতয়ং, সাদিনঃ অশ্বারোহাঃ, রথাদিনায়কৈঃ করালয়া তীব্রয়া আত্মসেনয়া পরিবৃতো নিরক্রমৎ নিরগাৎ। কুতঃ সকাশাৎ? মৃদঙ্গাদিভিরাতোদ্যৈঃ প্রঘোষেণ ঘোষিতায়াঃ ককুভঃ ॥ ১৪ ॥ নৃবাজীতি। নৃবাজিভিনরযানৈঃ অশ্বৈশ্চ কাঞ্চনশিবিকাভিশ্চ অচ্যুতং পতিমন্বযযুঃ স্বব্রতাঃ পতিব্রতাঃ, বরাণি অম্বরাদীনি যাসাং তাঃ ॥ ১৫ ॥ নরোষ্ট্রাদিভির্যানৈঃ, অপরা গর্দ্দভ্যামশ্বাজ্জাতা, অনঃ শকটম্ করেণুর্গজী, পরিজনযোষিতো বারযোষিতশ্চ, কটকুটীর উশীরাদিতৃণনির্ম্মিতগৃহাঃ কম্বলাম্বরাদয়শ্চ উপস্করাঃ কুট্যাদিরূপা যাসাং তাঃ অধিযুজ্য বলীবর্দ্দাদিষু তান্ উপস্করান দৃঢ়ং সংনহ্য ॥ ১৬ ॥ রবেরংশুভিশ্চ তদ্বলং দিবা বভৌ। কথম্ভূতম্? তুমুলরবম্, আকুলস্বনম, ক্ষুভিতৈস্তিমিঙ্গিলৈরূর্ম্মিভিশ্চ ॥ ১৭ ॥ মুনিনারদো বিহায়সা যযাবিতি শেষঃ ॥ ১৮ ॥

রাজদূতমুবাচেদং ভগবান্ প্রীণয়ন্ গিরা।
মা ভৈষ্ট দূত! ভদ্রং বো ঘাতয়িষ্যামি মাগধম্ ॥ ১৯ ॥
ইত্যুক্তঃ প্রস্থিতো দূতো যথাবদবদন্নৃপান্।
তেঽপি সন্দর্শনং শৌরেঃ প্রত্যৈক্ষন্ যন্মুমুক্ষবঃ ॥ ২০ ॥
আনর্ত্তসৌবীরমরূংস্তীর্ত্বা বিনশনং হরিঃ।
গিরীন্ নদীরতীয়ায় পুরগ্রামব্রজাকরান্ ॥ ২১ ॥
ততো দৃষদ্বতীং তীর্ত্বা মুকুন্দোঽথ সরস্বতীম্।
পাঞ্চালানথ মৎস্যাংশ্চ শক্রপ্রস্থমথাগমৎ ॥ ২২ ॥

অন্বয়—[ততঃ] ভগবান্ (তৎপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) গিরা (মধুর বাক্যে) রাজদূতং প্রীণয়ন (রাজগণ প্রেরিত দূতকে সন্তুষ্ট করতঃ) ইদম উবাচ (এইরূপ বলিলেন)—দূত! (হে দূত!) মা ভৈষ্ট (তোমরা ভয় করিও না), বঃ ভদ্রং [ভবতু] (তোমাদিগের মঙ্গল হউক [অহং] (আমি) মাগধং ঘাতয়িষ্যামি (জরাসন্ধকে বধ করাইব) ॥ ১৯ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] ইতি উক্ত (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া) দূতঃ (ঐ দূত) প্রস্থিতঃ [সন] (প্রস্থান করিয়া) নৃপান যথাবৎ অবদৎ (রাজগণের নিকটে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা নিবেদন করিল)। [তদা] তে অপি (তখন সেই সকল রাজাও) যৎ মুমুক্ষবঃ [অতঃ] (জরাসন্ধের দুর্গ হইতে মুক্তি ইচ্ছা করিতেছিলেন বলিয়া) শৌরেঃ সন্দর্শনং প্রত্যৈক্ষন (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন) ॥ ২০ ॥

হরিঃ (এদিকে ভক্তক্লেশহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) [পরিজনগণের সহিত] আনর্ত্তসৌবীরমরূন তীর্ত্বা (আনর্ত্ত, সৌবীর ও মরুদেশ অতিক্রম করতঃ) বিনশনং গিরীন নদীঃ পুরগ্রামব্রজাকরান [চ] অতীয়ায (কুরুক্ষেত্র, বহু পর্ব্বত, নদী, নগর, ব্রজ ও খনিজস্থানসমস্ত অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিলেন) ॥ ২১ ॥

ততঃ মুকুন্দঃ (তৎপরে মুকুন্দ) দৃষদ্বতী অথ সরস্বতীং (দৃষদ্বতী ও সরস্বতী নদী) তীর্ত্বা (উত্তীর্ণ হইয়া) পাঞ্চালান্ অথ মৎস্যান্ চ (পাঞ্চালদেশ ও মৎস্যদেশ) অতীয়ায [(অতিক্রম করিলেন) অথ (পরে) শক্রপ্রস্থম আগমৎ (ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—তৎপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মধুর বাক্যে রাজগণ প্রেরিত দূতকে সন্তুষ্ট করতঃ এরূপ বলিলেন—হে দূত! তোমরা ভয় করিও না, তোমাদিগের মঙ্গল হউক; আমি জরাসন্ধকে বধ করাইব ॥ ১৯ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ঐ দূত প্রস্থান করিল এবং রাজগণের নিকটে গিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা নিবেদন করিল। তখন সেই রাজগণও জরাসন্ধের দুর্গ হইতে মুক্তি ইচ্ছা করিতেছিলেন বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥ এদিকে ভক্তক্লেশহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরিজনগণের সহিত আনর্ত্ত, সৌবীর ও মরুদেশ এবং কুরুক্ষেত্র, বহু পর্ব্বত, নদী, নগর, গ্রাম, ব্রজ ও খনিস্থানসমূহ অতিক্রম করিয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ তৎপরে মুকুন্দ দৃষদ্বতী ও সরস্বতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া পাঞ্চালদেশ ও মৎস্যদেশ অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২২ ॥

শ্রীধর—মা ভৈষ্টেতি বহুত্বং রাজাভিপ্রায়েণ ॥ ১৯ ॥ প্রত্যৈক্ষন্ প্রত্যৈক্ষন্ত। যদ্যস্মাৎ মুমুক্ষবঃ ॥ ২০ ॥

তমুপাগতমাকর্ণ্য প্রীতো দুর্দর্শনং নৃণাম্‌।
অজাতশত্রুর্নিরগাৎ সোপাধ্যায়ঃ সুহৃদ্‌বৃতঃ ॥ ২৩ ॥
গীতবাদিত্রঘোষেণ ব্রহ্মঘোষেণ ভূয়সা।
অভ্যযাৎ স হৃষীকেশং প্রাণাঃ প্রাণমিবাদৃতঃ ॥ ২৪ ॥
দৃষ্ট্বা বিক্লিন্নহৃদয়ঃ কৃষ্ণং স্নেহেন পাণ্ডবঃ
চিরাদ্দৃষ্টং প্রিয়তমং সস্বজেঽথ পুনঃ পুনঃ ॥ ২৫ ॥
দোর্ভ্যাং পরিষ্বজ্য রমামলালয়ং মুকুন্দগাত্রং নৃপতির্হতাশুভঃ
লেভে পরাং নির্বৃতিমশ্রুলোচনো হৃষ্যত্তনুর্বিস্মৃতলোকবিভ্রমঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—অজাতশত্রুঃ (মহারাজ যুধিষ্ঠির) নৃণাং দুর্দর্শনং (মানবগণের দুর্দর্শ) তম্‌ উপাগতম্‌ আকর্ণ্য (শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া) প্রীতঃ সোপাধ্যায়ঃ সুহৃদ্‌বৃতঃ (প্রীত মন আনন্দিত ও উপাধ্যায়ের সহিত সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া) [illegible] নিরগাৎ (পুর হইতে নির্গত হইলেন) ॥ ২৩ ॥

প্রাণাঃ প্রাণম্‌ ইব (ইন্দ্রিয়সমূহ যেমন প্রাণের অভিমুখে গমন করে সেইরূপ সঃ (মহারাজ যুধিষ্ঠির) আদৃতঃ (আগ্রহান্বিত হইয়া) ভূয়সা গীতবাদিত্রঘোষেণ ব্রহ্মঘোষেণ চ সহ (বহু গীত বাদ্যের শব্দ ও বেদধ্বনি সহকারে) হৃষীকেশম্‌ অভ্যযাৎ (হৃষীকেশের অভিমুখে গমন করিলেন) ॥ ২৪ ॥

পাণ্ডবঃ (মহারাজ যুধিষ্ঠির) কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা (ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া) স্নেহেন বিক্লিন্নহৃদয়ঃ (স্নেহে আর্দ্রচিত্ত হইয়া পড়িলেন) অথ সঃ (অনন্তর তিনি) চিরাৎ দৃষ্টং প্রিয়তমং (বহুকাল পরে দৃষ্ট প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে) পুনঃ পুনঃ সস্বজে (পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন) ॥ ২৫ ॥

নৃপতিঃ (মহারাজ যুধিষ্ঠির) রমামলালয়ং (লক্ষ্মীদেবীর নির্মল আশ্রয়স্থান) মুকুন্দগাত্রং (ভগবান মুকুন্দের শরীর) দোর্ভ্যাং পরিষ্বজ্য (বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া) হতাশুভঃ (নিজের অকল্যাণ দূর করিলেন), বিস্মৃতলোকবিভ্রমঃ (লোকব্যবহার ভুলিয়া গেলেন) অশ্রুলোচনঃ (তাঁহার নয়নযুগল আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইল) হৃষ্যত্তনুঃ (তনু এবং তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল এই অবস্থায় তিনি) পরাং নির্বৃতিং লেভে (পরম সুখ লাভ করিলেন) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির নরগণের দুর্দর্শনীয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া আনন্দিত ও উপাধ্যায়ের সহিত সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া পুরী হইতে নির্গত হইলেন ॥ ২৩ ॥ ইন্দ্রিয়সমূহ যেমন প্রাণের অভিমুখে গমন করে, সেইরূপ মহারাজ যুধিষ্ঠির আগ্রহান্বিত হইয়া বহু গীত-বাদ্যের শব্দ ও বেদধ্বনি সহকারে ভগবান হৃষীকেশের অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ২৪ ॥ মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া স্নেহে আর্দ্রচিত্ত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর তিনি বহুকাল পরে দৃষ্ট প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ মহারাজ যুধিষ্ঠির লক্ষ্মীদেবীর নির্মল আশ্রয়স্থান ভগবান্‌ মুকুন্দের গাত্র বাহুদ্বয়ের দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া নিজের অকল্যাণ দূর করিলেন, তিনি লোকব্যবহার ভুলিয়া গেলেন, তাঁহার নয়নযুগল আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইল এবং তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, এই অবস্থায় তিনি পরম সুখ লাভ করিলেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর—আনর্তাদয়ো মানবদেশাঃ [illegible], বনশনং কুরুক্ষেত্রম্‌, [illegible] যযৌ ॥ [illegible] ॥

তং মাতুলেয়ং পরিরভ্য নির্বৃতো ভীমঃ স্ময়ন্ প্রেমজলাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
যমৌ কিরীটী চ সুহৃত্তমং মুদা প্রবৃদ্ধবাষ্পাঃ পরিবেভিরেঽচ্যুতম্ ॥ ২৭ ॥

অর্জ্জুনেন পরিষ্বক্তো যমাভ্যামভিবাদিতঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য বৃদ্ধেভ্যশ্চ যথার্হতঃ ॥
মানিনো মানয়ামাস কুরুসৃঞ্জয়কেকয়ান্ ॥ ২৮ ॥

সূতমাগধগন্ধর্ব্বা বন্দিনশ্চোপমন্ত্রিণঃ।
মৃদঙ্গশঙ্খপটহ-বীণাপণবগোমুখৈঃ ॥
ব্রাহ্মণাশ্চারবিন্দাক্ষং তুষ্টুবুর্ননৃতুর্জ্জগুঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয় । [অথ] ভীমঃ (অনন্তর ভীমসেন) স্ময়ন্ (হাসিতে হাসিতে) তং মাতুলেয়ং (সেই মাতুলপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে) পরিরভ্য (আলিঙ্গন করিয়া) প্রেমজলাকুলেন্দ্রিয় (প্রেমাশ্রুধারায় ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া) নির্বৃতঃ বভূব (সুখী হইলেন) [ততঃ] (তৎপরে) কিরীটী যমৌ চ (অর্জ্জুন নকুল, ও সহদেব) মুদা প্রবৃদ্ধবাষ্পাঃ (সহর্ষে আনন্দবশতঃ অশ্রুপূর্ণনয়নে) সুহৃত্তমম্ অচ্যুতং (সুহৃত্তম শ্রীকৃষ্ণকে) পরিবেভিরে (আলিঙ্গন করিলেন) ॥ ২৭ ॥

[ভগবান] (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) অর্জ্জুনেন পরিষ্বক্তঃ (অর্জ্জুনকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত), যমাভ্যাম অভিবাদিতঃ [চ সন] (এবং নকুল ও সহদেবকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত ও বন্দিত হইয়া) ব্রাহ্মণেভ্যঃ বৃদ্ধেভ্যঃ চ (ব্রাহ্মণগণকে ও বৃদ্ধগণকে যথার্হতঃ (যথাযোগ্যভাবে) নমস্কৃত্য (নমস্কার করিয়া) মানিনঃ কুরুসৃঞ্জয়কেকয়ান (মাননীয় কুরু, সৃঞ্জয় ও কেকয়বংশীয়দিগকে) মানয়ামাস (সম্মান প্রদর্শন করিলেন) ॥ ২৮ ॥

[তদা] (তখন) সূতমাগধগন্ধর্ব্বাঃ বন্দিনঃ (সূত, মাগধ ও গন্ধর্ব নামক বিভিন্ন শ্রেণীর স্তুতিপাঠকগণ, উপমন্ত্রিণঃ চ (পরিহাসকগণ) ব্রাহ্মণাঃ চ (ও ব্রাহ্মণগণ) মৃদঙ্গশঙ্খপটহবীণাপণবগোমুখৈঃ (মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পটহ, বীণা, পণব ও গোমুখধ্বনির সঙ্গে) অরবিন্দাক্ষং তুষ্টুবুঃ (কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিল) ননৃতুঃ জগুঃ চ (এবং নৃত্য ও গান করিতে লাগিল) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভীমসেন হাসিতে হাসিতে সেই মাতুলপুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাশ্রুধারায় আপ্লুত ও আনন্দিত হইলেন। তৎপরে অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব আনন্দে অশ্রুপূর্ণ হইয়া সুহৃত্তম শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ২৭ ॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত এবং নকুল ও সহদেব কর্তৃক আলিঙ্গিত ও বন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে ও বৃদ্ধগণকে নমস্কার করিলেন এবং মাননীয় কুরু, সৃঞ্জয় ও কেকয়-বংশীয়দিগকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন ॥ ২৮ ॥ তখন সূত, মাগধ ও গন্ধর্ব্ব নামক বিভিন্ন শ্রেণীর স্তুতিপাঠকগণ, পরিহাসকগণ ও ব্রাহ্মণগণ মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পটহ, বীণা, পণব ও গোমুখধ্বনির সঙ্গে কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিল এবং নৃত্য ও গান করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

শ্রীধর—শক্রপ্রস্থম্ ইন্দ্রপ্রস্থম্ ॥ ২২-২৩ ॥ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি প্রাণং মুখ্যং প্রাণমিব ॥ ২৪ ॥ সস্বজে পরিরেভে ॥ ২৫ ॥ রমায়া অমলং নির্দোষমালয়ম্, বিস্মৃতো লোকবিভ্রমো লোকব্যবহারো যেন সঃ ॥ ২৬-২৭ ॥

এবং সুহৃদ্ভিঃ পর্য্যস্তঃ পুণ্যশ্লোকশিখামণিঃ।
সংস্তূয়মানো ভগবান্ বিবেশালঙ্কৃতং পুরম্॥ ৩০॥

সংসিক্তবর্ত্ম করিণাং মদগন্ধতোয়ৈ-শ্চিত্রধ্বজৈঃ কনকতোরণপূর্ণ-কুম্ভৈঃ।
মৃষ্টাত্মভিনবদুকূলবিভূষণস্রগ্-গন্ধৈর্নৃভির্যুবতিভিশ্চ বিরাজমানম্॥ ৩১॥

উদ্দীপ্তদীপবলিভিঃ প্রতিসদ্ম জাল-নির্যাতধূপরুচিরং বিলসৎপতাকম্।
মূর্দ্ধন্যহেমকলসৈ রজতোরুশৃঙ্গৈ-র্জুষ্টং দদর্শ ভবনৈঃ কুরুরাজধাম॥ ৩২॥

অন্বয়—। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ।। পুণ্যশ্লোকশিখামণি ভগবান (পবিত্রকীর্ত্তি ধার্ম্মিকগণের চূড়ামণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) এবং (এইরূপে) সুহৃদ্ভিঃ (সুহৃদ্গণকর্ত্তৃক) পর্য্যস্তঃ সংস্তূয়মানঃ [চ] (পরিবৃত ও সংস্তুত হইয়া) অলঙ্কৃতং পুরং বিবেশ (সুশোভিত নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন)॥ ৩০॥

করিণাং মদগন্ধতোয়ৈঃ (হস্তিসমূহের মদগন্ধযুক্ত জলের দ্বারা) সংসিক্তবর্ত্ম (নগরের পথসমূহ অভিষিক্ত করা হইয়াছিল), চিত্রধ্বজৈঃ (বিচিত্র ধ্বজ) কনকতোরণপূর্ণকুম্ভৈঃ (সুবর্ণমণ্ডিত তোরণ ও পূর্ণকুম্ভ দ্বারা) নবদুকূলবিভূষণস্রগ্গন্ধৈঃ (এবং নূতন নূতন বসন, ভূষণ, মালা ও গন্ধে বিভূষিত) মৃষ্টাত্মভিঃ (বিশুদ্ধচিত্ত) নৃভিঃ যুবতিভিঃ চ (নরনারীগণের দ্বারা) বিরাজমানং (নগর অতিশয় শোভা পাইতেছিল), প্রতিসদ্ম উদ্দীপ্তদীপবলিভিঃ [জুষ্টং] (নগরের প্রতি গৃহেই প্রদীপ্ত দীপশ্রেণী ও পুষ্পাদি পূজোপহার সুসজ্জিত ছিল), জালনির্যাতধূপরুচিরং (গৃহসমূহের গবাক্ষ দিয়া ধূপধূম বিনির্গত হইতেছিল, তাহাতে নগর মনোহর হইয়াছিল) বিলসৎপতাকং (নগরে পতাকা সমূহ শোভা পাইতেছিল) মূর্দ্ধন্যহেমকলসৈঃ (এবং যে সকল প্রাসাদের উপরিভাগে সুবর্ণময় কলস বিরাজিত ছিল) রজতোরুশৃঙ্গৈঃ (ও সেই কলসের নিম্নে বৃহৎ চূড়া বিদ্যমান ছিল, তাদৃশ) ভবনৈঃ জুষ্টং (প্রাসাদ দ্বারা নগর পরিশোভিত ছিল, এতাদৃশ) কুরুরাজধাম (কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের আবাসনগর) [ভগবান] দদর্শ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিলেন)॥ ৩১-৩২॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! পবিত্রকীর্ত্তি ধার্ম্মিকদিগের চূড়ামণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সুহৃদ্গণকর্ত্তৃক পরিবৃত ও সংস্তুত হইয়া সুশোভিত নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন॥ ৩০॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুরুরাজ যুধিষ্ঠিরের আবাসনগর দর্শন করিলেন, তিনি দেখিলেন—হস্তিসমূহের মদগন্ধযুক্ত জলের দ্বারা নগরের পথসমূহ অভিষিক্ত করা হইয়াছে, বিচিত্র ধ্বজ, সুবর্ণময় তোরণ ও পূর্ণকুম্ভ দ্বারা এবং নূতন নূতন বসন, ভূষণ, মালা ও গন্ধে বিভূষিত বিশুদ্ধচিত্ত নরনারীগণের দ্বারা নগর অতিশয় শোভা পাইতেছে। নগরের প্রতি গৃহেই প্রদীপ্ত প্রদীপশ্রেণী ও পুষ্পাদি পূজোপহার সুসজ্জিত রহিয়াছে, গৃহসমূহের গবাক্ষ দিয়া ধূপ ধূম বিনির্গত হইতেছে বলিয়া নগর মনোহর হইয়াছে, নগরের পতাকাসমূহ শোভা পাইতেছে এবং প্রাসাদসমূহের উপরিভাগে সুবর্ণময় কলস বিরাজিত ও সেই সকল কলসের নিম্নে বৃহৎ বৃহৎ চূড়া বিদ্যমান থাকায় সেই প্রাসাদসমূহের দ্বারা নগর পরিশোভিত হইয়াছে॥ ৩১-৩২।

শ্রীধর—অর্জ্জুনেন সমন্তাৎ পরিষ্বক্ত এব কেবলম্, পাদৌ তু মূর্দ্ধ্না অর্জ্জুনঃ কুর্ব্বন্ ভুজাভ্যাং বহুশঃ তু ভাব। যমাভ্যাং স্তুতিবাদিতশ্চেতি॥ ২৮-৩০॥ চিত্রধ্বজাদিভিঃ বিরাজমানম্॥ ৩১॥

প্রাপ্তং নিশম্য নরলোচনপানপাত্র-মৌৎসুক্যবিশ্লথিতকেশদুকূলবন্ধাঃ।
সদ্যো বিসৃজ্য গৃহকর্ম পতীংশ্চ তল্পে দ্রষ্টুং যযুর্যুবতয়ঃ স্ম নরেন্দ্রমার্গে ॥ ৩৩ ॥
তস্মিন্ সুসঙ্কুল ইভাশ্বরথদ্বিপদ্ভিঃ কৃষ্ণং সভার্য্যমুপলভ্য গৃহাধিরূঢ়াঃ।
নার্য্যো বিকীর্য্য কুসুমৈর্মনসোপগুহ্য সুস্বাগতং বিদধুরুৎস্ময়বীক্ষিতেন ॥ ৩৪ ॥
ঊচুঃ স্ত্রিয়ঃ পথি নিরীক্ষ্য মুকুন্দপত্নী স্তারা যথোডুপসহাঃ কিমকার্য্যমূভিঃ।
যচ্চক্ষুষাং পুরুষমৌলিরুদারহাসলীলাবলোককলয়োৎসবমাতনোতি ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়—ঔৎসুক্যবিশ্লথিতকেশদুকূলবন্ধাঃ যুবতয়ঃ (শ্রীকৃষ্ণদর্শনের ঔৎসুক্যহেতু যাহাদের কেশগ্রন্থি ও বস্ত্রগ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, সেই নগরবাসিনী যুবতীগণ) নরলোচনপানপাত্রং প্রাপ্তং নিশম্য (মানুষের নয়নের পরম দর্শনীয় রূপনিধি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) গৃহকর্ম তল্পে পতীন্ চ (গৃহকর্ম ও শয্যায় পতিকে) বিসৃজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) [তং, দ্রষ্টুং (তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য)] নরেন্দ্রমার্গে (রাজপথে) যযুঃ স্ম (গমন করিতে লাগিলেন) ॥ ৩৩ ॥

নার্য্যঃ (ঐ সকল রমণী) ইভাশ্বরথদ্বিপদ্ভিঃ (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসমূহে) সুসঙ্কুলে তস্মিন্ (পরিব্যাপ্ত সেই রাজপথে) সভার্য্যং কৃষ্ণম্ উপলভ্য (পত্নীগণের সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া) [সম্যগ্দর্শনায় পুষ্পবর্ষণায় চ (ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ও পুষ্পবর্ষণ করিবার জন্য)] গৃহাধিরূঢ়াঃ সত্যঃ [(পার্শ্ববর্তী প্রাসাদোপরি আরোহণ করতঃ)] [তং] কুসুমৈঃ বিকীর্য্য মনসা উপগুহ্য চ (তাঁহার উপরে পুষ্পবর্ষণ ও তাঁহাকে মনে মনে আলিঙ্গন করিলেন এবং) উৎস্ময়বীক্ষিতেন সুস্বাগতং বিদধুঃ (হাস্যযুক্ত নিরীক্ষণ দ্বারা স্বাগতপ্রশ্নাদি করিলেন) ॥ ৩৪ ॥

[তদা] (তখন) স্ত্রিয়ঃ (রমণীগণ) পথি (রাজপথে) উডুপসহাঃ তারাঃ যথা (তারা যথা চন্দ্রসহ তারাগণের ন্যায়) মুকুন্দপত্নীঃ (মুকুন্দের পত্নীগণকে) নিরীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) ঊচুঃ (বলিতে লাগিলেন)—অমূভিঃ কিম্ অকারি? (এ সকল কৃষ্ণপত্নী কি পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন?) পুরুষমৌলিঃ (যাহা বলে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) উদারহাসলীলাবলোককলয়া (উদার হাস্য ও লীলাকটাক্ষ দান) যচ্চক্ষুষাং (যাহাদিগের চক্ষুর) উৎসবম্ আতনোতি (আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণদর্শনের ঔৎসুক্যহেতু যাহাদের কেশগ্রন্থি ও বস্ত্রগ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, সেই নগরবাসিনী যুবতিগণ যখন নরলোচনসমূহের পরম দর্শনীয় রূপনিধি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নগরে উপস্থিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহকর্ম ও শয্যায় পতিকে পরিত্যাগ করতঃ তাঁহাকে দেখিবার জন্য রাজপথে আগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ ঐ সকল রমণী হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসমূহে পরিব্যাপ্ত সেই রাজপথে পত্নীগণের সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ও পুষ্পবর্ষণ করিবার জন্য পথিপার্শ্বস্থ প্রাসাদসমূহের উপরে আরোহণ করিলেন এবং তাঁহার উপরে পুষ্পবর্ষণ করিয়া ও মনে মনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া হাস্যযুক্ত নিরীক্ষণের দ্বারা স্বাগত প্রশ্নাদি সম্পাদন করিলেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধর—প্রাসাদা উদ্দীপৈর্দীপবর্ত্তিভিঃ পুষ্পাদপ্রকাশৈশ্চ জুষ্টম, জালেভ্যো গবাক্ষেভ্যো নির্যাতৈর্নির্গতৈর্ধূপৈঃ রুচিরম, বিলসন্ত্যঃ পতাকা যস্মিংস্তৎ, মূর্দ্ধন্যা মধ্যে ভবা হেমকলসা যেষাং তৈঃ রজতময়ানি রূপ্যমযানি উরূণি স্থূলানি শৃঙ্গাণি কলসাধস্তনভূমিকা যেষাং তৈর্ভবনৈশ্চ জুষ্টং কুরুরাজস্য ধাম পুরং দদর্শ ॥ ৩২ ॥

গোবিন্দং গৃহমানীয় দেবদেবেশমাদৃতঃ।
পূজায়াং নাবিদৎ কৃত্যং প্রমোদোপহতো নৃপঃ ॥ ৩৯ ॥
পিতৃস্বসুর্গুরুস্ত্রীণাং কৃষ্ণশ্চক্রেঽভিবাদনম্।
স্বয়ঞ্চ কৃষ্ণয়া রাজন্! ভগিন্যা চাভিবন্দিতঃ ॥ ৪০ ॥
শ্বশ্র্বা সঞ্চোদিতা কৃষ্ণা কৃষ্ণপত্নীশ্চ সর্বশঃ।
আনর্চ্চ রুক্মিণীং সত্যাং ভদ্রাং জাম্ববতীং তথা ॥ ৪১ ॥
কালিন্দীং মিত্রবিন্দাঞ্চ শৈব্যাং নাগ্নজিতীং তথা।
অন্যাশ্চাভ্যাগতা যাস্তু বাসঃস্রঙ্মণ্ডনাদিভিঃ ॥ ৪২ ॥
সুখং নিবাসয়ামাস ধর্ম্মরাজো জনার্দ্দনম্।
সসৈন্যং সানুগামাত্যং সভার্য্যঞ্চ নবং নবম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়—নৃপঃ আদৃতঃ [সন্] (মহারাজ যুধিষ্ঠির সমাদরে) দেবদেবেশং গোবিন্দং (ব্রহ্মাদি দেবদেবগণের ঈশ্বর ভগবান গোবিন্দকে) গৃহম্ আনীয় (গৃহে আনয়ন করিয়া) প্রমোদোপহতঃ [সন] (আনন্দে অভিভূত হওয়ায়) পূজায়াং কৃত্যং ন অবিদৎ (পূজার বিধান ভুলিয়া গেলেন) ॥ ৩৯ ॥

রাজন! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ) [অথ] (অনন্তর) কৃষ্ণঃ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) পিতৃস্বসুঃ গুরুস্ত্রীণাং [চ] অভিবাদনং চক্রে (পিতৃস্বসা কুন্তীদেবীকে ও গুরুজনগণের পত্নীদিগকে অভিবাদন করিলেন) স্বয়ং চ (এবং নিজে) কৃষ্ণয়া ভগিন্যা চ (দ্রৌপদী ও সুভদ্রা কর্তৃক) অভিবন্দিতঃ [অভূৎ] (অভিবন্দিত হইলেন) ॥ ৪০ ॥

[ততঃ] (তৎপরে) কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) শ্বশ্র্বা সঞ্চোদিতা [সতী] (শ্বশ্রূ কুন্তীদেবীর উপদেশ ক্রমে) রুক্মিণীং সত্যাং ভদ্রাং জাম্ববতীং তথা কালিন্দীং মিত্রবিন্দাং চ শৈব্যাং তথা নাগ্নজিতীং (রুক্মিণী, সত্যা, ভদ্রা, জাম্ববতী, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, শৈব্যা ও নাগ্নজিতীকে) অন্যাঃ যাঃ তু অভ্যাগতাঃ (এবং অপর যাঁহারা আগমন করিয়াছিলেন), [তাঃ] সর্বশঃ কৃষ্ণপত্নীঃ চ (সেই সকল কৃষ্ণপত্নীকেও) বাসঃস্রগ্মণ্ডনাদিভিঃ (বস্ত্র, মাল্য ও অলঙ্কারাদি দ্বারা) আনর্চ (অর্চনা করিলেন) ॥ ৪১ ॥

ধর্মরাজঃ (ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির) সভার্য্যং সসৈন্যং সানুগামাত্যং চ জনার্দ্দনং (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণ, সৈন্যগণ, অনুচরগণ ও অমাত্যগণের সহিত তাঁহাকে) [প্রত্যহং] নবং নবং (প্রত্যহ নূতন নূতন ভাবে) সুখং নিবাসয়ামাস (সুখে বাস করাইতে লাগিলেন) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—মহারাজ যুধিষ্ঠির অতি সমাদরে ব্রহ্মাদি দেবগণের ঈশ্বর ভগবান্ গোবিন্দকে গৃহে আনয়ন করিয়া আনন্দে অভিভূত হওয়ায় পূজার বিধান ভুলিয়া গেলেন ॥ ৩৯ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পিতৃস্বসা কুন্তীদেবীকে ও গুরুজনগণের পত্নীদিগকে অভিবাদন করিলেন এবং স্বয়ং দ্রৌপদী ও সুভদ্রাকর্তৃক বন্দিত হইলেন ॥ ৪০ ॥ তৎপরে দ্রৌপদী শ্বশ্রূ কুন্তীদেবীর আদেশক্রমে রুক্মিণী, সত্যা, ভদ্রা, জাম্ববতী, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, শৈব্যা ও নাগ্নজিতীকে এবং অপর যাঁহারা আসিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণপত্নীগণকে বস্ত্র, মাল্য ও অলঙ্কারাদির দ্বারা অর্চনা করিলেন ॥ ৪১-৪২ ॥ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পত্নীগণ, সৈন্যগণ, অনুচরগণ ও অমাত্যগণের সহিত তাঁহাকে প্রত্যহ নূতন নূতন ভাবে হস্তিনাপুরে বাস করাইতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধর—কৃত্যং প্রকারবিশেষম্। প্রমোদেন উপহতোঽভিভূতঃ ॥ ৩৯ ॥

তর্পয়িত্বা খাণ্ডবেন বহ্নিং ফাল্গুনসংযুতঃ।
মোচয়িত্বা ময়ং যেন রাজ্ঞে দিব্যা সভা কৃতা ॥ ৪৪ ॥
উবাস কতিচিন্মাসান্ রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
বিহরন্ রথমারুহ্য ফাল্গুনেন ভটৈর্বৃতঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
শ্রীকৃষ্ণস্যেন্দ্রপ্রস্থগমনং নাম একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭১ ॥

অন্বয়—[জনার্দ্দনঃ অপি] (ভগবান শ্রীকৃষ্ণও) রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া (মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রীতি সম্পাদন করিবার ইচ্ছায়) ফাল্গুনসংযুতঃ [সন] (অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া) খাণ্ডবেন বহ্নিং তর্পয়িত্বা (খাণ্ডব বন প্রদানে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়া) যেন রাজ্ঞে এবং যিনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে দিব্যা সভা কৃতা পরে দিব্য রাজসভা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন), [তং] ময়ং মোচয়িত্বা সেই ময় নামক দানবকে মুক্ত করিয়া) ফাল্গুনেন [সহ] (অর্জ্জুনের সহিত) রথম্ আরুহ্য (রথে আরোহণপূর্ব্বক) ভটৈঃ বৃতঃ [সন বিহরন (সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া বিহার করতঃ) [তত্র] তথায় কতিচিৎ মাসান্ (কয়েক মাস) উবাস (বাস করিলেন) ॥ ৪৪ ৪৫ ॥

অনুবাদ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রীতিসম্পাদন করিবার ইচ্ছায় অর্জ্জুনের সহিত রথে আরোহণ করতঃ সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া বিহার করতঃ তথায় কয়েকমাস বাস করিলেন। তৎকালে তিনি অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া খাণ্ডববন প্রদানে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন এবং যে ময়দানব রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরে দিব্য রাজসভা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই ময় নামক দানবকে মুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৪৪-৪৫ ॥

একসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীধর—তবস্ত্রীণাম্ রময়া দ্রৌপদ্যা চ, ভগিন্যা সুভদ্রয়া। ॥ ৪০ ॥ আনর্চ্চ অর্চ্চিতবতী ॥ ৪১ ॥ অন্যাশ্চ স্ত্রীঃ শ্রীকৃষ্ণেনাগতোঽভ্যাগতাস্তা অপি। ৪২ ॥ দিনে দিনে নব নব যথা ভবতি তথা সুখং নিবাসয়ামাস। ৪৩ ॥ কথম্ভূতম্? যঃ প্রেম্ণা নিত্যং ফাল্গুনেন সংযুক্তং, অতএব তেন সহাবস্থানং যেন খাণ্ডবেন বহ্নিং তর্পয়িত্বা তত্র চ ময়ং মোচয়িত্বা তং ময়ং প্রয়োজ্য যুধিষ্ঠিরায় দিব্যা সভা কৃতা তং জনার্দ্দনম্। অনেন রাজ্ঞঃ শ্রীকৃষ্ণোপকারানুস্মরণং দিব্যত্বাৎ সভায়া যথামনোরথং সর্ব্বাবকাশসম্পাদনত্বং দর্শিতম্ ॥ ৪৪ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ। ৭১ ॥

— —

শ্লোকার্থ

অথৈকসপ্ততিতমে গৃহীতোদ্ধবমন্ত্রণঃ।
সসৈন্যঃ সপ্রিয়ঃ কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থৌকসোঽধিনোৎ ॥

[এই অধ্যায়ে উদ্ধবের মন্ত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থ গমন ও তথায় প্রিয়াবর্গের সহিত কিছুদিন বসবাসের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।]

বিবরণী

দেবর্ষি নারদের ইচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগকে রাজসূয় যজ্ঞের পরামর্শ দিবার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ গমন করেন। সভার সভ্য যাদবগণের ও কারারুদ্ধ রাজগণ কর্তৃক প্রেরিত দূতের ইচ্ছা যে, শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ বধোদ্যোগে গমন করেন। উভয়ের মত বুঝিয়া ও শ্রীকৃষ্ণের হৃদগতভাব বুঝিয়া মহামতি উদ্ধব বলিলেন

রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ করিতে হইলে দিগ্বিজয় করিতে হইবে। এই দিগ্বিজয় উপলক্ষে জরাসন্ধের বধসাধন হইলে উভয় দিক্ রক্ষা হইবে। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে পরামর্শ দিলেন ইন্দ্রপ্রস্থে যাইতে এবং তথায় গিয়া ভীমসেন সহ মগধে গিয়া জরাসন্ধের নিকট যুদ্ধ ভিক্ষা চাহিতে। কারণ ভীমের হাতেই জরাসন্ধের বধ হইবে ইহা পূর্ব্ব হইতে নির্ব্বন্ধ আছে ভীম নিমিত্ত মাত্র, আপনি প্রকৃত কারণ স্বরূপ জরাসন্ধের পর শিশুপালেরও বধ হইবে।

সকলেই বিচক্ষণ উদ্ধবের পরামর্শ অত্যুত্তম বলিয়া প্রশংসা করিলেন। দেবর্ষি চলিয়া গেলেন শ্রীকৃষ্ণ দূতকে অভয় দিয়া কহিলেন তিনি শীঘ্রই জরাসন্ধকে বধ করিবেন। দূত সংবাদ লইয়া চলিয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থ পৌঁছাইলেন। যুধিষ্ঠির সম্বর্দ্ধনার জন্য সুহৃদগণসঙ্গে অগ্রসর হইলেন। সকলের প্রণাম অভিবাদনাদি হইল। কুন্তীদেবী ত্রিলোকপতিকে আলিঙ্গন করিলেন। দ্রৌপদী সুভদ্রা প্রণত হইলেন। কুন্তীদেবীর নির্দ্দেশে দ্রৌপদীদেবী শ্রীকৃষ্ণপত্নীগণের পূজা করিলেন। কিছুদিন শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণ সঙ্গে আনন্দে কাটাইলেন।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

১। উদ্ধবের বিশেষণ দিয়াছেন শ্রীশুকদেব—"মহামতি"। তাহার হেতু বলিয়াছেন শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—সর্ব্বমতরক্ষণেন সর্ব্বপ্রহর্ষণাৎ সকলের মত রক্ষা হইল। সকলেরই হর্ষোদয় হইল। উদ্ধবের বুদ্ধিমত্তা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। রাজসূয় যজ্ঞসিদ্ধিও প্রয়োজন, শরণাগত রাজগণের রক্ষাও প্রয়োজন। উদ্ধব বুদ্ধির চাতুর্য্যে দুই প্রয়োজনকে এক প্রয়োজন করিয়া ফেলিলেন দিগ্বিজয়ং বিনা রাজসূয়-যজ্ঞো ন ভবতি। জরাসন্ধবধং বিনা দিগ্বিজয়শ্চ ন ভবতি। আগে রাজসূয় নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর তারপর তাহার অঙ্গীভূত করিয়া রাজরক্ষা নিমন্ত্রণ লইবে। ইহাতে "একক্রিয়া দ্ব্যর্থকরী" হইবে।

২। কিভাবে জরাসন্ধ-বধকার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে সে বিষয়েও উদ্ধবের পরামর্শ মূল্যবান্। ভীম ব্রাহ্মণবেশে গিয়া জরাসন্ধের নিকট দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রার্থনা করিবে। জরাসন্ধ নিশ্চয়ই রাজী হইবেন। ভীম সমবল হইলেও আপনার (শ্রীকৃষ্ণের) সান্নিধ্যে জরাসন্ধবধে সমর্থ হইবেন। কারণ, নিধনকর্ত্তা আপনিই (শ্রীকৃষ্ণ), ভীম নিমিত্তমাত্র। ত্বমেব জরাসন্ধং হনিষ্যসি ভীমো নিমিত্তমাত্রম্। উদ্ধব বৃহস্পতির নিকট জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে ভীমের হাতেই জরাসন্ধের মৃত্যু অবধারিত।

৩। উদ্ধব যে পরামর্শ দিলেন তাহাকে শ্রীশুকদেব "সর্ব্বতোভদ্র" বলিয়াছেন। সর্ব্বথা কল্যাণকর উদ্ধবের মন্ত্রণা। উদ্ধবের অন্তরে একটি গোপনীয় কথা আছে, তাহাও সঙ্কেতে ব্যক্ত করিয়াছেন— বলিয়াছেন, (৯।৭১) হে কৃষ্ণ, তুমি শঙ্খচূড় বধ করিয়া গোপীদের রক্ষা করিয়াছ। কুম্ভীর বধ করিয়া গজেন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছ। রাবণকে বধ করিয়া সীতা উদ্ধার করিয়াছ। কংস বধ করিয়া দেবকী-বসুদেবকে বাঁচাইয়াছ, এই সব কারণে তোমার বিমল যশ সকলে গায়। আরও গাইবে, যদি জরাসন্ধ বধ করিয়া বন্দী ভূপতিগণের স্ত্রীগণের সহিত তাহাদের মিলন ঘটাইয়া দেও। আর আমরাও তোমার যশ গাইব, যদি জরাসন্ধবধের পর পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞ উদ্‌যাপন করতঃ আগমন সময় নিভৃতে ব্রজে গমন করিয়া গোপগোপীদের দর্শন দিয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষা কর।

"জরাসন্ধং হত্বা তা দেব্য স্তৎপতিভিঃ সঙ্গতীকৃত্য ত্বয়া যথা রক্ষণীয়াঃ তথৈব রাজসূয়াদিকৃত্যং সমাপ্য তত আগমনসময়ে নিভৃতং ব্রজং গত্বা তা গোপ্যোঽপি স্বসঙ্গতীকৃত্য ত্বয়া রক্ষণীয়াঃ। ততশ্চাস্মদাদয়োঽপি তত্তে যশো গায়াম ইতি।"—শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ।

কৃষ্ণ-বিরহাতুর ব্রজবাসিগণের দুর্দশা উদ্ধব নিজ চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। সর্ব্বদাই তাঁর অন্তরে এই ভাবনা, কখন কোন্ অবসরে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে পাঠান যায়। নানাবিধ কর্ত্তব্যের চাপ তাঁহার পথের বাধক। জরাসন্ধবধ হইয়া গেলে, রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপালবধ হইয়া গেলে, রাজসূয় যজ্ঞে সকল রাজগণ যুধিষ্ঠিরের অধীনতা স্বীকারে রাজ্যময় ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনে শান্তি আসিলে শ্রীকৃষ্ণের অবসর হইবে—এই অবসরে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে ফিরিবার পথে নিভৃতে ব্রজে গিয়া সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন। ইহা হইলেই উদ্ধব সর্ব্বাধিক সুখী হইবেন। শ্রীমান্ উদ্ধবের এই সাধ পূর্ণ হইয়াছিল। রাজসূয়যজ্ঞে শিশুপালবধের (৭৭ অধ্যায়)। পরে শাল্বকে বধ করেন (৭৭ অধ্যায়)। তৎপরে দন্তবক্র ও বিদূরথকে বিনাশ করেন (৭৮ অধ্যায়)। দন্তবক্রকে যেস্থানে বিনাশ করেন সেই স্থানের নাম দতিহা। ঐ স্থান মথুরার নিকটবর্ত্তী। দন্তবক্রবধের পর শ্রীকৃষ্ণ ব্রজপুরী প্রবেশ করিয়াছিলেন ও মাস কয়েক তথায় ছিলেন। যথা পাদ্মে—

"কৃষ্ণোঽপি তং হত্বা যমুনামুত্তার্য্য নন্দব্রজং গত্বা
সোৎকণ্ঠৌ পিতরৌ অভিবাদ্য আশ্বাস্য চ তাভ্যাং
সাশ্রুসেকমালিঙ্গিতঃ সকল-গোপবৃন্দান্ প্রণম্য
বহুরত্নাভরণাদিভিঃ তত্রস্থান্ সন্তর্পয়ামাস"।

সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে ব্রজবাসিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন যে ৮২তম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে এই লীলা রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্ববর্ত্তী (যদিচ বর্ণনায় পরে আছে)। কুরুক্ষেত্রে মিলনের পর রাজসূয় যজ্ঞ, তারপর পাণ্ডবদের বনগমন—সেইসময় শাল্ব-দন্তবক্র বধ ও শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে প্রবেশ।

দূরদৃষ্টি উদ্ধবের মনের গূঢ় ইচ্ছা যে পূর্ণ হইয়াছিল এই কথা বলিবার জন্য এই প্রসঙ্গ এখানে করিলাম। নতুবা ইহা পরবর্ত্তী আলোচ্য বিষয়।

এই অধ্যায়ে (৭১) শেষের দুই শ্লোকে বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহায় হইয়া খাণ্ডবদাহন দ্বারা অগ্নির সন্তোষ উৎপাদন ও অগ্নি হইতে দানবের পরিত্রাণপূর্ব্বক সেই দানব দ্বারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দিব্যসভা প্রস্তুত করান। তৎপর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন ও যোদ্ধৃগণে পরিবৃত হইয়া রথারোহণে বিহার করতঃ যুধিষ্ঠিরের প্রীতি সম্পাদন মানসে কতিপয় মাস ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিয়াছিলেন।

এই কাহিনী পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৮তম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। বলা-কথা আবার বলিবার কারণ—প্রৌক্তৈব কথা পুনরত্রাবেশাদেবানুকথিতা। লীলাস্মরণাবেশে কথিত কথা আবার বলিয়াছেন। বস্তুতঃ লীলার পর্য্যায় এইরূপ : ইন্দ্রপ্রস্থে খাণ্ডবদাহ, গাণ্ডীবাদি প্রাপ্তি, কালিন্দী-প্রাপ্তি, চারিমাস ইন্দ্রপ্রস্থে বাস, দ্বারকাগমন, কালিন্দী ও ভদ্রার বিবাহ, নরকাসুর-বধাদি বহুলীলার পর রাজসূয় যজ্ঞের জন্য আমন্ত্রণ।

ইতি ইন্দ্রপ্রস্থ-গমন নামক একাত্তর অধ্যায়ের 'ফেলালব' নামক ভাবানুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ

একদা তু সভামধ্য আস্থিতো মুনিভির্বৃতঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈর্ভ্রাতৃভিশ্চ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১ ॥
আচার্য্যৈঃ কুলবৃদ্ধৈশ্চ জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ।
শৃণ্বতামেব চৈতেষামাভাষ্যেদমুবাচ হ ॥ ২ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ

ক্রতুরাজেন গোবিন্দ! রাজসূয়েন পাবনীঃ।
যক্ষ্যে বিভূতীর্ভবতস্তৎ সম্পাদয় নঃ প্রভো! ॥ ৩ ॥

[এই অধ্যায়ে জরাসন্ধের বধ বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইতেছে]

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।] যুধিষ্ঠিরঃ (মহারাজ যুধিষ্ঠির) একদা তু (একদিন) মুনিভিঃ (মুনিগণ) ব্রাহ্মণৈঃ (ব্রাহ্মণগণ), ক্ষত্রিয়ৈঃ (ক্ষত্রিয়গণ) বৈশ্যৈঃ (বৈশ্যগণ), ভ্রাতৃভিঃ (ভ্রাতৃগণ), আচার্য্যৈঃ (আচার্য্যগণ), কুলবৃদ্ধৈঃ চ (কুলবৃদ্ধগণ) জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ চ (এবং জ্ঞাতিগণ, সম্বন্ধিগণ ও বান্ধবগণে) বৃতঃ (পরিবৃত হইয়া) সভামধ্যে আস্থিতঃ [সন্] (সভামধ্যে অবস্থান করতঃ) এতেষাং শৃণ্বতাং চ এব (ইঁহাদিগকে শুনাইয়াই) [কৃষ্ণম্] আভাষ্য (ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে "হে ভক্তবৎসল! হে ভক্তমনোরথপূরক।" ইত্যাদিরূপে সম্বোধন করিয়া) ইদম্ উবাচ হ (এইরূপ বলিতে লাগিলেন) ॥ ১-২ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠিরঃ উবাচ (ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কহিলেন), প্রভো! (হে প্রভো!) গোবিন্দ! (হে গোবিন্দ!) [অহং] (আমি) ক্রতুরাজেন রাজসূয়েন (যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয়ের দ্বারা) ভবতঃ (তোমার) পাবনীঃ বিভূতীঃ (পবিত্র বিভূতি দেবতা প্রভৃতিকে) যক্ষ্যে (অর্চ্চনা করিব), [ত্বং] (তুমি) নঃ (আমাদিগের) তৎ (সেই রাজসূয় যজ্ঞ) সম্পাদয় (সম্পাদন কর) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! একদিন মহারাজ যুধিষ্ঠির মুনিগণ ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্যগণ, ভ্রাতৃগণ, আচার্যগণ, কুলবৃদ্ধগণ, জ্ঞাতিগণ, সম্বন্ধিগণ ও বান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া সভামধ্যে অবস্থান করতঃ ইঁহাদিগকে শুনাইয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে "হে ভক্তবৎসল! হে ভক্তমনোরথপূরক!" ইত্যাদি সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ১-২ " ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে প্রভো! হে গোবিন্দ! আমি যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয়ের দ্বারা তোমার পবিত্র বিভূতি দেবতা প্রভৃতিকে অর্চ্চনা করিব, তুমি আমাদিগের সেই রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন কর ॥ ৩ ॥

শ্রীধর—
ততো দ্বিসপ্ততিতমে রাজ্ঞা কার্য্যে নিবেদিতে।
দুর্জ্জয়ং মাগধং বুদ্ধ্বা ভীমেনাঘাতয়দ্ধরিঃ ॥

আস্থিতঃ আসনমিতি শেষঃ ॥ ১ ॥ শৃণ্বতামেবেতি। যৎ প্রসন্নঃ শ্রীকৃষ্ণঃ করোতি, ন তদন্যঃ কশ্চিদপি কর্ত্তুং সমর্থ ইতি নিশ্চিত্য সর্ব্বানেব জ্ঞাপনাদৃত্য শ্রীকৃষ্ণমুবাচেত্যর্থঃ। আভাষ্য ভো ভোঃ কৃষ্ণ। ভক্তবৎসলেত্যেবং সম্বোধ্য ॥ ২ ॥

ত্বৎপাদুকে অবিরতং পরি যে চরন্তি ধ্যায়ন্ত্যভদ্রনশনে শুচয়ো গৃণন্তি।
বিন্দন্তি তে কমলনাভ! ভবাপবর্গমাশাসতে যদি ত আশিষ ঈশ নান্যে॥ ৪॥
তদ্দেবদেব! ভবতশ্চরণারবিন্দ-সেবানুভাবমিহ পশ্যতু লোক এষঃ।
যে ত্বাং ভজন্তি ন ভজন্ত্যুত বোভয়েষাং নিষ্ঠাং প্রদর্শয় বিভো! কুরুসৃঞ্জয়ানাম্॥ ৫॥

অন্বয়—কমলনাভ! (হে পদ্মনাভ!) ঈশ! (হে পরমেশ্বর!) যে (যাঁহারা) শুচয়ঃ [সন্তঃ] (পবিত্র হইয়া) অবিরতং (নিরন্তর) অভদ্রনশনে ত্বৎপাদুকে (তোমার অমঙ্গলনাশক চরণযুগল) [শরীরেণ] পরিচরন্তি (শরীরের দ্বারা (পরিচর্য্যা করেন), [মনসা] ধ্যায়ন্তি (মনে মনে ধ্যান করেন) [বাচা] গৃণন্তি [চ] (ও বাক্যের দ্বারা কীর্ত্তন করেন) তে (তাঁহারা) ভবাপবর্গং বিন্দন্তি (সংসার হইতে মুক্তি লাভ করেন), যদি তে (আর যদি তাঁহারা) আশিষঃ আশাসতে (কাম্য বস্তু সকল পাইতে আকাঙ্ক্ষা করেন), [তর্হি তে] (তাহা হইলে তাঁহারা) [তাঃ অপি] (সেই সকলও) [বিন্দন্তি] (লাভ করেন)। অন্যে (তোমার প্রতি যাহারা ভক্তিবিহীন, তাহারা) [চক্রবর্ত্তিনঃ অপি] (রাজচক্রবর্ত্তী হইলেও) [ভবাপবর্গম্ আশিষঃ চ] (সংসার হইতে মুক্তি ও কাম্য বস্তু সকল) ন [বিন্দন্তি] (লাভ করিতে পারে না)॥ ৪॥

তৎ (অতএব) দেবদেব! (হে দেবদেব!) এষঃ লোকঃ (এই লোকসমূহ) ইহ (এই সম্পাদনীয় রাজসূয় যজ্ঞে) ভবতঃ (তোমার) চরণারবিন্দসেবানুভাবং পশ্যতু (শ্রীচরণকমলের সেবার প্রভাব দর্শন করুক)। বিভো! (হে বিভো) কুরুসৃঞ্জয়ানাং [মধ্যে] (কুরুবংশীয় ও সৃঞ্জয়বংশীয়দিগের মধ্যে) যে (যাহারা) ত্বাং ভজন্তি (তোমাকে ভজনা করে), উত বা [যে] (আর যাহারা) [ত্বাং] ন ভজন্তি (তোমাকে ভজনা করে না), [ত্বং] (তুমি) [তেষাম্] উভয়েষাং (তাহাদের উভয়ের সম্বন্ধে) [লোকান্ প্রতি] (জনগণের নিকটে) নিষ্ঠাং (নিজের আদর ও অনাদর) প্রদর্শয় (প্রদর্শন করাও)॥ ৫॥

অনুবাদ—হে পদ্মনাভ! হে পরমেশ্বর! যাঁহারা পবিত্র হইয়া নিরন্তর তোমার অমঙ্গল-নাশক চরণযুগল শরীরের দ্বারা পরিচর্য্যা করেন, মনে মনে ধ্যান করেন ও বাক্যের দ্বারা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন। আর যদি তাঁহারা কাম্য বস্তু সকল পাইতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সেই সকলও লাভ করিয়া থাকেন। তোমার প্রতি যাহারা ভক্তিবিহীন, তাহারা রাজচক্রবর্ত্তী হইলেও সংসার হইতে মুক্তি ও কাম্য বস্তু লাভ করিতে পারে না॥ ৪॥ এতএব হে দেবদেব! সম্পাদনীয় এই রাজসূয় যজ্ঞে লোকে তোমার শ্রীচরণকমল সেবার প্রভাব দর্শন করুক। হে বিভো! কুরুবংশীয় ও সৃঞ্জয়বংশীয়দিগের মধ্যে যাহারা তোমাকে ভজনা করে, আর যাহারা তোমাকে ভজনা করে না, তুমি তাহাদের উভয়ের সম্বন্ধে জনগণের নিকটে নিজের আদর ও অনাদর প্রদর্শন করাও অর্থাৎ তোমাকে ভজনা করিলে কি ফল হয় এবং ভজনা না করিলে কি ফল হয়, তাহা এই রাজসূয় যজ্ঞে জনগণকে প্রদর্শন করাও।

শ্রীধর—বিভূতীঃ অংশান্॥ ৩॥ এবং চক্রবর্ত্তিনাং মনোরথঃ কথং ত্বয়া ক্রিয়ত ইতি চেদত আহ—ত্বৎপাদুকে ইতি। পরি যে চরন্তীতি যচ্ছব্দব্যবধানমার্যম্। যে পরিচরন্তি দেহেন, ধ্যায়ন্তি মনসা, অভদ্রস্য নশনে নাশকে, গৃণন্তি বাচা; তথা ভবস্য অপবর্গং নাশং মোক্ষং বিন্দন্তি যদ্যাশাসতে তর্হি আশিষোঽপি ত এব বিন্দন্তি নান্যে চক্রবর্ত্তিনোঽপি॥ ৪॥

ন ব্রহ্মণঃ স্বপরভেদমতিস্তব স্যাৎ সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশঃ স্বসুখানুভূতেঃ।
সংসেবতাং সুরতরোরিব তে প্রসাদঃ সেবানুরূপমুদয়ো ন বিপর্য্যয়োঽত্র ॥ ৬ ॥

শ্রী ভগবানুবাচ

সম্যগ্‌ব্যবসিতং রাজন্। ভবতা শত্রুকর্ষণ!।
কল্যাণী যেন তে কীর্ত্তির্লোকাননুভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥
ঋষীণাং পিতৃদেবানাং সুহৃদামপি নঃ প্রভো!।
সর্ব্বেষামপি ভূতানামীপ্সিতঃ ক্রতুরাডয়ম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়—[হে শ্রীকৃষ্ণ!] ব্রহ্মণঃ সর্বাত্মনঃ সমদৃশঃ স্বসুখানুভূতেঃ তব (তুমি সবকারণের কারণ, সকলের অন্তর্য্যামী, সমদর্শী ও আত্মানন্দে পরিপূর্ণ, সুতরাং তোমার) স্বপরভেদমতিঃ ন স্যাৎ ("এই ব্যক্তি নিজ বলিয়া আদরণীয় ও এই ব্যক্তি পর বলিয়া অনাদরণীয়" এইরূপ ভেদবুদ্ধি হয় না), [তথাপি] (তাহা হইলেও সুরতরোঃ ইব (কল্পতরুর ন্যায়) সংসেবতাং (সম্যক্ সেবাকারী জনগণের উপর) তে প্রসাদঃ [ভবতি] (যে ব্যক্তি যেমন সেবা করে, তদনুরূপই তাহার ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে), অত্র ন বিপর্য্যয়ঃ (ইহাতে বিপর্যয় হয় না) ॥ ৬ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন) রাজন্! (হে মহারাজ!) শত্রুকর্ষণ! (হে শত্রুদমন!) ভবতা সম্যক্ ব্যবসিতম (আপনি উত্তম সঙ্কল্প করিয়াছেন), যেন (এই সঙ্কল্পের ফলে) তে (আপনার) কল্যাণী কীর্ত্তিঃ (কল্যাণকর যশ) লোকান্ অনুভবিষ্যতি (লোকসমূহে পরিব্যাপ্ত হইবে) ॥ ৭ ॥

প্রভো! (হে প্রভো!) অয়ং ক্রতুরাট্ (এই যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয়) ঋষীণাং পিতৃদেবানাং (ঋষিগণের, পিতৃগণের, দেবগণের), সুহৃদাং (সুহৃদ্‌গণের) সর্বেষাং ভূতানাম অপি (সর্বভূতের) নঃ অপি (এবং আমাদিগেরও) ঈপ্সিতঃ (অভিলষিত) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সকল কারণের কারণ, সকলের অন্তর্য্যামী, সকলের প্রতি সমদর্শী ও আত্মানন্দে পরিপূর্ণ, সুতরাং তোমার এই ব্যক্তি নিজ বলিয়া আদরণীয় এবং এই ব্যক্তি পর বলিয়া অনাদরণীয় এইরূপ ভেদবুদ্ধি হয় না। তাহা হইলেও যাঁহারা তোমার সেবা করেন, কল্পতরুর ন্যায় তাঁহাদের উপরে তোমার অনুগ্রহ হইয়া থাকে; যে ব্যক্তি যেমন সেবা করেন, তদনুসারে তাঁহার ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, ইহাতে বিপর্যয় হয় না ॥ ৬ ॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে মহারাজ! হে শত্রুদমন! আপনি উত্তম সঙ্কল্প করিয়াছেন; এই সঙ্কল্পের ফলে আপনার কল্যাণকর যশ লোকসমূহে পরিব্যাপ্ত হইবে ॥ ৭ ॥ হে প্রভো! এই যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় ঋষিগণের, পিতৃগণের, দেবগণের, সুহৃদ্‌গণের, সর্ব্বভূতের ও আমাদের অভিলষিত ॥ ৮ ॥

শ্রীধর—ভগবতো ভক্তপক্ষপাতমাবিষ্কারয়ন্নাহ—তদ্দেবদেবেতি। তৎ তস্মাৎ পশ্যন্তু সাক্ষাৎ। এবং নিশ্চিতেঽপি যে কর্ম্মপ্রধানাঃ কেচিৎ কুতর্কয়া ভগবদ্ভক্তিং ন বহু মন্যন্তে, তেষাং মোহনিবৃত্তয়ে যে ত্বাং ভজন্তি যদি বা ন ভজন্তি, তেষামুভয়েষাং নিষ্ঠাং স্থিতিং প্রদর্শয় ॥ ৫ ॥ ননু রাগাদিরহিতে ময়ি কথমিদং বৈষম্যং স্যাৎ? তত্রাহ—নেতি। স্বঃ পর ইতি ভেদমতিস্তব ন স্যাদেব, কুতঃ? ব্রহ্মণো নিরুপাধেঃ, কিঞ্চ সর্বস্যাত্মনঃ, অতঃ সমদৃশঃ, কিঞ্চ স্বসুখানুভূতেঃ, অতো রাগাদ্যভাবাদিতি ভাবঃ, তথাপি সংসেবমানানামেব ত্বৎপ্রসাদো নান্যেষাম্। তথাপি সেবানুরূপস্তদুদয়ঃ ফলং নত্বত্র বিপর্য্যয়োঽন্যথাভাবঃ। যথা কল্পদ্রুমস্য রাগাদিরাহিত্যেঽপি সেবকেষ্বেব ফলজনকত্বং নান্যেষু ॥ ৬ ॥

বিজিত্য নৃপতীন্ সর্বান্ কৃত্বা চ জগতীং বশে।
সম্ভৃত্য সর্বসম্ভারানাহরস্ব মহাক্রতুম্ ॥ ৯ ॥
এতে তে ভ্রাতরো রাজন্! লোকপালাংশসম্ভবাঃ।
জিতোঽস্ম্যাত্মবতা তেঽহং দুর্জয়ো যোঽকৃতাত্মভিঃ ॥ ১০ ॥
ন কশ্চিন্মৎপরং লোকে তেজসা যশসা শ্রিয়া।
বিভূতিভির্বাভিভবেদ্দেবোঽপি কিমু পার্থিবঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—[অতঃ] (অতএব) [ত্বং] (আপনি) সর্বান্ নৃপতীন্ বিজিত্য (সকল নৃপতিকে জয় করতঃ) জগতীং বশে কৃত্বা (পৃথিবীকে বশে আনয়ন করিয়া) সর্বসম্ভারান্ সম্ভৃত্য চ (সমস্ত যজ্ঞোপকরণ সম্পাদন অর্থাৎ সংগ্রহ করতঃ) মহাক্রতুম্ আহরস্ব (মহাযজ্ঞ রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করুন) ॥ ৯ ॥

রাজন্! (হে মহারাজ!) তে (আপনার) এতে ভ্রাতরঃ (এই ভীমসেন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ) লোকপালাংশসম্ভবাঃ (লোকপালগণের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন), [সুতরাং ইঁহারা সকল নৃপতিকেই জয় করিতে সমর্থ হইবেন।] অকৃতাত্মভিঃ যঃ দুর্জয়ঃ (আর অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের যাহাকে জয় করা দুঃসাধ্য), [সঃ] অহং (তাদৃশ আমাকে) আত্মবতা তে (আত্মজ্ঞানী আপনি) জিতঃ অস্মি (জয় করিয়াছেন), [সুতরাং আমি আপনার সহায়ক অবশ্যই আছি] ॥ ১০ ॥

কশ্চিৎ দেবঃ অপি (কোন দেবতাও) লোকে (জগতে) মৎপরং [জনং] (মৎপরায়ণ ব্যক্তিকে) তেজসা যশসা শ্রিয়া বিভূতিভিঃ বা (প্রভাব, যশ, সম্পত্তি কিম্বা সৈন্যাদি ঐশ্বর্য্যের দ্বারা) ন অভিভবেৎ (অভিভূত করিতে পারেন না), পার্থিবঃ কিমু (নরপতিগণ যে মৎপরায়ণ ব্যক্তিকে অভিভূত করিতে পারে না তাহাতে আর বক্তব্য কি)? ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অতএব আপনি সকল নৃপতিকে জয় করিয়া পৃথিবী বশে আনয়ন করুন এবং সমস্ত যজ্ঞোপকরণ সংগ্রহ করিয়া মহাযজ্ঞ রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করুন ॥ ৯ ॥ হে মহারাজ! ভীমসেন প্রভৃতি আপনার ভ্রাতৃগণ লোকপালগণের অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং ইঁহারা সকল নৃপতিকেই জয় করিতে সমর্থ হইবেন। আর অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের যাহাকে জয় করা দুঃসাধ্য, তাদৃশ আমাকে আত্মজ্ঞানী আপনি জয় করিয়াছেন; সুতরাং আমি আপনার সহায়ক অবশ্যই আছি ॥ ১০ ॥ কোন দেবতাও জগতে মৎপরায়ণ ব্যক্তিকে প্রভাব, যশ, সম্পত্তি কিংবা সৈন্যাদি ঐশ্বর্য্যের দ্বারা অভিভূত করিতে পারেন না; নরপতিগণ যে মৎপরায়ণ ব্যক্তিকে অভিভূত করিতে পারেন না, তাহাতে আর বক্তব্য কি? ॥ ১৪ ॥

শ্রীধর—সত্যং মদ্ভক্তানামেব কৈবল্যাদি নান্যেষামিত্যনুমোদমান আহ—সম্যগিতি। শত্রুকর্ষণেতি সম্বোধয়ন্ সর্বরাজবিজয়শক্তিং সঞ্চারয়তি, অদ্ভুতবিক্রান্তি প্রক্ষ্যতি—সর্বলোকব্যাপ্তা ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৭-৮ ॥ কিমত্র ময়া অন্যেন বা সম্পাদনীয়ং। তর্হি তু সুকর এব রাজসূয় ইত্যাহ—বিজিত্যেতি। জগতীং সর্বাং পৃথ্বীম্ সম্ভারান্ যজ্ঞোপকরণান্ সম্ভৃত্য সম্পাদ্য আহরস্ব অনুতিষ্ঠেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ

নিশম্য ভগবদ্গীতং প্রীতঃ ফুল্লমুখাম্বুজঃ।
ভ্রাতৄন্ দিগ্বিজয়েঽযুঙ্ক্ত বিষ্ণুতেজোপবৃংহিতান্॥ ১২॥
সহদেবং দক্ষিণস্যামাদিশৎ সহ সৃঞ্জয়ৈঃ।
দিশি প্রতীচ্যাং নকুলমুদীচ্যাং সব্যসাচিনম্।
প্রাচ্যাং বৃকোদরং মৎস্যৈঃ কেকয়ৈঃ সহ মদ্রকৈঃ॥ ১৩॥
তে বিজিত্য নৃপান্ বীরা আজহ্রুর্দিগ্ভ্য ওজসা।
অজাতশত্রবে ভূরি দ্রবিণং নৃপ। যক্ষ্যতে॥ ১৪॥

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] ভগবদ্গীতং নিশম্য (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া) [যুধিষ্ঠিরঃ] (মহারাজ যুধিষ্ঠির) প্রীতঃ ফুল্লমুখাম্বুজঃ [চ অভূৎ] (আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার বদনকমল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল)। [অথ সঃ] (অনন্তর তিনি) বিষ্ণুতেজোপবৃংহিতান্ ভ্রাতৄন্ (বিষ্ণুতেজে সম্বর্দ্ধিত ভ্রাতৃগণকে) দিগ্বিজয়ে অযুঙ্ক্ত (দিগ্বিজয়ে নিযুক্ত করিলেন)॥ ১২॥

[সঃ] (তিনি) সৃঞ্জয়ৈঃ সহ সহদেবং (সৃঞ্জয়বংশীয়দিগের সহিত সহদেবকে) দক্ষিণস্যাং দিশি (দক্ষিণদিকে), মৎস্যৈঃ সহ নকুলং (মৎস্যবংশীয়দিগের সহিত নকুলকে) প্রতীচ্যাং (পশ্চিমদিকে) কেকয়ৈঃ [সহ] সব্যসাচিনম্ (কেকয়বংশীয়দিগের সহিত অর্জ্জুনকে) উদীচ্যাং (উত্তরদিকে) মদ্রকৈঃ [সহ] বৃকোদরং [চ] (এবং মদ্রবংশীয়দিগের সহিত ভীমসেনকে) প্রাচ্যাং (পূর্ব্বদিকে) [দিগ্বিজয়ার্থং] (দিগ্বিজয় করিবার জন্য গমন করিতে) আদিশৎ (আদেশ করিলেন)॥ ১৩॥

নৃপঃ (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) [ততঃ] (তৎপরে) তে বীরাঃ (ভীমসেনাদি ঐ সকল বীর) ওজসা নৃপান্ বিজিত্য (সবলে নৃপতিগণকে জয় করিয়া) দিগ্ভ্যঃ (চতুর্দ্দিক্ হইতে) ভূরি দ্রবিণং (প্রচুর ধন) যক্ষ্যতে অজাতশত্রবে (রাজসূয় যজ্ঞ করিতে সমুদ্যত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে) আজহ্রুঃ (আনিয়া সমর্পণ করিলেন)॥ ১৪॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার বদনকমল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। অনন্তর তিনি বিষ্ণুতেজে সম্বর্দ্ধিত ভ্রাতৃগণকে দিগ্বিজয়ে নিযুক্ত করিলেন॥ ১২॥ তিনি সৃঞ্জয়বংশীয়দিগের সহিত সহদেবকে দক্ষিণদিকে, মৎস্যবংশীয়দিগের সহিত নকুলকে পশ্চিমদিকে, কেকয়বংশীয়দিগের সহিত অর্জ্জুনকে উত্তরদিকে এবং মদ্রবংশীয়দিগের সহিত ভীমসেনকে পূর্ব্বদিকে দিগ্বিজয় করিবার নিমিত্ত গমন করিতে আদেশ করিলেন॥ ১৩॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তৎপরে ভীমসেন প্রভৃতি ঐ সকল বীর বলপূর্ব্বক নৃপতিগণকে পরাজয় করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রচুর ধন আনিয়া যিনি রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন, সেই মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করিলেন॥ ১৪॥

শ্রীধর—নহু নৃপতিবিজয়াদি কথং শক্যং স্যাদত আহ—এত ইতি। কিঞ্চ আত্মবতা জিতেন্দ্রিয়েণ তে ত্বয়া অহঞ্চ জিতোঽস্মি বশীকৃতোঽস্মি। অকৃতাত্মভিরজিতেন্দ্রিয়ৈঃ॥ ১০॥ আস্তাং তাবদেবত্বং তব পরৈরভিভবশঙ্কা, অকিঞ্চনমপি মৎপরং কোঽপি নাভিভবিতুং প্রভবতীত্যাহ—ন কশ্চিদিতি। তেজসা প্রভাবেণ, বিভূতিভিঃ সৈন্যাদিসামগ্রীভিঃ॥ ১১॥

শ্রুত্বাজিতং জরাসন্ধং নৃপতের্ধ্যায়তো হরিঃ।
আহোপায়ং তমেবাদ্য উদ্ধবো যমুবাচ হ॥ ১৫॥
ভীমসেনোঽর্জ্জুনঃ কৃষ্ণো ব্রহ্মলিঙ্গধরাস্ত্রয়ঃ।
জগ্মুর্গিরিব্রজং তাত! বৃহদ্রথসুতো যতঃ॥ ১৬॥
তে গত্বাতিথ্যবেলায়াং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্।
ব্রহ্মণ্যং সমযাচেরন্ রাজন্যা ব্রহ্মলিঙ্গিনঃ॥ ১৭॥
রাজন্! বিদ্ধ্যতিথীন্ প্রাপ্তানর্থিনো দূরমাগতান্।
তন্নঃ প্রযচ্ছ ভদ্রং তে যদ্বয়ং কাময়ামহে॥ ১৮॥

অন্বয়—জরাসন্ধম্ অজিতং শ্রুত্বা (জরাসন্ধকে জয় করা হয় নাই শ্রবণ করিয়া) ধ্যায়তঃ নৃপতেঃ (মহারাজ যুধিষ্ঠির চিন্তা করিতে থাকিলে তাঁহার নিকটে) আদ্যঃ হরিঃ (বিশ্বকারণ ভক্তক্লেশহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) উদ্ধবঃ যম্ উবাচ হ (উদ্ধব যে উপায় বলিয়াছিলেন), তম্ এব উপায়ম্ আহ (সেই উপায়ই বলিলেন)॥ ১৫॥

তাত! [অথ] (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অনন্তর) ভীমসেনঃ অর্জ্জুনঃ কৃষ্ণঃ [চ] (ভীমসেন, অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ) [এতে] ত্রয়ঃ (এই তিন জন) ব্রহ্মলিঙ্গধরাঃ [সন্তঃ] (ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া) যতঃ বৃহদ্রথসুতঃ [বর্ত্ততে] (যে স্থানে বৃহদ্রথপুত্র জরাসন্ধ রহিয়াছে), [তং] গিরিব্রজং জগ্মুঃ (সেই গিরিব্রজে গমন করিলেন)॥ ১৬॥

ব্রহ্মলিঙ্গিনঃ রাজন্যাঃ তে (ব্রাহ্মণবেশধারী ক্ষত্রিয় সেই ভীমসেন, অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ) গৃহমেধিনাম্ আতিথ্যবেলায়াং (গৃহস্থগণের অতিথিসৎকার যখন হইয়া থাকে, তখন) [তত্র] গত্বা (তথায় উপস্থিত হইয়া) গৃহেষু [বর্ত্তমানং] ব্রহ্মণ্যং [তং] (গৃহে অবস্থিত ব্রাহ্মণভক্ত সেই জরাসন্ধের নিকটে) সমযাচেরন্ (প্রার্থনা করিলেন)॥ ১৭॥

[তাঁহারা জরাসন্ধকে বলিলেন]—রাজন্! (হে রাজন্!) [ত্বং] (আপনি) প্রাপ্তান্ [অস্মান্] (সমাগত আমাদিগকে) দূরম্ আগতান্ (দূর হইতে আগত) অর্থিনঃ অতিথীন্ (যাচক অতিথি বলিয়া) বিদ্ধি (জানুন)। বয়ং (আমরা) যৎ কাময়ামহে (যাহা কামনা করিতেছি), [ত্বং] (আপনি) তৎ (তাহা) নঃ (আমাদিগকে) প্রযচ্ছ (প্রদান করুন), তে (আপনার) ভদ্রং [ভূয়াৎ] (মঙ্গল হউক)॥ ১৮॥

অনুবাদ—জরাসন্ধকে জয় করা হয় নাই শ্রবণ করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন বিশ্বকারণ ভক্তক্লেশহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে উপায় উদ্ধব বলিয়াছিলেন, সেই উপায়ই তাঁহার নিকটে বলিলেন॥ ১৫। হে মহারাজ পরীক্ষিত! অনন্তর ভীমসেন, অর্জুন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই তিনজন ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া যে স্থানে বৃহদ্রথপুত্র জরাসন্ধ অবস্থান করিতেছিল, তদীয় রাজধানী সেই গিরিব্রজে গমন করিলেন॥ ১৬॥ ব্রাহ্মণবেশধারী ক্ষত্রিয় ভীমসেন, অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ গৃহস্থগণের অতিথিসৎকারের সময়ে অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালে তথায় উপস্থিত হইয়া গৃহে অবস্থিত ব্রাহ্মণভক্ত সেই জরাসন্ধের নিকটে প্রার্থনা করিলেন॥ ১৭॥ তাঁহারা জরাসন্ধকে বলিলেন—হে রাজন্, আপনি আমাদিগকে দূর হইতে আগত যাচক অতিথি বলিয়া জানুন। আমরা যাহা প্রার্থনা করিতেছি, আপনি তাহা আমাদিগকে প্রদান করুন; আপনার মঙ্গল হউক॥ ১৮॥

শ্রীধর—অযুঙ্ক্ত নিযুক্তবান্, বিষ্ণোস্তেজসোপবৃংহিতান্ সংবর্দ্ধিতান্ তেজোপবৃংহিতানিতি সন্ধিরার্ষঃ॥ ১২॥ নকুলাদীনাং সৃঞ্জয়াদিভিঃ সহায়ৈর্যথাসংখ্যেন সম্বন্ধঃ॥ কথম্ভূতান্? যক্ষ্যতে যাগং করিষ্যতে॥ ১৪॥

কিং দুর্মর্ষং তিতিক্ষূণাং কিমকার্য্যমসাধুভিঃ।
কিং ন দেয়ং বদান্যানাং কঃ পরঃ সমদর্শিনাম্ ॥ ১৯ ॥
যোঽনিত্যেন শরীরেণ সতাং গেয়ং যশো ধ্রুবম্।
নাচিনোতি স্বয়ং কল্পঃ স বাচ্যঃ শোচ্য এব সঃ ॥ ২০ ॥
হরিশ্চন্দ্রো রন্তিদেব উঞ্ছবৃত্তিঃ শিবির্ব্বলিঃ।
ব্যাধঃ কপোতো বহবো হ্যধ্রুবেণ ধ্রুবং গতাঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়—[হে রাজন্!] তিতিক্ষূণাং কিং দুর্মর্ষম্ [অস্তি ?] (সহিষ্ণু ব্যক্তিগণের দুঃসহ কি আছে ?) অসাধুভিঃ কিম্ অকার্য্যম্ [অস্তি ?] (অসাধু ব্যক্তিগণের অকরণীয় কি আছে ?) বদান্যানাং কিং ন দেয়ম [অস্তি ?] (দানশীল ব্যক্তিগণের অদেয় কি আছে ?) সমদর্শিনাং কঃ পরঃ [অস্তি ?] (এবং সমদর্শী ব্যক্তিগণের পর কে আছে ?) [সুতরাং আপনি দানশীল বলিয়া আপনার অদেয় কিছুই নাই] ॥ ১৯ ॥

স্বয়ং কল্পঃ [সন্] (স্বয়ং সমর্থ হইয়া) যঃ (যে ব্যক্তি) অনিত্যেন শরীরেণ (অনিত্য শরীরের দ্বারা) ধ্রুবং (নিত্য) সতাং গেয়ং [চ] (ও সজ্জনকীর্ত্তিত) যশঃ (যশ) ন আচিনোতি (অর্জ্জন না করে), সঃ বাচ্যঃ (সেই ব্যক্তি সকলের নিন্দার পাত্র) সঃ এব শোচ্যঃ [চ ভবতি] (এবং সেই ব্যক্তিই সকলের শোকের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে) ॥ ২০ ॥

হরিশ্চন্দ্রঃ রন্তিদেবঃ উঞ্ছবৃত্তিঃ (হরিশ্চন্দ্র, রন্তিদেব, মুদ্গল), শিবিঃ বলিঃ ব্যাধঃ কপোতঃ (শিবি, বলি, ব্যাধ, কপোত) [অন্যে চ] বহবঃ (এবং অপর অনেকে) অধ্রুবেণ [শরীরেণ] (অনিত্য শরীরের দ্বারা) [যশ অর্জ্জন করিয়া] ধ্রুবং [লোকং] গতাঃ হি (নিত্যলোকে গমন করিয়াছেন) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! সহিষ্ণু ব্যক্তিগণের দুঃসহ কি আছে! অসাধু ব্যক্তিগণের অকরণীয় কি আছে ? দানশীল ব্যক্তিগণের অদেয় কি আছে ? এবং সমদর্শী ব্যক্তিগণের পর কে আছে ? সুতরাং আপনি দানশীল বলিয়া আপনার অদেয় কিছুই নাই ॥ ১৯ ॥ যে ব্যক্তি স্বয়ং সমর্থ হইয়া অনিত্য শরীরের দ্বারা নিত্য ও সজ্জনকীর্ত্তিত যশ অর্জ্জন না করে, সেই ব্যক্তি সকলের নিন্দার পাত্র এবং সেই ব্যক্তি সকলেরই শোকের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ হরিশ্চন্দ্র, রন্তিদেব, মুদ্গল, শিবি, বলি, ব্যাধ, কপোত এবং অপরাপর অনেক মহাত্মা অনিত্য শরীরের দ্বারা যশ অর্জ্জন করিয়া নিত্যলোকে গমন করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

শ্রীধর—আত্তো হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ॥ ১৫ ॥ ব্রহ্মলিঙ্গধরা ব্রাহ্মণলিঙ্গধারিণঃ, যতো যত্র বৃহদ্রথসুতো জরাসন্ধঃ ॥ ১৬ ॥ গৃহেষু বর্ত্তমানং সমযাচেরন্ সম্যগযাচন্তেত্যর্থঃ ॥ ১৭-১৮ ॥ নম্বিদং কাময়ামহ ইতি বিশেষো নির্দ্দিশ্যতাম্, অন্যথা যস্ত পুত্রাদেবিয়োগো দুঃসহঃ, স কথং দেয়ঃ ? তথা রাজমণ্ডনং কিরীটাদ্যদেয়ং যৎ তদ্ভিক্ষুভ্যঃ কথং দেয়ম্ ? তথাভিরমাং রত্নাভরণাদি পুত্রাদিযোগ্যং কথং পরস্মৈ দেয়মিতি চেদত আহুঃ—কিং দুর্মর্ষমিত্যাদি। অথ দৃষ্টান্তব্যাজেন অর্থান্তরমাহুঃ—কিমকার্য্যমিতি। যথাসাধূনামকার্য্যং নাস্তি। তথা তিতিক্ষূণাং দুর্মর্ষং দুঃসহং নাস্তি, বদান্যানামত্যাদায়াণাম্ অদেয়ং নাস্তি, সমদর্শিনাং পরশ্চ নাস্তি। অতঃ কি বিশেষনির্দ্দেশেনেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ

স্বরৈরাকৃতিভিস্তাংস্তু প্রকোষ্ঠৈর্জ্যাহতৈরপি।
রাজন্যবন্ধূন্ বিজ্ঞায় দৃষ্টপূর্ব্বানচিন্তয়ৎ ॥ ২২ ॥
রাজন্যবন্ধবো হ্যেতে ব্রহ্মলিঙ্গানি বিভ্রতি।
দদামি ভিক্ষিতং তেভ্য আত্মানমপি দুস্ত্যজম্ ॥ ২৩ ।
বলের্নু শ্রূয়তে কীর্ত্তির্বিততা দিক্ষ্বকল্মষা।
ঐশ্বর্য্যাদ্ ভ্রংশিতস্যাপি বিপ্রব্যাজেন বিষ্ণুনা ॥ ২৪ ॥
শ্রিয়ং জিহীর্ষতেন্দ্রস্য বিষ্ণবে দ্বিজরূপিণে।
জানন্নপি মহীং প্রাদাদ্বার্য্যমাণোঽপি দৈত্যরাট্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তাঁহারা এইরূপ বলিলে তাঁহাদের] স্বরৈঃ আকৃতিভিঃ জ্যাহতৈঃ প্রকোষ্ঠৈঃ অপি (কণ্ঠস্বর, আকৃতি ও জ্যাঘাতচিহ্নিত মণিবন্ধস্থান লক্ষ্য করিয়া) [জরাসন্ধঃ] তান্ তু (জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে) রাজন্যবন্ধূন্ দৃষ্টপূর্ব্বান [চ] (ক্ষত্রিয় ও পূর্বদৃষ্ট বলিয়া) বিজ্ঞায় (বুঝিতে পারিয়া) অচিন্তয়ৎ (চিন্তা করিতে লাগিল) ॥ ২২ ॥

[জরাসন্ধ চিন্তা করিল] হি (নিশ্চয়ই) এতে রাজন্যবন্ধবঃ (ইহারা ক্ষত্রিয়াধম), [অধুনা এতে] ব্রহ্মলিঙ্গানি বিভ্রতি (এক্ষণে ইহারা ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করিয়াছে), [যাহাই হউক], ভিক্ষিতং দুস্ত্যজম্ আত্মানম্ অপি (যদি প্রার্থনা করে, তাহা হইলে দুস্ত্যজ নিজ দেহও) [অহং] তেভ্যঃ (আমি ইহাদিগকে) দদামি (প্রদান করিব) । ২৩ ॥

নু (অহো!) ইন্দ্রস্য শ্রিয়ং জিহীর্ষতা (ইন্দ্রের, ঐশ্বর্য্য হরণ করিয়া লইবার ইচ্ছায়) বিষ্ণুনা (বিষ্ণু) বিপ্রব্যাজেন (ব্রাহ্মণবেশে) ঐশ্বর্য্যাৎ ভ্রংশিতস্য অপি বলেঃ (বলিকে ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট করিলেও তাহার) দিক্ষু বিততা (দিগন্তবিস্তৃত) অকল্মষা কীর্ত্তিঃ (নির্ম্মল যশ) শ্রূয়তে (শুনা যায়) দৈত্যরাট্ (দৈত্যরাজ বলি) [শুক্রবাক্যাৎ বিষ্ণুঃ ইতি] জানন্ অপি (শুক্রাচার্য্যের বাক্যে তাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া জানিতে পারিয়াও) [তেন] বার্য্যমাণঃ অপি [চ] (এবং শুক্রকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও) দ্বিজরূপিণে বিষ্ণবে (ব্রাহ্মণরূপী ঐ বিষ্ণুকে) মহীং প্রাদাৎ (ভূমি দান করিয়াছিলেন) ॥ ২৪-২৫ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তাঁহারা এইরূপ বলিলে জরাসন্ধ তাঁহাদের কণ্ঠস্বর আকৃতি ও জ্যাঘাতচিহ্নিত মণিবন্ধস্থান লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বুঝিতে পারিয়া ও পূর্ব্বে দেখিয়াছে বলিয়া মনে করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। ২২ ॥ জরাসন্ধ চিন্তা করিল—নিশ্চয়ই ইহারা ক্ষত্রিয়াধম; এক্ষণে ইহারা ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়াছে। যাহা হউক, যদি ইহারা প্রার্থনা করে, তাহা হইলে দুস্ত্যজ নিজ দেহও আমি ইহাদিগকে প্রদান করিব ॥ ২৩ ॥ অহো! ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য হরণ করিয়া লইবার ইচ্ছায় বিষ্ণু ব্রাহ্মণবেশে বলিকে ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট করিলেও তাঁহার দিগন্তবিস্তৃত নির্ম্মল কীর্ত্তি শুনা যায়। দৈত্যরাজ বলি শুক্রাচার্য্যের বাক্যে তাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া জানিতে পারিয়াও এবং শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও সেই ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণুকে ভূমি দান করিয়াছিলেন ॥ ২৪-২৫ ॥

শ্রীধর—কিঞ্চ অর্থিনে ধীরেণ মুদ্গলাদিবৎ প্রাণা অপি ন বঞ্চনীয়া ইত্যাশয়েনাহঃ—যোঽনিত্যেনেতি। নাচিনোতি ন সম্পাদয়তি, স বাচ্যঃ স নিন্দ্যঃ ॥ ২০ ॥

জীবতা ব্রাহ্মণার্থায় কো ন্বর্থঃ ক্ষত্রবন্ধুনা।
দেহেন পতমানেন নেহতা বিপুলং যশঃ ॥ ২৬ ॥
ইত্যুদারমতিঃ প্রাহ কৃষ্ণার্জুনবৃকোদরান্।
হে বিপ্রা ব্রিয়তাং কামো দদাম্যাত্মশিরোঽপি বঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

যুদ্ধং নো দেহি রাজেন্দ্র! দ্বন্দ্বশো যদি মন্যসে।
যুদ্ধার্থিনো বয়ং প্রাপ্তা রাজন্যা নান্যকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—পতমানেন ক্ষত্রবন্ধুনা দেহেন (যাহা অবশ্যই বিনষ্ট হইবে, তাদৃশ ক্ষত্রিয়দেহ দ্বারা) ব্রাহ্মণার্থায় বিপুলং যশঃ ন ঈহতা (ব্রাহ্মণের প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া বিপুল যশ অর্জ্জন করিতে চেষ্টা না করিলে) জীবতা (তাহার জীবিত থাকায়) কঃ নু অর্থঃ? (কি প্রয়োজন?) [অতএব ইহাদের প্রার্থনা আমি অবশ্যই পূরণ করিব] ॥ ২৬ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।] উদারমতিঃ [সঃ] (উদারমতি জরাসন্ধ) ইতি [নিশ্চিত্য] (এইরূপ নিশ্চয় করিয়া) কৃষ্ণার্জুনবৃকোদরান্ প্রাহ (শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীমসেনকে বলিল) হে বিপ্রাঃ! (হে বিপ্রগণ) কামঃ ব্রিয়তাম্ (আপনাদের অভিলষিত বিষয় প্রার্থনা করুন) [ভিক্ষিতং চেৎ] আত্মশিরঃ অপি (আমার মস্তক প্রার্থনা করিলে তাহাও) [অহং] (আমি) বঃ (আপনাদিগকে) দদামি (প্রদান করিব) ॥ ২৭ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) রাজেন্দ্র! (হে রাজেন্দ্র!) বয়ং রাজন্যাঃ (আমরা ক্ষত্রিয়) যুদ্ধার্থিনঃ [সন্তঃ] (যুদ্ধপ্রার্থী হইয়া) [বয়ম্ ইহ] প্রাপ্তাঃ (আমরা এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি), ন অন্যকাঙ্ক্ষিণঃ (আমরা অন্য কিছু কামনা করি না)। যদি [ত্বং] মন্যসে (যদি আপনি ইচ্ছা করেন) [তর্হি] (তাহা হইলে) নঃ (আমাদিগকে) দ্বন্দ্বশঃ যুদ্ধং দেহি (দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রদান করুন) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—যাহা অবশ্যই বিনষ্ট হইবে তাদৃশ ক্ষত্রিয়দেহ দ্বারা ব্রাহ্মণের প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া বিপুল যশ অর্জ্জনের চেষ্টা না করিলে তাহার জীবিত থাকায় কি প্রয়োজন? অতএব ইহাদের প্রার্থনা আমি অবশ্যই পূর্ণ করিব ॥ ৬ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! উদারমতি জরাসন্ধ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন ও ভীমসেনকে বলিল—হে বিপ্রগণ! আপনাদের অভিলষিত বিষয় প্রার্থনা করুন, আপনারা আমার মস্তক প্রার্থনা করিলে তাহাও আমি আপনাদিগকে প্রদান করিব ॥ ২৭ ॥ তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে রাজেন্দ্র! আমরা ক্ষত্রিয়; যুদ্ধপ্রার্থী হইয়া আমরা আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। আমরা অন্য কিছু কামনা করি না, অতএব যদি আপনি আমাদের অভিলায পূরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমাদিগকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ প্রদান করুন ॥ ২৮ ॥

শ্রীধর—বিশ্বামিত্রাধমর্ণ্যায় হরিশ্চন্দ্রো ভার্য্যাত্মজাদি সর্ব্বং বিক্রীয় স্বয়ং চাণ্ডালতাং প্রাপ্তোঽপ্যনির্ব্বিণ্ণঃ সহাযোধ্যাবাসিভির্জ্জনৈঃ স্বর্গং গতঃ। রন্তিদেবঃ সকুটুম্বোঽষ্টচত্বারিংশাহান্যলব্ধোদকোঽপি কথঞ্চিল্লব্ধান্নোদকাদি অর্থিভ্যো দত্ত্বা ব্রহ্মলোকং গতঃ। উঞ্ছবৃত্তির্মুদ্গলঃ ষণ্মাসং সীদৎকুটুম্বোঽপ্যাতিথ্যদানেন ব্রহ্মলোকং গতঃ। শিবিঃ শরণাগতকপোতরক্ষণায় স্বমাংসং শ্যেনায় দত্ত্বা দিবং গতঃ। বলিঃ সর্ব্বস্বং ব্রাহ্মণবেষধারিণে হরয়ে দত্ত্বা তমেবাত্মসাচ্চকার। কপোতশ্চাতিথয়ে ব্যাধায় কপোত্যা সহ আত্মমাংসং দত্ত্বা বিমানেন দিবং গতঃ। ব্যাধস্তয়োঃ সত্ত্বং বীক্ষ্য স্বয়মতিনির্ব্বিণ্ণো মহাপ্রস্থানে বনাগ্নিদগ্ধদেহো নিষ্কল্মষো দিবমারুরোহ। এবমন্যে চ বহবোঽধ্রুবেণ শরীরেণ ধ্রুবং লোকং গতা ইতি ॥ ২১ ॥

অসৌ বৃকোদরঃ পার্থস্তস্য ভ্রাতার্জ্জুনো ত্বয়ম্।
অনয়োর্মাতুলেয়ং মাং কৃষ্ণং জানীহি তে রিপুম্ ॥ ২৯ ॥
এবমাবেদিতো রাজা জহাসোচ্চৈঃ স্ম মাগধঃ।
আহ চামর্ষিতো মন্দা যুদ্ধং তর্হি দদামি বঃ ॥ ৩০ ॥
ন ত্বয়া ভীরুণা যোৎস্যে যুধি বিক্লবচেতসা।
মথুরাং স্বপুরীং ত্যক্ত্বা সমুদ্রং শরণং গতঃ ॥ ৩১ ॥
অয়ন্তু বয়সাতুল্যো নাতিসত্ত্বো ন মে সমঃ।
অর্জ্জুনো ন ভবেদ্‌যোদ্ধা ভীমস্তুল্যবলো মম ॥ ৩২ ॥

অন্বয়—অসৌ (ইনি) পার্থঃ বৃকোদরঃ (কুন্তীনন্দন ভীমসেন), অয়ং হি (ইনি) তস্য ভ্রাতা অর্জুনঃ (তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্জুন), মাং [চ] (আর আমাকে) অনয়োঃ মাতুলেয়ং (ইঁহাদের মাতুলপুত্র) তে রিপুং (আপনার শত্রু) কৃষ্ণং জানীহি (কৃষ্ণ বলিয়া জানুন) ॥ ২৯ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।] এবম্ আবেদিতঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ প্রার্থনা জানাইলে) রাজা মাগধঃ (মগধরাজ জরাসন্ধ) উচ্চৈঃ জহাস স্ম (উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল) অমর্ষিতঃ [সন্] আহ চ (এবং ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল) মন্দাঃ (রে অধমগণ।) তর্হি (তাহা হইলে) বঃ (তোমাদিগকে) যুদ্ধম্ [এব] দদামি (দ্বন্দ্ব যুদ্ধই প্রদান করিব ॥ ৩০ ॥

[রে কৃষ্ণ।] যুধি বিক্লবচেতসা ভীরুণা ত্বয়া (যুদ্ধে তোমার চিত্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে, তুমি ভীরু, তোমার সহিত) [অহং] ন যোৎস্যে (আমি যুদ্ধ করিব না)। [ত্বং ভয়া] (তুমি আমার ভয়ে) স্বপুরীং মথুরাং ত্যক্ত্বা (নিজের পুরী মথুরা পরিত্যাগ করিয়া) সমুদ্রং শরণং গতঃ (সমুদ্রে আশ্রয় লইয়াছ) ॥ ৩১ ॥

অয়ম্ অর্জুনঃ তু (আর এই অর্জুনও) বয়সা অতুল্যঃ নাতিসত্ত্বঃ [চ] (বয়সে কনিষ্ঠ এবং অধিক বলশালী নহে), ন [চ দেহেন] মে সমঃ (আর শরীরেও আমার সমান নহে), [অতঃ অর্জুনঃ] (অতএব অর্জুন) যোদ্ধা ন ভবেৎ (যোদ্ধা নহে)। ভীমঃ মম তুল্যবলঃ (ভীম আমার সমান বলশালী) [ইহার সহিতই আমি যুদ্ধ করিব] ॥ ৩২॥

অনুবাদ—ইনি কুন্তীনন্দন ভীমসেন, ইনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অর্জ্জুন আর আমাকে ইঁহাদের মাতুলপুত্র ও আপনার শত্রু কৃষ্ণ বলিয়া জানুন ॥ ২৯ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ প্রার্থনা জানাইলে মগধরাজ জরাসন্ধ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল এবং ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল—রে মূঢ়গণ! তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধই প্রদান করিব ॥ ৩০ ॥ রে কৃষ্ণ! যুদ্ধে তোমার চিত্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে, তুমি ভীরু; অতএব আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না? তুমি আমার ভয়ে নিজের পুরী মথুরা ছাড়িয়া সমুদ্রে আশ্রয় লইয়াছ ॥ ৩১ ॥ আর এই অর্জ্জুনও বয়সে কনিষ্ঠ এবং অধিক বলশালীও নহে; আর সে শরীরেও আমার সমান নহে; অতএব অর্জ্জুন (উপযুক্ত) যোদ্ধা নহে। ভীম আমার সমান বলশালী; ইহার সহিতই আমি যুদ্ধ করিব ॥

শ্রীধর—জ্যাহতৈর্জ্যাঘাতকিণাঙ্কিতৈঃ, দৃষ্টপূর্বান্ দ্রৌপদীস্বয়ংবরাদিষু ॥ ২২-২৩ ॥ ইন্দ্রস্য শ্রিয়ং জিহীর্ষতা বিপ্রব্যাজেন বিষ্ণুনা ভ্রংশিতস্যাপি বলেঃ সু অহো নেতি, পাঠে ন শ্রূয়তে কিম্? অপি তু শ্রূয়ত ইতি। তং শ্লাঘতে—বিজবর [illegible] বাধ্যমপোহপি, অতএব বিষ্ণুরিতি জানন্নপি ॥ ২৪-২৫ ॥

ইত্যুক্ত্বা ভীমসেনায় প্রাদায় মহতীং গদাম্ ।
দ্বিতীয়াং স্বয়মাদায় নির্জগাম পুরাদ্বহিঃ ॥ ৩৩ ॥
ততঃ সমে স্থলে বীরৌ সংযুক্তাবিতরেতরম্ ।
জঘ্নতুর্বজ্রকল্পাভ্যাং গদাভ্যাং রণদুর্ম্মদৌ ॥ ৩৪ ॥
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি সব্যং দক্ষিণমেব চ ।
চরতোঃ শুশুভে যুদ্ধং নটয়োরিব রঙ্গিণোঃ ॥ ৩৫ ॥
ততশ্চটচটাশব্দো বজ্রনিষ্পেষসন্নিভঃ ।
গদয়োঃ ক্ষিপ্তয়ো রাজন্! দন্তয়োরিব দন্তিনোঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়—[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !] ইতি উক্ত্বা (এইরূপ বলিয়া) [জরাসন্ধঃ] (জরাসন্ধ) ভীমসেনায় (ভীমসেনকে) মহতীং গদাং প্রাদায় (এক বিশাল গদা প্রদান করিয়া) স্বয়ং দ্বিতীয়াং [গদাম] আদায় (স্বয়ং আর একটি গদা লইয়া) [যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত] পুরাৎ বহিঃ নির্জ্জগাম (পুরী হইতে নির্গত হইল) ॥ ৩৩ ॥

ততঃ (তৎপরে) রণদুর্ম্মদৌ বীরৌ (যুদ্ধোন্মত্ত বীর ভীমসেন ও জরাসন্ধ) সমে স্থলে (গদাযুদ্ধোপযোগী সমতল ক্ষেত্রে) সংযুক্তৌ [সন্তৌ] (মিলিত হইয়া) বজ্রকল্পাভ্যাং (বজ্রতুল্য গদা দ্বারা) ইতরেতরং জঘ্নতুঃ (পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

সব্যং দক্ষিণম এব চ (গদাযুদ্ধের রীতি অনুসারে তাহারা নির্ভয়ে বামে ও দক্ষিণে) বিচিত্রাণি মণ্ডলানি চরতোঃ (বিবিধ মণ্ডলে বিচরণ করিতে থাকিলে) রঙ্গিণোঃ [তয়োঃ] যুদ্ধং (যুদ্ধস্থলগত তাঁহাদের ঐ যুদ্ধ) [রঙ্গিণোঃ] নটয়োঃ [যুদ্ধম] ইব (অভিনয়স্থানগত নটদ্বয়ের যুদ্ধের ন্যায়) শুশুভে (শোভা পাইতে লাগিল) ॥ ৩৫ ॥

রাজন! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !) ততঃ (তৎপরে) [যুদ্ধবেলায়াং] দন্তিনোঃ (যুদ্ধকালে হস্তিদ্বয়ের) দন্তয়োঃ [চটচটাশব্দঃ] ইব (দন্তদ্বয়ের আঘাতজনিত চটচটাশব্দের ন্যায়) ক্ষিপ্তয়োঃ গদয়োঃ (ভীমসেন ও জরাসন্ধ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত গদাদ্বয়ের) বজ্রনিষ্পেষসন্নিভঃ (বজ্রাঘাততুল্য) চটচটাশব্দঃ [বভূব] (চটচটাশব্দ সমুত্থিত হইল) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! জরাসন্ধ এইরূপ বলিয়া ভীমসেনকে এক বিশাল গদা প্রদান করিল এবং স্বয়ং আর একটি গদা লইয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত পুরী হইতে বহির্গত হইল ॥ ৩৩ ॥ তৎপরে রণোন্মত্ত বীর ভীমসেন ও জরাসন্ধ গদাযুদ্ধোপযোগী সমতল ক্ষেত্রে মিলিত হইয়া বজ্রতুল্য গদাদ্বয়ের দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥ ভীমসেন ও জরাসন্ধ নির্ভয়ে গদাযুদ্ধের রীতি অনুসারে বামে ও দক্ষিণে বিবিধ মণ্ডলে বিচরণ করিতে থাকিলে যুদ্ধস্থলগত তাঁহাদের ঐ যুদ্ধ অভিনয়স্থানগত নটদ্বয়ের যুদ্ধের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তৎপরে যুদ্ধকালে হস্তিদ্বয় দন্তদ্বয়ের দ্বারা পরস্পরের দন্তে আঘাত করিলে তাহাদের দন্তদ্বয়ের যেরূপ চটচটাশব্দ উত্থিত হয়, ভীমসেন ও জরাসন্ধ গদাদ্বয়ের দ্বারা পরস্পরের গদায় আঘাত করিতে থাকিলে তাঁহাদের গদাদ্বয়ের ও সেইরূপ বজ্রাঘাততুল্য চটচটাশব্দ সমুত্থিত হইল ॥ ৩৬ ।

শ্রীধর—পতমানেন পততা ক্ষত্রবন্ধুনা দেহেন ব্রাহ্মণার্থায় বিপুলং যশো নেচ্ছতা নেহমানেন অসম্পাদয়তা কো ন্বর্থঃ ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ ইতি এবং নিশ্চিত্যাহ—হে বিপ্রা ইতি ॥ ২৭-২৮ ॥

তে বৈ গদে ভুজজবেন নিপাত্যমানে অন্যোন্যতোঽংসকটিপাদকরোরুজত্রুন্।
চূর্ণীবভূবতুরুপেত্য যথার্কশাখে সংযুধ্যতোর্দ্বিরদয়োরিব দীপ্তমন্যোঃ ॥ ৩৭ ॥
ইত্থং তয়োঃ প্রহতয়োর্গদয়োর্নৃবীরৌ ক্রুদ্ধৌ স্বমুষ্টিভিরয়ঃস্পর্শৈরপিষ্টাম্।
শব্দস্তয়োঃ প্রহরতোরিভয়োরিবাসী-ন্নির্ঘাতবজ্রপরুষস্তলতাড়নোত্থঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়—[হে রাজন্!] দীপ্তমন্যোঃ (অতিশয় ক্রুদ্ধ) [অর্কশাখাভ্যাং] সংযুধ্যতোঃ (ও অর্কশাখাদ্বয়ের দ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত) দ্বিরদয়োঃ (হস্তিদ্বয়ের) অর্কশাখে (ঐ অর্কশাখাদ্বয়) যথা (যেমন) [অঙ্গানি প্রাপ্য] (পরস্পরের সুদৃঢ় অঙ্গে নিপতিত হইয়া) [চূর্ণীভবতঃ] (চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, [তথা] (সেইরূপ) [দ্বিরদয়োঃ] ইব [সংযুধ্যতোঃ তয়োঃ] (হস্তিদ্বয়ের ন্যায় গদাদ্বয়ের দ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত ভীমসেন ও জরাসন্ধের) অন্যোন্যতঃ ভুজজবেন নিপাত্যমানে (গদাদ্বয় পরস্পরের প্রতি বাহুবেগে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকিলে) তে গদে বৈ (সেই উভয় গদাই) অংসকটিপাদকরোরুজত্রুন্ উপেত্য (পরস্পরের সুদৃঢ়, স্কন্ধ, কটি, পাদ, হস্ত, উরু ও কণ্ঠপার্শ্বস্থ অস্থিদ্বয়ে নিপতিত হইয়া) চূর্ণীবভূবতুঃ (চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল) ॥ ৩৭ ॥

তয়োঃ (ভীমসেন ও জরাসন্ধের) গদয়োঃ (গদাদ্বয়) ইত্থং প্রহতয়োঃ [সত্যোঃ] (এই প্রকারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেলে পর) নৃবীরৌ (সেই নরবীরদ্বয়) ক্রুদ্ধৌ [সন্তৌ] (ক্রুদ্ধ হইয়া) অয়ঃস্পর্শৈঃ স্বমুষ্টিভিঃ (লৌহস্পর্শসদৃশ নিজ নিজ মুষ্টির দ্বারা) [অংসাদীন] অপিষ্টাম্ (পরস্পরের স্কন্ধ প্রভৃতি স্থান চূর্ণ করিতে লাগিল)। তদা (তখন) [প্রহরতোঃ] ইভয়োঃ ইব (পরস্পর প্রহারকারী হস্তিদ্বয়ের ন্যায়) প্রহরতোঃ তয়োঃ (পরস্পর প্রহারকারী ভীমসেন ও জরাসন্ধের) তলতাড়নোত্থঃ নির্ঘাতবজ্রপরুষঃ শব্দঃ আসীৎ (করতলের তাডন হইতে বজ্রনির্ঘাতের ন্যায় কঠোর শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অতিশয় ক্রুদ্ধ ও অর্কশাখাদ্বয়ের দ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হস্তিদ্বয়ের ঐ অর্কশাখাদ্বয় যেমন পরস্পরের সুদৃঢ় অঙ্গসমূহে নিপতিত হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ হস্তিদ্বয়ের ন্যায় ক্রুদ্ধ ও গদাদ্বয়ের দ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত ভীমসেন ও জরাসন্ধের গদাদ্বয় পরস্পরের প্রতি বাহুবেগে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকিলে সেই উভয় গদাই পরস্পরের সুদৃঢ় স্কন্ধ, কটি, পাদ, হস্ত, উরু ও কণ্ঠপার্শ্বস্থ অস্থিদ্বয়ে নিপতিত হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল ॥ ৩৭ ॥ তাঁহাদের গদাদ্বয় এই প্রকারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেলে পর সেই নরবীরদ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া লৌহস্পর্শ সদৃশ নিজনিজ মুষ্ট্যাঘাতের দ্বারা পরস্পরের স্কন্ধ প্রভৃতি স্থান চূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন। তখন পরস্পর প্রহারকারী হস্তিদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর প্রঘাতকারী ভীমসেন ও জরাসন্ধের করতলের তাড়ন হইতে বজ্রনির্ঘাতের ন্যায় প্রবল শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধর—রাজক্রতামেব প্রপঞ্চয়তি—অসাবিতি ॥ ২৯-৩০ ॥ যতো মত্তয়া সমুদ্রং শরণং গতঃ ॥ ৩১ ॥ বয়সাপ্যতুল্যো নাতিসত্ত্বোঽনতিবলশ্চ ন চ দেহেন ময়া সমঃ, অতোঽর্জুনো যোদ্ধা ন ভবেৎ। ভীমস্তু ভবেৎ। যতো মম তুল্যবলঃ ॥ ৩২ ॥ প্রাদায় দত্তেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ সমে স্থলে যুদ্ধাঙ্গনে ॥ ৩৪ ॥ মণ্ডলানি গদাযুদ্ধগতিভেদান্। সব্যং দক্ষিণঞ্চ যথা ভবতি তথা, রঙ্গিণোঃ রঙ্গগতয়োর্নটয়োরিবেতি নির্ভয়ত্বেনোপমা ॥ ৩৫ ॥ চটচটেতি গদয়োঃ পরস্পরাঘাতশব্দানুকরণম্। বজ্রস্য নিষ্পেষঃ পাতস্তৎসদৃশঃ। যুধ্যতোর্দন্তিনোর্দন্তাঘাতশব্দ ইব শুশুভে ॥ ৩৬ ॥ অংসকট্যাদীনুপেত্য দীপ্তো মন্যুর্যয়োস্তয়োর্দ্বিরদয়োর্গজয়োরর্কশাখাভ্যাং সমং যুধ্যতোস্তে যথা চূর্ণীবভূবতুস্তদ্বৎ ॥ ৩৭ ॥ অপিষ্টাং চূর্ণীচক্রতুঃ ॥ ৩৮ ॥

তয়োরেবং প্রহরতোঃ সমশিক্ষাবলৌজসোঃ ।
নির্ব্বিশেষমভূদ্‌যুদ্ধমক্ষীণজবয়োর্নৃপ ! ॥ ৩৯ ॥
(এবং তয়োর্ম্মহারাজ ! যুধ্যতোঃ সপ্তবিংশতিঃ ।
দিনানি নিরগংস্তত্র সুহৃদ্বন্নিশি তিষ্ঠতোঃ ॥
একদা মাতুলেয়ং বৈ প্রাহ রাজন্ ! বৃকোদরঃ ।
ন শক্তোঽহং জরাসন্ধং নির্জ্জেতুং যুধি মাধব ! ॥)
শত্রোর্জ্জন্মমৃতী বিদ্বান্ জীবিতঞ্চ জরাকৃতম্ ।
পার্থমাপ্যায়য়ন স্বেন তেজসাচিন্তয়দ্ধরিঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়—নৃপ ! (হে রাজন্ !) সমশিক্ষাবলৌজসোঃ (ভীমসেন ও জরাসন্ধের শিক্ষা, বল ও প্রভাব সমান ছিল, সুতরাং) অক্ষীণজবযোঃ (কাহারও বেগ ক্ষীণ হইল না, এই অবস্থায়) এবং প্রহরতোঃ তয়োঃ (পূর্ব্বোক্তরূপে প্রহার করিতে থাকিলে তাঁহাদের) যুদ্ধং নির্ব্বিশেষম অভূৎ (যুদ্ধ ইতর বিশেষ হইল না অর্থাৎ সমানভাবে চলিতে লাগিল)। ৩৯॥ মহারাজ ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !) এবং যুধ্যতোঃ (ভীমসেন ও জরাসন্ধ দিবাভাগে এইরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং) নিশি (রাত্রিকালে) তত্র (তথায়) সুহৃদবং তিষ্ঠতোঃ (মিত্রের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল, এই অবস্থায়) তযোঃ (তাহাদের) সপ্তবিংশতিঃ দিনানি নিরগন (সপ্তবিংশতি দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল) । রাজন্ ! (হে রাজন !) একদা (তন্মধ্যে একদিন) বৃকোদরঃ (ভীমসেন) মাতুলেয় প্রাহ বৈ (মাতুলপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন , মাধব ! (হে মাধব !) যুধি (যুদ্ধে) জরাসন্ধং নির্জ্জেতুং (জরাসন্ধকে জয় করিতে) অহং ন শক্তঃ (আমি সমর্থ হইতেছি না) ॥

হরিঃ (ভক্তক্লেশহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) শত্রোঃ (স্বভক্তের শত্রু জরাসন্ধের) জন্মমৃতী জরাকৃতং জীবিতং চ (জন্মমরণ ও জরানাম্নী রাক্ষসীকর্ত্তৃক জীবনপ্রদান বৃত্তান্ত) বিদ্বান্ (জানিতেন, সুতরাং তিনি) স্বেন তেজসা (স্বীয় তেজের দ্বারা) পার্থম্ আপ্যায়যন্ [অপি] (ভীমসেনকে বর্দ্ধিত করিয়াও) [কথম্ অসৌ শকলীভবেৎ ইতি] অচিন্তয়ৎ ("কিরূপে জরাসন্ধ দ্বিখণ্ডিত হইবে" ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! ভীমসেন ও জরাসন্ধের শিক্ষা, বল, ও প্রভাব সমান ছিল, সুতরাং কাহারও বেগ ক্ষীণ হইল না, এই অবস্থায় তাঁহারা পূর্ব্বোক্তরূপে পরস্পরকে প্রহার করিতে থাকিলে তাঁহাদের সেই যুদ্ধে কোন ইতর বিশেষ হইল না অর্থাৎ সমানভাবে চলিতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! ভীমসেন ও জরাসন্ধ দিবাভাগে এইরূপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং রাত্রিকালে তথায় মিত্রের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, এই অবস্থায় তাঁহাদের সপ্তবিংশতি দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল । হে রাজন্ ! তন্মধ্যে একদিন ভীমসেন মাতুলপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে মাধব ! যুদ্ধে জরাসন্ধকে জয় করিতে আমি সমর্থ হইতেছি না । ভক্তক্লেশহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বভক্তের শত্রু জরাসন্ধের জন্ম, ও জরানাম্নী রাক্ষসী কর্ত্তৃক জীবনপ্রদান এই সকল বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন , সুতরাং তিনি স্বীয় তেজের দ্বারা ভীমসেনকে বর্দ্ধিত করিয়াও "কিরূপে জরাসন্ধ দ্বিখণ্ডিত হইবে ?" ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

শ্রীধর—শিক্ষা অভ্যাসঃ, বলং সত্বম্ ওজঃ প্রভাবঃ, সমানি তানি যয়োস্তয়োঃ ॥ ৩৯ ॥ জন্ম শকলরূপং মৃতিঃ পুনঃ শকলীভাবস্তে বিদ্বান্ জানন্ জরা নাম রাক্ষসী তৎকৃতম্ । অচিন্তয়ৎ কথমসৌ শকলীভবেদিতি ॥ ৪০ ॥

সঞ্চিন্ত্যারিবধোপায়ং ভীমস্যামোঘদর্শনঃ।
দর্শয়ামাস বিটপং পাটয়ন্নিব সংজ্ঞয়া ॥ ৪১ ॥
তদ্বিজ্ঞায় মহাসত্ত্বো ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ।
গৃহীত্বা পাদয়োঃ শত্রুং পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৪২ ॥
একং পাদং পদাক্রম্য দোর্ভ্যামন্যং প্রগৃহ্য সঃ।
গুদতঃ পাটয়ামাস শাখামিব মহাগজঃ ॥ ৪৩ ॥
একপাদোরুবৃষণ-কটিপৃষ্ঠস্তনাংসকে।
একবাহ্বক্ষিভ্রূকর্ণে শকলে দদৃশুঃ প্রজাঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়—অমোঘদর্শনঃ [কৃষ্ণঃ] (যাঁহার দর্শন কখনও ব্যর্থ হয় না, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) সঞ্চিন্ত্য (সম্যক্ চিন্তা করিয়া) সংজ্ঞয়া বিটপং পাটয়ন্ ইব (সঙ্কেতে একটি বৃক্ষশাখা বিদারণ করিয়াই যেন ভীমস্য (ভীমসেনের) অরিবধোপায়ং (শত্রুবধের উপায়) [তং] দর্শয়ামাস (তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন) ॥ ৪১ ॥

প্রহরতাং বরঃ (যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ) মহাসত্ত্বঃ ভীমঃ (মহাবলশালী ভীমসেন) তৎ (সেই সঙ্কেত) বিজ্ঞায (বুঝিতে পারিয়া) পাদয়োঃ গৃহীত্বা (পদদ্বয়ে ধারণ করিয়া) শত্রুং ভূতলে পাতযামাস (শত্রুকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন) ॥ ৪২ ॥

[ততঃ] (তৎপরে) মহাগজঃ শাখাম্ ইব (গজরাজ যেমন বৃক্ষশাখা বিদারণ করে, সেইরূপ) সঃ (ভীমসেন) পদা (এক পদের দ্বারা) একং পাদং আক্রম্য (জরাসন্ধের একপদ চাপিযা রাখিয়া) দোর্ভ্যাম্ অন্যং প্রগৃহ্য (দুইহস্তের দ্বারা তাহার অপর পদ ধারণ করিয়া) [তং] গুদতঃ পাটয়ামাস (তাহাকে গুহ্যদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিদারণ করিযা ফেলিলেন) ॥ ৪৩ ॥

[তদা] (তখন) প্রজাঃ (লোকসকল) একপাদোরুবৃষণকটিপৃষ্ঠস্তনাংসকে একবাহ্বক্ষিভ্রূকর্ণে) এক একটি পাদ, ঊরু, অণ্ডকোষ, কটি, পৃষ্ঠ, স্কন্ধ, বাহু, চক্ষু, ভ্রূ ও কর্ণবিশিষ্ট) শকলে (জরাসন্ধের পৃথক্ পৃথক্ দুই খণ্ড শরীর) দদৃশুঃ (দেখিতে পাইল) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন (জ্ঞান) কখনও ব্যর্থ হয় না, তখন তিনি সম্যক্ চিন্তা করিয়া "আমি যেমন বিদারণ করিতেছি, তুমিও এইরূপ বিদারণ করিয়া ইহাকে বধ কর"—এইরূপ সংকেতের দ্বারা একটি বৃক্ষশাখা বিদারণ করিয়াই যেন ভীমসেনের শত্রুবধের উপায় তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন ॥ ৪১ ॥ তখন যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ মহাবলশালী ভীমসেনও সেই সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া শত্রুর পদদ্বয় ধারণ করিয়া তাহাকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন ॥ ৪২ ॥ তৎপরে গজরাজ যেমন বৃক্ষশাখা বিদারণ করে, সেইরূপ ভীমসেন পদের দ্বারা জরাসন্ধের এক পদ চাপিয়া রাখিয়া দুই হস্তের দ্বারা তাহার অপর পদ ধারণ করতঃ তাহাকে গুহ্যদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিদারণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৩ ॥ তখন লোকসকল দেখিতে পাইল জরাসন্ধের দুইখণ্ড শরীর দুইদিকে পতিত হইয়াছে। এই দুইখণ্ড শরীরের প্রত্যেকটিতেই এক একটি পদ, ঊরু, অণ্ডকোষ, কটি, পৃষ্ঠ, স্তন, স্কন্ধ, বাহু, চক্ষু, ভ্রূ ও কর্ণ বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধর—বিটপং শাখাম্, করেণ বিটপং গৃহীত্বা হরির্ভীমস্য যথাহং বিটপং পাটয়ামি তথা ত্বমেনং বিপাটয়েতি সংজ্ঞয়া সঙ্কেতেন অরিবধোপায় দর্শয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৪১—৪৩ ॥

হাহাকারো মহানাসীন্নিহতে মগধেশ্বরে।
পূজয়ামাসতুর্ভীমং পরিরভ্য জয়াচ্যুতৌ॥ ৪৫ ॥
সহদেবং তত্তনয়ং ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
অভ্যষিঞ্চদমেয়াত্মা মগধানাং পতিং প্রভুঃ।
মোচয়ামাস রাজন্যান্ সংরুদ্ধা মাগধেন যে॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
জরাসন্ধবধো নাম দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ। ৭২ ॥

অন্বয়—[এবং] মগধেশ্বরে নিহতে [সতি] (এইরূপে মগধরাজ জরাসন্ধ নিহত হইলে) মহান্ হাহাকারঃ আসীৎ (মহান্ হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল)। [তদা] (তখন) জয়াচ্যুতৌ (অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ) ভীমং পরিরভ্য (ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিয়া) পূজয়ামাসতুঃ (স্তুতিবাদ ও পাদস্পর্শাদির দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন) ॥ ৪৫ ॥

[অথ] (অনন্তর) ভূতভাবনঃ (সর্ব্বভূতের স্রষ্টা) অমেয়াত্মা (সর্ব্বব্যাপক) প্রভুঃ (সকলের প্রভু) ভগবান্ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তৎতনয়ং সহদেবং (সেই জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে) মগধানাং পতিম্ অভ্যষিঞ্চৎ (মগধদেশবাসী জনগণের অধিপতিরূপে অভিষিক্ত করিলেন) যে [চ] (এবং যাহারা) মাগধেন সংরুদ্ধাঃ (আসন্) (জরাসন্ধ কর্তৃক তদীয় দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন), [তান্] রাজন্যান্ (সেই সকল ক্ষত্রিয় রাজাকে) মোচয়ামাস (মোচন করিলেন) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—এইরূপে মগধরাজ জরাসন্ধ নিহত হইলে মহান্ হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল। তখন অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিয়া প্রশংসাবাদ ও পাদস্পর্শাদির দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন ॥ ৪৫ ॥ অনন্তর সর্ব্বভূতের স্রষ্টা, সর্ব্বব্যাপক ও সকলের প্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধবাসী জনগণের অধিপতিরূপে অভিষিক্ত করিলেন এবং যাঁহারা জরাসন্ধ কর্তৃক তদীয় দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই ক্ষত্রিয় রাজগণকে মোচন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

শ্রীধর—একৈকঃ পাদাদির্যয়োস্তে শকলে ॥ ৪৪ ৪৫ ॥ দুর্ব্বৃত্তত্বাদসৌ হতো ন তু রাজ্যাভিলাষেণেতি দর্শয়ন্নাহ—সহদেবমিতি ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থ-দীপিকায়াং দশমস্কন্ধে দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭২ ॥

যোগলাভ

দ্বিসপ্ততিতমে রাজ্ঞঃ কার্য্যে দত্তস্বসম্মতিঃ।
ভীমেনাঘাতয়ৎ কৃষ্ণো মাগধং প্রার্থ্য যজ্ঞতঃ ॥

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিবেদন শুনিয়া তাঁহার অভিপ্রেত রাজসূয় যজ্ঞে নিজ সম্মতি দান করিলেন এবং ভীমসেন দ্বারা দুর্জ্জয় মগধরাজ জরাসন্ধের নিধন করাইলেন।

বিবরণী

মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলেন তাঁহার অভিপ্রেত রাজসূয় যজ্ঞের কথা। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—রাজার সংকল্প উত্তম। এখন সর্ব্বাগ্রে রাজগণকে পরাজিত করিয়া যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহ করুন। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ মতো চারিদিকে ভ্রাতৃগণ গেলেন ও দিগ্বিজয় করিয়া ধন সংগ্রহ করিলেন।

ভীম ও অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের নিবাস-স্থানে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণবেশে জরাসন্ধের নিকট নিজেদের পরিচয় দিয়া যুদ্ধ ভিক্ষা চাহিলেন। জরাসন্ধ রাজী হইলেন। তিনি ভীমকে নিজ সমকক্ষ মনে করেন বলিয়া তাঁহার সঙ্গেই গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দুই-ই সমকক্ষ। অনেক দিবস যুদ্ধ চলিল। শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে একগাছি বৃক্ষশাখা হাতে লইয়া দুইভাগ করিয়া বধের কৌশল জানাইয়া দিলেন। ইঙ্গিতজ্ঞ ভীমসেন তাহাকে তদ্রূপ বিদারিত করিয়া বধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে তদীয় পিতৃসিংহাসনে বসাইলেন এবং বন্দী রাজগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

১। রাজা যুধিষ্ঠির মহাভক্ত। রাজসূয় করিয়া নাম-ধাম যশ-খ্যাতি হউক ইহা তিনি একবিন্দুও কামনা করেন না। করিবেনই বা কেন—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম যিনি সতত দর্শন করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ অপার কৃপাশক্তি প্রকাশ করিয়া যাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাঁহাদের আবার রাজসূয় যজ্ঞে আগ্রহ থাকিবে কেন? তাহাই বলিয়াছেন—

ত্বচ্চরণসরোজং পশ্যতাং ত্বয়াপি অপারকৃপয়া
আত্মসাৎ কৃতানাম্ অস্মাকং রাজসূয়ে ন খলু কোঽপি আগ্রহঃ।

আগ্রহ না থাকিলে সংকল্প করিয়াছেন কেন—তাহা বলিতেছেন—অত্রত্যা দুষ্টান্তঃকরণাঃ কেচিৎ ত্বাং পরমেশ্বরং ন মন্যন্তে, নরমেব মত্বা প্রত্যুত দোষদর্শিনঃ নিন্দন্তি। এতদেব অস্মাকং হৃচ্ছল্যম্। অতো রাজসূয়-মিষেণ ব্রহ্মরুদ্রাদীন্ সর্ব্বজ্ঞান্ ব্রহ্মর্ষ্যাদীনপি দেবাদীনপি চতুর্দ্দশলোকস্থান্ আহূয় কাচিৎ সভা কর্ত্তব্যা। তত্র সর্ব্বাগ্রিমপূজা তৈর্যস্য ব্যবস্থাপয়িষ্যতে স এব পরমেশ্বর ইতি সাক্ষাদ্দর্শয়িত্বা হৃচ্ছল্যং তন্নিষ্কাশনীয়ম্। ইত্যেব মদভীপ্সিতম্—(শ্রীবিশ্বনাথ)।

আশেপাশে কতকগুলি দুষ্টবুদ্ধি লোক আছে তারা তোমাকে পরমেশ্বর মনে করে না—সাধারণ মানুষ মনে করিয়া দোষদৃষ্টি করে ও নিন্দা করে। তাহারা আমাদের বক্ষে শেল সদৃশ। এখন রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে একটি বিরাট সভা করিব, তাহাতে সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মা-রুদ্র থাকিবেন, ব্রহ্মর্ষিরা থাকিবেন, দেবতাগণও থাকিবেন, চৌদ্দ ভুবনের সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি থাকিবেন। তন্মধ্যে অগ্রিম পূজায় তাঁহারা সকলে যাঁহাকে নির্ধারণ করেন তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পরমেশ্বর এবং সেই পরম বস্তু যে তুমি ইহা সকলে প্রত্যক্ষ দেখিবে—তাহাতে আমাদের বক্ষের শেল দূর হইবে। বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠানে ইহাই আমার অন্তরের গূঢ়াভিপ্রায়।

২। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে দুইটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন যুধিষ্ঠির মহারাজকে—(ক) যাহারা অজিতেন্দ্রিয় আমি তাহাদের পক্ষে দুর্জ্জয় কাল স্বরূপ। আর তুমি মহারাজ জিতেন্দ্রিয়তা নিবন্ধন আমাকে বশীভূত করিয়াছ। ১৪শ শ্লোক

খ) যে আমাতে আসক্তচিত্ত এই জগতে কোন দেবতাও তাহাকে তেজঃ যশঃ বা ঐশ্বর্য্যদ্বারা অভিভূত করিতে পারে না। ১১শ শ্লোক

৩। শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের নিকট নিজ পরিচয় দিতে বলিলেন— মাং কৃষ্ণং জানীহি তে রিপুম্। আমি তোমার শত্রু কৃষ্ণ। শত্রুর সম্মুখে এইরূপ নিরস্ত্র অবস্থায় আত্মপ্রকাশ অদ্ভুত বীরত্বের পরিচায়ক।

আবার জরাসন্ধ কৃষ্ণকে গালি দিয়া বলিলেন—তুমি ভীরু। ন ত্বয়া ভীরুণা যোৎস্যে। তোমার মত ভীরুর সঙ্গে যুদ্ধ করি না। এই ভর্ৎসনায় বিন্দুমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন না। এই স্থলে সরস্বতীর ব্যাখ্যা—ন ত্বয়া অভীরুণা যোৎস্যে। অভীরুণা মহাবলবতা ত্বয়া সহ যুধি বিক্লবেন বিহ্বলেন চেতসা যুক্তোঽহং ন যোৎস্যে।

৪। সাতাশ দিন যুদ্ধ করিয়া যখন ভীমসেন জরাসন্ধ-বধ সম্বন্ধে হতাশ হইলেন ও শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলেন তখন তিনি তাঁহাকে শক্তি সঞ্চার করিলেন—

'পার্থমাপ্যায়য়ন্ স্বেন তেজসা'

নিজের তেজদ্বারা ভীমকে প্রবল করিলেন (প্রবলাকুর্ব্বন্)। আর কি করিলেন—দর্শয়ামাস বিটপং পাটয়ন্নিব সংজ্ঞয়া— বিটপং শাখাং করে গৃহীত্বা হরিঃ ভীমস্য নেত্রগোচরীভূতঃ সন্ যথাহং বিটপং পাটয়ামি তথা ত্বমপীমং পাটয় ইতি সংজ্ঞয়া সংকেতেনৈব। যেভাবে আমি এই বৃক্ষ শাখাকে দুইভাগ করিয়া ফেলিতেছি তুমিও সেইভাবেই এই ব্যক্তিকে দুইভাগ করিয়া ফেল—এইরূপ সংকেত করিলেন।

জরাসন্ধ-বধ নামক বাহাত্তর অধ্যায়ের কেলালব ভাবানুবাদ সমাপ্ত।

———

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

অযুতে দ্বে শতান্যষ্টৌ নিরুদ্ধা যুধি নির্জ্জিতাঃ।
তে নির্গতা গিরিদ্রোণ্যাং মলিনা মলবাসসঃ॥ ১॥
ক্ষুৎক্ষামাঃ শুষ্কবদনাঃ সংরোধপরিকর্শিতাঃ।
দদৃশুস্তে ঘনশ্যামং পীতকৌষেয়বাসসম্॥ ২॥
শ্রীবৎসাঙ্কং চতুর্ব্বাহুং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্।
চারুপ্রসন্নবদনং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্॥ ৩॥
পদ্মহস্তং গদাশঙ্খরথাঙ্গৈরুপলক্ষিতম্।
কিরীটহারকটক-কটিসূত্রাঙ্গদাঞ্চিতম্॥ ৪॥

[অনন্তর বিমুক্ত রাজগণ কর্তৃক সংস্তুত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বহু সৎকার করতঃ নিজ নিজ দেশে প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং সহদেবকর্তৃক পূজিত হইয়া ভীমার্জ্জুনের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করেন, এই সকল কথা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইতেছে]

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।] [যে] দ্বে অযুতে অষ্টৌ শতানি [রাজানঃ] (যে বিশ হাজার আটশত রাজা) [জরাসন্ধেন] যুধি নির্জ্জিতাঃ [সন্তঃ] (জরাসন্ধ কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া) গিরিদ্রোণ্যাং নিরুদ্ধাঃ [আসন্] (তদীয় দুর্গ পর্বতগুহায় অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন), তে মলিনাঃ মলবাসসঃ (স্নানাদির অভাবহেতু তাঁহাদের গাত্রে ময়লা পড়িয়াছিল, তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি মলিন হইয়াছিল) ক্ষুৎক্ষামাঃ শুষ্কবদনাঃ সংরোধপরিকর্শিতাঃ [জাতাঃ] (এবং তাঁহারা ক্ষুধায় কাতর, শুষ্কবদন ও দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ থাকায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন)। [অথ ভগবতা মোচিতাঃ] তে (অনন্তর ভগবদনুগ্রহে মুক্ত ঐ সকল রাজা) [ততঃ] নির্গতাঃ [সন্তঃ] (সেই গিরিগুহা হইতে বহির্গত হইয়া) পীতকৌষেয়বাসসম্ (যাঁহার পরিধানে পীতবর্ণ কৌষেয় বসন),

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যে বিশ হাজার আটশত রাজা জরাসন্ধ কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তদীয় দুর্গ পর্বতগুহায় অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন, স্নানাদির অভাব হেতু তাঁহাদের গাত্রে ময়লা পড়িয়াছিল, তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি মলিন হইয়াছিল এবং তাঁহারা ক্ষুধায় কাতর, শুষ্কবদন ও দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ থাকায় ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনন্তর ভগবদনুগ্রহে মুক্তিলাভ করিয়া সেই সকল রাজা গিরিগুহা হইতে বহির্গত হইয়া ঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন—ভগবান্

শ্রীধর—ততস্ত্রিসপ্ততিতমে মোচয়িত্বা নৃপান্ হরিঃ। রাজার্হভোগৈঃ স্বান্ দেশান্ প্রস্থাপ্য পুনরাগমৎ॥
অত্যুন্নদ্ধজরাসন্ধবধাৎ তদ্রুদ্ধভূপতীন্। বিমোক্ষ্য কৃপয়া কৃষ্ণো নিজরূপমদর্শয়ৎ॥
যে নির্জ্জিতা জরাসন্ধেন নিরুদ্ধাশ্চ গিরিদ্রোণ্যাম্, তে ততো নির্গতাঃ সন্তো ঘনশ্যামং দদৃশুরিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ॥ ১॥

ভ্রাজদ্বরমণিগ্রীবং নিবীতং বনমালয়া।
পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং লিহন্ত ইব জিহ্বয়া ॥ ৫ ॥
জিঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যাং রম্ভন্ত ইব বাহুভিঃ।
প্রণেমুর্হতপাপ্মানো মূর্দ্ধভিঃ পাদয়োর্হরেঃ। ৬।
কৃষ্ণসন্দর্শনাহ্লাদ-ধ্বস্তসংরোধনক্লমাঃ।
প্রশশংসুর্হৃষীকেশং গীর্ভিঃ প্রাঞ্জলয়ো নৃপাঃ ॥ ৭।

শ্রীবৎসাঙ্কং (বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন), চতুর্ব্বাহুং (যিনি চতুর্ভুজ) পদ্মগর্ভারুণেক্ষণং (যাঁহার নয়নযুগল পদ্মের উদরের ন্যায় অরুণবর্ণ), চারুপ্রসন্নবদনং (বদনমণ্ডল মনোহর ও প্রসন্ন) স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ (ও কর্ণে মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয় দীপ্যমান) পদ্মহস্তং গদাশঙ্খরথাঙ্গৈঃ উপলক্ষিতং (যিনি হস্তস্থ পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্রে পরিশোভিত) কিরীটহারকটক কটিসূত্রাঙ্গদাঞ্চিতম্ (যিনি কিরীট, হার বলয়, চন্দ্রহার ও অঙ্গদ অলঙ্কারে বিভূষিত) ভ্রাজদ্বরমণিগ্রীবং (যাঁহার গ্রীবাদেশে শ্রেষ্ঠ কৌস্তভমণি বিরাজিত) বনমালয়া নিবীতং (এবং যিনি বনমালায় পরিশোভিত, সেই) ঘনশ্যামং [কৃষ্ণং] (ঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণকে) দদৃশুঃ (দেখিতে পাইলেন)। কৃষ্ণসন্দর্শনাহ্লাদ-ধ্বস্তসংরোধনক্লমাঃ হতপাপ্মানঃ নৃপাঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত আহ্লাদে রাজগণের অবরোধজনিত ক্লেশ দূরীভূত হইল ও পাপ বিনষ্ট হইয়া গেল, এই অবস্থায় তাঁহারা) চক্ষুর্ভ্যাং পিবন্তঃ ইব (নয়নযুগলের দ্বারা তাঁহাকে যেন পান করিতে করিতে), জিহ্বয়া লিহন্তঃ ইব (জিহ্বার দ্বারা যেন লেহন করিতে করিতে), নাসাভ্যাং জিঘ্রন্তঃ ইব (নাসিকার দ্বারা যেন আঘ্রাণ করিতে করিতে) বাহুভিঃ রম্ভন্তঃ (এবং বাহুদ্বয়ের দ্বারা যেন আলিঙ্গন করিতে করিতে) মূর্দ্ধভিঃ (অবনতমস্তকে) হরেঃ পাদয়োঃ প্রণেমুঃ (ভক্তক্লেশহারী শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলে প্রণাম করিলেন) প্রাঞ্জলয়ঃ [সন্তঃ] (এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া) গীর্ভিঃ (বাক্যের দ্বারা) হৃষীকেশং প্রশশংসুঃ (হৃষীকেশের স্তব করিতে লাগিলেন) ॥ ১—৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পরিধানে পীতবর্ণ কৌষেয় বসন, তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, তিনি চতুর্ভুর্জ, তাঁহার নয়নযুগল পদ্মের উদরের ন্যায় অরুণবর্ণ, বদনমণ্ডল মনোহর ও প্রসন্ন এবং কর্ণে মকরাকৃতি কুণ্ডলদ্বয় দীপ্যমান। তিনি হস্তস্থ পদ্ম, গদা, শঙ্খ, চক্রের দ্বারা পরিশোভিত, তিনি কিরীট, হার, বলয়, চন্দ্রহার ও বাজু নামক অলঙ্কারে বিভূষিত, তাঁহার গ্রীবাদেশে কৌস্তভ মণি বিরাজিত এবং তিনি বনমালায় পরিশোভিত। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত আহ্লাদে রাজগণের অবরোধজনিত ক্লেশ দূরীভূত হইয়া গেল এবং পাপও বিনষ্ট হইয়া গেল, এই অবস্থায় তাঁহারা নয়নযুগলের দ্বারা যেন পান করিতে করিতে, বাহুদ্বয়ের দ্বারা যেন লেহন করিতে করিতে, নাসিকার দ্বারা যেন আঘ্রাণ করিতে করিতে এবং বাহুদ্বয়ের দ্বারা যেন আলিঙ্গন করিতে করিতে আসিয়া অবনত মস্তকে ভক্তক্লেশহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই হৃষীকেশের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২—৭ ॥

শ্রীধর—ক্ষুধা ক্ষামাঃ কৃশাঃ সংরোধেন পরিকর্শিতাঃ ক্লেশিতাঃ ॥ ২-৪ ॥ ভ্রাজন্ ভ্রাজমানো বরমণিঃ কৌস্তভো যস্যাং সা গ্রীবা যস্য তম্ নিবীতং কণ্ঠলম্বিতয়া ব্যাপ্তম্। পিবন্ত ইবেত্যাদীনাং হরেঃ পাদয়োঃ প্রণেমুরিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৫ ॥ রম্ভন্তঃ পরিরম্ভমাণা ইব ॥ ৬ ॥ কৃষ্ণসন্দর্শনাহ্লাদেন ধ্বস্তঃ সংরোধনক্লমো যেষাং তে ॥ ৭ ॥

রাজান উচুঃ

নমস্তে দেবদেবেশ ! প্রপন্নার্ত্তিহরাব্যয় ।
প্রপন্নান্ পাহি নঃ কৃষ্ণ । নির্বিণ্ণান্ ঘোরসংস্মৃতেঃ ॥ ৮ ॥
নৈনং নাথাপ্যসূয়ামো মাগধং মধুসূদন !
অনুগ্রহো যদ্ভবতো রাজ্ঞাং রাজ্যচ্যুতির্বিভো ! ॥ ৯ ॥
রাজ্যৈশ্বর্য্যমদোন্নদ্ধো ন শ্রেয়ো বিন্দতে নৃপঃ ।
ত্বন্মায়ামোহিতোঽনিত্যা মন্যতে সম্পদোঽচলাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—রাজানঃ উচুঃ (রাজগণ বলিলেন) দেবদেবেশ ! (হে ব্রহ্মাদি দেবদেবগণের ঈশ্বর !) প্রপন্নার্তিহর ! (হে শরণাগত জনগণের দুঃখনাশন !) অব্যয় (হে অব্যয় !) কৃষ্ণ ! (হে কৃষ্ণ !) তে নমঃ (আপনাকে নমস্কার)। প্রপন্নান্ (আপনার শরণাগত) নির্বিণ্ণান্ (ও ঐহিক-পারলৌকিক বিষয়ে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত) নঃ (আমাদিগকে) ঘোরসংস্মৃতেঃ (জন্মমরণপ্রবাহরূপ ঘোর সংসার হইতে) [ত্বং] পাহি (আপনি ত্রাণ করুন) ॥ ৮ ॥

নাথ ! (হে নাথ !) মধুসূদন ! (হে মধুসূদন !) বিভো ! (হে বিভো !) [অনেন] (এই জরাসন্ধ) রাজ্ঞাম্ [অস্মাকম্] (রাজা আমাদিগের) রাজ্যচ্যুতিঃ [কৃতা] (রাজ্যচ্যুতি ঘটাইয়াছে), যৎ (ঐ কারণে) [আমাদিগের প্রতি] ভবতঃ অনুগ্রহঃ [সঞ্জাতঃ] (আপনার অনুগ্রহ হইয়াছে), [অতঃ] (অতএব) [বয়ং] (আমরা) এনং মাগধং (এই পরমোপকারী জরাসন্ধকে) ন অপ্যসূয়ামঃ (বিন্দুমাত্রও অসূয়া করিতেছি না অর্থাৎ দোষদৃষ্টিতে দেখিতেছি না) ॥ ৯ ॥

নৃপঃ (রাজা) রাজ্যৈশ্বর্য্যমদোন্নদ্ধঃ [সন্] (রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যমদে উচ্ছৃঙ্খল হয় বলিয়া) শ্রেয়ঃ ন বিন্দতে (কল্যাণ লাভ করিতে পারে না) [সঃ] ত্বন্মায়ামোহিতঃ [সন্] (সে আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া) সম্পদঃ অনিত্যাঃ [অপি] (বিষয়সম্পদ্ অনিত্য হইলেও উহাকে) অচলাঃ মন্যতে (নিত্য মনে করিয়া থাকে) । [অতএব রাজ্যচ্যুতির নিমিত্তস্থানীয় এই জরাসন্ধ আমাদিগের পরম হিতকারী] ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—রাজগণ বলিলেন—হে ব্রহ্মাদি দেবগণের ঈশ্বর ! হে শরণাগত জনগণের দুঃখনাশন ! হে অব্যয় ! হে শ্রীকৃষ্ণ ! আপনাকে নমস্কার। আমরা আপনার শরণাগত এবং ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইয়াছি ; আপনি আমাদিগকে জন্মমরণপ্রবাহরূপ ঘোর সংসার হইতে মোচন করুন ॥ ৮ ॥ হে নাথ ! হে মধুসূদন ! হে বিভো ! এই জরাসন্ধ আমাদিগের রাজ্যচ্যুতি ঘটাইয়াছে ; ঐ কারণে আমাদিগের প্রতি আপনার অনুগ্রহ হইয়াছে। অতএব এই পরমোপকারী মগধরাজকে আমরা অণুমাত্র অসূয়া করিতেছি না অর্থাৎ দোষ দৃষ্টিতে দেখিতেছি না ॥ ৯ ॥ রাজা রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যমদে উচ্ছৃঙ্খল হয় বলিয়া কল্যাণ লাভ করিতে পারে না। তাদৃশ রাজা আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া বিষয়-সম্পদ্ অনিত্য হইলেও উহাকে নিত্য মনে করিয়া থাকে। [সুতরাং রাজ্যচ্যুতির নিমিত্ত ঐ জরাসন্ধ আমাদিগের পরম হিতকারী] ॥ ১০ ॥

শ্রীধর—সংরোধাদুক্ষিতানস্মান্ ঘোরায়াঃ সংসৃতেরপি পাহি মোচয় ॥ ৮ ॥ নমু ভবন্তো জরাসন্ধাসূয়াবিষ্টা ইহামুত্রভোগাসক্তাশ্চ, কথং সংসৃতের্মোচনীয়া ইত্যাশঙ্ক্য সম্প্রাতি ন বয়ং তথাভূতা ইত্যাহুঃ—নৈনমিত্যাষ্টভিঃ। হে নাথ। বয়মেনং নাপ্যসূয়ামঃ। অপপি দোষদৃষ্ট্যা ন পশ্যামঃ। কুত ইত্যত আহুঃ—অনুগ্রহ ইতি। যদ্ যস্মাৎ ॥ ৯ ॥

মৃগতৃষ্ণাং যথা বালা মন্যন্ত উদকাশয়ম্ ।
এবং বৈকারিকীং মায়ামযুক্তা বস্তু চক্ষতে ॥ ১১ ॥
বয়ং পুরা শ্রীমদনষ্টবুদ্ধয়ো জিগীষয়াস্যা ইতরেতরস্পৃধঃ ।
ঘ্নন্তঃ প্রজাঃ স্বা অতিনির্ঘৃণাঃ প্রভো। মৃত্যুং পুরস্ত্বাবিগণয্য দুর্ম্মদাঃ ॥ ১২ ॥
ত এব কৃষ্ণাদ্য গভীররংহসা দুরন্তবীর্য্যেণ বিচালিতাঃ শ্রিয়ঃ ।
কালেন তন্বা ভবতোহনুকম্পয়া বিনষ্টদর্পাশ্চরণৌ স্মরাম তে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—বালাঃ যথা (অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেমন) মৃগতৃষ্ণাম (মরীচিকাকে) উদকাশয়ং মন্যন্তে (জলাশয় মনে করে), এবং (সেইরূপ অযুক্তাঃ (অবিবেকিগণ) বৈকারিকীং মায়াং (প্রকৃতির বিকার হইতে উৎপন্ন শব্দাদি বিষয়রূপা মায়াকে) বস্তু চক্ষতে (নিত্য ভোগ্যবস্তু বলিয়া মনে করে) ॥ ১১ ।

প্রভো ! (হে প্রভু !) পুরা (পূর্ব্বে) বয়ং (আমরা) শ্রীমদনষ্টবুদ্ধয়ঃ সন্তঃ [ঐশ্বর্য্যমদে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া] অস্যাঃ জিগীষয়া (এই পৃথিবী জয় করিবার ইচ্ছায়) ইতরেতরস্পৃধঃ (পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করতঃ) পুরঃ মৃত্যুং ত্বা (সম্মুখে বর্ত্তমান কালরূপী আপনাকে) অবিগণয্য (গণনা না করিয়া) স্বাঃ প্রজাঃ (নিজ নিজ প্রজাগণকে) ঘ্নন্তঃ (বিনাশ করতঃ) দুর্ম্মদাঃ অতিনির্ঘৃণাঃ চ আস্ম [(দুরহঙ্কারী ও অতি নির্দ্দয় হইয়াছিলাম), কৃষ্ণ ! (হে শ্রীকৃষ্ণ !) তে এব বয়ং (সেই আমরাই) অদ্য (এক্ষণে) গভীররংহসা দুরন্তবীর্য্যেণ (গভীর বেগ ও দুরন্ত পরাক্রমশালী) ভবতঃ তন্বা কালেন (ভবদীয় মূর্ত্তি কালকর্ত্তৃক) শ্রিয়ঃ বিচালিতাঃ (ঐশ্বর্য্য হইতে বিচ্যুত হইয়া) অনুকম্পয়া (আপনারই অনুগ্রহে) বিনষ্টদর্পাঃ [সন্তঃ] (গর্ব্বশূন্য হইয়া) তে চরণৌ স্মরাম (আপনার শ্রীচরণযুগল স্মরণ করিতেছি) ॥১২-১৩॥

অনুবাদ—অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেমন মরীচিকাকে জলাশয় মনে করে, সেইরূপ অবিবেকী ব্যক্তিগণ প্রকৃতির বিকার হইতে উৎপন্না শব্দাদি বিষয়রূপা মায়াকে নিত্য ভোগ্যবস্তু বলিয়া মনে করে ॥ ১১ ॥ হে প্রভু ! পূর্ব্বে আমরা ঐশ্বর্য্যমদে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া এই পৃথিবী জয় করিবার ইচ্ছায় পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়াছিলাম এবং সম্মুখে বর্ত্তমান কালরূপী আপনাকে গণনা না করিয়া নিজ নিজ প্রজাগণকে বিনাশ করতঃ দুরহঙ্কারী ও অতিশয় নির্দ্দয় হইয়াছিলাম। হে শ্রীকৃষ্ণ ! এক্ষণে সেই আমরাই গভীর বেগসম্পন্ন ও দুরন্ত পরাক্রমশালী ভবদীয় মূর্ত্তি কালকর্ত্তৃক ঐশ্বর্য্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছি এবং আপনারই অনুগ্রহে গর্ব্বশূন্য হইয়া আপনার শ্রীচরণযুগল স্মরণ করিতেছি ॥ ১২-১৩ ॥

শ্রীধর—এতদেব ব্যতিরেকেণোপপাদয়ন্তি—রাজ্যৈশ্বর্য্যেতি। রাজ্যৈশ্বর্য্যাভ্যাং যো মদস্তেনোন্নদ্ধঃ উচ্ছৃঙ্খলঃ। নিত্যা অচলাশ্চ সম্পদো মন্যতে। যদ্বা অনিত্যাং সম্পত্তিং, অচলাং শাশ্বতীং মন্যতে ॥ ১০ ॥ কিঞ্চ অবস্তু সবস্তুতয়া পশ্যন্তীত্যাহুঃ—মৃগতৃষ্ণামিতি। বৈকারিকীং শব্দাদিবিকারাপন্নাম্, অযুক্তা অবিবেকিনঃ ॥ ১১ ॥ রাজ্যস্য যোগবিয়োগয়োরনর্থাবহত্বং অস্মাস্বেব দৃষ্টমিত্যাহু—বয়মিতি দ্বাভ্যাম্। শ্রীমদেন নষ্টা দৃষ্টির্যেষাং তে অস্যাঃ পৃথিব্যাঃ জিগীষয়া ইতরেতরস্পৃধঃ পরস্পরং স্পর্দ্ধমানাঃ পুরঃ ত্বা ত্বাং মৃত্যুম্ অবিগণয্য পুরা যে দুর্ম্মদা বয়ম্ ॥ ১২ । হে কৃষ্ণ ! ত এব বয়ম্ অদ্য বিনষ্টদর্পাস্তে চরণৌ স্মরাম স্মর্ত্তুমাশাস্মহে। কথম্ভূতাঃ ? ভবতস্তন্বা মূর্ত্ত্যা কালেন শ্রিয়ো বিচালিতা বিভ্রংশিতাঃ, অতো রাজ্যচ্যুতির্ভবদনুগ্রহ এবেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ।

অথো ন রাজ্যং মৃগতৃষ্ণিরূপিতং দেহেন শশ্বৎ পততা রুজাং ভুবা।
উপাসিতব্যং স্পৃহয়ামহে বিভো! ক্রিয়াফলং প্রেত্য চ কর্ণরোচনম্ ॥ ১৪ ॥
তং নঃ সমাদিশোপায়ং যেন তে চরণাব্জয়োঃ।
স্মৃতির্যথা ন বিরমেদপি সংসারতামিহ ॥ ১৫ ॥
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ১৬ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—[অতঃ] অথো (অতএব অনন্তর) শশ্বৎ পততা (সতত ক্ষীয়মাণ) রুজাং ভুবা (ও রোগসমূহের উৎপত্তিস্থান) দেহেন (দেহের দ্বারা) মৃগতৃষ্ণিরূপিতং (মরীচিকাসদৃশ) রাজ্যং (রাজ্য) অস্মাভিঃ নঃ উপাসিতব্যম্ (আমাদিগের ভোগ করা সমীচীন হইবে না); [কিন্তু ত্বদারাধনমেব অস্মাভিঃ দেহেন কর্ত্তব্যম্] (কিন্তু আপনার আরাধনাই আমাদিগের দেহের দ্বারা করা সমীচীন হইবে)। বিভো! (হে বিভো!) [বয়ং] (আর আমরা) প্রেত্য চ (পরলোক প্রাপ্ত হইয়াও) কর্ণরোচনং (কর্ণের রুচিজনক) ক্রিয়াফলং (স্বর্গবাসাদি সুখভোগ) [ন] স্পৃহয়ামহে (পাইতে ইচ্ছা করি না); [কিন্তু বয়ং ত্বৎপ্রাপ্তিং স্পৃহয়ামহে] (কিন্তু আমরা আপনাকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করি) ॥ ১৪ ।

[অতঃ] (অতএব) যেন (যাহার দ্বারা) ইহ (এই সংসারে) সংসরতাম্ অপি [অস্মাকং] (পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকিলেও আমাদের) যথা তে চরণাব্জয়োঃ স্মৃতিঃ (আপনার শ্রীচরণকমলের স্মৃতি) ন বিরমেৎ (বিরত না হয় অর্থাৎ বর্ত্তমান থাকে) [ত্বং] (আপনি) নঃ (আমাদিগকে) তম্ উপায়ং সমাদিশ (তাদৃশ উপায় উপদেশ করুন) ॥ ১৫ ॥

প্রণতক্লেশনাশায় (প্রণত জনগণের ক্লেশনাশক), বাসুদেবায় (বাসুদেব), হরয়ে (শ্রীহরি), পরমাত্মনে (পরমাত্মা), গোবিন্দায় (গোবিন্দ), কৃষ্ণায় [তুভ্যং] (শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে) নমঃ নমঃ (পুনঃ পুনঃ নমস্কার) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অতএব অনন্তর সতত ক্ষীয়মাণ ও রোগসমূহের উৎপত্তি স্থান এই দেহের দ্বারা মরীচিকা সদৃশ রাজ্য ভোগ করা আমাদিগের সমীচীন হইবে না; কিন্তু এই দেহের দ্বারা আপনার আরাধনা করাই আমাদিগের সমীচীন হইবে। হে বিভো! আর আমরা পরলোক প্রাপ্ত হইয়াও কর্ণের রুচিজনক স্বর্গবাসাদি সুখভোগ পাইতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু আমরা আপনাকে প্রাপ্ত হইতেই ইচ্ছা করি। ১৪ ॥ হে ভগবন্! আমরা এই সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে থাকিলেও যাহার দ্বারা আমাদিগের আপনার শ্রীচরণকমলের স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে, আপনি আমাদিগকে তাদৃশ উপায় উপদেশ করুন ॥ ১৫ ॥ প্রণত জনগণের ক্লেশনাশক, বাসুদেব, শ্রীহরি, পরমাত্মা, গোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর—অতএব অথো অনন্তরং মৃগতৃষ্ণিসদৃশং রাজ্যং শশ্বৎ পততা প্রতিক্ষণং ক্ষীয়মাণেন তথা রুজাং রোগাণাং ভুবা জন্মক্ষেত্রেণ দেহেন উপাসিতব্যং সেব্যং ন স্পৃহয়ামহে। প্রেত্য পরলোকে চ ক্রিয়াফলং স্বর্গাদিভোগমুপাসিতব্যং ন স্পৃহয়ামহে কথম্ভূতম্? কর্ণয়োঃ রোচনং রুচিজনকমাত্রম্, তত্র গতস্য স্পর্দ্ধাত্মনপগমেন সুখাভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ যদ্যেবম্ভূতা যূয়ং তর্হি মম চরণৌ স্মরত, ততোঽনায়াসেন মুক্তির্ভবিষ্যতীতি কিং মদপেক্ষয়েতি চেদত আহুঃ—তং ন ইতি। ত্বচ্চরণস্মৃতিরপি ত্বৎপ্রসাদফলমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৫-১৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ

সংস্তূয়মানো ভগবান রাজভির্মুক্তবন্ধনৈঃ।
তানাহ করুণস্তাত! শরণ্যঃ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা॥ ১৭॥

শ্রীভগবানুবাচ

অদ্য প্রভৃতি বো ভূপা ময্যাত্মন্যখিলেশ্বরে।
সুদৃঢ়া জায়তে ভক্তির্বাঢ়মাশংসিতং যথা॥ ১৮॥
দিষ্ট্যা ব্যবসিতং ভূপা ভবন্ত ঋতভাষিণঃ।
শ্রিয়ৈশ্বর্য্যমদোন্নাহং পশ্য উন্মাদকং নৃণাম্॥ ১৯॥

অন্বয় শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) তাত! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) শরণ্যঃ করুণঃ ভগবান্ (শরণাগতবৎসল দয়ালু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) মুক্তবন্ধনৈঃ রাজভিঃ (বন্ধনমুক্ত রাজগণকর্তৃক [এবং] সংস্তূয়মানঃ [সন] এইরূপে সংস্তুত হইয়া) শ্লক্ষ্ণয়া গিরা (সুমধুর বাক্যে) তান আহ (তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন)॥ ১৭॥

শ্রীভগবান উবাচ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) ভূপাঃ! (হে রাজগণ!) [ভবদ্ভিঃ] (আপনারা) যথা আশংসিতম্ (যেরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন) তথা (তদনুসারে) বাঢ়ম্ (নিশ্চয়ই) অদ্য প্রভৃতি (আজ হইতে) অখিলেশ্বরে আত্মনি ময়ি (সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাশ্রয় আমার প্রতি) বঃ (আপনাদের) সুদৃঢ়া ভক্তিঃ জায়তে (সুদৃঢ়া ভক্তি জন্মিবে)॥ ১৮॥

ভূপাঃ (হে ভূপতিগণ!) [ভবদ্ভিঃ] ব্যবসিতং দিষ্ট্যা (আপনাদের সঙ্কল্প অতি উত্তম) ভবন্তঃ ঋতভাষিণঃ (আপনারা সত্য কথাই বলিয়াছেন), [অহম্ অপি] (আমিও) শ্রিয়ৈশ্বর্য্যমদোন্নাহং (সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যমদে যে স্বেচ্ছাচার, তাহাকেই) নৃণাম উন্মাদকং পশ্যে (মনুষ্যগণের উন্মত্ততাজনক বলিয়া মনে করি)॥ ১৯॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শরণাগতবৎসল দয়ালু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বন্ধনমুক্ত রাজগণকর্তৃক এইরূপে সংস্তুত হইয়া সুমধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন॥ ১৭॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে রাজগণ! আপনারা যেরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, তদনুসারে নিশ্চয়ই আজ হইতে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাশ্রয় আমার প্রতি আপনাদের সুদৃঢ়া ভক্তি জন্মিবে॥ ১৮॥ হে ভূপতিগণ! আপনারা যে জন্মে জন্মে আমার চরণস্মৃতি বর্ত্তমান রাখিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, আপনাদের এই সঙ্কল্প অতি উত্তম। আর আপনারা সত্য কথাই বলিয়াছেন; আমিও মনে করি সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যমদে যে স্বেচ্ছাচার, তাহাই মনুষ্যগণের উন্মত্ততার কারণ॥ ১৯॥

শ্রীধর—শ্লক্ষ্ণয়া মঞ্জুলয়া॥ ১৭॥ যথা ভবদ্ভিরাশংসিতং তথা বাঢ়ং নিশ্চিতং বো ময়ি ভক্তির্জায়তে জায়তামিত্যর্থঃ॥ ১৮॥ হে ভূপাঃ! মদ্ভজনমেব কর্ত্তব্যমিতি ভবদ্ভির্ব্যবসিতং সংকল্পিতং দিষ্ট্যা ভদ্রম্। ভবদ্ভিরুক্তঞ্চ সত্যমেবেত্যাহ—ভবন্ত ইতি। শ্রীশ্চ ঐশ্বর্য্যঞ্চ তাভ্যাং মদস্তেনোন্নাহম্ উদ্বন্ধনং স্বৈরাচারমিত্যর্থঃ, পশ্যে পশ্যামি॥ ১৯॥

হৈহয়ো নহুষো বেণো রাবণো নরকোঽপরে।
শ্রীমদাদ্ ভ্রংশিতাঃ স্থানাদ্দেবদৈত্যনরেশ্বরাঃ ॥ ২০ ॥

ভবন্ত এতদ্বিজ্ঞায় দেহাদ্যুৎপাদ্যমন্তবৎ।
মাং যজন্তোঽধ্বরৈর্যুক্তাঃ প্রজা ধর্ম্মেণ রক্ষথ ॥ ২১ ॥

সন্তন্বন্তঃ প্রজাতন্তূন্ সুখং দুঃখং ভবাভবৌ।
প্রাপ্তং প্রাপ্তঞ্চ সেবন্তো মচ্চিত্তা বিচরিষ্যথ ॥ ২২ ॥

অন্বয়—হৈহয়ঃ (কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন), নহুষঃ (নহুষ), বেণঃ (বেণ), রাবণঃ (রাবণ), নরকঃ (নরকাসুর) ভ্রংশিতাঃ (স্ব স্ব স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন) ॥ ২০ ॥

[অতঃ] (অতএব) ভবন্তঃ (আপনারা) "দেহাদি উৎপাদ্যং [বস্তু] (দেহাদি উৎপাদ্য বস্তু সকল) অন্তবৎ (বিনাশশীল)" [ইতি] এতৎ বিজ্ঞায় (ইহা জানিয়া) যুক্তাঃ (সাবধান হইয়া) অধ্বরৈঃ মাং যজন্তঃ (যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা আমার অর্চ্চনা করতঃ) ধর্ম্মেণ (ধর্ম্মানুসারে) প্রজাঃ রক্ষথ (প্রজাগণকে পালন করুন) ॥

[ভবন্তঃ] (আপনারা) [মদনুগ্রহাৎ অদ্য প্রভৃতি] (আমার অনুগ্রহে আজ হইতে) মচ্চিত্তাঃ [সন্তঃ] (মদগতচিত্ত হইয়া) প্রজাতন্তূন্ সন্তন্বন্তঃ (পুত্রপৌত্রাদি সন্তান-সন্ততি বিস্তার করিয়া) প্রাপ্তং প্রাপ্তং (মধ্যে মধ্যে) সমুপস্থিত) সুখং দুঃখং (সুখ, দুঃখ) ভবাভবৌ চ (ও পুত্র-পৌত্রাদির জন্ম-মরণ) সেবন্তঃ (সমভাবে ভোগ করতঃ) বিচরিষ্যথ (সংসারে বিচরণ করিবেন) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, নহুষ, বেণ, রাবণ, নরকাসুর এবং অপরাপর দেবগণ, দৈত্যগণ ও নরপতিগণ ঐশ্বর্য্যমদের ফলে স্ব স্ব স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যজনিত মত্ততার ফলে পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বধ করিয়াছেন, মুনিগণ নহুষকে দেবলোক হইতে নিপাতিত করিয়াছেন, ব্রাহ্মণগণ বেণ নামক রাজাকে বধ করিয়াছেন, রামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়াছেন, আমি নরকাসুরকে বধ করিয়াছি, দৈত্যরাজ বলি দেবরাজ ইন্দ্রকে স্থানচ্যুত করিয়াছেন এবং ঐশ্বর্য্যজনিত মত্ততার ফলেই নৃসিংহাদি অবতারগণ হিরণ্যকশিপু ও পৌণ্ড্রক প্রভৃতি দৈত্যপতি ও নরপতিগণকে বধ করিয়াছেন ॥ ২০ ॥ অতএব আপনারা "দেহাদি উৎপাদ্যবস্তুসমূহ বিনাশশীল" ইহা জানিয়া সাবধান হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা আমার অর্চ্চনা করতঃ ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণকে পালন করুন ॥ ২১ ॥

শ্রীধর—তদেবাহ—হৈহয় ইতি। কার্ত্তবীর্য্যশ্চক্রবর্ত্তী নরেশ্বরঃ পিতুঃ কামধেনুহরণাৎ পরশুরামেণ সপুত্রো হতঃ। নহুষো দেবেন্দ্রতাং প্রাপ্য উন্মত্তঃ শচীসঙ্গায় ব্রাহ্মণান্ শিবিকাং বাহয়ংস্তৈরের ততো ভ্রংশিতোঽজগরত্বমবাপ। বেণোঽপ্যুন্মত্তো ব্রাহ্মণানধিক্ষিপংস্তৈরের হুঙ্কৈর্হতঃ। রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ সীতামভিলষন্ রাঘবেণ হতঃ। নরকো দৈত্যেশ্বরোঽদিতিকুণ্ডলাদ্যাহরণান্ময়ৈব হতঃ। অপরেঽপি শ্রীমদাৎ স্থানাদ্ ভ্রংশিতাঃ ॥ ২০ ॥ যৎ উৎপাদ্যং দেহাদি তদন্তবৎ এবং বিজ্ঞায় যুক্তা অপ্রমত্তা রক্ষথ রক্ষতেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

উদাসীনাশ্চ দেহাদাবাত্মারামা ধৃতব্রতাঃ।
ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যঙ্‌মামন্তে ব্রহ্ম যাস্যথ ॥ ২৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যাদিশ্য নৃপান্ কৃষ্ণো ভগবান ভুবনেশ্বরঃ।
তেষাং ন্যযুঙ্‌ক্ত পুরুষান্ স্ত্রিয়ো মজ্জনকর্ম্মণি ॥ ২৪ ॥
সপর্য্যাং কারয়ামাস সহদেবেন ভারত।
নরদেবোচিতৈর্ব্বস্ত্রৈ র্ভূষণৈঃ স্রাগ্বিলেপনৈঃ ॥ ২৫ ॥
ভোজয়িত্বা বরান্নেন সুস্নাতান সমলঙ্কৃতান্।
ভোগৈশ্চ বিবিধৈর্যুক্তাংস্তাম্বূলাদ্যৈর্নৃপোচিতৈঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয় — ততঃ যূয়ং (তৎপরে আপনারা) দেহাদৌ উদাসীনাঃ (দেহাদিতে আসক্তিরহিত) ধৃতব্রতাঃ (মদ্‌ব্রতধারী) আত্মারামাঃ চ [সন্তঃ] (ও আত্মানন্দে বিভোর হইয়া) ময়ি মনঃ আবেশ্য (আমাতে মন সমাহিত করিয়া) অন্তে (অন্তকালে) ব্রহ্ম মাং (পরব্রহ্মস্বরূপ আমাকে) সম্যক্ যাস্যথ (সম্যক্ প্রাপ্ত হইবেন) ॥ ২৩ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] ভুবনেশ্বরঃ ভগবান কৃষ্ণঃ (জগদীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) নৃপান (রাজগণকে) ইতি আদিশ্য (এইরূপ আদেশ করিয়া) তেষাং মজ্জনকর্ম্মণি (তাঁহাদিগের স্নানাদি কার্য্যে) পুরুষান্ স্ত্রিয়ঃ [চ] (দাসদাসীগণকে) ন্যযুঙ্‌ক্ত (নিযুক্ত করিলেন) ॥ ২৪ ॥

ভারত! (হে ভরতবংশধর পরীক্ষিৎ!) [ততঃ ভগবান কৃষ্ণঃ] (তৎপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) সুস্নাতান সমলঙ্কৃতান্ [নৃপান্] (সুস্নাত ও সমলঙ্কৃত সেই সকল নৃপতিকে) বরান্নেন ভোজয়িত্বা (উত্তমান্ন ভোজন করাইয়া) সহদেবেন (জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে দিয়া) নরদেবোচিতৈঃ বস্ত্রৈঃ (রাজোচিত বস্ত্র) ভূষণৈঃ (ভূষণ), স্রগ্‌বিলেপনৈঃ (মাল্য ও চন্দনাদি অনুলেপনের দ্বারা) তেষাং সপর্য্যাং (তাঁহাদিগের পূজা) কারয়ামাস (সম্পাদন করাইলেন)। [তান্] (আর সেই সকল নৃপতিকে) নৃপোচিতৈঃ (রাজোচিত) তাম্বূলাদ্যৈঃ (তাম্বূলাদি) বিবিধৈঃ ভোগৈঃ চ যুক্তান (নানাবিধ ভোগ্যবস্তু প্রদান) কারয়ামাস (করাইলেন)। ২৫ ২৬ ॥

অনুবাদ—আপনারা আমার অনুগ্রহে আজ হইতে মদগতচিত্ত হইয়া পুত্র-পৌত্রাদি সন্তান-সন্ততি বিস্তার করিয়া মধ্যে মধ্যে সমুপস্থিত সুখ, দুঃখ ও পুত্র-পৌত্রাদির জন্ম-মরণ সমভাবে ভোগ করতঃ সংসারে বিচরণ করিবেন ॥ ২২ ॥ তৎপরে আপনারা দেহাদিতে আসক্তিরহিত, মদ্‌ব্রতধারী ও আত্মানন্দে বিভোর হইয়া আমাতে মন সমাহিত করিয়া অন্তকালে পরব্রহ্মস্বরূপ আমাকে সম্যক্ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ২৩ ॥ শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া তাঁহাদিগের স্নানাদি কার্য্যে দাসদাসীগণকে নিযুক্ত করিলেন ॥ ২৪ ॥ হে ভরতবংশধর পরীক্ষিৎ! তৎপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুস্নাত ও সমলঙ্কৃত সেই সকল নৃপতিকে উত্তমান্ন ভোজন করাইয়া জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে দিয়া রাজোচিত বস্ত্র, আভরণ, মাল্য ও চন্দনাদি অনুলেপনের দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা সম্পাদন করাইলেন এবং সেই সকল নৃপতিকে রাজোচিত তাম্বূলাদি নানাবিধ ভোগ্যবস্তু প্রদান করাইলেন ॥২৫-২৬॥

শ্রীধর—প্রজাতন্তূন্ পুত্রাদিসন্ততীঃ। প্রাপ্তং প্রাপ্তং সমত্বেন সেবমানাঃ ॥ ২২ ॥ মাং ব্রহ্ম যাস্যথ ॥ ২৩ ॥

তে পূজিতা মুকুন্দেন রাজানো মৃষ্টকুণ্ডলাঃ।
বিরেজুর্মোচিতাঃ ক্লেশাৎ প্রাবৃড়ন্তে যথা গ্রহাঃ ॥ ২৭ ॥
রথান্ সদশ্বানারোপ্য মণিকাঞ্চনভূষিতান্।
প্রীণয্য সুনৃতৈর্বাক্যৈঃ স্বদেশান্ প্রত্যয়াপয়ৎ ॥ ২৮ ॥
ত এবং মোচিতাঃ কৃচ্ছ্রাৎ কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা।
যযুস্তমেব ধ্যায়ন্তঃ কৃতানি চ জগৎপতেঃ ॥ ২৯ ॥
জগদুঃ প্রকৃতিভ্যস্তে মহাপুরুষচেষ্টিতম্।
যথান্বশাসদ্ভগবাংস্তথা চক্রুরতন্দ্রিতাঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয় [তদা] (তখন) তে রাজানঃ (সেই সকল নৃপতি) মুকুন্দেন (ভগবান্ মুকুন্দ কর্তৃক) ক্লেশাৎ মোচিতাঃ (অবরোধক্লেশ হইতে মোচিত), পূজিতাঃ (সহদেবের দ্বারা পূজিত) মৃষ্টকুণ্ডলাঃ [চ সন্তঃ] (ও সমুজ্জ্বল কুণ্ডলধারী হইয়া) প্রাবৃড়ন্তে (বর্ষাকালান্তে) গ্রহাঃ যথা (চন্দ্রাদি গ্রহগণ যেমন) [শোভন্তে] (শোভা পাইয়া থাকে), [তথা] বিরেজুঃ (সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন) ॥ ২৭ ॥

[অথ কৃষ্ণঃ] (অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) [তান] (সেই সকল নৃপতিকে) সুনৃতৈঃ বাক্যৈঃ (সুমধুর বাক্যে) প্রীণয্য (আনন্দিত করিয়া) মণিকাঞ্চনভূষিতান সদশ্বান রথান (মণিকাঞ্চনভূষিত ও উত্তম অশ্বযুক্ত রথসমূহে) আরোপ্য (আরোহণ করাইয়া) স্বদেশান্ প্রত্যয়াপয়ৎ (নিজ নিজ দেশে পাঠাইয়া দিলেন) ॥ ২৮ ॥

[হে রাজন্!] তে (সেই রাজগণ) এবং (এইরূপে) সুমহাত্মনা কৃষ্ণেন (সুমহাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক) কৃচ্ছ্রাৎ মোচিতাঃ [সন্তঃ] (ক্লেশ হইতে বিমোচিত হইয়া) তম্ এব (সেই শ্রীকৃষ্ণকে) জগৎপতেঃ কৃতানি চ (এবং সেই জগৎপতির কার্য্যসমূহকেই) ধ্যায়ন্তঃ (চিন্তা করিতে করিতে) [স্বদেশং] যযুঃ (নিজ নিজ দেশে প্রস্থান করিলেন) ॥ ২৯ ॥

তে (সেই সকল নৃপতি) [স্বদেশম্ আগত্য] (নিজ নিজ রাজ্যে আগমন করিয়া) প্রকৃতিভ্যঃ (প্রজামণ্ডলীর নিকটে) মহাপুরুষচেষ্টিতং (মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যসমূহ) জগদুঃ (বর্ণনা করিলেন) ভগবান যথা অন্বশাসৎ (এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন), অতন্দ্রিতাঃ [সন্তঃ] (আলস্যশূন্য হইয়া) তথা চক্রুঃ (সেইরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তখন সেইসকল নৃপতি ভগবান্ মুকুন্দ কর্ত্তৃক অবরোধক্লেশ হইতে মোচিত, সহদেবের দ্বারা পূজিত ও সমুজ্জ্বল কুণ্ডলধারী হইয়া বর্ষাকালান্তে চন্দ্রাদি গ্রহগণ যেরূপ শোভা পায় সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল নৃপতিকে সুমধুর বাক্যে আনন্দিত করিয়া মণি-কাঞ্চন-ভূষিত ও উত্তম অশ্বযুক্ত রথসমূহে আরোহণ করাইয়া তাঁহাদিগকে নিজ নিজ দেশে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ২৮ ॥ হে রাজন্! সেই রাজগণ এইরূপে সুমহাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ক্লেশ হইতে বিমোচিত হইয়া সেই জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার কার্য্যসমূহকেই চিন্তা করিতে করিতে নিজ নিজ দেশে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৯ ॥ সেই সকল নৃপতি নিজ নিজ রাজ্যে আগমন করিয়া প্রজামণ্ডলীর নিকটে মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যসমূহ বর্ণনা করিলেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সেইরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

শ্রীধর—স্ত্রিয়ঃ স্ত্রীশ্চ তেষাং মজ্জনকর্ম্মণি অভ্যঙ্গস্নানাদৌ ন্যযুঙ্‌ক্ত ॥ ২৪ ॥

জরাসন্ধং ঘাতয়িত্বা ভীমসেনেন কেশবঃ।
পার্থাভ্যাং সংযুতঃ প্রায়াৎ সহদেবেন পূজিতঃ ॥ ৩১ ॥
গত্বা তে খাণ্ডবপ্রস্থং শঙ্খান্ দধ্মুর্জিতারয়ঃ।
হর্ষয়ন্তঃ স্বসুহৃদো দুর্হৃদাঞ্চাসুখাবহাম্ ॥ ৩২ ॥
তচ্ছ্রুত্বা প্রীতমনস ইন্দ্রপ্রস্থনিবাসিনঃ।
মেনিরে মাগধং শান্তং রাজা চাপ্তমনোরথঃ ॥ ৩৩ ॥
অভিবন্দ্যাথ রাজানং ভীমার্জ্জুনজনার্দ্দনাঃ।
সর্ব্বমাশ্রাবয়াঞ্চক্রুরাত্মনা যদনুষ্ঠিতম ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়—[রাজন্ !] (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !) কেশবঃ (ভগবান কেশব) [এবং] (এইরূপে) ভীমসেনেন (ভীমসেনের দ্বারা) জরাসন্ধং ঘাতয়িত্বা (জরাসন্ধকে বধ করাইয়া) সহদেবেন পূজিতঃ (জরাসন্ধপুত্র সহদেব কর্তৃক পূজিত) পার্থাভ্যাং সংযুতঃ [চ সন] (ও ভীমার্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া) [ততঃ] প্রায়াৎ (সেই গিরিব্রজ হইতে যাত্রা করিলেন)। ৩১ ॥

জিতারয়ঃ (শত্রুবিজয়ী) দুর্হৃদাম্ অসুখাবহাঃ চ (ও দুর্যোধনাদি অমিত্রগণের দুঃখোৎপাদনকারী) তে (ভীমসেন, অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ) খাণ্ডবপ্রস্থং গত্বা (ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া) স্বসুহৃদঃ হর্ষয়ন্তঃ (নিজ বান্ধবগণের আনন্দ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত) শঙ্খান দধ্মুঃ (শঙ্খধ্বনি করিলেন)। ॥ ৩২ ॥

ইন্দ্রপ্রস্থনিবাসিনঃ (ইন্দ্রপ্রস্থবাসী জনগণ) তৎ শ্রুত্বা (সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া) প্রীতমনসঃ [সন্তঃ] (আনন্দিতচিত্ত হইয়া) মাগধং শান্তং মেনিরে (মগধরাজ জরাসন্ধ নিহত হইয়াছে বলিয়া মনে করিল) রাজা চ (এবং রাজা যুধিষ্ঠিরও) আপ্তমনোরথঃ [বভূব] (পূর্ণমনোরথ হইলেন) ॥ ৩৩ ॥

অথ (অনন্তর) ভীমার্জ্জুনজনার্দ্দনাঃ (ভীমসেন, অর্জ্জুন ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) রাজানম্ অভিবন্দ্য (মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বন্দনা করতঃ) আত্মনা যৎ অনুষ্ঠিতম (নিজের যাহা করিয়াছেন), [তৎ] সর্ব্বম্ (সেই সমস্ত বৃত্তান্ত) আশ্রাবয়াঞ্চক্রুঃ (তাঁহাকে শ্রবণ করাইলেন) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! ভগবান কেশব এইরূপে ভীমসেনের দ্বারা জরাসন্ধকে বধ করাইয়া জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকর্ত্তৃক পূজিত ও ভীমার্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া সেই গিরিব্রজ হইতে ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ৩১ ॥ শত্রুবিজয়ী ও দুর্য্যোধনাদি অমিত্রগণের দুঃখোৎপাদনকারী ভীমসেন, অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া নিজ বান্ধবগণের আনন্দ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ৩২ ॥ ইন্দ্রপ্রস্থবাসী জনগণ সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া আনন্দচিত্ত হইল এবং মগধরাজ জরাসন্ধ নিহত হইয়াছে বলিয়া মনে করিল। রাজা যুধিষ্ঠিরও পূর্ণমনোরথ হইলেন ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর ভীমসেন, অর্জ্জুন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বন্দনা করতঃ নিজেরা যাহা করিয়াছেন, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে শ্রবণ করাইলেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধর—সুস্নাতান্ সম্যগলঙ্কৃতান ভোগৈশ্চ যুক্তান বরেণান্নেন ভোজয়িত্বা পুনস্তেষাং সপর্য্যাং সহদেবেন কারয়ামাস ॥ ২৫-২৬ ॥ গ্রহাশ্চন্দ্রাদয়ো যথা ॥ ২৭ ॥ প্রণম্য নন্দয়িত্বা ॥ ২৮-২৯ ॥ জগদুঃ উচুঃ ॥ ৩০-৩১ ॥

নিশম্য ধর্ম্মরাজস্তৎ কেশবেনানুকম্পিতম্।
আনন্দাশ্রুকলা মুঞ্চন প্রেম্ণা নোবাচ কিঞ্চন ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে জরাসন্ধবধ-রাজমোক্ষণং নাম ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

অন্বয়—ধর্মরাজঃ (ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির) কেশবেন অনুকম্পিতং তৎ (কেশবের অনুকম্পা স্বরূপ সেই জরাসন্ধবধাদি বৃত্তান্ত) নিশম্য (শ্রবণ করিয়া) প্রেম্ণা (প্রেমবশতঃ) আনন্দাশ্রুকলাঃ (আনন্দাশ্রুবিন্দু) মুঞ্চন্ (বিসর্জন করিতে লাগিলেন), কিঞ্চন ন উবাচ (কিছুই বলিতে পারিলেন না) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কেশবের অনুকম্পাস্বরূপ সেই জরাসন্ধবধাদি বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রেমবশতঃ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, (আনন্দে) কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধর—খাণ্ডবপ্রস্থম্ ইন্দ্রপ্রস্থম্ ॥ ২২ ॥ শাস্থং মৃতম্। আপ্তমনোরথো বভূব ॥ ৩৩—৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৩ ॥

———

ফেলালব

ত্রিসপ্ততিতমে ভূপৈর্মোচিতৈর্বীক্ষিতঃ স্তুতঃ।
ভক্তিপ্রদো হরিঃসম্ভোষ্যৈতান পার্থপুরীমগাৎ ॥

এই ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের রাজমোক্ষণ। ইহাতে জরাসন্ধ কর্ত্তৃক আবদ্ধ নৃপতিগণকে শ্রীকৃষ্ণ মুক্ত করেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মধুর মূর্ত্তি দর্শন করেন ও স্তবস্তুতি করেন। ভক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সহদেবের সেবাদ্বারা তুষ্ট করিয়া স্ব স্ব রাজ্যে পাঠাইয়া দেন ও নিজে ভীমার্জ্জুনসহ ইন্দ্রপ্রস্থ-পুরীতে প্রবেশ করেন।

বিবরণী

জরাসন্ধ বিশহাজার একশত আটজন রাজাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন (অযুতে দ্বে শতান্যষ্টৌ) তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ? মলিনবর্ণ, মলিনবস্ত্র, কৃশাঙ্গ ও ক্ষুধায় কাতর তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বদুঃখ-হারী শ্রীগোবিন্দকে দর্শন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের রূপখানি তখন বড়ই মধুময়—পরিধানে পীতবসন, শ্রীবৎস-চিহ্নধারী, চতুর্ভুজ, প্রসন্নবদন, পদ্মলোচন। তাঁহার কর্ণে কুণ্ডল, করে বলয়, গলে কৌস্তুভ মণি। রূপমাধুর্য্য দর্শনে তাঁহাদের দীর্ঘ কারাক্লেশ দূর হইল। তাঁহারা স্তব করিয়া কহিলেন প্রভু, সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি দিউন। রাজগণ কহিলেন যে, জরাসন্ধ যে আমাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন এজন্য আমরা তাঁহাকে কোন দোষারোপ করি না। কেননা, রাজ্যচ্যুত হইয়া বন্দী ছিলাম বলিয়াই আজ আপনার অসীম অনুগ্রহ লাভ করিলাম। আমরা রাজ্যৈশ্বর্য্য পাইয়া মত্ত হইয়া কল্যাণপথে চলি নাই, নির্দয় হইয়া প্রজার উপর

অত্যাচার করিয়াছি, মৃত্যুরূপী আপনি যে সম্মুখে তাহা জানিতে পারি নাই। তার ফলে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি। আজ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া আপনার কৃপাদর্শন লাভ করিয়া শ্রীচরণ স্মরণ করিতেছি। আপনার কাছে আজ আর কিছুই চাই না, শুধু এই কামনা করি যে, যেখানেই থাকি না কেন আপনার শ্রীচরণপদ্মের স্মৃতি যেন সদা জাগ্রত থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইলেন। সেইরূপ বর দিলেন। জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে দিয়া তাঁহাদের পূজা করাইলেন রাজোচিত উপচারে। তারপর রথে আরোহণ করাইয়া স্ব স্ব রাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন, শুধু বলিয়া দিলেন, দেহভোগে বিরত হইয়া আমার আরাধনা করিবেন ও অপ্রমত্তভাবে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিবেন। তাঁহারাও নিজ নিজ হৃদয়ে শ্রীগোবিন্দকে ও তাঁহার আচরণকে চিন্তা করিতে করিতে গৃহে গেলেন এবং সাধ্যানুসারে আদেশ পালনে ব্যাপৃত হইলেন।

ভীমার্জ্জুনকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া জয়শঙ্খ বাজাইলেন। সকলে বুঝিল জরাসন্ধ হত হইয়াছে। আনন্দাতিশয্যে যুধিষ্ঠির মহারাজের বাক্যরোধ হইয়া গেল।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

১। অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের একটি বিস্ময়কর কার্য্য এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে॥ যুদ্ধ করিয়া জরাসন্ধকে বধ করিয়া তাহার পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া তাহাকে দিয়াই তাহার পিতার অন্যায় কার্য্যের প্রতিকার করাইলেন। বন্দী রাজন্যবর্গকে মুক্তি দিলেন, পূজা সম্বর্দ্ধনা করাইলেন। এইরূপ কার্য্যের দৃষ্টান্ত মানব ইতিহাসে বিরল। ইহাই নিজ শ্রীমুখোক্ত "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্"। এই কার্য্য হেতু শ্রীশুক বলিয়াছেন মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ—"কৃষ্ণেন মহাত্মনা"।

২। মুক্ত রাজগণের স্তুতিটি নিরুপম। মাত্র নয়টি শ্লোকে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। শ্রীরূপখানি দেখিয়াছেন প্রাণমনোহারা। মাধুর্য্য পান করিয়াছেন চক্ষুদ্বারা "পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাম"। শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনানন্দে তাঁহাদের দীর্ঘকালব্যাপী কারাগারজনিত দুঃখ দূর হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনানন্দে তাঁহারা ভাবিলেন, জরাসন্ধ বস্তুতঃ উপকারই করিয়াছেন। কোন ক্ষতি করেন নাই। সুদুর্লভ কৃষ্ণের দর্শন ভাগ্যে ঘটিয়াছে। রাজ্যচ্যুতি অশেষ অনুগ্রহের ফল। অনুগ্রহো যদ্ভবতো রাজ্ঞাং রাজ্যচ্যুতির্বিভো।

৩। রাজগণের প্রার্থনাও অপূর্ব। প্রার্থনায় তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন কি পাপে এই দশা হইল। বর চাহিয়াছেন—তোমার কৃপায় যেন তোমাকে স্মরণ করিতে পারি। তাঁহারা ইহকাল বা পরকাল কোন কালেরই সুখৈশ্বর্য্য কামনা করেন নাই। শুধু বলিয়াছেন—তোমার স্মৃতি যেন থাকে। "স্মৃতির্যথা ন বিরমেদপি সংসরতামিহ"। "মতিরস্তু তুয়া পরসঙ্গে"।

যে কোন যোনিতে জন্মি না কেন তোমার স্মৃতি যেন থাকে এই বর দেও—একথাও তাঁহারা বলেন নাই, তাঁহারা বলিয়াছেন—তোমার স্মৃতি যাতে থাকে তার উপায় দেখাইয়া দেও। 'সমাদিশোপায়ং'

যেন স্মৃতি লুপ্ত না হয় তাদৃশ উপায় নির্দেশ কর। শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন-দেহীত্যপ্রযুজ্য সমাদিশেত্যনেনাপি সাক্ষাত্তত্রাপীতি ভক্ত্যধিকারোচিতানাং নিষ্কামত্বদৈন্যবিনয়াদীনাং পরমাবধিরেব দর্শিতঃ। নিষ্কামতা ও দৈন্যবিনয়ের পরকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইতেছে।

৪। শ্রীকৃষ্ণের বিখ্যাত প্রণাম মন্ত্রটিও সর্ব্বপ্রথম এই রাজগণের মুখে উচ্চারিত হইয়াছে—

কৃষ্ণায় বাসুদেবায়-হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

এই প্রণাম মন্ত্রটি তাঁহারা কি ভাবে উচ্চারণ করিয়াছেন শ্রীবিশ্বনাথ তাহা বর্ণনা করিয়াছেন—"দণ্ডবদবনিপ্রণিপাতপুরঃসরং সাষ্টাঙ্গং নামানি সংকীর্ত্তয়ন্তঃ প্রণমন্তি।" মন্ত্রটির অর্থ বলিয়াছেন—

কৃষ্ণায়=স্বয়ং ভগবতে।

বাসুদেবায়=সর্ব্বজীবেষু কৃপয়ৈব বসুদেবাৎ প্রকটীভূতায়।

হরয়ে=সংসার-দুঃখহন্ত্রে।

পরমাত্মনে=শান্তভক্তানাং পরমাত্মত্বেন দাসাদিভক্তানাং পরমপ্রেমাস্পদত্বেন চ ভাসমানায়।

প্রণতক্লেশনাশায়=সাধকভক্তানাং ভক্তিপ্রতিবন্ধকক্লেশহন্ত্রে।

গোবিন্দায়=অস্মাকং গাঃ নয়নশ্রবণনাসাদীন্দ্রিয়াণি সৌন্দর্য্যসৌস্বর্য্যসৌরভ্যাদি-সুধাপ্রদানার্থং বিন্দতে প্রাপ্নুবতে তুভ্যং।

নমো নমঃ=পুনঃ পুনর্নমামঃ॥

৫। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদটিও মনোরম।

তোমরা যেমন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছ যথা আশংসিতং ঠিক সেইরূপ, অখিলাত্মাস্বরূপ আমাতে সুদৃঢ়া ভক্তি জন্মিবে "ময্যাত্মন্যখিলেশ্বরে সুদৃঢ়া জায়তে ভক্তিঃ" আবার বলিয়াছেন—

"বাঢ়ং"=ইতি প্রতিজ্ঞায়াং ইদমহং প্রতিজানে ইত্যর্থঃ।

আশীর্বাদ করিয়া নির্দেশ দিয়াছেন—

(১) দেহাদ্যুৎপাদ্যমন্তবৎ=উৎপত্তিশীল দেহাদিকে নশ্বর জানিবে।

(২) মাং যজন্তোঽধ্বরৈঃ=যজ্ঞদ্বারা আমার আরাধনা করিবে।

(৩) যুক্তাঃ প্রজা ধর্ম্মেণ রক্ষথ=সর্বদা আমার সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিবে।

(৪) মচ্চিত্তা বিচরিষ্যথ—মদগতচিত্ত হইয়া বিচরণ করিবে।

(৫) উদাসীনাশ্চ দেহাদৌ আত্মারামা ধৃতব্রতাঃ=দেহ-দৈহিক বিষয়ে উদাসীন থাকিবে। আত্মানন্দে ডুবিয়া থাকিবে। ব্রতে স্থির থাকিবে।

এইরূপ হইলে—মামন্তে ব্রহ্ম যাস্যথ—দেহান্তে ব্রহ্মরূপী আমাকে পাইবে।

নির্দেশগুলি সার্বজনীন। সকল জীবের পক্ষেই গ্রহণীয়।

রাজমোক্ষণ নামক তিয়াত্তর অধ্যায়ের ফেলালব ভাবানুবাদ সমাপ্ত।

———

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

এবং যুধিষ্ঠিরো রাজা জরাসন্ধবধং বিভোঃ।

কৃষ্ণস্য চানুভাবং তং শ্রুত্বা প্রীতস্তমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ

যে স্যুস্ত্রৈলোক্যগুরবঃ সর্ব্বে লোকাঃ সহেশ্বরাঃ।

বহন্তি দুর্ল্লভং লব্ধ্বা শিরসৈবানুশাসনম ॥ ২ ॥

স ভবানরবিন্দাক্ষ! দীনানামীশমানিনাম।

ধত্তেঽনুশাসনং ভূমংস্তদত্যন্তবিড়ম্বনম্ ॥ ৩ ॥

[এই অধ্যায়ে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন ও শিশুপাল বধ বর্ণনা করা হইতেছে]

অন্বয়— শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] রাজা যুধিষ্ঠিরঃ (মহারাজ যুধিষ্ঠির) এবং (এইরূপে) জরাসন্ধবধং (জরাসন্ধের বধ) বিভোঃ কৃষ্ণস্য তম্ অনুভাবং চ (ও বিভু শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ প্রভাব) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) প্রীতঃ [সন্] (প্রীত হইয়া) তম অব্রবীৎ (শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন) ॥ ১ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ (মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিলেন) [হে ভগবন্!] যে (যাঁহারা) ত্রৈলোক্যগুরবঃ স্যুঃ (ত্রিলোকের গুরু হইয়া থাকেন), [তে সনকাদয়ঃ মুনয়ঃ] (সেই সনকাদি মুনিগণ) সহেশ্বরাঃ সর্বে লোকাঃ [চ] (ও লোকপালগণের সহিত সমস্ত লোক) [তে] দুর্লভম অনুশাসনং (তোমার দুর্ল্লভ আজ্ঞা) লব্ধ্বা (প্রাপ্ত হইয়া) শিরসা এব বহন্তি (শিরোধার্য্য করিয়াই পালন করিয়া থাকেন) ॥ ২ ॥

ভূমন! (হে সর্বব্যাপিন!) অরবিন্দাক্ষ! (হে কমললোচন!) সঃ ভবান (তাদৃশ তুমি) দীনানাম্ ঈশমানিনাম্ [অস্মাকম্] (দীন ও প্রভুত্বাভিমানী আমাদিগের) অনুশাসনং [যৎ] ধত্তে (আজ্ঞা যে পালন করিতেছ), [তৎ তব] (তাহা তোমার) অত্যন্তবিড়ম্বনম্ (একান্তই মনুষ্যচেষ্টার অনুকরণ), [আমাদিগের উৎকর্ষসূচক নহে] ॥ ৩ ॥

অনুবাদ— শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মহারাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে জরাসন্ধের বধ ও বিভু শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ প্রভাব শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে ভগবন! যাঁহারা ত্রিলোকের গুরু হইয়া থাকেন, সেই সনকাদি মুনিগণ ও লোকপালগণের সহিত সমস্ত লোক তোমার দুর্ল্লভ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া শিরোধার্য্য করিয়াই উহা পালন করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥ হে সর্ব্বব্যাপিন্! হে কমললোচন! তাদৃশ তুমি দীন অথচ প্রভুত্বাভিমানী আমাদিগের আজ্ঞা যে পালন করিতেছ, তাহা তোমার একান্তই মনুষ্যচেষ্টার অনুকরণ; আমাদিগের উৎকর্ষসূচক নহে ॥ ৩ ।

শ্রীধর— চতুর্য্যুক্সপ্ততিতমে রাজসূয়ক্রিয়া দ্বিজৈঃ। তত্রাগ্রপূজাপ্রসঙ্গেন চৈদ্যঘাতাদি বর্ণ্যতে ॥ রাজসূয়মুখে হত্বা জরাসন্ধং তদন্তরে। চৈদ্যং তদন্তং কুর্বন্তং বীজং কলিমিবাবপৎ ॥ কৃষ্ণস্য চানুভাবমিতি চকারাৎ তস্য স্বাজ্ঞানুবিধায়িত্বং চালক্ষ্যোত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ন হ্যেকস্যাদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
কর্ম্মভির্বর্দ্ধতে তেজো হ্রসতে চ যথা রবেঃ ॥ ৪ ॥
ন বৈ তেঽজিত! ভক্তানাং মমাহমিতি মাধব!।
ত্বং তবেতি চ নানাধীঃ পশূনামিব বৈকৃতা ॥ ৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যুক্ত্বা যজ্ঞিয়ে কালে বব্রে যুক্তান্ স ঋত্বিজঃ।
কৃষ্ণানুমোদিতঃ পার্থো ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ ॥

অন্বয়—[কিন্তু] রবেঃ যথা (আর সূর্য্যের তেজ যেমন উদয় ও অস্তগমনাদি কার্য্যের দ্বারা বৃদ্ধি কিম্বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ) একস্য অদ্বিতীয়স্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ [তব] (এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম পরমাত্মা তোমার) তেজঃ (তেজ) কর্মভিঃ (শত্রুর বধ ও ভক্তের হিতাচরণাদি কার্য্যের দ্বারা) ন হি বর্দ্ধতে হ্রসতে চ (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা ক্ষীণ হয় না) ॥ ৪ ॥

মাধব। অজিত। (হে মাধব। হে অজিত) তে ভক্তানাম [এব] (তোমার ভক্তগণেরই) পশূনাম্ ইব (পশুদিগের ন্যায়) বৈকৃতা (শরীরবিষয়িণী) অহং মম ইতি ("আমি ও আমার" এইরূপ) ত্বং তব ইতি চ (এবং "তুমি ও তোমার" এইরূপ) নানাধীঃ (ভেদবুদ্ধি) ন বৈ [অস্তি] (নাই)। [তোমার যে তাদৃশ ভেদবুদ্ধি নাই, তাহাতে আর বক্তব্য কি ?] ॥ ৫ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে রাজন্।] সঃ পার্থঃ (মহারাজ যুধিষ্ঠির) ইতি উক্ত্বা (এই বলিয়া) কৃষ্ণানুমোদিতঃ [সন্] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া, যজ্ঞিয়ে কালে যজ্ঞোপযুক্ত কালে) ব্রহ্মবাদিনঃ যুক্তান্ ব্রাহ্মণান্ (বেদবাদী উপযুক্ত ব্রাহ্মণদিগকে ঋত্বিজঃ বব্রে (ঋত্বিগাদিপদে বরণ করিলেন) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—আর সূর্য্যের তেজ যেমন উদয় ও অস্তগমনাদি তদীয় কার্য্যের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কিম্বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম পরমাত্মা তোমার তেজ, শত্রুর বধ ও ভক্তের হিতাচরণাদি ত্বদীয় কার্য্যের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কিংবা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না ॥ ৪ ॥ হে মাধব! হে অজিত! তোমার ভক্তগণেরই জ্ঞানহীন পশুদিগের ন্যায় শরীরবিষয়ে "আমি ও আমার" এবং "তুমি ও তোমার" এইরূপ ভেদবুদ্ধি নাই; তোমার যে তাদৃশ ভেদবুদ্ধি নাই, তাহাতে আর বক্তব্য কি ? ॥ ৫ ॥ শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ। মহারাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞোপযুক্ত কালে বেদবাদী উপযুক্ত ব্রাহ্মণদিগকে ঋত্বিগাদিপদে বরণ করিলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীধর—তদাহ—যে স্যুরিতি। যে ত্রৈলোক্যস্যাপি গুরবঃ সনকাদয়ঃ, সর্বে চ লোকা লোকপালাশ্চ, তে শিরোভিঃ তবানুশাসনং বহন্তি তুল্লঙ্ঘ্যং লব্ধেতি অতিভাগ্যেনৈতল্লব্ধমিতি বহুমানেনেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ স ভবান্ পরমেশ্বরোঽস্মাকমনুশাসনং ধত্তে, তদত্যন্তবিড়ম্বনম্, অননুরূপমনুকরণম স্বতেজোহানিপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ অথবা তব পরিপূর্ণস্যাজ্ঞাধারণাভ্যাং ন তেজসো হানিবৃদ্ধী, অতঃ কৃপয়া সর্বং সঙ্গচ্ছত ইত্যাহ—ন হ্যেকস্যাদ্বিতীয়স্যেতি। সমানাসমানরহিতস্য ব্রহ্মণস্তবোভয়ং মায়া। পরমাত্মন ইতি সর্বজীবনিয়ন্তুস্তব নিয়ম্যত্বং সুতরাং ন বাস্তবম্। অতঃ পরানুগ্রহার্থৈরেতৈঃ কর্মভিস্তব তেজো ন বর্দ্ধতে ন চ হ্রসতে। রবেরিবোদয়াস্তময়াদিব কর্ম্মভিরিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—"ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে নো কনীয়ান্" ইতি ॥ ৪ ॥

দ্বৈপায়নো ভরদ্বাজঃ সুমন্তুর্গৌতমোঽসিতঃ।
বশিষ্ঠশ্চ্যবনঃ কণ্বো মৈত্রেয়ঃ কবষস্ত্রিতঃ ॥ ৭ ॥
বিশ্বামিত্রো বামদেবঃ সুমতির্জৈমিনিঃ ক্রতুঃ।
পৈলঃ পরাশরো গর্গো বৈশম্পায়ন এব চ ॥ ৮ ॥
অথর্ব্বা কশ্যপো ধৌম্যো রামো ভার্গব আসুরিঃ।
বীতিহোত্রো মধুচ্ছন্দা বীরসেনোঽকৃতব্রণঃ ॥ ৯ ॥
উপহূতাস্তথা চান্যে দ্রোণভীষ্মকৃপাদয়ঃ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ সহসুতো বিদুরশ্চ মহামতিঃ ॥ ১০ ॥
ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা যজ্ঞদিদৃক্ষবঃ।
তত্রেয়ুঃ সর্ব্বরাজানো রাজ্ঞাং প্রকৃতয়ো নৃপ! ॥ ১১ ॥

অন্বয়—[সঃ] (মহারাজ যুধিষ্ঠির) অকৃতব্রণঃ (নিষ্পাপ) দ্বৈপায়নঃ ভরদ্বাজঃ সুমন্তুঃ গৌতমঃ অসিতঃ (দ্বৈপায়ন, ভরদ্বাজ, সুমন্তু, গৌতম, অসিত) বশিষ্ঠঃ, চ্যবনঃ, কণ্বঃ, মৈত্রেয়ঃ, কবষঃ, ত্রিতঃ (বশিষ্ঠ, চ্যবন, কণ্ব, মৈত্রেয়, কবষ, ত্রিত), বিশ্বামিত্রঃ, বামদেবঃ, সুমতিঃ, জৈমিনিঃ, ক্রতুঃ (বিশ্বামিত্র, বামদেব, সুমতি, জৈমিনি, ক্রতু) পৈলঃ, পরাশরঃ, গর্গঃ, বৈশম্পায়নঃ এব (পৈল, পরাশর, গর্গ, বৈশম্পায়ন) অথর্বা, কশ্যপঃ, ধৌম্যঃ, রামঃ, ভার্গবঃ, আসুরিঃ (অথর্বা, কশ্যপ, ধৌম্য, রাম, ভার্গব, আসুরি), বীতিহোত্রঃ, মধুচ্ছন্দাঃ, বীরসেনঃ চ (বীতিহোত্র, মধুচ্ছন্দা ও বীরসেন) [ইতি এতান্] (ইঁহাদিগকে) [ঋত্বিগুপদ্রষ্ট্রাদিভেদেন বব্রে] (ঋত্বিগাদিপদে বরণ করিলেন) ॥ ৭-৯ ॥

নৃপ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) তথা চ (সেইরূপ) অন্যে (অপরাপর) দ্রোণভীষ্মকৃপাদয়ঃ (দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি), সহসুতঃ ধৃতরাষ্ট্রঃ (দুর্য্যোধনাদি পুত্রগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্র), মহামতিঃ বিদুরঃ (মহামতি বিদুর) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণগণ), ক্ষত্রিয়াঃ (ক্ষত্রিয়গণ), বৈশ্যাঃ (বৈশ্যগণ) শূদ্রাঃ (শূদ্রগণ) সর্ব্বরাজানঃ (সমস্ত রাজা) রাজ্ঞাং প্রকৃতয়ঃ চ (ও রাজগণের প্রজাবর্গ [রাজ্ঞা] উপহূতাঃ (মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া) যজ্ঞদিদৃক্ষবঃ [সন্তঃ] (রাজসূয় যজ্ঞ দর্শন করিবার ইচ্ছায়) তত্র ঈয়ুঃ (তথায় আগমন করিলেন) ॥ ১০-১১ ॥

অনুবাদ—মহারাজ যুধিষ্ঠির নিষ্পাপ দ্বৈপায়ন, ভরদ্বাজ, সুমন্তু, গৌতম, অসিত, বশিষ্ঠ, চ্যবন, কণ্ব, মৈত্রেয়, কবষ, ত্রিত, বিশ্বামিত্র, বামদেব, সুমতি, জৈমিনি, ক্রতু, পৈল, পরাশর, গর্গ, বৈশম্পায়ন, অথর্ব্বা, কশ্যপ, ধৌম্য, রাম, ভার্গব, আসুরি, বীতিহোত্র, মধুচ্ছন্দা ও বীরসেন—ইঁহাদিগকে ঋত্বিগাদি পদে বরণ করিলেন ॥ ৭—৯ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেইরূপ অপরাপর দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি, দুর্য্যোধনাদি পুত্রগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্র, মহামতি বিদুর, ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্যগণ, শূদ্রগণ, সমস্ত রাজা এবং রাজগণের প্রজাবর্গ, ইঁহারা সকলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞ দর্শন করিবার ইচ্ছায় তথায় আগমন করিলেন ॥ ১০-১১ ॥

শ্রীধর—নম্বেবমপ্যহং পরমেশ্বরঃ মমেদং নীচং কর্ম্ম অযোগ্যমিতি মনসি কথং ন ভবেদত আহ—ন বৈ ত ইতি। হে অজিত! তব ভক্তানামেব তাবদিয়ং নানাধীর্ভেদমতির্নাস্তি। যথা পশূনামজ্ঞানাং বৈকৃতা শরীরবিষয়া। তবত্তে নাস্তীতি কিং পুনর্বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ততস্তে দেবযজনং ব্রাহ্মণাঃ স্বর্ণলাঙ্গলৈঃ।
কৃষ্ট্বা তত্র যথাম্নায়ং দীক্ষয়াঞ্চক্রিরে নৃপম্॥ ১২ ॥
হৈমাঃ কিলোপকরণা বরুণস্য যথা পুরা।
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা বিরিঞ্চিভবসংযুতাঃ॥ ১৩ ॥
সগণাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বা বিদ্যাধরমহোরগাঃ।
মুনয়ো যক্ষরক্ষাংসি খগকিন্নরচারণাঃ॥ ১৪ ॥
রাজানশ্চ সমাহূতা রাজপত্ন্যশ্চ সর্ব্বশঃ।
রাজসূয়ং সমীয়ুঃ স্ম রাজ্ঞঃ পাণ্ডুসুতস্য বৈ।
মেনিরে কৃষ্ণভক্তস্য সূপপন্নমবিস্মিতাঃ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—ততঃ তে ব্রাহ্মণাঃ (তৎপরে পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণগণ) যথাম্নায়ং (বেদবিধি অনুসারে) স্বর্ণলাঙ্গলৈঃ (সুবর্ণময় লাঙ্গলের দ্বারা) দেবযজনং কৃষ্ট্বা (যজ্ঞস্থল কর্ষণ করতঃ সংশোধিত করিয়া) তত্র (তথায়) নৃপং দীক্ষয়াঞ্চক্রিরে (মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন) ॥ ১২ ॥

পুরা (পূর্বকালে) বরুণস্য [রাজসূয়ে] (বরুণদেবের রাজসূয় যজ্ঞে) যথা [আসন] কিল (যেরূপ সুবর্ণময় যজ্ঞোপকরণ ছিল), [যুধিষ্ঠিরস্য রাজসূয়ে] (যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে) [তথা] সেইরূপ হৈমাঃ উপকরণাঃ [নির্ম্মিতাঃ বভূবুঃ] (সুবর্ণময় যজ্ঞোপকরণ নির্ম্মিত হইল)। [হে রাজন্] বিরিঞ্চিভবসংযুতাঃ সগণাঃ (ব্রহ্মা, মহাদেব এবং গরুড, বিষ্বক্সেন প্রভৃতি ভগবৎপার্ষদগণের সহিত) ইন্দ্রাদয়ঃ লোকপালাঃ (ইন্দ্রাদি লোকপগণ), সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ (সিদ্ধগণ, গন্ধর্বগণ), বিদ্যাধরমহোরগাঃ (বিদ্যাধরগণ, মহোরগগণ), মুনয়ঃ (মুনিগণ), যক্ষরক্ষাংসি (যক্ষগণ, রাক্ষসগণ), খগকিন্নর চারণাঃ (পক্ষিগণ, কিন্নরগণ, চারণগণ) সমাহূতাঃ সর্বশঃ রাজানঃ চ (এবং নিমন্ত্রিত সমস্ত রাজা) রাজপত্ন্যঃ চ (ও রাজপত্নীগণ) [তত্র] সমীয়ুঃ স্ম (তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন) [তে সর্বে] বৈ (তাঁহারা সকলেই) অবিস্মিতাঃ [সন্তঃ] (বিস্ময়ান্বিত না হইয়া) কৃষ্ণভক্তস্য পাণ্ডুসুতস্য রাজ্ঞঃ [যুধিষ্ঠিরস্য] (শ্রীকৃষ্ণভক্ত পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের) রাজসূয়ং সূপপন্নং মেনিরে (রাজসূয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন বলিয়া মনে করিলেন) ॥ ১৩—১৫ ॥

অনুবাদ—তৎপরে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণগণ বেদবিধি অনুসারে সুবর্ণময় লাঙ্গলের দ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করতঃ সংশোধিত করিয়া তথায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞে দীক্ষিত করিলেন ॥ ১২ । পূর্ব্বকালে বরুণদেবের রাজসূয় যজ্ঞের যেরূপ সুবর্ণময় যজ্ঞোপকরণ ছিল, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সেইরূপ সুবর্ণময় যজ্ঞোপকরণ নির্ম্মিত হইল। হে রাজন্! ব্রহ্মা, মহাদেব এবং গরুড়, বিষ্বক্সেন প্রভৃতি ভগবৎপার্ষদগণের সহিত ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, বিদ্যাধরগণ, মহোরগগণ, মুনিগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, পক্ষিগণ, কিন্নরগণ, চারণগণ এবং নিমন্ত্রিত সমস্ত রাজা ও রাজপত্নীগণ সেই যজ্ঞস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বিস্ময়ান্বিত না হইয়া শ্রীকৃষ্ণভক্ত পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন বলিয়া মনে করিলেন ॥ ১৩—১৫ ॥

শ্রীধর—যজ্ঞিয়ে যজ্ঞোচিতে বসন্তাদিকালে যুক্তানভিযুক্তান্ স যুধিষ্ঠিরঃ ঋত্বিজো হোতৃপ্রমুখান্ বব্রে ॥ ৬ ॥ [illegible]পায়ন ইতি ত্রিভিঃ ॥ ৭-৮ ॥ অকৃতব্রণাংস্তান্ এতান্ ঋত্বিগুপদ্রষ্ট্রাদিভেদেন বব্রে ॥

অযাজয়ন্ মহারাজং যাজকা দেববর্চ্চসঃ।
রাজসূয়েন বিধিবৎ প্রচেতসমিবামরাঃ ॥ ১৬ ॥
সুত্যেঽহন্যবনীপালো যাজকান্ সদসস্পতীন্।
অপূজয়ন্ মহাভাগান্ যথাবৎ সুসমাহিতঃ ॥ ১৭ ॥
সদস্যাগ্র্যার্হণার্হং বৈ বিমৃশন্তঃ সভাসদঃ।
নাধ্যগচ্ছন্ননৈকান্ত্যাৎ সহদেবস্তদাব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥
অর্হতি হ্যচ্যুতঃ শ্রৈষ্ঠ্যং ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
এষ বৈ দেবতাঃ সর্ব্বা দেশকালধনাদয়ঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—অমরাঃ প্রচেতসম ইব (দেবগণ যেমন বরুণদেবকে দিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করাইয়াছিলেন, সেইরূপ) দেববর্চ্চসঃ যাজকাঃ (দেবতার ন্যায় তেজস্বী দ্বৈপায়নাদি যাজকগণ) মহারাজং (মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দিয়া) বিধিবৎ (বিধি অনুসারে) রাজসূয়েন অযাজয়ন্ (রাজসূয় যজ্ঞ করাইলেন) ॥ ১৬ ॥ [ততঃ] সুত্যে অহনি (তৎপরে সোমাভিষবের দিনে) অবনীপালঃ (মহীপতি যুধিষ্ঠির) সুসমাহিতঃ (সুসমাহিত হইয়া) মহাভাগান যাজকান্ (মহাভাগ যাজকগণকে) সদসস্পতীন্ [চ] (ও সভ্যশ্রেষ্ঠগণকে) যথাবৎ অপূজয়ৎ (যথাবিধি পূজা করিলেন) ॥ ১৭ ॥

[অনন্তর তথায় কোন্ ব্যক্তি অর্ঘ্য পাইবার যোগ্য, সেই বিষয়ের কথা উঠিল।] সদসি (সভামধ্যে) সভাসদঃ (সভ্যগণ) অগ্র্যার্হণার্হং বিমৃশন্তঃ [অপি] (কে অগ্রে অর্ঘ্য পাইবার যোগ্য, তাহা বিবেচনা করিয়াও) অনৈকান্ত্যাৎ ন বৈ অধ্যগচ্ছন্ (যোগ্য ব্যক্তির বহুত্বহেতু কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না)। তদা (তখন) সহদেবঃ অব্রবীৎ (মাদ্রীপুত্র সহদেব বলিলেন) ॥ ১৮ ॥

সাত্বতাং পতিঃ (যাদবগণের অধিপতি) ভগবান্ অচ্যুতঃ হি (ভগবান্ অচ্যুতই) শ্রৈষ্ঠ্যম্ অর্হতি (অগ্র্য পূজা পাইবার যোগ্য), এষঃ বৈ (এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই) সর্ব্বাঃ দেবতাঃ (সমস্ত দেবতা) দেশকালধনাদয়ঃ [চ] (এবং দেশ, কাল, ধন ও ঋত্বিক্ প্রভৃতি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দেবগণ যেমন বরুণদেবকে দিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করাইয়াছিলেন সেইরূপ দেবতার ন্যায় তেজস্বী দ্বৈপায়নাদি যাজকগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দিয়া বিধি অনুসারে রাজসূয় যজ্ঞ করাইলেন ॥ ১৬ ॥ তৎপরে সোমাভিষবের দিনে মহীপতি যুধিষ্ঠির সুসমাহিত হইয়া মহাভাগ যাজকগণকে ও সভ্যশ্রেষ্ঠগণকে যথাবিধি পূজা করিলেন ॥ ১৭ ॥ অনন্তর তথায় কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য পাইবার যোগ্য, সেই বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইল। সভামধ্যে সভ্যগণ কে অগ্রে অর্ঘ্য পাইবার যোগ্য, তাহা আলোচনা করিয়াও যোগ্য ব্যক্তির বহুত্বহেতু কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। তখন মাদ্রীপুত্র সহদেব বলিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ যাদবগণের অধিপতি ভগবান্ অচ্যুতই অগ্র্যপূজা পাইবার যোগ্য। এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত দেবতা এবং দেশ, কাল, ধন, ঋত্বিক্ প্রভৃতি ॥ ১৯ ॥

শ্রীধর—অন্যে চোপহূতা যজ্ঞদিদৃক্ষবস্তত্রেয়ুরিত্যন্বয়ঃ ॥ ১০-১১ । দেবযজনং যজ্ঞভূমিম্ কৃষ্ট্বা কর্ষণাদিভিঃ সংশোধ্য দীক্ষয়াঞ্চক্রে দীক্ষাসংস্কারযুক্তমকুর্বন্ ॥ ১২ ॥ উপকরণা উপস্করা বরুণস্য রাজসূয়ে যথা আসন্নিতি শেষঃ। কিঞ্চ ইন্দ্রাদয়ো দেবগণাঃ ॥ ১৩-১৪ ॥

যদাত্মকমিদং বিশ্বং ক্রতবশ্চ যদাত্মকাঃ।
অগ্নিরাহুতয়ো মন্ত্রাঃ সাঙ্খ্যং যোগশ্চ যৎপরঃ ॥ ২০ ॥
এক এবাদ্বিতীয়োঽসাবৈতদাত্ম্যমিদং জগৎ।
আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ সভ্যাঃ। সৃজত্যবতি হন্ত্যজঃ॥ ২১ ॥
বিবিধানীহ কর্ম্মাণি জনয়ন্ যদবেক্ষয়া।
ঈহতে যদয়ং সর্ব্বঃ শ্রেয়ো ধর্ম্মাদিলক্ষণম্ ॥ ২২ ॥
তস্মাৎ কৃষ্ণায় মহতে দীয়তাং পরমার্হণম্।
এবঞ্চেৎ সর্ব্বভূতানামাত্মনশ্চার্হণং ভবেৎ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—ইদং বিশ্বং যদাত্মকং (এই বিশ্ব যদাত্মক), ক্রতবঃ চ যদাত্মকাঃ (যজ্ঞসমূহ যদাত্মক) অগ্নিঃ (এবং অগ্নি), আহুতয়ঃ (আহুতি), মন্ত্রাঃ (মন্ত্র), সাঙ্খ্যং (চেতনাচেতনবিবেকরূপ সাঙ্খ্যজ্ঞান) যোগঃ চ (ও পরমাত্মধ্যানযোগ) যৎপরঃ (যৎপর), [সঃ অচ্যুতঃ হি শ্রৈষ্ঠ্যম্ অর্হতি] (সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অগ্রপূজা পাইবার যোগ্য) ॥ ২০ ॥

সভ্যাঃ! (হে সভ্যগণ!) অসৌ (ঐ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) একঃ (এক), অদ্বিতীয়ঃ (সমানাধিকশূন্য), অজঃ (জন্মরহিত) আত্মাশ্রয়ঃ (এবং নিজেই নিজের আশ্রয়), [এষঃ] আত্মনা এব (নিজেই) [ইদং] সৃজতি অবতি হন্তি (এই জগৎ সৃজন, পালন ও সংহার করিতেছেন), [অতএব] ইদং জগৎ (অতএব এই জগৎ) ঐতদাত্ম্যম্ (তদাত্মক) ॥ ২১ ॥

ইহ (এই জগতে) অয়ং সর্বঃ [অপি জনঃ (এই সমস্ত লোক) যদবেক্ষয়া (যাঁহার নিরীক্ষণে) বিবিধানি কর্মাণি জনয়ন্ (বিবিধ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া) যৎ (এবং যে কর্মফলদাতার অনুগ্রহে) ধর্মাদিলক্ষণং শ্রেয়ঃ ঈহতে (ধর্মাদিরূপ মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে), [সঃ অচ্যুতঃ হি শ্রৈষ্ঠ্যম্ অর্হতি] (সেই অচ্যুতই অগ্রপূজা পাইবার যোগ্য) ॥ ২২ ॥

তস্মাৎ (অতএব) মহতে কৃষ্ণায় (সর্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে) পরমার্হণং দীয়তাম্ (অগ্রপূজা প্রদান করুন)। এবং চেৎ (এইরূপ করা হইলে) সর্বভূতানাম্ আত্মনঃ চ (সর্বভূতের ও নিজের) অর্হণং ভবেৎ (পূজা করা হইবে) ॥ ২৩ ।

অনুবাদ—এই বিশ্ব ও যজ্ঞসমূহ যদাত্মক অর্থাৎ এই বিশ্ব ও যজ্ঞসমূহের যিনি আত্মা এবং অগ্নি, আহুতি, মন্ত্র, চেতনাচেতনবিবেকরূপ সাংখ্যজ্ঞান ও পরমাত্মধ্যানযোগ এই সকল যৎপর অর্থাৎ এই সকলের চরম প্রয়োজন যিনি, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই অগ্রপূজা পাইবার যোগ্য ॥ ২০ ॥ হে সভ্যগণ! ঐ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এক, সমানাধিকশূন্য, জন্মরহিত ও নিজের আশ্রয়; ইনি নিজেই এই জগতের সৃজন, পালন, ও সংহার করিতেছেন; অতএব এই জগৎ তদাত্মক ॥ ২১ ॥ এই জগতে এই সমস্ত লোক যাঁহার নিরীক্ষণে বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং যে কর্ম্মফলদাতার অনুগ্রহে ধর্ম্মাদিরূপ মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে, সেই অচ্যুতই অগ্রপূজা পাইবার যোগ্য ॥২২॥ অতএব আপনারা সর্ব্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রপূজা প্রদান করুন। এইরূপ করা হইলে সর্ব্বভূতের ও নিজের পূজা করা হইবে ॥ ২৩ ॥

শ্রীধর—যে চ রাজাদয়ঃ সমাহূতাস্তত্র সমীয়ুঃ স্ম, তে সর্বে কৃষ্ণভক্তস্য পাণ্ডুসুতস্য রাজ্ঞো যুধিষ্ঠিরস্য রাজসূয়ম-বিস্মিতাঃ সন্তঃ সুপপন্নং সুসম্পন্নং মেনিরে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বভূতাত্মভূতায় কৃষ্ণায়ানন্যদর্শিনে।
দেয়ং শান্তায় পূর্ণায় দত্তস্যানন্ত্যমিচ্ছতা ॥ ২৪ ॥

ইত্যুক্ত্বা সহদেবোঽভূৎ তূষ্ণীং কৃষ্ণানুভাববিৎ।
তচ্ছ্রুত্বা তুষ্টুবুঃ সর্ব্বে সাধু সাধ্বিতি সত্তমাঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রুত্বা দ্বিজেরিতং রাজা জ্ঞাত্বা হার্দ্দং সভাসদাম্।
সমর্হয়দ্ধৃষীকেশং প্রীতঃ প্রণয়বিহ্বলঃ ॥ ২৬ ॥

তৎপাদাববনিজ্যাপঃ শিরসা লোকপাবনীঃ।
সভার্য্যঃ সানুজামাত্যঃ সকুটুম্বোঽবহন্ মুদা ॥ ২৭ ॥

অন্বয়—দত্তস্য আনন্ত্যম্ ইচ্ছতা [জনেন] (যিনি দানের অনন্ততা ইচ্ছা করেন, তাঁহার) সর্বভূতাত্মভূতায় (সর্বভূতের আত্মস্বরূপ), অনন্যদর্শিনে (অভেদদর্শী), শান্তায় পূর্ণায় কৃষ্ণায় (শান্ত ও পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) দেয়ম্ (দান করা কর্ত্তব্য) ॥ ২৪ ॥

[হে রাজন্!] কৃষ্ণানুভাববিৎ সহদেবঃ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব যিনি অবগত ছিলেন, সেই মাদ্রীনন্দন সহদেব) ইতি উক্ত্বা (এইরূপ বলিয়া) তূষ্ণীম্ অভূৎ (নীরব হইলেন)। তৎ শ্রুত্বা (তাহা শ্রবণ করিয়া) সর্ব্বে সত্তমাঃ (সাধুশ্রেষ্ঠগণ) সাধু সাধু ইতি তুষ্টুবুঃ ("উত্তম উত্তম" বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন) ॥ ২৫ ॥

[তদা] রাজা (তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির) দ্বিজেরিতং শ্রুত্বা (দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের সাধুবাদ শ্রবণ করিয়া) সভাসদাং হার্দ্দং জ্ঞাত্বা [চ] (এবং সভ্যগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া) প্রীতঃ প্রণয়বিহ্বলঃ [চ সন] (প্রীত ও প্রণয়ে বিহ্বল হইয়া) হৃষীকেশং সমর্হয়ৎ (ভগবান্ হৃষীকেশকে পূজা করিলেন) ॥ ২৬ ॥

[সঃ] (মহারাজ যুধিষ্ঠির) তৎপাদৌ অবনিজ্য (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া) মুদা (সানন্দে) সভার্য্যঃ সানুজামাত্যঃ সকুটুম্বঃ [চ সন্] (পত্নী, ভ্রাতা, অমাত্য ও কুটুম্বগণের সহিত) লোকপাবনীঃ অপঃ (সেই লোকপাবন পাদোদক) শিরসা অবহৎ (মস্তকে ধারণ করিলেন) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—যিনি দানের অনন্ততা ইচ্ছা করেন, তাঁহার সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ, অভেদদর্শী, শান্ত ও পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই দান করা কর্ত্তব্য ॥ ১৪ ॥ হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব যিনি অবগত ছিলেন সেই মাদ্রীনন্দন সহদেব এইরূপ বলিয়া নীরব হইলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া সাধুশ্রেষ্ঠগণ "উত্তম উত্তম" বলিয়া তদীয় বাক্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের সাধুবাদ শ্রবণ করিয়া এবং সভ্যগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া প্রীত ও প্রণয়বিহ্বল হইয়া ভগবান্ হৃষীকেশের পূজা করিলেন ॥ ২৬ ॥ মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া সানন্দে পত্নী, ভ্রাতা, অমাত্য ও কুটুম্বাদিসহ সেই লোকপাবন পাদোদক মস্তকে ধারণ করিলেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীধর—যাজকা ঋত্বিজঃ ॥ ১৬ ॥ সুত্যোঽহনি সোমাভিষবদিনে ॥ ১৭ ॥ অগ্র্যার্হণমগ্রপূজা তস্যার্হং যোগ্যম্ অনৈকান্ত্যাদ্ যোগ্যানাং বহুত্বেনৈকস্যানিশ্চয়াৎ ॥ ১৮-১৯ ॥ সাংখ্যং জ্ঞানম্ যোগঃ উপাসনা ॥ ২০ ॥

বাসোভিঃ পীতকৌষেয়ৈর্ভূষণৈশ্চ মহাধনৈঃ।
অর্হয়িত্বাশ্রুপূর্ণাক্ষো নাশকৎ সমবেক্ষিতুম্ ॥ ২৮ ॥
ইত্থং সভাজিতং বীক্ষ্য সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়ো জনাঃ।
নমো জয়েতি নেমুস্তং নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥ ২৯ ॥
ইত্থং নিশম্য দমঘোষসুতঃ স্বপীঠা-দুত্থায় কৃষ্ণগুণবর্ণনজাতমন্যুঃ।
উৎক্ষিপ্য বাহুমিদমাহ সদস্যমর্ষী সংশ্রাবয়ন্ ভগবতে পরুষাণ্যভীতঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—[অথ সঃ] (অনন্তর তিনি) পীতকৌষেয়ৈঃ বাসোভিঃ (পীতবর্ণ কৌষেয়বস্ত্র) মহাধনৈঃ ভূষণৈঃ চ (ও মহামূল্য ভূষণসমূহের দ্বারা) অর্হয়িত্বা (পূজা করিয়া) অশ্রুপূর্ণাক্ষঃ [সন্] (নয়নদ্বয় আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হওয়ায়) [তং] সমবেক্ষিতুং (ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্ দর্শন করিতে ন অশকৎ সমর্থ হইলেন না ॥ ২৮ ॥

সর্ব্বে জনাঃ (সমস্ত লোক) তং (ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে) ইত্থং সভাজিতং বীক্ষ্য (এই প্রকারে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকর্তৃক পূজিত হইতে দেখিয়া) প্রাঞ্জলয়ঃ [সন্] (কৃতাঞ্জলি হইয়া) নমঃ জয় ইতি [বদন্তঃ] ("নমস্কার, জয় হউক" এইরূপ বলিতে বলিতে) [তং] নেমুঃ (তাহাকে প্রণাম করিল)। [তদা তত্র] (তখন তথায়) পুষ্পবৃষ্টয়ঃ নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল) ॥ ২৯ ।

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।] অমর্ষী অভীতঃ (অসহিষ্ণু ও মহাসাহসিক) দমঘোষসুতঃ (দমঘোষনন্দন শিশুপাল) ইত্থং নিশম্য (এই প্রকার নমঃশব্দ ও জয়শব্দশ্রবণ করিয়া) কৃষ্ণগুণবর্ণনজাতমন্যুঃ [সন্ (শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণন হেতু ক্রুদ্ধ হইয়া) স্বপীঠাৎ উত্থায় (স্বীয় আসন হইতে উত্থিত হইয়া) সদসি (সভামধ্যে) বাহুম উৎক্ষিপ্য (বাহু উত্তোলন করিয়া) ভগবতে (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) পরুষাণি [বাক্যানি] সংশ্রাবয়ন (কঠোর বাক্যসকল শ্রবণ করাইবার নিমিত্ত) ইদম্ আহ (এইরূপ বলিল) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি পীতবর্ণ কৌষেয়-বস্ত্র ও মহামূল্য ভূষণ সমূহের দ্বারা ভগবান্‌কে পূজা করিয়া স্বীয় নয়নদ্বয় আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হওয়ায় সেই পূজিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্ দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ২৮ ॥ সমস্ত লোক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এইপ্রকারে মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক পূজিত হইতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া "নমস্কার, জয় হউক" এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহাকে প্রণাম করিল। তখন তথায় পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল ॥ ২৯ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণনে দমঘোষনন্দন শিশুপালের ক্রোধ সঞ্জাত হইল। তখন সেই অসহিষ্ণু ও নির্ভীক শিশুপাল স্বীয় আসন হইতে উত্থিত হইল এবং সভামধ্যে বাহু উত্তোলন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কঠোর বাক্যসকল শ্রবণ করাইবার নিমিত্ত এইরূপ বলিল ॥ ৩০ ॥

শ্রীধর—নমু সাংখ্যং কেবলপরং, যোগঃ সবিশেষপরঃ, কথমুভয়োরেকপরত্বম্? তত্রাহ— এক এবাদ্বিতীয়োঽসৌ। অতঃ সাংখ্যস্যৈতৎপরত্বং যুক্তম্। বিশেষণভূতস্য চ সর্বপ্রপঞ্চস্য তন্ময়ত্বাৎ সবিশেষণবিষয়স্য যোগস্যাপি যুক্তমদ্বিতীয়পরত্বমিত্যাহ—ঐতদাত্ম্যমিতি। এষঃ শ্রীকৃষ্ণ আত্মা যস্য তদেতদাত্ম তস্য ভাবঃ ঐতদাত্ম্যম্। ভবিতর্থ্যের ভাবনির্দ্দেশঃ, 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব'মিতি শ্রুতেঃ। অত্র হেতুঃ—আত্মনেতি। হে সভ্যাঃ। আত্মাশ্রয়ঃ অন্যনিরপেক্ষঃ স্বয়মজঃ ইদং জগৎ সৃজতি অবতি হন্তি চেতি ॥ ২০ ॥ কিঞ্চ বিবিধানীতি। যস্যাবেক্ষয়া অনুগ্রহেণ বিবিধানি কর্ম্মাণি তপোযোগাদীনি জনয়ন কুর্ব্বন্ যদ্ যস্মাদয়ং সর্ব্বোঽপি জনো ধর্ম্মাদিলক্ষণং শ্রেয় ঈহতে সাধয়তি। কর্ম্মাণি তৎফলানি চ যদধীনানীত্যর্থঃ ॥ ২২-২৩ ॥

ঈশো দুরত্যয়ঃ কাল ইতি সত্যবতী শ্রুতিঃ।
বৃদ্ধানামপি যদ্বুদ্ধির্বালবাক্যৈর্বিভিদ্যতে ॥ ৩১ ॥
যূয়ং পাত্রবিদাং শ্রেষ্ঠা মা মন্দ্ধ্বং বালভাষিতম্।
সদসস্পতয়ঃ সর্ব্বে কৃষ্ণো যৎ সম্মতোঽর্হণে ॥ ৩২ ॥
তপোবিদ্যাব্রতধরান্ জ্ঞানবিধ্বস্তকল্মষান্।
পরমর্ষীন্ ব্রহ্মনিষ্ঠান্ লোকপালৈশ্চ পূজিতান্ ॥ ৩৩ ॥
সদস্পতীনতিক্রম্য গোপালঃ কুলপাংসনঃ।
যথা কাকঃ পুরোডাশং সপর্য্যাং কথমর্হতি ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়—"ঈশঃ কালঃ (বলবান্ কাল) দুরত্যয়ঃ (দুরতিক্রমণীয়)" ইতি শ্রুতিঃ (এই জনশ্রুতি) সত্যবতী (যথার্থ সত্য), যৎ (যেহেতু) বালবাক্যৈঃ (বালকের বাক্যে) বৃদ্ধানাম্ অপি (বৃদ্ধগণেরও) বুদ্ধিঃ বিভিদ্যতে (বুদ্ধিবিপর্য্যয় হইয়াছে) ॥ ৩১ ॥

সদসস্পতয়ঃ! (হে সভ্যশ্রেষ্ঠগণ!) যূয়ং সর্ব্বে (আপনারা সকলে) পাত্রবিদাং শ্রেষ্ঠা (পূজনীয় পাত্র নিরূপণে অভিজ্ঞ), [অতঃ যূয়ং] (অতএব আপনারা) "কৃষ্ণঃ অর্হণে সম্মতঃ (কৃষ্ণ অগ্রপূজা পাইবার যোগ্য)" [ইতি] যৎ বালভাষিতং (এই যে বালকের বাক্য), [তৎ] মা মন্দ্ধ্বম্ (তাহা গ্রহণ করিবেন না) ॥ ৩২ ॥

তপোবিদ্যাব্রতধরান্ (তপস্যা, বিদ্যা ও ব্রত যাঁহারা ধারণ করিতেছেন), জ্ঞানবিধ্বস্তকল্মষান্ (জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদের পাপ দূরীভূত হইয়াছে), ব্রহ্মনিষ্ঠান্ (যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ), লোকপালৈঃ পূজিতান্ (এবং লোকপালগণ যাঁহাদিগের পূজা করিয়া থাকেন, সেই) পরমর্ষীন্ সদস্পতীন্ চ (মহর্ষিগণকে ও সভ্যশ্রেষ্ঠগণকে) অতিক্রম্য (অতিক্রম করিয়া) কুলপাংসনঃ গোপালঃ (কুলকলঙ্ক এই গো-পালক কৃষ্ণ) কাকঃ পুরোডাশং যথা (কাকের যজ্ঞীয় পুরোভাগ পাইবার ন্যায়) কথং (কি প্রকারে) সপর্য্যাম্ অর্হতি? (অগ্রপূজা পাইতে পারে?) ॥ ৩৩-৩৪ ॥

অনুবাদ—"বলবান্ কাল দুরতিক্রমণীয়" এই জনশ্রুতি যথার্থই সত্য; যেহেতু বালক সহদেবের বাক্যে বৃদ্ধগণেরও বুদ্ধিবিপর্য্যয় হইয়াছে ॥ ৩১ ॥ হে সভ্যশ্রেষ্ঠগণ! আপনারা সকলে পূজনীয় পাত্র নিরূপণে অভিজ্ঞ; সুতরাং "কৃষ্ণ অগ্র পূজা পাইবার যোগ্য" এই যে বালকের বাক্য তাহা আপনারা গ্রহণ করিবেন না ॥ ৩২ ॥ তপস্যা, বিদ্যা ও ব্রত যাঁহারা ধারণ করিতেছেন, জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদের পাপ দূরীভূত হইয়াছে, যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং লোকপালগণ যাঁহাদিগের পূজা করিয়া থাকেন, সেই মহর্ষিগণকে ও সভ্যশ্রেষ্ঠগণকে অতিক্রম করিয়া কুলকলঙ্ক এই গো-পালক কৃষ্ণ, "কাকের যজ্ঞীয় পুরোভাগ পাইবার ন্যায়" কি প্রকারে অগ্রপূজা পাইতে পারে? ॥ ৩৩-৩৪ ॥

শ্রীধর—নম্বাত্মনা ক্রিয়মাণমর্হণমাত্মনঃ, কথং স্যাৎ তত্রাহ—সর্ব্বভূতানামাত্মভূতায়। অনন্তদর্শিনে নিরস্তভেদমতয়ে ॥ ২৪ ॥ শ্রীকৃষ্ণানুভাববিৎ সহদেব ইত্যুক্ত্বা তূষ্ণীমভূৎ ॥ ২৫ ॥ দ্বিজৈরিতং সাধু সাধ্বিতি ঘোষং শ্রুত্বা হার্দ্দমভিপ্রায়ম্ ॥ ২৬—৩১ ॥ হে সদসস্পতয়ঃ! সর্ব্বে বালস্য ভাষিতং মা মন্দ্ধ্বং মা মন্যধ্বং মা জানীত মা গৃহ্নীত। কিং তৎ? যদ্ যতঃ কৃষ্ণোঽর্হণে অগ্রপূজায়াং সম্মতস্তৎ ॥ ৩২-৩৩ ॥

বর্ণাশ্রমকুলাপেতঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ।
স্বৈরবর্ত্তী গুণৈর্হীনঃ সপর্য্যাং কথমর্হতি ॥ ৩৫ ॥
যযাতিনৈষাং হি কুলং শপ্তং সদ্ভির্ব্বহিষ্কৃতম্।
বৃথাপানরতং শশ্বৎ সপর্য্যাং কথমর্হতি ॥ ৩৬ ॥
ব্রহ্মর্ষিসেবিতান দেশান্ হিত্বৈতেঽব্রহ্মবর্চ্চসম্।
সমুদ্রং দুর্গমাশ্রিত্য বাধন্তে দস্যবঃ প্রজাঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়—বর্ণাশ্রমকুলাপেতঃ (বর্ণ, আশ্রম ও কুলভ্রষ্ট), সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ (সমস্ত ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত , স্বৈরবর্ত্তী (স্বেচ্ছাচারী) গুণৈঃ হীনঃ [অয়ং কৃষ্ণঃ] (ও গুণহীন এই কৃষ্ণ) কথং (কি প্রকারে) সপর্য্যাম অর্হতি ? (অগ্রপূজা পাইতে পারে ?) ॥ ৩৫ ॥

এষাং হি কুলং (ইহাদিগেরই কুল) যযাতিনা শপ্তং (যযাতিকর্ত্তৃক অভিশপ্ত , সদ্ভিঃ বহিষ্কৃতং (সজ্জনগণ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত) শশ্বৎ বৃথা পানরতং চ। (ও নিরন্তর বৃথা মদ্যাদি পানে নিরত) [অতঃ অয়ং। (অতএব এই কৃষ্ণ) কথং (কি প্রকারে) সপর্য্যাম্ অর্হতি ? (অগ্রপূজা পাইতে পারে ?) ॥ ৩৬ ॥

এতে (ইহারা) ব্রহ্মর্ষিসেবিতান্ দেশান (ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত দেশসমূহ) হিত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) অব্রহ্মবর্চ্চসং (ব্রহ্মতেজোরহিত) সমুদ্রং দুর্গম্ আশ্রিত্য (সমুদ্রদুর্গ আশ্রয় করিয়া) দস্যবঃ [সন্তঃ] (দস্যু হইয়া) প্রজাঃ বাধন্তে (প্রজাগণকে পীড়ন করিতেছে) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—এই কৃষ্ণ, বর্ণ আশ্রম ও কুল হইতে ভ্রষ্ট, সমস্ত ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত, স্বেচ্ছাচারী ও গুণহীন , সুতরাং এই ব্যক্তি কি প্রকারে অগ্রপূজা হইতে পারে ? ॥ ৩৫ ॥ ইহাদিগেরই কুল যযাতিকর্ত্তৃক অভিশপ্ত, সজ্জনগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও নিরন্তর বৃথা মদ্যাদি পানে আসক্ত , সুতরাং এই কৃষ্ণ কি প্রকারে অগ্রপূজা পাইতে পারে ? ॥ ৩৬ ॥ ইহারা ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত দেশসমূহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মতেজোরহিত সমুদ্রদুর্গ আশ্রয় করিয়াছে এবং দস্যু হইয়া প্রজাগণকে পীড়ন করিতেছে , অতএব এই কৃষ্ণ কি প্রকারে অগ্রপূজা পাইতে পারে ? ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধর—অশৈব বাস্তবোঽর্থঃ পূর্ব্ববদুন্নেয়ঃ। গোপাল ইতি বেদপৃথিব্যাদিপালক ইত্যর্থঃ। কুৎসিতং বেদ বিপরীতং লপন্তীতি কুলপাঃ পাষণ্ডাস্তান্ অংসয়তি সমাঘাতয়তীতি তথা সঃ। অকাকঃ কঞ্চ অকঞ্চ কাকে সুখদুঃখে তে ন বিদ্যেতে যস্য সোঽকাকঃ আপ্তকাম ইত্যর্থঃ , স যথা আপ্তকামো দেবযোগ্যং কেবলং পুরোডাশমাত্রং নার্হতি অপি তু সর্ব্বস্বমপি, তথা অয়ং শ্রীকৃষ্ণোঽপি ব্রহ্মর্ষিযোগ্যং সপর্য্যামাত্রং কথমর্হতি ? কিন্তু আত্মসমর্পণমপ্যর্হতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ বর্ণাশ্রমকুলেভ্যোঽপেতো ব্রহ্মত্বাৎ। "অনামগোত্র" মিতি শ্রুতেঃ। অতএবানধিকারিত্বাৎ সর্বৈর্দ্ধর্ম্মৈর্বহিষ্কৃতঃ। স্বৈরবর্ত্তী পরমেশ্বরত্বাৎ। অতএব নিগুণস্তম-আদিরহিতঃ। এবম্ভূতো জীবানাং যোগ্যাং তুচ্ছং সপর্য্যামাত্রং কথমর্হতীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ অপি চ কথং বর্ণনীয়ো মাদৃশৈরেষাং যদূনাং মহিমা, যস্মাদেষাং কুলং যযাতিনা শপ্তমপি কিং সদ্ভির্বহিষ্কৃতম্ ? অপি তু শিরসা ধৃতম্। কিঞ্চ অস্মদাদিকুলবৎ কিং বৃথাপানরতম্ ? অপি তু অতিনিয়তাচারমিত্যর্থঃ। অহো যদূনামেব তাবদীদৃশং মাহাত্ম্যং যদুকুলবৃদ্ধস্য যযাতেঃ শাপো ন প্রাভূদিত্যাদি। অয়ন্তু সাক্ষাদীশ্বরঃ অতঃ সপর্য্যামাত্রং কথমর্হতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

এবমাদীন্যভদ্রাণি বভাষে নষ্টমঙ্গলঃ।
নোবাচ কিঞ্চিদ্ভগবান্ যথা সিংহঃ শিবারুতম্॥ ৩৮॥
ভগবন্নিন্দনং শ্রুত্বা দুঃসহং তৎ সভাসদঃ।
কর্ণৌ পিধায় নির্জ্জগ্মুঃ শপন্তশ্চেদিপং রুষা। ৩৯॥
নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥ ৪০॥

অন্বয়—[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !] নষ্টমঙ্গলঃ [সঃ (নষ্টমঙ্গল অর্থাৎ আসন্নমৃত্যু শিশুপাল) এবমাদীনি অভদ্রাণি (এইরূপ বহু অমঙ্গলজনক নিন্দাবাক্য) বভাষে (কহিল)] ভগবান (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) [তৎ শ্রুত্বা] (তাহা শ্রবণ করিয়া) সিংহঃ শিবারুতং যথা (সিংহ যেমন শৃগালের রব শ্রবণ করিয়া থাকে, সেইরূপ) ন কিঞ্চিৎ উবাচ (কিছুই বলিলেন না) ॥ ৩৮ ॥

সভাসদঃ (সভাসদগণ) তৎ দুঃসহং ভগবন্নিন্দনং (সেই দুঃসহ ভগবন্নিন্দা) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) কর্ণৌ পিধায় (কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করতঃ) রুষা (ক্রোধে) চেদিপং শপন্তঃ (চেদিরাজ শিশুপালকে তিরস্কার করিতে করিতে) [ততঃ] নির্জ্জগ্মুঃ (তথা হইতে নির্গত হইতে লাগিলেন) ॥ ৩৯ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !] যঃ (যে ব্যক্তি) ভগবতঃ (ভগবানের) তৎপরস্য জনস্য বা (কিম্বা ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির) নিন্দাং শৃণ্বন (নিন্দা শ্রবণ করিয়া) ততঃ ন অপৈতি (তথা হইতে চলিয়া না যায়), সঃ অপি (সেই ব্যক্তিও) সুকৃতাৎ চ্যুতঃ সন] (পুণ্যভ্রষ্ট হইয়া) অধঃ যাতি (নরকে গমন করিয়া থাকে) । ৪০ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! শিশুপালের মঙ্গল বিনষ্ট হইয়াছিল অর্থাৎ মৃত্যু আসন্ন হইয়াছিল, সুতরাং সে এইরূপ বহু অমঙ্গলজনক নিন্দাবাক্য কহিল। ভগবান্ কৃষ্ণ তাহা শ্রবণ করিয়া সিংহ যেমন শৃগালের রব শ্রবণ করিয়া নীরব থাকে, সেইরূপ নীরব রহিলেন, কিছুই বলিলেন না॥ ৩৮॥ তখন সভাসদগণ সেই দুঃসহ ভগবন্নিন্দা শ্রবণ করিয়া কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করতঃ ক্রোধে চেদিরাজ শিশুপালকে তিরস্কার করিতে করিতে তথা হইতে নির্গত হইতে লাগিলেন॥ ৩৯॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ। যে ব্যক্তি ভগবানের কিম্বা ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির নিন্দা শ্রবণ করিয়া তথা হইতে চলিয়া না যায়, সেই ব্যক্তিও পুণ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নরকে গমন করিয়া থাকে॥ ৪০॥

শ্রীধর—কিঞ্চ যে রাজানো দুষ্টান্নুচ্চাটয়ন্তি, তে তদর্থং কীকটাদদেশানপ্যাশ্রয়ন্তু, এতে তু ব্রহ্মর্ষিসেবিতানেব দেশানাশ্রিত্য অব্রহ্মবর্চ্চসং সমুদ্রং দুর্গমপি হিত্বা তাপয়িষ্যন্তীত্যর্থঃ বাধন্তে। তথা যা দস্যবঃ প্রজাস্তাশ্চ। অয়মর্থঃ— বেদতদর্থাভিযোগো ব্রহ্মবর্চ্চসং তদ্বিরুদ্ধমব্রহ্মবর্চ্চসং সমুদ্রং মুদ্রাত্র লিঙ্গং তৎসহিতং সমুদ্রম, বেদবিরুদ্ধলিঙ্গধারিণং পাষণ্ডমিত্যর্থঃ তল্লিঙ্গং ত্যাজয়িত্বা বাধন্তে দণ্ডয়ন্তি। কথম্ভূতম্ দুর্গমম্? ধর্ম্মবৎপ্রতীতেরধর্মতয়া দুর্জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। তথা দস্যবো দস্যূনপি প্রজাবেষেণ বর্ত্তমানান্ দণ্ডয়ন্তি, অতো যদুভ্যোঽন্যঃ কো নাম ধার্ম্মিকোঽস্তীতি। পারুষ্যন্তু উক্তার্থমেব॥ ৩৭॥

ততঃ পাণ্ডুসুতাঃ ক্রুদ্ধা মৎস্যকেকয়সৃঞ্জয়াঃ।
উদায়ুধাঃ সমুত্তস্থুঃ শিশুপালজিঘাংসবঃ ॥ ৪১ ॥
ততশ্চৈদ্যস্ত্বসম্ভ্রান্তো জগৃহে খড়্‌গচর্ম্মণী।
ভর্ৎসয়ন্ কৃষ্ণপক্ষীয়ান্ রাজ্ঞঃ সদসি ভারত! ॥ ৪২ ॥
তাবদুত্থায় ভগবান্ স্বান্ নিবার্য্য স্বয়ং রুষা।
শিরঃ ক্ষুরান্তচক্রেণ জহারাপততো রিপোঃ ॥ ৪৩ ॥
শব্দঃ কোলাহলোঽথাসীৎ শিশুপালে হতে মহান্।
তস্যানুযায়িনো ভূপা দুদ্রুবুর্জ্জীবিতৈষিণঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়—ততঃ (তৎপরে) পাণ্ডুসুতাঃ (যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রগণ) মৎস্যকেকয়সৃঞ্জয়াঃ [চ] (এবং মৎস্য কেকয় ও সৃঞ্জয়বংশীয়গণ) ক্রুদ্ধাঃ (ক্রুদ্ধ হইয়া) শিশুপালজিঘাংসবঃ (শিশুপালকে বধ করিবার ইচ্ছায়) উদায়ুধাঃ [সন্তঃ] (অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক) সমুত্তস্থুঃ (সমুত্থিত হইলেন) ॥ ৪১ ॥

ভারত! (হে ভরতবংশধর পরীক্ষিৎ!) ততঃ (তৎপরে) অসম্ভ্রান্তঃ চৈদ্যঃ তু (অবিচলিত চেদিরাজ শিশুপালও) সদসি (সভামধ্যে) কৃষ্ণপক্ষীয়ান্ রাজ্ঞঃ (শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় রাজগণকে) ভর্ৎসয়ন্ (ভর্ৎসনা করিতে করিতে) খড়্‌গচর্ম্মণী জগৃহে (খড়্‌গ ও চর্ম্ম ধারণ করিল) ॥ ৪২ ॥

তাবৎ (সেই সময়ে) ভগবান্ স্বয়ম্ উত্থায় (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উত্থিত হইয়া) স্বান্ নিবার্য্য (নিজপক্ষীয়দিগকে নিবারণ করতঃ) রুষা (ক্রোধভরে) ক্ষুরান্তচক্রেণ (ক্ষুরধার চক্রাস্ত্রের দ্বারা) আপততঃ রিপোঃ শিরঃ (আক্রমণকারী শত্রু শিশুপালের মস্তক) জহার (ছেদন করিয়া ফেলিলেন) ॥ ৪৩ ॥

শিশুপালে হতে [সতি] অথ (চেদিরাজ শিশুপাল নিহত হইলে পরে) মহান্ কোলাহলঃ শব্দঃ আসীৎ (মহা কোলাহল শব্দ সমুত্থিত হইল)। [তদা] তস্য (তখন তাহার) অনুযায়িনঃ ভূপাঃ (অনুবর্ত্তী রাজগণ) জীবিতৈষিণঃ [সন্তঃ] (প্রাণরক্ষা করিবার ইচ্ছায়) দুদ্রুবুঃ (পলায়ন করিতে লাগিল) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—তৎপরে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রগণ এবং মৎস্য, কেকয় ও সৃঞ্জয়বংশীয়গণ ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুপালকে বধ করিবার ইচ্ছায় অস্ত্রশস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক সমুত্থিত হইলেন ॥ ৪১ ॥ হে ভরতবংশধর পরীক্ষিৎ! শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় রাজগণের আক্রমণে চেদিরাজ শিশুপাল কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, তৎপরে সেও সভামধ্যে সেই শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় রাজগণকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে খড়্‌গ ও চর্ম্ম ধারণ করিল ॥ ৪২ ॥ সেই সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উত্থিত হইয়া নিজপক্ষীয়দিগকে নিবারণ করতঃ ক্রোধভরে ক্ষুরধার চক্রাস্ত্রের দ্বারা আক্রমণকারী শত্রু শিশুপালের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৩ ॥ চেদিরাজ শিশুপাল নিহত হইলে পর মহান্ কোলাহল শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন তাহার অনুবর্ত্তী রাজগণ প্রাণরক্ষা করিবার ইচ্ছায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধর—শিবা ফেরুস্তস্যাঃ রুতং শ্রুত্বা যথা সিংহো ন কিঞ্চিৎ ব্রুতে তদ্বৎ ॥ ৩৮—৪২ ॥

চৈদ্যদেহোত্থিতং জ্যোতির্ব্বাসুদেবমুপাবিশৎ।
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানামুল্কেব ভুবি খাচ্চ্যুতা॥ ৪৫ ।
জন্মত্রয়ানুগুণিত-বৈরসংরব্ধয়া ধিযা।
ধ্যায়ংস্তন্ময়তাং যাতো ভাবো হি ভবকারণম্॥ ৪৬ ॥
ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ সসদস্যেভ্যো দক্ষিণাং বিপুলামদাৎ
সর্ব্বান্ সম্পূজ্য বিধিবচ্চক্রেঽবভৃথমেকরাট্॥ ৪৭ ॥
সাধয়িত্বা ক্রতুং রাজ্ঞঃ কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
উবাস কতিচিন্মাসান্ সুহৃদ্ভিরভিযাচিতঃ॥ ৪ ।

অন্বয়--[হে রাজন্।] ভুবি খাৎ চ্যুতা উল্কা ইব (আকাশ হইতে বিচ্যুতা উল্কা যেমন পৃথিবীতে প্রবেশ করে সেইরূপ) [তদা। (তখন) চৈদ্যদেহোত্থিতং জ্যোতিঃ (চেদিরাজ শিশুপালের দেহ হইতে সমুত্থিত এক জ্যোতিঃ) পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বলোকের সমক্ষে) বাসুদেবম্ উপাবিশৎ (বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিল ॥ ৪৫ ॥

জন্মত্রয়ানুগুণিতবৈরসংরব্ধয়া ধিয়া (হিরণ্যকশিপু রাবণ ও শিশুপাল এই তিন জন্মে অনুবর্ত্তিত যে বৈরভাব, তাহাতে শিশুপালের চিত্ত ক্রোধাবিষ্ট ছিল, তাদৃশ চিত্তে) ধ্যায়ন্ (সতত ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে) [সঃ] তন্ময়তাং যাতঃ সে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতা প্রাপ্ত হইল), [যতঃ] (যেহেতু) ভাবঃ হি ভবকারণম্ (সতত ধ্যানই ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপতা প্রাপ্তির কারণ) ॥ ৪৬ ॥

[অথ] (অনন্তর) একরাট্ (সম্রাট যুধিষ্ঠির) সসদস্যেভ্যঃ ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ (সদস্যগণের সহিত ঋত্বিক্‌দিগকে) বিপুলাং দক্ষিণাম্ অদাৎ (প্রচুর দক্ষিণা প্রদান করিলেন)। [ততঃ সঃ] (তৎপর তিনি) সর্ব্বান্ (অপরাপর সকলকে) বিধিবৎ সম্পূজ্য (যথাবিধি পূজা করিয়া) অবভৃথং চক্রে (যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন ॥ ৪৭ ॥

যোগেশ্বরেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ (যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) রাজ্ঞঃ ক্রতুং সাধয়িত্বা (মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করাইয়া) সুহৃদ্ভিঃ অভিযাচিতঃ (যুধিষ্ঠিরাদি সুহৃদ্‌গণের প্রার্থনায়) কতিচিৎ মাসান্ (কয়েক মাস) [তত্র] উবাস (তথায় বাস করিলেন) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! আকাশ হইতে বিচ্যুতা উল্কা যেমন পৃথিবীতে প্রবেশ করে, সেইরূপ তখন চেদিরাজ শিশুপালের দেহ হইতে সমুত্থিত এক জ্যোতি সর্ব্বলোকের সমক্ষে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিল॥ ৪৫ ॥ হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও শিশুপাল এই তিন জন্মে অনুবর্ত্তিত যে বৈরভাব, তাহাতে তাহার চিত্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছিল, তাদৃশ চিত্তে সতত ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে ঐ শিশুপাল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতা প্রাপ্ত হইল। যেহেতু সতত ধ্যানই ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপতা প্রাপ্তির কারণ॥ ৪৬ ॥ অনন্তর সম্রাট্ যুধিষ্ঠির সদস্যদিগের সহিত ঋত্বিক্‌দিগকে প্রচুর দক্ষিণা প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি অপরাপর সকলকে যথাবিধি পূজা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান সমাপন করিলেন॥ ৪৭ ॥ যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করাইয়া সেই সুহৃদগণের প্রার্থনায় কয়েকমাস তথায় বাস করিলেন॥ ৪৮ ॥

শ্রীধর- তাবদুত্থায়েত্যস্যায়মভিপ্রায়ঃ—এষ মৎপার্ষদো মদ্বল্যবলঃ সর্বান এতান হন্যাৎ, অতো ময়ৈব শীঘ্রং হন্তব্য ইতি তৎক্ষণমেবোত্থায় শিরো জহারেতি॥ ৪৩-৪৫ ॥

ততোঽনুজ্ঞাপ্য রাজানমনিচ্ছন্তমপীশ্বরঃ।
যযৌ সভার্য্যঃ সামাত্যঃ স্বপুরং দেবকীসুতঃ ॥ ৪৯ ॥
বর্ণিতং তদুপাখ্যানং ময়া তে বহুবিস্তরম্।
বৈকুণ্ঠবাসিনোর্জ্জন্ম বিপ্রশাপাৎ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫০ ॥
রাজসূয়াবভৃথ্যেন স্নাতো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
ব্রহ্মক্ষত্রসভামধ্যে শুশুভে সুররাড়িব ॥ ৫১ ॥
রাজ্ঞা সভাজিতাঃ সর্ব্বে সুরমানব-খেচরাঃ।
কৃষ্ণং ক্রতুঞ্চ শংসন্তঃ স্বধামানি যযুর্ম্মুদা ॥ ৫২ ॥
দুর্য্যোধনমৃতে পাপং কলিং কুরুকুলাময়ম্।
যো ন সেহে শ্রিয়ং স্ফীতাং দৃষ্ট্বা পাণ্ডুসুতস্য তাম্ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়—ততঃ (তৎপরে) অনিচ্ছন্তম অপি রাজানম্ (মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাকে) অনুজ্ঞাপ্য (সম্মত করাইয়া) ঈশ্বরঃ দেবকীসুতঃ (সর্ব্বেশ্বর দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ) সভার্য্যঃ সামাত্যঃ [সন্] (পত্নীগণ ও অমাত্যগণের সহিত) স্বপুরং যযৌ (নিজপুরী দ্বারকায় গমন করিলেন) ॥ ৪৯ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] বিপ্রশাপাৎ (সনকাদি ব্রাহ্মণগণের অভিশাপে) বৈকুণ্ঠবাসিনোঃ (বৈকুণ্ঠবাসী ভগবৎপার্ষদ জয় ও বিজয়ের) পুনঃ পুনঃ জন্ম [আসীৎ] (পুনঃ পুনঃ জন্ম হইয়াছিল)। বহুবিস্তরং তদুপাখ্যানম্ (তাহাদের বহু বিস্তৃত উপাখ্যান) ময়া তে (আমি আপনার নিকটে) বর্ণিতম্ (বর্ণনা করিলাম) ॥ ৫০ ॥

রাজসূয়াবভৃথ্যেন স্নাতঃ (এদিকে রাজসূয় যজ্ঞের অবসানে স্নান করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরঃ (মহারাজ যুধিষ্ঠির) ব্রহ্মক্ষত্রসভামধ্যে (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের সভামধ্যে) সুররাট্ ইব (দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায়) শুশুভে (শোভা পাইতে লাগিলেন) ॥ ৫১ ॥

যঃ (যে ব্যক্তি) পাণ্ডুসুতস্য (পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের) তাং স্ফীতাং শ্রিয়ং (সেই সমৃদ্ধ রাজলক্ষ্মী দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) ন সেহে (সহ্য করিতে পারিল না), [তং] কুরুকুলাময়ং (সেই কুরুকুলের ব্যাধিস্বরূপ) কলিং (কলিরূপী) পাপং দুর্য্যোধনম্ ঋতে (পাপ দুর্য্যোধন ব্যতীত) সুরমানবখেচরাঃ সর্বে (দেবগণ, মনুষ্যগণ ও গন্ধর্বগণ সকলে) রাজ্ঞা সভাজিতাঃ [সন্তঃ] (মহারাজ যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া) ক্রতুং কৃষ্ণং চ শংসন্তঃ (রাজসূয় যজ্ঞের ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা করিতে করিতে) মুদা (আনন্দের সহিত) স্বধামানি যযুঃ (নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন) ॥ ৫২-৫৩ ॥

অনুবাদ—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহাকে সম্মত করাইয়া সর্ব্বেশ্বর দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পত্নীগণ ও অমাত্যগণের সহিত নিজপুরী দ্বারকায় গমন করিলেন ॥ ৪৯ । হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সনকাদি ব্রাহ্মণগণের অভিশাপে বৈকুণ্ঠবাসী ভগবৎপার্ষদ জয় ও বিজয়ের পুনঃ পুনঃ জন্ম হইয়াছিল। তাঁহাদের বহুবিস্তৃত উপাখ্যান আমি আপনার নিকটে বর্ণনা করিলাম ॥ ৫০ ॥ এদিকে

শ্রীধর—নন্বেবং নিন্দকস্য কথং বাসুদেবে প্রবেশস্তত্রাহ—জন্মত্রয়েতি। জন্মত্রয়েঽনুগুণিতমনুবর্ত্তিতং যদ্বৈরং তেনৈব সংরব্ধয়া আবিষ্টয়া তন্ময়তাং তৎস্বরূপতাং যাত. পুনঃ পার্ষদৌ বভূবেত্যর্থঃ। অত্র হেতুঃ—ভাবো হীতি। ভাবো ভাবনা অনুধ্যানং ভবস্য ধ্যেয়াকারজন্মনঃ কারণম্। পেশস্কারিধ্যানেন কীটাদৌ তথা দৃষ্টত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৫১ ॥

য ইদং কীর্ত্তয়েদ্বিষ্ণোঃ কর্ম্ম চৈদ্যবধাদিকম্।
রাজ্ঞাং মোক্ষং বিতানঞ্চ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
শিশুপালবধো নাম চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ ॥

অন্বয়—যঃ (যে ব্যক্তি) বিষ্ণোঃ (ভগবান্ বিষ্ণুর) ইদং চৈদ্যবধাদিকং কর্ম্ম (এই শিশুপাল বধাদি কার্য্য) রাজ্ঞাং মোক্ষং (রাজগণের মোচন) বিতানং চ (ও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের কথা) কীর্ত্তয়েৎ (কীর্ত্তন করিবেন), [সঃ] (তিনি) সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে (সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবেন) ॥ ৫৪ ॥

মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অবসানে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণগণ ও ক্ষত্রিয়গণের সভামধ্যে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥ পাণ্ডুপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সেই সমৃদ্ধ রাজলক্ষ্মী দর্শন করিয়া যে ব্যক্তি সহ্য করিতে পারিল না, সেই কুরুকুলের রোগস্বরূপ কলিরূপী পাপ দুর্য্যোধন ব্যতীত দেবগণ মনুষ্যগণ ও গন্ধর্ব্বগণ সকলেই মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞের ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা করিতে করিতে আনন্দের সহিত নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন। ৫২-৫৩ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি ভগবান্ বিষ্ণুর এই শিশুপালবধাদি কার্য্য, রাজগণের মোচন ও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের কথা কীর্ত্তন করিবেন, তিনি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবেন ॥ ৫৪ ॥

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

শ্রীধর—সুরা মানবাঃ খেচরাঃ প্রমথাশ্চ ॥ ৫২ ॥ পাপং ধর্ম্মদ্বিষম্, অত্র হেতুঃ—কলিং কলেরংশম, অতএব কুরুকুলস্যাময়ং ব্যাধিবন্নাশকম্ ॥ ৫৩ ॥ বিতানং যজ্ঞঞ্চ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৪ ॥

———

ফেলালব

চতুর্য্যক্সপ্ততিতমে রাজসূয়ক্রিয়া হরেঃ।
অগ্রপূজা চৈদ্যবধো দুর্য্যোধনরুড়প্যভূৎ ॥

[এই অধ্যায়ে রাজসূয়যজ্ঞারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের পূজা সর্ব্বাগ্রে হইল। ইহাতে শিশুপালগোষ্ঠীর আপত্তি, কৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল বধ, দুর্যোধনের সহিত পাণ্ডবদের বিবাদের বীজ বপন—এই সব বর্ণিত আছে।]

বিবরণী

রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ হইবে। শ্রীকৃষ্ণের আদেশ লইয়া যুধিষ্ঠির মহারাজ ব্রতী হইলেন। ব্যাস ভরদ্বাজ আদি ত্রিশ জন ঋষি এই যজ্ঞে ব্রতী হইলেন। আলোচনা চলিতে লাগিল, অগ্রে পূজা হইবে কাহার। স্থির করা কঠিন, কারণ যোগ্যপুরুষ সভায় বহু। সহদেব বলিলেন, এই সভাস্থলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই পূজনীয়গণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তখন সভাস্থ সজ্জনগণ "সাধু সাধু" বলিয়া প্রস্তাবের সম্বর্দ্ধনা জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের পূজাই সভ্যগণের অভিপ্রায় বুঝিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রণয়বিহ্বলচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পাদোদক শিরে ধারণ করিলেন। পীতকৌশেয় বসন পরাইলেন এবং মহামূল্য আভরণাদিদ্বারা সাজাইলেন। যুধিষ্ঠিরের নয়ন-যুগল অশ্রুপরিপ্লুত হইল, সভাস্থ সকলে নমঃ নমঃ জয় জয় উচ্চারণ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী শিশুপাল বাহুযুগল ঊর্দ্ধে তুলিয়া কর্কশ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল। সে বলিল, বালক সহদেবের কথায় সকলে বিভ্রান্ত হইয়াছেন। দেবলভ্য যজ্ঞভাগ কি কাকের গ্রহণীয় হইতে পারে? ধর্ম্ম বর্জ্জিত গুণহীন স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি কিরূপে পূজালাভ করিতে পারে? যাদববংশ অভিশপ্ত, সজ্জনগণ কর্তৃক সমাজত্যক্ত। যাদবগণ মদ্যাসক্ত ও দস্যুস্বভাব। ঋষি-সেবিত পুণ্যভূমি ছাড়িয়া বেদচর্চ্চাহীন সমুদ্রে আশ্রয় লইয়া প্রজাপীড়ন করিতেছে। হতভাগ্য শিশুপালের বাক্যগুলি সিংহসদৃশ শ্রীকৃষ্ণ, শৃগালের ধ্বনির মত উপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

তখন সভাস্থ সভ্যগণ কানে আঙ্গুল দিয়া সভা ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন। পাণ্ডবগণ ও মৎস্য কৈকেয় প্রভৃতি বীরগণ শিশুপালের সংহারের জন্য উদ্যত হইলেন। অবিচলিত শিশুপালও যুদ্ধার্থ অস্ত্র লইল। শ্রীকৃষ্ণ তখন, তীক্ষ্ণধার সুদর্শন দ্বারা শিশুপালের মাথাটি কাটিয়া ফেলিলেন। তখন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। শিশুপালের দেহ হইতে তেজোরাশি উত্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে প্রবেশ করিল। তিনজন্ম পর শিশুপাল মুক্তিলাভ করিল। বিদ্বেষী হইয়াও পরা গতি পাইল।

রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ শেষ হইল। তিনি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের সভামধ্যে দেবরাজতুল্য বিরাজমান হইলেন। এই ঐশ্বর্য্য ধর্ম্মদ্বেষী দুর্য্যোধনের পক্ষে অসহ্য হইল। তিনি ব্যতীত আর সকলেই যজ্ঞের ও যজ্ঞেশ্বরের ও যুধিষ্ঠিরের প্রশংসায় মুখর হইয়াছিলেন।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

১। মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—আপনি কত বড়, ত্রিলোকের গুরুগণ ও লোকপালগণ আপনার দুর্লভ আদেশ শিরে ধারণ করেন। আর আপনি আমাদের মত দীনাতিদীনের আদেশ পালন করেন ইহা এক বিড়ম্বনা তুল্য। সূর্য্যের উদয় অস্ত দ্বারা সূর্য্যতেজের যেমন বস্তুতঃ কোন হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, সেইরূপ এইসব কার্য্যে আপনার প্রভাবের ক্ষুন্নতা হয় না।

যুধিষ্ঠির যাহা বলিয়াছেন তাহা এক দিক্ দিয়া ঠিক হইলেও বস্তুতপক্ষে ভগবান্ ভক্তবশ বলিয়াই ঐরূপ করেন—ইহাতে বিড়ম্বনা কিছুই নাই।

বস্তুতস্তু ভক্তবশ্যত্বং ভগবতো ন নিষ্কর্ষঃ প্রত্যুত কৃপাপ্রকর্ষ-
ব্যঞ্জকত্বাৎ সর্ব্বোৎকর্ষ এব স চ সর্ব্বদা তস্য বর্ত্তত এব।

যুধিষ্ঠির মহারাজের সূর্য্যের দৃষ্টান্তটি চমৎকার। সূর্য্য ভূলোকে হীনব্যক্তির গৃহও আলোকিত করে। আবার সুমেরুর উপর দেবগৃহও আলোকিত করে। শ্রীকৃষ্ণের কৃপারশ্মিও সেইরূপ সর্ব্বত্র বিচ্ছুরিত। রবির্হি ভূলোকে শ্বপচগৃহমপি সুমেরূপরি পরমেষ্ঠিগৃহমপি প্রকাশয়তি ইত্যর্থঃ।

২। শিশুপাল যখন কৃষ্ণ-নিন্দা করিতেছিল, তখন বাগ্দেবী সরস্বতী সেই নিন্দার্থ উচ্চারিত বাক্যেই গুণকীর্ত্তন করিতেছিলেন, যেমন শিশুপাল বলিয়াছে—

(ক) যূয়ং পাত্রবিদাং শ্রেষ্ঠা মা মন্ধ্বং বালভাষিতম্।
সদসস্পতয়ঃ সর্ব্বে কৃষ্ণো যৎ সম্মতোঽর্হণে॥

হে সভাপতিগণ, আপনারা পাত্রবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে প্রথম পূজ্যরূপে যে নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে তাদৃশ বাল-বচন আপনারা গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না। এই কথার বাগ্দেবীর অর্থ হইল বিপরীত—বাগ্দেবী-পক্ষেতু বালভাষিতমিদং মা মন্যধ্বং কিন্তু ইদমেব তত্ত্বং বেদভাষিতমিত্যর্থঃ। —ইহা বালকের উক্তি মনে করিবেন না পরন্তু ইহাই তত্ত্বকথা, ইহাই বেদের বাক্য।

(খ) শিশুপাল বলিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ কুলপাংসন। সরস্বতী ইহার অর্থ করিয়াছেন—কুৎসিতং লপন্তীতি কুলপাঃ তান্ অংসয়তি হন্তি ইতি সঃ।
শিশুপাল বলিয়াছে—সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ। সরস্বতী বলিয়াছেন—সর্ব্বধর্ম্মরহিতঃ স্বৈরবর্ত্তী—পরমেশ্বরত্বাৎ।

(গ) শিশুপাল বলিয়াছে—গুণৈর্হীনঃ। বাগ্দেবী বলিয়াছেন—গুণৈঃ সত্ত্বাদিভির্হীনঃ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপত্বাৎ॥
শিশুপাল বলিয়াছে—"সপর্য্যাং কথমর্হতি"—এমন কৃষ্ণ কিরূপে পূজা লাভ করিতে পারে? বাগ্দেবীর অর্থ হইল—সপর্য্যামাত্রং কথমর্হতি অপিতু স্বাত্মার্পণমপি। এমন কৃষ্ণকে কি কেবল পুষ্প চন্দনে পূজা করিলেই হয়? না, পদে চিরতরে আত্ম-সমর্পণ করিতে হয়।

(গ) শিশুপাল বলিয়াছে—যযাতিনৈষাং হি কুলং শপ্তং সদ্ভির্বহিষ্কৃতম্—পূর্বপুরুষ যযাতি কর্তৃক এই যাদববংশ অভিশপ্ত এবং সজ্জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত।

সরস্বতী দেবীর অর্থ হইল—যযাতিনা শপ্তমপি সদ্ভি স্তস্মাৎ শাপাদ্বহিষ্কৃতং—যযাতি অভিশাপ দিলেও সজ্জনেরা যদুকুলকে সেই অভিশাপ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন, এই জন্য ঐ বংশের কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রভৃতি রাজা সমাজের অধিপতি হইয়াছিলেন।

(ঙ) শিশুপাল বলিয়াছে—বৃথাপানরতং শশ্বৎ সপর্য্যাং কথমর্হতি—ইহারা বৃথা মদ্যপানাসক্ত অতএব এই কৃষ্ণ কিরূপে পূজা লাভ কবিতে পারে? সবস্বতী দেবীর অর্থ হইল—ইহারা পৃথিবী পালনে বত, সুতবাং ইহাদের পূজা কখনও বৃথা হইতে পারে না, সর্বদাই সার্থক।

পানং পৃথ্বীপালনং তত্র বত,। 'তস্মাৎ বৃথা সপর্য্যাং কথমর্হতি অপিতু সার্থিকামেব।

শিশুপাল বলিযাছে—

ব্রহ্মর্ষিসেবিতান্ দেশান হিত্বৈতেঽব্রহ্মবর্চ্চসম্।
সমুদ্রং দুর্গমাশ্রিত্য বাধন্তে দস্যবঃ প্রজাঃ।

এই দস্যুরা ব্রহ্মর্ষিজনসেবিত পবিত্রস্থান ত্যাগ করিয়া বেদচর্চ্চাশূন্য সমুদ্ররূপ দুর্গস্থান আশ্রয় কবিয়া প্রজাপীড়ন করিতেছে।

বাগ্দেবী অর্থ করিয়াছেন—ইহারা ব্রহ্মর্ষিসেবিত দেশ মথুরা ত্যাগ কবিয়াছেন সেখানে দুর্গ নাই বলিয়া। পরে ব্রহ্মতেজোময় দ্বারকা নামক দুর্গ আশ্রয় করিয়াছেন, শিশুপালাদি বলবান্ দস্যুদেব বাধা দিবার জন্য। দস্যবঃ প্রজা যে দস্যবঃ শিশুপালাদ্যাঃ প্রকর্ষেণ বলবত্ত্বেন জায়ন্তে উৎপদ্যন্ত—ইতি প্রজা-স্তানিত্যর্থঃ।

শৃগালের শব্দ শুনিয়া সিংহ যেমন উত্তব দেয় না, সেইরূপ শিশুপালের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন না। সরস্বতী পক্ষে—শিবের স্তুতি শুনিয়া নৃসিংহদেব যেরূপ উত্তব দেন নাই, সেইরূপ।

৩। শিশুপালকে বধ করিবাব পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণেব মনেব এইরূপ অভিপ্রায়—যদি আমি নীবব থাকি তাহা হইলে দুইপক্ষ যুদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিবেব এই পবিত্র যজ্ঞভূমি রক্তময় কবিয়া অপবিত্র করিয়া ফেলিবে। আমিও যদি রথে আরোহণ কবিযা সৈন্যসামন্ত লইয়া উহাব সঙ্গে যুদ্ধ করি, তাহা হইলেও এই স্থল রক্তকর্দ্দমময় হইবে। যজ্ঞ নষ্ট হইবে। উহার সঙ্গে সন্ধি করিবার কোন পথ নাই। এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণধার চক্র দ্বারা শিশুপালের মাথাটি এমন ভাবে কাটিয়া দূরে ফেলিলেন, যাহাতে যজ্ঞস্থলে একবিন্দু রক্তও পতিত না হয়। তৎক্ষণাদেবোত্থায শিরো জহার তথা যথা তত্র যজ্ঞস্থলে রুধিরবিন্দুরপি ন পপাতেতি। আর একটি অর্থ শ্রীধর করেন—এই শিশুপাল আমার ন্যায় বলবান্, ইহাদের সকলকেই বধ করিবে, তাই স্বয়ং চক্রে দ্রুত শিরশ্ছেদ করিলেন।

৪। শিশুপালের দেহোত্থিত তেজোরাশি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে প্রবেশ করিয়াছিল। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা দেখিলেন আকাশচ্যুত উল্কা যেন ভূমির মধ্যে প্রবেশ করিল। ইহার কারণ এই যে,

শিশুপালের অঙ্গজ্যোতিঃ প্রথমে বৈকুণ্ঠে চলিয়া গিয়াছিল। পরে বৈকুণ্ঠনাথ আর শ্রীকৃষ্ণ অভিন্নবস্তু উহা নিশ্চয় জানিয়া জ্যোতিঃ ফিরিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিল। এইজন্য আকাশ হইতে পতিত এইরূপ দৃষ্ট হইল।

খাচ্চ্যুতা উল্কেবেতি খং বৈকুণ্ঠপর্য্যন্তমুৎপ্লুত্য তত্রস্থবৈকুণ্ঠনাথস্য শ্রীকৃষ্ণৈক্যমবধার্য্য কৃষ্ণমেব উপাবিশৎ। কৃষ্ণবপুষি প্রবিশ্য স্বপ্রভো বৈকুণ্ঠনাথস্য পার্শ্বে এব স্থিতো বভূবেত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণদেহে প্রবেশ করিয়াও পার্ষদ শিশুপাল নিজপ্রভু বৈকুণ্ঠনাথের পার্শ্বেই স্থিত হইলেন। শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণে সাযুজ্য লাভ করিয়াছে এইরূপ লোক-প্রসিদ্ধি আছে বটে কিন্তু বস্তুতঃ সে স্বপ্রভু বৈকুণ্ঠনাথের পার্শ্বেই গিয়াছে।

৫। জন্মত্রয়ানুগুণিত-বৈরসংরব্ধয়া ধিয়া।
ধ্যায়ংস্তন্ময়তাং যাতো ভাবো হি ভবকারণম্॥

তিনজন্ম ভগবদ্-বিদ্বেষ বুদ্ধিদ্বারা অনুক্ষণ তাঁহার চিন্তায় থাকায় শিশুপাল তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখানে তন্ময়তাং গতঃ অর্থ, তৎস্বরূপতাং যাতঃ। পুনঃ পার্ষদো বভূব। ইহার কারণ বলিয়াছেন—ভাবো হি ভবকারণম্। এখানে ভাব অর্থ ভাবনা, ভব অর্থ তৎপ্রাপ্তি (ভু ধাতুর একটা প্রাপ্তি অর্থ আছে)। শিশুপাল যে পার্ষদ দেহ পাইয়াছে এসম্বন্ধে শাস্ত্র প্রমাণই রহিয়াছে।

"বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুতসাত্মতাম্।
নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ॥"

এমন মধুর লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন করিলেও জীব সর্বপাপ মুক্ত হইয়া থাকে। সবপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।

শিশুপাল-বধ নামক চুয়াত্তর অধ্যায়ের ফেলালব নামক ভাবানুবাদ সমাপ্ত।

———

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ

অজাতশত্রোস্তং দৃষ্ট্বা রাজসূয়মহোদয়ম্।
সর্বে মুমুদিরে ব্রহ্মন্! নৃদেবা যে সমাগতাঃ ॥ ১ ॥
দুর্য্যোধনং বর্জ্জয়িত্বা রাজানমৃষয়ঃ সুরাঃ।
ইতি শ্রুতং নো ভগবংস্তত্র কারণমুচ্যতাম্। ২ ।

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

পিতামহস্য তে যজ্ঞে রাজসূয়ে মহাত্মনঃ।
বান্ধবাঃ পরিচর্য্যায়াং তস্যাসন প্রেমবন্ধনাঃ ॥ ৩ ॥

[এই অধ্যায়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞানুষ্ঠানের উৎসব বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করিয়া দুর্য্যোধনের মানভঙ্গ বর্ণনা করা হইতেছে।]

অন্বয়—শ্রীরাজা উবাচ (মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন ব্রহ্মন্! (হে ব্রহ্মন্!) ভগবন্! (হে ভগবন্!) যে নৃদেবাঃ (যে সকল নৃপতি), ঋষয়ঃ (ঋষি) সুরাঃ (ও দেবতা, [রাজসূয়যজ্ঞে] সমাগতাঃ। আসন। (রাজসূয় যজ্ঞে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন), রাজানং দুর্য্যোধনং বর্জ্জয়িত্বা (রাজা দুর্য্যোধন ব্যতীত) [তে] সর্ব্বে (তাহারা সকলে) অজাতশত্রোঃ (মহারাজ যুধিষ্ঠিরের) তং রাজসূয়মহোদয়ং দৃষ্ট্বা (সেই রাজসূয়সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া) মুমুদিরে (আনন্দিত হইয়াছিলেন) ইতি (ইহা) [ত্বত্তঃ] (আপনার নিকট হইতে) নঃ শ্রুতম (শুনিলাম), তত্র (দুর্য্যোধনের অসন্তোষ বিষয়ে) কারণম উচ্যতাম (কারণ কি তাহা আপনি বর্ণনা করুন) ॥ ১ ২ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ (ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] তে (আপনার) পিতামহস্য মহাত্মনঃ [যুধিষ্ঠিরস্য] (পিতামহ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের) রাজসূয়ে যজ্ঞে (রাজসূয় যজ্ঞে) তস্য বান্ধবাঃ (তাঁহার বান্ধবগণ) প্রেমবন্ধনাঃ [সন্তঃ] (প্রেমবদ্ধ হইয়া) পরিচর্য্যায়াং (বিবিধ কার্য্যে) [নিযুক্তাঃ] আসন্ (নিযুক্ত হইয়াছিলেন) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে ব্রহ্মন! হে ভগবন! যে সকল নৃপতি, ঋষি ও দেবতা রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত হইয়াছিলেন, রাজা দুর্য্যোধন ব্যতীত তাঁহারা সকলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সেই রাজসূয় মহোদয় দর্শন করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন, ইহা আপনার নিকট হইতে আমরা শুনিলাম। দুর্য্যোধনের অসন্তোষের কারণ কি, তাহা আপনি এক্ষণে বর্ণনা করুন ॥ ১-২ ॥ ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! আপনার পিতামহ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তাঁহার বান্ধবগণ প্রেমবদ্ধ হইয়া বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

শ্রীধর—পঞ্চযুক্সপ্ততিতমে যজ্ঞাবভৃথসম্ভ্রমঃ। সুযোধনস্য চাস্কান্ত্যা মানভঙ্গো দৃশিভ্রমাৎ ॥ দুর্য্যোধনস্যৈকস্যৈব দুঃখে কারণং প্রষ্টুমুক্তমনুবদতি—অজাতশত্রোরিতি ॥ ১ ॥ ইতি শ্রুতং ত্বন্মুখাদেবেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ভীমো মহানসাধ্যক্ষো ধনাধ্যক্ষঃ সুযোধনঃ।
সহদেবস্তু পূজায়াং নকুলো দ্রব্যসাধনে ॥ ৪ ॥
সতাং শুশ্রূষণে জিষ্ণুঃ কৃষ্ণঃ পাদাবনেজনে।
পরিবেষণে দ্রুপদজা কর্ণো দানে মহামনাঃ ॥ ৫ ॥
যুযুধানো বিকর্ণশ্চ হার্দ্দিক্যো বিদুরাদয়ঃ।
বাহ্লীকপুত্রা ভূর্য্যাদ্যা যে চ সন্তদনাদয়ঃ ॥ ৬ ॥
নিরূপিতা মহাযজ্ঞে নানাকর্ম্মসু তে তদা
প্রবর্ত্তন্তে স্ম রাজেন্দ্র। রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—ভীমঃ মহানসাধ্যক্ষঃ (ভীমসেন পাকশালার অধ্যক্ষ) সুযোধনঃ [চ] ধনাধ্যক্ষঃ [আস্তাম] (ও দুর্যোধন ধনাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন) সহদেবঃ তু পূজায়াং (এবং সহদেব সম্মাননকার্য্যে), নকুলঃ দ্রব্যসাধনে (নকুল দ্রব্যাদি গ্রহণ ব্যাপারে), জিষ্ণুঃ সতাং শুশ্রূষণে (অর্জ্জুন সজ্জনগণের চন্দনলেপনাদি সেবাকার্য্যে), কৃষ্ণঃ পাদাবনেজনে (শ্রীকৃষ্ণ পাদপ্রক্ষালনকার্য্যে) দ্রুপদজা পরিবেষণে (দ্রৌপদী পরিবেষণে) মহামনাঃ কর্ণঃ [চ] দানে (ও উদার চিত্ত কর্ণ দানকার্য্যে) [নিযুক্তাঃ আসন] (নিযুক্ত হইয়াছিলেন) ॥ ৪ ৫ ॥

রাজেন্দ্র! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) যুযুধানঃ (সাত্যকি), বিকর্ণঃ (দুর্যোধনের ভ্রাতা বিকর্ণ), হার্দ্দিক্যঃ (কৃতবর্ম্মা), বিদুরাদয়ঃ (বিদুর ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি), বাহ্লীকপুত্রাঃ ভূর্য্যাদ্যাঃ চ (বাহ্লীকের পুত্র পৌত্র সোমদত্ত, ভূরিশ্রবাঃ প্রভৃতি) সন্তদনাদয়ঃ চ (এবং সন্তদন প্রভৃতি) যে (যাহারা) [সমাগতাঃ আসন্] (সমাগত হইয়াছিলেন), তে তদা (তাহারা তখন মহাযজ্ঞে নিরূপিতাঃ (সেই মহাযজ্ঞ সম্পাদনে নিযুক্ত) রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ [চ সন্তঃ] (ও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রিয়সাধন করিতে ইচ্ছুক হইয়া) নানাকর্ম্মসু প্রবর্ত্তন্তে স্ম (নানাবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন) ॥ ৬ ৭ ॥

অনুবাদ—ভীমসেন পাকশালার ও দুর্য্যোধন ধনের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। সহদেব জনগণের পাদপ্রক্ষালন কার্য্যে, দ্রৌপদী পরিবেষণে ও উদারচিত্ত কর্ণ, দানকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪-৫ ॥ বাহ্লীকের পুত্র পৌত্র সোমদত্ত ভূরিশ্রবাঃ প্রভৃতি ও সন্তদন প্রভৃতি যাঁহারা তথায় সমাগত হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলে তখন সেই মহাযজ্ঞ সম্পাদনে নিযুক্ত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রিয়সাধন করিতে ইচ্ছুক হইয়া নানাবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ॥ ৬-৭ ॥

শ্রীধর—দুর্য্যোধনস্যাসহনকারণত্বেন যাগমহোৎসবমেব পুনঃ সিংহাবলোকনেন নিরূপয়তি– পিতামহস্যেত্যাদিনা। একদান্তঃপুরে তস্যোত্যাতঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন। প্রেমবন্ধনাঃ প্রেমযন্ত্রিতাঃ ॥ ৩ ॥ পূজায়াং সম্মাননে। দ্রব্যসাধনে নানাবস্তুসম্পাদনে ॥ ৪ ॥ শুশ্রূষণে চন্দনালেপনাদৌ ॥ ৫-৬ ॥ নিরূপিতা নিযুক্তাঃ সন্তো নানাকর্ম্মসু প্রবর্ত্তন্তে স্ম ॥ ৭ ॥

ঋত্বিক্‌সদস্যবহুবিৎসু সুহৃত্তমেষু স্বিষ্টেষু সূনৃতসমর্হণদক্ষিণাভিঃ।
চৈদ্যে চ সাত্বতপতেশ্চরণং প্রবিষ্টে চক্রুস্ততস্ত্ববভৃথস্নপনং দ্যুনদ্যাম্॥ ৮॥

মৃদঙ্গশঙ্খপণব-ধুন্ধুর্য্যানকগোমুখাঃ।
বাদিত্রাণি বিচিত্রাণি নেদুরাবভৃথোৎসবে॥ ৯॥

নর্ত্তক্যো ননৃতুর্হৃষ্টা গায়কা যূথশো জগুঃ।
বীণাবেণুতলোন্নাদস্তেষাং স দিবমস্পৃশৎ॥ ১০॥

অন্বয়—ঋত্বিকসদস্যবহুবিৎসু (ঋত্বিগ্‌গণ, সদস্যগণ, বহুজ্ঞ সভাসদগণ) সুহৃত্তমেষু (ও শ্রেষ্ঠ বন্ধুগণ) সূনৃতসমর্হণ-দক্ষিণাভিঃ (সুমধুর বাক্য, অলঙ্কারাদি ও দক্ষিণার দ্বারা) স্বিষ্টেষু [সৎসু] (সম্যক্ পূজিত হইলে) চৈদ্যে চ (এবং শিশুপাল) সাত্বতপতেঃ (যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের) চরণং প্রবিষ্টে [সতি] (চরণে প্রবিষ্ট হইলে) ততঃ তু (তৎপরে) [যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ সর্বে] (যুধিষ্ঠিরাদি সকলে) দ্যুনদ্যাং (গঙ্গায়) অবভৃথস্নপনং চক্রুঃ (অবভৃথ নামক যজ্ঞান্তস্নান করিলেন)॥ ৮॥

[সেই যজ্ঞান্তস্নান কিরূপ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাই বর্ণনা করিতেছেন।] আবভৃথোৎসবে (সেই যজ্ঞান্তস্নানোৎসবে) মৃদঙ্গশঙ্খপণব-ধুন্ধুর্য্যানকগোমুখাঃ (মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, ধুন্ধুরী, আনক, গোমুখ) বিচিত্রাণি বাদিত্রাণি [চ] (ও নানাবিধ বাদ্যসকল) নেদুঃ (বাজিতে লাগিল)॥ ৯॥

[তদা] (তখন) নর্ত্তক্যঃ হৃষ্টাঃ [সত্যঃ] (নর্ত্তকীগণ আনন্দিতা হইয়া) ননৃতুঃ (নৃত্য করিতে লাগিল) গায়কাঃ [হৃষ্টাঃ সন্ত] (এবং গায়কগণ আনন্দিত হইয়া) যূথশঃ জগুঃ (দলে দলে গান করিতে লাগিল) তেষাং (তাহাদের) সঃ বীণাবেণুতলোন্নাদঃ (সেই বীণা বেণু ও করতালির শব্দ) দিবম্ অস্পৃশৎ (আকাশে পরিব্যাপ্ত হইল)॥ ১০॥

অনুবাদ—সেই যজ্ঞে ঋত্বিগ্‌গণ, সদস্যগণ, বহুজ্ঞ সভাসদ্‌গণ ও শ্রেষ্ঠ বন্ধুগণ সুমধুর বাক্য, অলঙ্কারাদি ও দক্ষিণার দ্বারা সম্যক্ পূজিত হইলে এবং শিশুপাল, যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রবিষ্ট হইলে তৎপরে যুধিষ্ঠিরাদি সকলে গঙ্গায় অবভৃথ নামক যজ্ঞান্তস্নান করিলেন॥ ৮॥ [ঐ যজ্ঞান্তস্নান কিরূপ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাই বর্ণনা করিতেছেন।] সেই যজ্ঞান্তস্নানোৎসবে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, ধুন্ধুরী, আনক, গোমুখ ও নানাবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল॥ ৯॥ তখন নর্ত্তকীগণ আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল এবং গায়কগণ আনন্দিত হইয়া দলে দলে গান করিতে লাগিল। তাহাদিগের সেই বীণা, বেণু ও করতালির শব্দে আকাশ পরিব্যাপ্ত হইল॥ ১০॥

শ্রীধর—ঋত্বিজশ্চ সদস্যাশ্চ সভাসদো বহুবিদশ্চ তেষু স্বিষ্টেষু সম্যক্ পূজিতেষু সূনৃতং প্রিয়বাক্ সমর্হণমলঙ্কারাদি দক্ষিণাশ্চ প্রসিদ্ধাস্তাভিঃ। দ্যুনদ্যাং গঙ্গায়াম্॥ ৮-১০॥

চিত্রধ্বজপতাকাগ্রৈরিভেন্দ্রস্যন্দনার্ব্বভিঃ।
স্বলঙ্কৃতৈর্ভটৈর্ভূপা নির্যযু রুক্মমালিনঃ॥ ১১॥
যদুসৃঞ্জয়কাম্বোজ-কুরুকেকয়কোশলাঃ।
কম্পয়ন্তো ভুবং সৈন্যৈর্যজমানপুরসরাঃ॥ ১২॥
সদস্যর্ত্বিগ্‌দ্বিজশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মঘোষেণ ভূয়সা।
দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্বাস্তুষ্টুবুঃ পুষ্পবর্ষিণঃ॥ ১৩॥
স্বলঙ্কৃতা নরা নার্য্যো গন্ধস্রগ্‌ভূষণাম্বরৈঃ।
বিলিম্পন্ত্যোঽভিষিঞ্চন্ত্যো বিজহ্রুর্বিবিধৈ রসৈঃ॥ ১৪॥

অন্বয়—রুক্মমালিনঃ (স্বর্ণমালাধারী) যদুসৃঞ্জয়কাম্বোজ-কুরুকেকয়কোশলাঃ ভূপাঃ (যদু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কুরু, কেকয় ও কোশলবংশীয় ভূপতিগণ) যজমানপুরঃসরাঃ [সন্তঃ] (যজমান যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে লইয়া) চিত্রধ্বজপতাকাগ্রৈঃ ইভেন্দ্রস্যন্দনার্ব্বভিঃ (বিবিধ বর্ণের ধ্বজ ও পতাকাগ্রবিশিষ্ট গজরাজ, রথ ও অশ্বসমূহ,) স্বলঙ্কৃতৈঃ ভটৈঃ [চ সহ] (এবং উত্তমরূপে অলঙ্কৃত সৈন্যসমূহের সহিত) সৈন্যৈঃ ভুবং কম্পয়ন্তঃ (সৈন্যভারে পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে) [অবভৃথস্নানার্থং ততঃ] (অবভৃথস্নান করিবার নিমিত্ত যজ্ঞভূমি হইতে) নির্যযুঃ (নির্গত হইলেন)। সদস্যর্ত্বিগ্‌দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ [চ] (এবং সদস্যগণ, ঋত্বিগ্‌গণ ও দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ) ভূয়সা ব্রহ্মঘোষেণ (উচ্চ বেদধ্বনি করিতে করিতে) [নির্যযুঃ] (নির্গত হইলেন)। [তদা] (তখন) দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্বাঃ (দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ ও গন্ধর্ব্বগণ) পুষ্পবর্ষিণঃ [সন্তঃ] (পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে) তুষ্টুবুঃ (প্রশংসা করিতে লাগিলেন)॥ ১১-১৩॥

নরাঃ নার্য্যঃ [চ] (নর ও নারীগণ) গন্ধস্রগ্‌ভূষণাম্বরৈঃ (গন্ধ, মাল্য, ভূষণ ও বস্ত্রসমূহের দ্বারা) স্বলঙ্কৃতাঃ [সত্যঃ] (বিভূষিত হইয়া) বিবিধৈঃ রসৈঃ (বিবিধ রসের দ্বারা) বিলিম্পন্ত্যঃ অভিষিঞ্চন্ত্যঃ [চ] (বিলিপন ও অভিষেচন করিতে করিতে) বিজহ্রুঃ (বিহার করিতে লাগিল)॥ ১৪॥

অনুবাদ—কনকমালাধারী যদু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কুরু, কেকয় ও কোশলবংশীয় ভূপতিগণ যজমান যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে লইয়া বিবিধ বর্ণের ধ্বজ ও পতাকাগ্রবিশিষ্ট গজরাজ, রথ, অশ্ব ও উত্তমরূপে অলঙ্কৃত সৈন্যসমূহ ও চতুরঙ্গ সেনার সহিত সৈন্যভারে পৃথিবী কম্পিত করিতে করিতে যজ্ঞান্তস্নান করিবার নিমিত্ত যজ্ঞভূমি হইতে নির্গত হইলেন। সদস্যগণ, ঋত্বিগ্‌গণ এবং দ্বিজশ্রেষ্ঠগণও উচ্চৈঃ বেদধ্বনি করিতে করিতে বহির্গত হইলেন। তখন দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ ও গন্ধর্বগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ১১—১৩॥ নরনারীগণ গন্ধ, মাল্য, ভূষণ ও বস্ত্রসমূহের দ্বারা বিভূষিত হইয়া তৈলাদি বিবিধ রসের দ্বারা পরস্পরকে বিলেপন ও অভিষেচন করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন॥ ১৪॥

শ্রীধর—চিত্রাণি ধ্বজপতাকাগ্রাণি যেষু তৈরিভেন্দ্রৈঃ স্যন্দনৈঃ অর্ব্বভিরশ্বৈঃ ভটৈশ্চ এবং চতুরঙ্গৈঃ সৈন্যৈর্নির্যযুঃ॥ ১১॥ যজমানো যুধিষ্ঠিরঃ পুরঃসরো যেষাং তে॥ ১২॥ সদস্যা ঋত্বিজোঽন্যে চ দ্বিজশ্রেষ্ঠা নির্যযুঃ॥ ১৩॥

তৈলগোরস-গন্ধোদ-হরিদ্রাসান্দ্রকুঙ্কুমৈঃ।
পুংভির্লিপ্তাঃ প্রলিম্পন্ত্যো বিজহ্রুর্বারযোষিতঃ॥ ১৫॥

গুপ্তা নৃভির্নিরগমন্নুপলব্ধুমেতদ্দেব্যো যথা দিবি বিমানবরৈর্নৃদেব্যঃ।
তা মাতুলেয়সখিভিঃ পরিষিচ্যমানাঃ সব্রীড়হাসবিকসদ্বদনা বিরেজুঃ॥ ১৬॥

তা দেবরানুত সখীন সিষিচুর্দৃতীভিঃ ক্লিন্নাম্বরা বিবৃতগাত্রকুচোরুমধ্যাঃ।
ঔৎসুক্যমুক্তকবরাচ্চ্যবমানমাল্যাঃ ক্ষোভং দধুর্মলধিয়াং রুচিরৈর্বিহারৈঃ॥ ১৭॥

অন্বয়—বারযোষিতঃ (বারবনিতাগণ) পুংভিঃ (পুরুষগণকর্ত্তৃক) তৈলগোরসগন্ধোদ হরিদ্রাসান্দ্রকুঙ্কুমৈঃ (তৈল, গোরস, গন্ধজল, হরিদ্রা ও গাঢ় কুঙ্কুমের দ্বারা) লিপ্তাঃ [সত্যঃ] (লিপ্তা হইয়া) [তান] প্রলিম্পন্ত্যঃ (ও তাহাদিগকে লিপ্ত করিয়া) বিজহ্রুঃ (বিহার করিতে লাগিল)॥ ১৫॥

এতৎ উপলব্ধুং (ঐ সমস্ত দর্শন করিবার নিমিত্ত) দিবি (আকাশে) বিমানবরৈঃ (শ্রেষ্ঠ বিমানযোগে) দেব্যঃ যথা [নিরগুঃ, তথা] (দেবরমণীগণ যেমন বহির্গতা হইলেন, সেইরূপ) নৃদেব্যঃ (রাজপত্নীগণ) নৃভিঃ গুপ্তাঃ [সত্যঃ] (রক্ষিগণকর্ত্তৃক রক্ষিতা হইয়া) রথাদিভিঃ নিরগমন (রথাদিযোগে বহির্গতা হইলেন)। তাঃ (আর তাঁহারা) মাতুলেয় সখিভিঃ (শ্রীকৃষ্ণ গদ প্রভৃতি পতির মাতুলপুত্র ও তাঁহাদের বন্ধুগণকর্ত্তৃক) পরিষিচ্যমানাঃ (জলসিঞ্চনে অভিষিক্তা হইতে থাকিলে) সব্রীড়হাসবিকসদ্বদনাঃ [সত্যঃ] বিরেজুঃ (সলজ্জহাস্যে প্রফুল্লমুখী হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন)॥ ১৬॥

ক্লিন্নাম্বরাঃ (জলসিঞ্চনে রাজপত্নীগণের বস্ত্র অভিষিক্ত হইলে), বিবৃতগাত্রকুচোরুমধ্যাঃ (তাঁহাদের গাত্র, স্তন, ঊরু ও কটিদেশ প্রকাশিত হইয়া পড়ল) ঔৎসুক্যমুক্তকবরাৎ চ্যবমানমাল্যাঃ (এবং ঔৎসুক্যহেতু কবরী মুক্ত হওয়ায় তাহা হইতে মালা খসিয়া পড়িতে লাগিল, এই অবস্থায়) তাঃ (তাঁহারা) দৃতীভিঃ (চর্ম্মময় জলসিঞ্চনপাত্রের দ্বারা) দেবরান উত সখীন (শ্রীকৃষ্ণাদি দেবরগণকে ও তাঁহাদের বন্ধুগণকে) সিষিচুঃ (অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন) রুচিরৈঃ বিহারৈঃ (এবং মনোহর বিহারের দ্বারা) মলধিয়াং (কামিগণের) ক্ষোভং দধুঃ (চিত্তচাঞ্চল্য উৎপাদন করিতে লাগিলেন)॥ ১৭॥

অনুবাদ—আর বারবনিতাগণ পুরুষগণ কর্ত্তৃক তৈল, গোরস, গন্ধজল, হরিদ্রা ও গাঢ় কুঙ্কুমের দ্বারা লিপ্তা হইয়া ও তাহাদিগকে লিপ্ত করিয়া বিহার করিতে লাগিল॥ ১৫॥ এই সমস্ত দর্শন করিবার নিমিত্ত আকাশে শ্রেষ্ঠ বিমানযোগে দেবরমণীগণ যেমন বহির্গতা হইলেন, সেইরূপ রাজপত্নীগণও রক্ষিগণ কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইয়া রথাদিযোগে পুরী হইতে বহির্গতা হইলেন। আর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ, গদ প্রভৃতি পতির মাতুলপুত্র ও তাঁহাদের সখীদের দ্বারা জলসিঞ্চনে অভিষিক্তা হইতে থাকিলে সলজ্জ হাস্যে প্রফুল্লমুখী হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ১৬॥ জলসিঞ্চনে রাজপত্নীগণের বস্ত্র অভিষিক্ত হইল, তাঁহাদের গাত্র, স্তন,, ঊরু ও কটীদেশ প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং ঔৎসুক্যহেতু কবরী মুক্ত হওয়ায় তাহা হইতে মালা খসিয়া পড়িতে লাগিল, এই অবস্থায় তাঁহারা চর্ম্মময় জলসিঞ্চন-পাত্রের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণাদি দেবরগণকে ও তাঁহাদের বন্ধুগণকে অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন এবং মনোহর বিহারের দ্বারা কামিগণের চিত্ত-চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতে লাগিলেন॥ ১৭॥

শ্রীধর—কিঞ্চ গন্ধাদিভিঃ স্বলঙ্কৃতা নরা নার্য্যশ্চ মিথো বিজহ্রুঃ॥ ১৪॥ রসানেবাহ—তৈলেতি। কিঞ্চ সান্দ্রকুঙ্কুমাদিভিঃ পুম্ভির্লিপ্তাস্তান প্রলিম্পন্ত্যো বারযোষিতশ্চ বিজহ্রুঃ॥ ১৫॥

স সম্রাড্ রথমারূঢ়ঃ সদশ্বং রুক্মমালিনম্ ।
ব্যরোচত স্বপত্নীভিঃ ক্রিয়াভিঃ ক্রতুরাড়িব ॥ ১৮ ॥
পত্নীসংযাজাবভৃথ্যৈশ্চরিত্বা তে তমৃত্বিজঃ ।
আচান্তং স্নাপয়াঞ্চক্রুর্গঙ্গায়াং সহ কৃষ্ণয়া ॥ ১৯ ॥
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্নরদুন্দুভিভিঃ সমম ।
মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ ॥ ২০ ॥
সস্নুস্তত্র ততঃ সর্ব্বে বর্ণাশ্রমযুতা নরাঃ ।
মহাপাতক্যপি যতঃ সদ্যো মুচ্যেত কিল্বিষাৎ ॥ ২১ ॥

অন্বয়—সঃ সম্রাট (সেই সম্রাট যুধিষ্ঠির) স্বপত্নীভিঃ সহ (স্বীয় পত্নীদিগের সহিত) সদশ্বং রুক্মমালিনং রথম (উত্তম অশ্বযুক্ত ও স্বর্ণমালায় মণ্ডিত রথে) আরূঢ়ঃ (সন্) (আরোহণ করিয়া) ক্রিয়াভিঃ ক্রতুরাট্ ইব (অঙ্গক্রিয়া সমন্বিত মূর্ত্তিমান রাজসূয় যজ্ঞের ন্যায়) ব্যরোচত (শোভা পাইতে লাগিলেন) ॥ ১৮ ॥

(অথ) পত্নীসংযাজাবভৃথ্যৈঃ চরিত্বা (পত্নীসংযাজ নামক যাগবিশেষ এবং অবভৃথ নামক যজ্ঞান্তস্নানসম্বন্ধীয় কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিয়া) আচান্তং তং (মহারাজ যুধিষ্ঠির আচমন করিলে তাঁহাকে) তে ঋত্বিজঃ (সেই ঋত্বিগ্‌গণ) কৃষ্ণয়া সহ (দ্রৌপদীর সহিত) গঙ্গায়াং স্নাপয়াঞ্চক্রুঃ (গঙ্গায় স্নান করাইলেন) ॥ ১৯ ॥

(তদা) (তখন) নরদুন্দুভিভিঃ সমম (নরগণের দুন্দুভির সঙ্গে সঙ্গে) দেবদুন্দুভয়ঃ নেদুঃ (দেবগণের দুন্দুভিও বাজিয়া উঠিল) দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ চ (এবং দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণ) পুষ্পবর্ষাণি মুমুচুঃ (পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন) ॥ ২০ ॥

ততঃ (অতঃপর, মহারাজ যুধিষ্ঠির স্নান করিলে পরে) বর্ণাশ্রমযুতাঃ সর্ব্বে নরাঃ (বর্ণাশ্রমী সমস্ত লোক) তত্র (তথায়) সস্নুঃ (স্নান করিলেন), যতঃ (কারণ) (তত্র) (সেই অবভৃথ স্নান করিলে) মহাপাতকী অপি (মহাপাতকী ব্যক্তিও) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) কিল্বিষাৎ (পাপ হইতে) মুচ্যেত (মুক্ত হইয়া থাকে) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ তৎপরে সেই সম্রাট্ যুধিষ্ঠির নিজ পত্নীদিগের সহিত উত্তম অশ্বযুক্ত ও স্বর্ণমালায় মণ্ডিত রথে আরোহণ করিয়া অঙ্গক্রিয়াসমন্বিত মূর্ত্তিমান্ রাজসূয় যজ্ঞের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর পত্নীসংযাজনামক যাগবিশেষ এবং অবভৃথ নামক যজ্ঞান্তস্নান সম্বন্ধীয় কার্য্যসকল অনুষ্ঠান করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির আচমন করিলে পর সেই ঋত্বিগ্‌গণ তাঁহাকে দ্রৌপদীর সহিত গঙ্গায় স্নান করাইলেন ॥১৯॥ তখন নরগণের দুন্দুভির সঙ্গে সঙ্গে দেবগণের দুন্দুভিও বাজিয়া উঠিল এবং দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন । ২০ ॥ মহারাজ যুধিষ্ঠির স্নান করিলে পর বর্ণাশ্রমী সমস্ত লোক তথায় স্নান করিলেন। কারণ সেই অবভৃথ স্নান করিলে তাহার ফলে মহাপাতকী ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

শ্রীধর—নৃভির্গুপ্তা বধ্বাদিযানৈর্দেব্যো রাজপত্ন্যো নিরগমন নিরগুঃ। এতদুপলক্ষং বিমানবরৈর্দেব্যো যথা তদ্বৎ। মাতুলেয়ৈঃ সখিভিশ্চ পরিতঃ সিচ্যমানাঃ, সব্রীড়েন হাসেন বিকসন্তি বদনানি যাসাং তাঃ ॥ ১৬ ॥ দেবরান্ পতিভ্রাতৄন্ উত সখীন্ সখীনপি। দৃতভিকদকনোদনচর্ম্মযন্ত্রৈঃ সেচনপাত্রৈশ্চ, মলধিয়াং কামিনাম ॥ ১৭ ॥

অথ রাজাহতে ক্ষৌমে পরিধায় স্বলঙ্কৃতঃ।
ঋত্বিক্‌সদস্যবিপ্রাদীনানর্চ্চাভরণাম্বরৈঃ ॥ ২২ ॥
বন্ধূন্ জ্ঞাতীন্ নৃপান্ মিত্রসুহৃদোঽন্যাংশ্চ সর্ব্বশঃ।
অভীক্ষ্ণং পূজয়ামাস নারায়ণপরো নৃপঃ ॥ ২৩ ॥
সর্ব্বে জনাঃ সুররুচো মণিকুণ্ডলস্রগুষ্ণীষ-কঞ্চুকদুকূলমহার্ঘ্যহারাঃ।
নার্য্যশ্চ কুণ্ডলযুগালকবৃন্দজুষ্ট বক্ত্রশ্রিয়ঃ কনকমেখলয়া বিরেজুঃ ॥ ২৪ ॥
অথর্ত্বিজো মহাশীলাঃ সদস্যা ব্রহ্মবাদিনঃ।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা রাজানো যে সমাগতাঃ ২৫ ॥
দেবর্ষিপিতৃভূতানি লোকপালাঃ সহানুগাঃ।
পূজিতাস্তমনুজ্ঞাপ্য স্বধামানি যযুর্নৃপ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—অথ (অনন্তর) রাজা (মহারাজ যুধিষ্ঠির) অহতে ক্ষৌমে পরিধায় (নূতন পরিধেয় ও উত্তরীয় ক্ষৌম-বস্ত্রদ্বয় পরিধান করিয়া) স্বলংকৃতঃ [চ সন্] (ও উত্তমরূপে অলংকৃত হইয়া) আভরণাম্বরৈঃ ভূষণ ও বসনসমূহের দ্বারা) ঋত্বিক্‌সদস্যবিপ্রাদীন্ আনর্চ্চ (ঋত্বিক্, সদস্য ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতির পূজা করিলেন) ॥ ২২ ॥

[ততঃ] নারায়ণপরঃ নৃপঃ (তৎপরে নারায়ণপরায়ণ মহারাজ যুধিষ্ঠির) বন্ধূন্ (বান্ধবগণ), জ্ঞাতীন্ (জ্ঞাতিগণ, নৃপান্ (রাজগণ), মিত্রসুহৃদঃ (মিত্রগণ, সুহৃদগণ) অন্যান্ চ সর্বশঃ (এবং অন্যান্য সকলকে) অভীক্ষ্ণ পূজয়ামাস (সমধিক পূজা করিলেন অর্থাৎ প্রচুর বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদানে সম্মানিত করিলেন) ॥ ২৩ ॥

[তদা] (তখন) মণিকুণ্ডলস্রগুষ্ণীষ-কঞ্চুকদুকূলমহার্ঘ্যহারাঃ (মণিময়, কুণ্ডল, মাল্য, উষ্ণীষ, কঞ্চুক, বস্ত্র ও মহামূল্য হারে বিভূষিত) সর্বে জনাঃ (পুরুষগন) সুররুচঃ [সন্তঃ (দেবগণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট হইয়া) কুণ্ডলযুগালক বৃন্দজুষ্ট-বক্ত্রশ্রিয়ঃ নার্য্যঃ চ (এবং কুণ্ডলদ্বয় ও অলকাবলীর দ্বারা যাঁহাদিগের মুখসৌন্দর্য্য সুসমৃদ্ধ হইয়াছিল, সেই রমণীগণ) কনকমেখলয়া [উপলক্ষিতাঃ সত্যঃ] (কনকময় কটিহারে বিভূষিত হইয়া) বিরেজুঃ (শোভা পাইতে লাগিলেন) ॥ ২৪ ॥

নৃপঃ ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !) অথ (অনন্তর) মহাশীলাঃ ব্রহ্মবাদিনঃ (উত্তমচরিত্র ও ব্রহ্মবাদী) ঋত্বিজঃ (ঋত্বিগ্‌গণ), সদস্যাঃ (সদস্যগণ), ব্রহ্মক্ষত্রবিট্‌শূদ্রাঃ ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্যগণ, শূদ্রগণ), রাজানঃ (রাজগণ), দেবর্ষিপিতৃভূতানি (দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, ভূতগণ), সহানুগাঃ লোকপালাঃ (অনুচরগণের সহিত লোকপালগণ) যে সমাগতাঃ [তে সর্বে চ] (এবং অপর যাহারা তথায় সমুপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে) [রাজ্ঞা] পূজিতাঃ [সন্তঃ] (মহারাজ যুধিষ্ঠিরকর্তৃক পূজিত হইয়া) তম্ অনুজ্ঞাপ্য (তাহার অনুমতি লইয়া) স্বধামানি যযুঃ (নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন ॥ ২৫-২৬ ॥

অনুবাদ - অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির নূতন পরিধেয় ও উত্তরীয় ক্ষৌমবস্ত্রদ্বয় পরিধান করিয়া এবং উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইয়া ভূষণ ও বসন দ্বারা ঋত্বিক্ সদস্য ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতির পূজা করিলেন ॥ ২২ ॥ তৎপরে নারায়ণপরায়ণ মহারাজ যুধিষ্ঠির বান্ধবগণ, জ্ঞাতিগণ, রাজগণ, মিত্রগণ, সুহৃদ্‌গণ ও অন্যান্য সকলকে সমধিক পূজা করিলেন অর্থাৎ প্রভূত বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদানে তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিলেন ॥ ২৩ ॥ তখন

শ্রীধর—ক্রিয়াভিরঙ্গক্রিয়াভিঃ ক্রতুরাট্ সশরীরো রাজসূয় ইব ॥ ১৮ ॥ পত্নীসংযাজো যাগবিশেষঃ অবভৃথসম্বন্ধি আবভৃথ্যঞ্চ তৈশ্চরিত্বা অনুষ্ঠায়েত্যর্থঃ ॥ ১৯—২১ ॥ অহতে নূতনে, আনর্চ্চ অর্চ্চিতবান্ ॥ ২২-২৩ ॥

হরিদাসস্য রাজর্ষে রাজসূয়মহোদয়ম্ ।
নৈবাতৃপ্যন্ প্রশংসন্তঃ পিবন্ মর্ত্ত্যোঽমৃতং যথা ॥ ২৭ ॥
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবান্ ।
প্রেম্ণা নিবাসয়ামাস কৃষ্ণঞ্চ ত্যাগকাতরঃ ॥ ২৮ ॥
ভগবানপি তত্রাঙ্গ ! ন্যবাৎসীৎ তৎপ্রিয়ঙ্করঃ ।
প্রস্থাপ্য যদুবীরাংশ্চ সাম্বাদীংশ্চ কুশস্থলীম্ । ২৯ ॥

অন্বয় মর্ত্ত্যঃ (মরণশীল মনুষ্য) অমৃতং পিবন (অমৃত পান করিয়া) যথা [ন তৃপ্যতি] যেমন পরিতৃপ্ত হয় না, পুনঃ পুনঃ পান করিতে থাকে , [তথা] (সেইরূপ) (তে সর্বে (তাঁহারা সকলে) হরিদাসস্য রাজর্ষেঃ (হরিভক্ত রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের) রাজসূয়মহোদয়ং প্রশংসন্তঃ (রাজসূয় যজ্ঞে মহাসমৃদ্ধির প্রশংসা করিয়া) ন এব অতৃপ্যন (পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না, পুনঃ পুনঃ প্রশংসাই করিতে লাগিলেন) ॥ ২৭ ॥

ততঃ (তৎপরে ত্যাগকাতরঃ রাজা যুধিষ্ঠির (স্বজনগণকে বিদায় দিতে যিনি কাতর হইয়া পড়েন, সেই মহারাজ যুধিষ্ঠির) প্রেম্ণা (প্রীতিভরে) সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবান কৃষ্ণং চ (ভীষ্মাদি সুহৃৎ, দ্রুপদাদি সম্বন্ধী ও বিরাটাদি বান্ধবগণকে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে) [স্বপুর্য্যাং] নিবাসয়ামাস (নিজ পুরীতে বাস করাইলেন, অর্থাৎ তাহার অনুরোধে তাঁহারা সকলে তথায় কিছুদিন বাস করিলেন) ॥ ২৮ ॥

অঙ্গ ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !) তৎপ্রিয়ঙ্কর (মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রিয়কারী) ভগবান অপি ভগবান শ্রীকৃষ্ণও) যদুবীরান চ সাম্বাদীন্ (যদুবীরগণকে ও সাম্ব প্রভৃতিকে) কুশস্থলীং প্রস্থাপ্য (দ্বারকায় পাঠাইয়া দিয়া) তত্র ন্যবাৎসীৎ (তথায় বাস করিতে লাগিলেন) ॥ ২৯ ॥

মণিময় কুণ্ডল, মাল্য, উষ্ণীষ, কঞ্চুক, বস্ত্র ও মহামূল্য হারে বিভূষিত পুরুষগণ, দেবগণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট হইয়া এবং কুণ্ডলদ্বয় ও অলকাবলীতে যাঁহাদিগের মুখসৌন্দর্য্য সুসমৃদ্ধ হইয়াছিল, সেই রমণীগণ কনকময় মেখলায় বিভূষিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! অনন্তর উত্তমচরিত্র ও ব্রহ্মবাদী ঋত্বিগ্‌গণ, সদস্যগণ, ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্যগণ, শূদ্রগণ, রাজগণ, দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, ভূতগণ, অনুচরগণের সহিত লোকপালগণ এবং অপর যাঁহারা তথায় সমুপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকর্তৃক পূজিত হইয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন । ২৫-২৬ ॥

অনুবাদ—মরণশীল মনুষ্য অমৃত পান করিয়া যেমন পরিতৃপ্ত হয় না, পুনঃ পুনঃ পান করিতে থাকে, সেইরূপ তাঁহারা সকলে হরিভক্ত রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সমৃদ্ধির প্রশংসা করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন না (পুনঃ পুনঃ প্রশংসাই করিতে লাগিলেন) ॥ ২৭ ॥ তৎপরে স্বজনগণকে বিদায় দিতে যিনি কাতর হইয়া পড়েন, সেই মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রীতিবশে ভীষ্মাদি সুহৃৎ, দ্রুপদাদি সম্বন্ধী ও বিরাটাদি বান্ধবগণকে এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ পুরীতে বাস করাইলেন অর্থাৎ তাঁহার অনুরোধে তাঁহার স্বজনগণ তথায় কিছুদিন রহিয়া গেলেন ॥ ২৮ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ । মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রিয়কারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদুবীরগণকে ও সাম্ব প্রভৃতিকে দ্বারকায় পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং তথায় বাস করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

শ্রীধর—সুরাণামিব রুক্ কান্তির্যেষাং তে, মণিকুণ্ডলৈঃ সহিতাঃ স্রগুষ্ণীষাদয়ো যেষাং তে, কুণ্ডলযুগেন অলকবৃন্দেন চ জুষ্টা বক্ত্রশ্রীর্যাসাং তাঃ ॥ ২৪—২৯ ॥

ইত্থং রাজা ধর্ম্মসুতো মনোরথমহার্ণবম্।
সুদুস্তরং সমুত্তীর্য্য কৃষ্ণেনাসীদ্গতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥
একদান্তঃপুরে তস্য বীক্ষ্য দুর্য্যোধনঃ শ্রিয়ম্।
অতপ্যদ্ রাজসূয়স্য মহিত্বঞ্চাচ্যুতাত্মনঃ ॥ ৩১ ॥
যস্মিন্ নরেন্দ্রদিতিজেন্দ্রসুরেন্দ্রলক্ষ্মীর্নানা বিভান্তি কিল বিশ্বসৃজোপকৢপ্তাঃ।
তাভিঃ পতীন্ দ্রুপদরাজসুতোপতস্থে যস্যাং বিষক্তহৃদয়ঃ কুরুরাড়তপ্যৎ ॥ ৩২ ॥

অন্বয় – রাজা ধর্ম্মসুতঃ (মহারাজ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির) কৃষ্ণেন (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে) ইত্থং (এই প্রকারে) সুদুস্তরং মনোরথমহার্ণবং (সুদুস্তর মনোরথরূপ মহাসাগর) সমুত্তীর্য্য (সমুত্তীর্ণ হইয়া) গতজ্বরঃ আসীৎ (নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন) ॥ ৩০ ।

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরের যে প্রভাব বর্ণনা করিলাম, দুর্য্যোধনের তাহা সহ্য হয় নাই, সুতরাং যুধিষ্ঠিরের তাদৃশ প্রভাবই তাহার অনুতাপের কারণ। এ অনুতাপ বৃদ্ধি পাইবার দ্বিতীয় কারণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন।] একদা (একদিন) দুর্য্যোধনঃ (দুর্য্যোধন) অচ্যুতাত্মনঃ তস্য (শ্রীকৃষ্ণে নিবিষ্টচিত্ত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের) অন্তঃপুরে (অন্তঃপুরে) শ্রিয়ং রাজসূয়স্য মহিত্বং চ (রাজসম্পদ ও রাজসূয় যজ্ঞের মহিমা) বীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) অতপ্যৎ (সন্তপ্ত হইলেন) ॥ ৩১ ॥

যস্মিন্ (মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরে) বিশ্বসৃজোপকৢপ্তাঃ (ময়দানব কর্তৃক সংস্থাপিত) নানা নরেন্দ্রদিতিজেন্দ্র-সুরেন্দ্রলক্ষ্মীঃ (নরেন্দ্র, দৈত্যেন্দ্র ও দেবেন্দ্রগণের নানাবিধ সম্পদ) বিভান্তি কিল (শোভা পাইতেছিল) দ্রুপদরাজসুতা (দ্রুপদরাজনন্দিনী) তাভিঃ [সহ] (ঐ সকল সম্পদের দ্বারা) পতীন্ উপতস্থে (যুধিষ্ঠিরাদি পতিগণের সেবা করিতেছিলেন); কুরুরাট্ (কুরুরাজ দুর্য্যোধন) যস্যাং বিষক্তহৃদয়ঃ [সন্] (সেই মহিষীতে ঈর্ষ্যাহেতু আবিষ্টচিত্ত হইয়া) অতপ্যৎ (সন্তাপ করিতে লাগিলেন) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—ধর্ম্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে এই প্রকারে সুদুস্তর মনোরথমহাসাগরে সম্যক্ উত্তীর্ণ হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥ [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরের যে প্রভাব বর্ণনা করিলাম, তাহা দুর্য্যোধনের সহ্য হয় নাই। যুধিষ্ঠিরের তাদৃশ প্রভাবই তাঁহার অনুতাপের কারণ। ঐ অনুতাপ বৃদ্ধি হওয়ার দ্বিতীয় কারণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন।] একদিন দুর্য্যোধন কৃষ্ণে নিবিষ্টচিত্ত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরে ঐশ্বর্য ও রাজসূয় যজ্ঞের মহিমা দর্শন করিয়া সন্তপ্ত হইলেন ॥ ৩১ ॥ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরে ময়দানবকর্ত্তৃক সংস্থাপিত, নরেন্দ্র, দৈত্যেন্দ্র ও দেবেন্দ্রগণের নানাবিধ সম্পদ্ শোভা পাইতেছিল; দ্রুপদরাজনন্দিনী ঐ সকল সম্পদের সহিত যুধিষ্ঠিরাদি পতিগণের সেবা করিতেছিলেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধন ঈর্ষ্যাহেতু দ্রৌপদীর প্রতি আবিষ্টচিত্ত হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

শ্রীধর—গতজ্বরো নিশ্চিন্ত আসীৎ ॥ ৩০ ॥ অচ্যুতে আত্মা যস্য তস্য ॥ ৩১ ॥ নরেন্দ্রাদীনাং লক্ষ্মীর্লক্ষ্ম্যো বিভূতয়ো বিশ্বসৃজা ময়েন উপকৢপ্তা বিরচিতাঃ তাভিঃ সহ। কুরুরাট্ দুর্য্যোধনঃ অতপ্যৎ ॥ ৩২ ॥

যস্মিংস্তদা মধুপতের্ম্মহিষীসহস্রং শ্রোণীভরেণ শনকৈঃ ক্বণদঙ্ঘ্রিশোভম্।
মধ্যে সুচারু কুচকুঙ্কুমশোণহারং শ্রীমন্মুখং প্রচলকুণ্ডলকুন্তলাঢ্যম্ ॥ ৩৩ ॥

সভায়াং ময়ক্লৃপ্তায়াং ক্বাপি ধর্ম্মসুতোঽধিরাট্।
বৃতোঽনুজৈর্ব্বন্ধুভিশ্চ কৃষ্ণেনাপি স্বচক্ষুষা ॥ ৩৪ ॥
আসীনঃ কাঞ্চনে সাক্ষাদাসনে মঘবানিব।
পারমেষ্ঠ্যশ্রিয়া জুষ্টঃ স্তূয়মানশ্চ বন্দিভিঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয় যস্মিন (মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরে) তদা (তখন) শ্রোণীভরেণ (নিতম্বদেশের গুরুত্বনিবন্ধন) শনকৈঃ [চলৎ] যাহারা ধীরে ধীরে চলিতেছিলেন ক্বণদঙ্ঘ্রিশোভং (শব্দায়মান নূপুর সমন্বিত চরণসমূহের দ্বারা যাঁহাদের শোভা হইয়াছিল) মধ্যে সুচারু (যাঁহাদের মধ্যভাগ মনোহর), কুচকুঙ্কুমশোণহারং (স্তনলিপ্ত কুঙ্কুমের দ্বারা যাঁহাদের হারসমূহ রক্তবর্ণ হইয়াছিল) শ্রীমন্মুখং (যাঁহাদের বদনমণ্ডল শ্রীসম্পন্ন ছিল) প্রচলকুণ্ডলকুন্তলাঢ্যং (এবং চঞ্চল কুণ্ডল ও কেশরাজিতে মণ্ডিত) মধুপতেঃ মহিষীসহস্রং (কৃষ্ণের অসংখ্য স্ত্রী) অশোভত (শোভা পাইতেছিলেন) ॥ ৩৩ ॥

ক্বাপি (কোনও সময়ে, সেই সময়ে) অধিরাট্ ধর্ম্মসুতঃ (রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির) ময়ক্লৃপ্তায়াং সভায়াং (ময়দানব নির্মিত সভায়) অনুজৈঃ (অনুজগণ) বন্ধুভিঃ (বন্ধুগণ) স্বচক্ষুষা কৃষ্ণেন অপি চ (এবং হিতাহিতজ্ঞাপক নিজ চক্ষুঃস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণে) বৃতঃ (পরিবৃত) কাঞ্চনে আসনে আসীনঃ (কাঞ্চনময় আসনে উপবিষ্ট) পারমেষ্ঠ্যশ্রিয়া জুষ্টঃ (ব্রহ্মার সম্পদে সমৃদ্ধ) বন্দিভিঃ স্তূয়মানঃ চ (এবং বন্দিগণকর্তৃক স্তুত হইয়া) সাক্ষাৎ মঘবান ইব শুশুভে (সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন) ॥ ৩৪ ৩৫ ।

অনুবাদ—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরে তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য পত্নী শোভা পাইতেছিলেন; নিতম্বদেশের গুরুত্বহেতু ঐ সকল কৃষ্ণপত্নী ধীরে ধীরে গমনাগমন করিতেছিলেন, শব্দায়মান নূপুরসমন্বিত চরণের দ্বারা তাঁহাদের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যভাগ মনোহর ছিল, স্তনলিপ্ত কুঙ্কুমের দ্বারা তাঁহাদের হারসমূহ রক্তবর্ণ হইয়াছিল, তাঁহাদের বদনমণ্ডল শ্রীসম্পন্ন ছিল এবং চঞ্চল কুণ্ডলে ও কেশরাজিতে তাঁহারা মণ্ডিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ তৎকালে মহারাজ যুধিষ্ঠির ময়দানব-নির্মিত রাজসভায় অনুজগণ, বন্ধুগণ ও হিতাহিতজ্ঞাপক নিজের চক্ষুঃস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণে পরিবৃত, কাঞ্চনময় আসনে উপবিষ্ট, পারমেষ্ঠ্য অর্থাৎ ব্রহ্মার সম্পদে সমৃদ্ধ এবং বন্দিগণকর্ত্তৃক স্তুত হইয়া সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৩৪-৩৫ ॥

শ্রীধর—মহিষীসহস্রমিতি বহুত্বোপলক্ষণম্। ক্বণদ্ভিরঙ্ঘ্রিভিঃ শোভা যস্য, মধ্যে সুচারু সুচারুমধ্যমিত্যর্থঃ, কুচকুঙ্কুমৈঃ শোণা হারা যস্য তৎ, শ্রীমন্তি মুখানি যস্য তৎ, চলৈঃ কুণ্ডলৈঃ কুন্তলৈশ্চ আঢ্যং সম্পন্নম্ অশোভতেতি শেষঃ ॥ ৩৩ ॥ ক্বাপি কদাচিৎ স বিরেজ ইতি শেষঃ। স্বস্য চক্ষুষা হিতাহিতজ্ঞাপকেন ॥ ৩৪-৩৫ ॥

তত্র দুর্য্যোধনো মানী পরীতো ভ্রাতৃভির্নৃপ !।
কিরীটমালী ন্যবিশদসিহস্তঃ ক্ষিপন রুষা ॥ ৩৬ ॥
স্থলেঽভ্যগৃহ্ণাদ্বস্ত্রান্তং জলং মত্বা স্থলেঽপতৎ।
জলে চ স্থলবদ্ভ্রান্ত্যা ময়মায়াবিমোহিতঃ ॥ ৩৭ ॥
জহাস ভীমস্তং দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ো নৃপতয়োঽপরে।
নিবার্য্যমাণা অপ্যঙ্গ। রাজ্ঞা কৃষ্ণানুমোদিতাঃ ॥ ৩৮ ॥

নৃপ। (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ) [তস্মিন্নেব কালে] (ঠিক সেই সময়ে) কিরীটমালী মানী দুর্য্যোধনঃ (কিরীট ও মালাধারী অভিমানী দুর্য্যোধন) অসিহস্ত ভ্রাতৃভিঃ পরীতঃ [চ সন] (অসিহস্তে ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া) রুষা ক্রোধে) [দ্বারপালান] ক্ষিপন (দ্বারপালগণকে তিরস্কার করিতে করিতে) তত্র ন্যবিশৎ (তথায় প্রবেশ করিলেন) ॥ ৩৬ ॥

[প্রবিষ্টঃ সঃ] (সভাস্থলে প্রবেশ করিয়াই দুর্য্যোধন) ময়মায়াবিমোহিতঃ [সন] (ময়দানবের মায়ায় অর্থাৎ শিল্পচাতুর্য্যে বিমোহিত হইয়া) স্থলে জলং মত্বা (স্থলে জল মনে করিয়া) [তত্র] স্থলে বস্ত্রান্তম অভ্যগৃহ্ণাৎ (সেই স্থলে বস্ত্রপ্রান্ত উত্তোলন করিতে লাগিলেন) জলে চ (এবং জলে) স্থলবদ্ভ্রান্ত্যা অপতৎ (স্থলভ্রমে নিপতিত হইলেন) ॥৩৭॥

অঙ্গ। (হে রাজন।) [তদা] (তখন) তং দৃষ্ট্বা (ঐরূপ দুর্দ্দশাপন্ন দুর্য্যোধনকে দর্শন করিয়া) ভীমঃ জহাস (ভীমসেন হাসিয়া উঠিলেন) [তথা] (সেইরূপ) অপরে নৃপতয়ঃ (অপরাপর রাজগণ) স্ত্রিয়ঃ [চ] (ও রমণীগণ) রাজ্ঞা নিবার্য্যমাণাঃ অপি (মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও) কৃষ্ণানুমোদিতাঃ [সন্তঃ] ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদনক্রমে [জহসুঃ] (হাসিয়া উঠিলেন) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ। ঠিক সেই সময়েই কিরীট ও মালাধারী অভিমানী দুর্য্যোধন অসিহস্তে ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া ক্রোধে (দ্বারপালগণকে) তিরস্কার করিতে করিতে তথায় প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ সভাস্থলে প্রবেশ করিয়াই দুর্য্যোধন ময়দানবের মায়ায় অর্থাৎ শিল্পচাতুর্য্যে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন, তিনি স্থলে জল মনে করিয়া বস্ত্রপ্রান্ত উত্তোলন করিতে লাগিলেন এবং স্থলভ্রমে জলে নিপতিত হইতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ হে রাজন! তখন ভীমসেন ঐরূপ দুর্দ্দশাপন্ন দুর্য্যোধনকে দর্শন করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং অপরাপর রাজগণ ও রমণীগণ মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন পাইয়া হাসিয়া উঠিলেন। ৩৮।

শ্রীধর—মানী সাহঙ্কারঃ, কিরীটঞ্চ মালা চ বিদ্যেতে যস্য সঃ, ন্যবিশৎ বিবেশ। ক্ষিপন দ্বাঃস্থান্ নিক্ষিপন ।৩৬। তত্র স্থলে বস্ত্রান্তম্ অভ্যগৃহ্ণাৎ আকুঞ্চিতবান। কুতঃ? তস্মিন স্থলে এব ভ্রান্ত্যা জলং মত্বা। জলে চাপতৎ। কুতঃ? স্থলবদ্ভ্রান্ত্যা ॥ ৩৭-৩৮ ॥

স ব্রীড়িতোঽবাগ্বদনো রুষা জ্বলন্ নিষ্ক্রম্য তূষ্ণীং প্রযযৌ গজাহ্বয়ম্।
হাহেতি শব্দঃ সুমহানভূৎ সতা-মজাতশত্রুর্ব্বিমনা ইবাভবৎ॥
বভূব তূষ্ণীং ভগবান্ ভুবো ভরং জিহীর্ষুর্ভ্রমতি স্ম যদ্দৃশা॥ ৩৯॥
এতৎ তেঽভিহিতং রাজন্! যৎপৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া।
সুযোধনস্য দৌরাত্ম্যং রাজসূয়ে মহাক্রতৌ॥ ৪০॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
দুর্য্যোধনমানভঙ্গো নাম পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৫॥

অন্বয়—[তদা] সঃ (তখন দুর্যোধন) ব্রীড়িতঃ অবাগ্বদনঃ [চ সন] (লজ্জিত ও অধোমুখ হইয়া) রুষা জ্বলন (ক্রোধে জ্বলিতে জ্বলিতে) তূষ্ণীং [ততঃ] নিষ্ক্রম্য (মৌনভাবে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া) গজাহ্বয়ং প্রযযৌ (হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন)। তদা] (তৎকালে) সতাং (সজ্জনগণের মধ্যে) সুমহান হা হা ইতি শব্দ (সুমহান "হাহাকার" শব্দ অভূৎ। উত্থিত হইল। অজাতশত্রু (এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির) বিমনা ইব অভবৎ। চ] (যেন বিমনা হইয়া পড়িলেন । যদ্দৃশা (আর ময়দানবের মায় নিমিত্তমাত্র হইলেও যাহার দৃষ্টিমাত্রে [দুর্যোধন] উচ্চৈ ভ্রমতি স্ম (দুর্যোধন অতিশয় ভ্রমে নিপতিত হইয়াছিলেন), ভুব ভরং জিহীর্ষু পৃথিবীর ভারহরণেচ্ছু) [স] ভগবান্ (সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) তূষ্ণীং বভূব (নীরব রহিলেন)॥ ৩৯॥

রাজন্! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) ইহ রাজসূয়ে মহাক্রতৌ (এই স্থলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ বর্ণনাপ্রসঙ্গে) যৎ (যাহা) ত্বয়া অহং পৃষ্টঃ (আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন), সুযোধনস্য [তৎ এতৎ দৌরাত্ম্যং (দুর্যোধনের সেই দৌরাত্ম্যের অর্থাৎ মন্দস্বভাবের কথা)] [ময়া] তে অভিহিতম (আমি আপনার নিকট বর্ণনা করিলাম)॥ ৪০॥

অনুবাদ—অনন্তর দুর্য্যোধন লজ্জিত ও অধোমুখ হইয়া ক্রোধে জ্বলিতে জ্বলিতে মৌনভাবে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে সজ্জনগণের মধ্যে সুমহান্ "হাহাকার" শব্দ উত্থিত হইল এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির যেন কিছু বিমনা হইয়া পড়িলেন। আর ময়দানবের মায়া নিমিত্তমাত্র হইলেও যাহার দৃষ্টিমাত্রে দুর্য্যোধন অতিশয় ভ্রমে নিপতিত হইয়াছিলেন। পৃথিবীর ভারহরণেচ্ছু সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নীরব রহিলেন॥ ৩৯। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এইস্থলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ বর্ণনাপ্রসঙ্গে আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, দুর্য্যোধনের সেই দৌরাত্ম্যের কথা আমি আপনার নিকটে বর্ণনা করিলাম॥ ৪০॥

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত॥

শ্রীধর—ভুবো ভরং ভারং জিহীর্ষু র্হর্ত্তুমিচ্ছু অদ্য সম্পাদিতেন কলহবীজেন একদা সংহারং করিষ্যামীতি মত্বেতি। কিঞ্চ যস্য দৃশা দৃষ্টিমাত্রেণ দুর্য্যোধনো ভ্রমতি স্ম ভ্রান্তিং প্রাপ, ময়মায়া তু নিমিত্তমাত্রম, স ভূভারহরণবীজং দুর্য্যোধনস্য ভ্রমং ভীমাদিহাসেন চ তস্য পরাভবং বিধায় তূষ্ণীমাসা দত্যাহ॥ ৩৯॥ ৪০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়॥ ৭৫॥

———

ফেলাপব

পঞ্চসপ্ততিতমে ক্রতুকৃত্যে তত্র কঃ কিমকবোদিতি বর্ণ্যম।
অবভৃথ্য-কুতুকঞ্চ বিমানো মন্যুমাংশ্চ ধৃতরাষ্ট্রতনূজঃ ॥

[এই অধ্যায়ে বাজস্য় যজ্ঞে কে কোন কার্য্য কবিযাছে তাহাব বর্ণনা, অবভৃথ্য স্নানের বর্ণনা এবং মান-ভঙ্গ হেতু দুর্য্যোধনেব ক্রোধেব কথা বর্ণিত আছে।]

বিবরণী

যুধিষ্ঠিবেব রাজসূয যজ্ঞে দুর্য্যোধন ব্যতীত আব সকলেই আনন্দলাভ কবিযাছে এই কথা শ্রীশুক মুখে শুনিযা পবীক্ষিৎ রাজা দুর্য্যোধনেব অসন্তোষেব কাবণ জানিতে চাহিলেন। প্রসঙ্গ পাইযা শ্রীশুকদেব যজ্ঞে কে কোন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, যজ্ঞান্ত-স্নানে কি আনন্দ হইযাছিল ও সর্বশেষে দুর্য্যোধনেব অশান্তিব কারণগুলি বলিযাছেন।

বাজসূয যজ্ঞে ভীমসেন পাকশালায অধ্যক্ষপদে, দুর্য্যোধন ধনাধ্যক্ষপদে, সহদেব পূজন কার্য্যে, নকুল নানাবিধ দ্রব্য সংগ্রহে, অর্জ্জন সজ্জনেব শুশ্রূষায শ্রীকৃষ্ণ পাদপ্রক্ষালনে, দ্রৌপদী পবিবেষণে, কর্ণ দানে নিযুক্ত ছিলেন। যজ্ঞান্তে সকলে স্নান কবিযাছিলেন, স্নান মহোৎসবে মৃদঙ্গ শঙ্খ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজিযাছিল।

সকল বাজন্যবর্গ যুধিষ্ঠিবকে অগ্রে লইযা সৈন্যসামন্ত সহ শোভাযাত্রা কবিযা বাহিব হইযাছিলেন। উৎসব দর্শনে বিমানে দেবতাগণ উপস্থিত হইযাছিলেন। যুধিষ্ঠিব মহাবাজকে মূর্ত্তিমান্ বাজসূয যজ্ঞেব মতো দেখাইতেছিল। যুধিষ্ঠিব-দ্রৌপদী স্নান কবিলেন, তাঁহাবা নিজেবা অলঙ্কৃত হইযা সকলকে বস্ত্রালঙ্কাবে সাজাইলেন। উৎসবান্তে সকলে যুধিষ্ঠিবেব অনুমতি লইযা নিজ নিজ স্থানে গমন কবিলেন।

এই সকল ঐশ্বর্য্য দেখিযা দুর্য্যোধন ঈর্ষ্যাগ্রস্ত হইলেন। একদিন যুধিষ্ঠিব মহারাজ বাজসভায বসিযা আছেন, পার্শ্বে ভ্রাতৃগণ পবিবাবগণ ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আছেন। এমন সময দুর্য্যোধন আসিলেন, ক্রোধে অগ্নিশমা। ক্রোধেব হেতু এই যে, তিনি মযদানবেব মাযাবচিত কৌশলে স্থলভাগকে জল মনে কবিযা বস্ত্রপ্রান্ত উত্তোলন কবিযাছিলেন, আবাব জলকে স্থল মনে কবিয়া তাহাতে পডিযা গিয়াছিলেন। তখন ভীমসেন ও অন্যান্য নৃপতিগণ ও স্ত্রীলোকেবা দুর্য্যোধনেব অবস্থা দর্শনে হাসিযাছিল। ঐরূপ হাসিতে যুধিষ্ঠির নিষেধ কবিযাছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অনুমোদন করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি লজ্জায় অবনত বদনে ক্রোধোদ্দীপ্ত মনে সভা হইতে বাহিব হইযা গিযা হস্তিনাপুব চলিযা গেলেন। এই ব্যাপারে যুধিষ্ঠিব মহাবাজ ও অন্যান্য অনেকে দুঃখ প্রকাশ কবিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মৌন হইযা রহিলেন।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

১। ময়দানবের নির্ম্মিত সভামণ্ডপে বহু মায়াময় কৌশল বিদ্যমান ছিল। এই হেতু "ময়-মায়া-বিমোহিতঃ" দুর্য্যোধনের জলকে স্থল, স্থলকে জল মনে হওয়ায় একবার স্থলেই বস্ত্র তুলেন, আর একবার জলেই পড়িয়া যান। ইহা দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠে। যুধিষ্ঠির সকলকে হাসিতে নিষেধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ভ্রূভঙ্গি করিয়া হাসিতে অনুমোদন করেন (হসত ইতি ভ্রুবা দত্তানুমতয়ঃ)। ব্যাপারটায় যুধিষ্ঠির দুঃখপ্রকাশ করিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রহিলেন মৌন। শ্রীকৃষ্ণের এই আচরণের হেতু বলিয়াছেন, শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে দুইটি কথা দ্বারা (১) যদ্দৃশা দুর্য্যোধনো ভ্রমতি, (২) ভুবোভারং সমুজ্জিহীর্ষুঃ। দুর্য্যোধনের যে ভ্রান্তি হইয়াছিল ইহার মূল কারণ ময়দানবের নির্মাণ কৌশল নহে,—শ্রীকৃষ্ণ এমনভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন, যাহাতে দুর্য্যোধন ঐরূপ ভ্রান্তিতে পতিত হন। যস্য দৃশা দৃষ্টিমাত্রেণৈব দুর্য্যোধনঃ ভ্রমতি স্ম। ময়মায়া তু নিমিত্তমাত্রমিতি ভাবঃ। শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপ দৃষ্টিপাত কেন করিলেন—তার কারণ এই যে তিনি পৃথিবীর ভার হরণ করিতে আসিয়াছেন। ভার হরণ করিতে হইলে কুরুপাণ্ডবের মধ্যে একটা কলহের প্রয়োজন। দুর্য্যোধন রাজসূয় যজ্ঞে ধনাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন তাহাও শ্রীকৃষ্ণের ব্যবস্থাতেই। "ধনাধ্যক্ষঃ সুযোধনঃ" সুতরাং যজ্ঞের সময় বাহ্যতঃ কোন কলহ নাই। দুর্য্যোধনের মানভঙ্গ হইতেই কলহের বীজ উপ্ত হইল। ভুবো ভারং হর্ত্তুমিচ্ছোঃ কলহবীজোত্থাপনাদিতি ভাবঃ। সর্প হইয়া দংশন করেন, ওঝা হইয়া ঝাড়েন। সবই সেই ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা।

দুর্য্যোধনের মানভঙ্গ নামক পঁচাত্তর অধ্যায়ের ফেলালব-নামা ভাবানুবাদ সমাপ্ত।

———

ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

অথান্যদপি কৃষ্ণস্য শৃণু কর্মাদ্ভুতং নৃপ !।
ক্রীড়ানরশরীরস্য যথা সৌভপতির্হতঃ ॥ ১ ॥

শিশুপালসখঃ শাল্বো রুক্মিণ্যুদ্বাহ আগতঃ।
যদুভির্নির্জ্জিতঃ সংখ্যে জরাসন্ধাদয়স্তথা ॥ ২ ॥

শাল্বঃ প্রতিজ্ঞামকরোৎ শৃণ্বতাং সর্ব্বভূভুজাম্।
অযাদবাং ক্ষ্মাং করিষ্যে পৌরুষং মম পশ্যত ॥ ৩ ॥

[এই অধ্যায়ে যাদবগণের সহিত শাল্বের যুদ্ধারম্ভ ও প্রদ্যুম্নের পরাক্রম বর্ণনা করা হইতেছে।]

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) নৃপ ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !) অথ (অনন্তর) ক্রীড়ানরশরীরস্য কৃষ্ণস্য (ক্রীড়ার নিমিত্ত নরশরীরধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) অন্যদপি অদ্ভুতং কর্ম্ম (আরও অদ্ভুত কর্ম্ম) শৃণু (শ্রবণ করুন), যথা (যে প্রকার কর্ম্মে) সৌভপতিঃ হতঃ (সৌভনামক বিমানের অধিপতি শাল্ব নিহত হইয়াছিল) ॥ ১ ॥

শিশুপালসখঃ শাল্বঃ (শিশুপালের সখা শাল্ব) রুক্মিণ্যুদ্বাহে আগতঃ [সন্] (রুক্মিণীদেবীর বিবাহে আগমন করিয়া) জরাসন্ধাদয়ঃ [যথা] তথা (জরাসন্ধ প্রভৃতির ন্যায়) যদুভিঃ (যাদবগণ কর্ত্তৃক) সংখ্যে (যুদ্ধে) নির্জ্জিতঃ [অভূৎ] (পরাজিত হইয়াছিল) ॥ ২ ॥

[তদা] শাল্বঃ (তখন শাল্ব) সর্বভূভূজাং শৃণ্বতাং [সতাং] (সমাগত রাজগণকে শুনাইয়া) প্রতিজ্ঞাম্ অকরোৎ (প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল)—[অহং] (আমি) ক্ষ্মাং (পৃথিবীকে) অযাদবাং করিষ্যে (যাদবশূন্য করিব), [যূয়ং] (তোমরা) মম (আমার) পৌরুষং পশ্যত (পৌরুষ দেখিবে) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! অনন্তর ক্রীড়ার নিমিত্ত যিনি নরশরীর ধারণ করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরও অদ্ভুত কর্ম শ্রবণ করুন, তাঁহার যে প্রকার কর্ম্মে সৌভনামক বিমানের অধিপতি শাল্ব নিহত হইয়াছিল ॥ ॥ শিশুপালের সখা শাল্ব রুক্মিণীদেবীর বিবাহে আগমন করিয়া জরাসন্ধ প্রভৃতির ন্যায় যাদবগণকর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিল ॥ ২ ॥ তখন শাল্ব সমাগত রাজগণকে শুনাইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল—আমি পৃথিবীকে যাদবশূন্যা করিব ; তোমরা আমার পরাক্রম দর্শন করিও ॥ ৩ ॥

শ্রীধর—ততঃ ষট্সপ্ততিতমে বৃষ্ণিশাল্যমহামৃধে। দ্যুমদ্গদাপ্রহারেণ রণাৎ প্রদ্যুম্ননির্গমঃ ॥
সম্পাদ্য ধর্ম্মরাজস্য রাজসূয়মহোদয়ম্। নিহত্য সৌভরাজাদীনথোপারমদচ্যুতঃ ॥ ১-৩ ॥

ইতি মূঢ়ঃ প্রতিজ্ঞায় দেবং পশুপতিং প্রভুম্।
আরাধয়ামাস নৃপঃ পাংসুমুষ্টিং সকৃদ্‌গ্রসন্ ॥ ৪ ॥
সংবৎসরান্তে ভগবানাশুতোষ উমাপতিঃ।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস শাল্বং শরণমাগতম্ ॥ ৫ ॥
দেবাসুরমনুষ্যাণাং গন্ধর্কোরগরক্ষসাম্।
অভেদ্যং কামগং বব্রে স যানং বৃষ্ণিভীষণম্ ॥ ৬ ॥
তথেতি গিরিশাদিষ্টো ময়ঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
পুরং নির্ম্মায় শাল্বায় প্রাদাৎ সৌভময়স্ময়ম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—মূঢ় নৃপ (মূঢ় শাল্ব রাজা) ইতি প্রতিজ্ঞায় (এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া) সকৃৎ পাংসুমুষ্টিং গ্রসন্ (প্রত্যহ একবার এক মুষ্টি ধূলি ভক্ষণ করিয়া) দেবং প্রভুং পশুপতিং (দেব প্রভু পশুপতির) আরাধয়ামাস (আরাধনা করিতে লাগিল) ॥ ৪ ॥

সংবৎসরান্তে (এক বৎসর ঐরূপে আরাধনা করিলে তৎপরে) ভগবান উমাপতি আশুতোস (ভগবান উমাপতি আশুতোষ) [প্রসন্ন হইয়া] শরণম্ আগতম্ শাল্বং (শরণাগত শাল্বকে) বরেণ ছন্দয়ামাস (বর গ্রহণ করিতে বলিলেন) ॥ ৫ ॥

[তদা] (তখন) স (শাল্ব) [আশুতোষের নিকটে] দেবাসুর মনুষ্যাণাং (দেবতা, অসুর, মনুষ্য), গন্ধর্বোরগ-রক্ষসাম্ (গন্ধর্ব, সর্প ও রাক্ষসগণের) অভেদ্যং (অভেদ্য) বৃষ্ণিভীষণং (ও যাদবগণের ভয়াবহ) কামগং যানং (ইচ্ছানুরূপ গমনশীল বিমান) বব্রে (প্রার্থনা করিল) ॥ ৬ ॥

[স] তথা ইতি [আহ] (ভগবান্ মহাদেব "তাহাই হইবে" বলিলেন), [ততঃ] গিরিশাদিষ্ট (তৎপরে ভগবান্ গিরিশ আদেশ করিলে) পরপুরঞ্জয়ঃ (শত্রুপুরজয়ী ময়দানব) অয়স্ময়ং সৌভং পুরং (লৌহময় সৌভনামক পুরাকার বিমান) নির্ম্মায় (নির্ম্মাণ করিয়া) শাল্বায় প্রাদাৎ (শাল্বকে প্রদান করিল) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—মূঢ় রাজা শাল্ব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রত্যহ একবার একমুষ্টি ধূলি ভক্ষণ করতঃ দেবদেব প্রভু পশুপতির আরাধনা করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥ একবৎসর এইরূপে আরাধনা করিলে পরে ভগবান্ উমাপতি আশুতোষ প্রসন্ন হইয়া শরণাগত শাল্বকে বর গ্রহণ করিতে বলিলেন ॥ ৫ ॥ তখন শাল্ব ভগবান্ আশুতোষের নিকটে দেবতা, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, ও রাক্ষসগণের অভেদ্য এবং যাদবগণের ভয়াবহ, ইচ্ছানুরূপ গতিশীল এক বিমান প্রার্থনা করিল ॥ ৬ ॥ তখন ভগবান মহাদেব "তাহাই হইবে" বলিলেন। তৎপরে ভগবান্ গিরীশ আদেশ করিলে শত্রুপুরবিজয়ী ময়দানব, লৌহময় সৌভনামক পুরাকার এক বিমান নির্মাণ করিয়া শাল্বকে প্রদান করিল ॥ ৭ ॥

শ্রীধর—প্রত্যহং সকৃৎ পাংসুমুষ্টিমেকাং গ্রসন্ ভক্ষয়ন্ ॥ ৪ ॥ সংবৎসরান্ত ইতি। আশুতোষোঽপি ভগবানুমাপতিঃ শ্রীকৃষ্ণবিদ্বিষি শাল্বে বরস্য বৈফল্যং মন্যমানো ন শীঘ্রং প্রাদুরভূৎ। তস্যার্তিনিবন্ধমালক্ষ্য সংবৎসরান্তে চ বরেণ চ্ছন্দয়ামাস ইচ্ছাং কারিতবান্ বরং বৃণীষ্বেত্যুবাচেত্যর্থঃ ॥ ৫-৬ ॥

স লব্ধ্বা কামগং যানং তমোধাম দুরাসদম্।
যযৌ দ্বারবতীং শাল্বো বৈরং বৃষ্ণিকৃতং স্মরন্ ॥ ৮॥
নিরুধ্য সেনয়া শাল্বো মহত্যা ভরতর্ষভ!।
পুরীং বভঞ্জোপবনান্যুদ্যানানি চ সর্ব্বশঃ ॥ ৯ ॥
সগোপুরাণি দ্বারাণি প্রাসাদাট্টালতোলিকাঃ।
বিহারান্ স বিমানাগ্র্যান্নিপেতুঃ শস্ত্রবৃষ্টয়ঃ ॥ ১০ ॥
শিলা দ্রুমাশ্চাশনয়ঃ সর্পা আসারশর্করাঃ।
প্রচণ্ডশ্চক্রবাতোঽভূদ্রজসা চ্ছাদিতা দিশঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—সঃ শাল্ব (সেই শাল্ব) তমোধাম (অন্ধকারের আশ্রয়) দুরাসদং (দুষ্প্রাপ্য) কামগং যানং (কামচারী বিমান) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) বৃষ্ণিকৃতং বৈরং) স্মরন্ (যদুগণকর্তৃক আচরিত শত্রুতা স্মরণ করতঃ) দ্বারবতীং যযৌ (দ্বারকায় গমন করিল ॥ ৮ ॥

ভরতর্ষভ! (হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ!) সঃ শাল্বঃ (ঐ শাল্ব) মহত্যা সেনয়া (বিপুল সেনার দ্বারা) পুরীং নিরুধ্য (দ্বারকাপুরী অবরোধ করিয়া) সর্বশঃ (প্রায় সমস্ত) উপবনানি (উপবন) উদ্যানানি (উদ্যান), সগোপুরাণি দ্বারাণি (পুরদ্বার, সাধারণ দ্বার) প্রাসাদাট্টালতোলিকাঃ (গৃহ, অট্টালিকা ভিত্তি) বিহারান্ চ (ও ক্রীড়াস্থানসমূহ) বভঞ্জ (ভাঙ্গিয়া ফেলিল), [তস্য] বিমানাগ্র্যাৎ (তাহার সেই সৌভনামক বিমানশ্রেষ্ঠ হইতে) শস্ত্রবৃষ্টয়ঃ (অস্ত্রবৃষ্টি), শিলা (প্রস্তর) দ্রুমাঃ (বৃক্ষ), অশনয়ঃ (বজ্র) সর্পাঃ (সর্প) আসারশর্করা চ (ও শিলাবৃষ্টি) নিপেতুঃ (নিপতিত হইতে লাগিল)। [তদা] (তখন) প্রচণ্ডঃ চক্রবাতঃ অভূৎ (প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল) রজসা দিশঃ ছাদিতাঃ [অভূৎ] (এবং ধূলিরাশিতে দিক্‌সমূহ সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল) ॥ ৯—১১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সেই শাল্ব দুষ্প্রাপ্য অন্ধকারময় কামচারী-বিমান লাভ করিয়া যাদবগণকর্তৃক আচরিত শত্রুতা স্মরণ করতঃ দ্বারকায় গমন করিল ॥ ৮ ॥ হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ! ঐ শাল্ব বিপুল সেনার দ্বারা দ্বারকাপুরী অবরোধ করিয়া প্রায় সমস্ত উপবন, উদ্যান, পুরদ্বার, সাধারণ দ্বার, গৃহ, অট্টালিকা, ভিত্তি ও ক্রীড়াস্থানসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তাহার সেই সৌভনামক বিমানশ্রেষ্ঠ হইতে অস্ত্রবৃষ্টি, প্রস্তর, বৃক্ষ, বজ্র, সর্প ও শিলাবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল এবং ধূলিরাশিতে দিক্‌সমূহ সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল ॥ ৯—১১ ॥

শ্রীধর—তথেতি প্রতিজ্ঞায় গিরিশেনাদিষ্টঃ ময়ঃ অয়স্ময়ং লৌহময়ং পুরং সৌভসংজ্ঞং নির্ম্মায় রচয়িত্বা প্রাদাৎ ॥ ৭ ॥ তমসোঽন্ধকারস্য ধাম আশ্রয়ম্, অন্যৈর্দু্রাসদম্ দুষ্প্রাপ্যম্ ॥ ৮-৯ ॥ প্রাসাদা গৃহাশ্চ অট্টালাস্তদুপরিগৃহাশ্চ তোলিকাস্তৎপর্য্যন্ত-কুড্যানি চ তাঃ, বিহারান্ ক্রীড়াস্থানানি চ স বভঞ্জ। কিঞ্চ বিমানাগ্র্যাৎ তস্মাৎ শস্ত্রবৃষ্ট্যাদয়ো নিপেতুঃ ॥ ১০ ॥ আসারশর্করা ধারাসম্পাতবজ্জলোপলাঃ ॥ ১১ ॥

ইত্যর্দ্দ্যমানা সৌভেন কৃষ্ণস্য নগরী ভৃশম্।
নাভ্যপদ্যত শং রাজংস্ত্রিপুরেণ যথা মহী ॥ ১২ ॥
প্রদ্যুম্নো ভগবান্ বীক্ষ্য বাধ্যমানা নিজাঃ প্রজাঃ।
মা ভৈষ্টেত্যভ্যধাদ্বীরো রথারূঢ়ো মহাযশাঃ ॥ ১৩ ॥
সাত্যকিশ্চারুদেষ্ণশ্চ সাম্বোঽক্রূরঃ সহানুজঃ।
হার্দ্দিক্যো ভানুবিন্দশ্চ গদশ্চ শুকসারণৌ ॥ ১৮ ॥
অপরে চ মহেষ্বাসা রথযূথপ-যূথপাঃ।
নির্যযুর্দ্দংশিতা গুপ্তা রথেভাশ্বপদাতিভিঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—রাজন্! (হে রাজন্!) ত্রিপুরেণ [অর্দ্দ্যমানা] মহী যথা (ত্রিপুরাসুর কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইতে থাকিলে পৃথিবী যেমন সুখলাভ করিতে পারে নাই সেইরূপ) সৌভেন (শাল্বের সৌভনামক বিমানকর্ত্তৃক) ইতি (এইরূপে) ভৃশম্ অর্দ্দ্যমানা (অতীব পীড়িত হইতে থাকিলে) কৃষ্ণস্য নগরী (কৃষ্ণনগরী দ্বারকা) শং ন অভ্যপদ্যত (সুখলাভ করিতে পারিল না) ॥ ১২ ॥

[তদা] (তখন) মহাযশাঃ বীরঃ ভগবান্ প্রদ্যুম্নঃ (মহাযশস্বী বীর ভগবান্ প্রদ্যুম্ন) নিজাঃ প্রজাঃ (নিজেদের প্রজাগণকে) বাধ্যমানাঃ বীক্ষ্য (প্রপীড়িত হইতে দেখিয়া) মা ভৈষ্ট ইতি [উক্ত্বা] ("তোমরা ভয় করিও না" এইরূপ বলিয়া) রথারূঢ়ঃ [সন্] (রথে আরোহণ করতঃ) অভ্যধাৎ (শাল্বের অভিমুখে ধাবিত হইলেন) ॥ ১৩ ॥

সাত্যকিঃ (সাত্যকি), চারুদেষ্ণঃ (চারুদেষ্ণ) সাম্বঃ চ (সাম্ব), সহানুজ অক্রূর (অনুজগণের সহিত অক্রূর), হার্দ্দিক্যঃ (কৃতবর্ম্মা,) ভানুবিন্দঃ (ভানুবিন্দ), গদঃ চ (গদ), শুকসারণৌ চ (শুক ও সারণ) অপরে মহেষ্বাসাঃ রথযূথপযূথপাঃ চ (এবং অপরাপর মহাধনুর্দ্ধর দলপতিদিগের প্রধানগণও) দংশিতাঃ (বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক) রথেভাশ্বপদাতিভিঃ গুপ্তাঃ [সন্তঃ] (রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিসমূহে রক্ষিত হইয়া) নির্যযুঃ (যুদ্ধার্থ পুরী হইতে বহির্গত হইলেন) ॥ ১৪-১৫ ॥

অনুবাদ— হে রাজন্! ত্রিপুরাসুরকর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইতে থাকিলে পৃথিবী যেমন সুখলাভ করিতে পারে নাই, সেইরূপ শাল্বের সৌভনামক বিমানকর্ত্তৃক এইরূপে অতীব পীড়িত হইতে থাকিলে কৃষ্ণনগরী দ্বারকা সুখলাভ করিতে পারিল না ॥ ১২ ॥ তখন মহাযশস্বী বীর ভগবান্ প্রদ্যুম্ন নিজেদের প্রজাগণকে প্রপীড়িত হইতে দেখিয়া "তোমরা ভয় করিও না" এইরূপ বলিয়া রথে আরোহণ করতঃ শাল্বের অভিমুখে ধাবিত হইলেন ॥ ১৩ ॥ সাত্যকি, চারুদেষ্ণ, সাম্ব, অনুজগণের সহিত অক্রূর, কৃতবর্ম্মা, ভানুবিন্দ, গদ, শুক ও সারণ এবং অপরাপর মহাধনুর্দ্ধর দলপতিদিগের প্রধানগণও তখন বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক রথ, হস্তী, অশ্ব ও পদাতিসমূহে রক্ষিত হইয়া যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত পুরী হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ১৪-১৫ ॥

শ্রীধর—শং সুখং নাভ্যপদ্যত ॥ ১২-১৫ ॥

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং শাল্বানাং যদুভিঃ সহ।
যথাসুরাণাং বিবুধৈস্তুমুলং লোমহর্ষণম ॥ ১৬ ॥
তাশ্চ সৌভপতের্মায়া দিব্যাস্ত্রৈ রুক্মিণীসুতঃ।
ক্ষণেন নাশয়ামাস নৈশং তম ইবোষ্ণগুঃ ॥ ১৭ ॥
বিব্যাধ পঞ্চবিংশত্যা স্বর্ণপুঙ্খৈরয়োমুখৈঃ।
শাল্বস্য ধ্বজিনীপালং শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ ॥ ১৮ ॥
শতেনাতাড়য়চ্ছাল্বমেকৈকেনাস্য সৈনিকান।
দশভির্দ্দশভির্নেতৄন্ বাহনানি ত্রিভিস্ত্রিভিঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—ততঃ (তৎপরে) বিবুধৈঃ অসুরাণাং যথা (দেবগণের সহিত অসুরগণের যেরূপ তুমুল রোমহর্ষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ) যদুভিঃ সহ (যাদবগণের সহিত) শাল্বানাং (শাল্বপক্ষীয়দিগের) তুমুলং লোমহর্ষণং যুদ্ধং (তুমুল রোমহর্ষণ যুদ্ধ) প্রববৃতে (আরম্ভ হইল) ॥ ১৬ ॥

উষ্ণগুঃ নৈশং তমঃ ইব (সূর্য্যদেব যেমন কিরণজালের দ্বারা নৈশ অন্ধকার বিনাশ করেন সেইরূপ) রুক্মিণীসুতঃ (রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন) দিব্যাস্ত্রৈঃ (দিব্যাস্ত্রসমূহের দ্বারা) ক্ষণেন (ক্ষণকালের মধ্যে) সৌভপতেঃ তাঃ মায়াঃ চ (সৌভপতি শাল্বের সেই সকল মায়া) নাশয়ামাস (বিনাশ করিয়া ফেলিলেন) ॥ ১৭ ॥

[কিঞ্চ সঃ] (আর তিনি) স্বর্ণপুঙ্খৈঃ সন্নতপর্বভিঃ (মূলদেশ স্বর্ণময় ও গ্রন্থিসমূহ নিমগ্ন এইরূপ) অয়োমুখৈঃ পঞ্চবিংশত্যা শরৈঃ (পঞ্চবিংশতি লৌহমুখ শরের দ্বারা) শাল্বস্য ধ্বজিনীপালং (শাল্বের সেনাপতিকে) বিব্যাধ (বিদ্ধ করিলেন) ॥ ১৮ ॥

[ততঃ সঃ] (তৎপরে তিনি) শতেন শরৈঃ (শতসংখ্যক বাণের দ্বারা) শাল্বম (শাল্বকে), একৈকেন (এক একটি বাণের দ্বারা) অস্য সৈনিকান্ (তাহার সৈন্যদিগকে), দশভিঃ দশভিঃ (দশ দশটি বাণের দ্বারা) নেতৄন (সারথিদিগকে) ত্রিভিঃ ত্রিভিঃ (এবং তিন তিনটি বাণের দ্বারা) বাহনানি (অশ্ব, গজ ও রথ প্রভৃতি বাহনসমূহকে) অতাডয়ং (আঘাত করিলেন) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—তৎপরে দেবগণের সহিত অসুরগণের যেরূপ তুমুল রোমহর্ষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, যাদবগণের সহিত শাল্বপক্ষীয়গণের সেইরূপ তুমুল রোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল॥ ১৬॥ সূর্য্যদেব যেমন স্বীয় কিরণজালের দ্বারা নৈশ অন্ধকার বিনাশ করেন, রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন সেইরূপ স্বীয় দিব্যাস্ত্রসমূহের দ্বারা ক্ষণকালের মধ্যে সৌভপতি শাল্বের সেই সকল মায়া বিনাশ করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৭ ॥ আর তিনি মূলদেশ সুবর্ণময় ও গ্রন্থিসমূহ 'নিমগ্ন, এইরূপ পঞ্চবিংশতি লৌহমুখ শরের দ্বারা শাল্বের সেনাপতিকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৮ ॥ তৎপরে তিনি একশত বাণের দ্বারা শাল্বকে, এক একটি বাণের দ্বারা তাহার সৈন্যদিগকে, দশ দশটি বাণের দ্বারা সারথিদিগকে এবং তিন তিনটি বাণের দ্বারা অশ্ব, গজ ও রথ প্রভৃতি বাহনসমূহকে আঘাত করিলেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীধর—তুমুলং ব্যাকুলম্, লোমহর্ষণং রৌদ্রম্ ॥ ১৬ ॥ নৈশং নিশি ভবং তম উষ্ণগুঃ সূর্য্য ইব ॥ ১৭ ॥

তদদ্ভুতং মহৎ কর্ম্ম প্রদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ।
দৃষ্ট্বা তং পূজয়ামাসুঃ সর্ব্বে স্বপরসৈনিকাঃ ॥ ২০ ॥
বহুরূপৈকরূপং তদ্ দৃশ্যতে ন চ দৃশ্যতে।
মায়াময়ং ময়কৃতং দুর্বিভাব্যং পরৈরভূৎ ॥ ২১ ॥
ক্বচিদ্ভূমৌ ক্বচিদ্ব্যোম্নি গিরিমূর্দ্ধ্নি জলে ক্বচিৎ।
অলাতচক্রবদ্ ভ্রাম্যৎ সৌভং তদ্ দুরবস্থিতম্ ॥ ২২ ॥
যত্র যত্রোপলক্ষ্যেত সসৌভঃ সহসৈনিকঃ।
শাল্বস্ততস্ততোঽমুঞ্চন্ শরান সাত্বতযূথপাঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—মহাত্মনঃ প্রদ্যুম্নস্য (মহাত্মা প্রদ্যুম্নের) তৎ অদ্ভুতং মহৎ কর্ম (সেই অদ্ভুত মহৎ কর্ম্ম) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) স্বপরসৈনিকাঃ সর্বে (স্বপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় সৈন্য সকলেই) তং পূজয়ামাসুঃ (তাঁহার প্রশংসা করিল ॥ ২০ ॥

ময়কৃতং (ময়দানববিরচিত) মায়াময়ং তৎ (মায়াময় ঐ সৌভবিমান) [কদাচিৎ] বহুরূপৈকরূপং (কোনও সময়ে বহুরূপ, কোনও সময়ে একরূপ), [ক্বচিৎ] দৃশ্যতে (কখনও দৃষ্টিগোচর)। [ক্বচিৎ] ন চ দৃশ্যতে (এবং কখনও বা দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে লাগিল), অতএব তৎ। (অতএব উহা) পরৈঃ (পরপক্ষ যাদবগণের) দুর্বিভাব্যম্ অভূৎ (চিন্তার অগোচর হইল) ॥ ২১ ॥

তৎ সৌভং (সেই সৌভনামক বিমান) ক্বচিৎ ভূমৌ (কখনও ভূতলে), ক্বচিৎ ব্যোম্নি (কখনও আকাশে), ক্বচিৎ গিরিমূর্দ্ধ্নি (কখনও পর্বত শিখরে), [ক্বচিৎ] জলে (কখনও বা জলে) অলাতচক্রবৎ (জ্বলন্ত অঙ্গারচক্রের ন্যায়) ভ্রাম্যৎ দুরবস্থিতম্ [অভূৎ] (ভ্রমণ করিতে লাগিল, কোথাও স্থির হইয়া থাকিল না) ॥ ২২ ॥

সহসৈনিকঃ (সৈন্যগণের সহিত) সসৌভঃ শাল্বঃ (সৌভবিমানবিহারী শাল্ব) যত্র যত্র (যে যে স্থানে) উপলক্ষ্যেত (দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল), সাত্বতযূথপাঃ (যাদবসেনাপতিগণ) ততঃ ততঃ (সেই সেই স্থানে) শরান্ অমুঞ্চন্ (বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—মহাত্মা প্রদ্যুম্নের সেই মহৎ অদ্ভুত কর্ম্ম দর্শন করিয়া স্বপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় সৈন্য সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ ময়দানব-বিরচিত মায়াময় ঐ সৌভবিমান কোনও সময়ে বহুরূপ, কোনও সময়ে একরূপ, কখনও দৃষ্টিগোচর এবং কখনও বা দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে লাগিল; সুতরাং উহা যে কি তাহা পরপক্ষ যাদবগণ ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না ॥ ২১ ॥ সেই সৌভনামক বিমান কখনও ভূতলে, কখনও আকাশে, কখনও পর্ব্বতশিখরে, কখনও বা জলে, জ্বলন্ত অঙ্গার চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল; কোথাও স্থির হইয়া রহিল না ॥ ২২ ॥ সৈন্যগণের সহিত সৌভবিমানবিহারী শাল্ব যে যে স্থানে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, যাদবসেনাপতিগণ সেই সেই স্থানে বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীধর—কিঞ্চ বিব্যাধেতি। স্বর্ণময়ানি পুঙ্খানি পৃষ্ঠপ্রান্তাঃ যেষাং তৈঃ, অয়ো লোহং তন্ময়ানি মুখানি অগ্রাণি যেষাং তৈঃ, ধ্বজিনীপালং সেনান্যম্, সন্নতানি নম্রাণি পর্বাণি গ্রন্থয়ো যেষাং তৈঃ ॥ ১৮ ॥ সৈনিকান্ ভটান্, নেতৄন্ সারথীন্ ॥ ১৯ ॥ স্বপরসেনয়োর্বর্ত্তমানাঃ সর্ব্বে পূজয়ামাসুঃ সম্মানিতবন্তঃ ॥ ২০ ॥

শরৈরগ্ন্যর্কসংস্পর্শৈরাশীবিষদুরাসদৈঃ।
পীড্যমানপুরানীকঃ শাল্বোঽমুহ্যৎ পরেরিতৈঃ ॥ ২৪ ॥
শাল্বানীকপশস্ত্রৌঘৈর্বৃষ্ণিবীরা ভৃশার্দ্দিতাঃ।
ন তত্যজু রণং স্বং স্বং লোকদ্বয়জিগীষবঃ ॥ ২৫ ॥
শাল্বামাত্যো দ্যুমান নাম প্রদ্যুম্নং প্রাক্ প্রপীড়িতঃ।
আসাদ্য গদয়া মৌর্ব্ব্যা ব্যাহত্য ব্যনদদ্বলী ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—অগ্ন্যর্কসংস্পর্শৈঃ (যে সকল শরের সংস্পর্শ অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় দাহক ও ব্যাপক) আশীবিষদুরাসদৈঃ (এবং যে সকল শর সর্পের ন্যায় দুঃসহ, তাদৃশ) পরেরিতৈঃ শরৈঃ (শত্রু যাদবগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শরসমূহের দ্বারা) পীড্যমানপুরানীকঃ শাল্বঃ (শাল্বের সৌভবিমান ও সৈন্যসমূহ পীড়িত অর্থাৎ বিধ্বস্ত হইতে থাকিলে, শাল্ব) অমুহ্যৎ (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল) ॥ ২৪ ॥

বৃষ্ণিবীরাঃ (এদিকে যদুবীরগণ) শাল্বানীকপশস্ত্রৌঘৈঃ (শাল্বপক্ষীয় সেনাপতিগণের অস্ত্রজালে) ভৃশার্দ্দিতাঃ [অপি] (অত্যন্ত পীড়িত হইয়াও) লোকদ্বয়জিগীষবঃ [সন্তঃ] (ক্ষাত্রধর্ম্মপালন করিয়া ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে ধর্ম্মার্জ্জিত উত্তম লোক লাভ করিবার ইচ্ছায়) স্বং স্বং রণং (নিজ নিজ যুদ্ধভূমি) ন তত্যজুঃ (পরিত্যাগ করিলেন না) ॥ ২৫ ॥

[অথ যঃ] প্রাক্ (অনন্তর যে পূর্বে) [প্রদ্যুম্নেন] প্রপীড়িতঃ [আসীৎ] (প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়াছিল), [সঃ] বলী (সেই বলশালী) দ্যুমান নাম শাল্বামাত্যঃ (দ্যুমান্ নামক শাল্বের অমাত্য) আসাদ্য (নিকটে আগমন করিয়া) মৌর্ব্ব্যা গদয়া (লৌহময়ী গদার দ্বারা) প্রদ্যুম্নং ব্যাহত্য (প্রদ্যুম্নকে প্রহার করতঃ) ব্যনদৎ (চীৎকার করিয়া উঠিল) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—যে সকল শরের সংস্পর্শ অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় দাহক ও ব্যাপক এবং যে সকল শর সর্পের ন্যায় দুঃসহ, শত্রু যাদবগণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত তাদৃশ শরসমূহের আঘাতে শাল্বের সৌভ বিমান ও সৈন্যসমূহ বিধ্বস্ত হইতে থাকিলে শাল্ব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিষয়ে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল ॥ ২৪ ॥ এদিকে যদুবীরগণ শাল্বপক্ষীয় সেনাপতিগণের অস্ত্রজালে অত্যন্ত নিপীড়িত হইয়াও ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করিয়া ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে ধর্ম্মার্জ্জিত উত্তম লোক লাভ করিবার ইচ্ছায় নিজ নিজ যুদ্ধভূমি পরিত্যাগ করিলেন না ॥ ২৫ ॥ বলশালী দ্যুমান নামক শাল্বের অমাত্য পূর্ব্বে প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়াছিল, অনন্তর সে নিকটে আগমন করতঃ লৌহময়ী গদার দ্বারা প্রদ্যুম্নকে প্রহার করিবা চিৎকার করিয়া উঠিল ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর—কদাচিৎ বহুরূপং কদাচিদেকরূপং ক্বচিৎ দৃশ্যতে ক্বচিন্ন দৃশ্যতে এবং দুর্ব্বিভাব্যং দুর্ব্বিতর্ক্যমভূৎ ॥ ২১ ॥ কিঞ্চ ক্বচিদিতি। এবং তৎ দুরবস্থিতমনবস্থিতঞ্চাভূৎ ॥ ২২ ২৩ ॥ অগ্নিবদ্দাহকঃ অর্কবৎ যুগপৎ সর্বতঃ সংস্পর্শো যেষাং তৈঃ, আশীবিষবদ একদেশস্পর্শমাত্রেণ মারকত্বাদ দুরাসদৈর্দুঃসহৈঃ, পীড্যমানং পুরম্ অনীকানি চ যস্য স, পরৈর্যদুভির্ঈরিতৈর্ম্মুক্তৈঃ ॥ ২৪ ॥ ভৃশার্দ্দিতা অপি স্বং স্বং রণং স্বাং স্বাং যুদ্ধভূমিম্ ॥ ২৫ ॥ মৌর্ব্ব্যা কার্ষ্ণায়সময্যা। ব্যাহত্য প্রহৃত্য ॥ ২৬ ॥

প্রদ্যুম্নং গদয়া শীর্ণবক্ষঃস্থলমরিন্দমম্।
অপোবাহ রণাৎ সূতো ধর্ম্মবিদ্দারুকাত্মজঃ ॥ ২৭ ॥
লব্ধসংজ্ঞো মুহূর্ত্তেন কার্ষ্ণিঃ সারথিমব্রবীৎ।
অহো! অসাধ্বিদং সূত! যদ্রণান্মেঽপসর্পণম্ ॥ ২৮ ॥
ন যদূনাং কুলে জাতঃ শ্রূয়তে রণবিচ্যুতঃ।
বিনা মৎ ক্লীবচিত্তেন সূতেন প্রাপ্তকিল্বিষাৎ ॥ ২৯ ॥
কিং নু বক্ষ্যেঽভিসঙ্গম্য পিতরৌ রামকেশবৌ।
যুদ্ধাৎ সম্যগপক্রান্তঃ পৃষ্টস্তত্রাত্মনঃ ক্ষমম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—গদয়া (দ্যুমানের গদার আঘাতে) শীর্ণবক্ষঃস্থলম্ অরিন্দমং প্রদ্যুম্নং (শত্রুবিজয়ী প্রদ্যুম্নের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল, তখন তাঁহাকে) ধর্মবিৎ সূতঃ দারুকাত্মজঃ (ধর্মজ্ঞ সারথি দারুকনন্দন) রণাৎ অপোবাহ (যুদ্ধস্থল হইতে অন্যত্র লইয়া গেল) ॥ ২৭ ॥

[অথ] মুহূর্ত্তেন (অনন্তর মুহূর্ত্তকালের মধ্যে) কার্ষ্ণিঃ (শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন) লব্ধসংজ্ঞঃ [সন্] (চেতনা লাভ করিয়া) সারথিম্ অব্রবীৎ (সারথিকে বলিলেন)—সূত! (ওহে সূত!) রণাৎ মে যৎ অপসর্পণম্ (যুদ্ধস্থল হইতে আমার যে পলায়ন), অহো! ইদম্ অসাধু (অহো! ইহা বড়ই কুকার্য্য) ॥ ২৮ ॥

ক্লীবচিত্তেন সূতেন প্রাপ্তকিল্বিষাৎ (ক্লীবচিত্ত অর্থাৎ দুর্বলচিত্ত সারথি আমাকে পাপী ও কলঙ্কী করিল, এতাদৃশ) মৎ বিনা (আমি ব্যতীত) যদূনাং কুলে জাতঃ (যদুকুলে জাত) [কঃ অপি] (কেহই) [কদাপি] (কখনও) রণবিচ্যুতঃ ন শ্রূয়তে (রণভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন শুনা যায় না) ॥ ২৯ ॥

[অহো!] যুদ্ধাৎ সম্যগ্ অপক্রান্তঃ [অহং] (অহো! যুদ্ধ হইতে সম্যক্ পলায়িত আমি) পিতরৌ রামকেশবৌ অভিসঙ্গম্য (পিতা শ্রীকৃষ্ণ ও পিতৃব্য বলরামের নিকটে গমন করিয়া) [তাভ্যাং] পৃষ্টঃ [সন] (তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলে) আত্মনঃ ক্ষমং কিং নু (নিজযোগ্য কি কার্য্যের কথা) তত্র বক্ষ্যে (তথায় বলিব ?) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—দ্যুমানের গদার আঘাতে শত্রুবিজয়ী প্রদ্যুম্নের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া গেল ; তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন। তখন ধর্মজ্ঞ সারথি দারুকনন্দন যুদ্ধস্থল হইতে তাঁহাকে অন্যত্র লইয়া গেল ॥ ২৭ ॥ অনন্তর মুহূর্ত্তকালের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন চেতনা লাভ করিয়া সারথিকে বলিলেন—অহে সূত! যুদ্ধস্থল হইতে আমার যে অপসরণ, ইহা বড়ই কুকার্য্য ॥ ২৮ ॥ হায়! ক্লীবচিত্ত সারথি আমাকে পাপী ও কলঙ্কী করিল। আমি ব্যতীত যদুকুলে জাত কেহই কখনও রণভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন শুনা যায় না ॥ ২৯ ॥ অহো! আমি যুদ্ধ হইতে একান্ত অপসারিত ; এক্ষণে আমি পিতা শ্রীকৃষ্ণ ও পিতৃব্য বলরামের নিকট গমন করিয়া, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলে নিজযোগ্য কি কার্য্যের কথা তাঁহাদিগের নিকট বলিব ? ॥ ৩০ ॥

শ্রীধর—অপোবাহ অন্যতো নিনায় ॥ ২৭ ২৮ ॥ মৎ মত্তো বিনা, ক্লীবং চিত্তং যস্য তেন ত্বয়া সূতেন ॥ ২৯ ॥ পিতরৌ রামকৃষ্ণাবভিসঙ্গম্য তৎপার্শ্বং গত্বা তাভ্যাং পৃষ্টঃ স্বযোগ্যং কিং নু বক্ষ্যামীতি ॥ ৩০ ॥

ব্যক্তং মে কথয়িষ্যন্তি হসন্ত্যো ভ্রাতৃজাময়ঃ।
ক্লৈব্যং কথং কথং বীর! তবান্যৈঃ কথ্যতাং মৃধে॥ ৩১॥

সারথি রুবাচ

ধর্ম্মং বিজানতায়ুষ্মন্! কৃতমেতন্ময়া বিভো!।
সূতঃ কৃচ্ছ্রগতং রক্ষেদ্রথিনং সারথিং রথী॥ ৩২॥

এতদ্বিদিত্বা তু ভবান্ ময়াপবাহিতো রণাৎ।
উপসৃষ্টঃ পরেণেতি মূর্চ্ছিতো গদয়া হতঃ॥ ৩৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে শাল্বযুদ্ধে ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৬॥

অন্বয়—ব্যক্তং (নিশ্চয়ই) মে ভ্রাতৃজাময়ঃ (আমার ভ্রাতৃবধূগণ) হসন্ত্যঃ (উপহাস করিতে করিতে) [মাং] কথয়িষ্যন্তি (আমাকে বলিবেন)—বীর! (হে বীর!) অন্যৈঃ [সহ] মৃধে (শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে) তব (তোমার) কথং কথং (কি প্রকারে) ক্লৈব্যম্ [অভূৎ] (ক্লীবতা অর্থাৎ হীনতা উপস্থিত হইয়াছিল, [তৎ ত্বয়া] কথ্যতাম (তাহা তুমি বল)॥ ৩১॥

সারথিঃ উবাচ (সারথি বলিল) আয়ুষ্মন! (হে আয়ুষ্মন!) বিভো! (হে বিভো!) "সূতঃ (সারথি) কৃচ্ছ্রগতং রথিনং (বিপদগ্রস্ত রথীকে) রথী [কৃচ্ছ্রগতং] সারথিং [চ] (এবং রথী বিপদগ্রস্ত সারথিকে) রক্ষেৎ (রক্ষা করিবেন)" [ইতি ধর্ম্মং বিজানতা ময়া (এইরূপ ক্ষাত্রধর্ম জানিয়াই আমি) এতৎ কৃতম্ (এই কর্ম করিয়াছি)॥ ৩২॥

ভবান্ (আপনি) পরেণ গদয়া হতঃ [সন] (শত্রুকর্তৃক নিক্ষিপ্ত গদার দ্বারা আহত হইয়া) উপসৃষ্টঃ মূর্চ্ছিতঃ [চ অভূৎ] (পীড়িত ও মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন), ইতি [কৃত্বা] (এই জন্যই) এতৎ বিদিত্বা ("সারথি বিপদগ্রস্ত রথীকে রক্ষা করিবেন' এই পূর্বোক্ত ক্ষাত্রধর্ম জানিয়া) ময়া তু (আমিও) রণাৎ [ভবান] অপবাহিতঃ (যুদ্ধস্থল হইতে আপনাকে অপসারিত করিয়াছি)॥ ৩৩॥

অনুবাদ—নিশ্চয়ই আমার ভ্রাতৃবধূগণ উপহাস করিতে করিতে আমাকে বলিবেন—হে বীর! শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে তোমার কি প্রকারে ক্লীবতা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তুমি আমাদিগকে বল॥ ৩১॥ সারথি বলিল - হে আয়ুষ্মন্! হে বিভো! "সারথি বিপদ্‌গ্রস্ত রথীকে এবং রথী বিপদ্‌গ্রস্ত সারথিকে রক্ষা করিবেন", এইরূপ ক্ষাত্রধর্ম্ম জানিয়াই আমি এই কার্য্য করিয়াছি॥ ৩২॥ আপনি শত্রুকর্তৃক নিক্ষিপ্ত গদাদ্বারা আহত হইয়া পীড়িত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এইজন্যই আমিও "সারথি বিপদ্‌গ্রস্ত রথীকে রক্ষা করিবেন" এই পূর্ব্বোক্ত ক্ষাত্রধর্ম্ম জানিয়া যুদ্ধস্থান হইতে আপনাকে অপসারিত করিয়াছি॥ ৩৩॥

ষটসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত॥ ৭৬॥

শ্রীধর—ভ্রাতৃজাময়ো ভ্রাতৃভার্য্যাঃ ব্যক্তং নিশ্চিতং মৎক্লৈব্যং কথয়িষ্যন্তি। তৎ কথনমনুকরোতি—কথং কথমিতি॥ ৩১॥ বিভো! হে সমর্থ! এতদপসর্পণম ধর্ম্মমাহ—সূত ইতি॥ ৩২॥ অপবাহিতোঽপনীতঃ উপসৃষ্ট উপসর্গং পীড়াং প্রাপ্ত ইতি কৃত্বা, যতঃ পরেণ শত্রু। গদয়া হতঃ সন্ মূর্চ্ছিতো নিঃসংজ্ঞতাং গতো ভবানিতি॥ ৩৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৬॥

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

স উপস্পৃশ্য সলিলং দংশিতো ধৃতকার্ম্মুকঃ।
নয় মাং দ্যুমতঃ পার্শ্বং বীরস্যেত্যাহ সারথিম্ ॥ ১ ॥
বিধমন্তং স্বসৈন্যানি দ্যুমন্তং রুক্মিণীসুতঃ।
প্রতিহত্য প্রত্যবিধ্যন্নারাচৈরষ্টভিঃ স্ময়ন্ ॥ ২ ॥
চতুর্ভিশ্চতুরো বাহান্ সূতমেকেন চাহনৎ।
দ্বাভ্যাং ধনুশ্চ কেতুঞ্চ শরেণান্যেন বৈ শিরঃ ॥ ৩ ॥

[এই অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক শাল্ব-বধ বর্ণনা করা হইতেছে।]

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অনন্তর] সঃ (শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন) সলিলম্ উপস্পৃশ্য (আচমন করিয়া) দংশিতঃ ধৃতকার্ম্মুকঃ [চ সন্] (বর্ম্ম পরিধান ও ধনুক ধারণ করতঃ) "মাং (আমাকে) বীরস্য দ্যুমতঃ পার্শ্বং (বীর দ্যুমানের নিকটে) নয় (লইয়া চল)" ইতি (ইহা) সারথিম্ আহ (সারথিকে বলিলেন) ॥ ১ ॥

রুক্মিণীসুতঃ (রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন) [তত্র আগত্য] (যুদ্ধস্থলে আগমন করিয়া) স্বসৈন্যানি বিধমন্তং দ্যুমন্তং (স্বীয় সৈন্যসমূহ বিনাশকারী দ্যুমান্‌কে) প্রতিহত্য (প্রতিরোধ করিয়া) স্ময়ন (হাসিতে হাসিতে) অষ্টভিঃ নারাচৈঃ [আটটি লৌহময় বাণের দ্বারা] প্রত্যবিধ্যৎ (তাহাকে বিদ্ধ করিলেন) ॥ ২ ॥

[সঃ] (তিনি) চতুর্ভিঃ [শরৈঃ] (চারিটি বাণের দ্বারা) চতুরঃ বাহান (দ্যুমানের রথের চারিটি অশ্ব), একেন সূতং চ (একটি বাণের দ্বারা সারথি), দ্বাভ্যাং ধনুঃ চ কেতুং চ (দুইটি বাণের দ্বারা ধনুঃ ও কেতু) অন্যেন শরেণ [দ্যুমতঃ] শিরঃ বৈ (এবং অপর একটি বাণের দ্বারা দ্যুমানের মস্তক) অহনৎ (ছেদন করিয়া ফেলিলেন) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন আচমন করিয়া বর্ম পরিধান ও ধনুক ধারণ করতঃ "আমাকে শত্রুবীর দ্যুমানের নিকটে লইয়া চল" ইহা সারথিকে বলিলেন ॥ ১ ॥ দ্যুমান্ প্রদ্যুম্নের সৈন্যসমূহকে বিনাশ করিতেছিল; রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন যুদ্ধস্থলে আগমন করতঃ প্রতিরোধ করিয়া হাসিতে হাসিতে আটটি লৌহময় বাণের দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ২ ॥ তিনি চারিটি বাণের দ্বারা দ্যুমানের রথের চারিটি অশ্ব, একটি বাণের দ্বারা তাহার সারথি, দুইটি বাণের দ্বারা তাহার ধনুক ও রথস্থ কেতু এবং অপর একটি বাণের দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩ ॥

শ্রীধর—সপ্তযুক্সপ্ততিতমে নানামায়াবিচক্ষণঃ। কৃষ্ণেনাগত্য শাল্বস্তু হতঃ সৌভঞ্চ চূর্ণিতম্ ॥ দংশিতঃ সন্নদ্ধঃ ॥ ১ ॥ বিধমন্তং ক্ষপয়ন্তম্, প্রতিহত্য প্রতিরুধ্য ॥ ২ ॥ অষ্টানাং বিনিয়োগমাহ—চতুর্ভিরিতি ॥ ৩ ॥

গদসাত্যকিসাম্বাদ্যা জঘ্নুঃ সৌভপতের্বলম্।
পেতুঃ সমুদ্রে সৌভেয়াঃ সর্ব্বে সঞ্ছিন্নকন্ধরাঃ ॥ ৪ ॥
এবং যদূনাং শাল্বানাং নিঘ্নতামিতরেতরম্।
যুদ্ধং ত্রিনবরাত্রং তদভূৎ তুমুলমুল্বণম্। ৫ ॥
ইন্দ্রপ্রস্থং গতঃ কৃষ্ণ আহূতো ধর্মসূনুনা।
রাজসূয়েঽথ নির্ব্বৃত্তে শিশুপালে চ সংস্থিতে। ৬ ॥
কুরুবৃদ্ধাননুজ্ঞাপ্য মুনীংশ্চ সসুতাং পৃথাম্।
নিমিত্তান্যতিঘোরাণি পশ্যন্ দ্বারবতীং যযৌ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—গদসাত্যকিসাম্বাদ্যাঃ [যদুবীরাঃ] (এদিকে গদ, সাত্যকি ও সাম্ব প্রভৃতি যদুবীরগণ) সৌভপতেঃ (সৌভ বিমানের অধিপতি শাল্বের) বলং জঘ্নুঃ (সৈন্যগণকে সংহার করিতেছিলেন), [তে] সর্বে সৌভেয়াঃ (সেই সকল সৌভবিমানস্থ সৈন্য) সংছিন্নকন্ধরাঃ [সন্তঃ] (ছিন্নগ্রীব হইয়া) সমুদ্রে পেতুঃ (সমুদ্রে নিপতিত হইতে লাগিল ॥ ৪ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] এবং (এইরূপে) ইতরেতরং নিঘ্নতাং (পরস্পর বিনাশকারী) যদূনাং শাল্বানাং [চ] (যদুপক্ষীয় ও শাল্বপক্ষীয়দিগের) ত্রিনবরাত্রং [ব্যাপ্য] (সপ্তবিংশতি দিবস ব্যাপিয়া) তৎ তুমুলম্ উল্বণং যুদ্ধম্ অভূৎ (সেই তুমুল ঘোর যুদ্ধ হইল) ॥ ৫ ॥

[হে রাজন্! অতঃপর বৈশম্পায়নাদি ঋষিগণ এইরূপ বলেন]—ধর্মসূনুনা (এদিকে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকর্তৃক) আহূতঃ [সন্] (নিমন্ত্রিত হইয়া) কৃষ্ণঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) ইন্দ্রপ্রস্থং গতঃ (ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়াছিলেন)। অথ রাজসূয়ে নির্ব্বৃত্তে (অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সুসম্পন্ন) শিশুপালে সংস্থিতে চ [সতি] (এবং শিশুপাল নিহত হইলে পর) [সঃ (তিনি) অতিঘোরাণি নিমিত্তানি পশ্যন (অতি ভয়াবহ দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন করিতে লাগিলেন বলিয়া) কুরুবৃদ্ধান্ (কুরুবৃদ্ধগণ), মুনীন (মুনিগণ) সসুতাং পৃথাং চ অনুজ্ঞাপ্য (এবং কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি কুন্তীপুত্রগণের অনুমতি লইয়া) দ্বারবতীং যযৌ (দ্বারকায় গমন করিলেন) ॥ ৬ ৭ ॥

অনুবাদ—এদিকে গদ, সাত্যকি ও সাম্ব প্রভৃতি যদুবীরগণ সৌভবিমানের অধিপতি শাল্বের সৈন্যসমূহকে সংহার করিতে লাগিলেন, সেই সকল সৌভবিমানস্থ সৈন্য ছিন্নমুণ্ড হইয়া সমুদ্রে নিপতিত হইতে লাগিল ॥ ৪ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এইরূপে পরস্পর বিনাশকারী যদুপক্ষীয় ও শাল্বপক্ষীয়দিগের সপ্তবিংশতি দিবস ব্যাপিয়া সেই তুমুল ঘোর যুদ্ধ চলিল ॥ ৫ ॥ [হে রাজন্! বৈশম্পায়নাদি ঋষিগণ তৎপরের ঘটনা এইরূপ বলেন]—এদিকে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়াছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইলে এবং শিশুপাল নিহত হইলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতি ভয়াবহ দুর্নিমিত্ত সকল দর্শন করিতে লাগিলেন; তখন তিনি কুরুবৃদ্ধগণ, মুনিগণ এবং কুন্তী ও কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরাদির অনুমতি লইয়া দ্বারকায় গমন করিলেন ॥ ৬-৭ ॥

শ্রীধর—সৌভেয়াঃ সৌভস্থাঃ ॥ ৪ ॥ নবানাং রাত্রীণাং সমাহারো নবরাত্রম্। ত্রয়াণাং নবরাত্রাণাং সমাহারস্ত্রিনবরাত্রম্, সপ্তবিংশতিমহোরাত্রাণীত্যর্থঃ, তুমুলমাকুলম্, উল্বণং ঘোরম্ ॥ ৫ ॥ পরমতমুপন্যস্যতি—ইন্দ্রপ্রস্থং গত ইত্যাদিনা ॥ ৬-৭ ॥

আহ চাহমিহায়াত আর্য্যমিশ্রাভিসঙ্গতঃ।
রাজন্যাশ্চৈদ্যপক্ষীয়া নূনং হন্যুঃ পুরীং মম ॥ ৮ ॥
বীক্ষ্য তৎ কদনং স্বানাং নিরূপ্য পুররক্ষণম্।
সৌভঞ্চ শাল্বরাজঞ্চ দারুকং প্রাহ কেশবঃ ॥ ৯ ॥
রথং প্রাপয় মে সূত! শাল্বস্যান্তিকমাশু বৈ।
সম্ভ্রমস্তে ন কর্ত্তব্যো মায়াবী সৌভরাডয়ম্ ॥ ১০ ॥
ইত্যুক্তশ্চোদয়ামাস রথমাস্থায় দারুকঃ।
বিশন্তং দদৃশুঃ সর্ব্বে স্বে পরে চারুণানুজম ॥ ১১ ॥

অন্বয়—[পথি সঃ] আহ চ (পথিমধ্যে তিনি স্বগত বলিতে লাগিলেন)—অহং (আমি) আর্য্যমিশ্রাভিসঙ্গতঃ [সন] (পূজনীয় বলরামের সহিত) ইহ আযাতঃ (এই স্থানে আসিয়াছি), চৈদ্যপক্ষীয়াঃ রাজন্যাঃ (শিশুপালপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ) নূনং (নিশ্চয়ই) মম পুরীং হন্যুঃ (আমার পুরী বিনষ্ট করিবে) ॥ ৮ ॥

[দুর্নিমিত্তদর্শনাকুলচিত্তঃ] কেশবঃ (দুর্নিমিত্ত দর্শনে ব্যাকুলচিত্ত কেশব) [এবং চিন্তয়ন্ দ্বারকাম আগত্য] (এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া) সৌভং শাল্বরাজং চ (সৌভবিমান ও শাল্বরাজকে) স্বানাং তং কদনং চ (এবং স্বজনগণের বিনাশ) বীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) [রামং] পুররক্ষণং [প্রতি] নিরূপ্য (অগ্রজ বলরামকে পুরীরক্ষায় নিযুক্ত করতঃ) দারুকং প্রাহ (নিজের সারথি দারুককে কহিলেন) ॥ ৯ ॥

সূত! (হে সারথে!) মে রথং (আমার রথ) আশু বৈ (শীঘ্রই) শাল্বস্য অন্তিকং (শাল্বের নিকট) প্রাপয় (লইয়া চল)। অয়ং সৌভরাট্ (এই সৌভবিমানের অধিপতি শাল্ব) মায়াবী (মায়াবী), [অতঃ] (সেজন্য) তে (তোমার) সম্ভ্রমঃ ন কর্ত্তব্যঃ (ভয় করা উচিত নহে) ॥ ১০ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! দারুকঃ [ভগবতা] ইতি উক্তঃ [সন] (দারুক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া) রথম আস্থায় (রথে উপবেশন করিয়া) [অশ্বান] চোদয়ামাস (অশ্বসমূহ চালাইয়া দিল)। [ততঃ] (তৎপরে) স্বে পরে চ সর্ব্বে (স্বপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় যোদ্ধৃগণ সকলে) বিশন্তম অরুণানুজং দদৃশুঃ (যুদ্ধস্থলে প্রবেশকারী ধ্বজস্থ গরুড়কে দেখিতে পাইল) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—পথিমধ্যে তিনি স্বগত বলিতে লাগিলেন—আমি পূজনীয় অগ্রজ বলরামের সহিত এই স্থানে আসিয়াছি, নিশ্চয়ই শিশুপালপক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ আমার পুরী বিনষ্ট করিতেছে ॥ ৮ ॥ হে রাজন! দুর্নিমিত্ত দর্শনে ব্যাকুলচিত্ত কেশব এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া সৌভবিমান ও শাল্বরাজকে দেখিতে পাইলেন এবং স্বজনগণের বিনাশও দর্শন করিলেন। তখন তিনি অগ্রজ বলরামকে নগররক্ষায় নিযুক্ত করিয়া সারথি দারুককে কহিলেন ॥ ৯ ॥ হে সারথে! আমার রথ শীঘ্র শাল্বের নিকট লইয়া চল। সেই সৌভবিমানের অধিপতি শাল্ব মায়াবী, সেজন্য তোমার ভয় করা উচিত নহে ॥ ১০ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! দারুক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া রথে উপবেশন করতঃ অশ্বসমূহ চালাইয়া দিল। তৎপরে যাদবপক্ষীয় ও শাল্বপক্ষীয় যোদ্ধৃগণ ধ্বজস্থ গরুড় যুদ্ধস্থলে প্রবেশ করিতেছে দেখিতে পাইল অর্থাৎ সকলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রথ আসিতেছে দেখিতে পাইল ॥ ১১ ॥

শ্রীধর—আহ চেতি স্বগতমেব পথি চিন্তাবিজৃম্ভিতভাষণম্। আর্য্যমিশ্রাভিসঙ্গতো বলভদ্রসহিতঃ ॥ ৮ ॥

শাল্বশ্চ কৃষ্ণমালোক্য হতপ্রায়বলেশ্বরঃ।
প্রাহরৎ কৃষ্ণসূতায় শক্তিং ভীমরবাং মৃধে ॥ ১২ ॥
তামাপতন্তীং নভসি মহোল্কামিব রংহসা।
ভাসয়ন্তীং দিশঃ শৌরিঃ সায়কৈঃ শতধাচ্ছিনৎ ॥ ১৩ ॥
তঞ্চ ষোড়শভির্ব্বাণৈর্ব্বিদ্ধ্বা সৌভঞ্চ খে ভ্রমৎ।
অবিধ্যচ্ছরসন্দোহৈঃ খং সূর্য্য ইব রশ্মিভিঃ ॥ ১৪ ॥
শাল্বঃ শৌরেস্তু দোঃ সব্যং সশার্ঙ্গং শার্ঙ্গধন্বনঃ।
বিভেদ ন্যপতদ্ধস্তাচ্ছার্ঙ্গমাসীৎ তদদ্ভুতম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—[অথ] হতপ্রায়বলেশ্বরঃ শাল্বঃ চ (অনন্তর হতপ্রায় সৈন্যসমূহের অধিপতি শাল্ব) মৃধে কৃষ্ণম্ আলোক্য (যুদ্ধস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া) ভীমরবাং শক্তিং (ভীষণ শব্দকারী শক্তিনামক অস্ত্র) কৃষ্ণসূতায় প্রাহরৎ (শ্রীকৃষ্ণের সারথি দারুকের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিল) ॥ ১২ ॥

[তদা] (তখন) মহোল্কাম্ ইব (মহতী উল্কার ন্যায়) দিশঃ ভাসয়ন্তীং (দিক্‌সমূহ উদ্ভাসিত করিতে করিতে) নভসি রংহসা আপতন্তীং (আকাশ পথে বেগে আসিতে থাকিলে) তাং (সেই শক্তিকে) শৌরিঃ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) সায়কৈঃ (বাণসমূহের দ্বারা) শতধা অচ্ছিনৎ (শতখণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন) ॥ ১৩ ॥

[ততঃ সঃ] (তৎপরে তিনি) ষোড়শভিঃ বাণৈঃ (ষোড়শটি বাণের দ্বারা) তং চ বিদ্ধ্বা (শাল্বকেও বিদ্ধ করিয়া) সূর্য্যঃ রশ্মিভিঃ খম ইব (সূর্য্য যেমন কিরণজালের দ্বারা আকাশ ভেদ করেন, সেইরূপ) শরসন্দোহৈঃ (বাণসমূহের দ্বারা) খে ভ্রমৎ সৌভং চ (আকাশে ভ্রমণশীল সৌভবিমানকেও) অবিধ্যৎ (ভেদ করিলেন) ॥ ১৪ ॥

শাল্বঃ তু (এদিকে শাল্বও) [বাণের দ্বারা] শার্ঙ্গধন্বনঃ শৌরেঃ (শার্ঙ্গধনুর্দ্ধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) সশার্ঙ্গং সব্যং দোঃ (শার্ঙ্গধনুকের সহিত বামবাহু) বিভেদ (ভেদ করিয়া ফেলিল) [তেন শৌরেঃ] হস্তাৎ (তাহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে) শার্ঙ্গং ন্যপতৎ (শার্ঙ্গ ধনুক নিপতিত হইল) [হে রাজন্] তৎ অদ্ভুতম্ আসীৎ (সেই ব্যাপার বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছিল) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর হতপ্রায় সৈন্যসমূহের অধিপতি শাল্ব যুদ্ধস্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া ভীষণ শব্দকারী শক্তিনামক অস্ত্র কৃষ্ণসারথি দারুকের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিল ॥ ১২ ॥ তখন সেই শক্তি মহতী উল্কার ন্যায় দিক্‌সমূহ উদ্ভাসিত করিতে করিতে আকাশ পথে বেগে আসিতে থাকিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা উহাকে শতখণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৩ ॥ তৎপরে তিনি ষোড়শটী বাণের দ্বারা শাল্বকেও বিদ্ধ করিয়া সূর্য্য যেমন কিরণজালের দ্বারা আকাশ ভেদ করেন, সেইরূপ বাণসমূহের দ্বারা আকাশে ভ্রমণশীল সৌভবিমানকেও ভেদ করিলেন ॥ ১৪ ॥ এদিকে শাল্বও বাণের দ্বারা শার্ঙ্গধনুক ধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শার্ঙ্গধনুকের সহিত বামবাহু ভেদ করিয়া ফেলিল। তাহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে শার্ঙ্গধনুক নিপতিত হইল। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই ব্যাপার বড়ই অদ্ভুত হইয়াছিল ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর দুর্নিমিত্তদর্শনাকুলচিত্তঃ এবং চিন্তয়ন্ দ্বারকামাগত্য স্বানাং কদনং বীক্ষ্য সৌভঞ্চ শাল্বরাজঞ্চ বীক্ষ্য রামং পুররক্ষণং প্রতি নিরূপ্য নিযুজ্য দারুকং প্রাহেত্যন্বয়ঃ ॥ ৯ ॥ তে ত্বয়া ॥ ১০ ॥

হাহাকারো মহানাসীদ্ভূতানাং তত্র পশ্যতাম্।
বিনদ্য সৌভরাড়ুচ্চৈরিদমাহ জনার্দ্দনম্ ॥ ১৬ ॥
যৎ ত্বয়া মূঢ়! নঃ সখ্যুর্ভ্রাতুর্ভার্য্যা হৃতেক্ষতাম্।
প্রমত্তঃ স সভামধ্যে ত্বয়া ব্যাপাদিতঃ সখা ॥ ১৭ ॥
তং ত্বাদ্য নিশিতৈর্ব্বাণৈরপরাজিতমানিনম্।
নয়াম্যপুনরাবৃত্তিং যদি তিষ্ঠের্মমাগ্রতঃ ॥ ১৮ ॥
শ্রীভগবানুবাচ
বৃথা ত্বং কত্থসে মন্দ, ন পশ্যস্যন্তিকেঽন্তকম্।
পৌরুষং দর্শয়ন্তি স্ম শূরা ন বহুভাষিণঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—তত্র পশ্যতাং ভূতানাং (তথায় যাহারা সেই তুমুল যুদ্ধ দর্শন করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে) মহান্ হাহাকারঃ আসীৎ (মহান্ হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইল) [অথ] সৌভরাট্ (অনন্তর সৌভপতি শাল্ব) উচ্চৈঃ বিনদ্য (চীৎকার করিয়া) জনার্দ্দনম্ ইদম্ আহ (শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিল) ॥ ১৬ ॥

মূঢ়! (রে মূঢ় কৃষ্ণ!) ঈক্ষতাং [নঃ] (আমাদিগের সমক্ষে) যৎ ত্বয়া (তুই যে) নঃ সখ্যুঃ (আমাদের বন্ধু) [তব] ভ্রাতুঃ (ও তোর পিস্তুত ভ্রাতা শিশুপালের) ভার্য্যা হৃতা (পত্নী রুক্মিণীকে হরণ করিয়াছিস্), প্রমত্তঃ সঃ সখা (আর অসাবধান থাকাতেই সেই শিশুপালকে) ত্বয়া সভামধ্যে ব্যাপাদিতঃ (তুই সভা মধ্যে বধ করিয়াছিস), যদি [অধুনা ত্বং] (যদি এক্ষণে তুই) মম অগ্রতঃ তিষ্ঠেঃ (আমার সম্মুখে অবস্থান করিস্), [তর্হি] (তাহা হইলে) অপরাজিতমানিনং তং ত্বা (অন্য কর্ত্তৃক অপরাজিত বলিয়া অভিমানী বন্ধুহন্তা তোকে) অদ্য (আজ) নিশিতৈঃ বাণৈঃ (তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা) অপুনরাবৃত্তিং নয়ামি (যমের নিকটে প্রেরণ করিব) ॥ ১৭-১৮ ॥

শ্রীভগবান উবাচ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) মন্দ! (রে মূঢ়) ত্বং বৃথা কত্থসে (তুই বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছিস), অন্তিকে [বর্ত্তমানম্] (নিকটে বর্ত্তমান) অন্তকং [মাং] (যমস্বরূপ আমাকে) ন পশ্যসি (দেখিতে পাইতেছিস না)। শূরাঃ (বীরগণ) পৌরুষং দর্শয়ন্তি (পুরুষকার প্রদর্শন করিয়া থাকেন) ন বহুভাষিণঃ স্ম (বেশী কথা বলেন না) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—তখন তথায় যাহারা সেই তুমুল যুদ্ধ দর্শন করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল। অনন্তর সৌভপতি শাল্ব চীৎকার করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিল ॥ ১৬ ॥ রে মূঢ় কৃষ্ণ! তুই আমাদিগের সমক্ষে আমাদের বন্ধু ও তোর (পিস্তুত) ভ্রাতা শিশুপালের পত্নী রুক্মিণীকে হরণ করিয়াছিস্; আর সখা শিশুপাল অসাবধান থাকায় তুই সভামধ্যে তাহাকে বধ করিয়াছিস্; যদি এক্ষণে তুই আমার সম্মুখে অবস্থান করিস্, তাহা হইলে অন্যের অপরাজেয় বলিয়া অভিমানী ও বন্ধুহন্তা তোকে আজই তীক্ষ্ণবাণসমূহের দ্বারা যমের নিকটে প্রেরণ করিব ॥ ১৭-১৮ ॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—রে মূঢ়! তুই বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছিস; নিকটে বর্ত্তমান তোর যম আমাকে তুই দেখিতে পাইতেছিস্ না। বীরগণ পুরুষকার প্রদর্শন করিয়া থাকেন; অধিক কথা বলেন না ॥ ১৯ ॥

শ্রীধর—আস্থায় সম্যগধিষ্ঠায়, অরুণানুজং ধ্বজে বর্ত্তমানং গরুড়ম্ ॥ ১১ ॥ হতপ্রায়স্য বলস্য সৈন্যস্যেশ্বরঃ ॥ ১২-১৩ ॥

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ শাল্বং গদয়া ভীমবেগয়া।
তাড় জত্রৌ সংরব্ধঃ স চকম্পে বমন্নসৃক্ ॥ ২০ ॥
গদায়াং সন্নিবৃত্তায়াং শাল্বস্ত্বন্তরধীয়ত।
ততো মুহূর্ত্ত আগত্য পুরুষঃ শিরসাচ্যুতম্।
দেবক্যা প্রহিতোঽস্মীতি নত্বা প্রাহ বচো রুদন্ ॥ ২১ ॥
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাবাহো! পিতা তে পিতৃবৎসল।।
বদ্ধ্বাপনীতঃ শাল্বেন সৌনিকেন যথা পশুঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়—[হে মহাবাহু পরীক্ষিৎ।] ভগবান ইতি উক্ত্বা (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া) সংরব্ধঃ [সন] (অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া) ভীমবেগয়া গদয়া ভীমবেগশালিনী গদার দ্বারা) শাল্বং জত্রৌ তাড় শাল্বের স্কন্ধ ও বাহুর মূলদেশে প্রহার করিলেন। [তেন] সঃ (তাহাতে শাল্ব) অসৃক্ বমন (রক্তবমন করিতে করিতে) চকম্পে (কাঁপিতে লাগিল) ॥ ২০ ॥

গদায়াং সন্নিবৃত্তায়াং [সত্যাং] (গদা শাল্বের বাহুমূলে নিপতিত হইয়া নিবৃত্ত হইলে) শাল্বঃ তু (তদবসরে শাল্ব) অন্তরধীয়ত (অন্তর্হিত হইল) ততঃ (তৎপরে) মুহূর্ত্তে (মুহূর্ত্তকালের মধ্যে) পুরুষঃ আগত্য (এক পুরুষ তথায় আগমন করিয়া) শিরসা অচ্যুতং নত্বা (অবনতমস্তকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করতঃ) " হে দেব। [দেবক্যাঃ প্রহিতঃ [অত্র আগতঃ] অস্মি (আমি দেবকীদেবীকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আপনার নিকটে আসিয়াছি)" ইতি [উক্ত্বা] রুদন (এইরূপ বলিয়া রোদন করিতে করিতে) [দেবক্যাঃ] বচঃ প্রাহ (দেবকীর কথা বলিল) কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! (হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ!) মহাবাহো! (হে মহাবাহো!) পিতৃবৎসল! (হে পিতৃবৎসল!) সৌনিকেন পশুঃ যথা (মাংসবিক্রেতা যেমন পশুকে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ) শাল্বেন (শাল্ব তে পিতা তোমার পিতাকে) বদ্ধ্বা (বন্ধন করিয়া) উপনীতঃ (লইয়া গিয়াছে) ॥ ২১ ২২ ॥

অনুবাদ—হে মহাবাহু পরীক্ষিৎ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমবেগশালিনী গদার দ্বারা শাল্বের স্কন্ধ ও বাহুমূলদেশে প্রহার করিলেন। তাহাতে শাল্ব রক্তবমন করিতে করিতে কাঁপিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গদা শাল্বের বাহুমূলে নিপতিত হইয়া নিবৃত্ত হইলে তদবসরে শাল্ব তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। তৎপরে মুহূর্ত্তকালের মধ্যে এক পুরুষ তথায় আগমন করিয়া অবনতমস্তকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিল এবং "হে দেব—দেবকীদেবী আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন" এইরূপ বলিয়া রোদন করিতে করিতে বলিল—দেবকীদেবী আমাকে আপনার নিকটে এইরূপ বলিতে বলিয়াছেন—হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহো! হে পিতৃবৎসল! মাংসবিক্রেতা যেমন পশুকে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ শাল্ব তোমার পিতাকে বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়াছে ॥ ২১-২২ ॥

শ্রীধর—তঞ্চ শল্যম শরসন্দোহৈঃ শরজালৈঃ খং সূর্য্য ইব রশ্মিভিরিতি। সুনীলত্ববিপুলত্বাদিভিরাকাশোপমা, সৌভস্ত অচিন্ত্যবেগবাহুল্যাদিভিঃ শরাণাং রশ্মিসাদৃশ্যম, অযত্নেনৈব রশ্মিবচ্ছরজালপ্রসারণাৎ সূর্য্যতুল্যঃ শ্রীকৃষ্ণ ইতি। ১৪ ॥ দোর্ব্বাহুম্ ॥ ১৫ ১৬ ॥ সখ্যুঃ শিশুপালস্য, ঈক্ষতামস্মাকম্, প্রমত্তোঽনবহিতঃ, ব্যাপাদিতো নিহতঃ ॥ ১৭ ॥ অপরাজিতোঽহমিতি মানিনং, মানবন্তম্, অপুনরাবৃত্তিং মৃত্যুম্। তিষ্ঠেঃ স্থাস্যসি ॥ ১৮-২২ ॥

নিশম্য বিপ্রিয়ং কৃষ্ণো মানুষীং প্রকৃতিং গতঃ।
বিমনস্কো ঘৃণী স্নেহাদ্বভাষে প্রাকৃতো যথা ॥ ২৩ ॥
কথং রামমসম্ভ্রান্তং জিত্বাজেয়ং সুরাসুরৈঃ।
শাল্বেনাল্পীয়সা নীতঃ পিতা মে বলবান্ বিধিঃ ॥ ২৪ ॥
ইতি ব্রুবাণে গোবিন্দে সৌভরাট্ প্রত্যুপস্থিতঃ।
বসুদেবমিবানীয় কৃষ্ণং চেদমুবাচ সঃ ॥ ২৫ ॥
এষ তে জনিতা তাতো যদর্থমিহ জীবসি।
বধিষ্যে বীক্ষতস্তেঽমুমীশশ্চেৎ পাহি বালিশ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—[হে রাজন্!] মানুষীং প্রকৃতিং গতঃ (মনুষ্যস্বভাবাপন্ন হইয়া) ঘৃণী (দয়ার্দ্র) কৃষ্ণঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) [তৎ] বিপ্রিয়ং নিশম্য (সেই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া) স্নেহাৎ বিমনস্কঃ [সন্] (স্নেহবশত বিহ্বলচিত্ত হইয়া) প্রাকৃতঃ যথা (সাধারণ লোকের ন্যায়) বভাষে (বলিতে লাগিলেন) সুরাসুরৈঃ অজেয়ং (যিনি দেবগণ ও অসুরগণের অজেয়) অসম্ভ্রান্তং (ও সতত সাবধান সেই) রামং জিত্বা (অগ্রজ বলরামকে জয় করিয়া) অল্পীয়সা শাল্বেন (ক্ষুদ্র শাল্ব) কথং (কি প্রকারে) মে পিতা নীতঃ (আমার পিতাকে লইয়া গিয়াছে।) [অহো!] বিধিঃ বলবান (অহো! নিয়তিই বলবান) ॥ ২৩-২৪ ॥

গোবিন্দে ইতি ব্রুবাণে [সতি] (ভগবান গোবিন্দ এইরূপ বলিতেছেন এমন সময়ে) সঃ সৌভরাট্ (সেই সৌভপতি শাল্ব) বসুদেবম্ ইব [কঞ্চিৎ পুরুষম্] আনীয় (বসুদেবের ন্যায় কোন এক পুরুষকে লইয়া) প্রত্যুপস্থিতঃ (তথায় উপস্থিত হইয়া) কৃষ্ণং চ ইদম্ উবাচ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিল) বালিশ! (রে মূর্খ!) এষঃ তে জনিতা তাতঃ (এই তোর জন্মদাতা পিতা), যদর্থং (যাহার নিমিত্ত) ইহ জীবসি (এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছিস)। [অহং] (আমি) বীক্ষতঃ তে (তোর সমক্ষে) অমুং (এই তোর পিতাকে) বধিষ্যে (বধ করিব) ঈশঃ চেৎ (যদি সমর্থ হইয়া থাকিস), [তর্হি] পাহি (তাহা হইলে রক্ষা কর) ॥ ২৫-২৬ ।

অনুবাদ— হে রাজন্! মনুষ্যস্বভাবাপন্ন হইয়া দয়ার্দ্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই অপ্রিয় অশুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া স্নেহবশতঃ বিহ্বলচিত্ত হইয়া পড়িলেন এবং সাধারণ লোকের ন্যায় বলিতে লাগিলেন—যিনি দেবগণ ও অসুরগণের অজেয় ও সতত সাবধান, সেই অগ্রজ বলরামকে জয় করিয়া ক্ষুদ্র শাল্ব কি প্রকারে আমার পিতাকে লইয়া গিয়াছে? অহো! নিয়তিই বলবান্ ॥ ২৩-২৪ ॥ ভগবান গোবিন্দ এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে সেই মায়াবী সৌভপতি শাল্ব, বসুদেবের ন্যায় কোন এক পুরুষকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ বলিল—রে মূর্খ! এই তোর জন্মদাতা পিতা, যাহার জন্য এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছিস্। আমি তোর সমক্ষে এই তোর পিতাকে বধ করিব; যদি তোর শক্তি থাকে তাহা হইলে রক্ষা কর্ ॥ ২৫-২৬ ।

শ্রীধর—ঘৃণী দয়াবান্ ॥ ২৩—২৫ ॥

এবং নির্ভর্ৎস্য মায়াবী খড়্গেনানকদুন্দুভেঃ।
উৎকৃত্য শির আদায় খস্থং সৌভং সমাবিশৎ ॥ ২৭ ।

ততো মুহূর্ত্তং প্রকৃতাবুপপ্লুতঃ স্ববোধ আস্তে স্বজনানুষঙ্গতঃ।
মহানুভাবস্তদবুধ্যদাসুরীং মায়াং স শাল্বপ্রসৃতাং ময়োদিতাম্ ॥ ২৮ ॥

ন তত্র দূতং ন পিতুঃ কলেবরং প্রবুদ্ধ আজৌ সমপশ্যদচ্যুতঃ।
স্বাপ্নং যথা চাম্বরচারিণং রিপুং সৌভস্থমালোক্য নিহন্তুমুদ্যতঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়—[হে রাজন্] মায়াবী (মায়াবী শাল্ব) এবং নির্ভর্ৎস্য (এইরূপ তিরস্কার করিয়া) খড়্গেন (খড়্গের দ্বারা) আনকদুন্দুভেঃ শিরঃ উৎকৃত্য (বসুদেবসদৃশ (সেই পুরুষের মস্তক ছেদন করতঃ) [তৎ] আদায় (উহা লইয়া) খস্থং সৌভং (আকাশস্থ সৌভবিমানে) সমাবিশৎ (প্রবেশ করিল) ॥ ২৭ ॥

ততঃ (শাল্ব ঐরূপ কার্য্য করিলে পর) ভগবান্ কৃষ্ণঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) স্ববোধঃ [অপি] (স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান্ হইয়াও) স্বজনানুষঙ্গতঃ (স্বজনের প্রতি অনুরাগ হেতু) প্রকৃতৌ উপপ্লুতঃ [সন্] (মনুষ্য স্বভাবে অর্থাৎ শোকে নিমগ্ন হইয়া) মুহূর্ত্তম্ আস্তে (মুহূর্ত্তকাল অবস্থান করিলেন) [ততঃ] (তৎপরে) মহানুভাবঃ সঃ (মহাপ্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণ) তৎ [সর্ব্বং] সেই সমস্ত কার্য্যকে) ময়োদিতাম্ আসুরীং মায়াং (ময়দানবোপদিষ্টা আসুরী মায়া) শাল্ব প্রসৃতাম্ (শাল্ব বিস্তার করিয়াছে বলিয়া) অবুধ্যৎ (বুঝিতে পারিলেন) ॥ ২৮ ॥

[জনঃ] প্রবুদ্ধঃ [সন্] (লোকে জাগরিত হইয়া) যথা (যেমন) স্বাপ্নম্ [অর্থং ন পশ্যতি তথা] (স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ দেখিতে পায় না, সেইরূপ) অচ্যুতঃ [প্রবুদ্ধঃ সন্] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া) তত্র আজৌ (সেই যুদ্ধস্থলে) দূতং ন [অপশ্যৎ] পিতুঃ কলেবরং চ ন সমপশ্যৎ (দূত কিম্বা পিতার কলেবর কিছুই দেখিতে পাইলেন না) । [তদা সঃ] (তখন তিনি) সৌভস্থং (সৌভবিমানে অবস্থিত) অম্বরচারিণং রিপুম্ (আকাশে বিচরণকারী শত্রু শাল্বকে) আলোক্য (দর্শন করিয়া) নিহন্তুম্ উদ্যতঃ [বভূব] (বধ করিতে উদ্যত হইলেন) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মায়াবী শাল্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া খড়্গের দ্বারা বসুদেবসদৃশ সেই পুরুষের মস্তক ছেদন করতঃ উহা লইয়া আকাশস্থ সৌভবিমানে প্রবেশ করিল ॥ ২৭ ॥ শাল্ব ঐরূপ কার্য্য করিলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানী হইয়াও স্বজনের প্রতি অনুরাগহেতু শোকে নিমগ্ন হইয়া মুহূর্ত্তকাল অবস্থান করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত কার্যকে ময়দানব কর্ত্তৃক উপদিষ্টা আসুরী মায়া শাল্ব বিস্তার করিয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিলেন ॥ ২৮ ॥ লোকে জাগরিত হইয়া যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ দেখিতে পায় না, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া সেই যুদ্ধস্থলে দূত কিম্বা পিতার কলেবর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি সৌভবিমানে অবস্থিত ও আকাশে বিচরণকারী শাল্বকে দর্শন করিয়া তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ২৯ ॥

শ্রীধর—জনিতা জনয়িতা, ঈশশ্চেৎ শক্তশ্চেৎ ॥ ২৬ ২৭ ॥ **স্ববোধঃ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানবানপি স্বজনানুষঙ্গতঃ স্বজনস্নেহতঃ মনুষ্যস্বভাবে** উপপ্লুতো নিমগ্ন আস্তে অতিষ্ঠৎ। ততস্তৎ সর্ব্বম্ আসুরীং মায়ামবুধ্যৎ মায়েয়মিতি জ্ঞাতবান্ ॥ ২৮ ॥ স্বাপ্নং স্বপ্নপ্রপঞ্চং যথা ॥ ২৯ ॥

এবং বদন্তি রাজর্ষে। ঋষয়ঃ কে চ নান্বিতাঃ।
যৎ স্ববচো বিরুধ্যেত নূনং তে ন স্মরন্ত্যমু ॥ ৩০ ॥
ক্ব শোকমোহৌ স্নেহো বা ভয়ং বা যেঽজ্ঞসম্ভবাঃ।
ক্ব চাখণ্ডিতবিজ্ঞান-জ্ঞানৈশ্বর্য্যস্ত্বখণ্ডিতঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়—রাজর্ষে। (হে রাজর্ষি পরীক্ষিৎ।) কে চ ঋষয়ঃ (বৈশম্পায়নাদি কোন কোন ঋষি) এবং বদন্তি (ষষ্ঠ শ্লোক হইতে এই পর্য্যন্ত যেমন বলা হইল, এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন), তে নান্বিতাঃ (তাঁহারা পরম্পর অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই), [তেষাং] (তাঁহাদিগের) যৎ স্ববচঃ বিরুধ্যেত (যে নিজেদের বাক্য বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে), নূনং (নিশ্চয়ই) । তে] (তাঁহারা) [তৎ] ন অনুস্মরন্তি (তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই) । অর্থাৎ পূর্বে রাজসূয় সম্পাদনার্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন বর্ণনাকালে বলা হইয়াছে –"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরামের অনুমতি লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে যাত্রা করেন", আর ঋষিগণের মতে এই স্থলে বলা হইয়াছে—"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমি পূজনীয় অগ্রজ বলরামের সহিত এই ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়াছি ইত্যাদি"। উক্ত দুই বাক্যের পূর্ব্ববাক্যে পাওয়া যায়—বলরাম ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করেন নাই এবং পরবাক্যে পাওয়া যায়—বলরামও ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়াছিলেন। সুতরাং বাক্যদ্বয় বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। এই বাক্যবিরোধের কথা সেই ঋষিগণ ভাবিয়া দেখেন নাই ।॥ ৩০ ॥

[হে রাজন্। ঋষিগণের উক্তিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শোকমোহাদিগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলা হইয়াছে। ভগবান্ কখনও শোকমোহাদিগ্রস্ত হইতে পারেন না।] যে অজ্ঞসম্ভবাঃ (যে সকল শোকমোহাদি অজ্ঞ জনে উৎপন্ন হইয়া থাকে), [তে (সেই) শোকমোহৌ চ স্নেহঃ বা ভয়ং বা [ইতি এতে] ক্ব ? (শোক, মোহ, স্নেহ এবং ভয়ই বা কোথায় ?) অখণ্ডিতবিজ্ঞানজ্ঞানৈশ্বর্য্যঃ (আর যাঁহার বিজ্ঞান, জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য অখণ্ডিত, সেই) অখণ্ডিতঃ [কৃষ্ণ] তু ক্ব ? (পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায় ?) [অজ্ঞজনোচিত শোকমোহাদি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে কখনই সম্ভাবিত হইতে পারে না] ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে রাজর্ষি পরীক্ষিৎ! কোন কোন ঋষি (ষষ্ঠ শ্লোক হইতে এই পর্য্যন্ত যেমন বলা হইল) এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই; তাঁহাদের নিজেদের বাক্য যে বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, নিশ্চয়ই তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই। [বাক্যবিরোধ অন্বয়ে দেখান হইল; অন্বয় দেখুন] ॥ ৩০ ॥ হে রাজন্! ঋষিগণের উক্তিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শোকমোহাদিগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলা হইয়াছে; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কখনই শোকমোহাদিগ্রস্ত হইতে পারেন না। যে সকল শোকমোহাদি অজ্ঞজনে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই শোক, মোহ, স্নেহ ও ভয়ই বা কোথায়? আর যাঁহার বিজ্ঞান, জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য অখণ্ডিত, সেই পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়? অজ্ঞজনোচিত শোকমোহাদি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে কখনই সম্ভাবিত হইতে পারে না ॥ ৩১ ॥

শ্রীধর—এবং পরমতমুপন্যস্তং নিরাকরোতি—এবমিতি। কে চ কেচন, নান্বিতাঃ অনন্বিতাঃ পূর্বাপরানুসন্ধানরহিতাঃ। তদাহ—যৎ স্ববচ ইতি তন্নানুস্মরন্তীত্যর্থঃ। অয়মভিপ্রায়ঃ—ন তাবদ্রাজসূয়ার্থং রামেণ সহ গতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, সঙ্কর্ষণমনুজ্ঞাপ্যেতি পূর্বমুক্তত্বাৎ ॥ ৩০ ॥

যৎপাদসেবোর্জ্জিতয়াত্মবিদ্যয়া হিন্বন্ত্যনাদ্যাত্মবিপর্য্যয়গ্রহম্।
লভন্ত আত্মীয়মনন্তমৈশ্বরং কুতো নু মোহঃ পরমস্য সদ্গতেঃ ॥ ৩২ ॥
তং শস্ত্রপূগৈঃ প্রহরন্তমোজসা শাল্বং শরৈঃ শৌরিরমোঘবিক্রমঃ।
বিদ্ধ্বাচ্ছিনদ্বর্ম্ম ধনুঃ শিরোমণিং সৌভঞ্চ শত্রোর্গদয়া রুরোজ হ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়—[মুমুক্ষবঃ] (মুমুক্ষুগণ) যৎপাদসেবোর্জ্জিতয়া আত্মবিদ্যয়া (যাঁহার শ্রীচরণ সেবায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত আত্মজ্ঞানের দ্বারা) অনাদ্যাত্মবিপর্য্যয়গ্রহং হিন্বন্তি ("আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি সুখী, আমি দুঃখী" ইত্যাদি অনাদি আত্মভ্রমের অভিমান নাশ করিয়া থাকেন) আত্মীয়ম্ অনন্তম্ ঐশ্বরং [চ] লভন্তে (এবং নিজ হইতেই আবির্ভূত অনন্ত ভগবৎ সাম্যরূপ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন), [তস্য] [সদ্গতেঃ পরমস্য] (সেই মুক্তিপ্রদ ও মুক্তগণের প্রাপ্য পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের) কুতঃ নু মোহঃ ? (কিরূপে শোকমোহাদি উৎপন্ন হইবে) ? [অতএব ঋষিগণের পূর্ব্বোক্ত মত ঠিক নহে] ॥ ৩২ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! আমার মতে যাদবগণের সহিত শাল্বপক্ষীয়গণের পূর্ব্বোক্তরূপে সপ্তবিংশতি দিবস ব্যাপিয়া যুদ্ধ হইল। অষ্টাবিংশ দিবসে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং শাল্বের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।] ওজসা শস্ত্রপূগৈঃ প্রহরন্তং তং শাল্বং (শাল্ব বলপূর্ব্বক অস্ত্রসমূহের দ্বারা প্রহার করিতে থাকিলে সেই শাল্বকে) অমোঘবিক্রমঃ শৌরিঃ (অব্যর্থ পরাক্রমশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) শরৈঃ বিদ্ধ্বা (বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিয়া) [তস্য] বর্ম্ম ধনুঃ শিরোমণিং [চ] (তাহার বর্ম্ম, ধনু ও মস্তকের মণি) অচ্ছিনৎ (ছেদন করিয়া ফেলিলেন) গদয়া চ (এবং গদার দ্বারা) শত্রোঃ (সেই শত্রুর) সৌভং রুরোজ হ (সৌভবিমানও ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—মুমুক্ষুগণ যাঁহার শ্রীচরণসেবায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত আত্মজ্ঞানের দ্বারা "আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি সুখী, আমি দুঃখী" ইত্যাদি অনাদি আত্মভ্রমের সুদৃঢ় অভিমান নাশ করিয়া থাকেন এবং নিজ হইতে আবির্ভূত অনন্ত ভগবৎসাম্যরূপ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন, সেই মুক্তিপ্রদ মুক্তপ্রাপ্য পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কিরূপে শোকমোহাদি উৎপন্ন হইবে ? অতএব পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণের মত ঠিক নহে ॥ ৩২ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ। (আমার মতে) যাদবগণের সহিত শাল্বপক্ষীয়গণের পূর্ব্বোক্তরূপে সপ্তবিংশতি দিবস ব্যাপিয়া যুদ্ধ হইল। অষ্টাবিংশ দিবসে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং শাল্বের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। শাল্ব বলপূর্ব্বক অস্ত্রসমূহের দ্বারা প্রহার করিতে থাকিলে অব্যর্থ পরাক্রমশালী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিয়া তাহার বর্ম্ম ধনুঃ ও মস্তকের মণি ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং গদার দ্বারা সেই শত্রুর সৌভবিমানও ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধর—অসম্ভাবিতত্বেন্যাহ—ন শোকমোহাবিতি। ভয়ং বা দুর্নিমিত্তদর্শনকৃতং "নূনং হন্যাং পুরীং মমে"তি যদুক্তং যচ্চ হস্তাচ্ছার্ঙ্গং ন্যপতৎ' ইত্যুক্তং তদ্দ্বয়ং বা কেতি ? অজ্ঞেযু সম্ভবো যেষাং তে, অখণ্ডিতানি বিজ্ঞানজ্ঞানৈশ্বর্য্যাণি যস্য সঃ, তত্র বিজ্ঞানং স্বরূপবিষয়ম্, জ্ঞানং বাহ্যবিষয়ম্ ॥ ৩১ ॥ কিঞ্চ যস্য পাদসেবয়া উর্জ্জিতা পুষ্টা যা আত্মবিদ্যা তয়া অনাদিশ্চাসাবাত্মবিপর্য্যয়গ্রহশ্চ অহং সুখী দুঃখীত্যাদিলক্ষণস্তং হিন্বন্তি নাশয়ন্তি, সন্তঃ ঐশ্বরং পদঞ্চ, তস্য সতাং গতেঃ কুতো নু মোহ ইতি। অতো নৈতদ্ বচনং সত্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

তৎ কৃষ্ণহস্তেরিতয়া বিচূর্ণিতং পপাত তোয়ে গদয়া সহস্রধা।
বিসৃজ্য তদ্ভূতলমাস্থিতো গদা মুদ্যম্য শাল্বোঽচ্যুতমভ্যগাদ্ দ্রুতম্॥ ৩৪॥
আধাবতঃ সগদং তস্য বাহুং ভল্লেন ছিত্বাথ রথাঙ্গমদ্ভুতম্।
বধায় শাল্বস্য লয়ার্কসন্নিভং বিভ্রদ্বভৌ সার্ক ইবোদয়াচলঃ॥ ৩৫॥
জহার তেনৈব শিরঃ সকুণ্ডলং কিরীটযুক্তং পুরুমায়িনো হরিঃ।
বজ্রেণ বৃত্রস্য যথা পুরন্দরো বভূব হাহেতি বচস্তদা নৃণাম্॥ ৩৬॥

অন্বয়—তৎ (সেই সৌভবিমান) কৃষ্ণহস্তেরিতয়া গদয়া (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্তনিক্ষিপ্ত গদার দ্বারা) সহস্রধা বিচূর্ণিতং [সৎ] (সহস্রধা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া) তোয়ে পপাত (সমুদ্রের জলে নিপতিত হইল।)। [তদা] শাল্বঃ (তখন শাল্ব) তৎ বিসৃজ্য (সেই সৌভবিমান পরিত্যাগ করিয়া) ভূতলম্ আস্থিতঃ [সন] (ভূতলে অবস্থিত হইয়া) গদাম্ উদ্যম্য (গদা উত্তোলন করতঃ) দ্রুতম্ অচ্যুতম্ অভ্যগাৎ (দ্রুতবেগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল)॥ ৩৪॥

অথ (অনন্তর) [কৃষ্ণঃ] (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) ভল্লেন (ভল্লাস্ত্রের দ্বারা) আধাবতঃ শাল্বস্য (আক্রমণকারী সেই শাল্বের) সগদং বাহুং (গদাসমন্বিত বাহু) ছিত্বা (ছেদন করিয়া) তস্য বধায় (তাহার বধের নিমিত্ত) লয়ার্কসন্নিভম (প্রলয়কালীন সূর্য্যসদৃশ) অদ্ভুতং রথাঙ্গং (অদ্ভুত সুদর্শনচক্র) বিভ্রৎ (ধারণ করতঃ) সার্কঃ উদয়াচলঃ ইব (সূর্য্যসমন্বিত উদয়গিরির ন্যায়) বভৌ (শোভা পাইতে লাগিলেন)॥ ৩৫॥

[ততঃ] (তৎপরে) পুরন্দরঃ যথা (দেবরাজ ইন্দ্র যেমন) বজ্রেণ (বজ্রের দ্বারা) [শিরঃ জহার] (বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন) [তথা] (সেইরূপ) হরিঃ (ভক্তক্লেশহারী শ্রীকৃষ্ণ) তেন এব (সেই চক্রাস্ত্রের দ্বারাই) [পুরুমায়িনঃ তস্য] (বহুমায়াধারী সেইশাল্বের) সকুণ্ডলং কিরীটযুক্তং শিরঃ (কুণ্ডল ও কিরীটসমন্বিত মস্তক) জহার (ছেদন করিয়া ফেলিলেন)। তদা (তখন) নৃণাং (নরগণের মধ্যে) হাহা ইতি বচ বভূব (হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল)॥ ৩৬॥

অনুবাদ—সেই সৌভবিমান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্তনিক্ষিপ্ত গদার আঘাতে সহস্রধা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া সমুদ্রের জলে নিপতিত হইল। তখন শাল্ব সেই সৌভবিমান পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে অবস্থান করিল এবং গদা উত্তোলন করিয়া দ্রুতবেগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল॥ ॥ অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভল্ল নামক অস্ত্রের দ্বারা আক্রমণকারী সেই শাল্বের গদাসমন্বিত বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তাহার বধের নিমিত্ত প্রলয়কালীন সূর্য্যসদৃশ অদ্ভুত সুদর্শনচক্র ধারণ করতঃ সূর্য্যসমন্বিত উদয়গিরির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৩৫॥ তৎপরে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভক্তক্লেশহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই চক্রাস্ত্রের দ্বারাই বহু মায়াধারী শাল্বের কুণ্ডল ও কিরীটসমন্বিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন নরগণের মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল॥ ৩৬॥

শ্রীধর—কিং তর্হি সত্যং তদাহ তং শস্ত্রপূগৈর্বিধ্যতি। বর্ম কবচম্॥ করোজ রক্তম্॥ ৩৩ ৩৪॥ লয়ার্কসন্নিভং প্রলয়কালীনসূর্য্যসদৃশম্॥ ৩৫ ৩৬॥

তস্মিন্ নিপতিতে পাপে সৌভে চ গদয়া হতে।
নেদুর্দুন্দুভয়ো রাজন্! দিবি দেবগণেরিতাঃ॥
সখীনামপচিতিং কুর্ব্বন্ দন্তবক্রো রুষাভ্যগাৎ॥ ৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শাল্ববধো নাম সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৭॥

অন্বয়—রাজন্ (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) তস্মিন্ পাপে নিপতিতে (সেই পাপ শাল্ব নিপতিত) সৌভে গদয়া হতে চ [সতি] (এবং সৌভবিমান গদাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইলে) দিবি (স্বর্গে) দেবগণেরিতাঃ দুন্দুভয়ঃ নেদুঃ (দেবগণকর্ত্তৃক বাদিত দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল)। [তদা] দন্তবক্রঃ (তখন দন্তবক্র), সখীনাম্ অপচিতিং কুর্ব্বন্ (শিশুপাল শাল্ব প্রভৃতি সখাদিগের ঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত) রুষা অভ্যগাৎ (ক্রোধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল)॥ ৩৭॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই পাপ শাল্ব নিপতিত হইলে এবং সৌভবিমান গদাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইলে দেবগণকর্ত্তৃক বাদিত দুন্দুভিসমূহের ধ্বনি উত্থিত হইল। তখন দন্তবক্র ক্রোধে শিশুপাল ও শাল্ব প্রভৃতি সখাদিগের ঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল॥ ৩৭॥

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত॥ ৭৭॥

শ্রীধর—দেবগণৈরীরিতা বাদিতাঃ কিঞ্চ। সখীনামিতি॥ ৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭৭

ফেলালব

ষট্‌সপ্ততিতমে শাল্বে রুদ্রপ্রাপ্তবরে রণম্।
কুর্ব্বতি দ্যুমতঃ শস্ত্রাদুক্তঃ প্রদ্যুম্ননিক্রমঃ ॥

[এই ছিয়াত্তর অধ্যায়ে রুদ্রবরে শক্তিমান শাল্বের সঙ্গে যাদবগণের মহাযুদ্ধ ও এই যুদ্ধে শাল্বের অনুচর দ্যুমানের শস্ত্রপ্রহারে মূর্চ্ছিত কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নের রথসহ সারথির পলায়ন বর্ণিত হইয়াছে।

বিবরণী

চুয়ান্ন অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে বিপক্ষ রাজন্যবর্গকে পরাস্ত করিয়া রুক্মিণীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই পরাজিত রাজগণের মধ্যে শাল্ব ছিল। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল পৃথিবী যাদবশূন্য করিবে। এইজন্য সে শঙ্করের আরাধনা করিয়াছিল। আশুতোষকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট একটা ইচ্ছানুরূপ গতিশীল যান লাভ করিল। তখন স্বেচ্ছাগামী যানে দ্বারকায় গমন করিয়া শাল্ব বিশাল সৈন্য-বাহিনী দ্বারা পুরী অবরোধ করিল। তখন প্রদ্যুম্ন সাত্যকি প্রমুখ যদুবীরগণ শাল্বের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রদ্যুম্ন শাল্বকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। তখন শাল্বের এক অনুচর এক গদাঘাতে প্রদ্যুম্নের বক্ষস্থল আহত করিয়া তাঁহাকে অচেতন করিল। অবস্থা দেখিয়া সারথি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রদ্যুম্নকে লইয়া পলায়ন করিল। সংজ্ঞা পাইয়া প্রদ্যুম্ন সারথিকে ভর্ৎসনা করিলেন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন জন্য। সারথি বলিল, রথীকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য।

ফেলালব

সপ্তযুক্‌সপ্ততিতমে নানামায়াবিচক্ষণঃ।
কৃষ্ণেনাগত্য শাল্বস্য হতঃ সৌভঞ্চ চূর্ণিতম্ ॥

[সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ে বিবিধ মায়াকৌশলী শাল্বকে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া বধ করেন ও তাহার সৌভযান চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেন —এই বর্ণনা।]

বিবরণী

প্রদ্যুম্ন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া ধনুর্দ্ধারণ করিয়া সারথিকে আদেশ দিলেন দ্যুমানের নিকটবর্ত্তী হইতে। প্রদ্যুম্নের বাণাঘাতে সৌভের সৈন্যগণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া সমুদ্রে পড়িতে লাগিল। সপ্তবিংশতি দিবস যুদ্ধ চলিল।

এই সময় শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ছিলেন। যজ্ঞে শিশুপালবধের পর শ্রীকৃষ্ণ কতিপয় অমঙ্গল চিহ্ন দেখিয়া চিন্তিত মনে দ্বারকাপুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। দ্বারকার দ্বারে পৌঁছিয়া দাদা বলদেবকে পুররক্ষণে নিযুক্ত করিয়া শাল্ব ও তাহার সৌভ অভিমুখে ধাবিত হইলেন। শাল্ব কৃষ্ণকে দেখিবামাত্র তাঁর সারথিকে এক শক্তি নিক্ষেপ করিল। শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। শাল্ব শ্রীকৃষ্ণকে বলিল, তুই আমার সখা শিশুপালকে বধ করিয়াছিস, আমি তার শোধ লইয়া তোকে

যমালয়ে পাঠাইব। শ্রীকৃষ্ণ কোন উত্তর না করিয়া তার বক্ষঃস্থলে গদাঘাত করিলেন। শাল্ব রক্তবমন করিতে করিতে অন্তর্হিত হইল।

কিছুক্ষণ পর এক পুরুষ আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিল—দেবকীদেবী তাহাকে এই সংবাদ দিয়া পাঠাইয়াছেন যে, শাল্ব তোমার পিতা বসুদেবকে বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া প্রাকৃত মনুষ্যের মত শ্রীকৃষ্ণ বিমনা হইলেন। কি প্রকারে বলরামকে জয় করিয়া শাল্ব পিতাকে লইয়া গেল ইহা ভাবিতে লাগিলেন। এই সময় শাল্ব বসুদেবকে লইয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের সন্নিধানেই তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া আকাশস্থ সৌভে প্রবেশ করিল।

শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য স্বভাবে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইলেন, তার পরক্ষণেই বুঝিতে পারিলেন যে ইহা শাল্বের আসুরী মায়া। শ্রীকৃষ্ণ তখন গদাঘাতে সৌভটি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিলেন এবং চক্রাঘাতে শাল্বের মাথাটা কাটিয়া ফেলিলেন।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

(৭৬-৭৭ দুই অধ্যায়ের)

১। শাল্ব কৃষ্ণ-বিরোধী। শিব তাহাকে বর দিলেন কেন? বর দিয়া "বৃষ্ণিভীষণ" দুর্ভেদ্য কামচারী সৌভ (বিমান) কেন দিলেন? শিবের বর দিবার দুইটি কারণ (১) শরণাগতকে বর না দিলে শরণাগতোপেক্ষা দোষে দোষী হন। (২) শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের ইচ্ছা জাগিয়াছে যুদ্ধের জন্য, যাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হয়, এই জন্য শত্রুকে শক্তিশালী করিয়া দেন শঙ্কর। ভগবদ্বিবোধিভ্যোঽপি বর-প্রদানং তৎ পুনস্তাসুৎসাহ্য শ্রীভগবদত্যভীষ্টযুদ্ধাদিলীলায়াং প্রবর্ত্তনায়েতি—সনাতন। সৌভটি দিলেন বৃষ্ণিভীষণ, বৃষ্ণিঘাতক নহে, ইহাও লক্ষণীয়।

২। প্রদ্যুম্ন বলিয়াছেন, আমাব্যতীত, যদুকুলজাত ব্যক্তির রণবিচ্যুতি আর শুনা যায় নাই। যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিয়া এখন শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে কি করিয়া মুখ দেখাইবেন ইহা ভাবিতেছেন। ইহাতে বুঝা যায় যাদবগণের যুদ্ধবীরত্বের ঐতিহ্য ছিল অতুলনীয়।

শত্রু-অস্ত্রে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াও বৃষ্ণিবীরগণ পলায়ন করেন নাই। ইহার কারণ বলিয়াছেন একটি বিশেষণ দিয়া "লোকদ্বয়জিগীষবঃ"। ইহার তাৎপর্য্য শ্রীসনাতন বলেন, লোকদ্বয়স্য জিগীষবঃ ক্ষাত্রধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনার্থং যশোধর্ম্মপ্রবর্ত্তনার্থং চ। অথবা আর এক অর্থ করিয়াছেন—জগদ্ধিতার্থং নিজকীর্ত্তি-বিস্তারেণ ঊর্দ্ধ্বাধোলোকদ্বয়-বশীকরণেচ্ছয়া, জগৎকল্যাণ করিয়া ঊর্দ্ধ্বলোক জয়, নিজ কীর্ত্তি বিস্তার করিয়া অধোলোক জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া।

৩। দারুকাত্মজের বিশেষণ দিয়াছেন, ধর্ম্মবিৎ। এখানে অকার প্রশ্লেষ করিয়া অধর্ম্মবিৎও করা চলে। দুই অর্থই ঠিক। "সূতঃ কৃচ্ছ্রগতং রক্ষেদ্রথিনং" সারথি বিপদাপন্ন রথীকে বিপৎকালে

রক্ষা করিতে জানে বলিয়াই সে ধর্ম্মবিৎ। আবার প্রদ্যুম্নের দেহ যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, এই বিগ্রহের ধর্ম্ম কি জানে না বলিয়া সে অধর্ম্মবিৎ।

যতো ধর্ম্মবিৎ "সূতং কৃচ্ছ্রগতং রক্ষেৎ" ইতি ধর্ম্মজ্ঞঃ। বস্তুতস্তু আকারপ্রশ্লেষেণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্বলক্ষণং তস্য ধর্ম্মং ন বেত্তীতি অধর্ম্মবিৎ ॥

৪। মূলগ্রন্থের ১৫-১৬ দুই শ্লোক শ্রীশুকদেবের সম্মত নয়। শাল্ব শ্রীকৃষ্ণের বামহস্তে এমত আঘাত করিয়াছে যে তাঁহার শ্রীহস্ত হইতে ধনুখানা পড়িয়া গেল শ্রীশুকদেব মনে করেন শাল্বের পক্ষে এই অসম্ভব কার্য্য করা সম্ভব নহে। এই ঘটনাই যখন সম্ভব নয় তখন তদ্দর্শনে দেবতাগণের হাহাকারও সত্য নহে।

যে শ্লোক শুকসম্মত নয় তাহা তিনি বলিবেন কেন ইহা আশ্চর্য ব্যাপার। এইরূপ আরও কতিপয় শ্লোক (২১-২৯ শ্লোক) ও শ্রীশুকসম্মত নহে। এইগুলি যে শুকসম্মত নহে তাহা শ্রীশুক গ্রন্থমধ্যে নিজেই বলিয়াছেন। ক্রমে আলোচনা করিতেছি।

এই দুই শ্লোক (১৫-১৬) শুকসম্মত নয় ইহা শ্রীশুক বলেন নাই, চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন।

৫। যৎ ত্বয়া মূঢ ইত্যাদি ১৭-১৮ শ্লোকে শাল্ব শ্রীকৃষ্ণকে গালি দিয়াছে ইহার অর্থ এই অনুবাদে রহিয়াছে। কিন্তু সরস্বতীদেবী এই শ্লোকদ্বয়ের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। কৃষ্ণ-নিন্দা সরস্বতী সহ্য করিতে পারেন না।

শ্লোকে আছে ত্বয়া মূঢ। সরস্বতী মূঢ স্থলে অমূঢ পাঠ করেন, যাঁহাকে আশ্রয় করিলে মূঢতা থাকে না। ন ভবতি মূঢো যস্মাৎ।

মূলে আছে ভ্রাতুর্ভার্য্যা হৃতা। তোমার পিসতুত ভাই শিশুপালের স্ত্রী (বাগ্‌দত্তা) রুক্মিণীকে অপহরণ করিয়াছ। সরস্বতী অর্থ করেন, ভার্য্যা লক্ষ্মীঃ স্বস্ত্রী হৃতা আনীতা। আর ভ্রাতুঃ যে ষষ্ঠী বিভক্তি এটি ভার্য্যার সঙ্গে সম্বন্ধে নহে। এটি অনাদরে ষষ্ঠী। আমরা তোমার ভাই শিশুপাল সকলে তাকাইয়া আছে এমতাবস্থায়। তৎ পিতৃস্বস্রেয়স্য শিশুপালস্য ঈক্ষমাণানাং অস্মাকঞ্চ ইত্যনাদরে ষষ্ঠী।

শাল্ব গালি দিয়া বলিয়াছেন তুমি অপরাজিতমানী, নিজেকে অন্যকর্ত্তৃক অপরাজেয় মনে কর। সরস্বতী দুইটি শব্দ করেন অপরাজিতশ্চাসৌ মানী চেতি। তুমি অপরাজিত এবং তুমি মানী আদরপাত্র।

শাল্ব বলিয়াছে তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব নয়ামি অপুনবাবৃত্তি। সরস্বতী অপুনরাবৃত্তি অর্থ করেন মোক্ষদাতা—ন ভবতি পুনরাবৃত্তি সংসারো যস্মাত্তং মোক্ষদায়িনং ত্বাং নয়ামি প্রাপ্নোমি তোমাকে লাভ করিব।

৬। মূল গ্রন্থের ২১-২৯ শ্লোকের তৃতীয় পাদের স্বপ্নে যথা পর্য্যন্ত কথাগুলি শ্রীশুকদেবের মনঃপূত নয়। ৩০ শ্লোকে তাই বলিয়াছেন— এবং বদন্তি রাজর্ষে ঋষয়ঃ কেচ নান্বিতাঃ। হে রাজর্ষি এইসব কথা পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান রহিত কতিপয় ঋষির মত বলিয়া জানিবে। (শ্লোকগুলি অর্থ অনুবাদে দ্রষ্টব্য) কথাগুলি শ্রীশুক কেন পছন্দ করিতেছেন না তাহার কারণ বলিতেছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছেন (৭১ অধ্যায় ১৩ শ্লোকে) সংকর্ষণমনুজ্ঞাপ্য --বলদেবের আদেশ লইয়া শ্রীকৃষ্ণ

(অনুজ্ঞাপ্য গমনাদেশং কারয়িত্বা) ইন্দ্রপ্রস্থ গমন করিয়াছেন। আবার বলিলেন, "আর্যমিশ্রাভিসঙ্গতঃ" (আর্যঃ বলভদ্রঃ স এব মিশ্রঃ পূজ্য স্তেনাভিসঙ্গতঃ) আমি বলদেবের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থ আগমন করায় শিশুপালপক্ষীয়গণ আমাদের পুরী বিনষ্ট করিতেছে। একবার বলিলেন শ্রীকৃষ্ণ একাকী গিয়াছেন আবার বলিলেন বলদেব সঙ্গে গিয়াছেন। বাক্যদ্বয়ে বিরুদ্ধপ্রতীতি হয় বলিতে হইবে। আবার শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—কথং রামমসম্ভ্রান্তং জিত্বাজেয়ং সুরাসুরৈঃ। দেবাসুরের অজেয় প্রমাদশূন্য বলদেবকে পরাজিত করিয়া শাল্ব কি করিয়া পিতাকে হরণ করিল। ইহাতে বুঝা যায় বলরাম দ্বারকাতেই ছিলেন। রাজসূয়ার্থং রামেণ সহ গতঃ কৃষ্ণঃ সংকর্ষণমনুজ্ঞাপ্যেতি পূর্ব্বমুক্তত্বাৎ। ততশ্চার্যমিশ্রাভিসঙ্গত ইতি। তৈ বর্ণিতং কৃষ্ণোক্তং কথং সঙ্গচ্ছতাং যদিবা কষ্টেন সঙ্গচ্ছতাং নাম তদা পুনরপি "কথং রামমসম্ভ্রান্তং জিত্বাজেয়ং সুরাসুরৈঃ" ইতি কৃষ্ণোক্তমুপপদ্যতামিতি।

এই গেল এক অসঙ্গতি। আর এক অসঙ্গতি এই যে, শাল্বের মায়া দ্বারা কৃষ্ণের মোহ সম্ভবে না। শাল্ব মায়া করিয়া বসুদেবের মায়ামূর্ত্তির শিরশ্ছেদ করিলে কৃষ্ণ অভিভূত হইলেন—ইহা হইতে পারে না। বসুদেববিষয়ক শ্রীকৃষ্ণের স্নেহশোক সম্ভবে না। শাল্বের অস্ত্রাঘাতে কৃষ্ণের হস্ত হইতে ধনুকের পতন সম্ভবে না। সজ্জনেরা যাঁর শ্রীচরণ সেবা করিতে করিতে আত্মজ্ঞান লাভ করেন, আত্মজ্ঞানের ফলে অনাদি অজ্ঞান নাশ হয় এবং তাহাতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের দাসস্বরূপ অক্ষয়স্বরূপ লাভ করেন। সেই কৃষ্ণের মোহ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? "কুতো নু মোহঃ পরমস্য সদ্গতেঃ।"

সুতরাং দেবকীপ্রেরিত লোকের আগমন ও তাহার কথা যে শাল্ব বসুদেবকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে এবং তচ্ছ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃত জীবের মত বিমনা ভাব ও খেদ এবং পরে শাল্বকর্তৃক মায়া বসুদেবের মস্তকচ্ছেদন এই সকল ঘটনা ঠিক নহে। ইহা শ্রীশুকের অভিমত। যে ঘটনাগুলি শ্রীশুকের মনোমত নহে তাহা তিনি আদৌ বর্ণনা করিলেন কেন? তাহার উত্তর শ্রীশুকদেবই একটি শব্দদ্বারা ধ্বনি করিয়াছেন। শ্রীশুক কহিয়াছেন—

ক শোকমোহৌ স্নেহো বা ভয়ং বা যেঽজ্ঞসম্ভবাঃ? অজ্ঞজনোচিত শোক মোহ ভয় অখণ্ডজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণে সম্ভবে না। এক কথার মধ্যে ব্যঞ্জনা এই যে, অজ্ঞসম্ভব শোকাদি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে থাকা সম্ভব নয় কিন্তু বিজ্ঞজনোচিত শোকাদি থাকা সম্ভব।

চক্রবর্ত্তিপাদ বলিতেছেন—শোকাদয়ো দ্বিবিধা অজ্ঞসম্ভবা বিজ্ঞসম্ভবাশ্চ। তত্র অজ্ঞে অসর্ব্বজ্ঞজনে অবিদ্যাধীনজনে সম্ভবন্তি যে তে বা ক, অখণ্ডিতানি বিজ্ঞানাদীনি যস্য স পরমেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ ক ইতি। তস্মাৎ বিজ্ঞে মায়াতীতলোকে সম্ভবন্তি যে তে চিন্ময়াঃ শোকাদয়ো ভগবদ্ভক্তে ভগবতি চ নিখিলরসামৃতময়স্বরূপে রসাঙ্গভূতসঞ্চারিনামানঃ সন্ত্যেব। এক প্রকার চিন্ময় মোহ আছে তাহা মায়াতীত লোকেও সম্ভব। সেই চিন্ময় শোক মোহ নিখিলরসামৃতস্বরূপ শ্রীভগবানে ও তাঁহার ভক্তে সম্ভব হইতে পারে রসের অঙ্গীভূত সঞ্চারিভাবরূপে। শ্রীকৃষ্ণে যে চিন্ময় কামক্রোধ স্নেহ মোহ শোক আছে তাহা দামবন্ধন লীলা ও গোপীর পূর্ব্বরাগ ও রাসাদি লীলায় দেখান হইয়াছে।—তে চ দামোদর-লীলা-গোপীপূর্ব্বরাগ-রাসাদিলীলাসু ব্যক্তা এব।

সপ্তসপ্ততিতমাধ্যায়ের ফেলালব-সমাপ্ত।

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

শিশুপালস্য শাল্বস্য পৌণ্ড্রকস্যাপি দুর্ম্মতিঃ ।
পরলোকগতানাঞ্চ কুর্ব্বন পারোক্ষ্যসৌহৃদম ॥ ১ ॥
একঃ পদাতিঃ সংক্রুদ্ধো গদাপাণিঃ প্রকম্পয়ন ।
পদ্ভ্যামিমাং মহারাজ ! মহাসত্ত্বো ব্যদৃশ্যত ॥ ২ ॥
তং তথায়ান্তমালোক্য গদামাদায় সত্বরঃ ।
অবপ্লুত্য রথাৎ কৃষ্ণঃ সিন্ধুং বেলেব প্রত্যধাৎ ॥ ৩ ॥

[এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক দন্তবক্র ও বিদূরথ বধ এবং বলরাম কর্ত্তৃক রোমহর্ষণ নামক সূতমুনি-বধ বৃত্তান্ত বর্ণন করা হইতেছে]

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) মহারাজ ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ) মহাসত্ত্বঃ দুর্ম্মতিঃ [দন্তবক্রঃ] (মহাবলশালী দুর্ম্মতি দন্তবক্র) পরলোকগতানাং (পরলোকগত) শিশুপালস্য শাল্বস্য পৌণ্ড্রকস্য অপি চ (শিশুপাল, শাল্ব ও পৌণ্ড্রকের) পারোক্ষ্যসৌহৃদং কুর্ব্বন্ (পরোক্ষে করণীয় বন্ধুকৃত্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত) সংক্রুদ্ধঃ গদাপাণিঃ পদাতিঃ একঃ [চ সন] (অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া গদাহস্তে পদব্রজে একাকী) পদ্ভ্যাম্ ইমাং প্রকম্পয়ন (পদভরে এই পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে) ব্যদৃশ্যত (আসিয়া যুদ্ধস্থলে দৃষ্টিগোচর হইল) ॥ ১-২ ॥

শ্রীকৃষ্ণঃ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) তং (সেই দন্তবক্রকে) তথা আয়ান্তম্ আলোক্য (ঐ প্রকারে আগমন করিতে দেখিয়া) গদাম্ আদায় (গদা লইয়া) সত্বরঃ [সন] (সত্বর) রথাৎ অবপ্লুত্য (রথ হইতে অবতরণ করতঃ) বেলা সিন্ধুম্ ইব (বেলাভূমি যেমন সমুদ্রকে প্রতিরোধ করে, সেইরূপ) [তং] প্রত্যধাৎ (তাহাকে প্রতিরোধ করিলেন) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! মহাবলশালী দুর্ম্মতি দন্তবক্র পরলোকগত শিশুপাল, শাল্ব ও পৌণ্ড্রকের পরোক্ষে করণীয় বন্ধুকৃত্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া গদাহস্তে পদব্রজে একাকী পদভরে এই পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে আসিয়া দৃষ্টিগোচর হইল ॥ ১-২ ॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই দন্তবক্রকে ঐ প্রকারে আগমন করিতে দেখিয়া গদা লইয়া সত্বর রথ হইতে অবতরণ করিলেন এবং বেলাভূমি যেমন সমুদ্রকে প্রতিরোধ করে, সেইরূপ তাহাকে প্রতিরোধ করিলেন ॥ ৩ ॥

শ্রীধর—ততোঽষ্টসপ্ততিতমে দন্তবক্রবিদূরথৌ । হত্বা হরিঃ পুরে রেমে রামঃ সূতং ততোঽবধীৎ ॥ সখীনাম পরিচিতিং কুর্ব্বন্ ইত্যুক্তং তদেবাহ—শিশুপালস্যেতি । পারোক্ষ্যসৌহৃদং পরোক্ষে করণীয়ং সুহৃৎকৃত্যম ॥ ১ ২ ॥ প্রত্যধাৎ প্রতিরুরোধ ॥ ৩ ॥

গদামুদ্যম্য কারূষো মুকুন্দং প্রাহ দুর্ম্মদঃ।
দিষ্ট্যা দিষ্ট্যা ভবানদ্য মম দৃষ্টিপথং গতঃ ॥ ৪ ॥
ত্বং মাতুলেয়ো নঃ কৃষ্ণ! মিত্রধ্রুঙ্ মাং জিঘাংসসি।
অতস্ত্বাং গদযা মন্দ। হনিষ্যে বজ্রকল্পয়া ॥ ৫ ॥
তর্হ্যানৃণ্যমুপৈম্যজ্ঞ! মিত্রাণাং মিত্রবৎসল।
বন্ধুরূপমরিং হত্বা ব্যাধিং দেহচরং যথা ॥ ৬ ॥

অন্বয় –[তদা] (তখন) দুর্ম্মদঃ কারূষঃ (করূষদেশের অধিপতি দুর্ম্মদ দন্তবক্র) গদাম্ উদ্যম্য (গদা উত্তোলন করিয়া) মুকুন্দং প্রাহ (ভগবান মুকুন্দকে বলিল) দিষ্ট্যা দিষ্ট্যা (ভাল। ভাল।) ভবান অদ্য (তুই আজ) মম দৃষ্টিপথং গতঃ (আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিস) ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ। (রে কৃষ্ণ।) ত্বং (তুই) নঃ (আমাদিগের) মাতুলেয়ঃ (মাতুল পুত্র । [তথাপি ত্বং] (তাহা হইলেও তুই) মিত্রধ্রুক্ (আমার বন্ধুহন্তা), [অধুনা] মাম [অপি] (এক্ষণে আমাকেও) জিঘাংসসি (বধ করিতে অভিলাষী হইয়াছিস্), অতঃ মন্দ। (অতএব রে মূঢ।) [অহং] (আমি) [অদ্য] (আজ) বজ্রকল্পয়া গদয়া (বজ্রসদৃশী গদার দ্বারা) ত্বাং হনিষ্যে (তোকে বধ করিব) ॥ ৫ ॥

অজ্ঞ। (রে মূঢ।) [অহং] মিত্রবৎসলঃ (আমি মিত্রবৎসল), তর্হি (অতএব) [অহং] (আমি) দেহচরং ব্যাধিং যথা (দেহগত ব্যাধির ন্যায়) বন্ধুরূপম অরিং [ত্বাং] (বন্ধুরূপী শত্রু তোকে) হত্বা (বধ করিয়া) মিত্রাণাম্ আনৃণ্যম্ উপৈমি (শিশুপালাদি মিত্রগণের ঋণ পরিশোধ করিব) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ— তখন করূষদেশের অধিপতি দুর্ম্মদ দন্তবক্র গদা উত্তোলন করিয়া ভগবান মুকুন্দকে বলিল—ভাল। ভাল। আজ তুই আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিস ॥ ৪ ॥ রে কৃষ্ণ। তুই আমাদিগের মাতুলপুত্র, তাহা হইলেও তুই আমার বন্ধুহন্তা, এক্ষণে আমাকেও বধ করিতে অভিলাষ করিয়াছিস্, অতএব রে নীচ। আমি আজ বজ্রসদৃশী গদার দ্বারা তোকে বধ করিব ॥ ৫ ॥ রে মূঢ। আমি মিত্রবৎসল, অতএব দেহচর ব্যাধির ন্যায় বন্ধুরূপী শত্রু তোকে বধ করিয়া শিশুপালাদি মিত্রগণের ঋণ পরিশোধ করিব ॥ ৬ ॥

শ্রীধর –"মুকুন্দং প্রাহ দুর্ম্মদ" ইত্যাদেরধিক্ষেপপরতা স্ফুটৈব। পরমার্থতস্তু দুর্মদো গতমদঃ প্রাহ মুকুন্দং তৃতীয়ে জন্মনি মুক্তিদানার্থমাগতম। অদ্যেতি—জন্মত্রয়ে অন্বিষ্যমাণোঽদ্য ব্রহ্মশাপাবসানে ভবান মম স্বামী দৃষ্টিপথং গতঃ প্রাপ্তঃ, এতদ্দিষ্ট্যা দিষ্ট্যা ভদ্রং ভদ্রম, অতিহর্ষে বীপ্সা ॥ ৪ ॥ কিঞ্চ হে কৃষ্ণ। ত্বম অস্মাকং মাতুলেয়ো বন্ধুঃ, এবমপি মিত্রধ্রুক্ মিত্রাণি ঘাতিতবান্ মাঞ্চ জিঘাংসসি, তর্হি অস্মাকং ত্বত্তো মৃত্যুঃ সনকাদ্যনুগ্রহপ্রাপ্তো নূনং দুর্ব্বারঃ, অতস্ত্বামেতাবন্মাত্রমহং যাচে। কিং? তদাহ—হে অমন্দ। সর্ব্বসহনসমর্থ। ক্ষাত্রধর্ম্মেণ সেবিতুং গদয়া ত্বাং হনিষ্যে প্রহরিষ্যামি তামেকবারং সহস্বেতি। নতু বজ্রতুল্যাং ত্বদ্গদাং কো বা সহেত? নৈবমিত্যাহ—অবজ্রকল্পয়া উৎপলমালাবদতিকোমলয়েত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

এবং রূক্ষৈস্তুদন্ বাক্যৈঃ কৃষ্ণং তোত্ত্রৈরিব দ্বিপম্
গদয়াতাড়য়ন্মূর্ধ্নি সিংহবদ্ব্যনদচ্চ সঃ ॥ ৭ ॥
গদয়াভিহতোঽপ্যাজৌ ন চচাল যদূদ্বহঃ।
কৃষ্ণোঽপি তমহন্ গুর্ব্ব্যা কৌমোদক্যা স্তনান্তরে ॥ ৮ ॥
গদানির্ভিন্নহৃদয় উদ্বমন্ রুধিরং মুখাৎ।
প্রসার্য্য কেশান্ বাহ্বঙ্ঘ্রীন্ ধরণ্যাং ন্যপতদ্ব্যসুঃ ॥ ৯ ॥
ততঃ সূক্ষ্মতরং জ্যোতিঃ কৃষ্ণমাবিশদদ্ভুতম্।
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং যথা চৈদ্যবধে নৃপ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—তোত্ত্রৈঃ দ্বিপম্ ইব (মাহুত যেমন অঙ্কুশের দ্বারা হস্তীকে ব্যথিত করে, সেইরূপ) সঃ (দন্তবক্র) এবং (এইরূপে) রূক্ষৈঃ বাক্যৈঃ (কঠোর বাক্যের দ্বারা) কৃষ্ণং তুদন্ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ব্যথিত করিতে করিতে) গদয়া মূর্ধ্নি অতাড়য়ৎ (গদার দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিল) সিংহবৎ ব্যনদৎ চ (এবং সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল) ॥ ৭ ॥

যদূদ্বহঃ কৃষ্ণঃ (যদুকুলতিলক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) আজৌ (যুদ্ধস্থলে) গদয়া অভিহতঃ অপি (গদার আঘাতে আহত হইয়াও) ন চচাল (কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না) [অথ সঃ] অপি (অনন্তর তিনিও) গুর্ব্ব্যা কৌমোদক্যা (মহতী কৌমোদকী গদার দ্বারা) তং স্তনান্তরে (তাহার বক্ষঃস্থলে) অহন (আঘাত করিলেন) ॥ ৮ ॥

গদানির্ভিন্নহৃদয়ঃ [সঃ] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গদার আঘাতে দন্তবক্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল, তখন সে) মুখাৎ রুধিরং উদ্বমন (মুখ দিয়া রক্ত বমন করিতে করিতে) কেশান বাহ্বঙ্ঘ্রীন প্রসার্য্য (কেশ, বাহু ও পাদ বিস্তার করিয়া) ব্যসুঃ [সন] (প্রাণশূন্য হইয়া) ধরণ্যাং ন্যপতৎ (ভূতলে নিপতিত হইল) ॥ ৯ ॥

নৃপ ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !) চৈদ্যবধে যথা (শিশুপাল নিহত হইলে যেমন তাহার শরীর হইতে এক জ্যোতিঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রবেশ করিয়াছিল, সেইরূপ এখন) ততঃ (সেই দন্তবক্রের দেহ হইতে) সূক্ষ্মতরম্ অদ্ভুতং জ্যোতিঃ (সূক্ষ্মতর অদ্ভুত এক জ্যোতিঃ) [নির্গত্য] (নির্গত হইয়া) পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বপ্রাণীর সমক্ষে) কৃষ্ণম্ আবিশৎ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিল) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ -মাহুত যেমন অঙ্কুশের দ্বারা হস্তীকে ব্যথিত করে, সেইরূপ দন্তবক্র পূর্ব্বোক্তরূপে কঠোর বাক্যের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ব্যথিত করিতে করিতে গদার দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিল এবং সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল ॥ ৭ ॥ যদুকুলতিলক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধস্থলে গদার আঘাতে আহত হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। অনন্তর তিনিও মহতী কৌমোদকী গদার দ্বারা দন্তবক্রের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন ॥ ৮ ॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গদার আঘাতে দন্তবক্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন সে মুখ দিয়া রক্ত বমন করিতে করিতে কেশ, বাহু ও পাদ বিস্তার করিয়া প্রাণশূন্য

শ্রীধর নন্বেবং হননে কস্তব পুরুষার্থস্তমাহ ইতীতি। হে অজ্ঞ ! ন বিদাতে জ্ঞো যস্মাৎ হে সর্ব্বজ্ঞেত্যর্থঃ। পরমার্থতঃ স্বামিনম্ এতদ্দেহসম্বন্ধেন বন্ধুরূপম্ অপিচ ব্রহ্মশাপেন শত্রুত্বেন প্রতীতং ত্বাং হত্বা মিত্রাণামানৃণ্যমুপৈমি উপৈষ্যামি। বিশেষেণাধীয়তে মনসি চিন্ত্যত ইতি ব্যাধিস্তম্ দেহে অন্তর্য্যামিতয়া চরতীতি তথা তম্ স্বয়ং হি ক্ষাত্রধর্ম্মেণ বাধ্য হন্তুমর্হসি তস্য জ্ঞানাবস্থাৎ জ্ঞাস্যেতি বা, তেন যথা পিত্রাদীনামানৃণ্যমুপযামি তদ্বদিতি ॥ ৬ ॥

বিদূরথস্তু তদ্ভ্রাতা ভ্রাতৃশোকপরিপ্লুতঃ।
আগচ্ছদসিচর্ম্মভ্যামুচ্ছ্বসংস্তজ্জিঘাংসয়া ॥ ১১ ॥
তস্য চাপততঃ কৃষ্ণশ্চক্রেণ ক্ষুরনেমিনা।
শিরো জহার রাজেন্দ্র! সকিরীটং সকুণ্ডলম্ ॥ ১২ ॥
এবং সৌভঞ্চ শাল্বঞ্চ দন্তবক্রং সহানুজম্।
হত্বা দুর্ব্বিষহানন্যৈরীড়িতঃ সুরমানবৈঃ ॥ ১৩ ॥
মুনিভিঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈর্ব্বিদ্যাধরমহোরগৈঃ।
অপ্সরোভিঃ পিতৃগণৈর্যক্ষৈঃ কিন্নরচারণৈঃ ॥ ১৪ ॥
উপগীয়মানবিজয়ঃ কুসুমৈরভিবর্ষিতঃ।
বৃতশ্চ বৃষ্ণিপ্রবরৈর্ব্বিবেশালঙ্কৃতাং পুরীম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয় [ততঃ] (তৎপরে) তদ্ভ্রাতা (দন্তবক্রের ভ্রাতা) বিদূরথঃ তু (বিদূরথও) ভ্রাতৃশোকপরিপ্লুতঃ [সন] (ভ্রাতৃশোকে নিমগ্ন হইয়া) উচ্ছ্বসন (দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে) তজ্জিঘাংসয়া (শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায়) অসিচর্ম্মভ্যাং [সহ] আগচ্ছৎ (অসি চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আগমন করিল) ॥ ১১ ॥

রাজেন্দ্র! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) [তদা] কৃষ্ণঃ চ (তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণও) ক্ষুরনেমিনা চক্রেণ (ক্ষুরধার সুদর্শনচক্রের দ্বারা) আপততঃ তস্য (আক্রমণকারী সেই বিদূরথের) সকিরীটং সকুণ্ডলং শিরঃ (কিরীট ও কুণ্ডল সমন্বিত মস্তক) জহার (ছেদন করিয়া ফেলিলেন) ॥ ১২ ॥

[হে রাজন!] এবং (এইরূপে) [কৃষ্ণঃ] (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) অন্যৈঃ দুর্ব্বিষহান (যাহাদের পরাক্রম অপরের সহ্য করা দুঃসাধ্য, তাদৃশ) সৌভং শাল্বং চ সহানুজং দন্তবক্রং চ (সৌভবিমান, শাল্ব ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদূরথের সহিত দন্তবক্রকে) হত্বা (বিনাশ করিয়া) সুরমানবৈঃ ঈড়িতঃ (দেবগণ ও মনুষ্যগণকর্ত্তৃক স্তুত) মুনিভিঃ (এবং মুনিগণ), সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈঃ (সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ), বিদ্যাধরমহোরগৈঃ (বিদ্যাধরগণ, মহোরগগণ) অপ্সরোভিঃ (অপসরোগণ), পিতৃগণৈঃ (পিতৃগণ) যক্ষৈঃ যক্ষগণ) কিন্নরচারণৈঃ (কিন্নরগণ ও চারণগণকর্ত্তৃক) উপগীয়মানবিজয়ঃ (স্বীয় বিজয় বর্ণনে কীর্ত্তিত), কুসুমৈঃ অভিবর্ষিতঃ (পুষ্পবর্ষণে সমাচ্ছন্ন) বৃষ্ণিপ্রবরৈঃ বৃতঃ চ [সন] (ও যদুশ্রেষ্ঠগণে পরিবৃত হইয়া) অলঙ্কৃতাং পুরীং বিবেশ (সুশোভিতা দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিলেন) ॥ ১৩-১৫ ॥

হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল ॥ ৯ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শিশুপাল নিহত হইলে যেমন তাহার শরীর হইতে এক জ্যোতি নির্গত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রবেশ করিয়াছিল, সেইরূপ তখন দন্তবক্রের দেহ হইতে সূক্ষ্মতর অদ্ভুত এক জ্যোতি নির্গত হইয়া সর্ব্বভূতের সমক্ষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে প্রবেশ করিল ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—তৎপরে দন্তবক্রের ভ্রাতা বিদূরথও ভ্রাতৃশোকে আকুল হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায় অসি ও চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বেগে শ্রীকৃষ্ণসমীপে আগমন করিল ॥ ১১ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও ক্ষুরধার সুদর্শনচক্রের দ্বারা আক্রমণকারী বিদূরথের কিরীট ও কুণ্ডলসমন্বিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥১২॥ হে রাজন্! যাহাদের

শ্রীধর—যক্ষৈরিত্যাদি প্রতীত্যভিপ্রায়েণ, তো ব্রহ্মাংশৈঃ। ৭—১৫ ॥

এবং যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো ভগবান্ জগদীশ্বরঃ।
ঈয়তে পশুদৃষ্টীনাং নির্জ্জিতো জয়তীতি সঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রুত্বা যুদ্ধোদ্যমং রামঃ কুরূণাং সহ পাণ্ডবৈঃ।
তীর্থাভিষেকব্যাজেন মধ্যস্থঃ প্রযযৌ কিল ॥ ১৭ ॥

অন্বয় যোগেশ্বরঃ (যিনি সঙ্কল্পমাত্রেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ) ভগবান (ষড়ৈশ্বর্য্যশালী) জগদীশ্বরঃ (ও জগতের নিয়ন্তা সেই) কৃষ্ণঃ (শ্রীকৃষ্ণ) এবং জয়তি (পূর্ব্বোক্তরূপে অনায়াসে দুষ্টগণকে জয় করিয়া থাকেন)। [জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধে পলায়নাদিচ্ছলে তাহাকে বধ না করিয়া যে ভীমসেনকে দিয়া বধ করাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অন্য প্রয়োজন ছিল, সুতরাং তাহাতেও তাঁহার জয়ই হইয়াছে।] সঃ [জরাসন্ধাদিভিঃ] নির্জ্জিতঃ (তিনি জরাসন্ধাদিকর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন) ইতি (ইহা) পশুদৃষ্টীনাম ঈয়তে (পশুর ন্যায় দৃষ্টিসম্পন্ন জনগণেরই প্রতীতি হইয়া থাকে)॥ ১৬ ॥

[রাজন! অথ একদা] (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অনন্তর একদিন) রামঃ (বলরাম) পাণ্ডবৈঃ সহ (পাণ্ডবগণের সহিত) কুরূণাং যুদ্ধোদ্যমং শ্রুত্বা (কুরুদিগের যুদ্ধের উদযোগ হইতেছে শ্রবণ করিয়া) মধ্যস্থ [সন্] (নিরপেক্ষ থাকিবার ইচ্ছায়) তীর্থাভিষেকব্যাজেন (তীর্থস্নান করিবার ছলে) [ততঃ] প্রযযৌ কিল (দ্বারকা হইতে প্রস্থান করিলেন)॥ ১৭ ॥

পরাক্রম অপরের সহ্য করা দুঃসাধ্য, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সেই সৌভবিমান, শাল্ব, দন্তবক্র ও তাহার ভ্রাতা বিদূরথকে বিনাশ করিয়া যদুশ্রেষ্ঠগণে পরিবৃত হইয়া সুশোভিত দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে দেবগণ ও মনুষ্যগণ তাহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং মুনিগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, বিদ্যাধরগণ, মহোরগগণ, অপ্সরোগণ, পিতৃগণ, যক্ষগণ, কিন্নরগণ ও চারণগণ তাহার বিজয় কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ও পুষ্পবর্ষণে তাঁহাকে সমাচ্ছন্ন করিলেন ॥ ১৩–১৫ ॥

অনুবাদ—যিনি সঙ্কল্পমাত্রেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ও জগতের নিয়ন্তা, সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বোক্তরূপে অনায়াসে দুষ্টগণকে জয় করিয়াই থাকেন। জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধে পলায়নাদিচ্ছলে স্বয়ং তাহাকে বধ না করিয়া যে ভীমসেনকে দিয়া বধ করাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অন্য প্রয়োজন ছিল, সুতরাং তাহাতেও তাঁহার বিজয়ই হইয়াছে "তিনি জরাসন্ধাদিকর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন" এইরূপ প্রতীতি পশুদৃষ্টি জনগণেরই হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অনন্তর এক সময়ে বলরাম পাণ্ডবগণের সহিত কুরুদিগের যুদ্ধের উদযোগ হইতেছে শ্রবণ করিয়া নিরপেক্ষ থাকিবার ইচ্ছায় তীর্থস্নানচ্ছলে দ্বারকা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৭ ॥

শ্রীধর—এবং শ্রীকৃষ্ণো মহাবলানপি লীলয়া জয়তোবেতি কৃত্বা স কদাচিজ্জরাসন্ধাদিভির্নির্জ্জিত ইতি পশুদৃষ্টীনামীয়তে ॥ নিত্যজয়ে হেতবঃ—যোগেশ্বরো ভগবান জগদীশ্বর ইতি ॥ ১৬ ॥ বিদূরথান্তমাখ্যা পুত্রাদিদনোঃ কুলম। কৃষ্ণতুপারমন্নারাগ্রামোঽহনন্ তবন্ধলৌ ॥ তৎ প্রসঙ্গমাহ শ্রুত্বেতি ॥ ১৭ ॥

স্নাত্বা প্রভাসে সন্তর্প্য দেবর্ষিপিতৃমানবান্।
সরস্বতীং প্রতিস্রোতাং যযৌ ব্রাহ্মণসংবৃতঃ ॥ ১৮ ॥
পৃথূদকং বিন্দুসরস্ত্রিতকূপং সুদর্শনম্।
বিশালাং ব্রহ্মতীর্থঞ্চ চক্রং প্রাচীং সরস্বতীম্ ॥ ১৯ ॥
যমুনামনু যান্যেব গঙ্গামনু চ ভারত!।
জগাম নৈমিষং যত্র ঋষয়ঃ সত্রমাসতে ॥ ২০ ॥
তমাগতমভিপ্রেত্য মুনয়ো দীর্ঘসত্রিণঃ।
অভিনন্দ্য যথান্যায়ং প্রণম্যোত্থায় চার্চ্চয়ন্ ॥ ২১ ॥

অন্বয় [সঃ] (তিনি) প্রভাসে স্নাত্বা (প্রভাসতীর্থে স্নান করিয়া) দেবর্ষিপিতৃমানবান সন্তর্প্য (দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণের তর্পণ করতঃ,) ব্রাহ্মণসংবৃতঃ [সন] (ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া) প্রতিস্রোতাং সরস্বতীং যযৌ (বিপরীতবাহিনী সরস্বতীতে গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥

[সঃ এবং] (তিনি এইরূপে) পৃথূদকং (পৃথূদক), বিন্দুসরঃ (বিন্দুসরোবর), ত্রিতকূপং (ত্রিতকূপ), সুদর্শনং (সুদর্শন তীর্থ), বিশালাং (বিশালা), ব্রহ্মতীর্থং (ব্রহ্মতীর্থ), চক্রং (চক্রতীর্থ), প্রাচীং সরস্বতীং চ [যযৌ] (এবং পূর্ব্বসরস্বতীতে গমন করিলেন) ॥ ১৯ ॥

ভারত! (হে ভরতবংশধর পরীক্ষিৎ!) [ততঃ সঃ] (তৎপরে তিনি) যমুনাম অনু গঙ্গাম অনু চ (যমুনা ও গঙ্গার পরে) যানি [তীর্থানি সন্তি] (যে সকল তীর্থ আছে) [তানি সর্ব্বাণি] এব [গত্বা] সেই সমস্ত তীর্থে গমন করিয়া) [অথ] নৈমিষং জগাম (পরে নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন) যত্র (ঐ স্থানে) ঋষয়ঃ সত্রম আসতে (ঋষিগণ তখন এক বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন) ॥ ২০ ॥

দীর্ঘসত্রিণঃ মুনয়ঃ (দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞকর্ম্মে প্রবৃত্ত মুনিগণ) আগতং তং (সমাগত তাহাকে) অভিপ্রেত্য (বলরাম বলিয়া বুঝিতে পারিয়া) উত্থায় (গাত্রোত্থান করিয়া) অভিনন্দ্য প্রণম্য চ (অভিনন্দন ও প্রণাম করতঃ) যথান্যায়ম্ অর্চ্চয়ন (যথাবিধি তাহার পূজা করিলেন) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তিনি প্রথমতঃ প্রভাসতীর্থে স্নান করিয়া দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণের তর্পণ করতঃ ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া তথা হইতে বিপরীতবাহিনী সরস্বতী তীর্থে গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥ তিনি এইরূপে ক্রমে পৃথূদক, বিন্দুসরোবর, ত্রিতকূপ, সুদর্শনতীর্থ, বিশালা, ব্রহ্মতীর্থ ও পূর্ব্বসরস্বতী-তীর্থে গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥ হে ভরতবংশধর পরীক্ষিৎ! তৎপরে তিনি গঙ্গা ও যমুনার পরে যে সকল তীর্থ বর্ত্তমান আছে, সেই সমস্ত তীর্থেই গমন করিয়া পরে নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন; ঐ স্থানে ঋষিগণ তখন এক বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ॥ ২০ ॥ দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞকর্ম্মে প্রবৃত্ত মুনিগণ তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া বলরাম বলিয়া বুঝিতে পারিয়া উত্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিনন্দন ও প্রণাম করিয়া যথাবিধি তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ২১ ॥

শ্রীধর—প্রতিস্রোতং প্রতিলোমম ॥ ১৮ ॥ সুদর্শনং তীর্থম, চক্রং চক্রতীর্থম্ ॥ ১৯ ॥ যমুনামনু যানি তীর্থানি গঙ্গামনু চ যানি তানি সর্ব্বাণি গত্বা নৈমিষমরণ্যং জগাম ॥ ২০ ॥

সোঽর্চ্চিতঃ সপরীবারঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ।
রোমহর্ষণমাসীনং মহর্ষেঃ শিষ্যমৈক্ষত ॥ ২২ ॥
অপ্রত্যুত্থায়িনং সূতমকৃতপ্রহ্বণাঞ্জলিম্।
অধ্যাসীনঞ্চ তান্ বিপ্রাংশ্চুকোপোদ্বীক্ষ্য মাধবঃ ॥ ২৩ ॥
কস্মাদসাবিমান্ বিপ্রানধ্যাস্তে প্রতিলোমজঃ।
ধর্ম্মপালাংস্তথৈবাস্মান্ বধমর্হতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ২৪ ॥
ঋষের্ভগবতো ভূত্বা শিষ্যোঽধীত্য বহূনি চ।
সেতিহাসপুরাণানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বশঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—সঃ (বলরাম) সপরীবারঃ অর্চ্চিতঃ (সঙ্গী জনগণের সহিত পূজিত হইয়া) কৃতাসনপরিগ্রহঃ [সনঃ] (আসন গ্রহণ করতঃ) মহর্ষেঃ শিষ্যং (মহর্ষি ব্যাসদেবের শিষ্য) রোমহর্ষণম্ (রোমহর্ষণ নামক সূতকে) আসীনম্ ঐক্ষত উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন) ॥ ২২ ॥

মাধবঃ (ভগবান্ বলরাম) সূতং [তং] (প্রতিলোমজাত অর্থাৎ ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জাত ঐ রোমহর্ষণকে) অপ্রত্যুত্থায়িনম্ (নিজের আগমনে প্রত্যুত্থান না করিতে), অকৃতপ্রহ্বণাঞ্জলিম (প্রণাম ও অঞ্জলিবন্ধন না করিতে) তান্ বিপ্রান্ অধ্যাসীনং চ (এবং তত্রস্থ ব্রাহ্মণগণ হইতেও উচ্চ আসনে উপবিষ্ট থাকিতে) উদ্বীক্ষ্য (দেখিয়া) চুকোপ (ক্রুদ্ধ হইলেন) ॥ ২৩ ॥

[তিনি স্বগত বলিতে লাগিলেন] —ভগবতঃ ঋষেঃ (ভগবান্ বেদব্যাসের) শিষ্যঃ ভূত্বা (শিষ্য হইয়া) সর্ব্বশঃ (এবং সম্পূর্ণরূপে) সেতিহাসপুরাণানি বহূনি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি (ইতিহাস ও পুরাণের সহিত বহু ধর্ম্মশাস্ত্র) অধীত্য চ (অধ্যয়ন করিয়া) অসৌ প্রতিলোমজঃ (ঐ প্রতিলোমজাত রোমহর্ষণ) কস্মাৎ (কি কারণে) ইমান্ বিপ্রান্ (এই সকল ব্রাহ্মণকে) তথা এব ধর্মপালান্ অস্মান্ (এবং ধর্ম্মপালক আমাদিগকে) অধ্যাস্তে (অতিক্রম করিয়া উচ্চাসনে উপবিষ্ট আছে?) [অতঃ অয়ং] দুর্ম্মতিঃ (অতএব এই দুর্ম্মতি সূত) বধম অর্হতি (বধদণ্ড পাইবার যোগ্য) ॥ ২৪-২৫ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ বলরাম সঙ্গী জনগণের সহিত পূজিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন এবং মহর্ষি ব্যাসদেবের শিষ্য রোমহর্ষণ নামক সূতকে উচ্চ আসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন ॥ ২২ ॥ ভগবান্ বলরাম প্রতিলোমজাত অর্থাৎ ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জাত ঐ রোমহর্ষণকে নিজের আগমনে প্রত্যুত্থান না করিতে, প্রণাম বা অঞ্জলিবন্ধন না করিতে এবং তত্রস্থ ব্রাহ্মণগণ হইতেও উচ্চ আসনে উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ২৩ ॥ তিনি স্বগত বলিতে লাগিলেন—এই ব্যক্তি ভগবান্ বেদব্যাসের শিষ্য ও সম্পূর্ণরূপে ইতিহাস ও পুরাণসমূহের সহিত বহু ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে; তথাপি এই প্রতিলোমজাত লোমহর্ষণ কি কারণে এই সকল ব্রাহ্মণকে ও ধর্ম্মপাল আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া উচ্চ আসনে উপবিষ্ট আছে? অতএব এই দুর্ম্মতি সূত বধদণ্ড পাইবার যোগ্য ॥ ২৪-২৫ ॥

শ্রীধর—অভিপ্রেত্য শ্রীরাম ইতি জ্ঞাত্বা ॥ ২১ ॥ মহর্ষেব্যাসস্য ॥ ২২ ॥ সূতং প্রতিলোমজম্, ন কৃতং প্রহ্বণমঞ্জলিশ্চ যেন তম্, অধ্যাসীনঞ্চ তান্ তেভ্যোঽপ্যুচ্চৈরাসীনমিত্যর্থঃ ॥ ২৩-২৪ ॥

অদান্তস্যাবিনীতস্য বৃথাপণ্ডিতমানিনঃ।
ন গুণায় ভবন্তি স্ম নটস্যেবাজিতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥
এতদর্থো হি লোকেঽস্মিন্নবতারো ময়া কৃতঃ।
বধ্যা মে ধর্ম্মধ্বজিনস্তে হি পাতকিনোঽধিকাঃ ॥ ২৭ ॥
এতাবদুক্ত্বা ভগবান্ নিবৃত্তোঽসদ্বধাদপি।
ভাবিত্বাৎ তং কুশাগ্রেণ করস্থেনাহনৎ প্রভুঃ ॥ ২৮ ॥
হাহেতিবাদিনঃ সর্ব্বে মুনয়ঃ খিন্নমানসাঃ।
ঊচুঃ সঙ্কর্ষণং দেবমধর্ম্মস্তে কৃতঃ প্রভো! ॥ ২৯ ॥

অন্বয়—অজিতাত্মনঃ (অস্থিরচিত্ত), অদান্তস্য (অজিতেন্দ্রিয়) অবিনীতস্য (অবিনীত) বৃথাপণ্ডিতমানিনঃ [জনস্য] (ও বৃথা পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তির) [শাস্ত্রাধ্যয়নাদয়ঃ] (শাস্ত্রাধ্যয়নাদি) নটস্য ইব (নট গৃহীত রাজবেশাদির ন্যায়) গুণায় ন ভবন্তি স্ম (যথোচিত কার্য্যকরী হয় না) ॥ ২৬ ॥

ধর্ম্মধ্বজিনঃ [জনাঃ] (যাহারা যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়াও উত্তম ধর্ম্মচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক নিজের ধার্ম্মিকত্বের পরিচয় দিয়া থাকে, তাদৃশ ব্যক্তিগণ) মে বধ্যাঃ (আমার বধ্য), এতদর্থঃ হি (এইরূপ ধর্ম্মধ্বজিগণের বিনাশের নিমিত্তই) অস্মিন লোকে (এই পৃথিবীতে) ময়া অবতারঃ কৃতঃ (আমি অবতীর্ণ হইয়াছি) হি (যেহেতু) তে (তাহারা) অধিকাঃ পাতকিনঃ (অতিশয় পাতকী) ॥ ২৭ ॥

প্রভুঃ ভগবান্ [রামঃ] (প্রভু ভগবান্ বলরাম) এতাবৎ উক্ত্বা (এই পর্য্যন্ত বলিয়া) অসদ্বধাৎ নিবৃত্তঃ অপি (তীর্থযাত্রাহেতু দুষ্টবধ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেও) ভাবিত্বাৎ (রোমহর্ষণের মৃত্যু এইরূপেই হইবে বলিয়া) করস্থেন কুশাগ্রেণ (করস্থ কুশাগ্রের দ্বারা) তম্ অহনৎ (তাহাকে বধ করিলেন) ॥ ২৮ ॥

[তদা] (তখন) সর্ব্বে মুনয়ঃ (মুনিগণ) হাহেতি বাদিনঃ (হাহাকার করিতে করিতে) খিন্নমানসাঃ [সন্তঃ] (দুঃখিতচিত্তে) দেবং সঙ্কর্ষণম্ ঊচুঃ (দেব সঙ্কর্ষণকে বলিতে লাগিলেন)—প্রভো! (হে প্রভো)! তে অধর্ম্মঃ কৃতঃ (আপনি অধর্ম্ম করিলেন) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি অস্থিরচিত্ত, অজিতেন্দ্রিয় ও অবিনীত এবং যে ব্যক্তি বৃথাই নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে, সেই ব্যক্তির শাস্ত্রাধ্যয়নাদি নটগৃহীত রাজবেশাদির ন্যায় যথোচিত কার্য্যকারী হয় না ॥ ২৬ ॥ যাহারা যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়াও উত্তম ধর্ম্মচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক নিজের ধার্ম্মিকত্বের পরিচয় দিয়া থাকে, তাদৃশ ব্যক্তিগণ আমার বধ্য। এইরূপ ধর্ম্মধ্বজিগণের বিনাশের নিমিত্তই এই পৃথিবীতে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি, যেহেতু তাহারা অতিশয় পাতকী ॥ ২৭ ॥ প্রভু ভগবান্ বলরাম যদিও তীর্থযাত্রাহেতু দুষ্ট-বধ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি রোমহর্ষণের মৃত্যু এইরূপেই হইবে বলিয়া তিনি করস্থ কুশাগ্রের দ্বারা তাঁহাকে বধ করিলেন ॥ ২৮ ॥ তখন মুনিগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং দুঃখিতচিত্তে সঙ্কর্ষণদেব বলরামকে বলিতে লাগিলেন—হে প্রভু! আপনি অধর্ম্ম করিলেন ॥ ২৯ ॥

শ্রীধর—অজানন্নধ্যাস্ত ইতি চৈবৈবমিত্যাহ ঋষেরিতি ॥ ২৫ ॥ নন্বহুজ্ঞঃ কথমেবং কুর্য্যাৎ? তত্রাহ—অদান্তস্যেতি। গুণায় যথোচিতানুষ্ঠানায় ॥ ২৬ ॥

অস্য ব্রহ্মাসনং দত্তমস্মাভির্যদুনন্দন ।।
আয়ুশ্চাত্মাক্লমং তাবদ্ যাবৎ সত্রং সমাপ্যতে ॥ ৩০ ॥
অজানতৈবাচরিতস্ত্বয়া ব্রহ্মবধো যথা ।
যোগেশ্বরস্য ভবতো নাম্নায়োঽপি নিয়ামকঃ ॥ ৩১ ॥
যদ্যেতদ্‌ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাবনং লোকপাবন ।।
চরিষ্যতি ভবান্ লোকসংগ্রহোঽনন্যচোদিতঃ ॥ ৩২ ॥
শ্রীভগবানুবাচ
করিষ্যে বধনির্ব্বেশং লোকানুগ্রহকাম্যয়া ।
নিয়মঃ প্রথমে কল্পে যাবান্ স তু বিধীয়তাম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়—যদুনন্দন ! (হে যদুনন্দন !) যাবৎ সত্রং সমাপ্যতে তাবৎ (যতদিন আমাদিগের যজ্ঞ সমাপ্তি না হয়, ততদিনের জন্য) অস্মাভিঃ (আমরা) অস্য (ইঁহাকে) ব্রহ্মাসনং আত্মাক্লমং আয়ুঃ (চ ব্রহ্মার আসন এবং শারীরিক ক্লেশশূন্য আয়ুঃ) দত্তম্ (প্রদান করিয়াছি) ॥ ৩০ ॥

অজানতা এব ত্বয়া (না জানিয়াই আপনি) যথা (যথাযথরূপে) ব্রহ্মবধঃ আচরিতঃ (ব্রহ্মবধ করিলেন) । [যদ্যপি] (যদিও) যোগেশ্বরস্য ভবতঃ (যোগেশ্বর আপনার) আম্নায়ঃ অপি (বেদও) নিয়ামকঃ ন [অস্তি] (নিয়ামক নহে), [তথাপি] (তাহা হইলেও) লোকপাবন ! (হে লোকপাবন !) ভবান্ যদি (আপনি যদি) অনন্যচোদিতঃ [সন্] (অন্যকর্ত্তৃক প্রণোদিত না হইয়া, স্বেচ্ছায়) এতদ্‌ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাবনং (এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত) চরিষ্যতি (করেন), [তর্হি] (তাহা হইলেই) লোকসংগ্রহঃ [ভবিষ্যতি] (লোকশিক্ষা হইবে) ॥ ৩১-৩২ ॥

শ্রীভগবান উবাচ (ভগবান্ বলরাম বলিলেন) [অহং] (আমি) লোকানুগ্রহকাম্যয়া (জনগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার অর্থাৎ শিক্ষা দিবার ইচ্ছায়) বধনির্ব্বেশং করিষ্যে (ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিব) । প্রথমে কল্পে (মুখ্য পক্ষে) যাবান্ নিয়মঃ [বর্ত্ততে] (যে নিয়ম আছে) সঃ তু (সেই নিয়ম) [ভবদ্ভিঃ] বিধীয়তাম্ (আপনারা বিধান করুন) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে যদুনন্দন ! যতদিন আমাদিগের যজ্ঞসমাপ্তি না হয় ততদিনের জন্য আমরা এই রোমহর্ষণকে ব্রহ্ম-আসন ও শারীরিক ক্লেশশূন্য আয়ুঃ প্রদান করিয়াছি ॥ ৩০ ॥ হে প্রভো ! না জানিয়াই আপনি যথাযথরূপে ব্রহ্মবধ করিলেন। আপনি যোগেশ্বর; "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদিরূপ বেদবাক্য যদিও আপনার নিয়ামক নহে, তাহা হইলেও হে লোকপাবন ! আপনি যদি অন্যকর্ত্তৃক প্রণোদিত না হইয়া স্বেচ্ছায় এই ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করেন, তাহা হইলে লোকশিক্ষা হইবে ॥ ৩১-৩২ ॥ ভগবান্ বলরাম বলিলেন—হে মুনিগণ ! আমি জনগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার অর্থাৎ জনগণকে শিক্ষা দিবার ইচ্ছায় ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিব। প্রায়শ্চিত্তের মুখ্য পক্ষে যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম আপনারা বিধান করুন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধর—বিপ্রানধ্যাস্তাম্ অন্যথা কিঞ্চিৎ করোতু কিং তবেতি চেৎ, তত্রাহ—এতদর্থ ইতি। ধর্ম্মধ্বজিন উত্তমলিঙ্গধারিণঃ ॥ ২৭ ॥ তাবিত্থাদিতি। নহি ভবিতব্যং কেনাপি পরিহর্ত্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ। অহনৎ অহন্ ॥ ২৮ ॥ তে ত্বয়া ॥ ২৯ ॥

দীর্ঘমায়ুর্ব্বতৈতস্য সত্ত্বমিন্দ্রিয়মেব চ।
আশাসিতং যৎ তদ্ ব্রূত সাধয়ে যোগমায়য়া ॥ ৩৪ ॥

ঋষয় ঊচুঃ

অস্ত্রস্য তব বীর্য্যস্য মৃত্যোরস্মাকমেব চ।
যথা ভবেদ্বচঃ সত্যং তথা রাম বিধীয়তাম্ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ

আত্মা বৈ পুত্র উৎপন্ন ইতি বেদানুশাসনম্।
তস্মাদস্য ভবেদ্বক্তা আয়ুরিন্দ্রিয়সত্ত্ববান্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়—বত। (হে মুনিগণ) এতস্য (এই সূতের) দীর্ঘম্ আয়ুঃ (দীর্ঘ আয়ুঃ) সত্ত্বম্ (বল), ইন্দ্রিয়ম্ এব চ (ইন্দ্রিয়পটুতা ও অপর) যৎ (যাহা কিছু) [ভবদ্ভিঃ] আশাসিতং (আপনারা আশা করেন), তৎ [সর্ব্বং] ব্রূত (সেই সমস্ত বলুন), [অহং] (আমি) যোগমায়য়া (যোগমায়ার দ্বারা) [তৎ সর্ব্বং] সাধয়ে (সেই সমস্ত সম্পাদন করিব) ॥ ৩৪ ॥

ঋষয়ঃ ঊচুঃ (মুনিগণ বলিলেন) রাম। (হে বলরাম!) যথা (যে প্রকারে) তব অস্ত্রস্য বীর্য্যস্য (আপনার অস্ত্র ও পরাক্রম) [অস্য] মৃত্যোঃ (এবং এই রোমহর্ষণের মৃত্যুর) [সত্যতা] ভবেৎ (সত্যতা হয়) অস্মাকম্ বচঃ এব চ (আর আমাদের বাক্যও) সত্যং [ভবেৎ] (সত্য হয়), তথা বিধীয়তাম (আপনি সেই প্রকার বিধান করুন) ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভগবান উবাচ (ভগবান বলরাম বলিলেন) [হে মুনিগণ।] "আত্মা বৈ পুত্রঃ উৎপন্নঃ (আত্মাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়)" ইতি বেদানুশাসনম্ (ইহাই বেদের অনুশাসন অর্থাৎ উপদেশ), তস্মাৎ (অতএব) অস্য [পুত্রঃ উগ্রশ্রবাঃ] (ইহার পুত্র উগ্রশ্রবা) [ভবতাং] বক্তা ভবেৎ (আপনাদের পুরাণবক্তা হইবেন) আয়ুরিন্দ্রিয়সত্ত্ববান [চ ভবেৎ] (এবং দীর্ঘ আয়ু, ইন্দ্রিয়পটুতা ও বল প্রাপ্ত হইবেন) [সুতরাং এই রোমহর্ষণ সাক্ষাৎ জীবিত রহিলেন না বলিয়া আমার অস্ত্র ও পরাক্রমের এবং ইঁহার মৃত্যুর সত্যতা হইল, আর এই রোমহর্ষণ পুত্ররূপে বাচিয়া রহিলেন বলিয়া আপনারা যে ইঁহাকে দীর্ঘায়ু প্রদান করিয়াছেন, আপনাদের সেই বাক্যও সত্য হইল] ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে মুনিগণ! এই সূতের দীর্ঘ আয়ু, বল, ইন্দ্রিয়পটুতা ও অপর যাহা কিছু আপনারা আশা করেন, সেই সকল বলুন, আমি যোগমায়ার দ্বারা সেই সকল সম্পাদন করিব ॥ ৩৪ ॥ মুনিগণ বলিলেন—হে বলরাম। যে প্রকারে আপনার অস্ত্র ও পরাক্রমের এবং এই রোমহর্ষণের মৃত্যুর সত্যতা হয়, আর আমরা যে রোমহর্ষণের দীর্ঘায়ু প্রদান করিয়াছি, যে প্রকারে আমাদিগের সেই বাক্যও সত্য হয়, আপনি সেই প্রকার বিধান করুন ॥ ৩৫ ॥ ভগবান্ বলরাম বলিলেন—হে মুনিগণ! "আত্মাই

শ্রীধর—অধার্ম্মিকপ্রতিলোমজবধঃ, কোঽয়মধর্ম্ম ইতি চেৎ, তত্রাহুঃ--অস্যেতি। পুরাণপ্রবচনায় আত্মনঃ শরীরস্য নাস্তি ক্লমো যস্মিংস্তদায়ুশ্চ দত্তমিতি ॥ ৩০ ॥ ব্রহ্মবধেঽপি কিং মমেশ্বরস্যেতি চেৎ, সত্যমেবম্, তথাপি প্রায়শ্চিত্তং কর্ত্তব্যমিত্যাশয়েনাহুঃ—যোগেশ্বরস্যেতি সার্দ্ধেন। আম্নায়ো "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদিলক্ষণঃ ॥ ৩১ ॥ তথাপ্যেতস্যা ব্রহ্মহত্যায়াঃ পাবনং প্রায়শ্চিত্তং হে লোকপাবন। অনন্যচোদিতঃ স্বয়মেব ভবান্ যদি করিষ্যতি, তর্হি লোকসংগ্রহো ভবিষ্যতি নান্যথেতি ॥ ৩২ ॥

কিং বঃ কামো মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রূতাহং করবাণ্যথ।
অজানতশ্চাপচিতিং যথা মে চিন্ত্যতাং বুধাঃ!॥ ৩৭॥

ঋষয় ঊচুঃ

ইল্বলস্য সুতো ঘোরো বল্বলো নাম দানবঃ।
স দূষয়তি নঃ সত্রমেত্য পর্ব্বণি পর্ব্বণি॥ ৩৮॥
তং পাপং জহি দাশার্হ! তন্নঃ শুশ্রূষণং পরম্।
পূয়শোণিতবিন্মূত্র-সুরামাংসাভিবর্ষিণম্॥ ৩৯॥

অন্বয় - মুনিশ্রেষ্ঠাঃ। (হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ!) বঃ কিং কামঃ [বর্ত্ততে] (আপনাদিগের কি অভিলাষ আছে), [তং] ব্রূত (তাহা বলুন) অহং করবাণি (আমি সম্পাদন করিব)। বুধাঃ! (হে জ্ঞানিগণ!) অথ চ (অনন্তর) অপচিতিম্ অজানতঃ মে (ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তবিষয়ে অনভিজ্ঞ আমার) [অপচিতিঃ] যথা চিন্ত্যতাম্ (প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থা করুন)॥ ৩৭॥

ঋষয়ঃ ঊচুঃ (মুনিগণ বলিলেন) দাশার্হ! (হে যাদব!) ইল্বলস্য সুতঃ (ইল্বলের পুত্র) বল্বলঃ নাম (বল্বল নামক) ঘোরঃ দানবঃ [অস্তি] (এক ভীষণ দানব আছে), সঃ (সে) পর্ব্বণি পর্ব্বণি এত্য (অমাবস্যাদি পর্ব্বে পর্ব্বে আসিয়া) নঃ সত্রং (আমাদিগের যজ্ঞ) দূষয়তি (দূষিত করে)॥ পূয়শোণিতবিন্মূত্র-সুরামাংসাভিবর্ষিণং (যজ্ঞস্থলে পূয, শোণিত, বিষ্ঠা, মূত্র, সুরা ও মাংস বর্ষণকারী) তং পাপং (সেই পাপাত্মাকে) [ত্বং] জহি (আপনি বধ করুন), তৎ [এব] (সেই দানবকে বধ করা হইলেই) নঃ পরং শুশ্রূষণং [ভবেৎ] (আমাদিগের পরম উপকার করা হইবে)॥ ৩৮-৩৯॥

পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়" ইহাই বেদের উপদেশ, অতএব এই রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা আপনাদিগের পুরাণবক্তা হইবেন এবং দীর্ঘ আয়ু, ইন্দ্রিয়পটুতা ও বল প্রাপ্ত হইবেন। সুতরাং রোমহর্ষণ সাক্ষাৎ জীবিত রহিলেন না বলিয়া আমার অস্ত্র ও পরাক্রমের এবং ইহার মৃত্যুর সত্যতা হইল, আর এই রোমহর্ষণ পুত্ররূপে বাঁচিয়া রহিলেন বলিয়া আপনারা যে ইহাকে দীর্ঘায়ু প্রদান করিয়াছেন, আপনাদের সেই বাক্যও সত্য হইল॥ ৩৬॥

অনুবাদ—হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! আপনাদের কি অভিলাষ আছে, তাহা আমার নিকটে বলুন আমি তাহা সম্পাদন করিব। হে জ্ঞানিগণ! ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কি, তাহা আমি জানি না; আপনাদের অভিলাষ পূরণ করিবার পর আমার কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তাহা আপনারা শাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থা করুন॥ ৩৭॥ মুনিগণ বলিলেন—হে দাশার্হ! ইল্বলদানবের পুত্র বল্বল নামক এক ভীষণ দানব আছে। সে অমাবস্যাদি পর্ব্বে পর্ব্বে আসিয়া আমাদিগের যজ্ঞসমূহ দূষিত করে। সে যজ্ঞস্থলে পূয, শোণিত, বিষ্ঠা, মূত্র, সুরা ও মাংস বর্ষণ করে। আপনি সেই পাপাত্মাকে বধ করুন। তাহা হইলেই আমাদিগের পরম উপকার করা হইবে॥ ৩৮-৩৯॥

শ্রীধর—বধস্য নির্দ্দেশং প্রায়শ্চিত্তম্ প্রথমে কল্পে মুখ্যকল্পে বিধীয়তামপদিশ্যতাম্॥ ৩৩॥ কিঞ্চ বঃ হে মুনয়ঃ! এতস্য দীর্ঘমায়ুঃ সত্ত্বং বলম্ ইন্দ্রিয়ং তৎপাটবঞ্চ অন্যচ্চ যদ্বস্তুবিবাশাসিতমপেক্ষিতং তদ্ নো ব্রূত সর্বম্॥ ৩৪॥ অস্ত্রাদীনাং যথা সত্যতা ভবেৎ, অস্মাকঞ্চ বচঃ সত্যং যথা ভবেৎ, তথা বিধীয়তামিত্যর্থঃ॥ ৩৫॥

ততশ্চ ভারতং বর্ষং পরীত্য সুসমাহিতঃ।
চরিত্বা দ্বাদশ মাসাংস্তীর্থস্নায়ী বিশুধ্যসি ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
বল্বলবধোপক্রমো নামাষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৮ ॥

অন্বয়—ততঃ চ [ত্বং] (এই দানব-বধরূপ আমাদিগের কার্য্য সম্পাদন করিবার পর আপনি) ভারতং বর্ষং পরীত্য (ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়া) সুসমাহিতঃ তীর্থস্নায়ী [চ সন্] (রাগদ্বেষাদিরহিত ও তীর্থস্নায়ী হইয়া) দ্বাদশ মাসান্ [কৃচ্ছ্রাণি] চরিত্বা (দ্বাদশ মাস ব্রতাদি আচরণ করতঃ) বিশুধ্যসি (বিশুদ্ধ হইবেন) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—এই দানববধরূপ আমাদিগের কার্য্য সম্পাদন করিবার পর আপনি ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়া রাগদ্বেষাদিরহিত ও তীর্থস্নায়ী হইবেন এবং দ্বাদশমাস ব্রতাদি আচরণ কবিযা বিশুদ্ধ হইবেন ॥ ৪০ ॥

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

শ্রীধর—তথা সম্পাদয়ন্নাহ—আত্মা বা ইতি। "অঙ্গাদঙ্গা সম্ভবসি হৃদয়াদভিজায়সে। আত্মা বৈ পুত্রনামাসি ত্বং জীব শরদঃ শতম্' ইত্যাদি বেদানুশাসনং বেদবচনম, তস্মাদস্য রোমহর্ষণস্য পুত্রঃ উগ্রশ্রবা ভবতাং পুরাণপ্রবক্তা ভবেৎ, স চায়ুরাদিমাংশ্চ ভবেৎ। অতঃ সাক্ষাদজীবনাদস্ত্রস্য মৃত্যোশ্চ সত্যতা, পুত্ররূপেণ চায়ুরাদিসিদ্ধেযু্মদ্বচনস্যাপি সত্যতা স্যাদিতি ভাবঃ ॥ প্রথমং তাবদপেক্ষিতং কথয়ত, তদহং করিষ্যামীত্যাহ—কিং বঃ কাম ইতি। কিংবিষয়ো বঃ কামো বর্ত্ততে তদ ব্রূতেতি। অথানন্তরং ব্রহ্মদণ্ডং গৃহীত্বা অপচিতিং নিষ্কৃতিমজানতো মে হে বুধাঃ! যথা যথাবচ্চিন্তয়তাম পচিতিরিতি ॥ ৩৭ ॥ প্রথমং তাবদপেক্ষিতং কর্ত্তব্যং কথযন্তি—ইল্বলস্যেতি দ্বাভ্যাম ॥ ৩৮-৩৯ ॥ প্রায়শ্চিত্তমাহুঃ—ততশ্চেতি। পরীত্য প্রদক্ষিণীকৃত্য সুসমাধানাদিগুণবিশেষাদেকাব্দমাত্রমুক্তমিত্যবিরোধঃ। সুসমাহিতঃ কামক্রোধাদিরহিতঃ চরিত্বা কৃচ্ছ্রাণি ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৮ ॥

———

কেদারাব

অষ্টযুক্-সপ্ততিতমে দন্তবক্রবিদূরথৌ।
হরির্জঘান সূতন্তু বলস্তীর্থং পরিভ্রমন্॥

[এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক দন্তবক্র ও বিদূরথের বিনাশ। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের নিজপুরীতে বিহার। আর আছে তীর্থপর্য্যটনরত বলরামকর্ত্তৃক সূতমুনির প্রাণবিনাশের কথা এবং তৎপ্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মুনিগণকর্ত্তৃক ভারত পরিক্রমণ ও তীর্থস্নানাদির উপদেশ।]

বিবরণী

দন্তবক্র ছিল শাম্বের বন্ধু। বন্ধুর বিনাশ দেখিয়া সে ক্রুদ্ধ হইয়া গদাহস্তে আসিল কৃষ্ণকে প্রহার করিতে। বহু কর্কশভাষায় সে শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিল ও গদাদ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত হানিল। যদুনাথ তাহাতে একবিন্দুও চঞ্চল হইলেন না। প্রত্যুত্তরস্বরূপ দন্তবক্রের বক্ষে এক ভীষণ গদাঘাত করিলেন। তাহাতে তাহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল ও সে প্রাণত্যাগ করিল।

দন্তবক্রের ভাইয়ের নাম বিদূরথ। ভ্রাতৃশোকে ব্যাকুল হইয়া সে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিল অসিহস্তে। শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শনচক্র দ্বারা তাহার মাথাটা কাটিয়া ফেলিলেন।

এদিকে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ লাগিবার উপক্রম হইল। বলদেব নির্লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করিলেন। তীর্থযাত্রাচ্ছলে তিনি দ্বারকা হইতে বাহির হইলেন। প্রভাসে স্নান করিয়া নৈমিষারণ্যে আসিলেন। সেখানে দেখিলেন অব্রাহ্মণ রোমহর্ষণ উচ্চাসনে উপবিষ্ট। তিনি বলদেবকে দেখিয়া প্রত্যুত্থান করিলেন না। বলদেব তাঁহাকে বিনয়হীন অজিতেন্দ্রিয় মনে করিয়া তাঁহাকে কুশদ্বারা আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

ইহাতে মুনিগণ সকলেই দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা বলদেবকে বলিলেন যে, রোমহর্ষণকে ব্রহ্মাসন তাঁহারাই দিয়াছেন। সুতরাং বলদেবের ব্রহ্মবধজনিত পাতক হইয়াছে। তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করা উচিত। বলদেব নিজ ত্রুটী বুঝিলেন। তখন তিনি রোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা সূতকে ব্রহ্মাসনে বসাইয়া দিলেন, পুরাণবক্তা করিয়া দিলেন। মুনিগণ বলদেবকে অনুরোধ করিলেন, বল্বল নামে একটা অত্যাচারী দানবকে বধ করিতে ও ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ভারতবর্ষ পরিক্রমণ, ব্রতানুষ্ঠান ও তীর্থস্নান করিতে।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

১। দন্তবক্র শ্রীকৃষ্ণকে কঠোর ভৎর্সনা করিয়াছে। তাহার কথার অর্থ অনুবাদে দেওয়া হইয়াছে। কৃষ্ণনিন্দা সহ্য করিতে অপারগ সরস্বতীদেবী ঐ কথার অন্য অর্থ করিতেছেন।—দুর্ম্মদঃ—গতমদঃ

মুকুন্দং-মুক্তিদাতারং। ব্রহ্মশাপাবসানে তৃতীয় জন্মে মুক্তি দিবে বলিয়াছিলে। আজ তাই এই অধমের দৃষ্টিপথে উদিত হইয়াছ। ইহা দিষ্ট্যা দিষ্ট্যা—অতিভদ্রং। নঃ প্রভুরপি ত্বং মাতুলেয়ঃ মাতুলপুত্রঃ অভূঃ। তুমি আমাদের প্রভু। এখন লীলায় মাতুলপুত্র হইয়াছে। মাতুলেয়দ্রোহিণং মাং জিঘাংসসি তদুচিতমেব। অতঃ হে অমন্দ গদয়া ত্বদীয়য়া কৌমুদক্যা মদ্বিঘাতিন্যা হেতুনা ত্বাং হনিষ্যে প্রাপ্স্যামি তোমার কৌমুদকী গদার আঘাতের ফলে আমি তোমাকেই পাইব। অজ্ঞ ন বিদ্যতে জ্ঞো যস্মাৎ—সর্ব্বজ্ঞ। মিত্রবৎসলোঽহং তর্হি মিত্রাণাম্ আনৃণ্যং উপৈমি তেষামপি উদ্ধারণাদিতি ভাবঃ। তাহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বন্ধুরা যেখানে গিয়াছেন সেইখানেই যাইব। অরিং লোকপ্রতীত্যা শত্রুমপি ত্বাং বন্ধুরূপং বস্তুতঃ বন্ধুরূপং হত্বা জ্ঞাত্বা যথা যথাবদেব বিশেষণ অধীয়তে মনসি চিন্ত্যতে ইতি—ব্যাধিস্তং পরম-ধ্যেয়ং দেহে চরতি ইতি তমন্তর্য্যামিনম্। কৃষ্ণং গদয়া অতাড়যৎ।

১। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত দন্তবক্রের দেহ হইতে জ্যোতিঃ বাহির হইয়া শ্রীকৃষ্ণে বিলীন হইল। স্বর্গের দ্বারী জয় ও বিজয় সনকাদির অভিশাপে লীলার পুষ্টির জন্য তিন জন্ম অন্তে মুক্তিলাভ করিল। হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ, রাবণ, কুম্ভকর্ণ এবং দন্তবক্র ও শিশুপাল এই তিন জন্ম। ইত্থং জয় বিজয়ৌ সনকাদি-শাপব্যাজেন কেবলং ভগবতো লীলার্থং সংসৃতাববতীর্য জন্মত্রয়েঽপি তেনৈব নিহতৌ জন্মত্রয়াবসানে মুক্তিমবাপ্তৌ। দন্তবক্রবধের স্থানটি অদ্যাপি "দতিহা" নামে স্থিত।

৩। দন্তবক্র বধের পর শ্রীকৃষ্ণ অলঙ্কৃতা পুরীতে প্রবেশ করিলেন। ইহা কোন্ পুরী ভাগবতে উল্লেখ নাই। চক্রবর্ত্তিপাদ পাদ্মোত্তর খণ্ডের বাক্যপ্রামাণ্যে বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ নন্দব্রজে ব্রজপুরী প্রবেশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রজ হইতে যাইবার সময় "আবার আসিব" বলিয়াছেন, সেই বাক্য আজ সত্য হইল।

কৃষ্ণোঽপি তং হত্বা যমুনামুত্তীর্য নন্দব্রজং গত্বা সোৎকণ্ঠৌ পিতরৌ অভিবাদ্য আশ্বাস্য তাভ্যাং সাশ্রুসেকমালিঙ্গিতঃ সকল-গোপবৃদ্ধান প্রণম্য বহুবস্ত্রাভরণাদিভিস্তত্রস্থান্ সন্তর্পযামাস।

পরে ৮২ অধ্যায়ে যে কুরুক্ষেত্রে ব্রজবাসীদের মিলন বর্ণিত আছে তাহা দন্তবক্রবধের পর ব্রজ-প্রবেশের পূর্ব্ববর্ত্তী লীলা। এইভাবে লীলার পর্য্যায়—প্রথম কুরুক্ষেত্র মিলন, তৎপর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ, তারপর ক্রমে দ্যূতক্রীড়া, পাণ্ডবদের বনগমন। তারপর শাল্ব দন্তবক্র বধ। ব্রজে গমন। ইহার পরই ব্রজলীলার উপসংহার। দুইমাস ব্রজে বাস করিয়া সকলের বিরহদুঃখ দূর করিয়া, ব্রজবাসী সকলকে নিত্যলীলাধামে পাঠাইয়া নিজে দ্বারকায় যান। ব্রজবাসীদের বিরহদুঃখ দূর করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দুইমাস বাস করিলেন বৃন্দাবনে।

রম্যকেলিসুখেনৈব গোপবেশধরঃ প্রভুঃ।
বহুপ্রেমরসেনাত্র মাসদ্বয়মুবাস হ॥

তৎপরে নন্দাদি গোপগণ ও অন্যান্য সকলে দিব্যরূপ ধরিয়া বৈকুণ্ঠলোকে চলিয়া গেলেন। অত্র নন্দগোপাদয়ঃ সর্ব্বে জনাঃ পুত্রদারাদিভিঃ সহিতাঃ বাসুদেবপ্রসাদেন দিব্যরূপধরা বিমানমারূঢ়াঃ পরমং

বৈকুণ্ঠলোকমবাপুঃ। কৃষ্ণস্তু নন্দগোপব্রজৌকসাং সর্ব্বেষাং পরমং নিবামঙ্গং স্বপদং দত্ত্বা দিবি দেবগণৈঃ সংস্তূয়মানো দ্বারবতীং বিবেশ। ব্রজজনদের নিজ নিত্যলীলাধামে পাঠাইয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন।

৪। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ নিজচক্ষে দর্শন করিবেন না বলিয়া বলদেব তীর্থে যান ক্রমে নৈমিষারণ্যে আসেন। সকলে বলদেবকে মর্য্যাদা দেখান। ব্যাসশিষ্য রোমহর্ষণ উচ্চাসনে উপবিষ্ট থাকেন। বলদেব তাঁহাকে ঋষিগণ অপেক্ষা উচ্চাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া ক্রোধযুক্ত হন এবং কুশের আঘাতে (কুশাগ্রেণ করস্থেনাহনৎ) তাঁহাকে বধ করিলেন। কার্য্যটি আপাতদৃষ্টিতে অসুন্দর, শাস্ত্রকারগণ ইহার সমর্থনে মাত্র বলিয়াছেন "ভাবিত্বাৎ"। রোমহর্ষণ বিন্দুমাত্র দোষী নন। তবু বলদেব তাঁহাকে দোষী দুষ্টস্বভাব মনে করিয়াছেন। এইরূপ মনে করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তিনি পরমেশ্বর, দ্বিতীয়তঃ তিনি তখন তীর্থযাত্রী, দুষ্ট-বধেও বিরত

"ভগবান নিবৃত্তোঽসদ্বধাদপি"

তীর্থযাত্রা-নিয়মহেতু বলদেব তখন দুষ্টবধরূপ কার্য্য হইতেও বিরত। বিশেষতঃ তিনি ভগবান্ নিরভিমানস্য অক্রোধনস্য পরমেশ্বরস্য তস্য কিমনেন। ইহার একমাত্র উত্তর, ভাবিত্বাৎ। তস্মাত্তোস্তথৈব ভাবিত্বাৎ। নহি ভবিতব্যং কেনাপি পরিহর্ত্তুং শক্যত ইতি ভাবঃ।

৫। ঘটনাটি অবাঞ্ছিত কিন্তু তারপর যাহা ঘটিল তাহা সুন্দর। ঋষিগণ বলিলেন, অধর্ম্মস্তে কৃতঃ প্রভো। আপনি ভগবান হইলেও অধর্ম্ম করিয়াছেন। আপনি হউন যোগেশ্বর, ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত, তথাপি লোককল্যাণার্থ আপনার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। ঋষিরা এই কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। আবার বলরামও তাঁহাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া গেলেন না। তিনি যখন বুঝিলেন কার্য্যটি গর্হিত হইয়াছে তখন সবিনয়ে বলিলেন, আমি অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত করিব। আপনারা যেরূপ নির্দ্দেশ দেন সেইরূপই করিব। বলদেবের এই উক্তি মহত্ত্বের জ্ঞাপক

ঋষিগণ বলদেবকে কোন নির্দ্দেশ না দিয়া বলিলেন—সব দিক্ যাহাতে রক্ষা হয় তাহা করুন। আপনার অস্ত্র, বীর্য্য, ইহার মৃত্যু ও আমাদের বাক্য সকলের সত্যতা যাহাতে রক্ষা হয় তাহা করুন। আমাদের বাক্য কথার অর্থ এই যে, আমরা ঋষিরা রোমহর্ষণকে যতকাল যজ্ঞানুষ্ঠান চলিবে ততদিনের জন্য ব্রহ্মাসন দিয়াছিলাম এবং পুরাণব্যাখ্যাকালে তাঁহার দৈহিক ক্লান্তি না হয় এইরূপ উত্তম আয়ু দিয়াছিলাম।

বলদেব ব্যবস্থা করিলেন, আপনারা ঋষিগণ যে অধিকার ও যোগ্যতা দিয়াছিলেন রোমহর্ষণকে, আমি তৎসমুদয় দিলাম তাঁহার পুত্র উগ্রশ্রবাকে। "আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ" এই শাস্ত্রানুসারে তিনি পুত্রের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিলেন।

পরম দৈন্যে বলদেব বলিলেন, আমি অজ্ঞান, আমার পাপের নিষ্কৃতি যাহা করিলে হয় তাহা আপনারা জ্ঞানী, চিন্তা করিয়া বলুন।

অজ্ঞানতস্ত্বপচিতিং যথা মে চিন্ত্যতাং বুধাঃ।

ঋষিগণ কহিলেন, ইল্বলের পুত্র বল্বল দানব আমাদের যজ্ঞের বিঘ্ন করে, তাহাকে বধ করিলে আমরা প্রীত হইব। আর আপনি দ্বাদশ মাস কৃচ্ছ্রব্রত করুন। সমাহিতচিত্তে ভারতবর্ষ পরিক্রমা করুন। আর তীর্থে তীর্থে স্নান করুন তবে শুদ্ধ হইবেন।

বলদেব অবনতশিরে ঋষিদের বাক্য মানিয়া লইলেন। তাই বলিয়াছি প্রথম ঘটনাটি দুঃখদ, কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি অশেষ শিক্ষাপ্রদ।

বলদেব-চরিত্রে বল্বলবধোপক্রম-নামক আটাত্তর অধ্যায়ের ফেলালব ভাবানুবাদ সমাপ্ত।

———

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

ততঃ পর্ব্বণ্যুপাবৃত্তে প্রচণ্ডঃ পাংসুবর্ষণঃ।
ভীমো বায়ুরভূদ্রাজন্! পূয়গন্ধস্তু সর্ব্বশঃ ॥ ১ ॥
ততোঽমেধ্যময়ং বর্ষং বল্বলেন বিনির্ম্মিতম্।
অভবদ্ যজ্ঞশালায়াং সোঽন্বদৃশ্যত শূলধৃক্ ॥ ২ ॥
তং বিলোক্য বৃহৎকায়ং ভিন্নাঞ্জনচয়োপমম্।
তপ্ততাম্রশিখাশ্মশ্রুং দংষ্ট্রোগ্রভ্রুকুটীমুখম্ ॥ ৩ ॥
সস্মার মুষলং রামঃ পরসৈন্যবিদারণম্।
হলঞ্চ দৈত্যদমনং তে তূর্ণমুপতস্থতুঃ ॥ ৪ ॥

[এই অধ্যায়ে ভগবান্ বলরামের বল্বল-বধরূপ কর্ম্ম ও তীর্থ স্নানাদির দ্বারা ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তকরণ বর্ণনা করা হইতেছে।]

অন্বয় শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) রাজন! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) ততঃ (অনন্তর) পর্ব্বণি উপাবৃত্তে [সতি] (পর্ব্বদিন সমুপস্থিত হইলে) সর্ব্বশঃ (সকল দিক্ হইতে) পাংশুবর্ষণঃ পূয়গন্ধঃ (ধূলিবর্ষণকারী ও দুর্গন্ধযুক্ত) ভীমঃ প্রচণ্ড বায়ুঃ তু (ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড বায়ু) অভূৎ (প্রবাহিত হইতে লাগিল) ॥ ১ ॥

ততঃ (তৎপরে) যজ্ঞশালায়াং (মুনিগণের যজ্ঞশালায়) বল্বলেন বিনির্ম্মিতং (বল্বলদানবকর্ত্তৃক সৃষ্ট) অমেধ্যময়ং বর্ষম্ অভবৎ (পূঁয, শোণিত, বিষ্ঠা ও মূত্র প্রভৃতি অপবিত্র বস্তু বর্ষিত হইতে লাগিল), অনু (তাহার সঙ্গে সঙ্গেই) শূলধৃক্ সঃ অদৃশ্যত (সেই শূলধারী বল্বল সকলের দৃষ্টিগোচর হইল) ॥ ২ ॥

ভিন্নাঞ্জনচয়োপমং (বল্বল দেখিতে পুরুষাকারে পৃথগ্‌ভূত অঞ্জনরাশির তুল্য অর্থাৎ অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ), তপ্ততাম্রশিখাশ্মশ্রুং (তাহার শিখা ও শ্মশ্রু উত্তপ্ত তাম্রের ন্যায়), দংষ্ট্রোগ্রভ্রুকুটীমুখং (ভ্রুকুটী-সমন্বিত মুখ দংষ্ট্রার দ্বারা অতি উগ্র) বৃহৎকায়ং তং (ও শরীর বিশাল, এতাদৃশ বল্বলকে) বিলোক্য (দর্শন করিয়া) রামঃ (ভগবান্ বলরাম) পরসৈন্য-বিদারণং মুষলং (শত্রুসৈন্যবিদারণকারী মুষল) দৈত্যদমনং হলং চ (ও দৈত্যদমনকারী হল) সস্মার (স্মরণ করিলেন)। তে [তু] (সেই মুষল এবং হলও) তূর্ণম্ উপতস্থতুঃ (শীঘ্রই বলরামসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল) ॥ ৩-৪ ॥

অনুবাদ —শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অনন্তর পর্ব্বদিন সমুপস্থিত হইলে সকল দিক্ হইতে ধূলিবর্ষণকারী ও দুর্গন্ধযুক্ত ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ১ ॥ তৎপরে মুনিগণের যজ্ঞশালায় বল্বলদানবকর্ত্তৃক সৃষ্ট পূঁয, শোণিত, বিষ্ঠা ও মূত্র প্রভৃতি অপবিত্র বস্তুসকল বর্ষিত হইতে লাগিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই শূলধারী বল্বল সকলের দৃষ্টিগোচর হইল ॥ ২ ॥

শ্রীধর—ঊনাশীতিতমে রামো বল্বলং দ্বিজতুষ্টয়ে। নিহত্য তীর্থস্নানাদ্যৈঃ সূতহত্যামপানুদৎ ॥ উপাবৃত্তে প্রাপ্তে ॥১-২॥

তমাকৃষ্য হলাগ্রেণ বল্বলং গগনেচরম্।
মুষলেনাহনৎ ক্রুদ্ধো মূর্দ্ধি ব্রহ্মদ্রুহং বলঃ ॥ ৫ ॥
সোঽপতদ্ভুবি নির্ভিন্নললাটোঽসৃক্ সমুৎসৃজন্।
মুঞ্চন্নার্তস্বরং শৈলো যথা বজ্রহতোঽরুণঃ ॥ ৬ ॥
সংস্তুত্য মুনয়ো রামং প্রযুজ্যাবিতথাশিষঃ।
অভ্যষিঞ্চন্ মহাভাগা বৃত্রঘ্নং বিবুধা যথা ॥ ৭ ॥

অন্বয়—[অথ] বলঃ (অনন্তর ভগবান বলরাম) ক্রুদ্ধঃ [সন্] (ক্রুদ্ধ হইয়া) ব্রহ্মদ্রুহং (ব্রাহ্মণদ্রোহী। গগনেচরং (ও আকাশচারী) তং বল্বলং (সেই বল্বলকে) হলাগ্রেণ আকৃষ্য (লাঙ্গলাগ্রের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া) মুষলেন (মুষলের দ্বারা) মূর্দ্ধি অহনৎ (তাহার মস্তকে প্রহার করিলেন) ॥ ৫ ॥

[তদা] নির্ভিন্নললাটঃ সঃ (মুষল-প্রহারে বল্বলের ললাট চূর্ণ হইয়া গেল, তখন সে) অসৃক্ সমুৎসৃজন (রক্তধারা মোক্ষণ করিতে করিতে) আর্তস্বরং মুঞ্চন্ (ও আর্তনাদ করিতে করিতে) বজ্রহতঃ অরুণঃ শৈলঃ যথা (বজ্রহত রক্তবর্ণ পর্ব্বতের ন্যায়) ভুবি অপতৎ (ভূতলে নিপতিত হইল) ॥ ৬ ॥

মহাভাগাঃ মুনয়ঃ (মহাপ্রভাব মুনিগণ) [তং তথা নিহতং দৃষ্ট্বা (বল্বলকে ঐরূপে নিহত হইতে দেখিয়া) রামং সংস্তুত্য (বলরামকে প্রশংসা করিয়া) অবিতথাশিষঃ প্রযুজ্য (অমোঘ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং) বিবুধাঃ বৃত্রঘ্নং যথা (দেবগণ যেমন বৃত্রাসুরহন্তা ইন্দ্রের অভিষেক করিয়াছিলেন, সেইরূপ) [তম] অভ্যসিঞ্চন (তাঁহার অভিষেক করিলেন) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ বল্বল দেখিতে— নবাকারে অঞ্জনরাশির তুল্য অর্থাৎ অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, তাহার শিখা ও শ্মশ্রু উত্তপ্ত তাম্রসদৃশ, ভ্রূকুটীযুক্ত মুখ দংষ্ট্রার দ্বারা অতিশয় উগ্র এবং শরীর বিশাল, ভগবান্ বলরাম এতাদৃশ বল্বলকে দর্শন করিয়া শত্রুসৈন্য বিদারণকারী মুষল ও দৈত্যদমনকারী হল স্মরণ করিলেন। সেই মুষল এবং হলও শীঘ্রই ভগবান বলরামের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩-৪ ॥ অনন্তর ভগবান বলরাম ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণদ্রোহী ও আকাশচারী সেই বল্বলকে লাঙ্গলাগ্রের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া মুষলের দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন ॥ ৫ ॥ মুষলের আঘাতে বল্বলের ললাট চূর্ণ হইয়া গেল; তখন সে রক্তধারা মোক্ষণ করিতে করিতে এবং আর্তনাদ করিতে করিতে বজ্রাহত রক্তবর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। মহাপ্রভাব মুনিগণ বল্বলকে ঐরূপে নিহত হইতে দেখিয়া বলরামকে প্রশংসা ও অমোঘ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং দেবগণ যেমন বৃত্রাসুরহন্তা ইন্দ্রের অভিষেক করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার অভিষেক করিলেন ॥ ৭ ॥

শ্রীধর ভিন্নো বিদীর্ণোঽঞ্জনচয়ঃ উপমা যস্য তমতিকৃষ্ণমিত্যর্থঃ, তপ্ততাম্রবচ্ছিখা শ্মশ্রূণি চ যস্য তম, দংষ্ট্রাভিরুগ্রং ভ্রুকুটীযুক্তং মুখং যস্য তম্ ॥ ৩-৫ ॥ অরুণো রুধিরেণ দৈত্যঃ, শৈলো ধাতুভির্যথেতি ॥ ৬-৭ ॥

বৈজয়ন্তীং দদুর্মালাং শ্রীধামাম্লানপঙ্কজাম্।
রামায় বাসসী দিব্যে দিব্যান্যাভরণানি চ ॥ ৮ ॥
অথ তৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ কৌশিকীমেত্য ব্রাহ্মণৈঃ।
স্নাত্বা সরোবরমগাদ্ যতঃ সরযূরাস্রবৎ ॥ ৯ ॥
অনুস্রোতেন সরযূং প্রয়াগমুপগম্য সঃ।
স্নাত্বা সন্তর্প্য দেবাদীন্ জগাম পুলহাশ্রমম্ ॥ ১০ ॥
গোমতীং গণ্ডকীং স্নাত্বা বিপাশাং শোণ আপ্লুতঃ।
গয়াং গত্বা পিতৄনিষ্ট্বা গঙ্গাসাগরসঙ্গমে। ১১ ।

অন্বয় [ততঃ তে] (তৎপরে তাঁহারা) রামায় (ভগবান বলরামকে) শ্রীধামাম্লানপঙ্কজাং বৈজয়ন্তীং মালাং (শোভার নিলয় অম্লান পদ্মসমূহ যাহাতে গ্রথিত ছিল, সেই বৈজয়ন্তী মালা) দিব্যে বাসসী (দিব্য উত্তরীয় ও পরিধেয় বস্ত্র) দিব্যানি আভরণানি চ (এবং দিব্য আভরণসমূহ) দদুঃ (প্রদান করিলেন) ॥ ৮ ॥

অথ (অনন্তর) [রামঃ (ভগবান বলরাম) তৈঃ অভ্যনুজ্ঞাতঃ [সন] (সেই সকল মুনির অনুমতি লইয়া) ব্রাহ্মণৈঃ [সহ] (ব্রাহ্মণগণের সাহত) কৌশিকীম এত্য (কৌশিকী তীর্থে গমন করিলেন এবং) [তত্র] স্নাত্বা (তথায় স্নান করিয়া) যতঃ সরযূঃ আস্রবৎ (যে সরোবর হইতে সরযূনদী উদ্ভূতা হইয়াছে) [তৎ] সরোবরং অগাৎ (সেই সরোবরে গমন করিলেন) ॥ ৯ ॥

[অথ] সঃ (অনন্তর তিনি) অনুস্রোতেন (অনুলোমক্রমে) সরযূং প্রয়াগং [চ] উপগম্য (সরযূ হইয়া প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং) [তত্র] স্নাত্বা (তথায় স্নান) দেবাদীন সন্তর্প্য [চ] (ও দেবাদির তর্পণ করিয়া) পুলহাশ্রমং জগাম (পুলহাশ্রমে গমন করিলেন) ॥ ১০ ॥

[ততঃ ক্রমেণ সঃ] (তৎপরে ক্রমান্বয়ে তিনি) গোমতীং গণ্ডকীং বিপাশাং [চ] স্নাত্বা (গোমতী, গণ্ডকী ও বিপাশাতীর্থে স্নান করিয়া) শোণে [চ] আপ্লুতঃ [অভূৎ] (শোণতীর্থে স্নান করিলেন)। [ততঃ] (তৎপরে) গয়াং গত্বা (গয়ায় গমন করিয়া) পিতৄন ইষ্ট্বা (পিতৃগণের পূজা করিয়া) গঙ্গাসাগরসঙ্গমে [জগাম] (গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গমন করিলেন) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—তৎপরে তাঁহারা ভগবান্ বলরামকে শোভার নিলয় অম্লান পদ্মসমূহ যাহাতে গ্রথিত ছিল, সেই বৈজয়ন্তী মালা, দিব্য উত্তরীয় ও পরিধেয় বস্ত্র এবং দিব্য আভরণসমূহ প্রদান করিলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর ভগবান্ বলরাম সেই সকল মুনির অনুমতি লইয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত কৌশিকীতীর্থে গমন করিলেন এবং তথায় স্নান করিয়া যে সরোবর হইতে সরযূ নদী উদ্ভূতা হইয়াছে, সেই সরোবরে গমন করিলেন ও তথায় স্নানাদি করিলেন ॥ ৯ ॥ অনন্তর তিনি অনুলোমক্রমে সরযূ হইয়া প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় পিতৃদেবাদির তর্পণ করিয়া পুলহাশ্রমে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥ তৎপরে ক্রমান্বয়ে তিনি গোমতী, গণ্ডকী, বিপাশা ও শোণতীর্থে স্নান করিলেন। অনন্তর গয়ায় গমন করিয়া তিনি পিতৃগণের পূজা করিলেন এবং তথা হইতে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গমন করিলেন ॥ ১১ ॥

শ্রীধর —শ্রিয়ো ধামানি অম্লানানি পঙ্কজানি যস্যাং তাম্ ॥ ৮ ॥ কিং তৎ সরস্তদাহ যত ইতি। আস্রবৎ উদগাৎ ॥ ৯ ॥

উপস্পৃশ্য মহেন্দ্রাদ্রৌ রামং দৃষ্ট্বাভিবাদ্য চ।
সপ্তগোদাবরীং বেণাং পম্পাং ভীমরথীং ততঃ ॥ ১২ ॥
স্কন্দং দৃষ্ট্বা যযৌ রামঃ শ্রীশৈলং গিরিশালয়ম্।
দ্রবিড়েষু মহাপুণ্যং দৃষ্ট্বাদ্রিং বেঙ্কটং প্রভুঃ ॥ ১৩ ॥
কামকোষ্ণীং পুরীং কাঞ্চীং কাবেরীঞ্চ সরিদ্বরাম্।
শ্রীরঙ্গাখ্যং মহাপুণ্যং যত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ১৪ ॥
ঋষভাদ্রিং হরেঃ ক্ষেত্রং দক্ষিণাং মথুরাং তথা।
সামুদ্রং সেতুমগমৎ মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয় তত্র। উপস্পৃশ্য (গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া) [সঃ] (তিনি) মহেন্দ্রাদ্রৌ [গত্বা] (মহেন্দ্র-পর্ব্বতে গমন করিলেন এবং তথায়) রামং দৃষ্ট্বা অভিবাদ্য চ (পরশুরামকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া) ততঃ (পরে) সপ্তগোদাবরীং বেণাং পম্পাং ভীমরথীং [গতঃ] (সপ্তগোদাবরী, বেণানদী, পম্পাসরোবর ও ভীমরথী নদীতে গমন করিলেন) ॥ ১২ ॥

রামঃ (ভগবান বলরাম) [তত্রৈব] স্কন্দং দৃষ্ট্বা (সেই স্থানেই ভগবান কার্ত্তিকেয়কে দর্শন করিয়া) গিরিশালয়ং শ্রীশৈলং যযৌ (ভগবান্ গিরিশের বাসস্থান শ্রীপর্ব্বতে গমন করিলেন) [ততঃ] প্রভুঃ (তৎপরে প্রভু বলরাম) দ্রবিড়েষু (দ্রবিড়দেশে) মহাপুণ্যং বেঙ্কটম্ অদ্রিং (মহাপুণ্য বেঙ্কট-পর্ব্বত) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) [ক্রমেণ] কামকোষ্ণীং (ক্রমান্বয়ে কামকোষ্ণী) কাঞ্চীং পুরীং (কাঞ্চীপুরী) সরিদ্বরাং কাবেরীং চ (নদীশ্রেষ্ঠা কাবেরী) যত্র হরিঃ সন্নিহিতঃ (যে স্থানে শ্রীহরি নিত্য বর্ত্তমান) [তৎ] শ্রীরঙ্গাখ্যং মহাপুণ্যং [ক্ষেত্রম্] (সেই শ্রীরঙ্গনামক মহাপুণ্য ক্ষেত্র) হরেঃ ক্ষেত্রম্ ঋষভাদ্রিং (শ্রীহরির ক্ষেত্র ঋষভ-পর্ব্বত) তথা দক্ষিণাং মথুরাং (এবং দক্ষিণ মথুরা) মহাপাতকনাশনং সামুদ্রং সেতুং [চ] (ও মহাপাতকনাশক সেতুবন্ধে) অগমৎ (গমন করিলেন) ॥ ১৩—১৫ ॥

অনুবাদ —অনন্তর তিনি গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতে গমন করিলেন এবং সেই মহেন্দ্রপর্ব্বতেই পরশুরামকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন। তৎপরে তিনি ক্রমান্বয়ে সপ্ত গোদাবরী, বেণানদী পম্পাসরোবর ও ভীমরথীনদীতে গমন করিলেন ॥ ১২ ॥ অনন্তর ভগবান বলরাম সেই স্থানেই কার্ত্তিকেয়কে দর্শন করিয়া ভগবান্ গিরিশের বাসস্থান শ্রীপর্ব্বতে গমন করিলেন। তৎপরে প্রভু বলরাম দ্রবিড়-দেশে মহাপুণ্য বেঙ্কট পর্ব্বত দর্শন করিয়া ক্রমান্বয়ে কামকোষ্ণী, কাঞ্চীপুরী ও নদীশ্রেষ্ঠ কাবেরী-তীর্থে গমন করিলেন। তাহার পর তিনি যে স্থানে শ্রীহরি নিত্য বর্ত্তমান আছেন সেই শ্রীরঙ্গনামক মহাপুণ্য ক্ষেত্র, হরিক্ষেত্র, ঋষভ-পর্ব্বত, দক্ষিণ মথুরা ও মহাপাতকনাশক সেতুবন্ধে গমন করিলেন ॥ ১৩-১৫ ॥

শ্রীধর—অনুস্রোতেন অনুলোমতঃ, পুলহাশ্রমং হরিক্ষেত্রম্ ॥ ১০ ॥ গোমত্যাং গণ্ডক্যাং বিপাশায়াঞ্চ স্নাত্বা শোণে চ আপ্লুতঃ স্নাতঃ। ইষ্ট্বা সম্পূজ্য ॥ ১১—১২ ॥ শ্রীশৈলং শ্রীপর্ব্বতম্ ॥ ১৩

তত্রাযুতমদাদ ধেনুর্ব্রাহ্মণেভ্যো হলায়ুধঃ।
কৃতমালাং তাম্রপর্ণীং মলয়ঞ্চ কুলাচলম্ ॥ ১৬।
তত্রাগস্ত্যং সমাসীনং নমস্কৃত্যাভিবাদ্য চ।
যোজিতস্তেন চাশীর্ভিরনুজ্ঞাতো গতোঽর্ণবম।
দক্ষিণং যত্র কন্যাখ্যাং দুর্গাং দেবীং দদর্শ সঃ ॥ ১৭॥
ততঃ ফাল্গুনমাসাদ্য পঞ্চাপ্সরসমুত্তমম।
বিষ্ণুঃ সন্নিহিতো যত্র স্নাত্বাস্পর্শদগবাযুতম ॥ ১৮।
ততোঽভিব্রজ্য ভগবান্ কেবলাংস্ত্রিগর্ত্তকান।
গোকর্ণাখ্যং শিবক্ষেত্রং সান্নিধ্যং যত্র ধূর্জ্জটেঃ ॥ ১৯॥

অন্বয় হলায়ুধঃ (হলায়ুধ) তত্র (সেই সেতুবন্ধে) ব্রাহ্মণেভ্যঃ (ব্রাহ্মণদিগকে) অযুতং ধেনূঃ (দশ সহস্র গাভী) অদাৎ (দান করিলেন)। [ততঃ সঃ] (তৎপরে তিনি) [তস্মাৎ ক্রমেণ] (তথা হইতে ক্রমে) কৃতমালাং তাম্রপর্ণীং (কৃতমালা, তাম্রপর্ণী) কুলাচলং মলয়ং চ [গতঃ] (কুলপর্ব্বত মলয়ে গমন করিলেন)॥ ১৬॥

[সঃ] (তিনি) তত্র (সেই মলয় পর্ব্বতে) সমাসীনম্ অগস্ত্যং (উপবিষ্ট অগস্ত্যকে) নমস্কৃত্য অভিবাদ্য চ (নমস্কার ও অভিবাদন করিয়া) তেন আশীর্ভিঃ যোজিতঃ অনুজ্ঞাতঃ চ [সন] (তাহার আশীর্ব্বাদ ও অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া) দক্ষিণম অর্ণবং গতঃ (দক্ষিণ সমুদ্রে গমন করিলেন)। সঃ (তিনি) যত্র (তথায় উপস্থিত হইয়া) কন্যাখ্যাং দুর্গাং দেবীং দদর্শ (কন্যানাম্নী দুর্গাদেবীকে দর্শন করিলেন)॥ ১৭॥

ততঃ [সঃ] (তৎপরে তিনি) ফাল্গুনং [প্রাপ্য] (অনন্তপুরে উপস্থিত হইয়া) উত্তমং পঞ্চাপ্সরসম আসাদ্য (উত্তম পঞ্চাপ্সর নামক সরোবরে আসিয়া) স্নাত্বা (স্নান করিয়া) [ব্রাহ্মণেভ্যঃ] (ব্রাহ্মণগণকে) গবাযুতম অস্পর্শৎ (দশহাজার গাভী দান করিলেন)। যত্র বিষ্ণুঃ সন্নিহিতঃ (এ স্থানে বিষ্ণু নিত্য বর্ত্তমান আছেন)॥ ১৮॥

ততঃ ভগবান (তৎপরে ভগবান বলরাম) কেবলান ত্রিগর্ত্তকান চ অভিব্রজ্য (কেরলদেশ ও ত্রিগর্ত্তদেশ অতিক্রম করিয়া) যত্র (যে স্থানে) ধূর্জ্জটেঃ সান্নিধ্যং [বর্ত্ততে] (মহাদেবের সান্নিধ্যে বর্ত্তমান আছে) [তৎ] গোকর্ণাখ্যং (সেই গোকর্ণনামক) শিবক্ষেত্রম [শিবক্ষেত্রে গমন করিলেন)॥ ১৯॥

অনুবাদ—হলধর সেই সেতুবন্ধে ব্রাহ্মণদিগকে দশ সহস্র গাভী দান করিলেন। তৎপরে তিনি তথা হইতে ক্রমে কৃতমালা, তাম্রপর্ণী ও কুলপর্ব্বত মলয়ে গমন করিলেন॥ ১৬॥ তিনি সেই মলয় পর্ব্বতে আসনে উপবিষ্ট অগস্ত্যকে নমস্কার ও অভিবাদন করিলেন এবং তাহার আশীর্ব্বাদ ও অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রে গমন করিলেন, তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া কন্যানাম্নী দুর্গাদেবীকে দর্শন করিলেন॥ ১৭॥ অতঃপর তিনি অনন্তপুরে উপস্থিত হইয়া পঞ্চাপ্সর নামক সরোবরে আসিয়া স্নান করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে দশহাজার গাভী দান করিলেন। ঐ তীর্থে বিষ্ণু নিত্য বর্ত্তমান আছেন॥ ১৮॥ তৎপরে ভগবান্ বলরাম কেরলদেশ ও ত্রিগর্ত্তদেশ অতিক্রম করিয়া যে স্থানে ভগবান মহাদেবের সান্নিধ্য নিত্য বর্ত্তমান, সেই গোকর্ণ নামক শিবক্ষেত্রে গমন করিলেন॥ ১৯।

শ্রীধর কাঞ্চীং পুরীম্॥ ১৪—১৬॥

আর্য্যাং দ্বৈপায়নীং দৃষ্ট্বা শূর্পারকমগাদ্বলঃ।
তাপীং পয়োষ্ণীং নির্ব্বিন্ধ্যামুপস্পৃশ্যাথ দণ্ডকম্ ॥ ২০ ॥
প্রবিশ্য রেবামগমদ্ যত্র মাহিষ্মতী পুরী।
মনুতীর্থমুপস্পৃশ্য প্রভাসং পুনরাগমৎ ॥ ২১ ॥
শ্রুত্বা দ্বিজৈঃ কথ্যমানং কুরুপাণ্ডবসংযুগে।
সর্ব্বরাজন্যনিধনং ভারং মেনে হৃতং ভুবঃ ॥ ২২ ॥
স ভীমদুর্য্যোধনয়োর্গদাভ্যাং যুধ্যতোর্মৃধে।
বারয়িষ্যন্ বিনশনং জগাম যদুনন্দনঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—[অথ] বলঃ (অনন্তর বলরাম) [তত্র] (সেই শিবক্ষেত্রে) দ্বৈপায়নীম্ আর্য্যাং দৃষ্ট্বা (দ্বীপস্থিতা অম্বিকা দেবীকে দর্শন করিয়া) শূর্পারকম অগাৎ (শূর্পারক তীর্থে গমন করিলেন)। অথ [সঃ ক্রমেণ] (অনন্তর তিনি ক্রমান্বয়ে) তাপীঃ পয়োষ্ণীং নির্বিন্ধ্যাম্ উপস্পৃশ্য (তাপী, পয়োষ্ণী ও নির্বিন্ধ্যায় স্নান করিয়া) দণ্ডকং প্রবিশ্য (দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করতঃ) রেবাম্ অগমৎ (নর্ম্মদায় গমন করিলেন)। যত্র মাহিষ্মতী পুরী [বর্ত্ততে] (ঐ নর্ম্মদাতীরে মাহিষ্মতী পুরী বিদ্যমান আছে)। [ততঃ সঃ] (তৎপরে তিনি) মনুতীর্থম উপস্পৃশ্য (মনুতীর্থে স্নান করিয়া) পুনঃ প্রভাসম আগমৎ (পুনরায় প্রভাসতীর্থে আগমন করিলেন) ॥ ২০-২১ ॥

[সঃ তত্র] (তিনি তথায়) দ্বিজৈঃ কথ্যমানং (ব্রাহ্মণগণের মুখে) কুরুপাণ্ডবসংযুগে (কুরুগণ ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধে) সর্ব্বরাজন্যনিধনং শ্রুত্বা (সমস্ত ক্ষত্রিয় নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া) ভুবঃ ভারং (পৃথিবীর ভার) হৃতং মেনে (হরণ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেন) ॥ ২২ ॥

[তদা] সঃ যদুনন্দনঃ (তখন সেই যদুনন্দন বলরাম) মৃধে (যুদ্ধস্থলে) গদাভ্যাং যুধ্যতোঃ ভীমদুর্য্যোধনয়োঃ (গদাদ্বয়ের দ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত ভীমসেন ও দুর্য্যোধনকে) বারয়িষ্যন (নিবারণ করিবার নিমিত্ত) বিনশনং জগাম (কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বলরাম সেই শিবক্ষেত্রে দ্বীপস্থিতা অম্বিকাদেবীকে দর্শন করিয়া শূর্পারক-তীর্থে গমন করিলেন। অতঃপর তিনি ক্রমান্বয়ে তাপী পয়োষ্ণী ও নির্বিন্ধ্যায় স্নান করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করতঃ নর্ম্মদাতীর্থে গমন করিলেন ঐ নর্ম্মদাতীরে মাহিষ্মতীপুরী বিদ্যমান আছে। তৎপরে তিনি মনুতীর্থে স্নান করিয়া পুনরায় প্রভাসতীর্থে আগমন করিলেন ॥ ২০ ২১ ॥ তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের মুখে কুরুপাণ্ডবগণের যুদ্ধে সমস্ত ক্ষত্রিয় নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেন ॥ ২২ ॥ তৎকালে ভীমসেন ও দুর্য্যোধন যুদ্ধস্থলে গদার দ্বারা যুদ্ধ করিতেছিলেন; যদুনন্দন বলরাম তখন তাঁহাদিগকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীধর—দক্ষিণমর্ণবম্ ॥ ১৭ ॥ ফাল্গুনমনন্তপুরং পঞ্চাপ্সরসং সরঃ, অস্পার্শৎ অস্পৃশৎ ॥ ১৮ ॥ কেরলাদীন দেশান্ ॥ ১৯ ॥ দ্বীপময়নং যস্যাস্তাম্ ॥ ২০—২২ ॥

যুধিষ্ঠিরস্তু তং দৃষ্ট্বা যমৌ কৃষ্ণার্জ্জুনাবপি।
অভিবাদ্যাভবংস্তূষ্ণীং কিং বিবক্ষুরিহাগতঃ ॥ ২৪ ॥
গদাপাণী উভৌ দৃষ্ট্বা সংরব্ধৌ বিজয়ৈষিণৌ।
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি চরন্তাবিদমব্রবীৎ ॥ ২৫ ॥
যুবাং তুল্যবলৌ বীরৌ হে রাজন্! হে বৃকোদর!।
একং প্রাণাধিকং মন্যে উতৈকং শিক্ষয়াধিকম্ ॥ ॥
তস্মাদেকতরস্যেহ যুবয়োঃ সমবীর্য্যয়োঃ।
ন লক্ষ্যতে জয়োঽন্যো বা বিরমত্বফলো রণঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়—যুধিষ্ঠিরঃ যমৌ কৃষ্ণার্জ্জনৌ তু অপি (যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন) তং দৃষ্ট্বা (তাঁহাকে দর্শন করিয়া) অভিবাদ্য (অভিবাদন করিলেন এবং) [অয়ং] (ইনি) কিং বিবক্ষুঃ [সন] (কি বলিবার ইচ্ছায়) ইহ আগতঃ (এই স্থানে আগমন করিলেন) [ইতি সংশয়ানাঃ] (এইরূপ সংশয়াম্বিত হইয়া) তূষ্ণীম্ অভবন্ (নীরব রহিলেন) ॥ ২৪ ॥

[অথ সঃ] (অনন্তর ভগবান্ বলরাম) সংরব্ধৌ বিজয়ৈষিণৌ উভৌ (অতিশয় ক্রুদ্ধ ও বিজয়ার্থী দুর্য্যোধন ও ভীমসেনকে) গদাপাণী (গদাহস্তে) বিচিত্রাণি মণ্ডলানি চরন্তৌ দৃষ্ট্বা (নানাপ্রকার মণ্ডলে বিচরণপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া) ইদম্ অব্রবীৎ (এইরূপ বলিলেন) ॥ ২৫ ॥

হে রাজন্! (হে রাজন্ দুর্য্যোধন!) হে বৃকোদর! (হে ভীমসেন!) যুবাং (তোমরা উভয়ে) তুল্যবলৌ বীরৌ (সমান বলশালী বীর,) [অহং] (আমি) [যুবয়োঃ] (তোমাদের দুইজনের মধ্যে) একং প্রাণাধিকং (একজনকে বলে শ্রেষ্ঠ) উত (এবং) একং শিক্ষয়া অধিকং (একজনকে শিক্ষায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া) মন্যে (মনে করি) ॥ ২৬ ॥

তস্মাৎ (অতএব) ইহ (এই যুদ্ধে) সমবীর্য্যয়োঃ যুবয়োঃ (সমান সামর্থ্যশালী তোমাদের দুইজনের মধ্যে) একতরস্য [অপি] (এক জনেরও) জয়ঃ অন্যঃ বা (জয় কিম্বা পরাজয়) ন লক্ষ্যতে (লক্ষিত হইতেছে না), [অতঃ] (সুতরাং) অফলঃ [অয়ং] রণঃ (নিষ্ফল এই যুদ্ধ) বিরমতু (নিবৃত্ত হউক) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—তিনি কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন তাঁহাকে দর্শন করিয়া অভিবাদন করিলেন এবং "ইনি কি বলিবার ইচ্ছায় এই স্থানে আগমন করিলেন?" এইরূপ ভাবিয়া নীরব রহিলেন ॥ ২৪ ॥ তখন দুর্য্যোধন ও ভীমসেন অতিশয় ক্রুদ্ধ ও বিজয়ার্থী হইয়া গদাহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে বিবিধ মণ্ডলে বিচরণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেছিলেন, অনন্তর ভগবান বলরাম তাঁহাদিগকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া এইরূপ বলিলেন ॥ ২৫ ॥ হে রাজন্ দুর্য্যোধন! হে বৃকোদর! তোমরা উভয়ে সমান বলশালী বীর; আমি তোমাদের দুইজনের মধ্যে একজনকে বলে শ্রেষ্ঠ এবং একজনকে শিক্ষায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি ॥ ২৬ ॥ অতএব এই যুদ্ধে তুল্য সামর্থ্যশালী তোমাদের দুইজনের মধ্যে একজনেরও জয় কিংবা পরাজয় হইবে মনে হইতেছে না; সুতরাং এই নিষ্ফল যুদ্ধ নিবৃত্ত হউক অর্থাৎ তোমরা আর বৃথা যুদ্ধ করিও না ॥ ২৭ ॥

শ্রীধর—বিনশনং কুরুক্ষেত্রম্ ॥ ২৩ ॥ বিবক্ষুর্বক্তুমিচ্ছুঃ কিং বদিষ্যতীতি ভিয়া তূষ্ণীমাসন্নিতি ॥ ২৪—২৬ ॥

ন তদ্বাক্যং জগৃহতুর্ব্বদ্ধবৈরৌ নৃপার্থবৎ।
অনুস্মরন্তাবন্যোন্যং দুরুক্তং দুষ্কৃতানি চ ॥ ২৮ ॥
দিষ্টং তদনুমন্বানো রামো দ্বারবতীং যযৌ।
উগ্রসেনাদিভিঃ প্রীতৈর্জ্ঞাতিভিঃ সমুপাগতঃ ॥ ২৯ ॥
তং পুনর্নৈমিষং প্রাপ্তমৃষয়োঽযাজয়ন্মুদা।
ক্রত্বঙ্গং ক্রতুভিঃ সর্ব্বৈর্নিবৃত্তাখিলবিগ্রহম্ ॥ ৩০ ॥
তেভ্যো বিশুদ্ধং বিজ্ঞানং ভগবান্ ব্যতরদ্বিভুঃ।
যেনৈবাত্মন্যদো বিশ্বমাত্মানং বিশ্বগং বিদুঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়—নৃপ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) বদ্ধবৈরৌ [তৌ] (শত্রুতাবদ্ধ দুর্য্যোধন ও ভীমসেন) অন্যোন্যং দুরুক্তং দুষ্কৃতানি চ (পরস্পরের প্রতি দুর্বাক্য ও অপকার) অনুস্মরন্তৌ (পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া) অর্থবৎ তদ্বাক্যং (ভগবান্ বলরামের সেই সঙ্গত বাক্য) ন জগৃহতুঃ (গ্রহণ করিলেন না অর্থাৎ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন না) ॥ ২৮ ॥

[তদা]। (রামঃ (তখন বলরাম) তৎ (দুর্য্যোধন ও ভীমসেনের ঐরূপ যুদ্ধ) দিষ্টং (তাঁহাদের সঞ্চিত কর্ম্মের ফল) অনুমন্বানঃ (ভাবিয়া তাহা অনুমোদন করিয়া) দ্বারবতীং যযৌ (দ্বারকায় গেলেন) প্রীতৈঃ (এবং তাঁহার দর্শনে প্রীত) উগ্রসেনাদিভিঃ (উগ্রসেনাদির সহিত) জ্ঞাতিভিঃ (ও জ্ঞাতিগণের সহিত) সমুপাগতঃ (মিলিত হইলেন) ॥ ২৯ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।] নিবৃত্তাখিলবিগ্রহং (ভগবান বলরাম সকল যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন), ক্রত্বঙ্গং (যজ্ঞ তাঁহার শরীর), পুনঃ নৈমিষং প্রাপ্তং তং (তিনি পুনরায় নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকে দিয়া) ঋষয়ঃ মুদা (মুনিগণ আনন্দের সহিত) সর্ব্বৈঃ ক্রতুভিঃ অযাজয়ন্ (সমস্ত যজ্ঞ করাইলেন) ॥ ৩০ ॥

বিভুঃ ভগবান্ (বিভু ভগবান বলরাম) [তদা] (তখন) তেভ্যঃ (সেই মুনিগণকে) বিশুদ্ধং বিজ্ঞানং (বিশুদ্ধ বিজ্ঞান) ব্যতরৎ (উপদেশ করিলেন) যেন এব (ঐ বিজ্ঞানের দ্বারাই) [তে] (তাঁহারা) আত্মনি অদঃ বিশ্বং [স্থিতম্] (পরমাত্মাতে এই বিশ্ব অবস্থিত বলিয়া) আত্মানং [চ] বিশ্বগং (এবং পরমাত্মাকে বিশ্বব্যাপী বলিয়া) বিদুঃ (জানিতে পারিলেন) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! দুর্যোধন ও ভীমসেন পরস্পর শত্রুতাবদ্ধ ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা পরস্পরের দুর্ব্বাক্য ও অপকার পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া ভগবান্ বলরামের যথার্থ উক্তিও গ্রহণ করিলেন না অর্থাৎ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন না ॥ ২৮ ॥ তখন ভগবান্ বলরাম দুর্য্যোধন ও ভীমসেনের ঐরূপ যুদ্ধ তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফল বলিয়া সম্মতি দিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন এবং উগ্রসেনাদি জ্ঞাতিদের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে আনন্দিত করিলেন ॥ ২৯ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিত! ভগবান্ বলরাম সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন; যজ্ঞ তাঁহার শরীর; তিনি পুনরায় নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন; তখন মুনিগণ আনন্দের সহিত তাঁহাকে দিয়া সমস্ত যজ্ঞ করাইলেন ॥ ৩০ ॥ তখন বিভু ভগবান্ বলরাম সেই মুনিগণকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান উপদেশ করিলেন। মুনিগণ সেই বিজ্ঞানের দ্বারাই পরমাত্মাতে এই বিশ্ব অবস্থিত এবং পরমাত্মাকে বিশ্বব্যাপী বলিয়া জানিতে পারিলেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীধর—অঙ্কঃ পরাজয়ো বা, রণঃ সংগ্রামঃ ॥ ২৭ ॥ অর্থবদ্বাক্যম্ ॥ ২৮ ॥

স্বপত্ন্যাবভৃথস্নাতো জ্ঞাতিবন্ধুসুহৃদ্‌বৃতঃ।
রেজে স্বজ্যোৎস্নয়েবেন্দুঃ সুবাসাঃ সুষ্ঠ্বলঙ্কৃতঃ ॥ ৩২ ॥
ঈদৃগ্বিধান্যসংখ্যানি বলস্য বলশালিনঃ।
অনন্তস্যাপ্রমেয়স্য মায়ামর্ত্ত্যস্য সন্তি হি ॥ ৩৩ ॥
যোঽনুস্মরেত রামস্য কর্ম্মাণ্যদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
সায়ং প্রাতরনন্তস্য বিষ্ণোঃ স দয়িতো ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বলদেবতীর্থযাত্রানিরূপণং নামৈকোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৯ ॥

অন্বয়—[অথ সঃ] (অনন্তর তিনি) অবভৃথস্নাতঃ সুবাসাঃ (যজ্ঞান্তস্নান সমাপন ও উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া) সুষ্ঠ্বলঙ্কতঃ (উত্তমরূপে অলঙ্কৃত) জ্ঞাতিবন্ধুসুহৃদবৃতঃ [চ সন্] (এবং জ্ঞাতি, বন্ধু ও সুহৃদগণে পরিবৃত হইয়া) স্বজ্যোৎস্নয়া ইন্দুঃ ইব (চন্দ্র যেমন নিজ জ্যোৎস্না দ্বারা শোভা পায়, সেইরূপ) স্বপত্ন্যা [সহ] রেজে (নিজ পত্নী রেবতীদেবীর সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] অনন্তস্য (অপরিচ্ছিন্ন) অপ্রমেয়স্য (অচিন্তনীয়) মায়ামর্ত্ত্যস্য (মায়ামনুষ্য) বলশালিনঃ বলস্য (মহাবল বলরামের) ঈদৃগ্‌বিধানি (এই প্রকার) অসংখ্যানি [কর্ম্মাণি] সন্তি হি (আরও অসংখ্য কর্ম্ম আছে) [সিদ্ধান্তপ্রদীপ টীকাকার "মায়ামর্ত্ত্যস্য" এই পদের ছেদ করিয়া ভিন্ন অর্থে ভিন্ন বাক্য করিয়াছেন যথা অমর্ত্ত্যস্য মর্ত্ত্যভিন্নস্য মায়া কৃপা ময়ি ভবতু অর্থাৎ যিনি মনুষ্য নহেন, সেই ভগবান বলরামের কৃপা আমার প্রতি হউক] ॥ ৩৩ ॥

যঃ (যিনি) সায়ং প্রাতঃ (সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে) অদ্ভুতকর্ম্মণঃ অনন্তস্য রামস্য (অদ্ভুতকর্ম্মা অনন্তদেব বলরামের) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) অনুস্মরেত (পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিবেন) সঃ (তিনি) বিষ্ণোঃ (ভগবান্ বিষ্ণুর) দয়িতঃ ভবেৎ (প্রিয়পাত্র হইবেন) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি যজ্ঞান্তস্নান সমাপন ও উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া উত্তমরূপে অলঙ্কৃত এবং জ্ঞাতি, বন্ধু ও সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া চন্দ্র যেমন নিজ জ্যোৎস্নার সহিত শোভা পায়, সেইরূপ নিজ পত্নী রেবতীদেবীর সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অনন্ত অচিন্তনীয় মায়ামনুষ্য বলশালী বলরামের এই প্রকার আরও অসংখ্য কর্ম্ম আছে। [সিদ্ধান্তপ্রদীপ-টীকাকার এই শ্লোকে অতিরিক্ত যাহা বলিয়াছেন তাহা অন্বয়ে দেখান হইল] ॥ ৩৩ ॥ যিনি সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে অদ্ভুতকর্ম্মা অনন্তদেব বলরামের কর্ম্মসমূহ স্মরণ করিবেন, তিনি ভগবান বিষ্ণুর প্রিয়পাত্র হইবেন ॥ ৩৪ ॥

ঊনাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

শ্রীধর—দিষ্টং প্রাচীনং কর্ম্ম, সমুপাগতঃ সঙ্গতঃ ॥ ২৯ ॥ ক্রত্বঙ্গং যজ্ঞমূর্ত্তিম ॥ ৩০ ॥ আত্মন্যধিষ্ঠানে বিশ্বং সর্ব্বাত্মস্থাতং যেনৈব বিদুঃ পশ্যন্তি, তদ্বিশুদ্ধং বিজ্ঞানং ব্যতরৎ অদাৎ ॥ ৩১—৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭৯ ॥

ফেলালব

উনাশীতিতমে হত্বা বল্বলং বহুতীর্থগঃ।
ভীমদুর্য্যোধনযুদ্ধং দৃষ্ট্বা রামঃ পুরীং যযৌ ॥

উনাশী অধ্যায়ে বলরামকর্তৃক বল্বলবধ ও তৎপরে তাঁহার তীর্থভ্রমণ বর্ণিত আছে। তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে তিনি কুরুক্ষেত্রে ভীম-দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ দর্শন করেন এবং দ্বারকায় চলিয়া যান।

বিবরণী

পর্ব্বকালে ইল্বলের পুত্র বল্বল শূলহস্তে যজ্ঞস্থলে আসিয়া অশুচিদ্রব্য বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার বর্ণ কালো, দেহ অতি বিশাল, ভয়ঙ্কর। হলধর হলের অগ্রভাগ দ্বারা তাহাকে আকর্ষণ করতঃ মুষলাঘাতে শেষ করিয়া দেন। দেবতাগণ ও ঋষিগণ বলদেবকে স্তব করিলেন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া অভিষেক করিলেন। সকলে তাঁহাকে বৈজয়ন্তী মালা ও দিব্যবস্ত্র আভরণ অর্পণ করিলেন। তৎপর বলদেব মুনিগণের অনুমতি লইয়া তীর্থ-পর্য্যটনে ভারত পরিক্রমায় বহির্গত হইলেন। বহু পর্য্যটন করিতে করিতে প্রভাসে উপনীত হইয়া ব্রাহ্মণগণের মুখে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের কথা শুনিলেন। তিনি ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ বন্ধ করিবার মানসে কুরুক্ষেত্রে আসিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় কোন ফল হইল না। তখন তিনি দ্বারকায় চলিয়া গেলেন। অনন্তর তিনি পুনরায় নৈমিষারণ্যে আসিলেন। ব্রাহ্মণগণ বলদেবের দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করাইলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বিতরণ করিলেন। যে জ্ঞান লাভ করিলে আত্মাতে নিখিল বিশ্ব এবং নিখিল বিশ্বে আত্মদর্শন হয়, তাহাই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা অপ্রাকৃত স্বরূপজ্ঞান।

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি"

ব্রাহ্মণ-বধের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইল। বলদেব অবভৃথ স্নান করিয়া সুন্দর বসন-ভূষণ ধারণ করতঃ স্বীয় পত্নী রেবতীর সহিত জ্যোৎস্নাভূষিত চন্দ্রের মত শোভা পাইতে লাগিলেন। মায়ামনুষ্য বলভদ্রের এইরূপ অসংখ্যলীলা আছে। ইহার স্মরণে জীব কৃষ্ণের প্রিয়জন হয়।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

১। বলদেব ভগবান্ হইয়াও মুনিগণের সমগ্র নির্দ্দেশ পালন করিলেন ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। ঋষি ও শাস্ত্রের অনুশাসন ভগবান্‌ও পালন করেন লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে।

২। ঋষিগণের আদেশ লইয়া বলদেব তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন (অথ তৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ)

৩। তীর্থযাত্রার মধ্যে নীলাচলের পুরুষোত্তমদেবের নাম নাই কেন? তীর্থে গেলে তীর্থের অধীশ্বরকে পূজা করিতে হয়। পুরীধামের অধীশ্বর কৃষ্ণ বলরাম সুভদ্রা। নিজেকে নিজে পূজা করিতে পারেন না। কনিষ্ঠদেরও অর্চনা করা লজ্জার কথা। শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে তস্যাগমনং শ্রীকৃষ্ণবলভদ্র-সুভদ্রাণাং স্বেষামেব স্বকর্তৃকে পূজনাদৌ অবশ্যকর্ত্তব্যে লজ্জাপত্তেরিতি জ্ঞেয়মিতি—বৈষ্ণবতোষণী—বিশ্বনাথ।

৪। গঙ্গাসাগরে স্নান করিয়া বলভদ্র মহেন্দ্রপর্ব্বতে রামকে দর্শন করিলেন ও অভিবাদন করিলেন রামং দৃষ্ট্বাভিবাদ্য চ। এখানে রাম বলিতে পরশুরাম বুঝিতে হইবে।

৫। বলরাম ব্রাহ্মণদিগকে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান প্রদান করিলেন। জ্ঞানেন আত্মনি পরমাত্মনি অধিষ্ঠানে অদো বিশ্বং আত্মানং পরমাত্মানঞ্চ বিশ্বাধিষ্ঠিতং বিদুঃ। পরমাত্মার অধিষ্ঠানে নিখিল বিশ্ব এবং বিশ্বাধিষ্ঠানে পরমাত্মাকে জানা যায় যাহা দ্বারা।

উনাশী অধ্যায়ের ফেলালব সমাপ্ত

———

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ

ভগবন্! যানি চান্যানি মুকুন্দস্য মহাত্মনঃ।
বীর্য্যাণ্যনন্তবীর্য্যস্য শ্রোতুমিচ্ছামহে প্রভো! ॥ ১ ॥

কো নু শ্রুত্বা সকৃদ ব্রহ্মন্! উত্তমশ্লোকসৎকথাঃ।
বিরমেত বিশেষজ্ঞো বিষণ্ণঃ কামমার্গণৈঃ ॥ ২ ॥

সা বাগ্ যয়া তস্য গুণান্ গৃণীতে করৌ চ তৎকর্ম্মকরৌ মনশ্চ।
স্মরেদ্বসন্তং স্থিরজঙ্গমেষু শৃণোতি তৎপুণ্যকথাঃ স কর্ণঃ ॥ ৩ ॥

শিরশ্চ তস্যোভয়লিঙ্গমানমেৎ তদেব যৎ পশ্যতি তদ্ধি চক্ষুঃ।
অঙ্গানি বিষ্ণোরথ তজ্জনানাং পাদোদকং যানি ভজন্তি নিত্যম্ ॥ ৪ ॥

[এক্ষণে দুইটি অধ্যায়ে শ্রীদাম নামক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান বর্ণনা করা হইতেছে। তন্মধ্যে এই অধ্যায়ে ধনার্থী শ্রীদামের দ্বারকাপুরীতে গমন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে সৎকার-লাভ বর্ণনা করা হইতেছে।]

অন্বয়—শ্রীরাজা উবাচ (মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন) ভগবন! (হে ভগবন) প্রভো! (হে প্রভো!) অনন্তবীর্য্যস্য মহাত্মনঃ মুকুন্দস্য (অসীম পরাক্রমশালী মহাত্মা মুকুন্দের) অন্যানি যানি চ বীর্য্যাণি (অপর আরও যে সকল পরাক্রমের কথা [সন্তি] (আছে),] তানি] শ্রোতুম ইচ্ছামহে (তাহা আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

ব্রহ্মন্! (হে ব্রহ্মন!) কামমার্গণৈঃ বিষণ্ণঃ (বিষয় বাণে বিষাদপ্রাপ্ত অর্থাৎ বৈরাগ্যযুক্ত) বিশেষজ্ঞঃ (সারজ্ঞ) কঃ নু (কোন্ ব্যক্তি) উত্তমশ্লোকসৎকথাঃ (পবিত্রকীর্ত্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উত্তম লীলাকথা) সকৃৎ শ্রুত্বা (একবার শ্রবণ করিয়া) বিরমেত (পুনঃ শ্রবণে বিরত থাকিতে পারেন ?) ॥ ২ ॥

যয়া (যে বাক্যের দ্বারা) তস্য গুণান্ (সেই পবিত্রকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণসকল) গৃণীতে (কীর্ত্তন করা হয়,) সা [এব] বাক্ (তাহাই প্রকৃত বাক্), [যৌ] চ তৎকর্ম্মকরৌ (যে হস্তদ্বয় তাঁহার অর্চ্চনাদি কর্ম্ম করে) [তৌ এব] করৌ (তাহাই প্রকৃত হস্ত) [যৎ] চ (যে মন) [তং] স্থিরজঙ্গমেষু বসন্তং (তাঁহাকে স্থাবরজঙ্গম সর্ব্বপদার্থে অবস্থিত বলিয়া) স্মরেৎ (স্মরণ করে) [তৎ এব] মনঃ (তাহাই প্রকৃত মন) [যঃ] চ (যে কর্ণ) তৎপুণ্যকথাঃ (তাঁহার পবিত্র লীলাকথা) শৃণোতি (শ্রবণ করে), সঃ [এব] কর্ণঃ (তাহাই প্রকৃত কর্ণ), [যৎ] (যে মস্তক) তস্য উভয়লিঙ্গম (তাঁহার বিষ্ণুমূর্ত্তিকে ও বৈষ্ণবমূর্ত্তিকে) আনমেৎ (প্রণাম করে), তৎ এব শিরঃ (তাহাই প্রকৃত মস্তক), যৎ (যে চক্ষুঃ) [তস্য উভয়লিঙ্গম] পশ্যতি (তাহার ঐ উভয় মূর্ত্তিকে দর্শন করে), তৎ হি চক্ষুঃ (তাহাই প্রকৃত চক্ষুঃ) যানি [চ] (আর যে সকল অঙ্গ) বিষ্ণোঃ অথ তজ্জনানাং পাদোদকং (সেই বিষ্ণুর এবং বৈষ্ণবগণের পাদোদক) নিত্যং ভজন্তি (নিত্য ধারণ করে), [তানি এব] অঙ্গানি (সেই সকলই প্রকৃত অঙ্গ) ॥ ৩-৪ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে ভগবন্! হে প্রভো! অসীম পরাক্রমশালী মহাত্মা মুকুন্দের অপর আরও যে সকল পরাক্রম আছে, আমি সেই সকল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

শ্রীধর—অশীতিতমে কৃষ্ণঃ শ্রীদামানং গৃহাগতম্। সম্পূজ্যাপৃচ্ছদর্থেপ্সুং গুরুবাসকথাং মুদা। স্মরারিমারকো হরিঃ পুরা চকার শংসতাম্। অতঃ পরং বিনৈব তন্নিজোপকারমাচরৎ ॥ শ্রীরামচরিতানি শ্রুত্বা পুনর্মুকুন্দবীর্য্যাণি পৃচ্ছতি—হে ভগবন্! শ্রোতুমিচ্ছামহ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১ ॥

স্থত উবাচ

বিষ্ণুরাতেন সম্পৃষ্টো ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
বাসুদেবে ভগবতি নিমগ্নহৃদয়োঽব্রবীৎ ॥ ৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ

কৃষ্ণস্যাসীৎ সখা কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
বিরক্ত ইন্দ্রিয়ার্থেষু প্রশান্তাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—স্থতঃ উবাচ (স্থত কহিলেন) [হে শৌনকাদি ঋষিগণ !] বিষ্ণুরাতেন [এবং] সংপৃষ্টঃ (বিষ্ণুভক্ত কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া) ভগবান্ বাদরায়ণিঃ (ব্যাসনন্দন ভগবান্ শুকদেব) ভগবতি বাসুদেবে নিমগ্নহৃদয়ঃ [সন্] (ভগবান্ বাসুদেবে চিত্ত সমাহিত করিয়া) অব্রবীৎ (বলিতে লাগিলেন) ॥ ৫ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শ্রীশুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !] ইন্দ্রিয়ার্থেষু বিরক্তঃ (ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহে বিরক্ত), জিতেন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়জয়ী), প্রশান্তাত্মা (প্রশান্তচিত্ত) ব্রহ্মবিত্তমঃ (ও ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ) কশ্চিৎ ব্রাহ্মণঃ (কোন এক ব্রাহ্মণ) কৃষ্ণস্য (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) সখা আসীৎ (সখা ছিলেন) ॥ ৬ ॥

হে ব্রহ্মন্ ! বিষয়বাণে বিষাদপ্রাপ্ত অর্থাৎ বৈরাগ্যপ্রাপ্ত সারজ্ঞ কোন ব্যক্তি পবিত্রকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উত্তম লীলাকথা একবার শ্রবণ করিয়া পুনরায় তৎ শ্রবণে বিরত থাকিতে পারেন ? ॥ ২ ॥ যাহা দ্বারা সেই পবিত্রকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহ কীর্ত্তন করা হয়, তাহাই প্রকৃত বাক্ ; যে হস্ত তাঁহার অর্চ্চনাদি কর্ম্ম করে, তাহাই প্রকৃত হস্ত। যে মন তাঁহাকে স্থাবর-জঙ্গম সর্ব্বপদার্থে অবস্থিত বলিয়া স্মরণ করে, তাহাই প্রকৃত মন ; যে কর্ণ তাঁহার পবিত্র লীলাকথা শ্রবণ করে, তাহাই প্রকৃত কর্ণ। যে মস্তক তাঁহার বিষ্ণুমূর্ত্তিকে ও বৈষ্ণব-মূর্ত্তিকে প্রণাম করে, তাহাই প্রকৃত মস্তক। যে চক্ষু তাঁহার উভয় মূর্ত্তিকে দর্শন করে, তাহাই প্রকৃত চক্ষুঃ। আর যে সকল অঙ্গ সেই বিষ্ণুর ও বৈষ্ণবগণের পাদোদক নিত্য ধারণ করে, সেই সকলই প্রকৃত অঙ্গ ॥ ৩-৪ ॥

অনুবাদ—স্থত করিলেন—হে শৌনকাদি মুনিগণ ! বিষ্ণুভক্ত পরীক্ষিৎ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ব্যাসনন্দন ভগবান্ শুকদেব ভগবান্ বাসুদেবে চিত্ত সমাহিত করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ॥ শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ কোনও এক ব্রাহ্মণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহে বিরক্ত, ইন্দ্রিয়জয়ী ও প্রশান্তচিত্ত ছিলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীধর—উত্তমশ্লোকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সত্যো মনোহরাঃ বিষয়বৈতৃষ্ণ্যজনিকাঃ কথাঃ, বিশেষজ্ঞঃ সারবিৎ, বিষয়ো বিষাদং প্রাপ্তঃ ॥ ২ ॥ কথাশ্রবণং স্তুবন্ দৃষ্টান্ততয়া অন্যথানাহ—সা বাগিতি। তাবেব করৌ যৌ তৎকর্ম্মকর্ত্তারৌ, তদেব মনো যৎ স্থিরজঙ্গমেষু বসন্তং তং স্মরেৎ যস্তস্য পুণ্যাঃ কথাঃ শৃণোতি স এব কর্ণঃ ॥ ৩ ॥ উভয়লিঙ্গং স্থিরং জঙ্গমঞ্চ তস্যৈব লিঙ্গমিতি মত্বা আনমেৎ যৎ তদেব শিরঃ, তদেব তস্য লিঙ্গমিত্যেব যৎ পশ্যতি তদেব চক্ষুঃ, তান্যেবাঙ্গানি যানি পাদোদকং ভজন্তীতি ॥ ৪—৬ ॥

যদৃচ্ছয়োপপন্নেন বর্ত্তমানো গৃহাশ্রমী।
তস্য ভার্য্যা কুচেলস্য ক্ষুৎক্ষামা চ তথাবিধা ॥ ৭ ॥

পতিব্রতা পতিং প্রাহ ম্লায়তা বদনেন সা।
দরিদ্রং সীদমানা বৈ বেপমানাভিগম্য চ ॥ ৮ ॥

নম্বু ব্রহ্মন্! ভগবতঃ সখা সাক্ষাচ্ছ্রিয়ঃ পতিঃ।
ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়—[সঃ দ্বিজঃ] (ঐ ব্রাহ্মণ) যদৃচ্ছয়া উপপন্নেন [দ্রব্যেণ] (যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ দ্রব্যের দ্বারা) বর্ত্তমানঃ (জীবনধারণ করতঃ) গৃহাশ্রমী [আসীৎ] (গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিতেন)। কুচেলস্য তস্য (তিনি অর্থাভাবে মলিন জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া থাকিতেন,) ভার্য্যা [অপি] (তাঁহার পত্নীও) তথাবিধা (তাঁহার ন্যায় গুণযুক্তা ছিলেন, জীর্ণ খণ্ডবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতেন) ক্ষুৎক্ষামা চ [আসীৎ] (এবং যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ আহার্য্যবস্তু রন্ধনাদি করিয়া পতিকে পরিবেশন করিয়া দিয়া স্বয়ং ক্ষুধায় কাতর থাকিতেন) ॥ ৭ ॥

সা পতিব্রতা (সেই পতিব্রতা ব্রাহ্মণপত্নী) সীদমানা (পতি যথোচিত ভরণপোষণ করিতে পারেন না বলিয়া অবসন্না হইয়া) [একদা] (একদিন) বেপমানা [সতী] (কাঁপিতে কাঁপিতে) দরিদ্রং পতিং বৈ অভিগম্য চ (সেই দরিদ্র পতির নিকটে গমন করিয়া) ম্লায়তা বদনেন প্রাহ (ম্লানমুখে বলিতে লাগিলেন) ॥ ৮ ॥

নন্বু ব্রহ্মন্! [স্বামিন্!] (হে ব্রহ্মন্! হে স্বামিন্! আমি শুনিয়াছি) ব্রহ্মণ্যঃ চ শরণ্যঃ চ (ব্রাহ্মণের হিতকারী ও শরণাগতপালক) সাক্ষাৎ শ্রিয়ঃ পতিঃ (সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিণীদেবীর পতি) ভগবান সাত্বতর্ষভঃ (ভগবান্ যদুশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ) ভগবতঃ সখা (আপনার সখা) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—সেই ব্রাহ্মণ যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ দ্রব্যের দ্বারা জীবন-ধারণ করতঃ গৃহাস্থশ্রমে অবস্থান করিতেন। তিনি অর্থাভাবে মলিন জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া থাকিতেন। তাঁহার পত্নীও তাঁহার ন্যায় গুণযুক্তা ছিলেন ও জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া থাকিতেন এবং যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ আহার্য্যবস্তু রন্ধনাদি করিয়া পতিকে পরিবেশন করিয়া দিয়া স্বয়ং ক্ষুধায় কাতর থাকিতেন ॥ ৭ ॥ পতি যথোচিত ভরণ-পোষণ করিতে পারেন না বলিয়া সেই পতিব্রতা ব্রাহ্মণ-পত্নী অবসন্না হইয়া পড়িতে লাগিলেন এবং একদিন কাঁপিতে কাঁপিতে দরিদ্র পতির নিকটে গমন করিয়া ম্লান বদনে বলিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ হে ব্রহ্মন্! হে স্বামিন্! আমি শুনিয়াছি—ব্রাহ্মণের হিতকারী ও শরণাগত-পালক সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিণীদেবীর পতি যদুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনার সখা ॥ ৯ ॥

শ্রীধর—তথাবিধা কুচেলা, কিঞ্চ ক্ষুৎক্ষামা যৎকিঞ্চিৎ সম্পন্নমন্নং তস্মৈ পরিবেষ্য স্বয়ং ক্ষুধা জীর্ণা ॥ ৭ ॥

তমুপেহি মহাভাগ ! সাধূনাঞ্চ পরায়ণম্ ।
দাস্যতি দ্রবিণং ভূরি সীদতে তে কুটুম্বিনে ॥ ১০ ॥
আস্তেঽধুনা দ্বারবত্যাং ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকেশ্বরঃ ।
স্মরতঃ পাদকমলমাত্মানমপি যচ্ছতি ।
কিং ত্বর্থকামান্ ভজতো নাত্যভীষ্টান্ জগদ্গুরুঃ ॥ ১১ ॥
স এবং ভার্য্যয়া বিপ্রো বহুশঃ প্রার্থিতো মুহুঃ ।
অয়ং হি পরমো লাভ উত্তমশ্লোকদর্শনম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—মহাভাগ ! (হে মহাভাগ !) [ত্বং] (আপনি) সাধূনাং চ পরায়ণং তম্ (সাধুগণের পরমাশ্রয় সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে) উপেহি (গমন করুন)। কুটুম্বিনে সীদতে তে (আপনি পরিজনের সহিত অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছেন, সুতরাং আপনাকে) [সঃ] (তিনি) ভূরি দ্রবিণং দাস্যতি (প্রচুর ধন প্রদান করিবেন) ॥ ১০ ॥

[সঃ] (তিনি) অধুনা (এক্ষণে) ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকেশ্বরঃ [সন্] (ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের অধীশ্বর হইয়া) দ্বারবত্যাম্ আস্তে (দ্বারকায় অবস্থান করিতেছেন)। [সঃ] জগদ্গুরুঃ (সেই জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ) পাদকমলং স্মরতঃ [জনস্য] (যিনি তাঁহার শ্রীচরণকমল চিন্তা করেন, তাঁহাকে) আত্মানম্ অপি যচ্ছতি (আত্মাও প্রদান করিয়া থাকেন), ভজতঃ [তব] নাত্যভীষ্টান্ অর্থকামান্ (আপনি তাঁহার শ্রীচরণকমল ভজনা করিয়া থাকেন, সুতরাং আপনার একান্ত প্রার্থনীয় না হইলেও আপনাকে যে অর্থ ও কাম্যবিষয়) [যচ্ছতীতি] কিং নু (প্রদান করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?) ॥ ১১ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !] সঃ বিপ্রঃ (অর্থকামে বীতস্পৃহ সেই ব্রাহ্মণ) এবং (এইরূপে) মুহুঃ (বারংবার) বহুশঃ (নানাপ্রকারে) ভার্য্যয়া প্রার্থিতঃ [সন্] (ভার্য্যাকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া) "অয়ং হি [মে] পরমঃ লাভঃ (ইহাই আমার পরম লাভ) [যৎ] উত্তমশ্লোকদর্শনম্ (যে পবিত্রকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ঘটিবে)" ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে মহাভাগ ! সাধুগণের পরমাশ্রয় সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আপনি গমন করুন। আপনি পরিজনের সহিত অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছেন, ইহা জানিতে পারিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে প্রচুর ধন প্রদান করিবেন ॥ ১০ ॥ তিনি এক্ষণে ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়গণের অধীশ্বর হইয়া দ্বারকায় অবস্থান করিতেছেন। যিনি তাঁহার শ্রীচরণকমল চিন্তা করেন, জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আত্মা পর্য্যন্তও প্রদান করিয়া থাকেন ; আপনি তাঁহার শ্রীচরণকমল ভজনা করিয়া থাকেন ; সুতরাং আপনার একান্ত প্রার্থনীয় না হইলেও আপনাকে যে তিনি অর্থ ও কাম্য বিষয়সমূহ প্রদান করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ॥ ১১ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! অর্থ ও কামে বীতস্পৃহ সেই ব্রাহ্মণ এইরূপে বারংবার নানাপ্রকারে ভার্য্যাকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া চিন্তা করিলেন—"ইহাই আমার পরম লাভ যে, পবিত্রকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ঘটিবে" ॥ ১২ ॥

শ্রীধর—পতিব্রতা সতী ম্লায়তা শুষ্যতা বদনেন সীদমানা ভর্ত্তৃভোগসম্পাদনাশক্ত্যাবসীদন্তী বেপমানা ভয়েন কম্পমানা ॥ ৮—১০ ॥ ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকেশ্বর ইতি তৎস্বীকারমাত্রেণ সর্ব্বং তে দাস্যতীতি ভাবঃ। নাত্যভীষ্টান্ পরিপাক-বিরসত্বাৎ ॥ ১১-১২ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা গমনায় মতিং দধে।
অপ্যস্ত্যুপায়নং কিঞ্চিদ্গৃহে কল্যাণি! দীয়তাম্ ॥ ১৩ ॥
যাচিত্বা চতুরো মুষ্টীন্ বিপ্রান্ পৃথুকতণ্ডুলান।
চেলখণ্ডেন তান্ বদ্ধ্বা ভর্ত্রে প্রাদাদুপায়নম্ ॥ ১৪ ॥
স তানাদায় বিপ্রাগ্র্যঃ প্রযযৌ দ্বারকাং কিল।
কৃষ্ণসন্দর্শনং মহ্যং কথং স্যাদিতি চিন্তয়ন্ ॥ ১৫ ॥
ত্রীণি গুল্মান্যতীয়ায় তিস্রঃ কক্ষাশ্চ সদ্বিজঃ।
বিপ্রোঽগম্যান্ধকবৃষ্ণীনাং গৃহেষ্বচ্যুতধর্ম্মিণাম্ ॥ ১৬ ॥
গৃহং দ্ব্যষ্টসহস্রাণাং মহিষীণাং হরের্দ্বিজঃ।
বিবেশৈকতমং শ্রীমদব্রহ্মানন্দং গতো যথা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—ইতি (ইহা) মনসা সঞ্চিন্ত্য (মনে মনে চিন্তা করিয়া) গমনায় মতিং দধে (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিবার মনন করিলেন)। [পত্নীম্ আহ চ] (এবং পত্নীকে বলিলেন)—কল্যাণি! (হে কল্যাণি!) [আমি সখা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইব] গৃহে উপায়নং কিঞ্চিৎ অস্তি অপি? (গৃহে উপহার দ্রব্য কিছু আছে কি?) [অস্তি চেৎ] দীয়তাম (থাকিলে দেও) ॥ ১৩ ॥

[তদা সা] (তখন সেই ব্রাহ্মণী) বিপ্রান (ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে) চতুরঃ মুষ্টীন পৃথুকতণ্ডুলান (চারিমুষ্টি চিপিটক) যাচিত্বা (যাচ্ঞা করিয়া আনিয়া) তান চেলখণ্ডেন বদ্ধা (তাহা পুরাতন বস্ত্রখণ্ডে বন্ধন করিয়া) [তৎ] উপায়নং (সেই উপহার) ভর্ত্রে প্রাদাৎ (স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন) ॥ ১৪ ॥

[অথ] সঃ বিপ্রাগ্র্যঃ (অনন্তর সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ) তান আদায় (পত্নীর সংগৃহীত ঐ চারি মুষ্টি চিপিটক লইয়া "মহ্যং (আমার) কথং (কি প্রকারে) কৃষ্ণসন্দর্শনং স্যাৎ (শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শন ঘটিবে)" ইতি চিন্তয়ন (ইহা চিন্তা করিতে করিতে) দ্বারকাং প্রযযৌ কিল (দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন) ॥ ১৫ ॥

[দ্বারকাং প্রাপ্তঃ] বিপ্রঃ (দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ) সদ্বিজঃ [সন] অপরাপর ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া) ত্রীণি গুল্মানি তিস্রঃ কক্ষাঃ চ (তিনটি সৈন্য-ব্যূহ ও তিনটি কক্ষ) অতীয়ায় (অতিক্রম করিলেন)। [ততঃ চ সঃ] (তৎপরে তিনি) অচ্যুতধর্ম্মিণাম অগম্যান্ধকবৃষ্ণীনাং [গৃহেষু চ] [বিষ্ণুধর্ম্মনিরত অগম্য অন্ধকবংশীয় ও বৃষ্ণিবংশীয়দিগের গৃহমধ্যে) হরেঃ দ্ব্যষ্টসহস্রাণাং [গৃহেষু চ] (এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষীর মধ্যে) শ্রীমৎ একতমং গৃহং বিবেশ (একটি শ্রীসম্পন্ন গৃহে প্রবেশ করিলেন)। [তদা সঃ] দ্বিজঃ (তখন ঐ ব্রাহ্মণ) ব্রহ্মানন্দং গতঃ [পুরুষঃ] যথা [ভবতি] (ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষ যেরূপ হন), [তথা বভূব] (সেইরূপ হইলেন) ॥ ১৬-১৭ ॥

অনুবাদ—তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং পত্নীকে বলিলেন—হে কল্যাণি! আমি সখা শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইব, গৃহে উপহার-দ্রব্য

শ্রীধর—অপ্যস্তি? কিমস্তীতি প্রশ্নঃ ॥ ১৩ ১৪ ॥ মহ্যং মম ॥ ১৫ ॥ গুল্মানি রক্ষার্থং সৈন্যস্থানানি, কক্ষাঃ প্রতোলীঃ, অতীয়ায় অতিক্রম্য জগাম। সদ্বিজঃ দ্বিজৈঃ সহিতঃ, ততশ্চ অগম্যা দুর্গমা যেঽন্ধকা বৃষ্ণয়শ্চ তেষাং গৃহেষু ॥ ১৬॥

তং বিলোক্যাচ্যুতো দূরাৎ প্রিয়াপর্য্যঙ্কমাস্থিতঃ।
সহসোত্থায় চাভ্যেত্য দোর্ভ্যাং পর্য্যগ্রহীন্মুদা ॥ ১৮ ॥
সখ্যুঃ প্রিয়স্য বিপ্রর্ষেরঙ্গসঙ্গাতিনির্বৃতঃ।
প্রীতো ব্যমুঞ্চদব্বিন্দূন্ নেত্রাভ্যাং পুষ্করেক্ষণঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—প্রিয়াপর্যঙ্কম্ আস্থিতঃ (প্রিয়া রুক্মিণীদেবীর পর্যাঙ্কে অবস্থিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) দূরাৎ তং বিলোক্য (দূর হইতে সেই ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইয়া) সহসা উত্থায (তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া) অভ্যেত্য চ (এবং নিকটে আগমন করিয়া) মুদা দোর্ভ্যাং পর্য্যগ্রহীৎ (আনন্দে বাহুদ্বয়ের দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১৮ ॥

পুষ্করেক্ষণঃ [কৃষ্ণঃ] (কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ) [তদা] (তখন) প্রিয়স্য সখ্যুঃ বিপ্রর্ষেঃ (প্রিয়সখা সেই বিপ্রর্ষির) অঙ্গসঙ্গাতিনির্বৃতঃ (গাঢ় আলিঙ্গনে অতিশয় স্বস্থচিত্ত) প্রীতঃ [চ সন] (ও প্রীত হইয়া) নেত্রাভ্যাম অব্বিন্দূন ব্যমুঞ্চৎ (নয়নযুগল দিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন) ॥ ১৯ ॥

কিছু আছে কি ? থাকিলে দাও ॥ ১৩ ॥ তখন ব্রাহ্মণী প্রতিবেশী ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে চারি মুষ্টি চিপিটক যাচ্ঞা করিয়া আনিলেন এবং জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডে বন্ধন করিয়া সেই উপহার স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন ॥ ১৪ ॥ অনন্তর সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পত্নীর সংগৃহীত ঐ চারি মুষ্টি চিপিটক লইয়া "কি প্রকারে আমার শ্রীকৃষ্ণদর্শন ঘটিবে" ইহা চিন্তা করিতে করিতে দ্বারকায় গমন করিলেন ॥ ১৫ ॥ দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ অপরাপর ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া তিনটি সৈন্যব্যূহ ও তিনটি কক্ষ অতিক্রম করিলেন। তৎপরে তিনি বিষ্ণুধর্ম্মানুগত অগম্য অন্ধকবংশীয় ও বৃষ্ণিবংশীয়দিগের গৃহসমূহের মধ্যে এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষীর গৃহ মধ্যে এক শ্রীসম্পন্ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন ঐ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষ যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হন, সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৬-১৭ ॥

অনুবাদ—তখন প্রিয়া রুক্মিণীদেবীর পর্য্যঙ্কে অবস্থিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে সেই ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইলেন এবং নিকটে আগমন করিয়া আনন্দে বাহুযুগলের দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১৮ ॥ কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রিয়সখা সেই বিপ্রর্ষির গাঢ় আলিঙ্গনে অতিশয় স্বস্থচিত্ত ও প্রীত হইয়া নয়নযুগল দিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীধর—তথা হরের্ষোড়শসহস্রাণাং মহিষীণাঞ্চ যে গৃহাস্তেষু চ মধ্যে শ্রীমদেকতমং গৃহং বিবেশ। তদা চ স দ্বিজো ব্রহ্মানন্দং গতো যথা তথা বভূবেতি শেষঃ ॥ ১৭ ॥ পর্য্যগ্রহীৎ পর্য্যরম্ভত ॥ ১৮ ॥ অব্বিন্দূন্ আনন্দাশ্রূণি ॥ ১৯ ॥

অথোপবেশ্য পর্য্যঙ্কে স্বয়ং সখ্যুঃ সমর্হণম্ ।
উপহৃত্যাবনিজ্যাস্য পাদৌ পাদাবনেজনীঃ ॥ ২০ ॥
অগ্রহীচ্ছিরসা রাজন্ ! ভগবান্ লোকপাবনঃ ।
ব্যলিম্পদ্দিব্যগন্ধেন চন্দনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ ॥ ২১ ॥
ধূপৈঃ সুরভিভির্মিত্রং প্রদীপাবলিভির্মুদা ।
অর্চ্চিত্বাবেদ্য তাম্বূলং গাঞ্চ স্বাগতমব্রবীৎ ॥ ২২ ॥
কুচেলং মলিনং ক্ষামং দ্বিজং ধমনিসন্তত্ম্ ।
দেবী পর্য্যচরৎ সাক্ষাচ্চামরব্যজনেন বৈ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—রাজন্ ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !) অথ (অনন্তর) লোকপাবনঃ ভগবান্ (লোকপাবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) [তং] পর্যঙ্কে উপবেশ্য (সেই ব্রাহ্মণকে পর্যাঙ্কের উপরে বসাইয়া) স্বয়ং সখ্যুঃ সমর্হণম্ (স্বয়ং সখার পূজা সামগ্রী) উপহৃত্য (আনয়ন করিলেন এবং) অস্য পাদৌ অবনিজ্য (তাঁহার পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দিয়া) পাদাবনেজনীঃ (সেই পাদপ্রক্ষালন জল) শিরসা অগ্রহীৎ (মস্তকে ধারণ করিলেন) । [ততঃ চ সঃ] (তৎপরে ভগবান) দিব্যগন্ধেন (দিব্য গন্ধ), চন্দনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ (চন্দন, অগুরু ও কুঙ্কুমের দ্বারা) [সখ্যুঃ অঙ্গানি] ব্যলিম্পৎ (সখার অঙ্গসমূহ লেপন করিয়া দিলেন) ॥ ২০-২১ ॥

[অথঃ সঃ] (অনন্তর তিনি) মুদা (আনন্দের সহিত) সুরভিভিঃ ধূপৈঃ (সুগন্ধি ধূপ) প্রদীপাবলিভিঃ [চ] (ও প্রদীপশ্রেণীর দ্বারা) মিত্রম্ অর্চ্চিত্বা (সখার পূজা করিয়া) তাম্বূলং আবেদ্য (তাম্বূল প্রদান করতঃ) স্বাগতং গাম অব্রবীৎ (কুশল বাক্য জিজ্ঞাসা করিলেন) ॥ ২২ ॥

সাক্ষাৎ দেবী (সাক্ষাৎ রুক্মিণীদেবী) [তদা] (তখন) চামরব্যজনেন (চামরব্যজনের দ্বারা) কুচেলং (জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত), মলিনং (মলিন), ক্ষামং (কৃশ) ধমনিসন্ততং (ও শিরাজালে আবৃত) দ্বিজং বৈ পর্য্যচরৎ (সেই ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! অনন্তর লোকপাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রাহ্মণকে পর্য্যঙ্কের উপরে বসাইয়া স্বয়ং সখার পূজা-সামগ্রী আনয়ন করিলেন এবং তাঁহার পদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দিয়া সেই পদপ্রক্ষালন-জল নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন। তৎপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দিব্যগন্ধ, চন্দন, অগুরু ও কুঙ্কুমের দ্বারা সখার অঙ্গ লেপন করিয়া দিলেন ॥ ২০-২১ ॥ অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আনন্দের সহিত সুগন্ধি ধূপ ও প্রদীপাবলীর দ্বারা সখার পূজা করিয়া তাম্বূল প্রদান করতঃ তাঁহাকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২২ ॥ ঐ ব্রাহ্মণ জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন, তিনি মলিন ও কৃশ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার সর্ব্বশরীরে শিরাসমূহ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল ; সাক্ষাৎ রুক্মিণীদেবী চামর ব্যজনের দ্বারা সেই ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীধর—সমর্হণমুপায়নম্ উপহৃত্য সমর্প্য, পাদাবনেজনীরপঃ ॥ ২০—২২ ॥

অন্তঃপুরজনো দৃষ্ট্বা কৃষ্ণেনামলকীর্ত্তিনা।
বিস্মিতোঽভূদতিপ্রীত্যা অবধূতং সভাজিতম্ ॥ ২৪ ॥
কিমনেন কৃতং পুণ্যমবধূতেন ভিক্ষুণা।
শ্রিয়া হীনেন লোকেঽস্মিন্ গর্হিতেনাধমেন চ ॥ ২৫ ॥
যোঽসৌ ত্রিলোকগুরুণা শ্রীনিবাসেন সম্মতঃ।
পর্য্যঙ্কস্থাং শ্রিয়ং হিত্বা পরিষ্বক্তোঽগ্রজো যথা ॥ ২৬ ॥
কথয়াঞ্চক্রতুর্গাথাঃ পূর্ব্বা গুরুকুলে সতোঃ।
আত্মনোর্ললিতা রাজন্! করৌ গৃহ্য পরস্পরম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়—[তদা] (যখন) অন্তঃপুরজনঃ (অন্তঃপুরবাসী জন) [তম্] অবধূতং [বিপ্রং] (সেই মলিনবেশধারী ব্রাহ্মণকে) অমলকীর্ত্তিনা কৃষ্ণেন (নির্ম্মলকীর্ত্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক) অতিপ্রীত্যা (অতিশয় প্রীতিসহকারে) সভাজিতং দৃষ্ট্বা (পূজিত হইতে দেখিয়া) বিস্মিতঃ অভূৎ (বিস্মিত হইলেন) ॥ ২৪ ।

[তাহারা বলিতে লাগিলেন] অস্মিন্ লোকে (এই জগতে) শ্রিয়া হীনেন (ধনসম্পত্তিহীন), গর্হিতেন (নিন্দিত) অধমেন চ (ও ক্ষুদ্র) অনেন অবধূতেন ভিক্ষুণা (এই মলিনবেশধারী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ) কিং পুণ্যং কৃতম (কি পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছেন) ত্রিলোকগুরুণা শ্রীনিবাসেন (ত্রিলোকের গুরু শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণ) পর্য্যঙ্কস্থাং শ্রিয়ং হিত্বা (পর্য্যঙ্কের উপরে অবস্থিতা প্রিয়া রুক্মিণীদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া) অগ্রজঃ যথা (অগ্রজের ন্যায়) যঃ অসৌ (ঐ ব্রাহ্মণকে) সম্মতঃ পরিষ্বক্তঃ [চ] (সম্মান ও আলিঙ্গন করিলেন) ॥ ২৫ ২৬ ॥

রাজন্! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) [অথ] (অনন্তর) [দ্বিজকৃষ্ণৌ] (ব্রাহ্মণ ও শ্রীকৃষ্ণ) পরস্পরং করৌ গৃহ্য (পরস্পর হস্ত-ধারণ করিয়া) গুরুকুলে সতোঃ আত্মনোঃ (নিজেরা যে গুরুগৃহে বাস করিয়াছিলেন, সেই নিজেদের) ললিতাঃ পূর্ব্বাঃ গাথাঃ (মনোহর পূর্ব্বকথা) কথয়াঞ্চক্রতুঃ (কহিতে লাগিলেন) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—তখন অন্তঃপুরবাসী জনগণ সেই মলিন বেশধারী ব্রাহ্মণকে নির্ম্মলকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অতিশয় প্রীতি সহকারে পূজিত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ॥ ২৪ ॥ তাহারা বলিতে লাগিলেন—এই মলিনবেশধারী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ এই জগতে ধন সম্পত্তি-বিহীন, নিন্দিত ও ক্ষুদ্র; এই ব্রাহ্মণ কি পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছিলেন, যে পুণ্যকর্ম্মের ফলে ত্রিলোকগুরু শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণ, পর্য্যঙ্কের উপরে অবস্থিতা প্রিয়া শ্রীরুক্মিণীদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্রজ বলরামের ন্যায় এই ব্রাহ্মণকে সম্মান প্রদর্শন ও আলিঙ্গন করিলেন? ॥ ২৫-২৬ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর হস্তধারণ করিয়া নিজেরা যে পূর্ব্বে একত্রে গুরুগৃহে বাস করিয়াছিলেন, নিজেদের সেই মনোহর পূর্ব্বকথা বলিতে লাগিলেন।

শ্রীধর—ধমনিভিঃ শিরাভিঃ সন্ততং ব্যাপ্তম্ ॥ ২৩ ॥ অবধূতম্ মলিনম্ ॥ ২৪ ॥ বিস্ময়মাহ—কিমনেনেতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ২৫ ॥ সম্মতঃ সম্মানিতঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীভগবান উবাচ

অপি ব্রহ্মন্! গুরুকুলাদ্ভবতা লব্ধদক্ষিণাৎ।
সমাবৃত্তেন ধর্মজ্ঞ! ভার্য্যোঢা সদৃশী ন বা ॥ ২৮ ॥
প্রায়ো গৃহেষু তে চিত্তমকামবিহতং তথা।
নৈবাতিপ্রীয়সে বিদ্বন্! ধনেষু বিদিতং হি মে ॥ ২৯ ॥
কেচিৎ কুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণি কামৈরহতচেতসঃ।
ত্যজন্তঃ প্রকৃতীর্দৈবীর্যথাহং লোকসংগ্রহম্ ৩০ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান উবাচ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) ব্রহ্মন্! (হে ব্রহ্মন!) ধর্মজ্ঞ! (হে ধর্মজ্ঞ!) লব্ধদক্ষিণাৎ গুরুকুলাৎ (দক্ষিণা দিয়া গুরুগৃহ হইতে) সমাবৃত্তেন ভবতা (সমাবর্ত্তন করিয়া তুমি) সদৃশী ভার্য্যা ঊঢা ন বা? (সদৃশী পত্নী গ্রহণ করিয়াছ কি না?) ॥ ২৮ ॥

বিদ্বন! (হে জ্ঞানিন!) [তোমার মৌনভাবে বুঝিলাম—তুমি পত্নীগ্রহণ করিয়াছ, তাহা হইলেও] প্রায়ঃ তে চিত্তম (তোমার চিত্ত প্রায়) অকামবিহতং [ভবতি] (কামনায় আক্রান্ত নহে), তথা হি (সেই জন্যই) গৃহেষু ধনেষু [চ] (গৃহস্থাশ্রমোচিত কর্ম্ম ও ধনাদিতে) ন এব অতিপ্রীয়সে (তুমি অতিশয় প্রীত নহ), [ইতি] মে বিদিতম (ইহা আমি জানি) ॥ ২৯ ॥

অহং যথা (আমি যেমন) [বিষয়ে আসক্তচিত্ত না হইয়াও] লোকসংগ্রহং [কুর্ব্বন্ কর্ম্মাণি করোমি] (লোকশিক্ষা যেরূপে হয়, সেইরূপভাবে কর্ম্ম করিয়া থাকি) [তথা (সেইরূপ)] কেচিৎ [মুনয়ঃ] (কোন কোন মুনি) কামৈঃ অহতচেতসঃ [অপি] (বিষয়ে আসক্তচিত্ত না হইয়াও) দৈবীঃ প্রকৃতীঃ ত্যজন্তঃ (ভগবন্মায়া রচিত বিষয় বাসনাসমূহ পরিত্যাগ করতঃ) [লোকশিক্ষার নিমিত্ত] কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি (গৃহস্থাশ্রমোচিত কর্ম্ম করিয়া থাকেন) [তাদৃশ মুনিগণের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় হইয়াও তুমি লোকশিক্ষার নিমিত্ত গৃহস্থাশ্রমোচিত কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য পত্নীগ্রহণ করিয়াছ] ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে ব্রহ্মন! হে ধর্ম্মজ্ঞ! গুরুদক্ষিণা দিয়া গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিয়া তুমি নিজের যোগ্য পত্নী গ্রহণ করিয়াছ তো? ॥ ২৮ ॥ হে জ্ঞানিন্! তোমার মৌনভাবে বুঝিতে পারিলাম,—তুমি পত্নী গ্রহণ করিয়াছ, তাহা হইলেও তোমার চিত্ত প্রায় কামনায় অভিভূত নহে, সেই জন্যই তুমি গৃহস্থাশ্রমোচিত কর্ম্ম ও ধনাদিতে অতিশয় প্রীত নহ, ইহা আমার জানা আছে ॥ ২৯ ॥ আমি যেমন বিষয়ে আসক্তচিত্ত না হইয়াও লোকশিক্ষার নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া থাকি, সেইরূপ কোন কোন মুনি বিষয়ে আসক্তচিত্ত না হইয়াও ভগবন্মায়াবিরচিত বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়াও লোকশিক্ষার নিমিত্ত গৃহস্থাশ্রমোচিত কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাদৃশ মুনিগণের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় হইয়াও তুমি লোকশিক্ষার নিমিত্ত গৃহস্থাশ্রমোচিত কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য পত্নী গ্রহণ করিয়াছ ॥ ৩০ ॥

শ্রীধর—সতোর্ব্বসতোঃ, গৃহ্য গৃহীত্বা ॥ ২৭ ॥ ভার্য্যা ঊঢ়া পরিণীতা ন বেতি গৃহস্থলিঙ্গদর্শনাদ্ভোগাদর্শনাচ্চ সংশয়াদিব প্রশ্নঃ ॥ ২৮ ॥

কচ্চিদ গুরুকুলে বাসং ব্রহ্মন্! স্মরসি নৌ যতঃ।
দ্বিজো বিজ্ঞায় বিজ্ঞেয়ং তমসঃ পারমশ্নুতে ॥ ৩১ ॥
স বৈ সৎকর্ম্মণাং সাক্ষাদ্দ্বিজাতেরিহ সম্ভবঃ।
আদ্যোঽঙ্গ! যত্রাশ্রমিণাং যথাহং জ্ঞানদো গুরুঃ ॥ ৩২ ॥
নন্বর্থকোবিদা ব্রহ্মন্! বর্ণাশ্রমবতামিহ।
যে ময়া গুরুণা বাচা তরন্ত্যঞ্জো ভবার্ণবম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়—ব্রহ্মন্! (হে ব্রহ্মন্!) যতঃ (যে গুরুগৃহবাসের ফলে) দ্বিজঃ (দ্বিজ) বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞায় (বিজ্ঞেয় পরব্রহ্মকে জ্ঞাত হইয়া) তমসঃ পারম্ অশ্নুতে (মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন), [ত্বং] (তুমি) নৌ (আমাদের দুইজনের) [তং] গুরুকুলে বাসং (সেই গুরুগৃহে বাসের কথা) স্মরসি কচ্চিৎ? (স্মরণ করিয়া থাক কি?) ॥ ৩১ ॥

অঙ্গ! (হে সখে!) ইহ (এই সংসারে) যত্র সম্ভবঃ (যাহা হইতে জন্ম হয়), সঃ বৈ (সেই জনয়িতা পিতাই) আদ্যঃ গুরুঃ (প্রথম গুরু অর্থাৎ পূজনীয়) দ্বিজাতেঃ (দ্বিজাতির) সৎকর্ম্মণাং (সৎকর্ম্মসমূহের) [যতঃ সম্ভবঃ] (যাহা হইতে উৎপত্তি হয় অর্থাৎ যিনি উপনয়ন সংস্কার করিয়া বেদাধ্যাপক হন), [সঃ] (তিনি সৎসদৃশ দ্বিতীয় গুরু), [যঃ চ] (আর যিনি) আশ্রমিণাং জ্ঞানদঃ (সকল আশ্রমীর জ্ঞানদাতা), [সঃ তৃতীয় গুরুঃ] (সেই তৃতীয় গুরু) সাক্ষাৎ [অহমেব] (সাক্ষাৎ আমিই) ॥ ৩২ ॥

ননু ব্রহ্মন্! (হে ব্রহ্মন্!) ইহ (এই সংসারে) বর্ণাশ্রমবতাং [মধ্যে] (বর্ণাশ্রমীদের মধ্যে) যে [জাতাঃ] (যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন) [তে] (তাহারা) গুরুণা ময়া বাচা (তত্ত্বোপদেষ্টা গুরুরূপী আমার সাহায্যে, আমার উপদেশবাক্যে) অর্থকোবিদাঃ [সন্তঃ] (প্রয়োজন বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইয়া) [তে] অঞ্জঃ ভবার্ণবং (সংসারসাগর) তরন্তি (সুখে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্! যে গুরুগৃহে বাসের ফলে ব্রাহ্মণ, জ্ঞেয় বিজ্ঞেয় পরব্রহ্মকে জ্ঞাত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন, তুমি আমাদের দুই জনের সেই গুরুগৃহে বাসের কথা স্মরণ করিয়া থাক কি? ॥ ৩১ ॥ হে সখে! এই সংসারে যাহা হইতে জন্ম হয়, সেই জনক পিতাই প্রথম গুরু অর্থাৎ পূজনীয়, দ্বিজাতির সৎকর্ম্মসমূহের যাহা হইতে উৎপত্তি হয় অর্থাৎ যিনি উপনয়ন সংস্কার করিয়া বেদাধ্যাপক হন, তিনি সৎসদৃশ দ্বিতীয় গুরু, আর যিনি সকল আশ্রমীর জ্ঞানদাতা, সেই তৃতীয় গুরু সাক্ষাৎ আমিই ॥ ৩২ ॥ হে ব্রহ্মন্! এই সংসারে বর্ণাশ্রমীদিগের মধ্যে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা তত্ত্বোপদেষ্টা গুরুরূপী আমার সাহায্যে, আমার উপদেশবাক্যে প্রয়োজন বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইয়া সংসার-সাগর সুখে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধর—অপ্রতিষেধাদুদ্বাহমনুমতং মন্বানঃ পৃচ্ছতি। নাহং তে চিত্তং ধনকামাবিহতং কামৈর্বিহতং ন ভবতীতি মে বিদিতম্। তথাহি ধনেষু বর্ণাদিষু নৈবাভিপ্রায়সে। হে বিদ্বন্নিতি বয়স্যবেদনাদর্শিতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥ কামহতত্বাভাবে কিং গৃহকর্ম্মক্লেশেনেত্যাশঙ্ক্যাহ কেচিদিতি। দৈবীশ্বরমায়ারচিতাঃ প্রকৃতীর্বিষয়বাসনাস্তাজন্তঃ, কামৈরনাকৃষ্টচেতসামপি কর্ম্মাচরণে দৃষ্টান্তঃ—যথাহমিতি। লোকসংগ্রহ লোকস্য সংগ্রহো গ্রহণং যথা ভবতি তথাহমীশ্বরোঽপি কর্ম্মাণি যথা করোমি তদ্বৎ ॥ ৩০ ॥

নাহমিজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা ॥ ৩৪ ॥
অপি নঃ স্মর্য্যতে ব্রহ্মন্! বৃত্তং নিবসতাং গুরৌ।
গুরুদারৈশ্চোদিতানামিন্ধনানয়নে কচিৎ ॥ ৩৫ ॥
প্রবিষ্টানাং মহারণ্যমপর্ত্তৌ সুমহদ্দ্বিজ!
বাতবর্ষমভূৎ তীব্রং নিষ্ঠুরাঃ স্তনয়িত্নবঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়—[হে সখে!] সর্ব্বভূতাত্মা [অপি] অহং (সর্ব্বভূতের আত্মা হইয়াও আমি) ইজ্যাপ্রজাতিভ্যাং তপসা উপশমেন বা (গৃহস্থ ধর্ম্ম, ব্রহ্মচারীর-ধর্ম্ম, বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম কিংবা যতি-ধর্ম্মের দ্বারা) [তথা] ন তুষ্যেয়ম্ (সেইরূপ সন্তুষ্ট হই না), যথা গুরুশুশ্রূষয়া (গুরুশুশ্রূষার দ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হই) ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মন্! (হে ব্রহ্মন্!) গুরৌ নিবসতাং (আমরা যখন গুরুগৃহে বাস করিতেছিলাম), কচিৎ (তখন একদিন) গুরুদারৈঃ ইন্ধনানয়নে চোদিতানাং নঃ (গুরুপত্নীকর্ত্তৃক আমরা কাষ্ঠ আহরণের নিমিত্ত প্রেরিত হইলে আমাদিগের [যৎ] বৃত্তম (যাহা ঘটিয়াছিল), [তৎ (ত্বয়া) স্মর্য্যতে অপি (তাহা তোমার স্মরণ হয় কি ?) ॥ ৩৫ ॥

দ্বিজ! (হে দ্বিজ!) সুমহৎ মহারণ্যং প্রবিষ্টানাং [নঃ] আমরা গুরুপত্নীর আদেশে কাষ্ঠ আহরণ করিবার নিমিত্ত এক সুবৃহৎ মহারণ্যে প্রবেশ করিলে) অপর্ত্তৌ (অকালে) তীব্রং বাতবর্ষং অভূৎ [তথা] নিষ্ঠুরাঃ স্তনয়িত্নবঃ [চ অভবন্] (অতি তীব্র ঝড়-বৃষ্টি ও মেঘের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন আরম্ভ হইয়াছিল) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে সখে! আমি সর্ব্বভূতের আত্মা; তথাপি আমি গৃহস্থ-ধর্ম্ম, ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম কিম্বা যতিধর্ম্মের দ্বারা সেইরূপ সন্তুষ্ট হই না, গুরুশুশ্রূষার দ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হই ॥ ৩৪ ॥ হে ব্রহ্মন্! আমরা যখন গুরুগৃহে বাস করিতেছিলাম, তখন একদিন গুরুপত্নীকর্ত্তৃক আমরা কাষ্ঠ আহরণের নিমিত্ত বনে প্রেরিত হইলে আমাদিগের যাহা ঘটিয়াছিল তাহা তোমার স্মরণ হয় কি ? ॥ ৩৫ ॥ হে দ্বিজ! আমরা কাষ্ঠ আহরণ করিবার নিমিত্ত এক সুবৃহৎ মহারণ্যে প্রবেশ করিলে অকালে অতি তীব্র ঝড় বৃষ্টি ও মেঘের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন আরম্ভ হইয়াছিল ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধর—নৌ আবয়োঃ, যতো গুরোঃ বিজ্ঞেয়ং পরমাত্মতত্ত্বং তমসঃ সংসারস্য ॥ ৩১ ॥ তত্রাত্মজ্ঞানপ্রদস্য গুরোরত্যন্তং পূজ্যত্বং বক্তুং পুরুষস্য ত্রীন গুরূনাহ—স বা ইতি। ইহ সংসারে যত্র সম্ভবো জন্মমাত্রং স পিতা তাবদাদ্যঃ প্রথমো গুরুঃ পূজ্যঃ। কর্ম্মবিদ্যাপ্রদং গুরুমাহ দ্বিজাতেরিতি। দ্বিজাতেঃ সতঃ পুংসঃ সৎকর্ম্মণাং যত্র সম্ভবঃ উপনীয় বেদাধ্যাপক ইত্যর্থঃ, স দ্বিতীয়ো গুরুর্যথাহমীশ্বরস্তথা। প্রথমাদপি পূজ্য ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদং গুরুমাহ আশ্রমিণাং সর্ব্বেষামপি জ্ঞানদো যঃ, স তু সাক্ষাদহমেবেতি ॥ ৩২ ॥ অতো জ্ঞানপ্রদং গুরুরূপং মামাশ্রিত্য যে সংসারং তরন্তি, তে বুদ্ধিমন্ত ইত্যাহ—নন্বিতি। হে ব্রহ্মন্! তে নন্ বর্ণাশ্রমবতাং মধ্যে অর্থকোবিদাঃ, ইহ মনুষ্যজন্মনি তত্রাপি বর্ণাশ্রমবত্ত্বে সতি যে ময়া গুরুণা গুরুরূপেণ বক্ত্রা বাচা উপদেশমাত্রেণ অঞ্জঃ সুখেনৈব ভবার্ণবম্ তরন্তীতি। জ্ঞানপ্রদাদ্ গুরোরধিকঃ সেব্যো নাস্তীত্যুক্তম্ ॥ ৩৩ ॥ অতএব তদ্ভজনাদধিকো ধর্ম্মশ্চ নাস্তীত্যাহ—নাহমিতি। ইজ্যা প্রজাতিঃ প্রকৃষ্টং জন্ম উপনয়নং তেন ব্রহ্মচারিধর্ম্ম উপলক্ষ্যতে, তাভ্যাং তথা তপসা বনস্থধর্ম্মেণ উপশমেন যতিধর্ম্মেণ বা অহং পরমেশ্বরস্তথা ন তুষ্যেয়ং যথা সর্ব্বভূতাত্মাপি গুরুশুশ্রূষয়েতি ॥ ৩৪ ॥

সূর্য্যশ্চাস্তং গতস্তাবৎ তমসা চাবৃতা দিশঃ।
নিম্নং কূলং জলময়ং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৩৭ ॥
বয়ং ভৃশং তত্র মহানিলাম্বুভি-
র্নিহন্যমানা মুহুরম্বুসংপ্লবে।
দিশোঽবিদন্তোঽথ পরস্পরং বনে
গৃহীতহস্তাঃ পরিবভ্রিমাতুরাঃ ॥ ৩৮ ॥
এতদ্বিদিত্বানুদিতে রবৌ সান্দীপনির্গুরুঃ।
অন্বেষমাণো নঃ শিষ্যানাচার্য্যোঽপশ্যদাতুরান্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়—তাবৎ (সেই অবসরে) সূর্য্যঃ চ অস্তং গতঃ (সূর্য্যও অস্তাচলে গমন করিয়াছিলেন), দিশঃ চ (দিক্‌সমূহ ও) তমসা আবৃতাঃ [অভবন্] (অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল), নিম্নং কূলং জলময়ং [অভূৎ] (নিম্নস্থান ও উন্নতস্থান সকলই জলময় হইয়াছিল), [অতঃ] কিঞ্চন ন প্রাজ্ঞায়ত (সুতরাং কিছুই বুঝা যাইতেছিল না) ॥ ৩৭ ॥

তদা (তখন) বয়ং (আমরা) অম্বুসংপ্লবে তত্র বনে (জলপ্লাবিত সেই বনমধ্যে) মহানিলাম্বুভিঃ (অতি তীব্র ঝড়-বৃষ্টির দ্বারা) মুহুঃ ভৃশং নিহন্যমানাঃ (বারংবার অতিশয় নিপীড়িত হইতেছিলাম) অথ আতুরাঃ (এবং কাতর হইয়া) দিশঃ অবিদন্তঃ (দিক্ নির্ণয় করিতে না পারিয়া) পরস্পরং গৃহীতহস্তাঃ [সন্তঃ] (পরস্পর হস্তধারণ করতঃ) পরিবভ্রিম (কাষ্ঠভার বহন করিতেছিলাম) ॥ ৩৮ ॥

[অথ] আচার্য্যঃ গুরুঃ সান্দীপনিঃ (অনন্তর আচার্য্য গুরু সান্দীপনি মুনি) এতৎ বিদিত্বা ("আমরা কাষ্ঠ আহরণের নিমিত্ত বনে গিয়াছি, এইরূপ দুর্যোগেও ফিরিয়া আসি নাই" ইহা জানিতে পারিয়া) রবৌ অনুদিতে [এব] (সূর্য্যোদয় না হইতেই) অন্বেষমাণঃ [সন্] (আমাদিগকে অন্বেষণ করিতে করিতে) [বনে] আতুরান্ শিষ্যান্ নঃ (বনমধ্যে ঐরূপ দুর্দ্দশাপন্ন শিষ্য আমাদিগকে) অপশ্যৎ (দেখিতে পাইয়াছিলেন) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—সেই অবসরে সূর্য্যদেবও অস্তাচলে গমন করিয়াছিলেন। দিক্‌সমূহও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল; নিম্নস্থান ও উন্নতস্থান সকলই জলময় হইয়াছিল; সুতরাং তখন কিছুই বুঝা যাইতেছিল না ॥ ৩৭ ॥ তখন আমরা জলপ্লাবিত সেই বনমধ্যে অতি তীব্র ঝড়-বৃষ্টির দ্বারা বারংবার অতিশয় নিপীড়িত হইতেছিলাম এবং কাতর হইয়া দিক্ নির্ণয় করিতে না পারিয়া পরস্পর হস্তধারণ করতঃ কাষ্ঠভার বহন করিতেছিলাম ॥ ৩৮ ॥ অনন্তর আচার্য্য গুরু সান্দীপনি মুনি আমরা কাষ্ঠ আহরণের নিমিত্ত বনে গিয়াছি, এইরূপ দুর্য্যোগেও ফিরিয়া আসি নাই, ইহা জানিতে পারিয়া সূর্য্যোদয় না হইতেই অন্বেষণ করিতে করিতে বনমধ্যে ঐরূপ দুর্দ্দশাপন্ন শিষ্য আমাদিগকে দেখিতে পাইয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধর—কিঞ্চ অস্মাকং গুরুশুশ্রূষণং কিমপি দৈবাদেব সম্পন্নং তৎ কিং ত্বয়া স্মর্য্যতে ইতি পৃচ্ছতি—অপি ন ইতি। গুরৌ নিবসতাম্ অস্মাকং যৎ কিমপি বৃত্তং তৎ কচিৎ কদাচিৎ ॥ ৩৫ ॥ অপর্ত্তৌ অপগতে ঋতৌ অকালে ইত্যর্থঃ, বাতশ্চ বর্ষঞ্চ তয়োঃ সমাহারস্তৎ, স্তনয়িত্নবো গর্জ্জিতানি চ নিষ্ঠুরা অভবন্ ॥ ৩৬ ॥ নিম্নং কূলং নতমুন্নতঞ্চ স্থানম্ ॥ ৩৭ ॥ অম্বূনাং সংপ্লবো ব্যামিশ্রণং যস্মিন্নেকোদকে তস্মিন্ বনে ইত্যর্থঃ, পরিবভ্রিম "ভৃঞ্ ভরণে" ইতি ধাতো রূপম্, পরি পরিতো বভ্রিম, ইডাগমশ্ছান্দসঃ, ভারান্ ধৃতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮-৩৯ ॥

অহো হে পুত্রকা যূয়মস্মদর্থেঽতিদুঃখিতাঃ।
আত্মা বৈ প্রাণিনাং প্রেষ্ঠস্তমনাদৃত্য মৎপরাঃ॥ ৪০॥
ইয়দেব হি সচ্ছিষ্যৈঃ কর্ত্তব্যং গুরুনিষ্কৃতম্।
যদ্বৈ বিশুদ্ধভাবেন সর্ব্বার্থাত্মার্পণং গুরৌ॥ ৪১॥
তুষ্টোঽহং বো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সত্যাঃ সন্তু মনোরথাঃ।
ছন্দাংস্যযাতযামানি ভবন্ত্বিহ পরত্র চ॥ ৪২॥
ইত্থম্বিধান্যনেকানি বসতাং গুরুবেশ্মনি।
গুরোরনুগ্রহেণৈব পুমান্ পূর্ণঃ প্রশান্তয়ে॥ ৪৩॥

অন্বয়—[উবাচ চ] (আর তিনি বলিলেন)—অহো! হে পুত্রকাঃ! (অহো! হে পুত্রগণ!) আত্মা বৈ (আত্মাই) প্রাণিনাং প্রেষ্ঠঃ (প্রাণিগণের প্রিয়তম), যূয়ং (তোমরা) তম্ অনাদৃত্য (সেই আত্মাকে তুচ্ছ করিয়া) মৎপরাঃ [সন্তঃ] (মৎপরায়ণ হইয়া) অস্মদর্থে অতিদুঃখিতাঃ [জাতাঃ] (আমার নিমিত্ত অতিশয় দুঃখ পাইয়াছ)॥ ৪০॥

[হে শিষ্যগণ।] বিশুদ্ধভাবেন (বিশুদ্ধভাবে) গুরৌ যৎ বৈ (গুরুকে যে) সর্ব্বার্থাত্মার্পণম্ (শিষ্যের সমস্ত প্রয়োজন ও আত্মার সমর্পণ) ইয়ৎ এব হি (ইহাই) সচ্ছিষ্যৈঃ কর্ত্তব্যং গুরুনিষ্কৃতম্ (সৎ শিষ্যগণের করণীয় গুরুর ঋণমুক্তি)॥ ৪১॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ! (হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ). অহং (আমি) বঃ তুষ্টঃ (তোমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইলাম), [বঃ] মনোরথঃ (তোমাদিগের মনোরথ) সত্যাঃ সন্তু (সফল হউক), [কিঞ্চ বঃ] ছন্দাংসি (আর আমার নিকট হইতে অধীত তোমাদের বেদসমূহ) ইহ পরত্র চ (ইহলোকে ও পরলোকে) অযাতযামানি ভবন্তু (যথেষ্ট ফলদায়ক হউক)॥ ৪২॥

[হে সখে!] গুরুবেশ্মনি বসতাং [নঃ] (গুরুগৃহে বাসকালে আমাদিগের) ইত্থংবিধানি অনেকানি [বৃত্তানি অভূবন্] (এই প্রকার অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল) [অধুনা ত্বয়া তানি স্মর্য্যন্তে কিম্?] (এক্ষণে তুমি সেই সকল স্মরণ কর কি?) পুমান্ (পুরুষ) গুরোঃ অনুগ্রহেণ এব (গুরুর অনুগ্রহেই) প্রশান্তয়ে পূর্ণঃ [ভবতি] (শান্তিপূর্ণ হইয়া থাকে)॥ ৪৩॥

অনুবাদ—তখন তিনি বলিলেন—অহো! হে পুত্রগণ! দেহই প্রাণিগণের প্রিয়তম; তোমরা সেই দেহকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া আমার নিমিত্ত অতিশয় দুঃখ পাইয়াছ॥ ৪০॥ হে শিষ্যগণ! বিশুদ্ধভাবে গুরুর প্রতি যে শিষ্যের সমস্ত প্রয়োজন ও আত্মার সমর্পণ, ইহাই সৎ-শিষ্যের করণীয় গুরুর ঋণমুক্তি॥ ৪১॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি তোমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইলাম। তোমাদিগের মনোরথ সফল হউক; আর আমার নিকটে তোমরা যে বেদসমূহ (নানাশাস্ত্র) অধ্যয়ন করিয়াছ, তোমাদের সেই বেদসমূহ ইহলোকে ও পরলোকে কখনও বিস্মৃত না হউক॥ ৪২॥ হে সখে! গুরুগৃহে বাসকালে আমাদিগের এই প্রকার আরও অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল; এক্ষণে তোমার সেই সকল মনে পড়ে কি? পুরুষ গুরুর অনুগ্রহেই পূর্ণ শান্তি পাইয়া থাকে॥ ৪৩॥

শ্রীধর—উবাচ কৃপয়া শ্লোকত্রয়ীম্, যয়া বয়ং কৃতার্থা ইত্যাহ—অহো ইতি। আত্মা দেহঃ॥ ৪০॥

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ

কিমস্মাভিরনিবৃত্তং দেবদেব ! জগদ্‌গুরো ! ।
ভবতা সত্যকামেন যেষাং বাসো গুরাবভূৎ ॥ ৪৪ ॥
যস্য চ্ছন্দোময়ং ব্রহ্ম দেহ আবপনং প্রভো ! ।
শ্রেয়সাং তস্য গুরুষু বাসোঽত্যন্তবিড়ম্বনম্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শ্রীদামচরিতেঽশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০ ॥

অন্বয়—শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ (ব্রাহ্মণ বলিলেন) দেবদেব ! (হে দেবদেব !) জগদ্‌গুরো ! (হে জগদ্‌গুরো !) সত্যকামেন ভবতা [সহ] (তুমি সত্যসংকল্প, তোমার সহিত) যেষাং (যাহাদিগের) গুরৌ বাসঃ অভূৎ (গুরুগৃহে বাস হইয়াছিল), [তৈঃ] অস্মাভিঃ কিম্ অনিবৃত্তম্ (সেই আমাদিগের কি অসম্পন্ন আছে ? পরন্তু সমস্তই সুসম্পন্ন হইয়াছে) ॥ ৪৪ ॥

প্রভো ! (হে প্রভো !) শ্রেয়সাম্ আবপনম্ (জ্ঞানাদি মাঙ্গলিক উপায়সমূহের জ্ঞাপক) ছন্দোময়ং ব্রহ্ম (বেদনামক ব্রহ্ম) যস্য দেহঃ (যাঁহার দেহ), তস্য [তব] (সেই স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানী তোমার) গুরুষু বাসঃ (গুরুকুলে বাস) অত্যন্তবিড়ম্বনম্ (কেবল লোকশিক্ষার নিমিত্ত অনুকরণ মাত্র) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ বলিলেন—হে দেবদেব ! হে জগদ্‌গুরো ! তুমি সত্যসঙ্কল্প ; তোমার সহিত যাহাদিগের গুরুগৃহে বাস হইয়াছিল, সেই আমাদিগের কি অসম্পন্ন থাকিতে পারে ? আমাদিগের সমস্ত মনোরথই সুসম্পন্ন হইয়াছে ॥ ৭৪ ॥ হে প্রভো ! জ্ঞানাদি মাঙ্গলিক উপায়সমূহের জ্ঞাপক বেদনামক ব্রহ্ম যাঁহার শরীর, সেই স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানী তোমার গুরুকুলে বাস কেবল লোক শিক্ষার নিমিত্ত একান্ত অনুকরণমাত্র ॥ ৪৫ ॥

অশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

শ্রীধর—গুরোর্নিষ্কৃতং প্রত্যুপকারঃ, সর্ব্বে অর্থা যস্মাৎ স আত্মা দেহস্তস্যার্পণং বিনিয়োগঃ ॥ ৪১ ॥ অযাতযামানি যাতো যামো যস্য পক্বস্যান্নস্য তৎ গতসারং ভবতি তদ্বদন্যদপি গতসারং গৌণ্যা বৃত্ত্যা যাতযামমিত্যুচ্যতে, অগতসারাণি ছন্দাংসি মন্ত্রোঽধীয়মানানি ভবন্তিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ ইত্থম্বিধানি এবম্প্রকারাণি অনেকানি বৃত্তানি কিং ত্বয়া স্মর্য্যন্ত ইতি শেষঃ। ফলিতমুপসংহরতি—গুরোরিতি ॥ ৪৩ ॥ অস্মাভিঃ কিমনিবৃত্তমসম্পন্নং যেষামস্মাকং ভবতা সহ বাসোঽভূৎ ॥ ৪৪ ॥ ভবতস্তু সর্ব্বমেতদ্বিড়ম্বনমাত্রমিত্যাহ—যস্যেতি। ছন্দোময়ং বেদাখ্যং ব্রহ্ম, তথা শ্রেয়সামাবপনং তদুদ্ভবস্থানং দেহো মূর্ত্তির্যস্য তস্য তব ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮০ ॥

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

স ইত্থং দ্বিজমুখ্যেন সহ সংকথয়ন্ হরিঃ।
সর্ব্বভূতমনোঽভিজ্ঞঃ স্ময়মান উবাচ তম্॥ ১॥
ব্রহ্মণ্যো ব্রাহ্মণং কৃষ্ণো ভগবান্ প্রহসন্ প্রিয়ম্।
প্রেম্ণা নিরীক্ষণেনৈব প্রেক্ষন্ খলু সতাং গতিঃ॥ ২॥

শ্রীভগবানুবাচ

কিমুপায়নমানীতং ব্রহ্মন্! মে ভবতা গৃহাৎ।
অণ্বপ্যুপহৃতং ভক্তৈঃ প্রেম্ণা ভূর্য্যেব মে ভবেৎ॥
ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে॥ ৩॥

[এই অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক আনীত চিপিটক ভক্ষণ ও ব্রাহ্মণের ঐশ্বর্য্যলাভ বর্ণনা করা হইতেছে।]

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন)—[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] ব্রহ্মণ্যঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের হিতকারী), সতাং গতিঃ (সজ্জনগণের পরমাশ্রয়) সর্ব্বভূতমনোঽভিজ্ঞঃ (ও সর্ব্বপ্রাণীর মন অবগত আছেন, ব্রাহ্মণ চিপিটক উপহার আনিয়া যে লজ্জায় দিতেছেন না, তাহা তিনি জানেন, সুতরাং) সঃ ভগবান্ হরিঃ কৃষ্ণঃ (সেই ভগবান্ ভক্তক্লেশহারী শ্রীকৃষ্ণ) দ্বিজমুখ্যেন সহ (দ্বিজবরের সহিত) ইত্থং সংকথয়ন্ (পূর্ব্বোক্তরূপ কথোপকথন করিতে করিতে) প্রিয়ং ব্রাহ্মণং (প্রিয় ব্রাহ্মণকে) প্রেম্ণা নিরীক্ষণেন এব প্রেক্ষন্ (প্রেমনিরীক্ষণের দ্বারা দর্শন করিয়া) প্রহসন্ (পরিহাস করিতে করিতে) স্ময়মানঃ [সন্] (হাস্য করতঃ) তম্ উবাচ খলু (তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন॥ ১-২॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন)—ব্রহ্মন্! (হে ব্রহ্মন্!) ভবতা (তুমি) গৃহাৎ (গৃহ হইতে) মে (আমার জন্য) কিম্ উপায়নম্ আনীতম্? (কি উপহার আনিয়াছ?) ভক্তৈঃ (ভক্তগণকর্ত্তৃক) প্রেম্ণা উপহৃতঃ (প্রেমের সহিত আনীত) অণু অপি (অল্পমাত্র উপহার দ্রব্যও) মে (আমার নিকটে) ভূরি এব ভবেৎ (অধিক বলিয়াই বিবেচিত হয়); অভক্তোপহৃতং (আর অভক্তগণ কর্ত্তৃক আনীত) ভূরি অপি [বস্তু] (প্রচুর উপহার দ্রব্যও) মে তোষায় ন কল্পতে (আমার সন্তোষ সম্পাদন করিতে পারে না)॥ ৩॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের হিতকারী, সজ্জনগণের পরমাশ্রয় ও সর্ব্বপ্রাণীর মন অবগত আছেন। ব্রাহ্মণ চিপিটক উপহার আনিয়া যে লজ্জায় দিতেছেন না, তাহা তিনি জানেন, সুতরাং সেই ভক্তক্লেশহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বিজবরের সহিত পূর্ব্বোক্তরূপ কথোপকথন করিতে করিতে এবং প্রিয় ব্রাহ্মণকে প্রেমনিরীক্ষণের দ্বারা দর্শন ও পরিহাস করিতে করিতে হাস্য করতঃ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন॥ ১-২॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! তুমি তোমার গৃহ হইতে আমার জন্য কি উপহার আনয়ন করিয়াছ? ভক্তগণকর্ত্তৃক প্রেমের সহিত আনীত অল্পমাত্র

শ্রীধর—একাশীতিতমে সখ্যুর্জগ্ধা পৃথুকতণ্ডুলান্। শ্রিয়ং নির্ম্মিতবানিন্দ্রদুর্লভাং তু তদাশ্রমে॥ সংকথয়ন্ সুখগোষ্ঠীঃ কুর্ব্বন্, সর্ব্বভূতানাং মনসোঽভিজ্ঞঃ মদর্থং পৃথুকানামীয় দাতুং লজ্জিত ইতি জানন্নিত্যর্থঃ॥ ১॥ প্রহসন্ কেলীং কুর্ব্বন্॥ ২॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ৪॥

ইত্যুক্তোঽপি দ্বিজস্তস্মৈ ব্রীড়িতঃ পতয়ে শ্রিয়ঃ।
পৃথুকপ্রসৃতিং রাজন্! ন প্রাযচ্ছদবাঙ্মুখঃ॥ ৫॥

সর্ব্বভূতাত্মদৃক্ সাক্ষাৎ তস্যাগমনকারণম্।
বিজ্ঞায়াচিন্তয়ন্নায়ং শ্রীকামো মাভজৎ পুরা॥ ৬॥

পত্ন্যাঃ পতিব্রতায়াস্তু সখা প্রিয়চিকীর্ষয়া।
প্রাপ্তো মামস্য দাস্যামি সম্পদোঽমর্ত্ত্যদুর্ল্লভাঃ॥ ৭॥

অন্বয়—[হে সখে!] যঃ (যে ভক্ত) ভক্ত্যা (ভক্তিসহকারে) মে (আমাকে) পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং [যৎ কিঞ্চিৎ] (পত্র পুষ্প ফল জল যাহা কিছু) প্রযচ্ছতি (প্রদান করে), অহং (আমি) প্রযতাত্মনঃ [তস্য] (বিশুদ্ধচিত্ত সেই ভক্তের) ভক্ত্যুপহৃতং তৎ (ভক্তিপূর্ব্বক সমর্পিত সেই বস্তু) অশ্নামি) গ্রহণ করিয়া থাকি)॥ ৪॥

রাজন্! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) দ্বিজঃ (ব্রাহ্মণ) [ভগবতা] ইতি উক্তঃ অপি (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়াও) তস্মৈ শ্রিয়ঃ পতয়ে (সেই শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণকে) পৃথুকপ্রসৃতিং (চারি মুষ্টি চিপিটক) ন প্রাযচ্ছৎ (দিতে পারিলেন না), [সঃ] (তিনি) ব্রীড়িতঃ অবাঙ্মুখঃ [চ সন্ তস্থৌ] (লজ্জিত ও অধোমুখ হইয়া রহিলেন।)॥ ৫॥

[তদা] (তখন) সাক্ষাৎ সর্ব্বভূতাত্মদৃক্ [কৃষ্ণঃ] (সাক্ষাৎ সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণ-সাক্ষী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তস্য (সেই ব্রাহ্মণের) আগমনকারণং বিজ্ঞায় (আগমনের কারণ বুঝিতে পারিয়া) অচিন্তয়ৎ (চিন্তা করিতে লাগিলেন)—অয়ং (এই ব্রাহ্মণ) পুরা (পূর্ব্বে) শ্রীকামঃ [সন্] ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়া) মা ন অভজৎ (আমার ভজনা করে নাই), সখা তু (কিন্তু আমার এই সখা) পতিব্রতায়াঃ পত্ন্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া (পতিব্রতা পত্নীর প্রিয়সাধন করিবার ইচ্ছায়) মাং প্রাপ্তঃ (আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে), [আর সখার পত্নীও পতিসেবার নিমিত্তই ধন কামনা করিতেছেন; অতএব] অস্য (ইহাকে) অমর্ত্ত্যদুর্ল্লভাঃ সম্পদঃ দাস্যামি (দেবদুর্ল্লভ ঐশ্বর্য্য আমি প্রদান করিব)॥ ৬-৭॥

উপহার দ্রব্যও আমার নিকটে অধিক বলিয়াই বিবেচিত হয়; আর অভক্তগণকর্ত্তৃক আনীত প্রচুর উপহার-দ্রব্যও আমার সন্তোষ সম্পাদন করিতে পারে না॥ ৩॥

অনুবাদ—হে সখে! ভক্ত ভক্তিসহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল যাহা কিছু প্রদান করে, বিশুদ্ধচিত্ত ভক্তের ভক্তিপূর্ব্বক সমর্পিত সেই বস্তু আমি সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি॥ ৪॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়াও ব্রাহ্মণ সেই শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণকে চারি মুষ্টি চিপিটক দিতে পারিলেন না। তিনি লজ্জিত ও অধোমুখ হইয়া রহিলেন॥ ৫॥ তখন সাক্ষাৎ সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণ-সাক্ষী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের আগমনের কারণ বুঝিতে পারিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়া আমার ভজনা করে নাই; নিষ্কামভাবেই ভজনা করিয়াছে; কিন্তু আমার এই সখা পতিব্রতা পত্নীর প্রিয়সাধন করিবার ইচ্ছায় আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, আর সখার পত্নীও পতিসেবার নিমিত্তই ধন কামনা করিতেছে; অতএব যাহা দেবগণেরও দুর্ল্লভ তাদৃশ ঐশ্বর্য্য আমি ইহাকে প্রদান করিব॥ ৬-৭॥

শ্রীধর—লজ্জয়া অকথয়ন্তম্ তমুপলক্ষ্যাহ—অণ্বপীতি দ্বাভ্যাম্॥ ৩—৫॥ সর্ব্বভূতানামাত্মদৃক্ অন্তঃকরণসাক্ষী॥ ৬॥

ইত্থং বিচিন্ত্য বসনাচ্চীরবদ্ধান্ দ্বিজন্মনঃ।
স্বয়ং জহার কিমিদমিতি পৃথুকতণ্ডুলান্ ॥ ৮ ॥
নন্বেতদুপনীতং মে পরমপ্রীণনং সখে!।
তর্পয়ন্ত্যঙ্গ! মাং বিশ্বমেতে পৃথুকতণ্ডুলাঃ ॥ ৯ ॥
ইতি মুষ্টিং সকৃজ্জগ্ধ্বা দ্বিতীয়াং জগ্ধুমাদদে।
তাবচ্ছ্রীর্জগৃহে হস্তং তৎপরা পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১০ ॥
এতাবতালং বিশ্বাত্মন্! সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধয়ে।
অস্মিন্ লোকেঽথবামুষ্মিন্ পুংসস্ত্বত্তোষকারণম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] ইত্থং বিচিন্ত্য (এই প্রকার চিন্তা করিয়া) [ভগবান্] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) ইদং কিম্ ইতি [বদন] ("ইহা কি?" এইরূপ বলিতে বলিতে) স্বয়ং দ্বিজন্মনঃ বসনাৎ (স্বয়ং ব্রাহ্মণের বস্ত্রমধ্য হইতে) চীরবদ্ধান্ পৃথুকতণ্ডুলান্ (বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ চিপিটকগুলি) জহার (কাড়িয়া লইলেন) ॥ ৮ ॥

[ততঃ সঃ আহ] (তৎপরে তিনি বলিলেন) সখে! (হে সখে!) নন্ু [ত্বয়া] (তুমি ত) মে পরমপ্রীণনম্ (আমার পরম প্রীতিকর) এতৎ উপনীতম্ (এই উপহার দ্রব্য আনিয়াছ), অঙ্গ! (হে সখে!) এতে পৃথুকতণ্ডুলাঃ (এই সকল চিপিটক) বিশ্বং মাং তর্পয়ন্তি (সর্ব্বাত্মা আমাকে পরিতৃপ্ত করিবে) ॥ ৯ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] ইতি [উক্ত্বা ভগবান্] (এইরূপ বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) সকৃৎ মুষ্টিং জগ্ধ্বা (একবার এক মুষ্টি চিপিটক ভক্ষণ করতঃ) [যাবৎ] দ্বিতীয়াং [মুষ্টিং] জগ্ধুম্ আদদে (যখন দ্বিতীয় মুষ্টি ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত গ্রহণ করিলেন), তাবৎ (তখন) তৎপরা শ্রীঃ (শ্রীকৃষ্ণৈকপরায়ণা লক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিণীদেবী) পরমেষ্ঠিনঃ হস্তং জগৃহে (পরম-লোকবাসী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ করিলেন) [উবাচ চ] (এবং বলিলেন)—বিশ্বাত্মন্! (হে সর্ব্বাত্মন্!) পুংসঃ (পুরুষের) অস্মিন্ লোকে অথবা অমুষ্মিন্ [লোকে] (ইহলোকে কিংবা পরলোকে) সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধয়ে (সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যের সমৃদ্ধির জন্য) এতাবতা [এব] অলম্ (এই আপনার এক মুষ্টি চিপিটক ভক্ষণই যথেষ্ট); ত্বত্তোষকারণং [চ এতাবতা এব ভবিষ্যতি] (আর আপনার পরিতোষের যাহা কারণ, ভক্তের ভগবদ্ভাবপ্রাপ্তিরূপ সেই পরম সুখও ইহার দ্বারাই সিদ্ধ হইবে); [অতএব অবশিষ্ট চিপিটকগুলি আমাকে প্রদান করুন] ॥ ১০-১১ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার চিন্তা করিয়া "ইহা কি?" এইরূপ বলিতে বলিতে স্বয়ং ব্রাহ্মণের বস্ত্র মধ্য হইতে বস্ত্রখণ্ডবদ্ধ চিপিটকগুলি কাড়িয়া লইলেন ॥ ৮ ॥ তৎপরে তিনি বলিলেন - হে সখে! তুমি এই ত আমার পরম প্রীতিকর উপহার-দ্রব্য আনিয়াছ; (এতক্ষণ কেন বল নাই?) হে সখে! এই সকল চিপিটকই সর্ব্বাত্মা আমাকে পরিতৃপ্ত করিবে ॥ ৯ ॥ মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া তাহা হইতে একবার এক মুষ্টি চিপিটক ভক্ষণ করতঃ যখন

শ্রীধর—অমর্ত্ত্যানাং দেবানামপি দুর্লভাঃ ॥ ৭ ॥ অতিজীর্ণত্বাদ্বসনস্য পুনস্তন্মধ্যে চীরেণ বদ্ধান্ ॥ ৮ ॥ অঙ্গ! হে সখে! মাং বিশ্বং বিশ্বাত্মানং মাম্ ॥ ৯ ॥ ইতি বদন্নেকাং মুষ্টিং জগ্ধ্বা তৎপরেতি। অয়ং ভাবঃ—এতাবতা পুংসঃ ইহামুত্র চ মৎকটাক্ষবিলাসভূতানাং সর্ব্বসম্পদাং সমৃদ্ধয়েঽলম্। অতঃপরং দ্বিতীয়মুষ্ট্যদনেন মা মামেতদধীনাং কুর্ব্বিতি ॥ ১০ ॥ ত্বত্তোষকারণং ত্বং তোষস্য কারণং যথা ভবেৎ তথা সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধয়ে। যাং ভক্তস্য সমৃদ্ধিং দৃষ্ট্বা ত্বং তুষ্যেরিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ব্রাহ্মণস্তাং তু রজনীমুষিত্বাচ্যুতমন্দিরে।
ভুক্ত্বা পীত্বা সুখং মেনে আত্মানং স্বর্গতং যথা ॥ ১২ ॥
শ্বোভূতে বিশ্বভাবেন স্বসুখেনাভিবন্দিতঃ।
জগাম স্বালয়ং তাত! পথ্যনুব্রজ্য নন্দিতঃ ॥ ১৩ ॥
স চালব্ধা ধনং কৃষ্ণাৎ তু যাচিতবান্ স্বয়ম্।
স্বগৃহান্ ব্রীড়িতোঽগচ্ছন্মহদ্দর্শননির্বৃতঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়—[হে রাজন্!] ব্রাহ্মণঃ তু (ইহার পরে সেই ব্রাহ্মণ) অচ্যুতমন্দিরে (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভবনে) ভুক্ত্বা পীত্বা (ভোজন ও পান করতঃ) তাং রজনীং সুখম্ উষিত্বা [চ] (সেই রাত্রি সুখে বাস করিয়া) আত্মানং স্বর্গতং যথা মেনে (নিজেকে স্বর্গবাসীর ন্যায় মনে করিলেন) ॥ ১২]

তাত! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) শ্বোভূতে (পরদিবস সূর্য্যোদয় হইলে) [সঃ দ্বিজঃ] [ঐ ব্রাহ্মণ] বিশ্বভাবেন স্বসুখেন [কৃষ্ণেন] (বিশ্বোৎপাদক মোক্ষপ্রদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক) পথি অনুব্রজ্য (পথে অনুগমনপূর্ব্বক) অভিবন্দিতঃ নন্দিতঃ [চ সন্] (অভিবন্দিত ও বিনয় বচনের দ্বারা আনন্দিত হইয়া) স্বালয়ং জগাম (নিজালয়ে গমন করিতে লাগিলেন) ॥ ১৩ ॥

সঃ চ (সেই দ্বিজবর) কৃষ্ণাৎ ধনম্ অলব্ধা [অপি] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে ধন না পাইয়াও) স্বয়ং ন তু যাচিতবান্ (নিজে ধন যাচ্ঞা করিলেন না), [সঃ] (তিনি) মহদ্দর্শননির্বৃতঃ (নিজের অভিলষিত ভগবদ্দর্শনে সুখী হইয়া) ব্রীড়িতঃ [চ সন] (এবং "পত্নী কি বলিবেন" ভাবিয়া লজ্জিত হইয়া) স্বগৃহান্ অগচ্ছন্ (নিজ গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিলেন) ॥ ১৪ ॥

দ্বিতীয় মুষ্টি ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত গ্রহণ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণৈকপরায়ণা লক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিণীদেবী পরমলোকবাসী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ করিলেন এবং বলিলেন—হে সর্ব্বাত্মন্! পুরুষের ইহলোকে কিংবা পরলোকে সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য-সমৃদ্ধির জন্য এই আপনার এক মুষ্টি চিপিটক ভক্ষণই পর্য্যাপ্ত; আর আপনার পরিতোষের যাহা কারণ, ভক্তের ভগবদ্ভাবপ্রাপ্তিরূপ সেই পরম সুখও ইহার দ্বারাই সিদ্ধ হইবে, আর ভক্ষণে প্রয়োজন নাই। অতএব অবশিষ্ট চিপিটকগুলি আমাকে প্রদান করুন ॥ ১০-১১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! ইহার পরে সেই ব্রাহ্মণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভবনে ভোজন ও পান করতঃ সেই রাত্রি সুখে বাস করিয়া নিজেকে স্বর্গবাসীর ন্যায় মনে করিলেন ॥ ১২ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! পরদিবস সূর্য্য উদিত হইলে সেই ব্রাহ্মণ নিজ গৃহে গমন করিলেন। বিশ্বোৎপাদক মোক্ষপ্রদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে কতক পথ আগমন করিয়া তাঁহাকে বন্দনা ও বিনয়বচনের দ্বারা অভিনন্দন করিলেন ॥ ১৩ ॥ দ্বিজবর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে ধন না পাইয়াও স্বয়ং ধন যাচ্ঞা করিলেন না; তিনি নিজের অভিলষিত ভগবদ্দর্শনে সুখী হইয়া এবং "পত্নী কি বলিবেন" ইহা ভাবিয়া লজ্জিত হইয়া নিজের গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীধর—স্বর্গতং স্বর্গবাসিনম্ ॥ ১২ ॥ শ্বোভূতে উদিতে রবৌ। বিশ্বং ভাবয়তীতি বিশ্বভাবস্তেনেতি প্রসতো। ভাবিনমিন্দ্রতুল্যং বিভবং সূচয়তি। স্বসুখেন স্বানন্দপূর্ণেনেতি দানে অদীনতাং দর্শয়তি। নন্দিতো, বিনয়োক্তিভিঃ ॥ ১৩ ॥

অহো ব্রহ্মণ্যদেবস্য দৃষ্টা ব্রহ্মণ্যতা ময়া।
যদ্দরিদ্রতমো লক্ষ্মীমাশ্লিষ্টো বিভ্রতোরসি ॥ ১৫ ॥
কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ ১৬ ॥
নিবাসিতঃ প্রিয়াজুষ্টে পর্য্যঙ্কে ভ্রাতরো যথা।
মহিষ্যা বীজিতঃ শ্রান্তো বালব্যজনহস্তয়া ॥ ১৭ ॥
শুশ্রূষয়া পরময়া পাদসম্বাহনাদিভিঃ।
পূজিতো দেবদেবেন বিপ্রদেবেন দেববৎ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—[তিনি ভাবিতে লাগিলেন]—অহো! ময়া (অহো! আমি) ব্রহ্মণ্যদেবস্য (ব্রহ্মণ্যদেবের) ব্রহ্মণ্যতা দৃষ্টা (ব্রাহ্মণহিতকারিতা দর্শন করিলাম); যৎ (যেহেতু) লক্ষ্মীম্ উরসি বিভ্রতা [ব্রহ্মণ্যদেবেন] (যিনি লক্ষ্মীদেবীকে বক্ষে ধারণ করিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ) দরিদ্রতমঃ [অহম্] আশ্লিষ্টঃ (নিতান্ত দরিদ্র আমাকেও আলিঙ্গন করিলেন) ॥ ১৫ ॥

দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ অহং ক্ব? (অতি দরিদ্র ও মহাপাপী আমিই বা কোথায়?) শ্রীনিকেতনঃ কৃষ্ণঃ ক্ব? (আর লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়?) অহং ব্রহ্মবন্ধুঃ ইতি (আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছি, এই জন্যই) [তেন অহং] (তিনি আমাকে) বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ (বাহুযুগলের দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন)। ॥ ১৬ ॥

[তেন] শ্রান্তঃ [অহং] (তিনি ক্লান্ত আমাকে) ভ্রাতরঃ যথা (কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায়) প্রিয়াজুষ্টে পর্য্যঙ্কে (প্রিয়তমা রুক্মিণীদেবীর অধিষ্ঠিত পর্য্যঙ্কে) নিবাসিতঃ (বসাইলেন), বালব্যজনহস্তয়া মহিষ্যা [চ অহং] বীজিতঃ (আর চামর-ব্যজন হস্তে লইয়া তাঁহার মহিষী রুক্মিণীদেবী আমাকে বীজন করিলেন) ॥ ১৭ ॥

[অহো! অহং] (অহো! আমি) দেববৎ (ইষ্টদেবের ন্যায়) দেবদেবেন বিপ্রদেবেন [কৃষ্ণেন] (দেবদেব ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক) পাদসম্বাহনাদিভিঃ পরময়া শুশ্রূষয়া (পাদমর্দ্দন প্রভৃতি পরম সেবার দ্বারা) পূজিতঃ (পূজিত হইলাম) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তিনি ভাবিতে লাগিলেন—অহো! আমি আজ ব্রহ্মণ্যদেবের ব্রহ্মণ্যতা দর্শন করিলাম, যিনি লক্ষ্মীদেবীকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ নিতান্ত দরিদ্র আমাকেও আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১৫ ॥ কী আশ্চর্য! অতি দরিদ্র ও পাপিষ্ঠ আমিই বা কোথায়? আর লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়? তথাপি আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছি বলিয়াই তিনি আমাকে বাহুযুগলের দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন ॥ ১৬ ॥ তিনি পথশ্রমে ক্লান্ত আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় রুক্মিণীদেবীর অধিষ্ঠিত পর্যঙ্কে নিয়া বসাইলেন। আর চামরব্যজন হস্তে লইযা তাঁহার মহিষী রুক্মিণীদেবী আমাকে বীজন করিলেন ॥ ১৭ ॥ দেবদেব ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইষ্টদেবের ন্যায় আমাকে পাদমর্দ্দন প্রভৃতি পরম সেবার দ্বারা পূজা করিলেন ॥ ১৮ ॥

শ্রীধর—ব্রীড়িতঃ স্বচিত্তকার্পণ্যেন লজ্জিতঃ মহতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনেন নির্বৃতঃ সুখং প্রাপ্তঃ ॥ ১৪ ॥ নির্বৃতিমেবাহ। অহো ইতি চতুর্ভিঃ। যদ্‌যতঃ। লক্ষ্মীমুরসি বিভ্রতা আশ্লিষ্টোঽহম্ ॥ ১৫ ॥ পাপীয়ান নীচঃ ॥ ১৬-১৭ ॥

স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্।
সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্ ॥ ১৯ ॥
অধনোঽয়ং ধনং প্রাপ্য মাদ্যন্নুচ্চৈর্ন মাং স্মরেৎ।
ইতি কারুণিকো নূনং ধনং মেঽভূরি নাদদাৎ ॥ ২০ ॥
ইতি তচ্চিন্তয়ন্নন্তঃ প্রাপ্তো নিজগৃহান্তিকম্।
সূর্য্যানলেন্দুসঙ্কাশৈর্বিমানৈঃ সর্ব্বতো বৃতম ॥ ২১ ॥
বিচিত্রোপবনোদ্যানৈঃ কূজদ্দ্বিজকুলাকুলৈঃ।
প্রোৎফুল্লকুমুদাম্ভোজ কহ্লারোৎপলবারিভিঃ ॥ ২২ ॥
জুষ্টং স্বলংকৃতৈঃ পুম্ভিঃ স্ত্রীভিশ্চ হরিণাক্ষিভিঃ।
কিমিদং কস্য বা স্থানং কথং তদিদমিত্যভূৎ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—[যদ্যপি] (যদিও) তচ্চরণার্চ্চনং (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণার্চ্চন) পুংসাং (জীবগণের) স্বর্গাপবর্গয়োঃ (স্বর্গ ও মুক্তির) ভুবি রসায়াং [চ] (এবং ভূতলে ও রসাতলে) সম্পদাং সিদ্ধীনাম্ অপি [চ] মূলম্ (সমস্ত সম্পদ ও সমস্ত সিদ্ধির মূল, [তথাপি] (তাহা হইলেও) 'অয়ম্ অধনঃ [বিপ্রঃ] (এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ) ধনং প্রাপ্য (ধন পাইয়া) উচ্চৈঃ মাদ্যন্ (অতিশয় মত্ত হইয়া) মাং নঃ স্মরেৎ (আমাকে আর স্মরণ করিবে না।)" ইতি [বিচার্য্য] নূনং (ইহা বিবেচনা করিয়াই নিশ্চয়) কারুণিকঃ [ভগবান] (পরমদয়ালু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) মে (আমাকে) অভূরি [অপি] ধনং (অল্প ধনও) ন অদদাৎ (দিলেন না) ॥ ১৯-২০ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ব্রাহ্মণ] ইতি (এইরূপে [illegible]) (শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য ও ধন না পাওয়ার কারণ) অন্তঃ চিন্তয়ন্ (নিগূঢ়ভাবে চিন্তা করিতে করিতে) নিজগৃহান্তিকং প্রাপ্তঃ (নিজ গৃহের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন)। [নিজ গৃহের নিকটে চতুর্দ্দিক্ কিরূপ তাহাই কয়েকটী বিশেষণের দ্বারা বর্ণনা করিতেছেন]—সূর্য্যানলেন্দু-সঙ্কাশৈঃ বিমানৈঃ (সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিশালী অট্টালিকা দ্বারা), বিচিত্রোপবনোদ্যানৈঃ (বিচিত্র উপবন ও উদ্যান দ্বারা) কূজদ্দ্বিজকুলাকুলৈঃ প্রোৎফুল্লকুমুদাম্ভোজকহ্লারোৎপলবারিভিঃ [জলাশয়ৈঃ চ] (এবং যে সকল সরোবর কূজনকারী পক্ষিসমূহে পরিব্যাপ্ত ছিল ও যে সকল সরোবরের জলে কুমুদ, পদ্ম, কহ্লার ও উৎপল প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা পাইতেছিল, সেই সরোবরসমূহের দ্বারা) সর্ব্বতঃ বৃতম (গৃহের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টিত ছিল), [কিঞ্চ] (আর) স্বলঙ্কৃতৈঃ পুংভিঃ (সুন্দররূপে অলঙ্কৃত পুরুষগণ) হরিণাক্ষিভিঃ স্ত্রীভিঃ চ (ও হরিণনয়না রমণীগণে) জুষ্টম্ (গৃহ শোভিত ছিল)। [সঃ দূরতঃ তেজঃপুঞ্জং দৃষ্ট্বা] (তিনি দূর হইতে এই তেজোরাশি দেখিয়া) ইদং কিম্ [ইতি] ("ইহা কি?") [তদনন্তরং স্থানং দৃষ্ট্বা] (তৎপরে স্থান দেখিয়া) কস্য বা স্থানম্? [ইতি] ("কাহারই বা এই স্থান?") [তদনন্তরং স্বীয়ং নিশ্চিত্য] (তৎপরে নিজের স্থান নিশ্চয় করিয়া) তৎ ইদং কথং অভূৎ ("আমার সেই গৃহ এইরূপ কি প্রকারে হইল?") ইতি [তর্কিতবান] (মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন) ॥ ২১—২৩ ॥

অনুবাদ—যদিও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণার্চ্চনা জীবগণের স্বর্গ ও মুক্তির এবং ভূতলে ও রসাতলে সমস্ত সম্পদ্ ও সমস্ত সিদ্ধির মূল, তাহা হইলেও "এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ ধন পাইয়া অতিশয় মত্ত হইয়া

শ্রীধর—পূজিতঃ চন্দনলেপনাদিভিঃ ॥ ১৮ ॥ এবং সম্পূজ্যাপি ধনস্যাদানে কারণং কল্পয়তি, স্বর্গাপবর্গয়োরিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ১৯ ॥ স্বর্গাদীনাং যদ্যপি তস্য চরণার্চ্চনমেব কারণং তথাপি কারুণিকত্বাদভূর্য্যপি স্বল্পমপি ধনং মহ্যং নাদদাৎ ॥ ২০ ॥

এবং মীমাংসমানং তং নরা নার্য্যোঽমরপ্রভাঃ।
প্রত্যগৃহ্ণন্ মহাভাগং গীতবাদ্যেন ভূয়সা ॥ ২৪ ॥
পতিমাগতমাকর্ণ্য পত্ন্যুদ্ধর্ষাতিসম্ভ্রমা।
নিশ্চক্রাম গৃহাৎ তূর্ণং রূপিণী শ্রীরিবালয়াৎ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—এবং মীমাংসমানং তং মহাভাগং (মনে মনে এইরূপ মীমাংসা করিতে থাকিলে সেই মহাসৌভাগ্যশালী ব্রাহ্মণকে) অমরপ্রভাঃ নরাঃ নার্য্যঃ [চ] (দেবতুল্য নর-নারীগণ) ভূয়সা গীতবাদ্যেন [আগত্য] (প্রভূত গীত-বাদ্য সহকারে আগমন করিয়া) প্রত্যগৃহ্ণন্ (প্রভু বলিয়া সমাদরে গ্রহণ করিল) ॥ ২৪ ॥

[তদা তস্য] পত্নী (তখন ব্রাহ্মণপত্নী) পতিম্ আগতম আকর্ণ্য (পতি আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া) উদ্ধর্ষাতিসম্ভ্রমা [সতী] (অতিহর্ষে বিহ্বলা হইয়া) আলয়াৎ রূপিণী শ্রীঃ ইব (মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদেবী যেমন কমলবন হইতে বহির্গতা হন, সেইরূপ) গৃহাৎ তূর্ণং নিশ্চক্রাম (গৃহ হইতে শীঘ্র বহির্গতা হইলেন) ॥ ২৫ ॥

আমাকে আর স্মরণ করিবে না।" ইহা বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় পরমদয়ালু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে অল্পমাত্র ধনও দিলেন না ॥ ১৯-২০ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ব্রাহ্মণ এইরূপে সেই শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য ও ধন না পাওয়ার কারণ নিগূঢ়ভাবে চিন্তা করিতে করিতে নিজ গৃহের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার গৃহের নিকটবর্ত্তী চতুর্দ্দিক্ সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিশালী অট্টালিকা দ্বারা, বিচিত্র উপবন ও উদ্যান সমূহের দ্বারা এবং সরোবরসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। ঐ সকল সরোবর কূজনকারী পক্ষিসমূহে পরিব্যাপ্ত ছিল এবং ঐ সকল সরোবরের জলে কুমুদ, পদ্ম, কহ্লার ও উৎপল প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা পাইতেছিল। আর তাঁহার গৃহের চতুর্দ্দিক্ সুন্দররূপে অলঙ্কৃত পুরুষগণ ও হরিণনয়না রমণীগণে পরিশোভিত ছিল। ব্রাহ্মণ দূর হইতে এক তেজোরাশি দেখিয়া "ইহা কি"? তৎপরে স্থান দেখিয়া "কাহারই বা এই স্থান?" অনন্তর নিজের স্থান নিশ্চয় করিয়া "আমার সেই স্থান এইরূপ কি প্রকারে হইল?" মনে মনে এইরূপ জল্পনা করিতে লাগিলেন ॥ ২১—২৩ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতেছেন এমন সময়ে দেবতুল্য নরনারীগণ প্রভূত গীতবাদ্য সহকারে আগমন করিয়া সেই মহাসৌভাগ্যশালী ব্রাহ্মণকে সমাদরে গ্রহণ করিল ॥ ২৪ ॥ তখন ব্রাহ্মণপত্নী পতি আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, পরম আনন্দে বিহ্বলা হইয়া মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদেবী যেমন কমল বন হইতে বহির্গতা হন, সেইরূপ গৃহ হইতে শীঘ্র বহির্গতা হইলেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীধর—ইত্যেবং চিন্তয়ন্ নিজগৃহস্যান্তিকং তৎপ্রাপ্তম্। তস্য বিশেষণম্—সূর্য্যেতি ॥ ২১ ॥ বিচিত্রোপবনাদিভির্বৃতম্। কথম্ভূতৈঃ? কূজদ্ভির্দ্বিজকুলৈঃ পক্ষিসমূহৈরাকুলৈর্ব্যাপ্তৈঃ, তথা প্রোৎফুল্লানি কুমুদাদীনি যেষু তানি বারীণি যেষু তানি তথা তৈঃ ॥ ২২ ॥

পতিব্রতা পতিং দৃষ্ট্বা প্রেমোৎকণ্ঠাশ্রুলোচনা।
মীলিতাক্ষ্যনমদ্ বুদ্ধ্যা মনসা পরিষস্বজে ॥ ২৬ ॥
পত্নীং বীক্ষ্য প্রস্ফুরন্তীং দেবীং বৈমানিকীমিব।
দাসীনাং নিষ্ককণ্ঠীনাং মধ্যে ভান্তীং স বিস্মিতঃ ॥ ২৭ ॥
প্রীতঃ স্বয়ং তযা যুক্তঃ প্রবিষ্টো নিজমন্দিরম্।
মণিস্তম্ভশতোপেতং মহেন্দ্রভবনং যথা ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—পতিব্রতা [সা] (পতিব্রতা ব্রাহ্মণপত্নী) পতিং দৃষ্ট্বা (পতিকে দর্শন করিয়া) প্রেমোৎকণ্ঠাশ্রুলোচনা মীলিতাক্ষী [চ সতী] (প্রেমজনিত উৎকণ্ঠাবশে অশ্রুপূর্ণলোচনা ও নিমীলিতনয়না হইয়া) বুদ্ধ্যা [তম্] অনমৎ (বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন) মনসা [চ তং] পরিষস্বজে (এবং মনে মনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন) ॥ ২৬ ॥

সঃ (ব্রাহ্মণ) নিষ্ককণ্ঠীনাং দাসীনাং মধ্যে ভান্তীং (পদকালঙ্কারধারিণী দাসীগণের মধ্যে বিরাজমানা) বৈমানিকীং দেবীম্ ইব প্রস্ফুরন্তীং (ও বিমানারূঢ়া দেবীর ন্যায় দীপ্তিশালিনী) পত্নীং বীক্ষ্য (পত্নীকে দর্শন করিয়া) বিস্মিতঃ [অভূৎ] (আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন) ॥ ২৭ ॥

[ততঃ] স্বয়ং (তারপরে তিনি) প্রীতঃ তয়া যুক্তঃ [চ সন্] (আনন্দিত ও পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া) মহেন্দ্রভবনং যথা (দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনের ন্যায়) মণিস্তম্ভশতোপেতং (শত শত মণিময় স্তম্ভে পরিশোভিত) নিজমন্দিরং প্রবিষ্টঃ (নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—পতিব্রতা ব্রাহ্মণী পতিকে দর্শন করিয়া প্রেমজনিত উৎকণ্ঠাবশে অশ্রুপূর্ণলোচনা ও নিমীলিতনয়না হইয়া বুদ্ধির দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং মনে মনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ॥ ২৬ ॥ ব্রাহ্মণ তখন পদকালঙ্কারধারিণী দাসীগণের মধ্যে বিরাজমানা ও বিমানারূঢ়া দেবীর ন্যায় দীপ্তিশালিনী পত্নীকে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ॥ ২৭ ॥ তৎপরে তিনি আনন্দিত ও পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনের ন্যায় শত শত মণিময় স্তম্ভে পরিশোভিত নিজ ভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৮ ॥

শ্রীধর—কিঞ্চ দৃষ্টমিতি। হরিণীনামিব অক্ষিণী যাসাং তাভিঃ। তদৈশ্বর্যং দৃষ্ট্বা বিতর্কিতবান্তদাহ—কিমিদমিতি। প্রথমং তেজপুঞ্জং দৃষ্ট্বা কিমিদমিতি, পশ্চাদ্বিমানানি দৃষ্ট্বা কস্য চেতি, স্থানং স্বীয়মিতি জ্ঞাত্বা কথং তদিদং স্থানম্ ইতি, এবংরূপমভূদিতি ॥ ২৩ ॥ অমরপ্রভাস্তত্তুল্যকান্তয়ঃ, প্রত্যাগত্য তূর্ণং উপায়নাদিভিরাদৃতবন্তঃ ॥ ২৪ ॥ উদ্ভূতো হর্ষো যস্যাঃ সা, অতিসম্ভ্রমঃ আদরো যস্যাঃ সা, আলয়াৎ কমলবনাৎ রূপধারিণী শ্রীরিব। স্বর্গস্য তত্র ভগবতা আনীতত্বাৎ স্বর্গিণামিব তয়ো রূপঞ্চ বভূবেতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥ বুদ্ধ্যা অয়মেব বন্দ্য ইতি নিশ্চয়েন, মনসা সঙ্কল্পেন ॥ ২৬—২৮ ॥

পয়ঃফেননিভাঃ শয্যা দান্তা রুক্মপরিচ্ছদাঃ।
পর্য্যঙ্কা হেমদণ্ডানি চামরব্যজনানি চ ॥ ২৯ ॥
আসনানি চ হৈমানি মৃদূপস্তরণানি চ।
মুক্তাদামবিলম্বীনি বিতানানি দ্যুমন্তি চ ৩০।
স্বচ্ছস্ফটিককুড্যেষু মহামারকতেষু চ।
রত্নদীপা ভ্রাজমানা ললনা রত্নসংযুতাঃ ॥ ৩১ ॥
বিলোক্য ব্রাহ্মণস্তত্র সমৃদ্ধীঃ সর্ব্বসম্পদাম্।
তর্কয়ামাস নির্ব্ব্যগ্রঃ স্বসমৃদ্ধিমহৈতুকীম্ ॥ ৩২ ॥
নূনং বতৈতন্মম দুর্ভগস্য শশ্বদ্দরিদ্রস্য সমৃদ্ধিহেতুঃ।
মহাবিভূতেরবলোকতোঽন্যো নৈবোপপদ্যেত যদূত্তমস্য ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়—[যত্র) (ঐ ভবনে) পয়ঃফেননিভাঃ শয্যাঃ (দুগ্ধফেননিভ বহু শয্যা,) রুক্মপরিচ্ছদাঃ দান্তাঃ পর্য্যঙ্কাঃ চ (স্বর্ণময় পরিচ্ছদসমন্বিত গজদন্তময় বহু পর্য্যঙ্ক), হেমদণ্ডানি চামরব্যজনানি চ (স্বর্ণদণ্ডবিশিষ্ট বহু চামর ও ব্যজন), মৃদূপস্তরণানি হৈমানি আসনানি চ (কোমল কম্বলাদি আস্তরণে আচ্ছাদিত সুবর্ণময় বহু আসন), মুক্তাদামবিলম্বীনি দ্যুমন্তি বিতানানি চ (মুক্তামালা চতুর্দ্দিকে বিলম্বিত আছে এইরূপ দীপ্তিশালী বহু চন্দ্রাতপ) মহামারকতেষু স্বচ্ছস্ফটিককুড্যেষু (এবং মহামরকতময় ও স্ফটিকময় ভিত্তিসমূহে) ভ্রাজমানাঃ রত্নদীপাঃ রত্নসংযুতাঃ ললনাঃ চ (সমুজ্জ্বল বহু রত্নপ্রদীপ ও রত্নালঙ্কারভূষিতা বহু রমণী) [সন্তি] (বিদ্যমান ছিল)। ব্রাহ্মণঃ তত্র (ব্রাহ্মণ তথায়) সর্ব্বসম্পদাং সমৃদ্ধীঃ বিলোক্য (সর্ব্বসম্পদের সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া) নির্ব্ব্যগ্রঃ [সন] (সুস্থির হইয়া) অহৈতুকীং স্বসমৃদ্ধিং তর্কয়ামাস (নিজের আকস্মিক ঐশ্বর্য্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন) ॥ ২৯—৩২ ॥

বত ! (অহো) শশ্বৎ দরিদ্রস্য দুর্ভগস্য এতন্মম (আমি সর্বদা দরিদ্র ও নিতান্ত ভাগ্যহীন, এতাদৃশ আমার) সমৃদ্ধিহেতুঃ (সমৃদ্ধির কারণ) নূনং (নিশ্চয়ই) মহাবিভূতেঃ (মহাবিভূতিশালী) যদূত্তমস্য [কৃষ্ণস্য] (যদুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) অবলোকতঃ অন্যঃ (দর্শন ব্যতীত অপর কিছুই) ন এব উপপদ্যেত (হইতে পারে না) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—ঐ ভবনে দুগ্ধফেননিভ বহু শয্যা, স্বর্ণময় পরিচ্ছদসমন্বিত গজদন্তময় বহু পর্য্যঙ্ক, স্বর্ণদণ্ডবিশিষ্ট বহু চামর ও ব্যজন, কোমল কম্বলাদি আস্তরণে আচ্ছাদিত বহু সুবর্ণময় আসন এবং মুক্তামালা চতুর্দ্দিকে বিলম্বিত আছে এইরূপ বহু দীপ্তিশালী চন্দ্রাতপ বিদ্যমান ছিল, আর ঐ ভবনের মহামরকতময় ও স্ফটিকময় ভিত্তিসমূহে বহু সমুজ্জ্বল রত্নপ্রদীপ ও বহু রত্নালঙ্কারভূষিতা রমণী বিদ্যমান ছিল। তখন ব্রাহ্মণ তথায় সর্ব্বসম্পদের সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া সুস্থির হইয়া নিজের ঐ আকস্মিক ঐশ্বর্য্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ – ৩২। অহো ! আমি সর্বদা দরিদ্র ও নিতান্ত ভাগ্যহীন, আমার এই সমৃদ্ধির কারণ নিশ্চয়ই মহাবিভূতিশালী যদুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ব্যতীত অপর কিছুই হইতে পারে না ॥ ৩৩।

শ্রীধর—যত্র মন্দিরে পয়ঃফেননিভাঃ শয্যাঃ আস্তরণানীত্যাদিসম্পদঃ, তত্র সর্ব্বসম্পদাং সমৃদ্ধীর্বিলোক্য তর্কয়ামাসেতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। যত্র চ দান্তাঃ গজদন্তময়াঃ পর্য্যঙ্কাঃ ॥ ২৯ ॥

নম্বব্রুবাণো দিশতেঽসমক্ষং যাচিষ্ণবে ভূর্য্যপি ভূরিভোজঃ।
পর্জ্জন্যবৎ তৎ স্বয়মীক্ষমাণো দাশার্হকাণামৃষভঃ সখা মে ॥ ৩৪ ॥

কিঞ্চিৎ করোত্যুর্ব্বপি যৎ স্বদত্তং সুহৃৎকৃতং ফল্গ্বপি ভূরিকারি।
ময়োপনীতং পৃথুকৈকমুষ্টিং প্রত্যগ্রহীৎ প্রীতিযুতো মহাত্মা ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়—নমু (অহো !) পর্জ্জন্যবৎ (পর্জ্জন্যদেব যেমন পারাবারপরিপূরক হইয়াও কর্ষকপ্রদত্ত জলাদি পূজাদ্রব্য দর্শন করিয়া নিজের প্রভূত জলরাশিও প্রতিদানে অপর্য্যাপ্ত মনে করিয়া, কর্ষক নিদ্রিত হইলে লজ্জাপ্রযুক্ত তাহার অগোচরে কিছু না বলিয়া তাহার ক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ) মে সখা (আমার সখা) দাশার্হকাণাম্ ঋষভঃ [কৃষ্ণঃ] (যাদব-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ) ভূরিভোজঃ [অপি] (বহু ঐশ্বর্য্যের উপভোক্তা হইয়াও) তৎ স্বয়ম্ ঈক্ষমাণঃ (ভক্তপ্রদত্ত বস্তু স্বয়ং দর্শন করিয়া) [নিজের প্রভূত ঐশ্বর্য্যও প্রতিদানে অপর্য্যাপ্ত মনে করতঃ] অসমক্ষং যাচিষ্ণবে [অন্তর্দ্ধিধায়] (পরোক্ষভাবে যাচ্ঞাকারী আমার মত ব্যক্তিকে) ভূরি অপি [ঐশ্বর্য্যং] (প্রভূত ঐশ্বর্য্যও) [লজ্জয়া] অব্রুবাণঃ [এব] (লজ্জাপ্রযুক্ত কিছু না বলিয়াই) দিশতে (প্রদান করিয়া থাকেন) ॥ ৩৪ ॥

মহাত্মা [কৃষ্ণঃ] (মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ) স্বদত্তং [বস্তু] (নিজপ্রদত্ত বস্তু) উরু অপি (অধিক হইলেও) যৎ কিঞ্চিৎ করোতি (যৎকিঞ্চিৎ বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ অধিক বলিয়া মনে করেন না,) সুহৃৎকৃতং [বস্তু] (আর ভক্তপ্রদত্ত বস্তু) ফল্গু অপি (অল্প হইলেও) ভূরিকারি (অধিক বলিয়া মনে করেন), [অতঃ] (এই কারণেই) ময়া উপনীতং পৃথুকৈকমুষ্টিং (আমি যে চারি মুষ্টি চিপিটক লইয়া গিয়াছিলাম, তাহার একমুষ্টি) [স্বয়মেব] প্রীতিযুতঃ [সন্] (নিজেই প্রীতিযুক্ত হইয়া) প্রত্যগ্রহীৎ (গ্রহণ করিয়াছেন) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—অহো ! পর্জ্জন্যদেব যেমন সমুদ্রের পরিপূরক হইয়াও কর্ষকপ্রদত্ত জলাদি পূজাদ্রব্য দর্শন করিয়া নিজের প্রভূত জলরাশিও প্রতিদানে অপর্য্যাপ্ত মনে করেন এবং কর্ষক নিদ্রিত হইলে লজ্জাপ্রযুক্ত তাহার অগোচরে কিছু না বলিয়াই তাহার ক্ষেত্রকে জলপ্লাবিত করেন, সেইরূপ আমার সখা যাদবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ বহু ঐশ্বর্য্যের উপভোক্তা হইয়াও ভক্তপ্রদত্ত বস্তু স্বয়ং দর্শন করিয়া নিজের প্রভূত ঐশ্বর্য্যও প্রতিদানে অপর্য্যাপ্ত মনে করিয়া, পরোক্ষভাবে যাচ্ঞাকারী আমার মত ব্যক্তিকে প্রভূত ঐশ্বর্য্যও, লজ্জাবশে কিছু না বলিয়াই প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥ মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নিজপ্রদত্ত বস্তু অধিক হইলেও অধিক বলিয়া মনে করেন না, আর ভক্ত-প্রদত্ত বস্তু অল্প হইলেও অধিক বলিয়া মনে করেন ; এই কারণেই আমি যে, চারি মুষ্টি চিপিটক লইয়া গিয়াছিলাম, আমি অর্পণ না করিলেও তিনি স্বয়ং তাহা লইয়া প্রীতিযুক্ত হইয়া তাহার এক মুষ্টি ভক্ষণ করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধর—যত্রাসনানি চ মৃদূনি উপস্তরণানি তুলাদিময়ানি যেষু তানি, যত্র মুক্তাদামবিলম্ববন্তি দ্যুমন্তি চ বিতানানি ॥ ৩০-৩১ ॥ স ব্রাহ্মণো নির্ব্যগ্রঃ সুস্থিরঃ সন্ অহৈতুকীম্ আকস্মিকীং স্বস্য সমৃদ্ধিং তর্কয়ামাস, কুতঃ এষা সমৃদ্ধিরাগতেতি ॥ ৩২ ॥ নিশ্চিনোতি—নূনমিতি। এতন্মমেতি, এষ চাসাবহঞ্চ তস্যৈতন্মম, মহতী বিভূতির্যস্য তস্যাব-লোকাদন্যঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্যৈব মে সৌহৃদসখ্যমৈত্রী-দাস্যং পুনর্জ্জন্মনি জন্মনি স্যাৎ।
মহানুভাবেন গুণালয়েন বিষজ্জতস্তৎপুরুষপ্রসঙ্গঃ । ৩৬ ॥
ভক্তায় চিত্রা ভগবান্ হি সম্পদো রাজ্যং বিভূতীর্ন সমর্থয়ত্যজঃ
অদীর্ঘবোধায় বিচক্ষণঃ স্বয়ং পশ্যন্ নিপাতং ধনিনাং মদোদ্ভবম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়—পুনঃ জন্মনি জন্মনি (পুনরায় জন্মে জন্মে) মে (আমার) তস্য এব সৌহৃদসখ্যমৈত্রীদাস্যং স্যাৎ (যেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই সৌহার্দ্দ, সখ্য, মিত্রতা ও দাস্য হয়), গুণালয়েন মহানুভাবেন [কৃষ্ণেন এব] (আর গুণাকর মহানুভাব শ্রীকৃষ্ণেরই) বিষজ্জতঃ [মম] (সঙ্গপ্রাপ্তিপূর্ব্বক আমার) তৎপুরুষপ্রসঙ্গঃ [স্যাৎ] (যেন তদীয় ভক্তগণের সহিত প্রকৃষ্ট সঙ্গলাভ হয়) ॥ ৩৬ ।

অজঃ বিচক্ষণঃ ভগবান্ [কৃষ্ণঃ] (জন্মরহিত সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) ধনিনাং মদোদ্ভবম্ নিপাতং (ধনিগণের ঐশ্বর্য্যমত্ততাজনিত অধঃপতন) স্বয়ং পশ্যন্ (স্বয়ং দর্শন করিয়া) অদীর্ঘবোধায় ভক্তায় (অদূরদর্শী ভক্তকে) চিত্রাঃ সম্পদঃ (বিবিধ সম্পদ্), রাজ্যং (রাজ্য অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য) বিভূতীঃ চ (ও পুত্রকলত্রাদি বিভূতি) ন হি সমর্থয়তি (প্রদান করেন না) [অতএব আমার পত্নীর মনোরথ পূরণের নিমিত্ত তিনি আমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া থাকিলেও আমি এই সকল ঐশ্বর্য্যে আসক্ত না হইয়া তৎপদপ্রাপ্তির নিমিত্তই তাঁহার ভজনা করিব] ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—পুনরায় জন্মে জন্মে আমার যেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই সৌহার্দ্দ, সখ্য, মৈত্রী ও দাস্য হয় অর্থাৎ আমি যেন জন্মে জন্মে তাঁহার সুহৃৎ, সখা, মিত্র ও দাস হইতে পারি। আর গুণাকর মহানুভব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গপ্রাপ্তিপূর্ব্বক আমার যেন তদীয় ভক্তগণের সহিত প্রকৃষ্ট মিলন হয় ॥ ৩৬ ॥ জন্মরহিত সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ধনিগণের ঐশ্বর্য্যগর্ব্বজনিত অধঃপতন দর্শন করিয়া অদূরদর্শী ভক্তকে বিবিধ সম্পদ্, রাজ্যাদি ঐশ্বর্য্য ও পুত্রকলত্রাদি বিভূতি প্রদান করেন না। অতএব আমার পত্নীর মনোরথ পূরণের নিমিত্ত তিনি আমাকে প্রচুর ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া থাকিলেও আমি এই সকল ঐশ্বর্য্যে আসক্ত না হইয়া তৎপদপ্রাপ্তির নিমিত্তই তাঁহার ভজনা করিব ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধর—নন্বু স চেদবলোকনমাত্রেণ মহদৈশ্বর্য্যং দত্তবাংস্তর্হীদং তুভ্যং ময়া দত্তমিতি কিং নাবোচৎ ? অত আহ—নন্বিতি। নন্বু মে সখা অসমক্ষমব্রুবাণ এব যাচিষ্ণবে যাচকায় ভূরি বহ্বপি দিশতে দদাতি। অত্র হেতুঃ—ভূরিভোজঃ স্বয়ং তদ্দেয়ং পর্জ্জন্যবদীক্ষমাণ ইতি। অয়মর্থঃ—স্বয়ং তাবদ্ ভূরিভোজো বহুভোজ আপ্তকামত্বাৎ লক্ষ্মীপতিত্বাচ্চ, অতো যথা পারাবারপরিপূরকোঽতিবদান্যঃ পর্জ্জন্যঃ কদাচিদ্বহ্বপি বর্ষমল্পমেব চ মন্যমানো লজ্জয়েব সমক্ষমবর্ষন্ রাত্রৌ শয়ানে কর্ষকে তৎক্ষেত্রমাপ্লাবয়তি, এবং শ্রীকৃষ্ণোঽপি স্বভোগাপেক্ষয়া তদ্দেয়মিন্দ্রাদিপদমপ্যতিতুচ্ছং মন্বানস্তস্য চ ভজনং বহু মন্যমানঃ অসমক্ষমব্রুবাণ এব দদাতীতি ॥ ৩৪ ॥ তদেবাহ—কিঞ্চিদিতি। উরু বহ্বপি স্বদত্তং যৎ কিঞ্চিৎ করোতি অল্পং মন্যতে। সুহৃৎকৃতং ফল্গু অতিতুচ্ছমপি ভূরিকারি বহু মন্যত ইত্যর্থঃ। অত এব ময়োপনীতং সমীপং নীতম্ প্রীতিযুতঃ স্বয়মেব প্রত্যগৃহীতবান্ ॥ ৩৫ ॥ শ্রীকৃষ্ণস্য ভক্তবাৎসল্যং দৃষ্ট্বা তদ্ভক্তিং প্রার্থয়তে—তস্যেতি। সৌহৃদং প্রেম চ সখ্যং হিতাশংসনঞ্চ মৈত্রী উপকারকত্বঞ্চ দাস্যং সেবকত্বঞ্চ তৎ সমাহারৈকবচনম্, তস্য তৎসম্বন্ধিনো মে মম স্যাৎ ন তু বিভূতিঃ। কিঞ্চ মহানুভাবেন তেনৈব বিষজ্জতো বিশেষেণ সঙ্গং প্রাপ্নুবতস্তদ্ভক্তেষু প্রকৃষ্টঃ সঙ্গঃ স্যাদিতি ॥ ৩৬ ॥

ইত্থং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা ভক্তোঽতীব জনার্দ্দনে।
বিষয়ান্ জায়য়া ত্যক্ষ্যন্ বুভুজে নাতিলম্পটঃ ॥ ৩৮ ॥
তস্য বৈ দেবদেবস্য হরের্যজ্ঞপতেঃ প্রভোঃ।
ব্রাহ্মণাঃ প্রভবো দৈবং ন তেভ্যো বিদ্যতে পরম্ ॥ ৩৯ ॥
এবং স বিপ্রো ভগবৎসুহৃৎ তদা দৃষ্ট্বা স্বভৃত্যৈরজিতং পরাজিতম্।
তদ্ধ্যানবেগোদ্‌গ্রথিতাত্মবন্ধন-স্তদ্ধাম লেভেঽচিরতঃ সতাং গতিম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়—[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !] জনার্দনে অতীব ভক্তঃ [সঃ] জনার্দনের প্রতি অতিশয় ভক্তিমান্ সেই ব্রাহ্মণ) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধির দ্বারা) ইত্থং ব্যবসিতঃ (এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া) ন অতিলম্পটঃ [সন্] (বিষয়সমূহে অধিক আসক্ত না হইয়া) ত্যক্ষ্যন্ (ধীরে ধীরে ত্যাগ অভ্যাস করতঃ) জায়য়া [সহ] (পত্নীর সহিত) বিষয়ান্ বুভুজে (বিষয় সকল ভোগ করিতে লাগিলেন) ॥ ৩৮ ॥

[হে রাজন্ ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ব্রাহ্মণভক্তি শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না] ব্রাহ্মণাঃ বৈ (ব্রাহ্মণগণই) তস্য দেবদেবস্য যজ্ঞপতেঃ প্রভোঃ হরেঃ (সেই দেবদেব যজ্ঞপতি প্রভু শ্রীহরির) প্রভবঃ (মাননীয়), তেভ্যঃ পরং দৈবং ন বিদ্যতে (ব্রাহ্মণগণ ভিন্ন অপর কেহ তাঁহার মাননীয় নাই) ॥ ৩৯ ॥

ভগবৎসুহৃৎ সঃ বিপ্রঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সখা সেই ব্রাহ্মণ) তদা এবং (তখন এইরূপে) অজিতং স্বভৃত্যৈঃ পরাজিতং দৃষ্ট্বা (অন্যকর্ত্তৃক পরাজিত শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় ভক্তকর্ত্তৃক পরাজিত অর্থাৎ ভক্তের বশীভূত হইতে দেখিয়া) তদ্ধ্যানবেগোদ্‌গ্রথিতাত্মবন্ধনঃ (তাঁহার ধ্যানবলে নিজের সংসারবন্ধন উন্মোচিত হইলে) অচিরতঃ (অল্পকালের মধ্যেই) সতাং গতিং তদ্ধাম লেভে (ব্রহ্মবিদ্‌গণের পরমাশ্রয় তৎপদ প্রাপ্ত হইলেন) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! জনার্দ্দনের প্রতি অতিশয় ভক্তিমান্ সেই ব্রাহ্মণ বুদ্ধির দ্বারা এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া বিষয়সমূহে অধিক আসক্ত না হইয়া ধীরে ধীরে ত্যাগ অভ্যাস করতঃ পত্নীর সহিত বিষয়সমূহ ভোগ করিতে লাগিলেন। ৩৮ ॥ হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ ব্রাহ্মণভক্তি শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না। ব্রাহ্মণগণই দেবদেব যজ্ঞপতি প্রভু শ্রীহরির মাননীয়। ব্রাহ্মণগণ ভিন্ন অপর কেহ তাঁহার মাননীয় নাই ॥ ৩৯। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সখা সেই ব্রাহ্মণ তখন এইরূপে অন্যের অবশীভূত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় ভক্তের বশীভূত হইতে দেখিয়া তাঁহার ধ্যানবলে নিজের সংসার-বন্ধন উন্মোচন করতঃ অল্পকালের মধ্যেই ব্রহ্মবিদ্‌গণের পরমাশ্রয় তদীয় পদ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪০ ॥

শ্রীধর—ননু ভক্তেঃ ফলং সম্পদং প্রাপ্য পুনর্ভক্তিং কিমিতি প্রার্থয়সে? অত আহ—ভক্তায়েতি। সম্পদঃ কোষাদীন্ রাজ্যমৈশ্বর্য্যং বিভূতীঃ কলত্রপুত্রাদীন্ ন সমর্থয়তি ন দদাতি, অপি দত্তাং ভক্তিমেব। কুতঃ? অদীর্ঘবোধায় অবিবেকিনে, মম তু ভক্ত্যাভাবাদেব জাতমতস্তদ্ভক্তিরেব স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥ ত্যক্ষ্যন্ শনৈঃ শনৈস্ত্যাগমভ্যস্যন্ জায়য়া সহ বুভুজে ॥ ৩৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণস্যৈবং ব্রহ্মণ্যতা নাতিচিত্রমিত্যাহ—তস্যেতি ॥ ৩৯ ॥ অন্যৈরজিতমপি স্বভৃত্যৈঃ পরাজিতং দৃষ্ট্বা তস্য ধ্যানং তস্য বেগস্তেন উদ্‌গ্রথিতম্ আত্মবন্ধনম্ অহঙ্কারো যস্য সঃ, তৎ শুদ্ধং ধাম, গতিমিত্যাবিষ্টলিঙ্গং ধামবিশেষণম্, সতাং ব্রহ্মবিদাং প্রাপ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

এতদ্ ব্রহ্মণ্যদেবস্য শ্রুত্বা ব্রহ্মণ্যতাং নরঃ ।
লব্ধভাবো ভগবতি কর্ম্মবন্ধাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে পৃথুকোপাখ্যানং নাম একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮১ ॥

অন্বয়—নরঃ (মনুষ্য) এতৎ (এই উপাখ্যান) ব্রহ্মণ্যদেবস্য ব্রহ্মণ্যতাং [চ] (ও ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মণ্যতা) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) ভগবতি লব্ধভাবঃ [সন্] (ভগবদ্ভক্তি লাভ করতঃ) কর্ম্মবন্ধাৎ বিমুচ্যতে (কর্ম্মবন্ধন সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকে) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মনুষ্য এই উপাখ্যান এবং ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মণ্যতা শ্রবণ করিয়া ভগবদ্ভক্তি লাভ করতঃ সংসাররূপ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

একাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

শ্রীধর—এতৎ পৃথুকোপাখ্যানং শ্রুত্বা তত্র ব্রহ্মণ্যতাং বিশেষতঃ শ্রুত্বেতি ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত ভাবার্থ দীপিকায়াং দশমস্কন্ধে একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮১ ॥

ফেলালব

অশীতিতম আয়াতঃ শ্রীদামা হরিণার্চ্চিতঃ ।
সপ্রেমপৃষ্ট উক্তাশ্চ কথা গুরুকুলাশ্রয়াঃ ॥
একাশীতিতমে ভুক্তপৃথুকোঽস্মৈ পরোক্ষতঃ ।
দত্বাপ্যতুলসম্পত্তিং সংমেনে ঋণিনং হরিঃ ॥

আশী ও একাশী দুই অধ্যায়ে সুদামা বিপ্রের কাহিনী। দরিদ্র সুদামা কৃষ্ণের বাল্যবন্ধু। তিনি আসিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলেন এবং গুরুকুলে থাকিবার সময়কার কথা উভয়ে স্মরণ করিতে লাগিলেন। সুদামার আনীত চিপিটক শ্রীকৃষ্ণ জোর করিয়া ভোজন করিলেন এবং তাঁহাকে পরোক্ষে অতুল ঐশ্বর্য্য দান করিলেন।

বিবরণী

শ্রীদামা নামক এক ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিল। শ্রীদামা বেদজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় ও বিষয়াসক্তিশূন্য ছিলেন। তিনি জীবিকার্জ্জনের জন্য কোনও চেষ্টা করিতেন না। অত্যন্ত অভাব বশতঃ তাঁহার স্ত্রীর অঙ্গের বসন ছিল জীর্ণ মলিন। একদিন গৃহিণী পতিকে অনুরোধ করিলেন দারিদ্র্য ঘুচাইবার জন্য

দ্বারকায় তাঁর সখা শ্রীকৃষ্ণের কাছে যাইবাব জন্য। একেবারে শূন্যহস্তে কি করিয়া যাই, বিপ্র এই কথা বলিলে পত্নী প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে ভিক্ষা করিয়া চারি মুষ্টি চিপিটক আনিয়া দিলেন। শ্রীদামা তাহা লইয়াই রওনা হইলেন।

শ্রীদামা যখন দ্বারকায় পৌঁছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অতীব আদরে গ্রহণ করিলেন। নিজ পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইয়া চরণ প্রক্ষালন করিলেন। ধূপ দীপ চন্দনে পূজা করিয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। রুক্মিণীদেবী স্বয়ং চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন শ্রীদামার গার্হস্থ্য-জীবন কিরূপ চলিতেছে। আর বাল্যজীবনে গুরুগৃহে থাকাকালীন যে সকল ঘটনা ঘটিযাছিল তাহা স্মরণ করিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। শ্রীদামা বলিলেন, তুমি নিখিল বেদেব মূল। তোমার অধ্যয়নলীলা লোকশিক্ষার্থ। তোমার সঙ্গে আমি যে একত্র গুরুগৃহে ছিলাম, ইহা আমার পরম ভাগ্য।

শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, বন্ধু আমার জন্য কিছু আনিয়াছ? শ্রীদামা লজ্জিত হইয়া অধোবদনে বহিলেন। সামান্য চিঁড়া শ্রীকৃষ্ণকে দিতে পারিলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ "ইহা কি" বলিয়া তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র মধ্য হইতে মলিন বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা চিঁডা গ্রহণ করিলেন। "কি মধুর দ্রব্য" বলিয়া একমুষ্টি ভক্ষণ করিলেন। আর একমুষ্টি মুখে দিতে গেলে দেবী রুক্মিণী তাহা কাড়িয়া লইলেন।

পরদিন শ্রীদামা নিজালয়ে যাত্রা করিলেন। লজ্জায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট অর্থাদি প্রার্থনা করিলেন না। শ্রীদামা ভাবিলেন, ধন পাইলে তাঁহাকে পাছে ভুলিয়া যাই এইজন্যই সখা ধন দিলেন না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নিজ গৃহের নিকটে পৌঁছিয়া তাহা আর চিনিতে পারিলেন না। পর্ণকুটীর অমরাবতীতুল্য হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীর মত বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রালয়তুল্য নিজগৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সাক্ষাৎকারেরই এই ফল, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। শ্রীদামা শ্রীগোবিন্দে ভক্তিযুক্ত চিত্তে পরম ত্যাগীর মত অনাসক্তভাবে পত্নীর সহিত ঐসকল বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন। অন্তিমে শ্রীবৈকুণ্ঠধাম লাভ করিলেন। এই লীলাকাহিনী শ্রবণেও মানব ভক্তিধনে ধনী হইয়া সংসার দশা হইতে মুক্তিলাভ করে।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

১। মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত সমস্ত দেহেন্দ্রিয়ের সার্থকতার কথা অপূর্ব্ব।

যে বাগিন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণকথা কীর্ত্তিত হয়, তাহাই বস্তুতঃ বাগিন্দ্রিয়।

যে হস্তদ্বারা নিরন্তর ভগবৎকৃত্য সম্পাদিত হয়, তাহাই বস্তুতঃ হস্ত।

যে চিত্তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ হয়, তাহাই বস্তুতঃ চিত্ত।

যে কর্ণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচরিত শ্রুত হয়, তাহাই প্রকৃত কর্ণ।

যে মস্তক স্থাবর জঙ্গমে শ্রীকৃষ্ণের চিহ্নজ্ঞানে প্রণত হয়, তাহাই মস্তক।

যে চক্ষু স্থাবর জঙ্গমকে শ্রীকৃষ্ণের চিহ্নজ্ঞানে দর্শন করে, তাহাই প্রকৃত চক্ষু।

যে অঙ্গ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের পাদোদক সেবন করে, তাহাই প্রকৃত অঙ্গপদবাচ্য।

২। শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীদেবী দীনব্রাহ্মণকে যে ভাবে স্বাগত করিলেন তাহা শুধু প্রশংসনীয় নহে, বিস্ময়াবহ। প্রিয়তমার পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি দূর হইতে শ্রীদামাকে দেখিয়া উঠিয়া আসিলেন, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার অঙ্গস্পর্শে সুখলাভ করিলেন। সুখের অভিব্যক্তি হইল নয়নের অশ্রুবিন্দুতে। তারপর তাঁহাকে পর্য্যঙ্কে বসাইয়া তাঁহার চরণ প্রক্ষালন করতঃ সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন। চন্দনাদিদ্বারা তাঁহার অঙ্গ অনুলেপন করিলেন। ধূপ দীপ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। রুক্মিণীদেবীও চামর লইয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন। একজন দীনহীন মলিনকায় ব্যক্তিকে শ্রীকৃষ্ণ এমনভাবে পূজা করিতেছেন দেখিয়া অন্তঃপুরবাসীরা সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন (বিস্মিতোঽভূৎ)।

৩। পাছে শ্রীদামা মনে করেন যে বোধ হয় আমাকে চিনিতে পারেন নাই শ্রীকৃষ্ণ, অন্য কেহ মনে করিয়া এত সম্মান করিতেছেন, এইজন্য প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারা যে একত্রে গুরুগৃহে বাস করিয়াছিলেন সেই প্রসঙ্গ তুলিলেন। "কচ্চিদ গুরুকুলে বাসং ব্রহ্মন্। স্মরসি নৌ যতঃ।

৪। শ্রীকৃষ্ণ তিন গুরুর কথা বলিয়াছেন। পিতা, উপনেতা ও ঈশ্বর-তত্ত্বোপদেষ্টা। তিনজনই পূজনীয়। তন্মধ্যে তত্ত্বোপদেষ্টা গুরু সাক্ষাৎ ঈশ্বরতুল্য। গুরুসেবায় ভগবান্ যত সন্তুষ্ট হন আর কিছুতেই সেরূপ হন না।

৫। শ্রীকৃষ্ণ সখা সুদামার কাছে গুরুগৃহে বাসকালীন একদিনকার একটি বিশেষ কাহিনী বর্ণনা করিতেছেন—একদিন গুরুপত্নী আমাদিগকে কাষ্ঠ আনিতে বলিয়াছিলেন। আমরা বনে গেলে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হয়। সূর্য্য অস্ত গেলে চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া যায়। পথ না পাইয়া আমরা পরস্পর হস্তধারণ করিয়া রাত্রিযাপন করি। পরদিন সকালে গুরু সান্দীপনি মুনি আমাদিগকে খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়া কাতর অবস্থায় দেখিতে পান। গুরুদেব আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, তোমাদের মনোরথ সফল হউক, অধীত বেদশাস্ত্র ইহলোক পরলোকে সার্থক হইয়া অবস্থান করুক।

৬। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, শ্রীগুরুর অনুগ্রহে মানুষ প্রকৃষ্ট শান্তি লাভে সমর্থ হয়। উত্তরে সুদামা বলিলেন যে, আপনি স্বয়ং সকল মঙ্গলের খনি হইয়া যে গুরুকুলে বাস করিয়াছিলেন তাহা লোকশিক্ষার্থ বিড়ম্বনা মাত্র। আর সুদামা নিজের কথা বলিলেন যে, গুরুগৃহে বাসকালে যে আপনার সঙ্গভাগ্য পাইয়াছি তাহাতেই আমি পরম ধন্য হইয়াছি।

সত্যকামেন সত্যসঙ্কল্পেনেতি ভবতো গুরুকুলবাসঃ স্বেচ্ছাধীনঃ সমিদ্‌বহনে বাতবর্ষাদি কৃচ্ছ্রমপি গুরুভক্তিজ্ঞাপকস্য তব স্বেচ্ছাধীনমেব। অন্যথা বাতাদীনাং কা খলু শক্তিঃ "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবত" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অস্মাকন্তু তত্র ত্বৎসাহিত্যং মহাভাগ্যফলম্।

সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের আগমনকারণ অবগত হইয়া প্রেমমুগ্ধ হইয়া চিন্তা করিলেন—আমার এতবড় ভক্তের এত কঠোর দারিদ্র্য কেন? নিজেই কারণ ঠিক করিলেন—নায়ং শ্রীকামো মা

ভজৎ পুরা। সখা পূর্ব্বে কোনদিন সম্পৎ-কামনা করিয়া আমাকে ভজনা করেন নাই। শ্রীদামা নিষ্কাম ভক্ত। নিষ্কাম ভক্ত দ্বিবিধ। কাহারও জাগতিক বিষয়ে বিদ্বেষ আছে, কাহারও বা বিষয়ে বিদ্বেষ নাই স্পৃহাও নাই। যাহাদের বিদ্বেষ থাকে ভোগের প্রতি, তাহাদিগকে তিনি কখনও বিষয় দেন না। যেমন ভরত প্রভৃতি। যাহাদের বিষয়ভোগে দ্বেষও নাই লালসাও নাই যেমন প্রহ্লাদ, তাহাদিগকে বিষয় প্রদান করেন। নিষ্কামভক্তস্য স্বভাবভেদাৎ অনমুসংহিতং ফলং দ্বিবিধং স্যাৎ, দ্বিষ্টমদ্বিষ্টঞ্চ। যস্য বিষয়-ভোগমাত্রে এব দ্বেষঃ তস্য বিষয়ভোগো নৈব স্যাদিতি, ভরতাদৌ তথা দর্শনাৎ। যস্য তু ন দ্বেষো নাপি স্পৃহা, তস্য স স্যাদেব, প্রহ্লাদাদৌ তথা দর্শনাৎ।

৮। ভগবান্ স্বগত চিন্তা করিলেন—এই ব্রাহ্মণের এ পর্য্যন্ত ভোগসুখে বিদ্বেষই ছিল। এখনও সে পরম নিঃস্পৃহ। কেবল ভার্য্যার অনুরোধে কামনা জাগিয়াছে। এই কামনা ও আমার দর্শন লোভে এখানে আসিয়াছে। সুতরাং আমি ইহাকে দেবদুর্লভ ঐশ্বর্য্য দান কবিব দাস্যামি সম্পদঃ অমর্ত্ত্য-দুর্লভাঃ। সখার কাছে লুক্কায়িত যে চিপিটক আছে তাহা অন্তর্য্যামী জানেন। জানিযা বন্ধুর প্রতি হাস্যযুক্ত সপ্রেম দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। প্রেম্ণা নিরীক্ষণেনৈব প্রেক্ষন। প্রেমপূর্ব্বক তাঁহার বগলে লুকান চিঁড়ার পুটুলীর প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রেমপূর্ব্বকং যৎ কক্ষস্থপৃথুকগ্রন্থিনিরীক্ষণং।

৯। তোমার মত বন্ধুজন এতকাল পরে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছ—নিশ্চয়ই কিছু দ্রব্য আনিয়াছ—ভবাদৃশেন প্রিয়েণ মাদৃশস্য প্রিয়স্য নিকটং যৎ স্বগৃহাৎ চিরাৎ আগমনং তৎ কিং রিক্ত-হস্তত্বেন সম্ভবেৎ? যদি বল অতি সামান্য দ্রব্য বলিয়া দেখাইতে লজ্জা করে—তবে শোন—অণ্বপ্যুপাহৃতং ভক্তৈঃ প্রেম্ণা ভূর্য্যেব মে ভবেৎ। ভক্তের দান অণু হইলেও উহা প্রভূত মনে করিয়া গ্রহণ করি। পক্ষান্তরে অভক্তের দান প্রভূত হইলেও তুষ্টি হয় না। ন মে তোষায় কল্পতে। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলেও ব্রাহ্মণ লজ্জায় অধোমুখ রহিলেন।

ব্রাহ্মণের মনের ভাব এই, বিড়ম্বনা কবিও না। যতই বলনা কেন যতই যাচ্ঞা কর না কেন, ইহা আমি তোমাকে কিছুতেই দিব না—ভোঃ প্রভো মা মাং বিড়ম্বয়। বহুশো যাচ্যমানোঽপ্যহং তুভ্যমিদং ন দাস্যামীতি মে সংকল্পঃ—ইতি বিপ্রাভিপ্রায়ঃ।

১০। তখন শ্রীকৃষ্ণ "কিমিদং" ইহা কি, বলিযা ব্রাহ্মণের পরিধেয় বস্ত্র মধ্য হইতে মলিন বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা সেই চারিমুষ্টি চিঁড়া টানিয়া বাহির কবিলেন (স্বয়ং জহার)। ইহা আমার অতি প্রীতিকর—"এতদ্ মে পরং প্রীণনং" এই কথা বলিয়া একমুষ্টি শ্রীমুখে দিলেন। তখন রুক্মিণীদেবী হস্ত ধরিলেন। ইঙ্গিতে বলিলেন, আর খাইও না। তোমার প্রিয় সখার বাড়ী হইতে আগত এই অদ্ভুত বস্তু যদি সবটা নিজেই খাইয়া ফেল, তাহা হইলে আমরা তোমার প্রিয়জনেরা, সখীগণ, সপত্নীগণ, দাসদাসীগণ তাহারা কি লইবে? একগোটা করিয়া চিড়াও তো ভাগে পড়িবে না আমাদের। স্বয়মেব যদি সর্ব্বং ভোক্ষ্যসে তদাহং স্বযাতৃভ্যঃ স্বসপত্নীভ্যঃ স্বসখীভ্যঃ স্বকিঙ্করীভ্যঃ স্বস্মৈ চ বিভজ্য কিং দাস্যামি? বণ্টনে খলু একৈকোঽপি পৃথুকো নায়াস্যতীতি স্বাভিপ্রায়ঃ।

রুক্মিণীদেবী মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন—যেটুকু খাইয়াছ তাহাই যথেষ্ট। ইহাতে তৃপ্ত হও, হে বিশ্বাত্মন্। তোমার তৃপ্তিতেই বিশ্বের তৃপ্তি। তোমার একমুষ্টি ভক্ষণেই এই ব্রাহ্মণের ইহকালে ও পরকালে আমার কটাক্ষে বিলাসভূত যাবতীয় ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়াছে। অতএব আরও একমুষ্টি খাইয়া আমাকে ইহার অধীনা করিও না। দ্বিতীয়মুষ্ট্যদনেন মা মামেতদধীনাং কুরু। যদি বল ধনৈশ্বর্য্য পাইলে অধনব্যক্তি ধনলাভ করিয়া মত্তভাবশতঃ তোমাকে স্মরণ করিবে না—(এই কথা পরে শ্রীদামাও ভাবিয়াছেন) তথাপি ভক্তবর শ্রীদামা সম্বন্ধে ঐরূপ হওয়া সম্ভব নয়। তথাচেদর্থাবগমে সত্যধনোঽয়ং ধনং প্রাপ্য ইতি (৮১·২০) অগ্রিমবাক্যং শ্রীদাম্নো ন সম্ভবেৎ।

১১। ধন না পাইয়া শ্রীদাম গৃহে আসিতে আসিতে ভাবিলেন, প্রভু যে ধন দিলেন না ইহাও তাঁহার কৃপা। আমার মত অদূরদর্শী দাসানুদাস ধন পাইলে পাছে গর্ব্বিত হইয়া পতিত হয এইজন্য ধন দিলেন না।

অদীর্ঘবোধায় বিচক্ষণঃ স্বয়ং
পশ্যন্ নিপাতং ধনিনাং মদোদ্ভবম্॥

যাহা হউক, আমি সত্যই ধন চাই না, আমি চাই তিনি এই করুন, ভূমিশয্যায় শুইয়াও তদ্ব্রতনিষ্ঠ হইয়া শ্রবণে কীর্ত্তনে জীবনটা কাটাইতে পারি। স্থণ্ডিলশায়ী তদীয়ব্রতনিষ্ঠঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদিষু পরমাগ্রহবান্। আবার যখন গৃহে ফিরিয়া প্রচুর ধন সম্পদ্ পাইলেন তখন তিনি জনার্দ্দনে অতি ভক্তিপূর্ণ চিত্ত সমর্পণ করিয়া পত্নীর সহিত অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন এবং ধ্যান দ্বারা জড় আত্মার বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরিণামে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন (তদ্ধাম লেভে)।

শ্রীদামচরিত ও পৃথুকোপাখ্যান নামক আশী ও একাশী অধ্যায়ের
ফেলালব নামক ভাবানুবাদ সমাপ্ত।

———

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

অথৈকদা দ্বারবত্যাং বসতো রামকৃষ্ণয়োঃ ।

সূর্য্যোপরাগঃ সুমহানাসীৎ কল্পক্ষয়ে যথা ॥ ১ ॥

তং জ্ঞাত্বা মনুজা রাজন্! পুরস্তাদেব সর্ব্বতঃ ।

স্যমন্তপঞ্চকং ক্ষেত্রং যযুঃ শ্রেয়োবিধিৎসয়া ॥ ২ ॥

[এই অধ্যায়ে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে পরিজনগণের সহিত যাদবগণের, নানাদেশীয় রাজগণের ও নন্দ প্রভৃতি গোপগণের কুরুক্ষেত্রে মিলন ও পরস্পর কথোপকথন বর্ণনা করা হইতেছে।]

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] অথ একদা (কুরুপাণ্ডবগণের যুদ্ধের পূর্ব্বে এক সময়ে) রামকৃষ্ণয়োঃ দ্বারবত্যাং বসতোঃ [সতোঃ] (বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় বাস করিতেছিলেন, এই অবস্থায়) কল্পক্ষয়ে যথা (কল্পাবসানে যেরূপ সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে, সেইরূপ) সুমহান্ সূর্য্যোপরাগঃ আসীৎ (সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল) ॥ ১ ॥

রাজন্! (হে রাজন্!) মনুজাঃ (মনুষ্যগণ) তং (সেই সূর্যগ্রহণের কথা) পুরস্তাদ্ এব জ্ঞাত্বা (পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া) শ্রেয়োবিধিৎসয়া (গ্রহণকালে স্নান-দানাদি করিয়া পুণ্যার্জ্জন করিবার ইচ্ছায়) সর্ব্বতঃ (সকল দিক্ হইতে) স্যমন্তপঞ্চকং ক্ষেত্রং যযুঃ (কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন) ॥ ২ ॥

অনুবাদ - শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! কুরুপাণ্ডবগণের যুদ্ধের পূর্ব্বে একসময়ে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় বাস করিতেছিলেন এই অবস্থায় কল্পাবসানে যেরূপ সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ হয়, সেইরূপ এক সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল ॥ ১ ॥ হে রাজন্! জনগণ সেই সূর্য্যগ্রহণের কথা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া গ্রহণকালে স্নানদানাদি করিয়া পুণ্যার্জ্জন করিবার ইচ্ছায় সকলদিক্ হইতে দলে দলে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন ॥ ২ ॥

শ্রীধর-

দ্ব্যশীতিতম আগত্য কুরুক্ষেত্রং রবিগ্রহে ।
বৃষ্ণীন্ দৃষ্ট্বা মুদা ভূপাশ্চক্রুঃ কৃষ্ণকথা মিথঃ ॥
শ্রীদামসুহৃদে কৃষ্ণঃ প্রকল্প্যোচ্চং পদং ভুবি ।
নন্দাদিসুহৃদানন্দী কুরুক্ষেত্রং জগাম সঃ ॥

কল্পক্ষয়ে যথা সর্ব্বগ্রাসঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ জ্যোতির্ব্বিদ্ভিঃ কথ্যমানমাদাবেব জ্ঞাত্বা স্যমন্তপঞ্চকং ক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রম্ ॥ ২ ॥

নিঃক্ষত্রিয়াং মহীং কুর্ব্বন্ রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।
নৃপাণাং রুধিরৌঘেন যত্র চক্রে মহাহ্রদান্ ॥ ৩ ॥
ঈজে চ ভগবান্ রামো যত্রাস্পৃষ্টোঽপি কর্ম্মণা।
লোকং সংগ্রাহয়ন্নীশো যথান্যোঽঘাপনুত্তয়ে ॥ ৪ ॥
মহত্যাং তীর্থযাত্রায়াং তত্রাগন্ ভারতীঃ প্রজাঃ।
বৃষ্ণয়শ্চ তথাক্রূর-বসুদেবাহুকাদয়ঃ ॥ ৫ ॥
যযুর্ভারত! তৎ ক্ষেত্রং স্বমঘং ক্ষপয়িষ্ণবঃ।
গদপ্রদ্যুম্নসাম্বাদ্যাঃ সুচন্দ্রশুকসারণৈঃ।
আস্তেঽনিরুদ্ধো রক্ষায়াং কৃতবর্ম্মা চ যূথপঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] শস্ত্রভৃতাং বরঃ রামঃ (শস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ ভগবান্ পরশুরাম) মহীং নিঃক্ষত্রিয়াং কুর্ব্বন্ (পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইয়া) নৃপাণাং রুধিরৌঘেন (রাজগণের শোণিতপ্রবাহের দ্বারা) যত্র (ঐ কুরুক্ষেত্রে) মহাহ্রদান্ চক্রে (মহাহ্রদসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন) ॥ ৩ ॥

ঈশঃ ভগবান্ রামঃ (ক্ষমতাশালী ভগবান্ পরশুরাম) কর্ম্মণা অস্পৃষ্টঃ অপি (স্বয়ং বিধি-নিষেধাত্মক কর্ম্মে সংস্পৃষ্ট না হইয়াও) লোকং সংগ্রাহয়ন্ (লোকশিক্ষার নিমিত্ত) যত্র (ঐ কুরুক্ষেত্রে) অন্যঃ যথা (সাধারণ লোকের ন্যায়) অঘাপনুত্তয়ে (বহু ক্ষত্রিয়বধজনিত পাপক্ষালনের জন্য) ঈজে চ (প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যজ্ঞও করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

ভারতীঃ [ভারত্যঃ] সর্ব্বাঃ প্রজাঃ (ভারতবাসী সমস্ত লোক) [ঐ সূর্য্যগ্রহণের কথা শ্রবণ করিয়া] মহত্যাং তীর্থযাত্রায়াং (মহতী তীর্থযাত্রায়) তত্র আগন্ (সেই কুরুক্ষেত্রে আগমন করিল)। ভারত! (হে ভরতবংশধর পরীক্ষিৎ!) তথা (সেইরূপ) অক্রূরবসুদেবাহুকাদয়ঃ (অক্রূর, বসুদেব ও আহুক প্রভৃতি) গদপ্রদ্যুম্নসাম্বাদ্যাঃ (এবং গদ প্রদ্যুম্ন ও সাম্ব প্রভৃতি) বৃষ্ণয়ঃ চ (বৃষ্ণিগণও) স্বম্ অঘং (নিজ নিজ পাপ) ক্ষপয়িষ্ণবঃ [সন্তঃ] (দূর করিবার ইচ্ছায়) তৎ ক্ষেত্রং যযুঃ (সেই কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন) সুচন্দ্রশুকসারণৈঃ [সহ] (সুচন্দ্র, শুক ও সারণের সহিত) অনিরুদ্ধঃ যূথপঃ কৃতবর্ম্মা চ (অনিরুদ্ধ ও সেনাপতি কৃতবর্ম্মা) রক্ষায়াম্ আস্তে (দ্বারকার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন) ॥ ৫-৬ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! শস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ ভগবান্ পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইয়া রাজগণের শোণিত প্রবাহের দ্বারা ঐ কুরুক্ষেত্রে মহাহ্রদসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ প্রভাবশালী ভগবান্ পরশুরাম স্বয়ং বিধিনিষেধাত্মক কর্ম্মে সংস্পৃষ্ট না হইয়াও লোকশিক্ষার নিমিত্ত ঐ কুরুক্ষেত্রে সাধারণ লোকের ন্যায় বহু ক্ষত্রিয়বধজনিত পাপ ক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যজ্ঞসমূহও করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ ভারতবাসী সমস্ত লোক সেই সূর্য্যগ্রহণের কথা শ্রবণ করিয়া ঐ মহতী তীর্থযাত্রায় কুরুক্ষেত্রে আগমন করিল। হে ভরতবংশধর পরীক্ষিৎ! অক্রূর, বসুদেব ও আহুক প্রভৃতি এবং গদ, প্রদ্যুম্ন ও সাম্ব প্রভৃতি বৃষ্ণিগণও নিজ নিজ পাপ দূর করিবার ইচ্ছায় তখন সেই কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। সুচন্দ্র, শুক ও সারণের সহিত অনিরুদ্ধ ও সেনাপতি কৃতবর্ম্মা দ্বারকার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন ॥ ৫-৬ ॥

শ্রীধর—অত্রব্রহ্মণ্যক্ষত্রিয়বধস্থানত্বেন পরশুরামস্যাঘাপমুক্তিস্থানত্বেন চ ক্ষেত্রস্য পাপনিরাসকত্বমাহ—নিঃক্ষত্রিয়ামিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৩ ॥ অন্যো বিদ্বান্ যথা ॥ ৪ ॥ আগন্ আজগ্মুঃ, ভারতীর্ভারত্যঃ ॥ ৫ ॥

তে রথৈর্দ্দেবধিষ্ণ্যাভৈর্হয়ৈশ্চ তরলপ্লবৈঃ।
গজৈর্নদদ্ভিরভ্রাভৈ-র্নৃভির্বিদ্যাধরদ্যুভিঃ ॥ ৭ ॥
ব্যরোচন্ত মহাতেজাঃ পথি কাঞ্চনমালিনঃ।
দিব্যস্রগ্‌বস্ত্রসন্নাহাঃ কলত্রৈঃ খেচরা ইব ॥ ৮ ॥
তত্র স্নাত্বা মহাভাগা উপোষ্য সুসমাহিতাঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদুর্ধেনূর্বাসঃস্রগ্‌রুক্মমালিনীঃ ॥ ৯ ॥
রামহ্রদেষু বিধিবৎ পুনরাপ্লুত্য বৃষ্ণয়ঃ।
দদুঃ স্বন্নং দ্বিজাগ্র্যেভ্যঃ কৃষ্ণে নো ভক্তিরস্ত্বিতি ॥ ১০ ॥

অন্বয়—[তদা] (তখন) দিব্যস্রগ্‌বস্ত্রসন্নাহাঃ (দিব্য মাল্য বস্ত্র বর্ম্ম পরিধানকারী) কাঞ্চনমালিনঃ (ও কাঞ্চনময় মালাধারী) মহাতেজাঃ তে (মহাতেজস্বী সেই যাদবগণ) কলত্রৈঃ [সহ] (নিজ নিজ পত্নীর সহিত) পথি (পথিমধ্যে) দেবধিষ্ণ্যাভৈঃ রথৈঃ (বিমানের ন্যায় দীপ্তিশালী রথসমূহ), তরলপ্লবৈঃ হয়ৈঃ (তরঙ্গের ন্যায় গতিশীল অশ্বসমূহ), অভ্রাভৈঃ নদদ্ভিঃ গজৈঃ (মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী গজসমূহ) বিদ্যাধরদ্যুভিঃ নৃভিঃ চ (এবং বিদ্যাধরগণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট পদাতিসমূহে) [পরিবৃতাঃ সন্তঃ] (পরিবৃত হইয়া) খেচরাঃ ইব (দেবগণের ন্যায়) ব্যরোচন্ত (শোভা পাইতে লাগিলেন) ॥ ৭-৮ ॥

[অথ] মহাভাগাঃ [তে] (অনন্তর মহাসৌভাগ্যশালী সেই যাদবগণ) সুসমাহিতাঃ [সন্তঃ] (সুসংযত হইয়া) তত্র (সেই কুরুক্ষেত্র-তীর্থে) স্নাত্বা উপোষ্য [চ] (স্নান ও উপবাস করিয়া) ব্রাহ্মণেভ্যঃ (ব্রাহ্মণগণকে) বাসঃস্রগ্‌রুক্মমালিনীঃ ধেনূঃ (বস্ত্র, মাল্য ও কাঞ্চনমালায় বিভূষিতা গাভী সকল) দদুঃ (প্রদান করিলেন) ॥ ৯ ॥

[ততঃ] (তৎপরে) বৃষ্ণয়ঃ (যাদবগণ) পুনঃ (পুনরায়) বিধিবৎ (বিধি অনুসারে) রামহ্রদেষু (রামহ্রদসমূহে) আপ্লুত্য (স্নান করিয়া) "কৃষ্ণে নঃ ভক্তিঃ অস্তু (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদিগের ভক্তি উৎপন্ন হউক)" ইতি [সঙ্কল্প্য] (এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া) দ্বিজাগ্র্যেভ্যঃ (দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে) স্বন্নং দদুঃ (উত্তমান্ন প্রদান করিলেন) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—তখন দিব্য মাল্য, বস্ত্র ও বর্ম্ম পরিধানকারী ও কাঞ্চনমালাধারী মহাতেজস্বী সেই যাদবগণ নিজ নিজ পত্নীর সহিত পথিমধ্যে বিমানের ন্যায় দীপ্তিশালী রথসমূহ, তরঙ্গের ন্যায় গতিশীল অশ্বসমূহ, মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী গজসমূহ এবং বিদ্যাধরগণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট পদাতিসমূহে পরিবৃত হইয়া দেবগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৭৮ ॥ অনন্তর মহাসৌভাগ্যশালী যাদবগণ কুরুক্ষেত্র-তীর্থে আগমনপূর্ব্বক সুসংযত হইয়া তথায় স্নান ও উপবাস করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র, মাল্য ও কাঞ্চনমালায় বিভূষিতা গাভী সকল প্রদান করিলেন ॥ ৯ ॥ তৎপরে যাদবগণ বিধি অনুসারে পরদিনে রামহ্রদসমূহে স্নান করতঃ "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমাদিগের ভক্তি হউক" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে উত্তমান্ন প্রদান করিলেন ॥ ১০ ॥

শ্রীধর—সুচন্দ্রশুকসারণৈঃ সহ অনিরুদ্ধো দ্বারকাবক্ষায়ামাস্তে। তথা কৃতবর্ম্মা চ যূথপতিঃ সেনানীঃ ॥ ৬ ॥ দেবধিষ্ণ্যাভৈ-র্বিমানসঙ্কাশৈঃ, তরলাস্তরঙ্গাস্তদ্বৎ প্লবো গতির্যেষাং তৈঃ বিদ্যাধরদ্যুভির্বিদ্যাধরাণামিব দ্যুতির্যেষাং তৈঃ ॥ ৭ ॥ মহাতেজাঃ-মহাতেজসঃ। দিব্যা অত্যুত্তমাঃ স্রগ্‌বস্ত্রসন্নাহা যেষাম্ ॥ ৮-৯ ॥ পুনরন্যেদ্যুরাপ্লুত্য, যদ্বা তস্মিন্নেবাহনি মুক্তিস্নানং কৃত্বা ॥ ১০ ॥

স্বয়ঞ্চ তদনুজ্ঞাতা বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণদেবতাঃ।
ভুক্ত্বোপবিবিশুঃ কামং স্নিগ্ধচ্ছায়াঙ্ঘ্রিপাঙ্ঘ্রিষু॥ ১১॥
তত্রাগতাংস্তে দদৃশুঃ সুহৃৎসম্বন্ধিনো নৃপান্।
মৎস্যোশীনরকৌশল্য-বিদর্ভকুরুসৃঞ্জয়ান্॥ ১২॥
কাম্বোজকেকয়ান্ মদ্রান্ কুন্তীনানর্ত্তকেরলান্।
অন্যাংশ্চৈবাত্মপক্ষীয়ান্ পরাংশ্চ শতশো নৃপ।
নন্দাদীন্ সুহৃদো গোপান্ গোপীশ্চোৎকণ্ঠিতাশ্চিরম্॥ ১৩॥
অন্যোন্যসন্দর্শনহর্ষরংহসা প্রোৎফুল্লহৃদ্বক্ত্রসরোরুহশ্রিয়ঃ।
আশ্লিষ্য গাঢ়ং নয়নৈঃ স্রবজ্জলা হৃষ্যত্বচো রুদ্ধগিরো যযুর্মুদম্॥ ১৪॥

অন্বয়—[অথ] কৃষ্ণদেবতাঃ বৃষ্ণয়ঃ (অনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই যাহাদিগের দেবতা, সেই যাদবগণ) তদনুজ্ঞাতাঃ [সন্তঃ] (তাঁহার অনুমতি পাইয়া) স্বয়ং চ (নিজেরাও) ভুক্ত্বা (ভোজন করিয়া) স্নিগ্ধচ্ছায়াঙ্ঘ্রিপাঙ্ঘ্রিষু (শীতলচ্ছায়াযুক্ত বৃক্ষসমূহের মূলদেশে) কামম্ উপবিবিশুঃ (যথেচ্ছ উপবেশন করিলেন)॥ ১১॥

নৃপ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) [অথ] (অনন্তর) তে (সেই যাদবগণ) তত্র আগতান্ (তথায় সমাগত) সুহৃৎসম্বন্ধিনঃ (নিজেদের সুহৃৎ ও আত্মীয়-স্বজন) মৎস্যোশীনরকৌশল্যবিদর্ভকুরুসৃঞ্জয়ান (মৎস্য, উশীনর, কৌশল্য, বিদর্ভ, কুরু, সৃঞ্জয়) কাম্বোজকেকয়ান (কাম্বোজ কেকয়) মদ্রান (মদ্র) কুন্তীন আনর্ত্তকেরলান্ (কুন্তি, আনর্ত্ত ও কেরলদেশীয়) নৃপান (রাজগণকে) অন্যান চ এব শতশঃ (এবং অপরাপর শত শত) আত্মপক্ষীয়ান পরান চ [নৃপান্] (নিজপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় রাজগণকে) সুহৃদঃ নন্দাদীন্ গোপান (এবং সুহৃৎ নন্দাদি গোপগণকে) চিরং উৎকণ্ঠিতাঃ গোপীঃ চ (ও বহুদিন যাবৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে উৎকণ্ঠিতা গোপীগণকে) দদৃশুঃ (দেখিতে পাইলেন)॥ ১২-১৩॥

[তদা] (তখন) অন্যোন্যসন্দর্শনহর্ষরংহসা (পরস্পর সন্দর্শনজনিত হর্ষের আবেগে) প্রোৎফুল্লহৃদ্বক্ত্রসরোরুহশ্রিয়ঃ [তে] (প্রফুল্ল হৃৎপদ্ম ও বদনকমলের দ্বারা সেই সকল লোকের অপূর্ব্ব শোভা হইল, এই অবস্থায় তাঁহারা) [পরস্পরং] গাঢ়ম্ আশ্লিষ্য (পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া) নয়নৈঃ স্রবজ্জলাঃ হৃষ্যত্বচঃ রুদ্ধগিরঃ [চ সন্তঃ] (আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে রোমাঞ্চিত ও বাক্যবিহীন হইয়া) মুদং যযুঃ (আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন)॥ ১৪॥

অনুবাদ—অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদিগের দেবতা, সেই যাদবগণ তাঁহার অনুমতি পাইয়া নিজেরাও ভোজন করিয়া শীতলচ্ছায়াযুক্ত বৃক্ষসমূহের মূলদেশে যথেচ্ছ উপবেশন করিলেন॥ ১১॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অনন্তর সেই যাদবগণ নিজেদের সুহৃৎ ও আত্মীয়স্বজন মৎস্য, উশীনর, কৌশল্য, বিদর্ভ, কুরু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কেকয়, মদ্র, কুন্তি, আনর্ত্ত ও কেরলদেশীয় রাজগণকে এবং অপরাপর শত শত নিজপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় রাজগণকে, সুহৃৎ নন্দাদি গোপগণকে ও শ্রীকৃষ্ণদর্শনে চিরোৎকণ্ঠিতা গোপীগণকে তথায় সমাগত দেখিতে পাইলেন॥ ১২ ১৩॥ তখন পরস্পরের সন্দর্শনজনিত হর্ষের আবেগে সেই সকল লোকের হৃদয়পদ্ম ও বদনকমল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তাহাতে তাঁহাদের অপূর্ব্ব শোভা হইল, এই অবস্থায় তাঁহারা পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে রোমাঞ্চিত ও বাক্যবিহীন হইয়া আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন॥ ১৪॥

শ্রীধর—স্নিগ্ধা শীতলা ছায়া যেষাং তেষামঙ্ঘ্রিপাণামঙ্ঘ্রিষু মূলেষু॥ ১১—১৩॥

স্ত্রিয়শ্চ সংবীক্ষ্য মিথোঽতিসৌহৃদ-স্মিতামলাপাঙ্গদৃশোঽভিরেভিরে।
স্তনৈঃ স্তনান্ কুঙ্কুমপঙ্করূষিতান্ নিহত্য দোর্ভিঃ প্রণয়াশ্রুলোচনাঃ ॥ ১৫ ॥
ততোঽভিবাদ্য তে বৃদ্ধান্ যবিষ্ঠৈরভিবাদিতাঃ।
স্বাগতং কুশলং পৃষ্ট্বা চক্রুঃ কৃষ্ণকথা মিথঃ ॥ ১৬ ॥
পৃথা ভ্রাতৄন্ স্বসৄর্বীক্ষ্য তৎপুত্রান্ পিতরাবপি।
ভ্রাতৃপত্নীর্মুকুন্দঞ্চ জহৌ সঙ্কথয়া শুচঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—স্ত্রিয়ঃ মিথঃ সংবীক্ষ্য (রমণীগণও পরস্পরকে সন্দর্শন করিয়া) অতিসৌহৃদস্মিতামলাপাঙ্গদৃশঃ (অতি সৌহার্দ্দ ও হাস্যে নির্ম্মল কটাক্ষদৃষ্টি) প্রণয়াশ্রুলোচনাঃ [চ সত্যঃ] (ও প্রেমাশ্রুলোচনা হইয়া) কুঙ্কুমপঙ্করূষিতান্ স্তনান্ (অপরের কুঙ্কুমরঞ্জিত স্তন) [তাদৃশৈঃ] স্তনৈঃ (নিজ নিজ কুঙ্কুমরঞ্জিত স্তনের দ্বারা) নিহত্য (পেষণ করিয়া) দোর্ভিঃ অভিরেভিরে (বাহুর দ্বারা আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন) ॥ ১৫ ॥

ততঃ (তৎপরে) তে (তাঁহারা) বৃদ্ধান্ অভিবাদ্য (বয়োবৃদ্ধদিগকে অভিবাদন করিয়া) যবিষ্ঠৈঃ অভিবাদিতাঃ [চ সন্তঃ] (এবং বয়ঃকনিষ্ঠদিগ-কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া) স্বাগতং কুশলং পৃষ্ট্বা (পরস্পর শুভাগমন ও কুশল জিজ্ঞাসা করতঃ) মিথঃ কৃষ্ণকথাঃ চক্রুঃ (পরস্পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলাকথা বলিতে লাগিলেন) ॥ ১৬ ॥

পৃথা (কুন্তীদেবী) ভ্রাতৄন্ (বসুদেব দেবভাগ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণকে), স্বসৄঃ (শ্রুতদেবা শ্রুতকীর্ত্তি প্রভৃতি ভগিনীগণকে), তৎপুত্রান্ (তাঁহাদের পুত্রগণকে) পিতরৌ অপি (পিতামাতা শূরসেন ও মারিষাকে), ভ্রাতৃপত্নীঃ (ভ্রাতৃগণের পত্নীদিগকে) মুকুন্দং চ (এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) বীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) সঙ্কথয়া (কথোপকথনের দ্বারা) শুচঃ জহৌ (স্বজনগণের বিরহজনিত দুঃখ দূর করিলেন ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—রমণীগণও পরস্পরকে সন্দর্শন করিয়া সৌহার্দ্দসম্পন্না হইলেন ও হাস্য করিলেন, তাহাতে তাঁহাদের কটাক্ষদৃষ্টি নির্ম্মল হইল, এই অবস্থায় তাঁহারা প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়নে অপরের কুঙ্কুমরঞ্জিত স্তন নিজ নিজ কুঙ্কুমরঞ্জিত স্তনের দ্বারা পেষণ করিয়া বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন ॥১৫॥ তৎপরে তাঁহারা বয়োবৃদ্ধদিগকে অভিবাদন করিয়া এবং বয়ঃকনিষ্ঠদিগের অভিবাদন প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর শুভাগমন ও কুশল জিজ্ঞাসা করতঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলাকথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ কুন্তীদেবী বসুদেব, দেবভাগ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণকে, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্ত্তি প্রভৃতি ভগিনীগণকে, তাঁহাদের পুত্রগণকে, পিতামাতা শূরসেন ও মারিষাকে, ভ্রাতৃগণের পত্নীগণকে এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কথোপকথনের দ্বারা স্বজনগণের বিরহজনিত দুঃখ দূর করিলেন ॥ ১৭ ॥

শ্রীধর—প্রোৎফুল্লৈর্ব্বক্ত্রসরোরুহৈঃ শ্রীঃ শোভা যেষাং তে ॥ ১৪ ॥ অতিসৌহৃদেন যৎ স্মিতং তেনামলাঃ অপাঙ্গৈর্দৃশো দৃষ্টয়ো যাসাং তাঃ, মিথঃ পরস্পরং সংবীক্ষ্য দোর্ভিরভিরেভিরে আলিঙ্গনং কৃতবত্যঃ ॥ ১৫-১৬ ॥ সঙ্কথয়া মিথঃ সপ্রেমগোষ্ঠ্যা ॥১৭ ॥

শ্রীকুন্ত্যুবাচ

আর্য্য ! ভ্রাতরহং মন্যে আত্মানমকৃতাশিষম্ ।
যদ্বা আপৎসু মদ্বার্ত্তাং নানুস্মরথ সত্তমাঃ ॥ ১৮ ॥
সুহৃদো জ্ঞাতয়ঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পিতরাবপি ।
নানুস্মরন্তি স্বজনং যস্য দৈবমদক্ষিণম্ ॥ ১৯ ॥

শ্রীবসুদেব উবাচ

অম্ব ! মাস্মানসূয়েথা দৈবক্রীড়নকান্ নরান্ ।
ঈশস্য হি বশে লোকঃ কুরুতে কার্য্যতেঽথবা ॥ ২০ ॥

অন্বয়—শ্রীকুন্তী উবাচ (কুন্তীদেবী বসুদেবকে বলিলেন) আর্য্য ! ভ্রাতঃ ! (হে আর্য্য ! হে ভ্রাতঃ !) অহম্ (আমি) আত্মানম্ (নিজেকে) অকৃতাশিষং (অননুষ্ঠিতপুণ্যা অর্থাৎ ভাগ্যহীনা বলিয়া) মন্যে (মনে করিতেছি), যৎ (যেহেতু) সত্তমাঃ [অপি যূয়ং] (সজ্জনশ্রেষ্ঠ হইয়াও আপনারা) আপৎসু বৈ (আপৎকালেও) মদ্বার্ত্তাং ন অনুস্মরথ (আমার সংবাদ লন না) ॥ ১৮ ॥

[হে ভ্রাতঃ !] যস্য দৈবম্ অদক্ষিণম্ (যাহার দৈব প্রতিকূল), স্বজনম্ [অপি তং] সেই ব্যক্তি স্বজন হইলেও তাহাকে) সুহৃদঃ জ্ঞাতয়ঃ (সুহৃদ্গণ, জ্ঞাতিগণ), পুত্রাঃ (পুত্রগণ), ভ্রাতরঃ (ভ্রাতৃগণ) পিতরৌ অপি (এবং মাতা পিতা কেহই) ন অনুস্মরন্তি (স্মরণ করেন না) [দৈবই আমার প্রতিকূল, আপনাদের দোষ কি ?] ॥ ১৯ ॥

শ্রীবসুদেবঃ উবাচ (বসুদেব বলিলেন) অম্ব ! (হে কল্যাণি ভগিনি !) দৈবক্রীড়নকান্ নরান্ অস্মান্ (আমরা মনুষ্য, দৈবের ক্রীড়ার বস্তু, সুতরাং আমাদিগকে) মা অসূয়েথাঃ (দোষদৃষ্টিতে দেখিও না), লোকঃ (মানুষ) ঈশস্য বশে [তিষ্ঠন্] হি (পরমেশ্বরের বশে থাকিয়াই) কুরুতে (কার্য্য করে), অথবা কার্য্যতে (কিম্বা করিতে বাধ্য হয়) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—তখন কুন্তীদেবী বসুদেবকে বলিলেন—হে আর্য্য ! হে ভ্রাতঃ ! আমি নিজকে ভাগ্যহীনা বলিয়া মনে করিতেছি ; যেহেতু সজ্জনশ্রেষ্ঠ হইয়াও আপনারা বিপৎকালেও আমার সংবাদ লইতেছেন না ॥ ১৮ ॥ হে ভ্রাতঃ ! যাহার দৈব প্রতিকূল সেই ব্যক্তি স্বজন হইলেও সুহৃদ্গণ, জ্ঞাতিগণ, পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ ও মাতা পিতা কেহই তাহাকে স্মরণ করেন না। দৈবই আমার প্রতিকূল ; আপনাদের দোষ কি ? ॥ ১৯ ॥ বসুদেব বলিলেন—হে কল্যাণি ভগিনি ! আমরা মনুষ্য, দৈবের ক্রীড়ার বস্তু, সুতরাং আমাদিগকে দোষ দৃষ্টিতে দেখিও না। জনগণ পরমেশ্বরের বশে থাকিয়াই কার্য্য করে কিম্বা করিতে বাধ্য হয় ॥ ২০ ॥

শ্রীধর—তামেব বসুদেবপৃথয়োঃ সঙ্কথামাহ—আর্য্যেত্যাদিচতুর্ভিঃ। অকৃতাশিষমপূর্ণমনোরথম্ ॥ ১৮ ॥ যস্য দৈবম্ অদক্ষিণম্ অননুকূলং তং স্বজনমপি সন্তং সুহৃদাদয়ো নানুস্মরন্তি। অতো মম দৈবং প্রতিকূলং যুষ্মাকং কোঽপরাধঃ ইতি ভাবঃ ॥ ১৯-২০ ॥

কংসপ্রতাপিতাঃ সর্ব্বে বয়ং যাতা দিশং দিশম্।
এতর্হ্যেব পুনঃ স্থানং দৈবেনাসাদিতাঃ স্বসঃ। ॥ ২১ ॥

শ্রীশুক উবাচ

বসুদেবোগ্রসেনাদ্যৈর্যদুভিস্তেঽর্চ্চিতা নৃপাঃ।
আসন্নচ্যুতসন্দর্শপরমানন্দনির্বৃতাঃ ॥ ২২ ॥
ভীষ্মো দ্রোণোঽম্বিকাপুত্রো গান্ধারী সসুতা তথা।
সদারাঃ পাণ্ডবাঃ কুন্তী সঞ্জয়ো বিদুরঃ কৃপঃ ॥ ২৩ ॥
কুন্তিভোজো বিরাটশ্চ ভীষ্মকো নগ্নজিন্মহান্।
পুরুজিদ্ দ্রুপদঃ শল্যো ধৃষ্টকেতুঃ স কাশিরাট্ ॥ ২৪ ॥
দমঘোষো বিশালাক্ষো মৈথিলো মদ্রকেকয়ৌ।
যুধামন্যুঃ সুশর্ম্মা চ সসুতা বাহ্লিকাদয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—স্বসঃ। (হে ভগিনি!) বয়ং সর্ব্বে (আমরা সকলে) কংসপ্রতাপিতাঃ [সন্তঃ] (কংসকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া) দিশং দিশং যাতাঃ (নানাদিকে চলিয়া গিয়াছিলাম) এতর্হি এব (সম্প্রতিই) দৈবেন (দৈবানুকূল্যে) পুনঃ স্থানম্ আসাদিতাঃ (পুনরায় নিজ স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ২১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] তে নৃপাঃ (পূর্ব্বোক্ত রাজগণ) বসুদেবোগ্রসেনাদ্যৈঃ যদুভিঃ (বসুদেব ও উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণকর্ত্তৃক) অর্চ্চিতাঃ [সন্তঃ] (পূজিত হইয়া) অচ্যুতসন্দর্শপরমানন্দনির্বৃতাঃ আসন্ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সন্দর্শনজনিত পরমানন্দে নিমগ্ন হইলেন) ॥ ২২ ॥

[হে রাজন্!] ভীষ্মঃ (ভীষ্ম), দ্রোণঃ (দ্রোণ), অম্বিকাপুত্রঃ (ধৃতরাষ্ট্র), সসুতা গান্ধারী (দুর্য্যোধনাদি পুত্রগণের সহিত গান্ধারী), তথা সদারাঃ পাণ্ডবাঃ (সস্ত্রীক যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ), কুন্তী (কুন্তী), সঞ্জয়ঃ (সঞ্জয়), বিদুরঃ (বিদুর), কৃপঃ (কৃপাচার্য্য),, কুন্তিভোজঃ (কুন্তিভোজ), বিরাটঃ চ (বিরাট), ভীষ্মকঃ (ভীষ্মক), মহান্ নগ্নজিৎ (নরশ্রেষ্ঠ নগ্নজিৎ), পুরুজিৎ (পুরুজিৎ), দ্রুপদঃ (দ্রুপদ), শল্যঃ (শল্য), ধৃষ্টকেতুঃ (ধৃষ্টকেতু), সঃ কাশীরাট্ (প্রসিদ্ধ কাশীরাজ), দমঘোষঃ (দমঘোষ), বিশালাক্ষঃ (বিশালাক্ষ), মৈথিলঃ (মৈথিল), মদ্রকেকয়ৌ (মদ্র, কেকয়), যুধামন্যুঃ (যুধামন্যু), সুশর্ম্মা (সুশর্ম্মা) সসুতাঃ বাহ্লিকাদয়ঃ চ (এবং পুত্রগণের সহিত বাহ্লিক প্রভৃতি) [রাজন্যাঃ তত্র সমাগতাঃ আসন্] (ক্ষত্রিয়গণ তথায় সমুপস্থিত হইয়াছিলেন) ॥ ২৩—২৫ ॥

অনুবাদ হে ভগিনি! আমরা কংসকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া নানাদিকে চলিয়া গিয়াছিলাম। সম্প্রতিই দৈবের আনুকূল্যে পুনরায় স্বস্থান প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ২১ ॥ শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! পূর্ব্বোক্ত রাজগণ বসুদেব ও উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইলেন ॥ ২২ ॥ হে রাজন্! ভীষ্ম, দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধনাদি পুত্রগণের সহিত গান্ধারী, সস্ত্রীক যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ, কুন্তী, সঞ্জয়, বিদুর, কৃপাচার্য্য, কুন্তিভোজ, বিরাট, ভীষ্মক, নরশ্রেষ্ঠ নগ্নজিৎ, পুরুজিৎ, দ্রুপদ, শল্য, ধৃষ্টকেতু প্রসিদ্ধ কাশিরাজ, দমঘোষ, বিশালাক্ষ, মৈথিল, মদ্র, কেকয়, যুধামন্যু, সুশর্ম্মা এবং পুত্রগণের সহিত বাহ্লিক প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ তথায় সমুপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ২৩—২৫ ॥

শ্রীধর—ঈশবশত্বমেবাহ—কংসপ্রতাপিতা ইতি। হে স্বসঃ! এতর্হ্যেব সম্প্রত্যেব ॥ ২১—২৫॥

রাজানো যে চ রাজেন্দ্র! যুধিষ্ঠিরমনুব্রতাঃ।
শ্রীনিকেতং বপুঃ শৌরেঃ সস্ত্রীকা বীক্ষ্য বিস্মিতাঃ ॥ ২৬ ॥
অথ তে রামকৃষ্ণাভ্যাং সম্যক্‌প্রাপ্তসমর্হণাঃ।
প্রশশংসুর্মুদা যুক্তা বৃষ্ণীন্ কৃষ্ণপরিগ্রহান্ ॥ ২৭ ॥
অহো ভোজপতে! যূয়ং জন্মভাজো নৃণামিহ।
যৎ পশ্যথাসকৃৎ কৃষ্ণং দুর্দর্শমপি যোগিনাম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—রাজেন্দ্র! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) যে চ রাজানঃ (যে সকল রাজা) যুধিষ্ঠিরম্ অনুব্রতাঃ [আসন্] (রাজসূয়োপলক্ষে দিগ্‌বিজয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগত হইয়াছিলেন) [তে] (তাঁহারা) সস্ত্রীকাঃ (নিজ নিজ পত্নীর সহিত) শৌরেঃ শ্রীনিকেতং বপুঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশোভাসম্পদ্‌যুক্ত শরীর) বীক্ষ্য (দর্শন করিয়া) বিস্মিতাঃ [অভবন্] (বিস্মিত হইলেন) ॥ ২৬ ॥

অথ (অনন্তর) তে [রাজানঃ] (সেই সকল রাজা) রামকৃষ্ণাভ্যাং (বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে) সম্যক্‌প্রাপ্তসমর্হণাঃ (সম্যক্ পূজা প্রাপ্ত) মুদা যুক্তাঃ [চ সন্তঃ] (ও আনন্দিত হইয়া) কৃষ্ণপরিগ্রহান্ বৃষ্ণীন্ প্রশশংসুঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরিজন যাদবগণের সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করতঃ তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে লাগিলেন) ॥ ২৭ ॥

[তাঁহারা বলিলেন]—অহো! ভোজপতে! (অহো! হে ভোজরাজ!) ইহ (এই জগতে) নৃণাং [মধ্যে] (মনুষ্যদিগের মধ্যে) যূয়ম্ [এব] (আপনারাই) জন্মভাজঃ (সার্থক জন্ম লাভ করিয়াছেন); যৎ (কারণ) [যূয়ং] (আপনারা) যোগিনাম্ অপি দুর্দর্শং কৃষ্ণং (যোগিগণেরও দুর্লভদর্শন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) অসকৃৎ পশ্যথ (বারংবার দর্শন করিয়া থাকেন) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যে সকল রাজা রাজসূয়োপলক্ষে দিগ্‌বিজয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা নিজ নিজ পত্নীগণের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সকল শোভাসম্পদ্‌যুক্ত বিগ্রহ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন ॥ ২৬ ॥ অনন্তর সেই সকল রাজা, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে সম্যক্ পূজাপ্রাপ্ত হইয়া ও আনন্দিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরিজন যাদবগণের সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করতঃ তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ তাঁহারা বলিলেন—অহো! হে ভোজপতে! এই জগতে আপনারাই সার্থক জন্ম লাভ করিয়াছেন। কারণ আপনারা যোগিগণেরও দুর্দর্শ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বারংবার দর্শন করিতেছেন ॥ ২৮ ॥

শ্রীধর—যুধিষ্ঠিরং যেঽনুব্রতাস্তে রাজসূয়ে জিতত্বাৎ, শ্রীর্লক্ষ্মীঃ কনকরেখাকারা তস্যাঃ নিকেতং স্থানম্। যদ্বা শ্রীঃ সরস্বতী তস্যাঃ নিকেতমিব নিকেতং জ্ঞানময়ত্বাৎ ছন্দোময়ত্বাচ্চ যদ্বা শ্রী ত্রিবর্গসম্পদ্ বিভূতিরৈশ্বর্য্যং শোভা চ, বপতি সর্ব্বত্রারোপয়তি বপুঃ তাসামারোপকস্থানং নরাকাররূপমিত্যর্থঃ, বিস্মিতা আসন্ ॥ ২৬-২৭ ॥ জন্মভাজো নৃণাং মধ্যে সফলজন্মানঃ ॥ ২৮ ॥

যদ্বিশ্রুতিঃ শ্রুতিনুতেদমলং পুনাতি পাদাবনেজনপয়শ্চ বচশ্চ শাস্ত্রম্।
ভূঃ কালভর্জ্জিতভগাপি যদঙ্ঘ্রি-পদ্ম-স্পর্শোত্থশক্তিরভিবর্ষতি নোঽখিলার্থান্॥ ২৯ ॥
তদ্দর্শনস্পর্শনানুপথপ্রজল্প-শয্যাসনাশন-সযৌনসপিণ্ডবন্ধঃ।
যেষাং গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বর্ত্ততাং বঃ স্বর্গাপবর্গবিরমঃ স্বয়মাস বিষ্ণুঃ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—যৎ (যাঁহার) শ্রুতিনুতা বিশ্রুতিঃ (বেদকর্ত্তৃক কীর্ত্তিতা কীর্ত্তি), পাদাবনেজনপয়ঃ চ (পাদপ্রক্ষালন জল গঙ্গা), বচঃ শাস্ত্রং চ (ও বাক্যরূপ বেদশাস্ত্র) ইদং [বিশ্বম্] (এই বিশ্বকে) অলং পুনাতি (অতিশয় পবিত্র করিতেছে) [কিঞ্চ] (আর) কালভর্জ্জিতভগা অপি ভূঃ (কালক্রমে পৃথিবীর মাহাত্ম্য দগ্ধ অর্থাৎ বিনষ্ট হইলেও এই পৃথিবী) যদঙ্ঘ্রিপদ্মস্পর্শোত্থশক্তিঃ [সতী] (যাঁহার পাদপদ্মস্পর্শে প্রবুদ্ধশক্তিসম্পন্না হইয়া) নঃ (আমাদিগকে) অখিলার্থান্ অভিবর্ষতি (অখিল অভীষ্ট বস্তু প্রদান করিতেছে), তৎ [সহ] (সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত) [বঃ] (আপনাদিগের) দর্শনস্পর্শনানুপথপ্রজল্প-শয্যাসনাশনসযৌনসপিণ্ডবন্ধঃ [অস্তি] (দর্শন, স্পর্শন, অনুগমন, কথোপকথন, শয়ন, উপবেশন, ও ভোজন-সমন্বিত বিবাহসম্বন্ধ ও দেহসম্বন্ধ আছে); স্বর্গাপবর্গবিরমঃ স্বয়ং বিষ্ণুঃ (যিনি জীবকে উত্তম ভোগ স্বর্গ ও মোক্ষ প্রদানে তৃষ্ণাশূন্য করিয়া থাকেন, সেই সাক্ষাৎ বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ) নিরয়বর্ত্মনি বর্ত্ততাং যেষাং বঃ গৃহে (প্রবৃত্তিমার্গে অবস্থিত আপনাদিগের গৃহে) আস (আবির্ভূত হইয়াছেন)! [অতঃ যূয়ং জন্মভাজঃ] (অতএব আপনারা সার্থক জন্ম লাভ করিয়াছেন)॥ ২৯-৩০ ॥

অনুবাদ—যাঁহার বেদকর্ত্তৃক কীর্ত্তিতা কীর্ত্তি, পাদপ্রক্ষালনজল গঙ্গা এবং বাক্যরূপ বেদশাস্ত্র এই বিশ্বকে অতিশয় পবিত্র করিতেছে আর কালক্রমে পৃথিবীর মাহাত্ম্য বিনষ্ট হইলেও এই পৃথিবী যাঁহার পাদস্পর্শে প্রবুদ্ধশক্তিসম্পন্না হইয়া আমাদিগকে সকলপ্রকার অভীষ্ট বস্তু প্রদান করিতেছে, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত আপনাদিগের দর্শন, স্পর্শন, অনুগমন, কথোপকথন, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনসমন্বিত বিবাহসম্বন্ধ ও দেহসম্বন্ধ আছে; যিনি জীবগণকে উত্তম ভোগ স্বর্গ ও মোক্ষ প্রদানে তৃষ্ণাশূন্য করিয়া থাকেন, সেই সাক্ষাৎ বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ, প্রবৃত্তিমার্গে অবস্থিত আপনাদিগের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন; অতএব আপনারা সার্থক জন্ম লাভ করিয়াছেন॥ ২৯-৩০ ॥

শ্রীধর—কিঞ্চ ন কেবলং তস্য দর্শনমেব, অপি তু অত্যন্তদুর্লভং বহুতরং যুষ্মাকং স্বতঃ সম্পন্নমিত্যাহুঃ—যদ্বিশ্রুতিরিতি দ্বাভ্যাম্। যদিতি পৃথক্পদম্ যস্যেত্যর্থঃ, বিশ্রুতিঃ কীর্ত্তিঃ শ্রুতিভির্নুতা বেদৈঃ স্তুতা ইদং বিশ্বমলমত্যর্থং পুনাতি, যদ্বিশ্রুতিশ্রুতিরমীবমলমিতি পাঠে শ্রুতিঃ শ্রবণম্ অমীবং পাপমিতি, যস্য পাদাবনেজনপয়ো গঙ্গা চ, যস্য বচো বাক্যরূপং শাস্ত্রঞ্চ বেদাখ্যং বিশ্বং পুনাতি, কিঞ্চ কালেন ভর্জ্জিতং দগ্ধং ভগং মাহাত্ম্যং যস্যাঃ সা তথাবিধাপি ভূর্যস্যাঙ্ঘ্রি-পদ্মস্পর্শেন উত্থা আবির্ভূতা শক্তির্যস্যাঃ সা নোঽস্মাকমখিলানর্থান্ অভিতো বর্ষতি॥ ২৯ ॥ দর্শনঞ্চ স্পর্শনঞ্চ অনুপথোঽনুগতিশ্চ প্রজল্পো গোষ্ঠী চ শয্যা শয়নঞ্চ আসনঞ্চ অশনং ভোজনঞ্চ যৌনং বিবাহসম্বন্ধস্তেন সহ বর্ত্তমানঃ সপিণ্ডবন্ধো দৈহিকসম্বন্ধঃ, তেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ দর্শনাদ্যুপলক্ষিতঃ সযৌনঃ সপিণ্ডবন্ধো যেষাং বোঽস্তি, কিঞ্চ যেষাং বো গৃহে বিষ্ণুঃ স্বয়মাস আবিরভূৎ। নিরয়বর্ত্মনি প্রবৃত্তিমার্গে বর্ত্তমানানাং স্বর্গাপবর্গাভ্যাং বিরময়তি বিতৃষ্ণান্ করোতীতি তথা সঃ। তে যূয়ং জন্মভাজ ইতি। যদ্বা তদিতি সামান্যনির্দ্দেশঃ, স ইত্যর্থঃ, স বিষ্ণুঃ স্বয়ং যেষাং বো নিরয়বর্ত্মনি সংসারকারণে গৃহে বর্ত্তমানানামপি বধ্যতে সম্বধ্যত ইতি বন্ধো দর্শনাদিভিঃ সম্বন্ধঃ সন্ স্বর্গাপবর্গবিরম আস পরমসুখপ্রদো বভূবেত্যর্থঃ॥ ৩০ ॥

শ্রীশুক উবাচ

নন্দস্তত্র যদূন্ প্রাপ্তান্ জ্ঞাত্বা কৃষ্ণপুরোগমান্।
তত্রাগমদ্ বৃতো গোপৈরনঃস্থার্থৈর্দিদৃক্ষয়া ॥ ৩১ ॥
তং দৃষ্ট্বা বৃষ্ণয়ো হৃষ্টাস্তন্বঃ প্রাণমিবোত্থিতাঃ।
পরিষস্বজিরে গাঢ়ং চিরদর্শনকাতরাঃ ॥ ৩২ ॥
বসুদেবঃ পরিষ্বজ্য সংপ্রীতঃ প্রেমবিহ্বলঃ।
স্মরন্ কংসকৃতান্ ক্লেশান্ পুত্রন্যাসঞ্চ গোকুলে ॥ ৩৩ ॥
রামকৃষ্ণৌ পরিষ্বজ্য পিতরাবভিবাদ্য চ।
ন কিঞ্চনোচতুঃ প্রেম্ণা সাশ্রুকণ্ঠৌ কুরূদ্বহ। ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব কহিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।] নন্দঃ (গোপরাজ নন্দ) কৃষ্ণপুরোগমান্ যদূন্ (শ্রীকৃষ্ণপ্রমুখ যাদবগণ) তত্র প্রাপ্তান্ জ্ঞাত্বা (তথায় সমুপস্থিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া) দিদৃক্ষয়া (তাঁহাদিগকে দেখিবার ইচ্ছায়) গোপৈঃ বৃতঃ [সন্] (গোপগণে পরিবৃত হইয়া) অনঃস্থার্থৈঃ [সহ] (শকটস্থ দ্রব্য সামগ্রী লইয়া) তত্র আগমৎ (তথায় আগমন করিলেন) ॥ ৩১ ॥

চিরদর্শনকাতরাঃ বৃষ্ণয়ঃ (বহুকাল যাবৎ দর্শন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত যাদবগণ) তং দৃষ্ট্বা (গোপরাজ নন্দকে দর্শন করিয়া) তন্বঃ প্রাণম্ ইব (মূর্চ্ছাপগমে অঙ্গসমূহ যেমন পঞ্চবৃত্তি প্রাণকে প্রাপ্ত হইয়া সমুত্থিত ও আনন্দিত হয়, সেইরূপ) উত্থিতাঃ হৃষ্টাঃ [চ সন্তঃ] (সমুত্থিত ও আনন্দিত হইয়া) গাঢ়ং পরিষস্বজিরে (গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন) ॥ ৩২ ॥

[তদা] বসুদেবঃ (তখন বসুদেব) কংসকৃতান্ ক্লেশান্ (কংসকৃত ক্লেশসমূহ) গোকুলে পুত্রন্যাসং চ (এবং গোকুলে পুত্র রাখিয়া আসিবার কথা) স্মরন্ (স্মরণ করতঃ) প্রেমবিহ্বলঃ [সন্] (প্রেমে বিহ্বল হইয়া) [নন্দং] পরিষ্বজ্য (গোপরাজ নন্দকে আলিঙ্গন করিয়া) সংপ্রীতঃ [বভূব] (সম্যক্ প্রীত হইলেন) ॥ ৩৩ ॥

কুরূদ্বহ। (হে কুরুবংশধর পরীক্ষিৎ।) [তদা] রামকৃষ্ণৌ (তখন বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ) পিতরৌ অভিবাদ্য পরিষ্বজ্য চ (পিতামাতা নন্দ ও যশোদাকে অভিবাদন ও আলিঙ্গন করিয়া) প্রেম্ণা সাশ্রুকণ্ঠৌ [সন্তৌ] (প্রেমবশতঃ কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হওয়ায়) কিঞ্চন ন উচতুঃ (কিছুই বলিতে পারিলেন না) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ। শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ যাদবগণ তথায় সমুপস্থিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া গোপরাজ নন্দ গোপগণে পরিবৃত হইয়া শকটস্থ দ্রব্য সামগ্রী লইয়া তথায় আগমন করিলেন ॥ ৩১ ॥ যাদবগণ বহুকাল যাবৎ নন্দাদি গোপগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন ; তখন তাঁহারা গোপরাজ নন্দকে দর্শন করিয়া মূর্চ্ছাপগমে অঙ্গসমূহ যেমন পঞ্চবৃত্তি প্রাণকে প্রাপ্ত হইয়া সমুত্থিত ও আনন্দিত হয়, সেইরূপ সমুত্থিত ও আনন্দিত হইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৩২ ॥ তখন বসুদেব কংসকৃত ক্লেশসমূহ এবং গোকুলে পুত্র রাখিয়া আসিবার কথা স্মরণ করতঃ প্রেমে বিহ্বল হইয়া গোপরাজ নন্দকে আলিঙ্গন করিয়া সম্যক্ প্রীত হইলেন ॥ ৩৩ ॥ হে কুরুবংশধর পরীক্ষিৎ। তখন বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতা নন্দ ও যশোদাকে অভিবাদন ও আলিঙ্গন করিলেন ; প্রেমবশতঃ তাঁহাদের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হওয়ায় তাঁহারা পিতামাতাকে কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ৩৪ ॥

তাবাত্মাসনমারোপ্য বাহুভ্যাং পরিরভ্য চ।
যশোদা চ মহাভাগা সুতৌ বিজহতুঃ শুচঃ ॥ ৩৫ ॥
রোহিণী দেবকী চাথ পরিষজ্য ব্রজেশ্বরীম্।
স্মরন্ত্যৌ তৎকৃতাং মৈত্রীং বাষ্পকণ্ঠ্যৌ সমূচতুঃ ॥ ৩৬ ॥
কা বিস্মরেত বাং মৈত্রীমনিবৃত্তাং ব্রজেশ্বরি।
অবাপ্যাপ্যৈন্দ্রমৈশ্বর্য্যং যস্যা নেহ প্রতিক্রিয়া। ৩৭ ॥
এতাবদৃষ্টপিতরৌ যুবয়োঃ স্ম পিত্রোঃ সম্প্রীণনাভ্যুদয়পোষণপালনানি।
প্রাপ্যোষতুর্ভবতি। পক্ষ্ম হ যদ্বদক্ষ্ণোর্ন্যস্তাবকুত্র চ ভয়ৌ ন সতাং পরঃ স্বঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়—[নন্দঃ] মহাভাগা যশোদা চ (গোপরাজ নন্দ ও মহাভাগা যশোদা) তৌ সুতৌ (সেই পুত্রদ্বয়কে) আত্মাসনম্ আরোপ্য (নিজেদের আসনে বসাইয়া) বাহুভ্যাং পরিরভ্য চ (ও বাহুযুগলের দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া) শুচঃ বিজহতুঃ (দুঃখ দূর করিলেন)॥ ৩৫ ॥

অথ (অনন্তর) রোহিণী দেবকী চ (বসুদেবপত্নী রোহিণী ও দেবকী) ব্রজেশ্বরীং পরিষজ্য (ব্রজেশ্বরী যশোদাকে আলিঙ্গন করিয়া) তৎকৃতাং মৈত্রীং স্মরন্ত্যৌ (তৎকৃত মিত্রতা স্মরণ করিতে করিতে) বাষ্পকণ্ঠ্যৌ [সত্যৌ] (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) সমূচতুঃ (বলিতে লাগিলেন) ॥ ৩৬ ॥

ব্রজেশ্বরি! (হে ব্রজেশ্বরি!) বাং (তোমাদের) অনিবৃত্তাং মৈত্রীং (বিনা কারণে অনুবর্ত্তমান মিত্রতা) কা বিস্মরেত (কোন্ রমণী বিস্মৃত হইতে পারে?) ঐন্দ্রম্ ঐশ্বর্য্যম্ অবাপ্য অপি (ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও) ইহ (এই সংসারে) যস্যাঃ (যে মিত্রতার) প্রতিক্রিয়া [কর্ত্তুং] ন [শক্যতে] (প্রত্যুপকার করা যাইতে পারে না) ॥ ৩৭ ॥

ভবতি (হে ব্রজেশ্বরি!) এতৌ (এই বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ) অদৃষ্টপিতরৌ (প্রথমে জনক পিতামাতাকে দেখে নাই)। অক্ষ্ণোঃ (রক্ষকং] পক্ষ্ম যদ্বৎ [তথা] (চক্ষুর রক্ষক পক্ষ্মের ন্যায়) [রক্ষকয়োঃ] পিত্রোঃ যুবয়োঃ (রক্ষক পিতামাতা তোমাদের নিকটে) ন্যস্তৌ (অর্পিত হইয়াছিল, এই অবস্থায় তাহারা) সম্প্রীণনাভ্যুদয়পোষণপালনানি প্রাপ্য (তোমাদের নিকটে চুম্বনাদির দ্বারা লালন, নামকরণাদির দ্বারা অভ্যুদয়, দুগ্ধাদির দ্বারা পোষণ ও ভয় হইতে রক্ষা পাইয়া। অকুত্র চ ভয়ৌ [ভূত্বা] (এবং সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে ভয় রহিত হইয়া) ঊষতুঃ হ স্ম (বাস করিয়াছিল)। [শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে ঐরূপে পালন করা তোমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক হয় নাই,] কারণ সতাং স্বঃ পরঃ ন [অস্তি] (সজ্জনগণের "ইনি নিজ, ইনি পর" এইরূপ ভেদবুদ্ধি নাই) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—গোপরাজ নন্দ ও মহাভাগ্যশালিনী যশোদা পুত্রদ্বয়কে নিজেদের কোলে বসাইয়া ও বাহুযুগলের দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ অনন্তর বসুদেব-পত্নী রোহিণী ও দেবকী, ব্রজেশ্বরী যশোদাকে আলিঙ্গন করিয়া তৎকৃত মিত্রতা স্মরণ করিতে করিতে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ হে ব্রজেশ্বরি! আমাদের পুত্রদ্বয় ব্রজ পরিত্যাগ করিয়া

শ্রীধর—বসুদেবস্তং পরিষজ্য প্রেমবিহ্বলো বভূবেতি শেষঃ ॥ ৩৩-৩৪ ॥ তৌ সুতৌ পরিরভ্য নন্দো যশোদা চ বিরহশোকান্ বিজহতুঃ তত্যজতুঃ। যদ্বা শুচোঽশ্রূণি বিজহতুর্মুমুচতুরিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ ব্রজেশ্বরীং যশোদাম্ ॥ ৩৬ ॥ অনিবৃত্তাং নিবৃত্তিকারণে সত্যপি অনুবর্ত্তমানাম্ ॥ ঐন্দ্রমৈশ্বর্য্যং প্রাপ্যাপি যস্যাঃ প্রতিক্রিয়া কর্ত্তুং ন শক্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীশুক উবাচ

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্ ॥ ৩৯ ॥
ভগবাংস্তাস্তথাভূতা বিবিক্ত উপসঙ্গতঃ।
আশ্লিষ্যানাময়ং পৃষ্ট্বা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।] সর্ব্বাঃ গোপ্যঃ চ (গোপীগণও) যৎ-প্রেক্ষণে (যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনবিষয়ে) দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং (অনিমেষ লোচনে দর্শন করিতে পারিতেছিলেন না বলিয়া চক্ষুর পক্ষ্মনির্ম্মাতা বিধাতাকে) শপন্তি (নিন্দা করিতেছিলেন), [তম্] অভীষ্টং কৃষ্ণম্ (সেই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে) চিরাৎ (বহুকাল পরে) উপলভ্য (দর্শন করিয়া) দৃগ্‌ভিঃ হৃদীকৃতং [তম্] (নয়নদ্বার দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া তাঁহাকে) অলং পরিরভ্য (পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করতঃ) নিত্যযুজাম্ অপি দুরাপং (যোগিগণেরও দুর্ল্লভ) তদ্ভাবম্ আপুঃ (ভক্তিভাব প্রাপ্ত হইলেন) ॥ ৩৯ ॥

[অথ] ভগবান্ (অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তথাভূতাঃ তাঃ বিবিক্তে উপসঙ্গতঃ (ঐরূপ ভক্তিভাবাপন্না গোপীগণের সহিত নির্জ্জন স্থানে মিলিত হইয়া) আশ্লিষ্য অনাময়ং পৃষ্ট্বা (আলিঙ্গন করতঃ কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া) প্রহসন্ (হাসিতে হাসিতে) ইদম্ অব্রবীৎ (এইরূপ বলিলেন) ॥ ৪০ ॥

আসিয়াছে; এক্ষণে আর আমাদিগের প্রতি সৌহার্দ্দ থাকার কোনও হেতু নাই। তথাপি আমাদের প্রতি তোমাদের মিত্রতা বর্ত্তমান রহিয়াছে; বিনা কারণে বিদ্যমান তোমাদের এই মিত্রতা কোন্ রমণী বিস্মৃত হইতে পারে? এই সংসারে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও এই মিত্রতার প্রত্যুপকার করা যাইতে পারে না। ॥ ৩৭ ॥ হে ব্রজেশ্বরি! এই বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে জনক পিতা-মাতাকে দেখিতে পায় নাই। চক্ষুর রক্ষক পক্ষ্মের ন্যায় ইহারা রক্ষক পিতা-মাতা তোমাদের নিকটে অর্পিত হইয়াছিল, এই অবস্থায় তাহারা তোমাদের নিকটে লালন, অভ্যুদয়, পোষণ ও পালন প্রাপ্ত হইয়া এবং সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে ভয়রহিত হইয়া বাস করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে ঐরূপে পালন করা তোমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক হয় নাই; কারণ সজ্জনগণের "ইনি নিজ, ইনি পর" এইরূপ ভেদবুদ্ধি নাই ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ। গোপীগণও তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অনিমেষ নয়নে দর্শন করিতে পারিতেছিলেন না বলিয়া চক্ষুর পক্ষ্মনির্ম্মাতা বিধাতাকে নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা সেই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে বহুকাল পরে দর্শন করিয়া নয়নদ্বার দিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করতঃ যাহা যোগিগণেরও দুর্ল্লভ, তাদৃশ ভক্তিভাব প্রাপ্ত হইলেন ॥৩৯॥ অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপ ভক্তিভাবাপন্না গোপীগণের সহিত নির্জ্জনস্থানে মিলিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করতঃ কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া হাসিতে হাসিতে এইরূপ বলিলেন ॥ ৪০ ॥

শ্রীধর—তৎকৃতাং মৈত্রীমাহতুঃ—এতাবিতি। ন দৃষ্টৌ পিতরৌ যাভ্যাং তৌ, বস্তুতস্তু অজন্মত্বাদেবাদৃষ্টপিতরৌ। হে ভবতি! যুবয়োঃ পিত্রোর্ন্যস্তাবেতৌ সম্প্রীণনাদীনি প্রাপ্য অকুত্র চ ভয়ৌ কচিদপি ভয়রহিতৌ ভূত্বা উষতুরুষাঞ্চক্রতুঃ। কথম্ভূতয়োঃ? অক্ষোর্নেত্রয়োঃ রক্ষকং পক্ষ্ম যদ্বৎ তথা রক্ষকয়োঃ। যুক্তঞ্চ যুবয়োরেতৎ যতঃ সতাং পরঃ স্ব ইতি বৈষম্যম্ নাস্তি ॥ ৩৮ ॥

অপি স্মরথ নঃ সখ্যঃ! স্বানামর্থচিকীর্ষয়া।
গতাংশ্চিরায়িতান্ শত্রুপক্ষ-ক্ষপণচেতসঃ ॥ ৪১ ॥
অপ্যবধ্যায়থাস্মান্ স্বিদকৃতজ্ঞাবিশঙ্কয়া।
নূনং ভূতানি ভগবান্ যুনক্তি বিযুনক্তি চ ॥ ৪২ ॥
বায়ুর্যথা ঘনানীকং তৃণংতূলং রজাংসি চ।
সংযোজ্যাক্ষিপতে ভূয়স্তথা ভূতানি ভূতকৃৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়—সখ্যঃ। (হে সখীগণ!) স্বানাম্ অর্থচিকীর্ষয়া (আত্মীয়-স্বজনের প্রয়োজন সম্পাদন করিবার ইচ্ছায়) গতান্ (আমরা তোমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছিলাম) শত্রুপক্ষক্ষপণচেতসঃ (এবং শত্রুপক্ষ ক্ষয় করিবার বিষয়ে আমাদের চিত্ত নিবেশিত হইয়াছিল), চিরায়িতান্ (সুতরাং তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমাদের বহু বিলম্ব হইয়াছে, এতাদৃশ) নঃ (আমাদিগকে) [যূয়ং] স্মরথ অপি? (তোমরা স্মরণ কর কি?) ॥ ৪১ ॥

যূযং] (তোমরা) অকৃতজ্ঞাবিশঙ্কয়া ("ইহারা অকৃতজ্ঞ" এইরূপ ঈষৎ আশঙ্কা করিয়া) অস্মান (আমাদিগকে) অবধ্যায়থ অপি স্বিং? (অবজ্ঞা করিতেছ কি?) [হে সখীগণ] ভগবান্ নূনং (ভগবান্ই) ভূতানি যুনক্তি বিযুনক্তি চ (প্রাণিগণকে সংযুক্ত ও বিযুক্ত করিয়া থাকেন)। [আমাদিগের প্রথমে মিলন এবং পরে বিয়োগও ভগবদিচ্ছায়ই হইয়াছিল] ॥ ৪২ ॥

বায়ুঃ যথা (বায়ু যেমন) ঘনানীকং তৃণং তূলং রজাংসি চ (মেঘসমূহ, তৃণ, তূলা ও ধূলিরাশিকে) [সংযোজ্য বিযোজয়তি] (সংযুক্ত করিয়া বিযুক্ত করে), তথা (সেইরূপ) ভূতকৃৎ (ভূতস্রষ্টা ভগবান) ভূতানি সংযোজ্য (ভূতগণকে সংযুক্ত করিয়া) ভূয়ঃ আক্ষিপতে (পুনরায় বিযুক্ত করিয়া থাকেন) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—হে সখীগণ! তোমরা কি আমাদিগকে স্মরণ কর? আমরা আত্মীয় স্বজনের প্রয়োজন সম্পাদন করিবার ইচ্ছায় তোমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছিলাম; শত্রুপক্ষ ক্ষয় করিতে আমাদের চিত্ত নিবেশিত হইয়াছিল; সুতরাং তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমাদের বহু বিলম্ব হইয়াছে ॥ ৪১ ॥ "ইনি অকৃতজ্ঞ" এইরূপ ঈষৎ আশঙ্কা করিয়া তোমরা আমাকে অবজ্ঞা করিতেছ কি? হে সখীগণ! ভগবান্ই প্রাণিগণকে সংযুক্ত ও বিযুক্ত করিয়া থাকেন। আমাদিগের প্রথমে মিলন এবং পরে বিয়োগও ভগবদিচ্ছায়ই হইয়াছিল ॥ ৪২ ॥ বায়ু যেমন মেঘসমূহ, তৃণ, তূলা ও ধূলিরাশিকে সংযুক্ত করিয়া পরে বিযুক্ত করে, সেইরূপ ভূতস্রষ্টা ভগবান্ ভূতগণকে সংযুক্ত করিয়া পরে বিযুক্ত করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধর—অভীষ্টত্বে লিঙ্গম্—যদ্ যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেক্ষণে দৃশিষু নেত্রেষু ব্যবধায়কং পক্ষকৃতং বিধাতারং শপন্তি। দৃগ্ভির্নেত্ররন্ধ্রৈর্দ্বারীকৃতং হৃদয়ে প্রবেশিতং পরিরভ্য তদ্ভাবং তদাত্মতাং প্রাপুঃ। অপি নিত্যযুক্তানামারূঢ়যোগিনামপি ॥৩৯-৪০॥ চিরায়িতান্ বিলম্বিতান্, অত্র হেতুঃ—শত্রূণাং পক্ষস্য ক্ষপণে চেতো যেষাং তান্ ॥ ৪১ ॥ অপি স্বিৎ কিংবা অস্মান্ অবধ্যাযথ অবজানীথ অকৃতজ্ঞা এতে ইত্যাবিশঙ্কয়া ঈষচ্ছঙ্কয়া, ন শঙ্কামাত্রং, নিশ্চিতমেবৈতৎ পরিত্যজ্য গতত্বাদিত্যত আহ—নূনমিতি ॥ ৪২ ॥

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ৪৪ ॥
অহং হি সর্ব্বভূতানামাদিরন্তোঽন্তরং বহিঃ।
ভৌতিকানাং যথা খং বার্ভূর্ব্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ! ॥ ৪৫ ॥
এবং হ্যেতানি ভূতানি ভূতেষ্বাত্মাত্মনা ততঃ।
উভয়ং ময্যথ পরে পশ্যতাভাতমক্ষরে ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়—[হে সখীগণ!] ময়ি ভক্তিঃ হি (আমার প্রতি যে ভক্তি, উহাই) ভূতানাম্ অমৃতত্বায় কল্পতে (প্রাণিগণের মোক্ষপ্রদান করিতে সমর্থ হয়)। ভবতীনাং (তোমাদিগের) মদাপনঃ মৎস্নেহঃ (মৎপ্রাপক মদ্‌ভক্তি) যৎ আসীৎ (যে হইয়াছে) [তৎ] দিষ্ট্যা (তাহা অতি ভাগ্যের কথা) ॥ ৪৪ ॥

অঙ্গনা.! (হে ললনাগণ!) খং বায়ুঃ জ্যোতিঃ বাঃ ভূঃ (আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী) যথা (যেমন) ভৌতিকানাং [পদার্থানাম্] (ভৌতিক পদার্থসমূহের) [আদিঃ অন্তঃ অন্তরং বহিঃ] (আদি, অন্ত, মধ্য ও বাহির) এবং হি (এইরূপেই) এতানি ভূতানি (এই আকাশাদি মহাভূতসমূহ) ভূতেষু [বর্ত্তন্তে] (ভৌতিক দেহসমূহে বর্ত্তমান আছে), আত্মা আত্মনা [তেষু] ততঃ (জীবাত্মা নিজের দ্বারাই সেই দেহে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন), অথ [এতৎ] উভয়ং (আর চিৎ আত্মা ও অচিৎ ভূতভৌতিক এই উভয় পদার্থই) অক্ষরে পরে ময়ি (নির্ব্বিকারস্বরূপ পরমপুরুষ আমাতে) আভাতং পশ্যত (প্রকাশমান রহিয়াছে, দেখ) ॥ ৪৫-৪৬ ॥

অনুবাদ—হে সখীগণ! আমার প্রতি যে ভক্তি, ঐ ভক্তিই প্রাণিগণের মোক্ষবিধান করিতে সমর্থ হয়। তোমাদিগের আমার প্রতি যে ভক্তিভাব জন্মিয়াছে, মৎপ্রাপক বলিয়া তাহা অতি ভাগ্যের বিষয় ॥ ৪৪ ॥ হে ললনাগণ! আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী যেমন ভৌতিক পদার্থসমূহের আদি অন্ত মধ্য ও বাহির, সেইরূপ আমিই সর্ব্বভূতের আদি অন্ত মধ্য ও বাহির ॥ ৪৫ ॥ এইরূপেই এই আকাশাদি মহাভূতসমূহ ভৌতিক দেহসমূহে বর্ত্তমান আছে। জীবাত্মা নিজের দ্বারাই দেহে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। হে সখীগণ! আর চিৎ আত্মা ও অচিৎ ভূত-ভৌতিক এই উভয় পদার্থ ই নির্ব্বিকার স্বরূপ পরমপুরুষ আমাতে প্রকাশমান রহিয়াছে, দেখ ॥ ৪৬ ।

শ্রীধর—এতৎ সদৃষ্টান্তমাহ—বায়ুরিতি। আক্ষিপতে আক্ষিপতি পৃথক্‌করোতীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ অপি চ অতিভদ্রমিদং ভূতম্, যদুত ভবতীনাং মদ্বিয়োগেন মৎপ্রেমাতিশয়ো জাত ইত্যাহ—ময়ীতি। ময়ি ভক্তিমাত্রমেব তাবদ-মৃতত্বায় কল্পত ইতি। যদুত ভবতীনাং মৎস্নেহ আসীৎ, তদ্দিষ্ট্যা অতিভদ্রম্। কুতঃ? মদাপনো মৎপ্রাপক ইতি ॥ ৪৪ ॥ কীদৃশস্ত্বং যং স্নেহেন প্রাপ্স্যাম ইত্যপেক্ষায়ামাত্মস্বরূপমাহ – অহং হীতি। হে অঙ্গনাঃ। ভৌতিকানাং শরাবসৈন্ধবাদীনাং যথা আকাশাদীনি পঞ্চমহাভূতানি আদ্যন্তাদিরূপাণি এবং সর্ব্বভূতানাং জরায়ুজাদীনামহম্। অতো ব্যাপকং মাং ভবত্যঃ প্রাপ্তা এবেতি ॥ ৪৫ ॥ নমু চতুর্বিধভূতগ্রামাণাং তন্তোক্তা আত্মৈবাদ্যন্তাদিরূপঃ তস্মিংশ্চ সর্ব্বব্যাপকে সর্ব্বভূতানি বর্ত্তন্ত ইতি কুতস্ত্বৎপ্রাপ্তিরস্মাকমিত্যত আহ—এবং হীতি। অয়মর্থঃ—শরাবাদীনাং যথা ভৌতিকানাং মহাভূতানি আদ্যন্তাদিরূপাণি, এবমেবৈতানি চতুর্ব্বিধানি ভূতান্যপি ভৌতিকত্বাবিশেষাৎ স্বকারণেষু ভূতেষ্বেব বর্ত্তন্তে, ন তু ভোক্তর্য্যাত্মনি। আত্মা তু তেষু ভূতেষু আত্মনা ভোক্তৃরূপেণ ততঃ ব্যাপ্তঃ ন কারণত্বেন। অথৈতদুভয়ং ভূতভৌতিকরূপং ভোগ্যঞ্চ ভোক্তারঞ্চ আত্মানং ময্যক্ষরে পরিপূর্ণে আভাতং পশ্যতেতি ॥ ৪৬ ॥

অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ।
তদনুস্মরণধ্বস্ত-জীবকোশাস্তমধ্যগন্ ॥ ৪৭ ॥
আহুশ্চ তে নলিননাভ! পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহঞ্জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
বৃষ্ণিগোপসঙ্গমো নাম দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮২ ॥

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] গোপ্যঃ (গোপীগণ) কৃষ্ণেন (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক) এবম্ অধ্যাত্মশিক্ষয়া (এইরূপে আত্মস্বরূপ উপদেশের দ্বারা) শিক্ষিতাঃ (শিক্ষিতা হইয়া অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করিয়া) তদনুস্মরণ-ধ্বস্তজীবকোশাঃ [সত্যঃ] (নিরন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করার ফলে তাঁহাদের অজ্ঞানের মূল জন্মমরণপ্রবাহরূপ সংসার বিনষ্ট হওয়ায়) [মৃত্যুকালে] তম্ অধ্যগন্ (মৃত্যুকালে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) ॥ ৪৭ ॥

আহুঃ চ (তখন তাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) নলিননাভ! (হে পদ্মনাভ!) অগাধবোধৈঃ যোগেশ্বরৈঃ হৃদি বিচিন্ত্যম্ (অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন যোগিগণ যাহা হৃদয়ে ধ্যান করিয়া থাকেন) সংসার কূপ-পতিতোত্তরণাবলম্বং (এবং যাহা সংসারকূপে পতিত জনগণের উদ্ধরণের একমাত্র অবলম্বন), তে পদারবিন্দং (আপনার সেই শ্রীচরণকমল) গেহঞ্জুষাম্ অপি নঃ (আমরা গৃহবাসিনী হইলেও আমাদিগের) মনসি সদা উদিয়াৎ (মনে যেন সতত উদিত হয়) ॥ ৪৮॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! গোপীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক এইরূপে আত্মস্বরূপ উপদেশের দ্বারা শিক্ষিতা হইয়া অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করিয়া নিরন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করার ফলে তাঁহাদের অজ্ঞানের মূল জন্মমরণপ্রবাহরূপ সংসার বিনষ্ট হওয়ায় মৃত্যুকালে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥ তখন তাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে পদ্মনাভ! অগাধ জ্ঞানসম্পন্ন যোগিগণ হৃদয়ে যাহা ধ্যান করিয়া থাকেন এবং যাহা সংসারকূপে পতিত জনগণের উদ্ধরণের একমাত্র অবলম্বন, আমরা গৃহবাসিনী হইলেও আপনার সেই শ্রীচরণকমল আমাদিগের মনে যেন সতত উদিত হয় ॥ ৪৮ ॥

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

শ্রীধর—অধ্যাত্মশিক্ষয়া স্বরূপোপদেশেন শিক্ষিতা বোধিতাঃ তস্যানুস্মরণেন ধ্বস্তো জীবকোশো লিঙ্গং যাসাং তাঃ তমেবাধ্যগন্ প্রাপুঃ ॥ এবং প্রাপ্তোঽপি কৃষ্ণঃ পুনর্গৃহব্যাসঙ্গেন মাপযাত্বিতি তচ্চরণস্মরণং প্রার্থয়ামাসুরিত্যাহ—আহুশ্চেতি। হে নলিননাভ! তে পদারবিন্দং গেহঞ্জুষাং গৃহসেবিনীনামপি নো মনসি সদা উদিয়াৎ আবির্ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮২ ॥

ফেলালব

মিলন আর বিরহ। প্রীতির রাজ্যে এই দুইটি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। প্রতিটি দিবসের দিবারাত্রির মত মিলন আর বিরহ। দিবায় সূর্য্যকে পাইয়া আলোকময় চরাচর, রাত্রে তাঁকে হারাইয়া অন্ধকার কারাগার। প্রতিটি মাসের পূর্ণিমা অমাবস্যার মত মিলন আর বিরহ। একবার চাঁদকে পাইয়া দশদিক্ জোছনা মাখা। আবার চাঁদকে হারা হইয়া সবদিক্ আঁধার ঢাকা। কীর্ত্তিনাশিনী পদ্মানদীর দুই তীরের মত বিরহ আর মিলন। এক তীরে নিদারুণ তীব-ভাঙ্গার দীঘশ্বাস, অপর তীরে নূতন ভূমি-সৃষ্টির ভাবোল্লাস।

ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়া স্রোতস্বিনী চলে। দুই ডানায় ভর করিয়া বিহঙ্গম ওড়ে। একের অভাবে অন্যের জীবনান্ত, একের সত্তায় অন্যে প্রাণবন্ত। মিলন আর বিরহ চিত্রকরের চিত্রের লাইট-সেডের (Light end Shade) মত। প্রেম-দোলক সর্ব্বদাই দোদুল্যমান বিরহ আর মিলন দুই সীমানার মধ্যস্থলে, পাওয়া না-পাওয়া লইয়া প্রেমের মরাল দুই দিকে হেলিয়া দুলিয়া চলে। জাগতিক প্রেম ও ভগবৎ প্রেম। এক অনিত্য, অপর নিত্যবস্তু হইলেও গতিভঙ্গী একই প্রকার—বিরহ মিলনের ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়া। লীলাময় শ্রীহরির দুইটি লীলা অপ্রকট লীলা ও প্রকট লীলা। অপ্রকট লীলা নিত্য বৃন্দাবনে—গোলোকে। প্রকট লীলা—ভৌম বৃন্দাবন ভূ-লোকে। অপ্রকট লীলায় বিরহ নাই। রাধা-গোবিন্দ চির মিলনে মিলিয়াই আছেন। বিরহ নাই কান্নাকাটি নাই সুতরাং বৈচিত্র্য-বিহীন। রসের বৈচিত্র্য আস্বাদনে আসেন প্রপঞ্চ লীলায়। প্রপঞ্চ লীলায় প্রেম-চন্দ্রমা অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসী দুই পক্ষের মধ্য দিয়া প্রকাশ অপ্রকাশের খেলা খেলেন। তাহাতে সে লীলা হয় অশেষ বিচিত্রতা পরিপূর্ণ।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কংসালয়ে আবির্ভূত হইয়া সেই ভাদ্রাষ্টমীর রজনীতেই নন্দালয়ে গমন করেন। তথায় দশ বৎসর আট মাস কাল লীলাসাগরে সন্তরণ কবেন। অশেষে বিশেষে রসের চর্ব্বণ করেন। বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর এই তিন রসের পাথারে হাবুডুবু খাইতে খাইতে আত্মহারা হইয়া যান। এই লীলাতে প্রেম বিরহের মধ্যস্থতায় রস সর্ব্বদা নবায়মান হইয়া থাকে। বিরহে হারান, মিলনে পাওয়া, এই দু'য়ের মধ্য দিয়া লীলার স্রোতস্বিনী গতিমতী হইয়া চলিয়াছে।

বিরহ চারি প্রকারের। পূর্ব্বরাগ, প্রেম-বৈচিত্ত্য, মান ও প্রবাস। এই চারি প্রকারের তিন প্রকার বিরহই ব্রজে আস্বাদিত হইয়াছে। একটি প্রকার অর্থাৎ প্রবাস অবশেষে আছে। প্রবাস দ্বিবিধ। নিকট প্রবাস ও দূর প্রবাস। প্রত্যহ যখন প্রভাতে সখাগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গমন করিতেন ও গোধূলিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন তখন ব্রজের জননীগণ ও বধূগণ সারাদিন বিরহ বেদনা ভোগ করিতেন। এই বিরহকে বলে নিকট প্রবাস। বিরহের বেদনায় তাঁহারা অপরাহ্ণ হইতে না হইতে পথের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। অনেকক্ষণ পর গোক্ষুরোত্থিত ধূলিজাল দেখা যাইত। বিরহিণীদের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিত। তারপর শিঙ্গা বেণুর ধ্বনি শোনা যাইত। বিরহিণীদের প্রাণ মিলনাশায় নাচিয়া উঠিত। তারপর মিলন ঘটিত। প্রত্যেকটি দিনই এইরূপ ঘটিত। ইহারই নাম নিকট প্রবাস।

দূর প্রবাসের অপর নাম মাথুর বিরহ। ব্রজের খেলা শেষ হইয়াছে। অক্রুর কৃষ্ণবলরামকে লইয়া চলিয়াছেন রথে। সমগ্র বৃন্দাবন কাঁদিতেছে। ব্রজের গোপীগণ রথের চক্র টানিয়া ধরিয়াছেন। কেহ কেহ চক্রের নীচে বুক পাতিয়া দিয়াছেন। তবু রথ চলিয়াছে—চলিয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কেবল "আয়াস্যে" আসছি—এই একটি মাত্র কথা বলিয়াছেন প্রিয়জনের প্রতি সপ্রেম দৃষ্টিপাত করিয়া। কথার সুরে বুঝা গিয়াছে "শীঘ্র আসছি।" যতক্ষণ পর্য্যন্ত রথের ধ্বজা দেখা যাইতেছিল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত রথচক্রোত্থিত ধূলিকণা দৃষ্ট হইতেছিল, ততক্ষণ গোপীগণ চিত্রপুত্তলিকার মত চাহিয়া রহিলেন আর মাঝে মাঝে আর্ত্তনাদ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন—"গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।"

এই হইতে আরম্ভ হইল মাথুর বিরহ। দীর্ঘকাল রহিয়াছেন মথুরায়। তার মধ্যে একবার উদ্ধবকে পাঠাইয়া সংবাদ লইয়াছেন। আর কোন খবর নাই। মথুরা হইতে দ্বারকায় আসিয়াছেন। কত মহিষীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। কত সন্তান সন্ততির পিতা পিতামহ হইয়াছেন। ব্রজের বিরহাগ্নি অনির্ব্বাণ জ্বলিতেছে। তারপর বহু বর্ষ পরে ব্রজবাসিগণের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মিলন। তাহাও কাহারও কোন পরিকল্পনা অনুসারে নহে। হঠাৎ দৈবক্রমে বা ঘটনাচক্রে।

পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ বড় একটা ঘটে না। চন্দ্রবিম্ব সূর্য্যবিম্ব হইতে দৃশ্যতঃ একটু ছোট। এই চন্দ্র দ্বারা সূর্যের আবরণ পূর্ণভাবে প্রায়শঃ হয় না। তবে একহাতের পাতা দিয়াও হিমালয় ঢাকা যায় যদি উহা চক্ষের খুব নিকটে ধরা যায়। চন্দ্র পৃথিবীর অনেক নিকটবর্ত্তী হইলে, চন্দ্রের প্রচ্ছায়ার মধ্যে পৃথিবী পড়িলে পূর্ণ সূর্য্যগ্রাস হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় বিরাজ করিতেছেন তখন ঐরূপ সূর্য্যগ্রহণ একবার ঘটিয়াছিল। তৎকালীন জ্যোতির্ব্বিদগণ পূর্ব্ব হইতেই উহা ঘোষণা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পূর্ণ সূর্য্যগ্রাসে এমন অন্ধকার হইবে যে মনে হইবে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়াছে (কল্পক্ষয়ে যথা)—একথাও জ্যোতির্ব্বিদেরা পূর্বে ভবিষ্যদুক্তি করিয়াছিলেন। হইয়াছিলও তাহাই।

সূর্য্যগ্রহণে তীর্থজলে স্নান পুণ্যের কাজ, বিশেষ করিয়া এই সর্বগ্রাস গ্রহণে স্যমন্তপঞ্চক বা কুরুক্ষেত্র সর্বভারতীয় তীর্থস্থান। ভগবান্ পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। তাহাদের রক্তে মহাহ্রদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যদিচ তিনি ক্ষত্রিয়-বধ-জন্য পাপে লিপ্ত নহেন তথাপি লোক-শিক্ষার জন্য তিনি পাপ পরিহারার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞস্থান মহাতীর্থস্বরূপ। সূর্য্যগ্রহণে মহাতীর্থযাত্রা উপলক্ষে সকল (ভারতাঃ প্রজাঃ) কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছেন।

অগণিত নরনারী কে কে আসিয়াছেন তার একটা ধারণা দিবার জন্য কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করা যাইতেছে।

মৎস্যোশীনরকৌশল্য-বিদর্ভকুরুসৃঞ্জয়ান।
কাম্বোজকেকয়ান্ মদ্রান্ কুন্তীনানর্ত্তকেরলান্॥

মৎস্য, উশীনর, কৌশল, বিদর্ভ, কুরু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কেকয়, মদ্র, কুন্তি, আনর্ত্ত, কেরল প্রভৃতি দেশের রাজগণ বহু লোকজন সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন। যাদবগণ আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অক্রূর,

বসুদেব, উগ্রসেন, গদ, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব প্রমুখ সকলে আসিয়াছেন। সকলেই সস্ত্রীক আসিয়াছেন—বিমানতুল্য রথে আসিয়াছেন—সঙ্গে অশ্ব গজ পদাতিক প্রভৃতি রাজকীয় ঐশ্বর্য্য আছে। অন্য সকলের সঙ্গে যাদবদের কিছু পার্থক্য আছে। অন্য সকলে আসিয়াছেন পুণ্যলোভে। যাদবেরা তাহা নহে। তাঁহারা তীর্থে আসিয়া উপবাসী আছেন, স্নান করিতেছেন, সুবর্ণ মাল্যভূষিত ধেনু দান করিতেছেন, আর অন্তরে প্রার্থনা করিতেছেন—"কৃষ্ণে নো ভক্তিরস্তু ইতি"—শ্রীকৃষ্ণে আমাদের ভক্তি হউক।

তীর্থস্নানে আর আসিয়াছেন কুরু পাণ্ডবেরা সকলে—ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, পুত্রগণসহ গান্ধারী, সস্ত্রীক পাণ্ডবগণ, কুন্তী, সঞ্জয়, বিদুর, কৃপাচার্য্য, বিরাট, দ্রুপদ, শল্য, কাশীরাজ, দমঘোষ প্রভৃতি নৃপগণ। আর আসিয়াছেন গোপীগণের যিনি দুর্লভ-দর্শন, যাঁহার বাক্যই বেদ, পদ-প্রক্ষালন জলই গঙ্গা, সেই পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, দাদা বলদেব ও মহিষীবর্গ। গোপ-গোপীগণে পরিবৃত হইয়া নন্দরাজ আসিয়াছেন যশোদার সহিত। তাঁহারা আসিয়াছেন পুণ্যলাভ আশায় নয়, কৃষ্ণে ভক্তি হউক এই প্রার্থনা জানাইতেও নয়—তাঁহারা আসিয়াছেন চোখভরা জল, বুকভরা আশা লইয়া, যদি ভাগ্যে ঘটিয়া যায় তীর্থক্ষেত্রে শ্যামসুন্দরের চন্দ্রবদনখানির এক ঝলক দর্শন। মথুরায়, সমুদ্রগর্ভস্থ দ্বারকায় কিংবা কুরুপাণ্ডবপরিবৃত কুরুক্ষেত্রে—এই সবস্থানে কোথাও গিয়া কৃষ্ণের সহিত দেখাশুনা ও কথাবার্ত্তা বলা ব্রজবাসী নরনারীর পক্ষে অসম্ভব। তীর্থস্থানে দর্শন সম্ভব। কারণ তীর্থস্নানে যে যত বড়ই হউক পায়ে হাঁটিয়া তীর্থে গিয়া অবগাহন ত সকলেই করিবে। যদি সেই কালে কৃষ্ণের একটু দূরদর্শনও কপালে ঘটে তবে সুদীর্ঘ কালের ক্ষুধার্ত নয়নের কিঞ্চিৎ পানীয় মিলিবে। এই আশা তাঁহাদের হৃদয়-জোড়া। তাঁহারা লোকমুখে শুনিয়াছেনও যে যাদবগণ সঙ্গে দ্বারবতী হইতে গোবিন্দ তীর্থস্থানে যাইবেন। একটিবার দর্শন করিবেন, বুকের জ্বালা মিটাইবেন, বিরহের তীব্র তাপ জুড়াইবেন—এই আশাবন্ধ তাঁহাদিগকে টানিয়া আনিয়াছে সুদীর্ঘ পথ। ব্রজবাসীদের দেহে মনে প্রাণে, স্বাস্থ্য নাই, সামর্থ্য নাই, উদ্যম নাই, কিছুই নাই—আছে শুধু ঐ একটি আশা। একদিন পাব সেই চন্দ্রবদন দর্শন। ঐ ক্ষীণতমা আশা তাঁহাদিগকে উঠায় বসায়, অশ্রুজলে ভাসায়, মূর্চ্ছিত করিয়া রাখে, আজ চালাইয়া আনিয়াছে জড় বস্তুকে যেমন চেতনা চালায় সেইরূপ আনিয়াছে বহুদূর পথ—ব্রজ হইতে কুরুক্ষেত্র।

সূর্য্যগ্রহণ হইয়া গিয়াছে। স্নানদানাদি হইয়া গিয়াছে। ব্রজবাসিগণের স্নান দানে আগ্রহ নাই। তাঁরা শুধু খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন জীবনসর্বস্ব কৃষ্ণধনকে। যাদবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কোথায় আছেন, বহু নরনারীর ভিড়ের মধ্যে নন্দমহারাজ কেবল তাহাই অনুসন্ধান করিতেছেন। অনেক অনুসন্ধানে খোঁজ পাইলেন। পাইয়াই নিকটে গেলেন না।

যতদূর হইতে গোপালের বদন দেখা যায় (দিদৃক্ষয়া) ততদূরে সগোষ্ঠি নন্দরাজ দাঁড়াইয়া রহিলেন। নীরবে অন্যদের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।

কুন্তীদেবী বলিতেছেন বসুদেবকে—"দাদা! আপনারা এত আপন জন থাকিতে আমার বিপৎকালে কেহই একটু খোঁজ খবর নিলেন না (আপৎসু মদ্বার্ত্তাং নানুস্মরথ) ইহা বড়ই দুঃখের কথা॥

বসুদেব উত্তর করিলেন, "ভগিনি। আমরা সামান্য মানুষ দৈবের ক্রীড়াসামগ্রী (দৈবক্রীড়কান্) আমাদের উপর দোষারোপ করিও না (মাস্মানসূয়েথাঃ)। যখন তোমার দুঃখের দিন গিয়াছে তখন আমরাও কংসের অত্যাচারে উৎপীড়িত ছিলাম। এখন আবার দৈবকর্তৃক স্বস্থানে স্থিত হইয়াছি (দৈবেনাসাদিতাঃ)।"

এই সব কথা বলিতে বলিতে আত্মীয়স্বজনেরা সকলে আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন। সমাগত সকল রাজন্যবর্গ পত্নীগণের সহিত বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। সকলেই শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত যাদবগণকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন— কেহ কেহ বলিলেন—"হে যাদবগণ! আপনাদের জন্মই পৃথিবীতে সার্থক, কারণ যোগিগণেরও দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে নিরন্তর দর্শন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত আপনাদের দর্শন, স্পর্শন, শয়ন, উপবেশন, প্রেমালাপ সর্ব্বদাই চলিতেছে। স্বর্গ ও মোক্ষসুখকে তুচ্ছ করে যে ভক্তিধন তাহার আরাধ্য বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই আপনাদের সঙ্গে বর্ত্তমান আছেন। আপনারা মহাভাগ্যবান্। সার্থক আপনাদের জন্ম।" সময় বুঝিয়া শ্রীনন্দমহারাজ ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্ত্তী হইলেন। শ্রীনন্দকে দর্শন করিয়া যাদবগণ আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন। প্রাণ সমাগমে শরীর যেরূপ উত্থিত হয় (তস্থঃপ্রাণমিবোত্থিতাঃ) সেইরূপ যাদবগণ সকলে উত্থিত হইলেন। নন্দ-পরিবার সঙ্গে যাদবগণের অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নাই। এইজন্য তাঁহারা বিশেষ কাতর ছিলেন (চিরদর্শনকাঙ্ক্ষাঃ), দীর্ঘ দর্শনবিহ্বল। পরম প্রীতিভরে তাঁহারা নন্দরাজকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন (পরিষস্বজিরে গাঢ়ং)।

নন্দরাজকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বসুদেব "প্রেমবিহ্বল" হইয়া পড়িলেন। সকল দুঃখের কথাইত তাঁর স্মরণে আছে। কত কষ্ট দিয়াছিল মূঢ় কংস (কংসকৃতান্ ক্লেশান) তাহার দাগ বসুদেবের অন্তরে আঁকা আছে। কেমন করিয়া গভীর রাত্রে পুত্রবত্নকে অঙ্কে লইয়া নন্দালয়ে পৌঁছিয়া তাঁহাকে যশোদার কোলে রাখিয়া আসিয়াছিলেন (পুত্রঞ্চ ন্যস্য গোকুলে) সেই দিনের প্রত্যেকটি মুহুর্ত্তের কথা অন্তরে জাগরূক আছে বসুদেবের। নন্দমহারাজকে আলিঙ্গন করিবার কালে ঐ সকল কথাই তাঁহার মানসরাজ্যে জাগিয়া উঠিল। ঐ জন্যই যেন কেমন হইয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম হঠাৎ দেখিলেন নন্দরাজ ও যশোমতী-মা সম্মুখে দাঁড়াইয়া। মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্রজের ভাব জাগ্রত হইল। দুই জনেই এককালে মা মা বাবা বাবা বলিতে বলিতে উভয়কে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহাদের নয়ন বহিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। কেমন যেন একটা অব্যক্ত বেদনায় কণ্ঠ রুদ্ধ (সাশ্রুকণ্ঠৌ) হইয়া গেল। দেখা হইলে কত কি বলিবেন, করিবেন মনে স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুই বলিবার সামর্থ্য থাকিল না (ন কিঞ্চনোচতুঃ)।

নন্দরাজ ও যশোদাজননী পুত্রদ্বয়কে নিজ ক্রোড়ে বসাইলেন (আসনমারোপ্য) বাহু বিস্তার করিয়া জড়াইয়া ধরিলেন (বাহুভ্যাং পরিরভ্য)। দীর্ঘ বিরহজনিত যে সুতীব্র শোক তাহা তৎক্ষণাৎ নন্দ যশোদার হৃদয় হইতে সরিয়া গেল (বিজহতুঃ শুচঃ)।

কিছু সময় সকলে স্তব্ধ। সকলের নয়নে জলধারা। কিন্তু সকলেই মূক। নীরবতা রাজত্ব করিতে লাগিল সকলের উপর। কাহারও যেন কোন কথা নাই। বস্তুতঃ কথা আছে, কথা বলিবার শক্তি

নাই। নীরবতা ভঙ্গ করিলেন বলদেব-জননী রোহিণী দেবী। তিনি কতক্ষণ যশোদাদেবীকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকিলেন। (পরিষ্বজ্য ব্রজেশ্বরীং)।

রোহিণী দেবী কথা বলিলেন অতিকষ্টে গদ্‌গদ কণ্ঠে। দেবকীদেবীও রোহিণীর কথায় সায় দিতে লাগিলেন এই একটি শব্দ মাত্র উচ্চারণ করিয়া, বেশী বলিবার যোগ্যতা তাঁহারও ছিল না। তাঁহারা বলিলেন—"হে নন্দরাজ, হে যশোদা! আপনাদিগকে কী বলিব! আপনাদের যে প্রীতি তাহার কোন পরিমাপ নাই।

"একপ্রকার প্রীতি আছে হৈতুকী। কোনও হেতুর উপর তাহা নির্ভরশীল। হেতুর নাশ হইলে সেই প্রীতি নাশপ্রাপ্ত হয়। আর একপ্রকার প্রীতি আছে হেতুহীন। নষ্ট হইবার সহস্র কারণ উপস্থিত হইলেও তাহা একবিন্দু ক্ষুন্ন হয় না। এইরূপ বন্ধুত্বকে পণ্ডিতগণ "অনিবৃত্ত-মৈত্রী" আখ্যা দিয়া থাকেন। এইরূপ মৈত্রী জগতে সুদুর্লভ। আপনাদের মধ্যে জগৎ ঐ অনিবৃত্তমৈত্রী প্রত্যক্ষ করিয়াছে। সমগ্র ইন্দ্রের ঐশ্বয্য যদি আপনাদিগকে আনিয়া দেই (অবাপ্যাপ্যৈন্দ্রমৈশ্বর্য্যং), তাহা হইলেও আপনাদের প্রীতির কোটি অংশেব এক অংশেরও প্রতিদান হয় না (নেহ প্রতিক্রিয়া)।

"পিতৃগৃহচ্যুত কৃষ্ণবলবামের আপনারা যে ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত বিশ্বে খুঁজিয়া পাই না; চক্ষের রোমযুক্ত পাতা দুইটি যেমন সর্ব্বদা দুই চক্ষুকে রক্ষা কবে আপনারা দুইজনে সেইরূপ ভাবে সর্ব্বদা কৃষ্ণবলবামকে রক্ষা করিয়া লালন পালন করিয়াছেন।

"চোখের পাতা চক্ষুকে কেবল রক্ষাই করে, কোন উন্নতি বিধান করে না। কিন্তু আপনারা তাহাদের প্রতি অসীম প্রীতি ঢালিয়া তাহাদের অভ্যুদয় ও পোষণ পালনের সুব্যবস্থা করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার ভয়ভীতি হইতে পরিত্রাণ কবিয়া তাহারা যে পিতৃগৃহচ্যুত ইহা বিন্দুমাত্র অনুভব করিতে দেন নাই। আত্মপর ভেদশূন্য পবম সজ্জন ব্যক্তির পক্ষেই এইরূপ কার্য্য সম্ভব। আপনারা যে কত সজ্জন, কত সদ্‌গুণ-ভূষিত তাহা প্রকাশ করিতে আমাদের ভাষা হারাইয়া যায়।"

বলিতে বলিতে রোহিণী ও দেবকীদেবী দুই জনেই কাঁদিয়া ফেলিলেন। অন্তরের আরও অনেক কিছু অন্তরেই রহিয়া গেল। কেবল গলদশ্রুর যতটুকু ব্যক্ত করিবার শক্তি ততটুকুই ব্যক্ত হইতে লাগিল।

যখন দেবকী ও রোহিণী এই সকল কথা বলিলেন তখন যশোদা জননীর কোন উত্তর দিবার সামর্থ্য ছিল না। যশোদা বাক্‌পটু নহেন। কথা বলিতে জানেন না। বিশেষতঃ কৃষ্ণ-বলরামকে কোলে লইয়া তিনি তখন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষে বহিতেছিল গঙ্গাধারা। তাঁহার স্তন্য হইতে ক্ষরিত হইতেছিল যমুনাধারা। এই দু'য়ের সঙ্গমস্থলে আনন্দ, মোহ ও স্তম্ভদশার একটা মহা আবর্ত্ত সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার মধ্যে পড়িয়া যশোদা মহাবিভ্রান্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দেবকী রোহিণী দেখিলেন যে তাঁহাদের পুত্রদ্বয় রামকৃষ্ণ তাঁহাদের নিজ জননী যশোদাকে পাইয়া পরম আনন্দোত্থ বাষ্প দ্বারা স্নাত হইতেছেন (পরমানন্দ-বাষ্পস্নাতৌ)। আর যশোদাকে দেখিলেন, তিনি

যেন নিত্যকালের নিজ পুত্রকে পাইয়া (চিরাৎপ্রাপ্ত-স্বপুত্রে) প্রেমান্ধ হইয়া আনন্দে মত্ত হইয়া (প্রেমান্ধামত্তাঽপি) কোটিগুণ মাতৃভাববতী স্বরূপে বাৎসল্য স্নেহের মহাসমুদ্রে নিমজ্জিতা হইয়াছেন (কোটিগুণিত-মাতৃভাববতী স্নেহসমুদ্রনিমজ্জিতা)। দেবকী রোহিণীর উক্তির প্রত্যুত্তরে যশোদা কোন প্রীতি সম্ভাষণ করিলেন না। করিতে পারিলেন না। করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রোহিণী দেবকীকে কহিলেন "সখি দেবকি ? দেখ, সম্প্রতি যশোদাদেবী আনন্দনিদ্রায় বিভোর। এই সময় আমাদের কোন কথা বলা ব্যর্থ। অরণ্যে রোদন মাত্র (অস্যা আনন্দনিদ্রা নোপশাম্যতি, তদলমরণ্যরুদিতেন)। আবার দেখ, রামকৃষ্ণের অবস্থা দেখ। তাহারা কিরূপ নিবিড়ভাবে যশোদার প্রেমপাশে বদ্ধ (প্রেমপাশবদ্ধৌ) হইয়া প্রশান্তভাবে অবস্থান' করিতেছে। চল যাই—আমরা বাহিরে যাই। বাহিরে কুন্তীদেবী, দ্রৌপদী এঁরা উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা কবিতেছেন আমাদের জন্য। চল যাই তাঁহাদের সঙ্গে গিয়া আলাপ করি।"

এই কথা বলিয়া তাঁহাবা দুইজনে চলিয়া গেলেন।

অল্পদূরে ব্রজবধুগণ অপেক্ষমাণা ছিলেন। এতক্ষণেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইতে না পারায় প্রবল উৎকণ্ঠায় তাঁহাদের হৃদয়কটাহ ফাটিয়া যাইবার অবস্থায় পৌছিয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন তাঁহাদের প্রাণপাখী এখনই তাঁহাদের অন্তর-খাঁচা ছাড়িয়া পলায়ন কবিবে। (মহোৎকণ্ঠাস্ফুটদ্ হৃদয়াঃ প্রাণান জহতীবিব)।

এই অবস্থা দর্শন করিয়া বিদগ্ধচূড়ামণি শ্রীবলরাম চন্দ্র মাতৃ-অঙ্ক হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। যাহাতে গোপীগণ নিভৃতে কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে দূর হইতে দেখিয়া অতি সন্তর্পণে প্রেমাতুরা জননী যশোদার অঙ্কদেশ হইতে উত্থিত হইলেন (মাতুরুৎসঙ্গাদুত্থায়)। পরে কোন নির্জ্জন স্থানে (কচন বিবিক্তপ্রদেশে) তাঁহাদেব সহিত মিলিত হইলেন।

গোপীগণেব তৎকালীন অবস্থাটি বর্ণনা করিতে ভাগবত-বক্তা শ্রীশুকদেব গোস্বামী দিশাহারা, ভাষাহারা হইয়া গিয়াছেন। ইঁহাবা যে বিশ্বে অতুলনীযা, ইঁহাদের কৃষ্ণানুরাগ ও কৃষ্ণবিরহবেদনা যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অন্য কাহারও সহিত তুলিত হইতে পারে না, এই কথাটি বলিতে শ্রীশুকদেব যেন শব্দসম্ভার খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

প্রথমে গোপীদের পরিচয় দিতে ইচ্ছা করিলেন, তাঁহাদের অনন্যসাধারণ লক্ষণটি প্রকাশ করিয়া (ননু কা গোপ্য ইত্যতস্তাসাম্ অসাধারণং লক্ষণমাহ) সেই গোপীরা—যাঁরা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীবদন দর্শনকালে আনন্দের বাধাসৃষ্টিকারী চক্ষের পলকও সহ্য করিতে পারেন না। যাঁরা সেইজন্য নয়নের পক্ষ্ম অর্থাৎ চক্ষের উপরকার পাতা নির্ম্মাণকারী যে অবুঝ বিধাতা তাঁহাকে কঠোর ভাষায় অভিশাপ প্রদান করেন। (দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি)।

সুখময় গোবিন্দ বদনে॥
যার পুণ্যপুঞ্জফলে সে মুখ দর্শন মিলে,
দুই আঁখি কি করিবে পানে।

দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণা লোভ, পিতে নারে মনঃক্ষোভ,
দুঃখে করে বিধির নিন্দনে ॥
নাহি দিল লক্ষ কোটি, যবে দিল আঁখি দুটি,
তাহে দিল নিমেষাচ্ছাদন।
বিধি জড় তপোধন, রসশূন্য তাঁর মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজন ॥
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বিনয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার।
মোর বোল যদি ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তাঁর ॥

চক্ষুর পলক পড়িতে যে সময়টুকু লাগে ঐ সময়টুকুর কৃষ্ণাদর্শনজনিত বিরহ ব্যথাও যে গোপীরা সহ্য করিতে পারেন না! (তাবন্মাত্র-সময়-বিরহেঽপি যাসাং তথা অসহিষ্ণুতা)।

নারীগণ সহজ-ভক্তিমতী। তাঁহারা সকল দেবতাকেই ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। তাঁহারা যদি সর্ব্বদেবমুখ্য বিধাতাকে অভিসম্পাত করেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাঁহাদের অসহিষ্ণুতা কতখানি তীব্র ও মর্ম্মস্পর্শী। (যথা দেবমাত্রপরমসংমানকর্ত্রীণামপি তাসাং সর্ব্বদেবমুখ্যে বিধাতর্যপি অভিশাপো ভবেৎ)।

এই নিমেষাসহিষ্ণুতা— এক নিমিষের বিরহ সহ্য করিতে না পারা এবং বিরহকালে এক ক্ষণকে এক যুগ মনে করা (ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাং), ইহা মহাভাবময়ী গোপীগণের অসাধারণ লক্ষণ। শ্রীশুকদেব একটি লক্ষণ প্রকাশ করিয়া দুইটির উপলক্ষণ করিয়াছেন এবং প্রকাশ করিবার কালে এমন একটি ভঙ্গি অবলম্বন করিয়াছেন, যাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার একটি ঈর্ষ্যাযুক্ত ভর্ৎসনা ধ্বনিত হয়। কোন কথা স্পষ্ট করিয়া ভাষায় না বলিয়া ব্যঞ্জনা দ্বারা প্রকাশ করাকে ধ্বনি বলে। এক নিমেষের বিরহ সহ্য করিতে পারেন না—এক ক্ষণের বিরহকে এক যুগ বলিয়া মনে করেন যে গোপীগণ, শ্রীকৃষ্ণ কি না তাঁহাদিগকে এত দীর্ঘকাল-ব্যাপী বিরহ দুঃখের তাপে দগ্ধীভূত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যে কত অবিবেচক ও হৃদয়হীন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না (এতাবান্ বিরহঃ কৃষ্ণেন দত্ত ইতি তস্মিন্ ঈর্ষ্যা ধ্বনিতা)।

তখন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া নয়নের দৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে নিজেদের দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। (অবলোকনৈরেব আকৃষ্য)। আকর্ষণ করতঃ ঐ চক্ষুর দুয়ার দিয়াই (দৃগ্ভিরেব দ্বারৈঃ) হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। প্রগাঢ় আলিঙ্গনের ফলে একাকার হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রসতাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারা পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাব প্রাপ্ত হইলেন (তদ্ভাবমাপুঃ)। রাসের দিন যেমন "কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং" এই যে আমিই কৃষ্ণ, আমার গতিভঙ্গি দর্শন কর, বলিয়া রসরাজের সঙ্গে রসের একাত্মতা লাভ করিয়াছিলেন, আজও সেইরূপ হইলেন।

গোপীগণ যে অবস্থা লাভ করিলেন তাহা "নিত্যযুক্তাং দুরাপং" নিত্যযুক্ত আরূঢ় যোগিগণেরও দুর্ল্ভ। শ্রীহরির সঙ্গে নিত্যসংযুক্ত যে হর যোগেশ্বর রুদ্র, যিনি আত্মারামগণের শিখামণি, তাঁহারও দুর্ল্ভ। যাহারা শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে নিত্যসংযোগিনী সেই রুক্মিণী প্রমুখ মহিষীগণেরও দুষ্প্রাপ্য। নিত্যযুক্তাং আত্মারাম-শিখামণীনাং মহাযোগেশ্বর-শ্রীরুদ্রাদীনামপি দুর্ল্ভং কিংবা নিত্যসংযোগিনীনাং শ্রীরুক্মিণ্যাদীনামপি দুর্ল্ভম্। শ্লোকে "অপি" শব্দ প্রয়োগ করিয়া পুনরায় শ্রীশুকদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আর একটি ঈর্ধ্যাযুক্তভাবের ধ্বনি করিয়াছেন, যে গোপীগণ মহাযোগেশ্বররেও দুর্ল্ভ গতি লাভ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কি না তাঁহাদিগকে যোগমার্গের অধ্যাত্মজ্ঞান শিক্ষা দিলেন (একটু পরেই দিবেন)। এইরূপ বিচারহীন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীশুকদেব একটা ঈর্ধ্যাযুক্ত কটাক্ষ করিলেন (তা অপি গোপীরধ্যাত্মং শিক্ষয়িষ্যত্যধুনৈব কৃষ্ণ ইতি তস্মিন্ পুনরপি ঈর্ধ্যা ধ্বনিতা)।

শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে গোপীগণ আনন্দ-মূর্চ্ছাদশা লাভ করিলেন (আনন্দমূর্চ্ছা প্রাপ্তাঃ) শ্রীকৃষ্ণ তখন স্বকীয় বিভূতি শক্তি প্রকাশ করিয়া (বিভূতিশক্ত্যৈব) একই সময় অগণিত গোপবধূকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গনের গাঢ়তায় তাঁহাদের মূর্চ্ছাদশা দূরীভূত হইল।

মূর্চ্ছাভাব দূর হইয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমাদের আমার বিরহজনিত মহারোগরূপ পীড়া (মদ্বিরহ-মহারোগ-পীড়া) সম্প্রতি উপশান্ত হইয়াছে তো? এই কথা কয়টি জিজ্ঞাসা করিলেন মৃদুমধুর হাসিয়া। হাসির উদ্দেশ্য তাঁহাদের বিরহবিধুর বদনে একটু হাসি-রেখা ফুটাইয়া তোলা (প্রহসন্নিতি তাসাং হাস্যমুৎপাদয়িতুম্)। মুখে হাসি ফুটিলেই বেদনার কিঞ্চিৎ উপশম হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে ব্রজাঙ্গনাগণ! আমাদের কথা তোমাদের মনে আছে তো (অপি স্মরথ নঃ)? ভুলিয়া যাইবারই কথা। কেননা বহু দিন দেখা নাই (চিরায়িতান্)। যদি বল, এতদিন দেখা নাই কেন? তাহার কারণ বলি। (স্বানামর্থচিকীর্ষয়া)। যাদবগণের প্রয়োজন সাধনের জন্য কংসাদির বধ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম।

"যাদবের বিপক্ষ, যত দুষ্ট কংসপক্ষ,
তাহা আমি কৈনু সব ক্ষয়।" চৈঃ চঃ মধ্য ১৩

দেবকী-বসুদেবকে, উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া কংস তাঁহাদিগকে অশেষ পীড়া দিতেছিল, সজ্জনগণের উপর অত্যাচারে কংসপক্ষীয় লোকগণ অশেষ অশান্তি সৃষ্টি করিতেছিল। তাহাদের বধসাধন করা ছিল আমার একান্ত কর্ত্তব্য, সেই কর্ত্তব্য কর্ম্মেই বিশেষভাবে নিযুক্ত থাকায় ব্রজে আসিবার অবসর করিতে পারি নাই (ব্রজমাগন্তুমপ্রাপ্তাবসরান্)। আমার না আসার পক্ষে এই সব কারণ ছিল। আর এই দীর্ঘ অদর্শনে তোমাদেরও আমাকে কথা ভুলিয়া যাওয়া বিচিত্র নয়।

যদি বল, কংসাদি বধে কি এতই ব্যস্ত ছিলে যে এত দিনে একটিবারও আসিতে পার নাই? এ কথার উত্তরে বলিব, হাঁ তাহাই। শত্রু তো একা কংস নয়। তার পক্ষে একটা বড় গোষ্ঠী। জরাসন্ধ,

শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি এক বিরাট দল। এই অসৎ গোষ্ঠী একেবারে নিঃশেষ না করা পর্য্যন্ত কর্ম্ম শেষ হয় না। কাজেই সমস্ত চিত্তটাকে শত্রুপক্ষীয় সকলকে একেবারে নির্ম্মূল করিবার কার্য্যেই ব্যাপৃত করিয়াছিলাম (শত্রুপক্ষ-ক্ষপণচেতসঃ)। শত্রুদল নিধন করিব এই চিন্তা ছাড়া চিত্তে অন্য কোন চিন্তার স্থান ছিল না।

সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজন রাখিতে,
রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা।
যে বা স্ত্রীপুত্র ধনে, করি রাজ্য আবরণে,
যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া॥

তবে কি তোমাদের কথা একেবারেই ভুলিয়াছিলাম? না, তাহাও নহে। অন্তরের অন্তস্থলে আর একটা অন্তর আছে সেই অন্তরতম স্থানে তোমাদের স্থান ছিল। শত্রুবিনাশ এখনও শেষ হয় নাই। এখনও দুই চার জন আছে। ইহাদিগকে বধ করিয়া শীঘ্রই শ্রীবৃন্দাবন আসিব—ইহা নিশ্চয় জানিও।

আছে দুই চারি জন, তাহা মারি শ্রীবৃন্দাবন,
আইলাম আমি জানিহ নিশ্চয়।

শ্রীকৃষ্ণের এই সব কথা শুনিয়া গোপবধূগণ একটা গভীর অর্থপূর্ণ ভ্রুভঙ্গি করিলেন এবং গূঢ় শ্লেষযুক্ত প্রত্যুত্তর দিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"হে কৃষ্ণ, তুমি দিবস রজনী আমাদের স্মরণ করিয়া কাটাইয়াছ, সর্ব্বদা আমাদের জন্য তীব্র বিরহের বেদনায় তোমার হৃদয়খানা বিদীর্ণ হইয়া যাইত। আমাদের বিরহ জ্বালায় কাতর হইয়া তুমি এতদিন সকল প্রকার বিষয়সুখ উপেক্ষা করিয়াছ। কারণ তুমি হইলে মহাপ্রেমিক। আমরা হইলাম অতি ক্ষুদ্র। আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে কি তোমার মত গভীর প্রেম আছে? এক বিন্দুও নাই। আমরা তোমার কথা একটীবারও স্মরণ করি নাই। তোমাকে ভুলিয়া আমরা সুখের সাগরে ডুবিয়াছিলাম, সুতরাং আমাদের জন্য তোমার এক বিন্দুও ভাবিবার কিছু নাই। (যথা ত্বং রাত্রিন্দিবমস্মৎস্মরণবিদীর্ণহৃদয়ঃ অস্মদ্‌বিরহরোগনিবর্ত্তিতসকলবিষয়ভোগো মহাপ্রেমী ভবসি তথা কিং বয়ং ভবিতুং শক্নুমঃ। বয়ন্তু ত্বাং ন স্মরামঃ ত্বাং বিনাপি সুখিন্য এবাস্ম)।

তাঁহাদের এই কোপযুক্ত কথার প্রত্যুত্তর (সসংরম্ভং কৃতপ্রত্যুত্তরাঃ) শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, তোমরা আমাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া অবজ্ঞা করিও না। তাহা করা ঠিক নয়। আমি অবজ্ঞার পাত্র নই।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তোমরা যদি বল কেন তোমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করিব না। তাহার কারণ বলি শোন। মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ বিয়োগ—মিলনবিরহ কাহারও ইচ্ছাধীন নয়। সর্ব্বত্রই

"নূনং ভূতানি ভগবান্ যুনক্তি বিযুনক্তি চ"

শ্রীভগবান্ই ভূতগণকে একত্র করেন, আবার বিচ্ছিন্ন করেন। মেঘগুলি আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদিগকে কখনও ঘনীভূত করে, কখনও ছিন্ন-ভিন্ন করে। সকলই বায়ুদেবতার কার্য্য, মেঘের কোন স্বাধীনতা নাই। মাটির তৃণ ধূলিরাশিকেও বাতাস একবার একত্র করে, আবার বিচ্ছিন্ন করে। তৃণের কোন স্বাধীন শক্তি নাই। সেইরূপ শ্রীভগবান্ জীবগণকে একত্র করেন আবার বিচ্ছিন্ন করেন, ইহাতে আমাদের কিছু দোষ নাই। (ন তু অস্মাকং দোষ ইতি ভাবঃ)।

শ্রীকৃষ্ণের যুক্তি শুনিয়া গোপীগণ বলিয়া উঠিলেন, "ওহে বাগ্মিশিরোমণি। তুমি তো খুব কথা বলিতে জান। শুনিলাম তোমার বিচার যুক্তি। এখন আমাদের কথা শোন। যে ভগবানকে তুমি সকলপ্রকার মিলন অমিলনের জন্য দায়ী করিতেছ আমরা বলি সেই ভগবান্ তুমিই (স ভগবাংস্ত্বমেব)। সুতরাং সব দোষই তোমার।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা মানিলাম তোমাদের কথা আমি ভগবান্ই। কিন্তু ভগবান্ তো পূর্ণ স্বাধীন, কাহারও অধীন নহেন।

আমি কিন্তু অধীন ভগবান্। তুমি কার অধীন যদি জিজ্ঞাসা কর তবে বলি শোন। আমি তোমাদের স্নেহাধীন (ভবতীনাং স্নেহাধীন এবাস্মীতি)। আমি যদি ভগবান্ হই, তাহা হইলে আমার প্রতি যে ভক্তি তাহা জীবের অমৃতত্ব লাভের হেতু (অমৃতত্বায় কল্পতে), আমার বিরহে তোমাদের সেই ভক্তি আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই বর্দ্ধিত মহাপ্রেমের ফলে তোমরা সর্ব্বাতিশায়িরূপে আমাকে প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং এই বিরহ তোমাদের মহামঙ্গলের জনক হইয়াছে। আর তোমরা যে আমার লাভের উপায় স্বরূপ (মদাপনঃ) পরম প্রেমধন লাভ করিয়াছ তাহাতে আমিও মহাভাগ্যবান্, তোমাদের মত ভক্তপ্রাপ্তি আমার মহাসৌভাগ্যের কথা (মদ্ভাগ্যেনৈব অতিভদ্রমেব)।

তোমাদের প্রেমের এমন মহাশক্তি যে তাহা বলপূর্ব্বক (বলাদাকৃষ্য) আমাকে আকর্ষণ করিয়া তোমাদের নিকটে আনিবে। কেবল যে আনিবে তাহা নহে, আমাকে তোমাদের নিকট চিরকালের জন্য স্থাপিত করিয়া রাখিবে (চিরেণৈব যুষ্মদন্তিক এব স্থাপয়িষ্যতি)।

তোমাদের যে প্রেমগুণ, করে আমা আকর্ষণ,
আনিবে আমায় দিন দশ বিশে।
পুনঃ আসি বৃন্দাবনে, ব্রজবধূ তোমা সনে,
বিলসিব রজনী দিবসে॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ১৩)

আর একটি কথা। তোমরা যদি ঠিকই জান যে আমি ভগবান্ তাহা হইলে তো আমার সহিত তোমাদের বিরহ হইতে পারে না (মামেব ভগবন্তং যদি যূয়ং জানীধ্বে এব তদা মদ্‌বিরহদুঃখং নাস্ত্যেব) সর্ব্বময় ভগবানের সঙ্গে কাহারও বিরহ হইতে পারে না। তোমাদের বিরহ তাহা হইলে অবিবেকসম্ভূত (অবিবেকেনৈব দুঃখং লভধ্বে)। সুতরাং যাহাতে তোমাদের অবিবেক ধ্বংস হইতে পারে সেইরূপ শিক্ষা আমার নিকট হইতে গ্রহণ কর (তস্মাৎ অবিবেকধ্বংসনং জ্ঞানং মত্তঃ শিক্ষধ্বম্)।

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে জ্ঞান উপদেশ দিতে উদ্যত হইলেন। এই উপদেশে যে কোন ফল হইবে না, তাহাদের বিচ্ছেদ বেদনার কিঞ্চিন্মাত্র উপশম হইবে না তাহা তিনি ভালভাবেই জানেন। তবু কেন ব্যর্থ উপদেশ দিতেছেন ? দিতেছেন, জগতের নরনারীকে বিশেষ করিয়া মহা মহা যোগিগণকে এই কথা জানাইবার জন্য যে তাঁহারা যে বলেন, যে জ্ঞান হইলেই সকল দুঃখের ধ্বংস হয় এই বিষয়ে একটা লক্ষণীয় ব্যতিক্রম আছে। তদ্বিষয় তাঁহাদের অবগতি থাকা বাঞ্ছনীয়।

বস্তুতস্তু ভোস্ত্রিজগতীবর্ত্তিনো মহাযোগেশ্বরাঃ, জ্ঞানং দুঃখমাত্রধ্বংসনং যদ্ যূয়ং ব্রূধ্বে তদিদম-বধত্ত। উদ্ধবোপদিষ্টমিব সাক্ষাৎ মদুপদিষ্টমপি জ্ঞানং প্রেমবৎসু জনেষু দুঃখানিবর্ত্তনাৎ বৈয়র্থ্যমেব প্রাপ্নোতীতি জ্ঞাপয়ন্নেব গোপীজ্ঞানমাহ।) [চক্রবর্ত্তী]

পাঁচটি মাত্র শ্লোকে (৪২-৪৬) শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণপ্রতি জ্ঞানোপদেশ। উপদেশের উপসংহার করিতেছেন দুইটি শ্লোকে।

অহং হি সর্ব্বভূতানামাদিরন্তোঽন্তরং বহিঃ।
ভৌতিকানাং যথা খং বার্ভূর্ব্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ॥
এবং হ্যেতানি ভূতানি ভূতেষ্বাত্মাত্মনা ততঃ।
উভয়ং ময্যথ পরে পশ্যতাভাতমক্ষরে॥

আমি রহিয়াছি সকল ভূতগণের আদিতে, অন্তে এবং মধ্যে। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন কি ভাবে আছেন। সকল ভৌতিক দ্রব্যের মধ্যে তাহাদের উপাদান কারণ যেরূপে বিরাজমান সেইরূপে প্রত্যেক ভৌতিক বস্তুর মধ্যে ক্ষিতি, জল, অগ্নি, মরুৎ ও ব্যোম যেভাবে সকল অবস্থায় আছে সেইভাবে। সকল অবস্থায় অর্থ, আদিতে অন্তে ভিতরে বাহিরে। মাটির দ্বারা ঘট হইল। ঐ ঘটের সৃষ্টির পূর্ব্বেও মাটি ছিল। ঘট ভাঙ্গিয়া ধ্বংস হইয়া গেলেও মাটিই থাকিবে। ঘটের বিদ্যমান কালেও সে মাটিই, তার ভিতরেও মাটি বাহিরেও মাটি॥ আমিও সেইরূপ তোমাদের দেহে রক্তে মাংসে অস্থিতে মজ্জায় সর্বকালে বিরাজমান।

আবার আত্মা আছে সকল বস্তুতে ব্যাপ্ত। ভোক্তৃরূপে, কারণরূপে নয়। (ভোক্তৃরূপেণ ভূতেষু ব্যাপ্তো ন তু কারণরূপেণ) দেহ আর আত্মা দুই মিলিয়া জীব। এই দুইই আছে কারণের কারণস্বরূপ অক্ষর পরমাত্মায়। পরমাত্মা আছেন নিত্য সর্ব্বব্যাপক অধিষ্ঠানতত্ত্বস্বরূপ আমাতে। শেষ পর্য্যন্ত সকলই আমাতে প্রকাশিত (আভাতং) আছে। সুতরাং তোমাদের দেহ এবং আত্মা সবদাই আমাতে বিরাজমান আছে, এবং আমি তাহাদের মধ্যে অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া আছি। এমতাবস্থায় আমার সহিত বিরহজনিত খেদোক্তির অবকাশ কোথায় ?

(যুষ্মাকং দেহা আত্মানশ্চ ময্যেব সদা বর্ত্তন্ত এবেতি কুতো মদ্বিরহখেদঃ। অবিবেকবিজৃম্ভিত ইতি ভাবঃ)।

আমার স্বরূপতত্ত্ব সম্বন্ধে বিবেকহীন যে ব্যক্তি সে-ই আমার জন্য বিরহভোগ করিতে পারে।

যাহার বিবেক জাগ্রত হইবে—আমি যে ভগবান্ আমার স্বরূপতত্ত্ব জানিবে, তাহার আর বিচ্ছেদজনিত খেদ থাকিতে পারে না।

সুতরাং আমি যদি ভগবান্ হই তাহা হইলে আমার সম্বন্ধে তোমাদের বিরহ নাই। আছে যে মনে কর তাহা অবিবেকবশতঃ। আর আমি যদি ভগবান্ না হই তাহা হইলে আমি অন্যান্য সকল বস্তু বা ব্যক্তির মত ভগবানের অধীন। তাঁহার অধীন বলিয়া এই দীর্ঘ প্রবাসের জন্য আমি দোষী নই। আমি যাঁর অধীন তাঁহার ইচ্ছাই বলবতী। ভগবানের ইচ্ছা ছাডা যখন একটী বৃক্ষের পত্রও নড়ে না তখন তোমাদের আমার মধ্যবর্ত্তী যে সুদীর্ঘ কালের ব্যবধান, ইহাও একান্তভাবে তাঁহারই ইচ্ছায় সংঘটিত। আমি দোষী নই।

শ্রীরাধিকার কথা এবার শুনা যাউক। আমরা গোপীগণ সংসারকূপে পতিতা নই। কারণ বাল্যাবধি আমরা তোমার জন্য গৃহ, পতি ইত্যাদি সংসার সুখ ত্যাগ করিয়াছি (বয়ং হি গোপ্যঃ ন সংসারকূপে পতিতাঃ, আবাল্যাদেব ত্যক্তগৃহাপত্যাদি সংসারসুখত্বাৎ)। অধিক কি বলিব ; তোমার চিন্তায় আমাদের দেহস্মৃতি পর্য্যন্ত নাই। অতএব আমরা সংসারকূপে পতিতা নই।

হ্যাঁ, তবে আমরাও কূপে পতিতা। কূপে নয়, সমুদ্রে। তোমার বিরহ-সমুদ্র জলে আমরা পতিত (ত্বদ্বিরহাম্বুধৌ)। আমরা কেবল কূপে পতিতা নই, তিমিঙ্গিলের মুখে, প্রায় মুখ-গহ্বরে পতিত। তোমাকে পাইবার সুতীব্র কামনারূপে তিমিঙ্গিল আমাদিগকে গ্রাস করিয়াছে, এখন বাঁচিবার কি উপায় তাহা বল।

আমরা বাঁচিতে চাই না। তুমি ব্রজবাসী সবাইকে বধ করিয়া ফেল। অথবা ব্রজে আসিয়া সবাইকে বাঁচাও এই দু'য়ের একটা কর। একটাও না করিয়া কেবল অশেষ দুঃখ সহাইবার জন্য আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতেছ কেন?

কিবা মার ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি,
কেন জিয়াও দুঃখ সহাইবারে। চৈঃ চ০

যদি জিজ্ঞাসা কর এখানে এখন যে আমরা তোমাকে পাইয়াছি তাহাতে কি আমাদের বিরহতাপ দূর হইতেছে না? উত্তরে বলিব—না, হইতেছে না। তোমার যে অন্যপ্রকার বেশ অন্য প্রকার সঙ্গী সাথী অন্য প্রকার থাকিবার স্থান। ইহাতে ব্রজের লোকের প্রাণ জুড়ায় না।

তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ অন্য দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।

আমাদের অবস্থাটি একটিবার বিবেচনা কর। তোমার এই রাজবেশ, এই যদুকুলের আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত ভাব, কুরুক্ষেত্র স্থান, কিছুই ব্রজবাসীর প্রাণ স্পর্শ করে না, আমরা কিছুতেই বৃন্দাবন-ভূমি ছাড়িতে পারি না। বৃন্দাবন ছাড়া ভাবিতে পারি না। আমরা মনে মনেও—মনস্যপি গেহং গেহরূপমাস্পদং শ্রীবৃন্দাবনংজুষাং জুষমাণানাং ত্যক্তমশক্নুবতীনাং—

অন্যের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন,
মনে বনে এক করি মানি।

আমরা ব্রজ ছাড়িতে পারিতেছি না। আবার তোমাকে না দেখিলেও বাঁচিতে পারি না। এখন আমাদের উপায় কি তুমিই বল না।

ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায়।

যদি বল আমরা ব্রজভূমি ছাড়িতে পারি না কেন, ব্রজের জন্য আমাদের এত আকুলতা কেন, তাহার কারণ বলি শোন—

রাজবেশে হাতী ঘোড়া মনুষ্যগহন।
কাহাঁ গোপবেশ কাহাঁ নির্জ্জন বৃন্দাবন॥
সেইভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥

বংশী নিনাদপূর্ণ যমুনাতটান্তস্থ বৃন্দাবনের জন্যই আমাদের চিত্ত সর্ব্বদা উৎকণ্ঠাযুক্ত। কারণ, শ্রীবৃন্দাবনেই তোমার ময়রপুচ্ছ শোভিত শিব ও মুরলী-মনোহর বদন আমাদের সর্ব্বাধিক আনন্দ বিধায়ক। তত্রৈব তব পিচ্ছমৌলিত্ব-মুরলীমনোহরত্বাদিমাধুর্য্যাণাং অস্মদ্রোচকত্বাৎ।

ব্রজ আমার জীবন, তাহা তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন।

আর বৃন্দাবন কেন এত চিত্তাকর্ষক তাহা আমাদেরই বা এত বলিতে হইবে কেন? তোমার কি মনে পড়ে না? ইহা অতীব আশ্চর্য্য, তুমি কেমন করিয়া এত আদরের ভূমির কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছ?

বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন, যমুনা পুলিন বন,
সেই কুঞ্জ রাসাদিক লীলা।
সেই ব্রজের জনগণ, মাতাপিতা বন্ধুগণ,
বড় চিত্র কেমনে পাসরিলা॥

শ্রীবৃন্দাবন অতি মধুময় ভূমি। তুমি সেই ভূমির জীবন। ব্রজের অনন্ত সম্পদ্। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্ তুমি। সুতরাং ওহে ব্রজের প্রাণধন! একবার ব্রজে আস। আসিয়া পাদপদ্ম উদয় করাইয়া ব্রজজনকে বাঁচাও।

তুমি ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের প্রাণধন,
তুমি সকল ব্রজের সম্পদ্।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাহ নিজপদ॥ চৈঃ চঃ

এতএব 'তত্রৈব' সেই বৃন্দাবনই তোমার পদারবিন্দ "উদিয়াৎ" তোমার পাদপদ্ম উদয় করাও।

তাহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।

ব্রজভূমৌ ত্বদর্শনেনৈব অস্মাকং সন্তাপোপশমো নতু ত্বৎস্মরণেন। কুতঃ পুনরাত্মজ্ঞানেন? আত্মজ্ঞান দিলে বেদনা যাইবে না। তোমার স্মরণ মনন ধ্যান করিলেও বিরহব্যথা ঘুচিবে না। এখানে এই কুরুক্ষেত্রে তোমার সহিত মিলিত হইয়া থাকিলেও সন্তাপের উপশম হইবে না। একমাত্র সেই বৃন্দাবনধামে যদি তোমার পাদপদ্ম উদয় করাও তবেই তাপ শান্তি। তবেই তোমার পূর্ণ কৃপা আমাদের উপর আছে ইহা জানিতে পারিব।

তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ঘরে
উদয় করয় যদি তবে বাঞ্ছা পুরে॥
ভাগবতের শ্লোকার্থ বিচার করিয়া।
রূপ গোসাঞি শ্লোক কৈল লোক বুঝাইয়া॥

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে অভীষ্টবর প্রার্থনা করিতে বলিলে তিনি বলিলেন—

যা তে লীলারসপরিমলোদ্গারি-বন্যাপরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাধুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপী-ভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সম্বীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসি-বেণুর্বিহারম্॥

লীলারস সুরভিত, বনরাজি সুশোভিত,
ব্রজভূমি সৌন্দর্য্য আকর।
সুচঞ্চল মুগ্ধচিত, হয়ে গোপী সম্মিলিত,
বংশী ফুকারি সেথা বিহর॥

শ্রীশ্রীরাধাঠাকুরাণীর সকল কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভাবিলেন—রাস রজনীতে যে গোপীদিগকে বলিয়াছিলাম আমি তোমাদের কাছে ঋণী, তাহা যে কত বড় সত্য কথা উচ্চারণ করিয়াছিলাম তাহা আজ আর একবার বিশেষ করিয়া অনুভব করিতেছি! ইহাদিগকে তীব্র বিরহের দুঃখ-সাগরে ডুবাইয়া সেই দেনার বোঝা আরও বাড়াইয়াছি। এখন কি বলিয়া শ্রীরাধাকে আশ্বাস দিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শুনিয়া রাধিকা বাণী, ব্রজ প্রেম মনে জানি,
ভাবে ব্যাকুলিত দেহ মন।
ব্রজলোক প্রেম শুনি, আপনাকে 'ঋণী' মানি,
করে কৃষ্ণ তারে আশ্বাসন॥

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শ্যামসুন্দর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—শোন প্রাণাধিকে রাধিকে! অন্তরের কথা বলি শোন। ব্রজবাসী যত নরনারী, আমার পিতা, আমার মাতা, আমার মাতৃ-পিতৃস্থানীয় অন্যান্য গোপ ও গোপজননীগণ, শ্রীদাম-সুদামাদি সকল সখাগণ, সকলেই আমার প্রাণতুল্য প্রিয় তাহার মধ্যে গোপীগণ আমার সাক্ষাৎ জীবনস্বরূপ। তাহাদের মধ্যে তুমি আমার সর্ব্বাধিক, তুমি প্রিয়তমা, তুমি আমার জীবনের জীবনস্বরূপ।

ব্রজবাসী যতজন, মাতাপিতা সখাগণ,
সব মোর হয় প্রাণসম।
তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি মোর জীবনের জীবন॥

তোমাদের ভালবাসার নিবিড় বন্ধনে আমাকে সর্ব্বতোভাবে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। আমি আমার নই, তোমাদেরই। এমতাবস্থায় এই যে তোমাদের সঙ্গে আমার দীর্ঘ বিরহ, নিতান্ত দুর্দ্দৈব ছাড়া ইহার আর কোন হেতু খুঁজিয়া পাই না। মনে হয় প্রবল দুর্দ্দৈব বলপূর্ব্বক তোমাদের নিকট হইতে আমাকে দূরদেশে লইয়া গিয়া এমন এক অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধিয়াছে যে কিছুতেই তাহা ছাড়াইয়া মিলিত হইতে পারিতেছি না। দুর্দ্দৈবের উপর যেমন কাহারও হাত থাকে না, সেইরূপ পর পর সংঘটিত ঘটনাবলীর মধ্যে কাহারও যেন এক বিন্দু পরিবর্ত্তন করিবার সামর্থ্য কিছু ছিল না।

তোমা সবার প্রেম রসে, আমাকে করিল বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল।
তোমা সবা ছাড়াইয়া, আমা দূর দেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল॥

শোন রাধে, আরও কয়টি কথা বলি। রসজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন "অকৈতব" প্রেম জগতে হয় না। অকৈতব অর্থ নির্দ্দোষ, কপটতারহিত যে প্রেম, স্বার্থগন্ধ নাই, আত্মসুখানুসন্ধান নাই, আছে শুধু পরস্পরের অন্তরে পরস্পরের সুখকামনা, তাহাই অকৈতব নির্দ্দোষ প্রেম—ইহা লক্ষবান্ সুবর্ণের মত, শতবার দগ্ধ করা সুবর্ণের মতো খাদ রহিত। সেই প্রেমে কখনও বিরহ সৃষ্টি হইতে পারে না। যদি কোন দুর্দ্দৈববশতঃ বিরহ দেখা দেয়, তাহা হইলে তাহাদের জীবনধারণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

প্রিয়া প্রিয়-সঙ্গিহীনা, প্রিয় প্রিয়াসঙ্গ বিনা,
নাহি জীয়ে এ সত্য প্রমাণ।

তবে যদি কোথাও দেখা যায় প্রবল বিরহেও প্রিয়া প্রিয় কেহ প্রাণত্যাগ করে নাই, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে হয়তো প্রেম নির্দ্দোষ ছিল না। অথবা—

মোর দশা শুনে যবে, তার এই দশা হবে
এই ভয়ে দুঁহে রাখে প্রাণ॥

সেই প্রিয়া এবং প্রিয়, যাহাদের অন্তরভরা অকৈতব প্রেম, প্রবল বিরহের সময় তাহারা নিজের কথা না ভাবিয়া কেবলই প্রিয়জনের ভাবনা ভাবে। ভাবে এই কথা যে, তাহার অভাবে আমার যে নিদারুণ অবস্থা ইহা যদি তাহার গোচরীভূত হয়, তাহা হইলে সে কিছুতেই ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিবে না। বিরহের তাপে আমি যদি প্রাণত্যাগ করি তাহা হইলে আমার প্রাণ তো জুড়াইয়া গেল - কিন্তু সেই সংবাদ যখন তাহার কর্ণগোচর হইবে তখন তাহার হৃদয়ে যে মর্ম্মান্তিক বেদনা হইবে তাহা মনে ভাবিতেও মাথা ঘুরিয়া যায়। তীব্র বিরহের তাপে উভয়েই ঠিক এইরূপ ভাবনা করে বলিয়াই কাহারও প্রাণত্যাগ হয় না।

আবার দেখ, ত্যাগ করা যায় সেই বস্তু, যাহা কাহারও নিজ ধন। অপরের দ্রব্য ত্যাগ করা যায় না। প্রাণ ত্যাগ করিতে গেলে তাহারা উভয়ে ভাবে, সমর্পিত প্রাণ আবার কী করিয়া ত্যাগ করিব? প্রিয়ের ধন আমার প্রাণ। তাহা ত্যাগ করার তো অধিকার আমার নাই।—"এই ভয়ে দুঁহে রাখে প্রাণ।"

বিচ্ছেদকালেও যে প্রেমিকা প্রিয়ের হিতকামনা করে ও যে প্রেমিক প্রিয়ার হিত কামনা করে— আপন আপন দুঃখের কথা একটুও মনে না করিয়া কেবল ভালবাসার জনের সুখই একান্তভাবে কামনা করে—তাহারাই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিকপ্রেমিকা। তাহাদের নিরুপাধি প্রেমই একদিন তাহাদিগকে মিলিত করাইয়া দিবে।

সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান্ সেই পতি,
বিয়োগ যে বাঞ্ছে প্রিয় হ'তে।
না গণে আপন দুখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন সুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে॥

এই ত সংসারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক প্রেমিকার ভাব অবস্থা তোমাকে বলিলাম।—এখন আমার নিজের কথা কিছু বলি শোন।

আমি দিন রাত কেবল আকাঙ্ক্ষা করিতাম যে, আমার বিরহাগ্নিতে তুমি ত দগ্ধীভূত হইতেছ এবং অসহ্য বিচ্ছেদজ্বালায় মরণোন্মুখ হইয়া আছ। পাছে তোমার প্রাণ বাহির হইয়া যায় এজন্য আমি প্রত্যহ শ্রীনারায়ণের পূজা অর্চ্চনা করিতাম ও তাঁহার পদে তোমার জীবন ভিক্ষা চাহিতাম।

শ্রীনারায়ণ কৃপা করিয়া আমাকে এমন একটি শক্তি দিলেন যে, আমি সেই শক্তিতে প্রত্যহ তোমার কাছে আসিতে পারিতাম। আসিয়া যে কেবল তোমাকে দেখিতাম তাহা নহে, তোমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ক্রীড়াও করিতাম। ইহাতে তোমারও বিরহতাপ ঘুচিত, আমারও ঘুচিত।

তোমার সাথে খেলা করিয়া আমি আবার যদুপুরী আসিতাম কিন্তু যোগমায়া দেবীর এমনই কলাকৌশল যে, তোমাকে ইহা বুঝিতে দিতেন না। তুমি আমাকে দেখিতে, আমার সহিত ক্রীড়া করিতে, কিন্তু ভাবিতে যে ইহা তোমার কাছে আমার মানস প্রকাশ মাত্র। ইহা যে আমার সত্যকারের উপস্থিতি তাহা যোগমায়া তোমাকে বুঝিতে দিতেন না।

রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ,
তার শক্ত্যে আমি নিতি নিতি।
তোমা সনে ক্রীড়া করি, পুনঃ যাই যদুপুরী,
তাহা তুমি মান মোর স্ফূর্তি॥

কী আর বলিব। আমাবিষয়ক তোমার যে পরম প্রবল প্রেম, যে প্রেমবলে আমি তোমারই, সেই প্রেমধনকে আমি আমার মহাসম্পদ্ বলিয়া মনে করি। আমি এই মতো সম্পদে যে সম্পত্তিশালী তাহা ভাবিয়া নিজেকে ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করি।

অমিত-শক্তিশালী তোমার এই প্রেম, এই প্রেমই আমাকে তোমার কাছে প্রত্যহ লুকাইয়া লইয়া আসিয়াছে ও প্রত্যহ তোমার সঙ্গ করাইয়াছে। তোমার মহাপ্রেমের এমন অদ্ভুত গুণ যে, আমাকে নিত্য আকর্ষণ করিয়া তোমার নিকটে নিয়াছে ও মিলন করাইয়াছে। আমার মনের ইহাই সুদৃঢ় বিশ্বাস যে, যে-প্রেম লুকাইয়া আমাকে আকর্ষণ করিয়াছে সেই-প্রেমই প্রকটেও আমাকে তোমার নিকট লইয়া আসিবে এবং অতি সত্বরেই মিলন সংঘটিত করাইবে।

মোর ভাগ্যে মো বিষয়, তোমার যে প্রেম হয়,
সেই প্রেম পরম প্রবল।
লুকাইয়া আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা সনে,
প্রকটেই আনিবে সত্বর॥

তোমার প্রেমের প্রবল আকর্ষণেই আবার ব্রজে যাইব। আবার তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইব। আবার দিবস রজনী তোমাদের সঙ্গে সম্ভোগ-রসবিলাসে নিমজ্জিত থাকিব। এই বলিয়া শ্যামসুন্দর নীরব হইলেন। চরণের গঙ্গা নয়নে বহিতে লাগিল। দু'জনেরই এক অবস্থা।

"লোরে দুঁহু দেখিতে না পায়।"

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়ের ফেলালব সমাপ্ত।

———

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

তথানুগৃহ্য ভগবান্ গোপীনাং স গুরুর্গতিঃ।
যুধিষ্ঠিরমথাপৃচ্ছৎ সর্ব্বাংশ্চ সুহৃদোঽব্যয়ম্ ॥ ১ ॥

ত এবং লোকনাথেন পরিপৃষ্টাঃ সুসৎকৃতাঃ।
প্রত্যূচুর্হৃষ্টমনসস্তৎপাদেক্ষাহতাংহসঃ ॥ ২ ॥

কুতোঽশিবং ত্বচ্চরণাম্বুজাসবং মহন্মনস্তো মুখনিঃসৃতং ক্বচিৎ।
পিবন্তি যে কর্ণপুটৈরলং প্রভো! দেহং ভৃতাং দেহকৃদস্মৃতিচ্ছিদম্ ॥ ৩ ॥

[এই অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদি তদীয় সুহৃদ্গণের, তথা দ্রৌপদী সহ রুক্মিণী প্রভৃতি কৃষ্ণপত্নীগণের কথোপকথন বর্ণনা করা হইতেছে।]

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] গোপীনাং গুরুঃ গতিঃ (গোপীগণের গুরু ও গতি) সঃ ভগবান্ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তথা (যেরূপে তাঁহাদের কৃতার্থতা হয়, তদনুসারে) [তাঃ] অনুগৃহ্য (তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া) অথ (পরে) যুধিষ্ঠিরং সর্ব্বান্ সুহৃদঃ চ (যুধিষ্ঠিরকে ও সমুদয় সুহৃৎকে) অব্যয়ম্ অপৃচ্ছৎ (কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন) ॥ ১ ॥

তৎপাদেক্ষাহতাংহসঃ তে (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণযুগল দর্শন করায় যাঁহাদিগের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়াছিল, সেই যুধিষ্ঠিরাদি শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদ্গণ) লোকনাথেন এবং পরিপৃষ্টাঃ (লোকনাথ কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত) সুসৎকৃতাঃ (ও উত্তমরূপে পূজিত হইয়া) হৃষ্টমনসঃ [সন্তঃ] (আনন্দিত চিত্তে) প্রত্যূচুঃ (প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

[তাঁহারা বলিলেন]—প্রভো! (হে প্রভো!) দেহং ভৃতাং দেহকৃদস্মৃতিচ্ছিদং (যাহা দেহধারিগণের দেহজনক অজ্ঞান বিনষ্ট করে) মহন্মনস্তঃ মুখনিঃসৃতং (এবং মহাজনগণের মন হইতে মুখ দিয়া নির্গত হয়, সেই) ত্বচ্চরণাম্বুজাসবং (ভবদীয় শ্রীচরণকমলের কথামৃত) যে (যাহারা) ক্বচিৎ (কখনও) কর্ণপুটৈঃ (কর্ণপুট দিয়া) অলং পিবন্তি (পর্য্যাপ্তরূপে পান করে) [তেষাং দেহভৃতাং] (সেই দেহধারিগণের) কুতঃ অশিবম্ (কিরূপে অমঙ্গল হইবে?) [কোন প্রকারেই তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে না) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! গোপীগণের গুরু ও গতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপে তাঁহাদের কৃতার্থতা হয়, সেইরূপভাবে তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া পরে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ও সমুদয় সুহৃদ্গণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল দর্শন করায় যাঁহাদিগের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়াছিল, সেই যুধিষ্ঠিরাদি শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদ্গণ তখন লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত ও উত্তমরূপে সংকৃত হইয়া হৃষ্টচিত্তে প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ তাঁহারা বলিলেন—হে প্রভো!

শ্রীধর—ত্র্যশীতিতমে এবঞ্চ স্ত্রীণাং কৃষ্ণকথোৎসবে। দ্রৌপদ্যৈ কৃষ্ণভার্য্যাভিরুক্তাঃ স্বস্বকরগ্রহাঃ ॥ অব্যয়ং কুশলম্ ॥ ১ ॥ তৎপাদেক্ষয়া হতমংহো যেষাং তে ॥ ২ ॥ মহতাং মনস্তঃ সকাশাৎ মুখদ্বারতো নিঃসৃতং ক্বচিৎ কদাচিৎ দেহং ভৃতাং দেহধারিণাং দেহকৃচ্চাসাবস্মৃতিশ্চ অবিদ্যা তাং ছিনত্তীতি তথা তম্। দেহকৃদীশ্বরঃ তদ্বিষয়াজ্ঞানচ্ছিদং বা ॥ ৩ ॥

হিত্বাত্মধামবিধুতাত্মকৃতত্র্যবস্থ-মানন্দসংপ্লবমখণ্ডমকুণ্ঠবোধম্।
কালোপসৃষ্টনিগমাবন আত্তযোগ-মায়াকৃতিং পরমহংসগতিং নতাঃ স্ম ॥ ৪ ॥

শ্রীঋষিঃ উবাচ

ইত্যুত্তমশ্লোকশিখামণিং জনেষ্বভিষ্টুবৎস্বন্ধককৌরবস্ত্রিয়ঃ।
সমেত্য গোবিন্দকথা মিথোঽগৃণংস্ত্রিলোকগীতাঃ শৃণু বর্ণয়ামি তে ॥ ৫ ॥

অন্বয়—হি (অতএব) আত্মধামবিধুতাত্মকৃতত্রাবস্থ (নিজের তেজের দ্বারা নিজকৃত জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় যাঁহাতে নিবৃত্ত আছে) কালোপসৃষ্টনিগমাবনে (এবং কালক্রমে বিপর্য্যস্ত বেদসমূহের রক্ষার নিমিত্ত) আত্মযোগমায়াকৃতিং (যিনি যোগমায়ার দ্বারা বিবিধ অবতার-বিগ্রহ প্রকটিত করিয়া থাকেন, সেই) পরমহংসগতিম্ (পরমহংসগণের গতি), আনন্দসংপ্লবম্ (আনন্দ সাগর), অকুণ্ঠবোধম (পরিপূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ) অখণ্ডং (ও অপরিচ্ছিন্ন) ত্বা (আপনাকে) নতাঃ স্ম (প্রণাম করি) ॥ ৪ ॥

শ্রীঋষিঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !] জনেষু (জনগণ) ইতি (এইরূপে) উত্তমশ্লোক-শিখামণিম্ অভিষ্টুবৎসু [সৎসু] (পবিত্রকীর্ত্তিগণের চূড়ামণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে স্তব করিতে থাকিলে) অন্ধককৌরব-স্ত্রিয়ঃ (যাদব-রমণীগণ ও কৌরব-রমণীগণ) সমেতাঃ (মিলিত হইয়া) মিথঃ (পরস্পর) [যাঃ] গোবিন্দকথাঃ অগৃণন্ (যে সকল কৃষ্ণকথা বলিয়াছিলেন), [অধুনা অহং] (এক্ষণে আমি) তে (আপনার নিকটে) ত্রিলোকগীতাঃ [তাঃ] (ত্রিলোকগীত সেই সকল কৃষ্ণকথা) বর্ণয়ামি (বর্ণনা করিতেছি) শৃণু (শ্রবণ করুন) ॥ ৫ ॥

যাহা দেহধারী জীবগণের দেহজনক অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া দেয় এবং মহাজনগণের মন হইতে মুখ দিয়া নির্গত হয়, আপনার সেই শ্রীচরণকমলের কথামৃত যাঁহারা কখনও কর্ণপুট দিয়া পর্য্যাপ্তরূপে পান করেন, সেই দেহধারী জীবগণের অমঙ্গল কিরূপে হইবে ? কোন প্রকারেই তাঁহাদের অমঙ্গল হইতে পারে না ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অতএব নিজের তেজের দ্বারা নিজকৃত জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় যাঁহাতে নিত্য নিবৃত্ত আছে এবং কালক্রমে বিপর্য্যস্ত বেদসমূহের রক্ষার নিমিত্ত যিনি যোগমায়ার দ্বারা বিবিধ অবতার-বিগ্রহ প্রকটিত করিয়া থাকেন, আমরা সেই পরমহংসগণের গতি, আনন্দসাগর, পরিপূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ ও অপরিচ্ছিন্ন আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৪ ॥ শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! জনগণ এইরূপে সর্ব্বতোভাবে পবিত্রকীর্ত্তিগণের চূড়ামণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! এদিকে যাদব-রমণীগণ ও কৌরব-রমণীগণ একস্থানে মিলিত হইয়া পরস্পর যে সকল কৃষ্ণকথা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি আপনার নিকটে ত্রিলোকগীত সে সকল কৃষ্ণকথা বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৫ ॥

শ্রীধর—হি ত্বেতি পদদ্বয়ম্॥ ত্বা ত্বাং হি এব ত্বামেব নতাঃ স্মেত্যর্থঃ। কথম্ভূতম্? আত্মধাম্না স্বরূপপ্রকাশেন বিধুতা নিরস্তা আত্মকৃতা, বুদ্ধিনির্মিতাস্তিস্রোঽবস্থা যস্মিংস্তম্, অতএবানন্দসংপ্লবং সর্ব্বানন্দকন্দস্বরূপং, অখণ্ডঞ্চ অপরিচ্ছিন্নম্ যতো ন কুণ্ঠঃ কুণ্ঠিতো বোধশ্চিচ্ছক্তির্যস্য তম্, নন্বেবংরূপতা শ্রীকৃষ্ণস্য কুতঃ? অস্মদাদিবৎ প্রতীতেরেত আহঃ—কালোপসৃষ্টেতি। কালোনোপসৃষ্টা বিপ্লুতাশ্চ তে নিগমাশ্চেতি তেষামবনে রক্ষার্থমাত্তা উপাত্তা যোগমায়য়া আকৃতির্নরাকার-মূর্ত্তির্যেন তম্, পরমহংসানাং গতিং ত্বাম্। অতস্তবৈবংরূপত্বাদস্মাকঞ্চ ত্বন্মায়য়া এতৎ সর্ব্বং বৈপরীত্যাৎ ত্বামেব নতাঃ স্মেতি। যদ্বা ত্বামিতি প্রকরণাৎ জ্ঞাতব্যম্, ত্বাং নতাঃ স্ম, কিং কৃত্বা? হিত্বা, কিম্? আত্মধাম আত্মা শরীরং ধাম গৃহং তচ্চ তচ্চ, দেহদৈহিকসঙ্গং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ। সমানমন্যৎ ॥ ৪ ॥

শ্রীদ্রৌপদ্যুবাচ

হে বৈদর্ভ্যচ্যুতো ভদ্রে ! হে জাম্ববতি ! কৌশলে !
হে সত্যভামে ! কালিন্দি ! শৈব্যে ! রোহিণি ! লক্ষ্মণে ॥ ৬ ॥

হে কৃষ্ণপত্ন্য ! এতন্নো ব্রূত বো ভগবান্ স্বয়ম্ ।
উপযেমে যথা লোকমনুকুর্ব্বন্ স্বমায়য়া ॥ ৭ ॥

শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ

চৈদ্যায় মার্পয়িতুমুদ্যতকার্ম্মুকেষু রাজস্বজেয়ভটশেখরিতাঙ্ঘ্রিরেণুঃ ।
নিন্যে মৃগেন্দ্র ইব ভাগমজাবিযূথাৎ তচ্ছ্রীনিকেতচরণোঽস্তু মমার্চ্চনায় ॥ ৮ ॥

অন্বয়—শ্রীদ্রৌপদী উবাচ (দ্রৌপদী বলিলেন) হে বৈদর্ভি ! (হে বিদর্ভরাজনন্দিনি রুক্মিণি !) ভদ্রে ! (হে কেকয়রাজ-নন্দিনি ভদ্রে !) হে জাম্ববতি ! (হে ঋক্ষরাজনন্দিনি জাম্ববতি !) কৌশলে ! (হে কোশলরাজনন্দিনি সত্যে !) হে সত্যভামে ! (হে সত্রাজিৎনন্দিনি সত্যভামে !) কালিন্দি ! (হে সূর্য্যনন্দিনি কালিন্দি) শৈব্যে ! (হে অবন্তিরাজ-ভগিনি মিত্রবিন্দে !) লক্ষ্মণে ! (হে মদ্ররাজনন্দিনি লক্ষ্মণে !) রোহিণি ! (হে রোহিণি !) হে কৃষ্ণপত্ন্যঃ ! (হে অপরাপর কৃষ্ণপত্নীগণ !) ভগবান্ অচ্যুতঃ স্বয়ং (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং) স্বমায়য়া (নিজমায়ায়) লোকম্ অনুকুর্ব্বন্ (জনগণের অনুকরণ করিয়া) যথা (যে প্রকারে) বঃ উপযেমে (আপনাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন), এতৎ নঃ ব্রূত (সেই বৃত্তান্ত আমাদিগের নিকটে বর্ণনা করুন) ॥ ৬-৭ ॥

শ্রীরুক্মিণী উবাচ (রুক্মিণীদেবী বলিলেন) [হে দ্রৌপদি !] চৈদ্যায় মা অর্পয়িতুম্ (চেদিরাজ শিশুপালের করে আমাকে সম্প্রদান করাইবার জন্য) রাজসু উদ্যতকার্ম্মুকেষু [সৎসু] (জরাসন্ধাদি রাজগণ ধনুক উত্তোলন করিয়া অবস্থান করিলে পর) অজেয়ভটশেখরিতাঙ্ঘ্রিরেণুঃ ভগবান্ (অজেয় বীরগণ যাঁহার চরণরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) অজাবিযূথাৎ ভাগং মৃগেন্দ্রঃ ইব (ছাগপাল ও মেষপালের মধ্য হইতে সিংহ যেমন স্বীয় ভাগ হরণ করিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ) [তেভ্যঃ স্বভাগং মাং] নিন্যে (তাহাদিগের মধ্য হইতে নিজের প্রাপ্য আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন) তচ্ছ্রীনিকেতচরণঃ (সেই শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ) মম অর্চ্চনায় অস্তু (আমার চিরকাল অর্চ্চনীয় হউক) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—দ্রৌপদী বলিলেন—হে বিদর্ভরাজনন্দিনি রুক্মিণি ! হে কেকয়-রাজনন্দিনি ভদ্রে ! হে ঋক্ষরাজনন্দিনি জাম্ববতি । হে কোশলরাজনন্দিনি সত্যে ! হে সত্রাজিৎনন্দিনি সত্যভামে ! হে সূর্য্যনন্দিনি কালিন্দি ! হে অবন্তীরাজভগিনি মিত্রবিন্দে ! হে মদ্ররাজনন্দিনি লক্ষ্মণে ! হে রোহিণি ! হে অপরাপর কৃষ্ণপত্নীগণ ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমায়ার দ্বারা জনগণের অনুকরণ করিয়া যে প্রকারে আপনাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন, আপনারা সেই সকল বৃত্তান্ত আমাদিগের নিকটে বর্ণনা করুন ॥ ৬-৭ ॥ রুক্মিণীদেবী বলিলেন - হে দ্রৌপদি ! চেদিরাজ শিশুপালের করে আমাকে সম্প্রদান করাইবার জন্য জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ ধনুক উত্তোলন করিয়া অবস্থান করিতেছিল, তখন সিংহ যেমন ছাগপাল ও মেষপালের মধ্য

শ্রীধর—ত্রিষু লোকেষু গীতাঃ ॥ ৫ ॥ কৌশলে। হে সত্যে ! শৈব্যে ! হে মিত্রবিন্দে ! রোহিণী নাম কাচিৎ পট্টমহিষীতুল্যা ॥ ৬ ॥ হে অন্যাঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পত্ন্যঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীসত্যভামোবাচ

যো মে সনাভি-বধতপ্তহৃদা ততেন লিপ্তাভিশাপমপমার্ষ্টুমুপাজহার।
জিত্বর্ক্ষরাজমথ রত্নমদাৎ স তেন ভীতঃ পিতাদিশত মাং প্রভবেঽপি দত্তাম্॥ ৯ ॥

শ্রীজাম্ববত্যুবাচ

প্রাজ্ঞায় দেহকৃদমুং নিজনাথদৈবং সীতাপতিং ত্রিনবহান্যমুনাভ্যযুধ্যৎ।
জ্ঞাত্বা পরীক্ষিত উপাহরদর্হণং মাং পাদৌ প্রগৃহ্য মণিনাহমমুষ্য দাসী॥ ১০ ॥

অন্বয়—শ্রীসত্যভামা উবাচ (সত্যভামা কহিলেন) [হে দ্রৌপদি!] সনাভি-বধতপ্তহৃদা মে ততেন (ভ্রাতা প্রসেনের বধে মদীয় পিতার হৃদয় সন্তপ্ত হইয়াছিল, এই অবস্থায় উক্ত বধ-কার্য্য সিংহকৃত হইলেও সন্দেহক্রমে মদীয় পিতৃদেবকর্ত্তৃক) লিপ্তাভিশাপং অপমার্ষ্টুং ("স্যমন্তকমণির লোভে কৃষ্ণই আমার ভ্রাতাকে বধ করিয়াছে" এইরূপ আরোপিত অপযশ দূর করিবার জন্য) যঃ (যিনি) ঋক্ষরাজং জিত্বা (ঋক্ষরাজং জাম্ববানকে জয় করিয়া) রত্নম্ উপাজহার (স্যমন্তকমণি আনিয়াছিলেন) অথ [মৎপিত্রে] অদাৎ (এবং পরে আমার পিতাকে প্রদান করিয়াছিলেন), তেন ভীতঃ সঃ পিতা (উক্ত অপরাধে ভীত হইয়া আমার পিতা) দত্তাম্ অপি মাম্ (আমি অক্রূরাদি অপরের করে বাগ্‌দত্তা হইলেও আমাকে) [তস্মৈ] প্রভবে [শ্রীকৃষ্ণায়] (সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণের করে) আদিশৎ (সম্প্রদান করেন)॥ ৯ ॥

শ্রীজাম্ববতী উবাচ (জাম্ববতী বলিলেন) [হে দ্রৌপদি!] দেহকৃৎ (আমার পিতা জাম্ববান) অমুং (এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে) নিজনাথদৈবং সীতাপতিং (নিজের আরাধ্য ঈশ্বর সীতাপতি বলিয়া) প্রাজ্ঞায় (বুঝিতে না পারিয়া) ত্রিনবহানি (সপ্তবিংশতি দিবস) অমুনা [সহ] (ইহার সহিত) অভ্যযুধ্যৎ (যুদ্ধ করিয়াছিলেন)। [ততঃ] পরীক্ষিতঃ [সঃ] (তৎপরে পরীক্ষা করিয়া তিনি) [অয়ম্ এব সীতাপতিঃ ইতি] জ্ঞাত্বা ("ইনিই সীতাপতি" ইহা বুঝিতে পারিয়া) পাদৌ প্রগৃহ্য (ইহার পদদ্বয় ধারণ করতঃ) মণিনা [সহ] মাম্ (স্যমন্তকমণির সহিত আমাকে) অর্হণম্ উপাহরৎ (ইঁহার করে পূজোপহার রূপে সমর্পণ করিয়াছিলেন)। [ততঃ প্রভৃতি] অহং অমুষ্য দাসী [অভবম্] (তদবধি আমি এই প্রভু শ্রীকৃষ্ণের দাসী হইয়াছি)॥ ১০ ॥

হইতে স্বীয় ভাগ হরণ করিয়া লইয়া যায়, সেইরূপ, অজেয় বীরগণ যাঁহার চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের মধ্য হইতে নিজের প্রাপ্য আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ চিরকাল আমার অর্চ্চনীয় হউক॥ ৮ ॥

অনুবাদ—সত্যভামা কহিলেন হে দ্রৌপদি! আমার পিতা সত্রাজিৎ স্বীয় ভ্রাতা প্রসেনের নিধনে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন এবং উক্ত বধকার্য্য সিংহকৃত হইলেও সন্দেহক্রমে "স্যমন্তকমণির লোভে কৃষ্ণই আমার ভ্রাতাকে বধ করিয়াছেন" এইরূপ বলিয়াছিলেন। তখন ঐ অপযশ দূর করিবার নিমিত্ত তিনি ঋক্ষরাজ জাম্ববান্‌কে জয় করিয়া স্যমন্তকমণি আনয়ন করিয়াছিলেন এবং পরে সভামধ্যে সর্ব্বসমক্ষে আমার পিতাকে উহা প্রদান করিয়াছিলেন। আমার পিতা উক্ত অপরাধে ভীত হইয়াছিলেন, অতএব যদিও আমি অক্রূরাদির করে বাগ্‌দত্তা হইয়াছিলাম, তথাপি সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ সম্পাদনের নিমিত্ত পিতা আমাকে তাঁহার করে সম্প্রদান করিয়াছিলেন॥৯॥ জাম্ববতী বলিলেন-হে দ্রৌপদি! আমার পিতা জাম্ববান্ এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে

শ্রীধর—মা মাম্ অর্পয়িতুং সম্পাদয়িতুং রাজসু জরাসন্ধাদিষু উদ্যতকার্ম্মুকেষু সৎসু অজেয়া যে ভটাস্তেষাং শেখরিতা মুকুটীকৃতা অঙ্ঘ্রিরেণবো যেন, তেষাং মূর্দ্ধ্নি পদং দধদিত্যর্থঃ, তস্য শ্রীনিকেতস্য চরণৌ মমার্চ্চনায়াস্তু॥ ৮ ॥

শ্রীকালিন্দ্যুবাচ

তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শকাম্যয়া।
সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং যোঽহং তদ্গৃহমার্জ্জনী ॥ ১১ ॥

শ্রীভদ্রোবাচ

যো মাং স্বয়ম্বর উপেত্য বিজিত্য ভূপান্ নিন্যে শ্বযূথগমিবাত্মবলিং দ্বিপারিঃ।
ভ্রাতৄংশ্চ মেঽপকুর্ব্বতঃ স্বপুরং শ্রিয়ৌক স্তস্যাস্তু মেঽনুভবমঙ্ঘ্র্যবনেজনত্বম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়—শ্রীকালিন্দী উবাচ (কালিন্দী কহিলেন) [হে দ্রৌপদি!] যঃ (যিনি) [মাং] (আমাকে) স্বপাদস্পর্শকাম্যয়া (তাঁহারই পাদস্পর্শ কামনায়) তপশ্চরন্তীম্ (তপশ্চরণে নিরতা) আজ্ঞায় (জানিতে পারিয়া) সখ্যা [সহ] উপেত্য (সখা অর্জ্জুনের সহিত আমার নিকটে গমন করিয়া) পাণিম্ অগ্রহীৎ (আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন), অহং তদ্-গৃহমার্জ্জনী (আমি সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গৃহমার্জ্জনাকারিণী দাসী) ॥ ১১ ॥

শ্রীভদ্রা উবাচ (ভদ্রা কহিলেন) [হে দ্রৌপদি!] শ্বযূথগম্ আত্মবলিং দ্বিপারিঃ ইব (সিংহ যেমন কুকুরদলের মধ্যে অবস্থিত নিজ ভোগ্য বস্তু লইয়া যায় সেইরূপ) যঃ (যিনি) স্বয়ম্বরে উপেত্য (আমার স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হইয়া) অপকুর্ব্বতঃ ভূপান্ মে ভ্রাতৄন্ চ (অপকারী প্রতিদ্বন্দ্বী রাজগণকে ও আমার ভ্রাতৃগণকে) বিজিত্য (জয় করিয়া) মাং (আমাকে) শ্রিয়ৌকঃ স্বপুরং নিন্যে (সমৃদ্ধিসম্পন্ন নিজপুরে লইয়া গিয়াছিলেন), তস্য অঙ্ঘ্র্যবনেজনত্বং (সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপ্রক্ষালনের অধিকার) মে অনুভবম্ অস্তু (আমার প্রতিজন্মে হউক) ॥ ১২ ॥

নিজের আরাধ্য ঈশ্বর সীতাপতি বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া সপ্তবিংশতি দিবস ইঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে পরীক্ষা করিয়া "ইনিই সেই সীতাপতি" ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি ইঁহার পদদ্বয় ধারণ করতঃ স্যমন্তকমণির সহিত আমাকে পূজোপহার রূপে ইঁহার করে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তদবধি আমি এই প্রভু শ্রীকৃষ্ণের দাসী হইয়াছি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—কালিন্দী কহিলেন—হে দ্রৌপদি! যিনি আমাকে তাঁহারই পাদস্পর্শ কামনায় তপশ্চরণে নিরতা জানিতে পারিয়া সখা অর্জ্জুনের সহিত আমার নিকটে গমন করিয়া আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গৃহমার্জ্জনাকারিণী দাসী ॥ ১১ ॥ ভদ্রা কহিলেন—হে দ্রৌপদি! সিংহ যেমন কুকুরদলের মধ্যে অবস্থিত নিজ ভোগ্য বস্তু লইয়া যায়, সেইরূপ যিনি আমার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইয়া অপকারী প্রতিদ্বন্দ্বী রাজগণকে ও আমার ভ্রাতৃগণকে জয় করিয়া আমাকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন নিজপুরে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপ্রক্ষালনের অধিকার আমার জন্মে জন্মে হউক ॥ ১২ ॥

শ্রীধর—সনাভের্ভ্রাতুর্বধেন সিংহকৃতেন তপ্তং দূনং যস্য তেন মে ততেন তাতেন লিপ্সমভিশাপং দুর্যশঃ অপমার্ষ্টুং পরিহর্ত্তুম্ ঋক্ষরাজং জিত্বা রত্নং স্যমন্তকম্ উপাজহার আনীতবান্ যঃ, অথ তদনন্তরং মৎপিত্রে শতধন্বনা, তেন স্বাপরাধেন ভীতঃ স মে পিতা প্রজবে শ্রীকৃষ্ণায় মামাদিশত দত্তৌ, হতায় অক্রূরাদিভ্যঃ প্রতিশ্রুতামপীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীসত্যোবাচ

সপ্তোক্ষণোঽতিবলবীর্য্য-সুতীক্ষ্ণশৃঙ্গান্ পিত্রা কৃতান্ ক্ষিতিপবীর্যপরীক্ষণায়।
তান্ বীরদুর্ম্মদহনস্তরসা নিগৃহ্য ক্রীড়ন্ ববন্ধ হ যথা শিশবোঽজতোকান্ ॥ ১৩ ॥
য ইত্থং বীর্যশুল্কাং মাং দাসীভিশ্চতুরঙ্গিণীম্।
পথি নির্জ্জিত্য রাজন্যান্ নিন্যে তদ্দাস্যমস্তু মে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়—শ্রীসত্যা উবাচ (সত্যা কহিলেন) [হে দ্রৌপদি!] অজতোকান্ শিশবঃ যথা (ছাগশিশুসমূহকে বালকেরা যেমন) [শীঘ্রমেব নিগৃহ্য অনায়াসেনৈব বধ্নন্তি] (শীঘ্রই দমন করিয়া অনায়াসেই বন্ধন করিয়া থাকে), [তথা] (সেইরূপ) [বলবান্ রাজার করে আমাকে সম্প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে] ক্ষিতিপবীর্য্যপরীক্ষণায় (রাজগণের বল পরীক্ষা করিবার জন্য) পিত্রা কৃতান্ (আমার পিতা নগ্নজিৎকর্ত্তৃক রক্ষিত), অতিবলবীর্য্যসুতীক্ষ্ণশৃঙ্গান্ (অতিশয় বল, বীর্য্য ও সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গধারী) বীরদুর্ম্মদহনঃ (এবং বীরগণের দর্পনাশক) তান্ সপ্ত উক্ষণঃ (প্রসিদ্ধ সাতটি বৃষকে) [অয়ং প্রভুঃ কৃষ্ণঃ] (এই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ) তরসা নিগৃহ্য (শীঘ্র দমন করিয়া) ক্রীড়ন্ (অবলীলাক্রমেই) ববন্ধ হ (বন্ধন করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

যঃ (যিনি) পথি রাজন্যান্ নির্জ্জিত্য (পথিমধ্যে ক্ষত্রিয়গণকে পরাজয় করিয়া) ইত্থং (এই প্রকারে) বীর্য্যশুল্কাং (পরাক্রমপ্রদর্শনরূপ পণের বিনিময়ে প্রাপ্তা) দাসীভিঃ [সহ] চতুরঙ্গিণীং (এবং দাসীগণের সহিত চতুরঙ্গিণী সেনাসমন্বিতা) মাং (আমাকে) [স্বপুরং] নিন্যে (নিজপুরীতে লইয়া গিয়াছিলেন), তদ্দাস্যং মে [অনুভবম্] অস্তু (সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণের দাসী হইবার অধিকার আমার প্রতিজন্মে হউক) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—সত্যা বলিলেন—হে দ্রৌপদি! আমার পিতা নগ্নজিৎ বলবান্ রাজার করে আমাকে সম্প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে রাজগণের বলপরীক্ষা করিবার জন্য অতিশয় বল, বীর্য্য ও সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গধারী এবং বীরগণের দর্পনাশক সাতটি প্রসিদ্ধ বৃষ রাখিয়াছিলেন। বালকেরা যেমন ছাগশিশু সমূহকে শীঘ্রই দমন করিয়া অনায়াসে বন্ধন করে, সেইরূপ এই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ সেই সাতটি দুর্দ্দান্ত বৃষকে শীঘ্রই দমন করিয়া অবলীলাক্রমেই বন্ধন করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ যিনি পথিমধ্যে ক্ষত্রিয়গণকে পরাজয় করিয়া ঐ প্রকারে পরাক্রম-প্রদর্শনরূপ পণের বিনিময়ে দাসীসমূহ ও চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত আমাকে নিজপুরীতে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণের দাসী হইবার অধিকার আমার জন্মে জন্মে হউক ॥ ১৪ ॥

৮ শ্রীধর—মেহকং পিতা অমুং শ্রীকৃষ্ণং নিজনাথং স্বামিনং দেবম্ ঈশ্বরং সীতাপতিং প্রাজ্ঞায় অবিজ্ঞায় ত্রিনবাহানি ত্রিনবাহানি স্বচ্ছন্দোঽনুরোধেন। সপ্তবিংশতিদিনানি অমুনা অভ্যযুধ্যৎ। পরীক্ষিতঃ সম্যাতা পরীক্ষা যস্য সঃ পরীক্ষিতস্তং সাক্ষাৎ সীতাপতিরেবাসাবিতি জ্ঞাত্বা পাদৌ প্রগৃহ্য মণিনা সহ মামর্হণম্ উপাহরৎ অর্হণতয়া সমর্পিতবান্। অহো তর্হি ত্বমতিশ্রেষ্ঠাসি? নেত্যাহ—অমুষ্যাহং দাসীতি ॥ ১০ ॥ সখ্যা অর্জ্জুনেন, তস্য গৃহমার্জ্জনী গৃহসম্মার্জ্জনকর্ত্রী ॥ ১১ ॥ শুনাং যূথগতঃ স্ববলিং [illegible]শারিঃ সিংহ ইবেতি। যে ভ্রাতৃং শ্চাপকৃতোঽপকারং কুর্ব্বতো বিজিত্য শ্রিয়োঁকো লক্ষ্মীনিবাসঃ তস্যাঙ্ঘ্রিবনেজনস্য [illegible]ক্ষালনকর্ত্তৃত্বং অনুভবং প্রতিজন্ম মেঽস্তু ॥ ১২ ॥

শ্রীমিত্রবিন্দোবাচ

পিতা মে মাতুলেয়ায় স্বয়মাহূয় দত্তবান্।
কৃষ্ণে। কৃষ্ণায় তচ্চিত্তামক্ষৌহিণ্যা সখীজনৈঃ ॥ ১৫ ॥
অস্য মে পাদসংস্পর্শো ভবেজ্জন্মনি জন্মনি।
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণায়া যেন তচ্ছ্রেয় আত্মনঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীলক্ষ্মণোবাচ

মমাপি রাজ্ঞ্যচ্যুতজন্মকর্ম্ম শ্রুত্বা মুহুর্নারদগীতমাস হ।
চিত্তং মুকুন্দে কিল পদ্মহস্তয়া বৃতঃ সুসংমৃশ্য বিহায় লোকপান্ ॥১৭॥

অন্বয়—শ্রীমিত্রবিন্দা উবাচ (মিত্রবিন্দা বলিলেন) কৃষ্ণে' (হে দ্রৌপদি!) মে পিতা (আমার পিতা) স্বয়ম্ আহূয় (স্বয়ং আহ্বান করিয়া আনিয়া) মাতুলেয়ায় কৃষ্ণায় (মাতুলপুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের করে) অক্ষৌহিণ্যা সখীজনৈঃ [চ সহ] (অক্ষৌহিণী পরিমিত সেনা ও সখীগণের সহিত) তচ্চিত্তাং [মাং] (তদ্‌গতচিত্তা আমাকে) দত্তবান্ (সম্প্রদান করিয়াছিলেন) ॥ ১৫ ॥

যেন (যাহার দ্বারা) আত্মনঃ (জীবের) তৎ শ্রেয়ঃ [ভবতি] (ভগবদ্‌ভাবপ্রাপ্তিরূপ প্রসিদ্ধ কল্যাণ হয়), কর্ম্মভিঃ ভ্রাম্যমাণায়াঃ মে (কর্ম্মসমূহের দ্বারা জন্মমরণপ্রবাহরূপ সংসারে পরিভ্রমণশীলা আমার যেন) জন্মনি জন্মনি (জন্মে জন্মে) অস্য [সঃ] পাদসংস্পর্শঃ ভবেৎ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই পাদসংস্পর্শ লাভ হয়) ॥ ১৬ ॥

শ্রীলক্ষ্মণা উবাচ (লক্ষ্মণা বলিলেন) রাজ্ঞি! (হে রাজ্ঞি দ্রৌপদি!) [মিত্রবিন্দায়াঃ ইব] (মিত্রবিন্দার ন্যায়) মম অপি চিত্তং (আমারও চিত্ত) নারদগীতং অচ্যুতজন্মকর্ম্ম (দেবর্ষি নারদকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত ভগবান্ অচ্যুতের জন্ম ও কর্ম্ম) মুহুঃ শ্রুত্বা (পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া) মুকুন্দে আস হ (ভগবান্ মুকুন্দের প্রতি আসক্ত হইয়াছিল), পদ্মহস্তয়া (লক্ষ্মীদেবী) সুসংমৃশ্য (উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া) লোকপান্ বিহায় (লোকপালগণকে পরিত্যাগ করতঃ) [মুকুন্দঃ] বৃতঃ কিল (মুকুন্দকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছেন), [অতোঽপি মম চিত্তং মুকুন্দে আস] (এই কারণেও আমার চিত্ত মুকুন্দের প্রতি আসক্ত হইয়াছিল) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—মিত্রবিন্দা কহিলেন—হে দ্রৌপদি! আমার পিতা স্বয়ং মাতুলপুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া এক অক্ষৌহিণী পরিমিত সেনা ও সখীদের সহিত তদ্‌গতচিত্তা আমাকে তাঁহার করে সম্প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥ আমি কর্ম্মসমূহের দ্বারা জন্ম-মরণপ্রবাহরূপ সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছি; যাঁহার দ্বারা জীবের ভগবদ্ভাবপ্রাপ্তিরূপ কল্যাণ হয়, আমার যেন জন্মে জন্মে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই পাদসংস্পর্শ লাভ হয় ॥ ১৬ ॥ লক্ষ্মণা বলিলেন—হে রাজ্ঞি দ্রৌপদি! মিত্রবিন্দার ন্যায় আমারও চিত্ত দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত ভগবান্ অচ্যুতের জন্ম ও কর্ম্ম পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া ভগবান্ মুকুন্দের প্রতি আসক্ত হইয়াছিল। লক্ষ্মীদেবী উত্তমরূপে বিবেচনা করতঃ লোকপালগণকে পরিত্যাগ করিয়া মুকুন্দকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, এই কারণেই আমার চিত্ত মুকুন্দের প্রতি আসক্ত হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

শ্রীধর—সপ্তোক্ষণো বৃষভান্ বলঞ্চ বীর্য্যঞ্চ প্রভাবশ্চ সুতীক্ষ্ণশৃঙ্গাণি চ অতিশয়িতানি যেষাং তান্ মে পিত্রা কৃতান্ সম্পাদিতান্ বলীয়সে মাং দাতুং ক্ষিতিপানাং বীর্য্যস্য বলস্য পরীক্ষণায় তানতিপ্রসিদ্ধান্ বীরাণাং দুর্ম্মদং ঘ্নন্তি যে তাংস্তরসা শীঘ্রমেব নিগৃহ্য দমযিত্বা ক্রীড়ন্ অনায়াসেনৈব ববন্ধ। অজতোকান্ অজাপত্যানি ॥ ১৭ ॥

জ্ঞাত্বা মম মতং সাধ্বি! পিতা দুহিতৃবৎসলঃ।
বৃহৎসেন ইতি খ্যাতস্তত্রোপায়মচীকরৎ ॥ ১৮ ॥
যথা স্বয়ম্বরে রাজ্ঞি! মৎস্যঃ পার্থেপ্সয়া কৃতঃ।
অয়ন্তু বহিরাচ্ছন্নো দৃশ্যতে স জলে পরম্ ॥ ১৯ ॥
শ্রুত্বৈতৎ সর্ব্বতো ভূপা আযযুর্মৎপিতুঃ পুরম্।
সর্ব্বাস্ত্রশস্ত্রতত্ত্বজ্ঞাঃ সোপাধ্যায়াঃ সহস্রশঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়—সাধ্বি! (হে সাধ্বি!) [তদা] (তখন) বৃহৎসেনঃ ইতি খ্যাতঃ (বৃহৎসেন নামে বিখ্যাত) দুহিতৃবৎসলঃ [মে] পিতা (কন্যাবৎসল আমার পিতা) মম মতং জ্ঞাত্বা (আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া) তত্র উপায়ম্ অচীকরৎ (আমার মুকুন্দপ্রাপ্তিবিষয়ে এক উপায় স্থির করিয়াছিলেন) ॥ ১৮ ॥

রাজ্ঞি! (হে রাজ্ঞি দ্রৌপদি!) [লক্ষ্যভেদরূপ উপায়ের দ্বারা] পার্থেপ্সয়া (অর্জ্জুনকে পাইবার ইচ্ছায়) [তব] স্বয়ম্বরে (আপনার স্বয়ম্বরে) যথা মৎস্যঃ কৃতঃ (যেরূপ মৎস্য নির্ম্মাণ করিয়া স্থাপন করা হইয়াছিল), [মম স্বয়ম্বরে অপি তথা কৃতঃ] (আমার স্বয়ম্বরেও সেইরূপ করা হইয়াছিল), [তবে বিশেষ এই যে, আপনার স্বয়ম্বরে লক্ষ্যরূপে স্থাপিত মৎস্য দুর্জ্ঞেয় হইলেও বাহিরে আবৃত ছিল না, স্তম্ভলগ্ন ঊর্দ্ধদৃষ্টির দ্বারা উহা লক্ষিত হইত], অয়ং তু (কিন্তু আমার স্বয়ম্বরে লক্ষ্যরূপে স্থাপিত মৎস্য) বহিরাচ্ছন্নঃ [আসীৎ] (বাহিরে আবৃত ছিল), সঃ জলে [প্রতিবিম্বরূপেণ] পরং দৃশ্যতে (ঐ মৎস্য স্তম্ভমূলে নিহিত পাত্রের জলে প্রতিবিম্বরূপেই কেবল লক্ষিত হইত) [সাক্ষাৎ দৃষ্টিগোচর হইত না বলিয়া উক্ত লক্ষ্যভেদে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপরের সামর্থ্য ছিল না] ॥ ১৯ ॥

[হে রাজ্ঞি!] এতৎ শ্রুত্বা (আমার স্বয়ম্বরে ঐরূপ লক্ষ্যভেদ পণ রাখিবার কথা শ্রবণ করিয়া) সর্ব্বাস্ত্রশস্ত্রতত্ত্বজ্ঞাঃ (সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগে সুনিপুণ) সহস্রশঃ ভূপাঃ (সহস্র সহস্র রাজা) সোপাধ্যায়াঃ [সন্তঃ] (নিজ নিজ আচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া) সর্ব্বতঃ (সকল দিক্ হইতে) মৎপিতুঃ পুরম্ আযযুঃ (আমার পিতার পুরীতে আগমন করিয়াছিলেন) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে সাধ্বি! তখন বৃহৎসেন নামে বিখ্যাত, কন্যাবৎসল আমার পিতা আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তদ্বিষয়ে অর্থাৎ আমার মুকুন্দপ্রাপ্তি বিষয়ে এক উপায় স্থির করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥ হে রাজ্ঞি দ্রৌপদি! লক্ষ্যভেদরূপ উপায়ের দ্বারা অর্জ্জুনকে পাইবার ইচ্ছায় আপনার স্বয়ম্বরে যেরূপ মৎস্য নির্ম্মাণ করিয়া ঊর্দ্ধে স্থাপন করা হইয়াছিল, আমার স্বয়ম্বরেও সেইরূপ করা হইয়াছিল। তবে বিশেষ এই ছিল যে—আপনার স্বয়ম্বরে লক্ষ্যরূপে স্থাপিত মৎস্য দুর্জ্ঞেয় হইলেও বাহিরে আবৃত ছিল না; স্তম্ভলগ্ন ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি দ্বারা উহা লক্ষিত হইত; কিন্তু আমার স্বয়ম্বরে লক্ষ্যরূপে স্থাপিত মৎস্য বাহিরে আবৃত ছিল, ঐ মৎস্য স্তম্ভমূলে নিহিত পাত্রের জলে প্রতিবিম্বরূপেই কেবল লক্ষিত হইত। সাক্ষাৎ দৃষ্টিগোচর হইত না বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত উক্ত লক্ষ্যভেদ করিবার সামর্থ্য অপরের ছিল না ॥ ১৯ ॥ হে রাজ্ঞি! আমার স্বয়ম্বরে

শ্রীধর—বীর্য্যমেব শুল্কং দেয়ং যস্যা তাম্, দাসীভিঃ সহ চতুরঙ্গিণীং গজাশ্বাদিসেনাযুক্তাং পুরং নিন্যে ॥ ১৪ ॥ হে কৃষ্ণে! হে দ্রৌপদি! তস্মিন্নেব চিত্তং যস্যাস্তাং মাম্, অক্ষৌহিণ্যা সেনয়া সহ, সখীজনৈশ্চ সহ ॥ ১৫ ॥ যেন পাদসংস্পর্শেন আত্মনো মে তৎ কৈবল্যাখ্যং শ্রেয়ো ভবেৎ সঃ। যথা যেন কারণেন আত্মনো জীবস্য তজ্জ্ঞেয়ঃ স এব পুরুষার্থ ইতি ॥ ১৬ ॥

পিত্রা সম্পূজিতাঃ সর্ব্বে যথাবীর্য্যং যথাবয়ঃ।
আদদুঃ সশরং চাপং বেদ্ধুং পর্ষদি মদ্ধিয়ঃ॥ ২১॥
আদায় ব্যসৃজন্ কেচিৎ সজ্যং কর্ত্তুমনীশ্বরাঃ।
আকোটি জ্যাং সমাকৃষ্য পেতুরেকেঽমুনাহতাঃ॥ ২২॥
সজ্যং কৃত্বাপরে বীরা মাগধাম্বষ্ঠচেদিপাঃ।
ভীমো দুর্য্যোধনঃ কর্ণো নাবিদংস্তদবস্থিতিম্॥ ২৩॥

অন্বয়—[তে] সর্ব্বে (তাঁহারা সকলে) যথাবীর্য্যং যথাবয়ঃ (পরাক্রম ও বয়স অনুসারে) পিত্রা সম্পূজিতাঃ মদ্ধিয়ঃ [সন্তঃ] (আমার পিতৃদেবকর্ত্তৃক সম্যক পূজিত ও মদগত চিত্ত হইয়া) পর্ষদি (সভামধ্যে) বেদ্ধুং (লক্ষ্যভেদ করিবার জন্য) সশরং চাপম্ আদদুঃ (বাণের সহিত ধনুক গ্রহণ করিয়াছিলেন) ॥ ২১ ॥

[তাহার মধ্যে] কেচিৎ (কেহ কেহ) [চাপম্] আদায় (ধনুক গ্রহণ করিয়া) সজ্যং কর্ত্তুম্ অনীশ্বরাঃ [সন্তঃ] (তাহাতে জ্যা আরোপণ করিতে অসমর্থ হইয়া) ব্যসৃজন (উহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন), একে (কেহ কেহ) আকোটি জ্যাং সমাকৃষ্য (ধনুকের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত জ্যা আকর্ষণ করিয়া) অমুনা আহতাঃ [সন্তঃ] (ঐ ধনুকের আঘাতে আহত হইয়া) পেতুঃ (পড়িয়া গিয়াছিলেন) ॥ ২২ ॥

ভীমঃ দুর্য্যোধনঃ কর্ণঃ (ভীমসেন, দুর্য্যোধন, কর্ণ) অপরে মাগধাম্বষ্ঠচেদিপাঃ বীরাঃ [চ] (এবং অপরাপর জরাসন্ধ, অম্বষ্ঠ ও শিশুপাল প্রভৃতি বীরগণ) সজ্যং কৃত্বা [অপি] (ধনুকে জ্যা আরোপণ করিয়াও) তদবস্থিতিং ন অবিদন্ (যাহা লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিবেন, সেই মৎস্যের অবস্থিতি জানিতে পারেন নাই) ॥ ২৩ ॥

ঐরূপ লক্ষ্যভেদ পণ রাখা হইয়াছে শ্রবণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগে সুনিপুণ সহস্র সহস্র রাজা নিজ নিজ আচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া সকল দিক্ হইতে আমার পিতার পুরীতে আগমন করিয়াছিলেন॥ ২০॥

অনুবাদ—তৎপরে তাঁহারা সকলে পরাক্রম ও বয়স অনুসারে আমার পিতৃদেব কর্ত্তৃক সম্যক্ পূজিত ও মদগতচিত্ত হইয়া লক্ষ্যভেদ করিবার জন্য সভামধ্যে বাণের সহিত ধনুক গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ২১॥ তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ধনুক গ্রহণ করিয়া তাহাতে জ্যা আরোপণ করিতে অসমর্থ হইয়া উহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; আবার কেহ কেহ ধনুকের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত জ্যা আকর্ষণ করিয়া ঐ ধনুকের আঘাতে আহত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥ ভীমসেন, দুর্য্যোধন, কর্ণ এবং অপরাপর জরাসন্ধ, অম্বষ্ঠ ও শিশুপাল প্রভৃতি বীরগণ ধনুকে জ্যা আরোপণ করিয়াও যাহা লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিবেন সেই মৎস্যের অবস্থিতি জানিতে পারেন নাই ; সুতরাং তাঁহারাও নিবৃত্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীধর—রাজ্ঞি ! হে দ্রৌপদি ! যথা মিত্রবিন্দায়াস্তথৈব মমাপি চিত্তং মুকুন্দবিষয়মাসীৎ। সুসংবৃত্ত সুবিচার্য্য পদ্মহস্তয়া শ্রিয়া বৃতঃ কিল, অতোঽপি মম চিত্তং শ্রীমুকুন্দে আসেতি ॥ ১৭ ॥ তত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তাবুপায়মচীকরৎ কারয়ামাস ॥ ১৮ ॥ যথা রাজ্ঞি ! তব স্বয়ম্বরে পার্থস্য উপ্সয়া আপ্তুমিচ্ছয়া কৃতস্তথা মৎস্যং কারিতবান্। পার্থেনপাকৃত ইতি পাঠে পার্থস্তেমুণা অপাকৃতঃ। তর্হি ইমমপ্যর্জ্জুন এব কিং নাবিধ্যৎ ? তত্রাহ—অঙ্গ স্থিতি। স মৎস্যো বহিরেব আচ্ছন্নো নাস্তঃ, অতঃ স্তম্ভলগ্নয়া ঊর্দ্ধদৃষ্ট্যা সংলক্ষ্যতে, অয়স্তু ন তথা কিন্তু স্তম্ভমূলে নিহিতকলসজলে কেবলং দৃশ্যতে অতো দৃষ্টিরধস্তাদুপরি চ লক্ষ্যমিতি শ্রীকৃষ্ণব্যতিরেকেণ ন কস্যাপি ভেদ্য ইতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

মৎস্যাভাসং জলে বীক্ষ্য জ্ঞাত্বা চ তদবস্থিতিম্।
পার্থো যত্তোঽসৃজদ্বাণং নাচ্ছিনৎ পস্পৃশে পরম্॥ ২৪॥
রাজন্যেষু নিবৃত্তেষু ভগ্নমানেষু মানিষু।
ভগবান্ ধনুরাদায় সজ্যং কৃত্বাথ লীলয়া॥ ২৫॥
তস্মিন্ সন্ধ্যায় বিশিখং মৎস্যং বীক্ষ্য সকৃজ্জলে।
ছিত্ত্বেষুণাপাতয়ৎ তং সূর্য্যে চাভিজিতি স্থিতে॥ ২৬॥
দিবি দুন্দুভয়ো নেদুর্জ্জয়শব্দযুতা ভুবি।
দেবাশ্চ কুসুমাসারান্ মুমুচুর্হর্ষবিহ্বলাঃ॥ ২৭॥

অন্বয়—পার্থঃ (অর্জ্জন) জলে মৎস্যাভাসং বীক্ষ্য (স্তম্ভমূলস্থ পাত্রের জলে মৎস্যের প্রতিবিম্ব দেখিয়া) তদবস্থিতিং জ্ঞাত্বা চ (এবং মৎস্যের অবস্থিতি জানিতে পারিয়া) যত্তঃ [সন্] (সাবধান হইয়া) বাণম্ অসৃজৎ (বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন), [সঃ তু মৎস্যং] (কিন্তু সেই বাণ মৎস্যকে) ন অচ্ছিনৎ (ছেদন করিতে পারে নাই), পরং পস্পৃশে (কেবল স্পর্শ করিয়াছিল)॥ ২৪॥

[ইত্থং] (এই প্রকারে) মানিষু রাজন্যেষু (বীরাভিমানী ক্ষত্রিয়গণ) ভগ্নমানেষু নিবৃত্তেষু [চ সৎসু] (ভগ্নগর্ব্ব ও নিবৃত্ত হইলে) সূর্য্যে অভিজিতি স্থিতে চ [সতি] (এবং সূর্য্যদেব অভিজিৎমুহূর্ত্তে অর্থাৎ মধ্যগগনে অবস্থান করিলে) অথ (পরে) ভগবান্ (ভগবান্ মুকুন্দ) ধনুঃ আদায় (ধনুক গ্রহণ করিয়া) লীলয়া সজ্যং কৃত্বা (অনায়াসে জ্যা আরোপণ করতঃ) তস্মিন্ বিশিখং সন্ধায় (তাহাতে বাণ যোজনা করিয়া) জলে সকৃৎ মৎস্যং বীক্ষ্য (স্তম্ভমূলস্থ পাত্রের জলে একবার মৎস্যকে দেখিয়া লইয়া) ইষুণা তং ছিত্ত্বা অপাতয়ৎ (বাণের দ্বারা মৎস্যটিকে ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিয়াছিলেন)॥ ২৫-২৬॥

[তদা] (তখন) দিবি ভুবি [চ] (স্বর্গে ও পৃথিবীতে) দুন্দুভয়ঃ (দুন্দুভিসমূহ) জয়শব্দযুতাঃ [সন্তঃ] (জয়শব্দসমন্বিত হইয়া) নেদুঃ (বাজিয়া উঠিয়াছিল) দেবাঃ চ (এবং দেবগণ) হর্ষবিহ্বলাঃ [সন্তঃ] (আনন্দে বিহ্বল হইয়া) কুসুমাসারান্ মুমুচুঃ (পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন)॥ ২৭॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন স্তম্ভমূলস্থ পাত্রের জলে মৎস্যের প্রতিবিম্ব দেখিয়া এবং মৎস্যের অবস্থিতি জানিতে পারিয়া সাবধান হইয়া শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই শর মৎস্যকে ছেদন করিতে পারে নাই, কেবল স্পর্শ মাত্র করিয়াছিল॥ ২৪॥ এই প্রকারে বীরাভিমানী ক্ষত্রিয়গণ ভগ্নগর্ব্ব ও নিবৃত্ত হইলে এবং সূর্য্যদেব অভিজিৎ মুহূর্ত্তে অর্থাৎ মধ্যগগনে অবস্থান করিলে পর, ভগবান্ মুকুন্দ ধনুক গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অনায়াসে তাহাতে জ্যা আরোপণ করতঃ বাণ যোজনা করিয়া স্তম্ভমূলস্থ পাত্রের জলে মৎস্যটিকে দেখিয়া লইয়া বাণের দ্বারা উহাকে ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিয়াছিলেন॥ ২৫-২৬॥ তখন স্বর্গে ও পৃথিবীতে দুন্দুভিসমূহ জয়শব্দসমন্বিত হইয়া বাজিয়া উঠিয়াছিল এবং দেবগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন॥ ২৭॥

শ্রীধর—মৎস্যং বেদ্ধুম্ পর্ষদি সংসদি, মদ্বিধো মযোর ধীর্যৈবামিতি, অন্যচিন্তা ন বেদ্ধুং শক্ত ইতি ভাবঃ॥ ২১॥ তদেবাহ—আদায়েতি। অমুনা চাপেন॥ ২২॥ নাবিদংস্তদবস্থিতিমিতি মাগধাদীনাং ক্রিয়াশক্তিরেব ন তু লক্ষ্যাভিজ্ঞতেত্যর্থঃ॥ ২৩॥

অত্রঙ্গমাবিশমহং কলনূপুরাভ্যাং পদ্ভ্যাং প্রগৃহ্য কনকোজ্জ্বলরত্নমালাম্ ।
নূত্নে নিবীয় পরিধায় চ কৌশিকাগ্র্যে সব্রীড়হাসবদনা কবরীধৃতস্রক্ ॥ ২৮ ॥
উন্নীয় বক্ত্রমুরুকুন্তলকুণ্ডলত্বিড়্-গণ্ডস্থলং শিশিরহাসকটাক্ষমোক্ষৈঃ ।
রাজ্ঞো নিরীক্ষ্য পরিতঃ শনকৈর্মুরারে রংসেঽনুরক্তহৃদয়া নিদধে স্বমালাম্ ॥ ২৯ ॥
তাবন্মৃদঙ্গপটহাঃ শঙ্খভের্য্যানকাদয়ঃ ।
বিনেদুর্নটনর্ত্তক্যো ননৃতুর্গায়কা জগুঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—(তখন) অহং (আমি) নূত্নে কৌশিকাগ্র্যে (নূতন কৌশেয় বস্ত্রদ্বয়) নিবীয় পরিধায় চ (বেষ্টনপূর্ব্বক পরিধান করিয়া) কনকোজ্জ্বলরত্নমালাং প্রগৃহ্য (যাহা স্বর্ণের দ্বারা সমুজ্জ্বল এইরূপ রত্নমালা কণ্ঠে ধারণ করতঃ) কবরীধৃতস্রক্ সব্রীড়হাসবদনা [চ সতী] (কবরীতে পুষ্পমালা ধারণ করিয়া সলজ্জ হাস্যে শোভিতা হইয়া) কলনূপুরাভ্যাং পদ্ভ্যাং [চলন্] (সুমধুর শব্দকারী নূপুরসমন্বিত পদদ্বয়ের দ্বারা গমন করিতে করিতে) রঙ্গম্ আবিশম্ (স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ করিয়াছিলাম) ॥ ২৮ ॥

[ততঃ] (তৎপরে) [ভগবতি] অনুরক্তহৃদয়া [অহম্] (ভগবান্ মুকুন্দের প্রতি আসক্তচিত্ত আমি) উরুকুন্তলকুণ্ডলত্বিড়্গণ্ডস্থলং বক্ত্রং (যে মুখমণ্ডলে গণ্ডস্থল কুন্তলরাজি ও কুণ্ডলদ্বয়ের কান্তিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, সেই স্বীয় মুখমণ্ডল) উন্নীয় (উত্তোলন করিয়া) শিশিরহাসকটাক্ষমোক্ষৈঃ (সন্তাপহারী হাস্যযুক্ত কটাক্ষবিক্ষেপের দ্বারা) পরিতঃ রাজ্ঞঃ নিরীক্ষ্য (চতুর্দ্দিকে রাজগণকে দর্শন করিয়া) শনকৈঃ (ধীরে ধীরে) মুরারেঃ অংসে (ভগবান্ মুরারির স্কন্ধদেশে) স্বমালাং নিদধে (স্বীয় মালা অর্পণ করিয়াছিলাম) ॥ ২৯ ॥

তাবৎ (তখনই) মৃদঙ্গপটহাঃ শঙ্খভের্য্যানকাদয়ঃ (মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ ভেরী ও আনক প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রসমূহ) বিনেদুঃ (বাজিতে আরম্ভ করিল), নটনর্ত্তক্যঃ ননৃতুঃ (নট ও নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল) গায়কাঃ [চ] জগুঃ (এবং গায়কগণ গান করিতে আরম্ভ করিল) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তখন আমি নূতন কৌষেয় বস্ত্রদ্বয় বেষ্টন পূর্ব্বক পরিধান করিয়া এবং কণ্ঠে কনকোজ্জ্বল রত্নমালা এবং কবরীতে পুষ্পমালা ধারণ করিয়া সলজ্জহাস্যে শোভিতা হইয়া সুমধুর শব্দকারী নূপুর-সমন্বিত পদদ্বয়ের দ্বারা গমন করিতে করিতে স্বয়ম্বর সভায় প্রবেশ করিয়াছিলাম ॥ ২৮ ॥ হে দ্রৌপদি ! আমার চিত্ত ভগবান্ মুকুন্দের প্রতি আসক্ত ছিল ; তখন আমার মুখমণ্ডলে গণ্ডস্থলদ্বয় কুন্তলরাজি ও কুণ্ডলদ্বয়ের কান্তিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল ; তৎপরে আমি তাদৃশ মুখমণ্ডল উত্তোলন করিয়া সন্তাপহারী হাস্যসমন্বিত কটাক্ষ বিক্ষেপের দ্বারা চতুর্দ্দিকে রাজগণকে একবার দেখিয়া লইয়া ধীরে ধীরে ভগবান্ মুরারির স্কন্ধদেশে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছিলাম ॥ ২৯ ॥ তখনই মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ, ভেরী ও আনক প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সমূহ বাজিতে আরম্ভ করিল ; নট ও নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতে এবং গায়কগণ গান করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩০ ॥

শ্রীধর—যত্তো যত্নবান্, অগ্রজং মুমোচ, স বাণো মৎস্যং নাচ্ছিনৎ পরং কেবলং পস্পর্শ। জ্ঞানবানপ্যর্জ্জুনো বলেন অপূর্ণ ইত্যর্থঃ ॥ ২৪-২৫ ॥

এবং বৃতে ভগবতি ময়েশে নৃপযূথপাঃ ।
ন সেহিরে যাজ্ঞসেনি ! স্পর্দ্ধন্তো হৃচ্ছয়াতুরাঃ ॥ ৩১ ॥
মাং তাবদ্রথমারোপ্য হয়রত্নচতুষ্টয়ম্ ।
শার্ঙ্গমুদ্যম্য সন্নদ্ধস্তস্থাবাজৌ চতুর্ভুজঃ ॥ ৩২ ॥
দারুকশ্চোদয়ামাস কাঞ্চনোপস্করং রথম্ ।
মিষতাং ভূভুজাং রাজ্ঞি ! মৃগাণাং মৃগরাড়িব ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়—যাজ্ঞসেনি ! (হে দ্রৌপদি !) ময়া ভগবতি ঈশে এবং বৃতে [সতি] (আমাকর্ত্তৃক ভগবান্ পরমেশ্বর এইরূপে পতিত্বে বৃত হইলে) নৃপযূথপাঃ (রাজযূথপতিগণ) হৃচ্ছয়াতুরাঃ [সন্তঃ] (কামবাণে কাতর হইয়া) স্পর্দ্ধন্তঃ ন সেহিরে (স্পর্দ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই) ॥ ৩১ ॥

তাবৎ (তখন) চতুর্ভুজঃ (চতুর্ভুজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ) মাং (আমাকে) হয়রত্নচতুষ্টয়ম্ রথম্ আরোপ্য (চারিটি অশ্বরত্নযোজিত রথে উঠাইয়া লইয়া) সন্নদ্ধঃ [সন্] (বর্ম্ম পরিধান করতঃ) শার্ঙ্গম্ উদ্যম্য (শার্ঙ্গধনুঃ উত্তোলন করিয়া) আজৌ তস্থৌ (যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন) ॥ ৩২ ॥

রাজ্ঞি ! (হে রাজ্ঞি !) [মিষতাং] মৃগাণাং মৃগরাট্ ইব (সিংহ যেমন দর্শনকারী পশুগণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহাদের মধ্য দিয়া চরণ চালাইয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ) দারুকঃ (সারথি দারুক) মিষতাং ভূভুজাং (দর্শনকারী রাজগণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহাদিগের মধ্য দিয়া) কাঞ্চনোপস্করং রথম্ (স্বর্ণময় অলঙ্কারে ভূষিত রথ) চোদয়ামাস (চালাইয়া যাইতেছিলেন) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে দ্রৌপদি ! আমি ভগবান্ পরমেশ্বরকে এইরূপে পতিত্বে বরণ করিলে রাজ-যূথপতিগণ কামবাণে পীড়িত হইয়া স্পর্দ্ধা করিতে আরম্ভ করিলেন ; তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন নাই ॥ ৩১ ॥ তখন চতুর্ভুজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ আমাকে চারিটি অশ্বরত্নযোজিত রথে উঠাইয়া লইয়া বর্ম্ম পরিধান করতঃ শার্ঙ্গ ধনুক উত্তোলন করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥ হে রাজ্ঞি ! সিংহ যেমন দর্শনকারী পশুগণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহাদিগের মধ্য দিয়া চরণ চালাইয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ তখন সারথি দারুক দর্শনকারী রাজগণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাঁহাদিগের মধ্য দিয়া স্বর্ণময় অলঙ্কারে ভূষিত রথ চালাইয়া যাইতেছিলেন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধর—অভিজিতি সর্ব্বার্থসাধকে মুহূর্ত্তে ॥ ২৬-২৭ ॥ ভগবৎপ্রাপ্তিহর্ষনির্ভরেণাত্মানমেবানুবর্ণয়ন্ত্যাহ দ্বাভ্যাম্—তদ্রঙ্গমিতি। তৎ তদা কলৌ কলধ্বনৌ নূপুরৌ যয়োস্তাভ্যাং পদ্ভ্যাং রঙ্গং প্রাবিশম্। কনকেনোজ্জ্বলাং রত্নমালাং, নিবীয় প্রাবৃত্য পরিধায় চ নীবীবন্ধেন চ কৌশিকাগ্র্যে উত্তমকৌশেয়বস্ত্রে, সব্রীড়ো হাসো যস্মিংস্তদ্বদনং যস্যাঃ সা, কবর্য্যাং ধৃতাঃ স্রজো যয়া সা ॥ ২৮ ॥ উন্নবঃ কুন্তলা যস্মিন্ কুণ্ডলয়োস্ত্বিষো যয়োস্তে গণ্ডস্থলে যস্মিন্ তচ্চ তচ্চ, শিশিরঃ সন্তাপহরো হাসো যেষু তৈঃ কটাক্ষমোক্ষৈরপাঙ্গমোক্ষণবিলাসৈঃ, অনুরক্তং হৃদয়ং যস্যাঃ সাহম্ ॥ ২৯-৩০ ॥ যাজ্ঞসেনি ! হে দ্রৌপদি ! ঈশে শ্রীকৃষ্ণে ময়া এবং বৃতে সতি স্পর্দ্ধন্তঃ স্পর্দ্ধমানাঃ নন্বেবং পরমৈশ্বর্য্যং দৃষ্টবতাং কুতঃ স্পর্দ্ধাবসরস্তত্রাহ—হৃচ্ছয়াতুরা ইতি, হৃচ্ছয়েন কামেনাতুরা বিবশাঃ কামবিজৃম্ভিতা স্পর্দ্ধেতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥ হয়রত্নানাং চতুষ্টয়ং যস্মিংস্তং রথম্, তাভ্যাং মামালিঙ্গ্য দ্বাভ্যাং ধনুর্ব্বাণৌ গৃহীত্বা চতুর্ভুজস্তস্থৌ ॥ ৩২ ॥

অন্বসজ্জন্ত রাজন্যা নিষেদ্ধুং পথি কেচন।
সংযত্তা উদ্ধৃতেষ্বাসা গ্রামসিংহা যথা হরিম্ ॥ ৩৪ ॥

তে শাঙ্গ´চ্যুতবাণৌঘৈঃ কৃত্তবাহ্বঙ্ঘ্রি-কন্ধরাঃ।
নিপেতুঃ প্রধনে কেচিদেকে সন্ত্যজ্য দুদ্রুবুঃ ॥ ৩৫ ॥

ততঃ পুরীং যদুপতিরত্যলঙ্কৃতাং রবিচ্ছদধ্বজপটচিত্রতোরণাম্।
কুশস্থলীং দিবি ভুবি চাভিসংস্তুতাং সমাবিশৎ তরণিরিব স্বকেতনম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়—[ততঃ] (তৎপরে) তে রাজন্যাঃ (সেই সকল রাজা) অন্বসজ্জন্ত (রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন), গ্রামসিংহাঃ যথা হরিং (কুকুরগণ যেমন সিংহকে) [রোদ্ধুং পুরতঃ গত্বা] (অবরোধ করিবার জন্য অগ্রে গমন করিয়া) [উদ্ধৃতপুচ্ছাঃ সংযত্তাঃ তিষ্ঠন্তি] (ঊর্দ্ধপুচ্ছ ও সাবধান হইয়া অবস্থান করে,) [তথা] (সেইরূপ) কেচন (কোন কোন রাজা) পথি নিষেদ্ধুম্ (পথিমধ্যে আমাদিগকে অবরোধ করিবার জন্য) [পুরতঃ গত্বা] (অগ্রে গমন করিয়া) উদ্ধৃতেষ্বাসাঃ সংযত্তাঃ [চ সন্তঃ তস্থুঃ] (ধনুক উত্তোলনপূর্ব্বক সাবধান হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন) ॥ ৩৪ ॥

[হে দ্রৌপদি !] তে কেচিৎ (তাঁহারা কেহ কেহ) শাঙ্গ´চ্যুতবাণৌঘৈঃ (প্রভু শ্রীকৃষ্ণের শাঙ্গ´ধনুক হইতে নির্গত বাণসমূহের দ্বারা) কৃত্তবাহ্বঙ্ঘ্রিকন্ধরাঃ [সন্তঃ] ছিন্নবাহু, ছিন্নপদ ও ছিন্নগ্রীব হইয়া) প্রধনে নিপেতুঃ (যুদ্ধক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন) একে [চ] (এবং অপর কেহ কেহ) [যুদ্ধভূমিং] সন্ত্যজ্য (যুদ্ধভূমি পরিত্যাগ করিয়া) দুদ্রুবুঃ (পলায়ন করিলেন) ॥ ৩৫ ॥

ততঃ (তৎপরে) তরণিঃ স্বকেতনম্ ইব (সূর্য্যদেব যেমন অস্তাচলে প্রবেশ করেন সেইরূপ) যদুপতিঃ (যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ) রবিচ্ছদধ্বজপটচিত্রতোরণাম্ (পুরীর সূর্য্যকিরণ নিবারিত হয় এইরূপ ধ্বজপট ও বিচিত্র তোরণসমন্বিতা) দিবি ভুবি চ অভিসংস্তুতাং (এবং স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে বন্দনীয়া) অত্যলঙ্কৃতাং কুশস্থলীং পুরীং (অতীব অলঙ্কৃতা দ্বারকাপুরীতে) সমাবিশৎ (প্রবেশ করিয়াছিলেন) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—তৎপরে সেই সকল রাজা আমাদের রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন। কুকুরগণ যেমন সিংহকে অবরোধ করিবার জন্য অগ্রে গমন করিয়া ঊর্দ্ধপুচ্ছ ও সাবধান হইয়া অবস্থান করে, সেইরূপ তখন কোন কোন রাজা পথিমধ্যে আমাদিগকে অবরোধ করিবার জন্য অগ্রে গমন করিয়া ধনুক উত্তোলনপূর্ব্বক সাবধান হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥ হে দ্রৌপদি ! তাঁহারা কেহ কেহ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের শাঙ্গ´ ধনুক হইতে নির্গত বাণসমূহের আঘাতে ছিন্নবাহু, ছিন্নপদ ও ছিন্নগ্রীব হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন এবং অপর কেহ কেহ যুদ্ধভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন ॥ ৩৫ ॥ তৎপরে সূর্য্যদেব যেমন অস্তাচলে প্রবেশ করেন সেইরূপ যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ আমাকে লইয়া সমলঙ্কৃতা দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। সূর্য্যকিরণ সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয় এইরূপ ধ্বজপট ও তোরণসমূহ ঐ দ্বারকাপুরীতে বিদ্যমান ছিল এবং ঐ দ্বারকাপুরী স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে সকলের বন্দনীয়া ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধর—মৃগাণাং মিষতাং মৃগরাড়িব তদা হরির্জগামেতি শেষো জ্ঞাতব্যঃ। দারুকস্যেব বা মৃগবাজোপমা ॥ ৩৬ ॥

পিতা মে পূজয়ামাস সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবান্ ।
মহার্হবাসোঽলঙ্কারৈঃ শয্যাসনপরিচ্ছদৈঃ ॥ ৩৭ ॥

দাসীভিঃ সর্ব্বসম্পদ্ভির্ভটেভরথবাজিভিঃ ।
আয়ুধানি মহার্হাণি দদৌ পূর্ণস্য ভক্তিতঃ ॥ ৩৮ ॥

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ ।
সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়—[হে রাজ্ঞি ! আমার বিবাহে] মে পিতা (আমার পিতা) মহার্হবাসোঽলঙ্কারৈঃ শয্যাসনপরিচ্ছদৈঃ (মহামূল্য বস্ত্র, অলঙ্কার, শয্যা, আসন ও পরিচ্ছদসমূহের দ্বারা) সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবান (সুহৃৎ, আত্মীয় ও জ্ঞাতিগণকে) পূজয়ামাস (পূজা করিয়াছিলেন, সম্মানিত করিয়াছিলেন) ॥ ৩৭ ॥

[মম পিতা] (আমার পিতা) ভক্তিতঃ (ভক্তিভরে) পূর্ণস্য (ভগবান পূর্ণকাম হইলেও তাঁহাকে) দাসীভিঃ সর্ব্বসম্পদ্ভিঃ ভটেভরথবাজিভিঃ [সহ] (দাসী, সর্ব্বসম্পদ, পদাতি, হস্তী, রথ ও অশ্বসমূহের সহিত) মহার্হাণি আয়ুধানি দদৌ (মহামূল্য অস্ত্রশস্ত্রসমূহ যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন) ॥ ৩৮ ॥

[হে রাজ্ঞি !] ইমাঃ বয়ং বৈ (এই আমরা সকলেই) সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা (সর্ব্বপ্রকার আসক্তির নিবৃত্তি) তপসা চ (ও স্বধর্ম্ম প্রতিপালনের দ্বারা) তস্য আত্মারামস্য (সেই আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের) অদ্ধা গৃহদাসীকাঃ বভূবিম (যথার্থ গৃহদাসী হইয়াছি) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ - হে রাজ্ঞি ! আমার বিবাহে আমার পিতা মহামূল্য বস্ত্র, অলঙ্কার, শয্যা, আসন ও পরিচ্ছদসমূহের দ্বারা সুহৃৎ, আত্মীয় ও জ্ঞাতিগণকে পূজা করিয়াছিলেন অর্থাৎ বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদানে তাঁহাদিগকে সম্মানিত করিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥ ভগবান্ পূর্ণকাম হইলেও আমার পিতা ভক্তিভরে তাঁহাকে দাসী, সর্ব্বসম্পদ্ এবং পদাতি, হস্তী, রথ ও অশ্বসমূহের সহিত মহামূল্য অস্ত্রশস্ত্রসমূহ যৌতুক স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥ হে রাজ্ঞি ! এই আমরা সকলেই সর্ব্বপ্রকার আসক্তির নিবৃত্তি ও স্বধর্ম্ম প্রতিপালনের দ্বারা সেই আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ গৃহদাসী হইয়া আছি ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধর—অশ্বসজ্জস্ত পৃষ্ঠতঃ সক্তা বভূবুঃ। নিষেদ্ধুং প্রতিবন্ধং কর্ত্তুং কেচন পুরতো গত্বা পথি সংযত্তা বভূবুবিত্যর্থঃ। উৎক্ষিপ্তবাসা উদ্ধীকৃতচাপাঃ, গ্রামসিংহাঃ শ্বানো হবিং সিংহং যথেতি ॥ ৩৪-৩৫ ॥ রবিং ছাদয়ন্তি ইতি রবিচ্ছদাঃ ধ্বজেষু পটা যস্যাম্ চিত্রাণি তোরণানি যস্যাং সা চ সা চ, তাং কুশস্থলীং পুরীং যদুপতিঃ সমাবিশৎ। স্বকেতনং মণ্ডলমন্তাচলং বা ॥ ৩৬ ॥ মহার্হবাসঃপ্রভৃতিভিঃ সুহৃদাদীন্ পূজয়ামাস ॥ ৩৭ ॥ দাস্যাদিভিঃ সহ আয়ুধানি পূর্ণায়াপি দদৌ ॥ ৩৮ ॥ ইমা অষ্টৌ বয়ং সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা তপসা স্বধর্ম্মেণ চ অদ্ধা সাক্ষাৎ তস্য গৃহদাসিকা বভূবিম ॥ ৩৯ ॥

শ্রীমহিষ্য উচুঃ

ভৌমং নিহত্য সগণং যুধি তেন রুদ্ধা জ্ঞাত্বাথ নঃ ক্ষিতিজয়ে জিতরাজকন্যাঃ।
নির্মুচ্য সংসৃতিবিমোক্ষমনুস্মরন্তীঃ পাদাম্বুজং পরিণিনায় য আপ্তকামঃ॥ ৪০ ॥

ন বয়ং সাধ্বি! সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভৌজ্যমপ্যুত।
বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যঞ্চ আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্॥ ৪১ ॥
কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃ শ্রিয়ঃ।
কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং মূর্দ্ধ্না বোঢ়ুং গদাভৃতঃ॥ ৪২ ॥

অন্বয়—শ্রীমহিষ্যঃ উচুঃ (অপরাপর কৃষ্ণপত্নীগণ বলিলেন) [হে দ্রৌপদি!] আপ্তকামঃ [অপি] যঃ (পূর্ণকাম হইয়াও ভগবান্ মুকুন্দ) [ভক্তবৎসল বলিয়া] যুধি সগণং ভৌমং নিহত্য (যুদ্ধে মুর, পীঠ প্রভৃতি অসুরগণের সহিত নরকাসুরকে বধ করিয়া) তেন ক্ষিতিজয়ে জিতরাজকন্যাঃ (সেই নরকাসুরকর্ত্তৃক দিগবিজয়ে যাঁহারা পরাজিত হইয়াছিলেন, সেই সকল রাজার কন্যা) নঃ (আমাদিগকে) রুদ্ধাঃ জ্ঞাত্বা (তদীয় ভবনে অবরুদ্ধা জানিয়া) অথ নির্মুচ্য চ (তথা হইতে মুক্ত করিয়া) সংসৃতিবিমোক্ষং পাদাম্বুজং অনুস্মরন্তীঃ [অস্মান্] (জন্মমরণপ্রবাহরূপ সংসারনিবর্ত্তক শ্রীচরণকমল ধ্যানকারিণী আমাদিগকে) পরিণিনায় (বিবাহ করিয়াছিলেন)॥ ৪০ ॥

সাধ্বি! (হে সাধ্বি দ্রৌপদি!) বয়ং (আমরা) সাম্রাজ্যং (সার্ব্বভৌমপদ) স্বারাজ্যং (ইন্দ্রপদ), ভৌজ্যং (উক্ত পদদ্বয় ভোগের অধিকার), বৈরাজ্যং (অণিমাদি সিদ্ধির অধিকার) পারমেষ্ঠ্যং চ (ব্রহ্মার পদ) আনন্ত্যং (ক্ষেত্রজ্ঞ-স্বরূপপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ) উত বা হরেঃ পদম্ অপি (কিম্বা ভগবৎপদপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষও) ন কাময়ামহে (কামনা করি না), [কিন্তু বয়ং] (কিন্তু আমরা) শ্রিয়ঃ কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং (লক্ষ্মীদেবীর স্তনকুঙ্কুমের গন্ধযুক্ত) এতস্য গদাভৃতঃ শ্রীমৎপাদরজঃ (এই গদাধরের শ্রীসম্পন্ন পদধূলি) মূর্দ্ধ্না বোঢ়ুং (মস্তকের দ্বারা বহন করিতে অর্থাৎ মস্তকে ধারণ করিতে) [কাময়ামহে] (কামনা করি)॥ ৪১ ৪২ ॥

অনুবাদ—অপরাপর কৃষ্ণপত্নীগণ বলিলেন—হে দ্রৌপদি! আমরা নরকাসুরের ভবনে অবরুদ্ধ থাকিয়া ভগবান্ মুকুন্দের জন্মমরণপ্রবাহরূপ সংসারনিবর্তক শ্রীচরণকমল ধ্যান করিতেছিলাম, ভগবান্ মুকুন্দ পূর্ণকাম হইলেও ভক্তবৎসল বলিয়া যুদ্ধে মুর, পীঠ প্রভৃতি অসুরগণের সহিত নরকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন এবং সেই নরকাসুরকর্ত্তৃক দিগ্বিজয়ে যাঁহারা পরাজিত হইয়াছিলেন, সেই সকল রাজার কন্যা আমাদিগকে তদীয় ভবনে অবরুদ্ধ জানিয়া তথা হইতে মুক্ত করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন॥ ৪০ ॥ হে সাধ্বি দ্রৌপদি! আমরা সার্ব্বভৌমপদ, ইন্দ্রপদ, উক্ত পদদ্বয় ভোগের অধিকার, অণিমাদি সিদ্ধির অধিকার, ব্রহ্মার পদ এবং ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপপ্রাপ্তিরূপ ও ভগবৎপদপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষপদও পাইতে বাঞ্ছা করি না; কিন্তু আমরা লক্ষ্মীদেবীর স্তনকুঙ্কুমের গন্ধযুক্ত গদাধরের শ্রীসম্পন্ন পদধূলিই মস্তকে ধারণ করিতে বাঞ্ছা করি॥ ৪১-৪২ ॥

শ্রীধর—ক্ষিতিজয়ে দিগ্বিজয়ে জিতানাং রাজ্ঞাং কন্যা নোঽস্মান্ তেন রুদ্ধা জ্ঞাত্বা ততো নির্মুচ্য সংসৃতের্বিমোক্ষো যস্মাৎ তং পাদাম্বুজমনুস্মরন্তীঃ নঃ পরিণিনায় উদবহৎ আপ্তকামোঽপি যঃ॥ ৪০ ॥

ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ।
গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
কৃষ্ণপত্নীনাং আত্মসৌভাগ্যবর্ণনং নাম ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩ ॥

অন্বয়—ব্রজস্ত্রিয়ঃ (ব্রজবাসিনী রমণীগণ) পুলিন্দ্যঃ (পর্ব্বতবাসিনী পুলিন্দীগণ) তৃণবীরুধঃ (তৃণ-লতাসকল), গাবঃ (গোসমূহ) গোপাঃ [চ] (ও গোপগণ) [গাঃ] চারয়তঃ যৎ মহাত্মনঃ (গোচারণকারী যে পরমাত্মা মুকুন্দের) পাদস্পর্শং বাঞ্ছন্তি (পাদস্পর্শ বাঞ্ছা করিয়া থাকে), [বয়ং তস্য পাদরজঃ কাময়ামহে] (আমরা সেই পরমাত্মার পদধূলিই কামনা করি) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ ব্রজবাসিনী রমণীগণ, পর্ব্বতবাসিনী পুলিন্দীগণ, তৃণলতাসকল, গোসমূহ ও গোপগণ যে গোচারণকারী পরমাত্মা মুকুন্দের পাদস্পর্শ বাঞ্ছা করিয়া থাকে, আমরা সেই পরমাত্মা মুকুন্দের পদধূলিই মস্তকে ধারণ করিতে বাঞ্ছা করি ॥ ৪৩ ॥

তিরাশী অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

শ্রীধর—ন বয়মিতি। সাম্রাজ্যাদি ন কাময়ামহে, কিন্তু এতস্য শ্রীমৎপাদরজো মূর্দ্ধ্না বোঢ়ুং কাময়ামহে ইতি। **নন্থ** তস্য গৃহিণ্যো যূয়ং সর্ব্বসম্পদ্ভাজঃ কিমেবং কাময়ধ্বমত আহুঃ—হে সাধ্বি। সাম্রাজ্যং সার্ব্বভৌমং পদম্, স্বারাজ্যম্ ঐন্দ্রং পদম্। ভোজ্যং তদুভয়ভোগভাক্ত্বম্, বিবিধং রাজত ইতি বিরাট্, তস্য ভাবো বৈরাজ্যম্ অণিমাদিসিদ্ধিভাক্ত্বমিত্যর্থঃ, পারমেষ্ঠ্যং ব্রহ্মপদম্, আনন্ত্যং মোক্ষম্ হরেঃ পদং তৎসালোক্যাদি ন তু কাময়ামহ ইতি। যদ্বা বহ্বৃচব্রাহ্মণোক্তক্রমেণ প্রাগাদিদিক্চতুষ্টয়াধিপত্যানি সাম্রাজ্যভোজ্যস্বারাজ্য-বৈরাজ্যানি ব্যাখ্যেয়ানি ॥ ৪১ ॥ তৎ কিং তৎপাদরজ এব কাম্যতে? অত আহুঃ—শ্রিয়ঃ কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যমিতি। ব্রহ্মাদিভিঃ সেব্যয়া লক্ষ্ম্যাপি সেবিতত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৪২। নন্থ তর্হি অতিদুর্ল্লভত্বাৎ কিং তদ্বাঞ্ছয়া অত আহুঃ—ব্রজস্ত্রিয় ইতি। যদ্‌যথা গাবো গাঃ মহাত্মনোঽপি গাশ্চারয়তঃ পাদস্পর্শঞ্চ গোপা যথা বাঞ্ছন্তি তদ্বৎ। তৎপরাণাং সুলভম্ ইতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৩ ॥

শ্লোকার্থ

সুহৃদ্ভিঃ সংস্তুতঃ কৃষ্ণস্তদ্ভার্য্যা দ্রৌপদীং প্রতি।
স্বস্বোদ্বাহকথামূচু স্ত্র্যশীতিতমে ঈরিতাম্‌॥

সুহৃদ্‌গণকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি এবং শ্রীকৃষ্ণের ভার্য্যাগণকর্তৃক দ্রৌপদীর নিকট নিজ নিজ বিবাহের কাহিনী কীর্ত্তন এই অধ্যায়ে বর্ণনার বিষয়।

বিবরণী

শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের নিকট হইতে চলিয়া আসিলেন, যুধিষ্ঠির প্রমুখ সুহৃদ্‌গণের নিকট। তাঁহাদিগকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা উত্তর করিলেন যে, যাঁহারা তাঁহার পাদপদ্মের মধুধারা জীবনে একটিবারও কর্ণপুটে পান করিয়াছেন, তাঁহাদের কোনপ্রকার অমঙ্গলের আশঙ্কাও থাকিতে পারে না।

তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন করিয়া বলিলেন যে, তিনি ত্রিগুণাতীত স্বয়ং অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। অনন্ত শক্তিশালী হইয়াও তিনি বেদধর্ম্ম রক্ষার জন্য যোগমায়ার আবরণে সকলের আশ্রয়স্বরূপ মানবদেহ ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাকে প্রণাম করি।

দেবী দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ নরলীলানুকরণে কিভাবে আপনাদের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন তাহা দয়া করিয়া আমাদিগকে বলুন।

রুক্মিণীদেবী কহিলেন—সকলে আমাকে শিশুপালের হাতে অর্পণ করিতে উদ্যোগী হইলে ছাগগণের মধ্য হইতে সিংহ যেমন নিজ ভোগ্য গ্রহণ করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন।

সত্যভামাদেবী কহিলেন—এক সিংহ প্রসেনজিৎকে নিহত করিয়া স্যমন্তকমণি লইয়াছিল। আমার পিতা মনে করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ঐ কার্য্য করিয়াছেন। নিজ মিথ্যা কলঙ্ক দূর করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববান্‌কে পরাস্ত করিয়া মণি আনিয়া আমার পিতৃদেবকে অর্পণ করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মিথ্যা দোষারোপজনিত অপরাধভয়ে ভীত আমার পিতৃদেব, শ্রীকৃষ্ণহস্তে আমাকে সমর্পণ করেন।

জাম্ববতী বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণই যে আরাধ্যদেব শ্রীরামচন্দ্র, ইহা না জানিয়া আমার পিতা তাঁহার সঙ্গে সতের দিন যুদ্ধ করেন, পরে স্বীয় প্রভুকে চিনিয়া স্যমন্তকমণিসহ আমাকে তাঁহার শ্রীহস্তে দান করেন।

কালিন্দী কহিলেন—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীচরণস্পর্শ কামনায় দীর্ঘদিন তপস্যা করিয়াছিলাম। অন্তর্য্যামী তাহা জানিতে পারিয়া আমাকে কৃপা করিয়া শ্রীচরণে দাসীরূপে গ্রহণ করেন।

ভদ্রাদেবী কহিলেন—শ্রীকৃষ্ণ আমার স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত হইয়া কুক্কুরগণ মধ্য হইতে সিংহ যে প্রকার নিজ ভোগ্য গ্রহণ করে সেইরূপ বহু প্রতিকূল রাজন্যবর্গের মধ্য হইতে আমাকে হরণ করিয়া আনিয়া দাসীরূপে শ্রীচরণে রাখিয়াছেন।

শ্রীসত্যাদেবী কহিলেন—আমার পিতা সাতটি শক্তিশালী বৃষ রাখিয়াছিলেন। যে তাহাদিগকে নিগ্রহ করিতে পারিবে সে আমাকে গ্রহণ করিবে এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ছাগশিশুর মত তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া বীর্য্যশুল্কে আমাকে গ্রহণ করেন।

লক্ষ্মণাদেবী বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণের মহিমার কথা শুনিয়া মিত্রবিন্দার মত আমার চিত্তও তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। হে দেবি দ্রৌপদি! আপনার পিতা যেরূপ লক্ষ্যভেদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন আমার পিতা বৃহৎসেনও ঐরূপ করিয়াছিলেন। সকলেই অকৃতকার্য্য হইলে শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে ঐ কার্য্য করেন। আমিও সানন্দে তাঁহার শ্রীকণ্ঠে মাল্যার্পণ করিয়া ধন্য হই। বিরোধিদলেরা বাধা দিলে ভীষণ যুদ্ধ হয়, শ্রীকৃষ্ণ সকলকে পরাভূত করেন। পিতা তখন অনেক সম্পদের সহিত আমাকে অর্পণ করেন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকরে।

অন্যান্য মহিষীগণ বলিলেন—আমরা নরকাসুরের গৃহে আবদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অসুরকে যুদ্ধে নিহত করিয়া আমাদিগকে মোচন করেন। আমরা তাঁহার পাদপদ্মই সর্ব্বদা স্মরণ করি। বুঝি বা সেইজন্যই কৃপা করিয়া আমাদিগকে আপনার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দ অন্যের পক্ষে দুর্লভ কিন্তু যারা তাঁকে প্রিয়জনের মত ভালবাসেন তাঁদের কাছে তিনি সুলভ হইয়া থাকেন।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

১। শ্রীকৃষ্ণ নিজ সুহৃদ পাণ্ডবগণের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে যুধিষ্ঠির মহারাজের উত্তরটি বড় চমৎকার। সজ্জনমুখে তোমার চরিতমধু যাঁরা পান করিয়াছেন তাঁদের অমঙ্গল কিরূপে সম্ভব হইতে পারে! অর্থাৎ কিছুতেই তাঁদের অশুভ হইতে পারে না।

২। প্রত্যেক মহিষীরই নিজ নিজ কাহিনী বর্ণনা পরম মাধুর্য্যমণ্ডিত। কাহারও কাহারও উক্তির মধ্যে অপূর্ব্ব দৈন্য। মধুর রসের সহিত এই দীনতার ভাব উপাদেয়। রুক্মিণীদেবী বলিয়াছেন—সেই গোবিন্দের চরণযুগ সর্ব্বদা আমার অর্চ্চনীয় হউক। "চরণোঽস্তু মমার্চ্চনায়"।

জাম্ববতী বলিয়াছেন—অহং অমুষ্য দাসী।

কালিন্দী বলিয়াছেন—অহং তদ্‌গৃহমার্জ্জনী।

ভদ্রা বলিয়াছেন—যেন তাঁহার চরণপ্রক্ষালনের কর্ত্তৃত্বটুকু পাই।

সত্যাদেবী বলিয়াছেন "তদ্দাস্যমস্তু মে" যেন তাঁর দাসীত্ব লাভ করি।

মিত্রবিন্দা বলিয়াছেন—"অস্ত মে পাদসংস্পর্শো ভবেজ্জন্মনি জন্মনি।" প্রতিজন্মে যেন ইঁহার পাদস্পর্শ লাভ করি।

আবার এই আটজনের কথাই একত্র করিয়া লক্ষ্মণাদেবী বহুবচনে কহিয়াছেন—

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ ।
সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম ॥ ১০।৮৩।৩৯

শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম, তাঁহাকে বশীভূত করিবার শক্তি কাহারও নাই। আমরা সকলে বিষয়সঙ্গ হইতে নিবৃত্ত হইয়া অন্য সকল চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার গৃহদাসীরূপে বিদ্যমান আছি।

প্রধানা মহিষীগণের মধুরারতির সঙ্গে এই দৈন্যভাবের মিলন অতীব মাধুর্য্যাবগাহী। শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই সকল ভাষা তাঁহাদের "বিনয়ভরেণ দৈন্যাদেব" অতি বিনয়ে অতি দৈন্যে বস্তুতস্তু তা অপি হ্লাদিনীশক্তিত্বাৎ আত্মভূতাঃ প্রেম্‌ণা তং বশীচক্রুরপীতি ভাবঃ।" ইঁহারা সকলেই হ্লাদিনী শক্তিরূপিণী সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আত্মভূতা। শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইলেও ইঁহারা তাঁহাকে প্রেমদ্বারা বশীভূত করিযাছেন—ইহাই বাস্তব কথা।

৩। অন্যান্য মহিষীগণের দৈন্যোক্তিও মধুময়। আমরা ছিলাম নরকাসুরের কারারুদ্ধ। তথায ধ্যান করিতাম তাঁর মুক্তিদায়ক পাদপদ্ম। তাই তিনি গ্রহণ করিযাছেন আমাদিগকে। তিনি আপ্তকাম। আমাদের দ্বারা তাঁর কোন প্রয়োজন নাই। আমরাও তাঁর কাছে আর কিছু চাই না।

ন বয়ং সাধ্বি ! সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভৌজ্যমপ্যুত।
বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যঞ্চ আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্ ॥ ১।৮৩।৪১

আমরা সার্ব্বভৌমপদ, ইন্দ্রপদ চাই না, যেখানে সকল ভোগ্যবস্তু মিলে সেই স্বর্গপদও চাই না। আমরা বিরাটের পদ বা ব্রহ্মপদ চাই না, সালোক্যাদি মোক্ষপদও চাই না। কি চাই তবে ? তাহা বলিতেছেন—

আমরা শ্রীদেবীর কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্য যে চরণধূলি তাহা মাথায় ধরিতে সাধ করি। যে চরণধূলি ব্রজবধূগণ বাঞ্ছা করেন, তৃণলতার সহিত পুলিন্দরমণীরা লালসা করেন, সেই পদধূলির সাধ অন্তর ভরিয়া।

৪। শ্রীকৃষ্ণের পদধূলির বিশেষণ দিয়াছেন—

"শ্রিয়ঃ কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং"

শ্রীদেবীর বক্ষের কুঙ্কুমের গন্ধ আছে যে পদধূলিতে। অর্থাৎ তিনি যে চরণ শ্রীদেবীর বক্ষে দিয়াছেন।

এখানে 'শ্রী" পদে কে লক্ষণীয় তাহা বিবেচনীয়।

শ্রী বলিতে সাধারণত লক্ষ্মীদেবীকেই বুঝায়। কিন্তু এখানে তাহা বুঝাইতে পারে না, কারণ নাগপত্নীদের স্তবে আছে—"যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ"। ১০।১৬।৩৬

আবার উদ্ধবের উক্তিতেও আছে - "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ" (১০।৪৭।৬০) ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে শ্রীলক্ষ্মীদেবীও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ স্পর্শ পান নাই। আর 'শ্রী' পদে রুক্মিণীদেবীকেও বুঝাইতে পারে না। কারণ রুক্মিণীদেবী ইঁহাদের সপত্নী। তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি

চলে না। আবার ব্রজস্ত্রীগণ যে পদধূলি কামনা করেন এই উক্তিতেও বুঝা যায় যে, "শ্রী" পদে রুক্মিণীদেবী নহেন, কারণ ব্রজবধূগণও রুক্মিণীদেবীকে সপত্নী মনে করেন, তাঁহারা উদ্ধবের কাছে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

কস্মাৎ কৃষ্ণ ইহায়াতি প্রাপ্তরাজ্যো হতাহিতঃ।
নরেন্দ্রকন্যা উদ্বাহ্য প্রীতঃ সর্ব্বসুহৃদ্‌বৃতঃ॥ (১০।৪৭।৪৫)

তিনি রাজকন্যা বিবাহ করিয়া সুখে আছেন। আর ব্রজে আসিবেন কেন? সুতরাং রাজকন্যা রুক্মিণীর বক্ষঃস্পর্শী যে শ্রীকৃষ্ণপদরজঃ তাহা তাঁহারা কামনা করিতে পারেন না।

অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, এখানে 'শ্রী' পদে শ্রীরাধাঠাকুরাণীকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। গৌতমীয তন্ত্রে শ্রীরাধাকে সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী বলা হইয়াছে। অতএব শ্রীপদেন শ্রীরাধৈবোচ্যতে।

ঐ পদরজঃ সুদুর্লভ বটে, তবু প্রেমে সবই সম্ভব। পুলিন্দরমণীরাও যখন কামনা করিযা পাইযাছেন তখন আমরাও আশা করিতে পারি।

ইতি তিরাশী অধ্যাযের ফেলালব নামক ভাবানুবাদ সমাপ্ত।

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

শ্রুত্বা পৃথা সুবলপুত্র্যথ যাজ্ঞসেনী মাধব্যথ ক্ষিতিপপত্ন্য উত স্বগোপ্যঃ।
কৃষ্ণেঽখিলাত্মনি হরৌ প্রণয়ানুবন্ধং সর্ব্বা বিসিস্মু্যরলমশ্রুকলাকুলাক্ষ্যঃ ॥ ১ ॥

ইতি সম্ভাষ্যমাণাসু স্ত্রীভিঃ স্ত্রীষু নৃভির্নৃষু।
আজগ্মুর্মুনয়স্তত্র কৃষ্ণরামদিদৃক্ষয়া ॥ ২ ॥
দ্বৈপায়নো নারদশ্চ চ্যবনো দেবলোঽসিতঃ ॥
বিশ্বামিত্রঃ শতানন্দো ভরদ্বাজোঽথ গৌতমঃ ॥ ৩ ॥
রামঃ সশিষ্যো ভগবান্ বশিষ্ঠো গালবো ভৃগুঃ।
পুলস্ত্যঃ কশ্যপোঽত্রিশ্চ মার্কণ্ডেয়ো বৃহস্পতিঃ ॥ ৪ ॥
দ্বিতস্ত্রিতশ্চৈকতশ্চ ব্রহ্মপুত্রাস্তথাঙ্গিরাঃ।
অগস্ত্যো যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ বামদেবাদয়ো নৃপ ! ॥ ৫ ॥

[এই অধ্যায়ে তৎকালে কুরুক্ষেত্রে মুনিগণের আগমন ও বসুদেবের যজ্ঞানুষ্ঠান বর্ণনা করা হইয়াছে ॥]

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !] পৃথা (কুন্তীদেবী), সুবলপুত্রী (গান্ধারী), যাজ্ঞসেনী (দ্রৌপদী) অথ মাধবী (সুভদ্রা) অথ ক্ষিতিপপত্ন্যঃ (অপরাপর রাজপত্নীগণ) উত স্বগোপ্যঃ (এবং কৃষ্ণভক্তিসম্পন্না গোপীগণ) [ইতি এতাঃ] সর্ব্বাঃ (ইঁহারা সকলে) [কৃষ্ণপত্নীগণের মুখে] অখিলাত্মনি হরৌ কৃষ্ণে (সর্ব্বাত্মা ও ভক্তক্লেশহারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) [তাসাং] প্রণয়ানুবন্ধং শ্রুত্বা (তাহাদের প্রণয়বন্ধনের কথা শ্রবণ করিয়া) অশ্রুকলাকুলাক্ষ্যঃ [সত্যঃ] (অশ্রুপূর্ণলোচনা হইয়া) অলং বিসিস্মু্যঃ (অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন) ॥ ১ ॥

নৃপ ! (হে রাজন !) ইতি (এইরূপে) স্ত্রীভিঃ স্ত্রীষু নৃভিঃ নৃষু (স্ত্রীগণের সহিত স্ত্রীগণ ও পুরুষগণের সহিত পুরুষগণ) সম্ভাষ্যমাণাসু [সতীষু সম্ভাষ্যমানেষু সৎসু চ] (কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে) কৃষ্ণরামদিদৃক্ষয়া (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে দর্শন করিবার ইচ্ছায়) দ্বৈপায়নঃ নারদঃ চ্যবনঃ দেবলঃ অসিতঃ চ (ব্যাসদেব, নারদ, চ্যবন, দেবল, অসিত), বিশ্বামিত্রঃ শতানন্দঃ ভরদ্বাজঃ অথ গৌতমঃ (বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, গৌতম) রামঃ (পরশুরাম), সশিষ্যঃ ভগবান্ বশিষ্ঠঃ (শিষ্যগণের সহিত ভগবান্ বশিষ্ঠ) গালবঃ ভৃগুঃ (গালব, ভৃগু), পুলস্ত্যঃ কশ্যপঃ অত্রিঃ মার্কণ্ডেয়ঃ বৃহস্পতিঃ চ (পুলস্ত্য, কশ্যপ, অত্রি, মার্কণ্ডেয়, বৃহস্পতি), দ্বিতঃ ত্রিতঃ চ একতঃ (দ্বিত, ত্রিত, একত), ব্রহ্মপুত্রাঃ (সনকাদি ব্রহ্মার পুত্রগণ) তথা অঙ্গিরাঃ অগস্ত্যঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ বামদেবাদয়ঃ চ মুনয়ঃ (এবং অঙ্গিরা, অগস্ত্য, যাজ্ঞবল্ক্য ও বামদেব প্রভৃতি মুনিগণ) তত্র আজগ্মুঃ (তথায় আগমন করিলেন ॥ ২—৫ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন - হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! কুন্তী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং অপরাপর রাজপত্নীগণ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমতী গোপীগণ, কৃষ্ণপত্নীগণের মুখে সর্ব্বাত্মা ও ভক্তক্লেশহারী

শ্রীধর—চতুর্ভিরধিকাশীতিতমে মুনিসমাগমে। বসুদেবমখোৎসাহ-বন্ধুপ্রস্থাপনাদিকম্ ॥ সুবলপুত্রী গান্ধারী,

তান্ দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় প্রাগাসীনা নৃপাদয়ঃ।
পাণ্ডবাঃ কৃষ্ণরামৌ চ প্রণেমুর্বিশ্ববন্দিতান্ ॥ ৬ ॥
তানানর্চ্চুর্যথা সর্ব্বে সহরামোঽচ্যুতোঽর্চ্চয়ৎ।
স্বাগতাসনপাদ্যার্ঘ্য-মাল্যধূপানুলেপনৈঃ ॥ ৭ ॥
উবাচ সুখমাসীনান্ ভগবান্ ধর্ম্মগুপ্তনুঃ।
সদসস্তস্য মহতো যতবাচোঽনুশৃণ্বতঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়—প্রাক্ আসীনাঃ (পূর্ব্বোপবিষ্ট) নৃপাদয়ঃ (রাজগণ ও পুরোহিত প্রভৃতি জনগণ), পাণ্ডবাঃ (পাণ্ডবগণ) কৃষ্ণরামৌ চ (এবং শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম) বিশ্ববন্দিতান্ তান্ দৃষ্ট্বা (বিশ্ববন্দিত সেই মুনিগণকে দর্শন করিয়া) সহসা উত্থায় (তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া) প্রণেমুঃ (প্রণাম করিলেন) ॥ ৬ ॥

[ততঃ] সর্ব্বে (তৎপরে সকলে) তান্ (সেই সকল মুনিকে) যথা আনর্চ্চুঃ (যথাবিধি পূজা করিলেন), [ততঃ] অচ্যুতঃ (পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) সহরামঃ [সন্] (বলরামের সহিত) স্বাগতাসনপাদ্যার্ঘ্য-মাল্যধূপানুলেপনৈঃ (স্বাগতপ্রশ্ন করিয়া আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, মালা, ধূপ ও চন্দনাদি অনুলেপনের দ্বারা) [তান্] অর্চ্চয়ৎ (তাঁহাদিগের পূজা করিলেন) ॥ ৭ ॥

[অথ] (অনন্তর) ধর্ম্মগুপ্তনুঃ ভগবান্ (যাঁহার বিগ্রহ ধর্ম্মের রক্ষক, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তস্য যতবাচঃ মহতঃ সদসঃ (সেই নীরব মহতী সভা) অনুশৃণ্বতঃ (নিজবাক্য শ্রবণ করিতেছে এই অবস্থায়) সুখম আসীনান্ [তান্] উবাচ (সুখে উপবিষ্ট ঐ সকল মুনিকে বলিতে লাগিলেন) ॥ ৮ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদিগের প্রণয়বন্ধনের কথা শ্রবণ করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনা হইয়া অতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ হে রাজন্! এইরূপে স্ত্রীদিগের সহিত স্ত্রীগণ এবং পুরুষদিগের সহিত পুরুষগণ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় ব্যাসদেব, নারদ, চ্যবন, দেবল, অসিত, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, গৌতম, পরশুরাম, শিষ্যগণের সহিত ভগবান্ বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পুলস্ত্য, কশ্যপ, অত্রি, মার্কণ্ডেয়, বৃহস্পতি, দ্বিত, ত্রিত, একত, সনকাদি ব্রহ্মার পুত্রগণ, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, যাজ্ঞবল্ক্য ও বামদেব প্রভৃতি মুনিগণ তথায় আগমন করিলেন ॥ ২ ৫ ॥

অনুবাদ তথায় পূর্ব্বেই যাহারা উপবিষ্ট ছিলেন, সেই রাজগণ, পুরোহিত প্রভৃতি জনগণ, পাণ্ডবগণ এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তখন ঐ বিশ্ববন্দিত মুনিগণকে দর্শন করিয়া সহসা উত্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন ॥ ৬ ॥ তাহার পর তাঁহারা সকলে বিধি অনুসারে সেইসকল মুনির পূজা করিলেন। অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত স্বাগত-প্রশ্ন করিয়া আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, মাল্য, ধূপ ও চন্দনাদি অনুলেপনের দ্বারা তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন ॥ ৭ ॥ তাহার পর ধর্ম্মরক্ষক বিগ্রহধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুখে সমুপবিষ্ট ঐ সকল মুনিকে বলিতে লাগিলেন ; সেই মহতী সভা নীরব হইয়া তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥

মাধবী সুভদ্রা, ক্ষিতিপানাং রাজ্ঞাং পত্ন্যঃ, স্বগোপ্যঃ কৃষ্ণভক্তা গোপ্যঃ বিসিস্মুঃ বিস্ময়ং চক্রুঃ ॥ ১—৬ ॥

শ্রীধর—আনর্চ্চুঃ অচ্চিতবন্তঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

অহো বয়ং জন্মভৃতো লব্ধং কার্ৎস্ন্যেন তৎফলম্ ।
দেবানামপি দুষ্প্রাপং যদ্ যোগেশ্বরদর্শনম্ ॥ ৯ ॥

কিং স্বল্পতপসাং নৃণামর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাম্ ।
দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নপ্রহ্ব-পাদার্চ্চনাদিকম্ ॥ ১০ ॥

নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) অহো ! [অদ্য] বয়ং জন্মভৃতঃ [জাতাঃ] (অহো ! আজ আমরা সফলজন্মা হইলাম), তৎফলং যৎ (জন্মের ফল যে) দেবানাম্ অপি দুষ্প্রাপং যোগেশ্বরদর্শনম্ (দেবগণেরও দুষ্প্রাপ্য যোগেশ্বরদর্শন), [তৎ অদ্য অস্মাভিঃ] (তাহা আজ আমরা) কার্ৎস্ন্যেন লব্ধম্ (সম্পূর্ণরূপে লাভ করিলাম) ॥ ৯ ।

স্বল্পতপসাম্ (যাহাদিগের তীর্থস্নানাদিরূপ তপস্যা অতি অল্প), অর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাং (প্রতিমাতেই দেবতা বলিয়া যাহাদের দৃষ্টি হয়, সেই) নৃণাম্ [অস্মাকম্] (মনুষ্য আমাদিগের ভাগ্যে) [যোগেশ্বরাণাং] দর্শনস্পর্শন-প্রশ্নপ্রহ্বপাদার্চ্চনাদিকং কিম্ ? (যোগেশ্বরদিগের দর্শন, স্পর্শন, স্বাগত, প্রণাম ও শ্রীচরণার্চ্চনা প্রভৃতি কি প্রকারে সম্ভাবিত হইল) ? ॥ ১০ ॥

অম্ময়ানি তীর্থানি (জলময় তীর্থসমূহ) [দর্শনাৎ] ন হি [পুনন্তি) (দর্শনমাত্রেই পবিত্র করে না) মৃচ্ছিলাময়াঃ [চ] (এবং মৃত্তিকাময় ও শিলাময় দেবগণও) [দর্শনাৎ] ন [হি পুনন্তি] (দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন না), [কিন্তু] তে (কিন্তু তাঁহারা) উরুকালেন [পুনন্তি] (দীর্ঘকাল সেবিত হইলেই পবিত্র করিয়া থাকেন) সাধবঃ [তু] (কিন্তু সাধুরা) দর্শনাদ্ এব (দর্শনমাত্রেই) [পুনন্তি] (পবিত্র করেন) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ— ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—অহো ! আজ আমরা সফলজন্মা হইলাম, জন্মের ফল যে দেবদুর্লভ যোগেশ্বরদর্শন, তাহা আজ আমরা সম্পূর্ণরূপে লাভ করিলাম ॥ ৯ ॥ অহো ! যাহাদিগের তীর্থস্নানাদিরূপ তপস্যা অতি অল্প এবং প্রতিমাতেই দেবতা বলিয়া যাহাদিগের দৃষ্টি হয়, সেই মনুষ্য আমাদিগের ভাগ্যে যোগেশ্বরদিগের দর্শন, স্পর্শন, স্বাগতপ্রশ্ন ও চরণার্চ্চন প্রভৃতি কি প্রকারে সম্ভাবিত হইল ? ॥ ১০ ॥ জলময় তীর্থসমূহ দর্শন মাত্রেই জীবগণকে পবিত্র করেন না এবং মৃত্তিকাময় ও শিলাময় দেবগণও দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন না ; দীর্ঘকাল সেবিত হইলেই ইঁহারা জীবগণকে পবিত্র করিয়া থাকেন। পরন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

শ্রীধর—ধর্মগোপ্তা তস্যুর্যস্য স ধর্মগুপ্তস্তঃ, যতা নিয়তা বাগ্ যস্য তস্য সদসঃ ॥ ৮ ॥ জন্মভৃতঃ সফলজন্মানঃ তৎফলং জন্মফলম্, কিং তৎ ? যদ্যোগেশ্বরদর্শনম্ ॥ ৯ ॥

নাগ্নির্ন সূর্য্যো ন চ চন্দ্রতারকা ন ভূর্জ্জলং খং শ্বসনোঽথ বাঙ্মনঃ।
উপাসিতা ভেদকৃতো হরন্ত্যঘং বিপশ্চিতো ঘ্নন্তি মুহূর্ত্তসেবয়া ॥ ১২ ॥
যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়—অগ্নিঃ [উপাসিতঃ ভেদকৃতঃ অঘং] ন [হরতি] (অগ্নি ভেদবুদ্ধিতে উপাসিত হইয়া ঐ ভেদদর্শী ব্যক্তির অজ্ঞান বিনষ্ট করেন না), সূর্য্যঃ [উপাসিতঃ ভেদকৃতঃ অঘং] ন [হরতি] (সূর্য্য ভেদবুদ্ধিতে উপাসিত হইয়া ঐ ভেদদর্শী ব্যক্তির অজ্ঞান বিনষ্ট করেন না) চন্দ্রতারকাঃ [উপাসিতাঃ ভেদকৃতঃ অঘং] ন [হরন্তি] (চন্দ্রতারকাগণ ভেদবুদ্ধিতে উপাসিত হইয়া ঐ ভেদদর্শী ব্যক্তির অজ্ঞান বিনষ্ট করেন না) অথ ভূঃ (এবং পৃথিবী) জলং (জল), খং (আকাশ) শ্বসনঃ (বায়ু), বাক্ মনঃ চ [এতে] (বাক্য ও মন ইহারাও) উপাসিতাঃ [সন্তঃ] (ভেদবুদ্ধিতে উপাসিত হইয়া) ভেদকৃতঃ (ঐ ভেদদর্শী ব্যক্তির) অঘং ন হরন্তি (অজ্ঞান বিনষ্ট করেন না), বিপশ্চিতঃ [তু] (কিন্তু অভেদদর্শী সাধুগণ) মুহূর্ত্তসেবয়া [এব] (মুহূর্ত্তকালমাত্র সেবার দ্বারাই) [ভেদকৃতঃ অঘং] ঘ্নন্তি (ভেদদর্শী ব্যক্তির অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া থাকেন) ॥ ১২ ॥

যস্য (যাহার) ত্রিধাতুকে কুণপে (বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই ত্রিধাতুময় শবতুল্য শরীরে) আত্মবুদ্ধিঃ (আত্মবুদ্ধি), কলত্রাদিষু স্বধীঃ (স্ত্রীপুত্রাদিতে আত্মীয়বুদ্ধি), ভৌমে ইজ্যধীঃ (ভূমির বিকারভূত প্রতিমাদিতে দেবতাবুদ্ধি) সলিলে [চ] তীর্থবুদ্ধিঃ [অস্তি] (এবং জলমাত্রে তীর্থবুদ্ধি আছে), যৎ [তু] (কিন্তু যাহার) কর্হিচিৎ [অপি] (কখনও) অভিজ্ঞেষু জনেষু (তত্ত্বজ্ঞ জনের প্রতি) [তাঃ বুদ্ধয়ঃ] (ঐ সকল বুদ্ধি) ন [সন্তি] (হয় না), সঃ এব গোখরঃ (সেই ব্যক্তি গর্দ্দভতুল্য) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু, বাক্য ও মন ইহারা ভেদবুদ্ধিতে উপাসিত হইলে ঐ ভেদদর্শী উপাসকের অজ্ঞান বিনষ্ট করেন না, অভেদদর্শী সাধুগণ কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্র সেবার দ্বারাই ভেদদর্শী ব্যক্তিরও অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥ যাহার বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই ত্রিধাতুময় শবতুল্য শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতিতে আত্মীয়বুদ্ধি, ভূমিবিকার প্রতিমাদিতে দেবতাবুদ্ধি এবং জলমাত্রে তীর্থবুদ্ধি হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ জনের প্রতি কখনও ঐ সকল বুদ্ধি হয় না, সেই ব্যক্তি গর্দ্দভতুল্য ॥ ১৩ ॥

শ্রীধর—কিঞ্চ যুষ্মাকং দর্শনমেব তাবদ্দেবানামপি দুষ্প্রাপম্ অস্মাকন্তু স্পর্শনাদিকমপি কথং নু ঘটিতমিতি বিস্ময়েনাহ—কিমিতি। স্বল্পতপসাং তীর্থস্নানাদিমাত্রে তপোবুদ্ধির্যেষাং তথা অর্চ্চায়াং প্রতিমায়াং দেব ইতি চক্ষুর্দৃষ্টির্যেষাং তেষাং যোগেশ্বরদর্শনাদিকমিদং কিম্? অসম্ভাবিতমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ এতৎ প্রপঞ্চয়তি—নহ্যম্ময়ানীতি ত্রিভিঃ ॥ ১১ ॥ বাঙ্মনসো-রূপ্যুপাসনাবিষয়ত্বম্, "যো বাচং ব্রহ্মেত্যুপাস্তে মনো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে" ইতি শ্রুতেঃ। অঘং তন্মূলমজ্ঞানং ন হরন্তি, অত্র হেতুঃ—ভেদকৃতো ভেদকর্ত্তারঃ যদ্বা ভেদবুদ্ধিং কুর্ব্বতঃ পুংসঃ, বিপশ্চিতো. নিরস্তভেদাঃ, তে তু মুহূর্ত্তমাত্রসেবয়ৈবাঘং ঘ্নন্তীতি ॥ ১২ ॥ অতঃ সাধূন্ বিহায় অন্যত্রাত্মাদিবুদ্ধ্যা সজ্জমানোঽতিমন্দ ইত্যাহ—যস্যেতি। আত্মবুদ্ধিঃ অহমিতি বুদ্ধিঃ, ত্রয়ো ধাতবো বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ প্রকৃতয়ো যস্য তস্মিন্ কুণপে শরীরে স্বধীঃ স্বীয়া ইতি বুদ্ধিঃ, ভৌমে ভূবিকারে ইজ্যধীর্দ্দেবতাবুদ্ধিঃ যদ্ যস্য সলিলে তীর্থবুদ্ধিস্তীর্থমিতি বুদ্ধিঃ অভিজ্ঞেষু তত্ত্ববিৎসু যস্য এতা বুদ্ধয়ো ন সন্তি, স এব গোষ্বপি খরো দারুণোঽত্যবিবেকী। যদ্বা গবাং তৃণাদিভারবাহঃ খরো গর্দ্দভ ইতি ॥ ১৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ

নিশম্যেত্থং ভগবতঃ কৃষ্ণস্যাকুণ্ঠমেধসঃ।
বচো দুরন্বয়ং বিপ্রাস্তূষ্ণীমাসন্ ভ্রমদ্ধিয়ঃ ॥ ১৪ ॥
চিরং বিমৃশ্য মুনয় ঈশ্বরস্যেশিতব্যতাম্।
জনসংগ্রহ ইত্যূচুঃ স্ময়ন্তস্তং জগদ্গুরুম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীমুনয় উচুঃ

যন্মায়য়া তত্ত্ববিদুত্তমা বয়ং বিমোহিতা বিশ্বসৃজামধীশ্বরাঃ।
যদীশিতব্যায়তি গূঢ় ঈহয়া অহো বিচিত্রং ভগবদ্বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] বিপ্রাঃ (মুনিগণ) অকুণ্ঠমেধসঃ ভগবতঃ কৃষ্ণস্য (অপ্রতিহত জ্ঞানসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) ইত্থং (এই প্রকার) দুরন্বয়ং বচঃ (অননুরূপ বাক্য) নিশম্য (শ্রবণ করিয়া) ভ্রমদ্ধিয়ঃ [সন্তঃ] (সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া) তূষ্ণীম্ আসন (মৌনভাবে অবস্থান করিলেন) ॥ ১৪ ॥

[তে] মুনয়ঃ (সেই সকল মুনি) [নিজেদের প্রতি] ঈশ্বরস্য [কৃষ্ণস্য] (সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) ঈশিতব্যতাং চিরং বিমৃশ্য (প্রত্যুত্থান, পূজন ও প্রশংসাবাদের দ্বারা প্রকাশিত অনীশ্বরভাবের বিষয় বহুক্ষণ বিবেচনা করিয়া) [তদনন্তর] (তৎপরে) ['অয়ম্ ঈশিতব্যভাবঃ] জনসংগ্রহঃ (ভগবানের এই অনীশ্বরভাব লোকশিক্ষার নিমিত্ত") ইতি [জ্ঞাত্বা] (ইহা বুঝিতে পারিয়া) স্ময়ন্তঃ (হাসিতে হাসিতে) জগদ্গুরুম্ তম্ ঊচুঃ (জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন) ॥ ১৫ ॥

শ্রীমুনয়ঃ ঊচুঃ (মুনিগণ বলিলেন) [হে ভগবন্!] বয়ং (আমরা) বিশ্বসৃজাম্ অধীশ্বরাঃ [ব্রহ্মাদয়ঃ চ] (ও প্রজাপতিগণের অধীশ্বর ব্রহ্মাদি দেবগণ) তত্ত্ববিদুত্তমাঃ [অপি] (তত্ত্বজ্ঞশ্রেষ্ঠ হইয়াও) যন্মায়য়া বিমোহিতাঃ [ভবামঃ] (যাঁহার মায়ায় বিমোহিত অর্থাৎ পরিচালিত হইয়া থাকি), [সঃ মায়েশঃ ভবান্] (সেই মায়াধীশ্বর আপনি) ঈহয়া গূঢ়ঃ [সন] (আমাদিগের প্রতি প্রত্যুত্থান, পূজন ও প্রশংসাবাদরূপ মনুষ্যোচিত কার্য্যের দ্বারা দুর্লক্ষ্যস্বরূপ হইয়া) যৎ ঈশিতব্যায়তি (যে অনীশ্বরের ন্যায় আচরণ করিতেছেন), অহো! [তৎ] ভগবদ্বিচেষ্টিতং বিচিত্রম্ (অহো! ভগবান্ আপনার ঐ আচরণ বড়ই আশ্চর্য্য) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিত! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান কখনও প্রতিহত হয় না; তিনি যে সকল কথা বলিলেন তাহা তাঁহার নিজের অনুরূপ নহে; মুনিগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া মৌনভাবে অবস্থান করিলেন ॥ ১৪ ॥ মুনিগণ নিজেদের প্রতি সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্থান, পূজন ও প্রশংসাবাদের দ্বারা প্রকাশিত অনীশ্বর-ভাবের বিষয় বহুক্ষণ বিবেচনা করিলেন; তৎপরে "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই অনীশ্বর ভাব লোকশিক্ষার নিমিত্ত" ইহা বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে সেই জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ মুনিগণ বলিলেন—হে ভগবন্! আমরা এবং প্রজাপতিগণের অধীশ্বর ব্রহ্মাদি দেবগণ, তত্ত্বজ্ঞশ্রেষ্ঠ হইয়াও যাঁহার মায়ায় পরিচালিত হইয়া থাকি, সেই মায়াধীশ্বর আপনি আমাদের প্রতি প্রত্যুত্থান, পূজন ও প্রশংসাবাদরূপ মনুষ্যোচিত কার্য্যের দ্বারা দুর্লক্ষ্যস্বরূপ হইয়া যে অনীশ্বরের ন্যায় আচরণ করিতেছেন, অহো! ভগবান্ আপনার ঐ আচরণ বড়ই আশ্চর্য্য! ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর—দুরন্বয়ম্ অননুরূপম্, ভ্রমন্তী অনবস্থিতা ধীঃ বুদ্ধির্যেষাং তে ॥ ১৪ ॥

অনীহ এতদ্বহুধৈক আত্মনা সৃজত্যবত্যত্তি ন বধ্যতে যথা।
ভৌমৈর্হি ভূমির্বহুনামরূপিণী অহো বিভূম্নশ্চরিতং বিড়ম্বনম্॥ ১৭॥
তথাপি কালে স্বজনাভিগুপ্তয়ে বিভর্ষি সত্ত্বং খলনিগ্রহায় চ।
স্বলীলয়া বেদপথং সনাতনং বর্ণাশ্রমাত্মা পুরুষঃ পরো ভবান্॥ ১৮॥
ব্রহ্ম তে হৃদয়ং শুক্লং তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।
যত্রোপলব্ধং সদ্ব্যক্তমব্যক্তঞ্চ ততঃ পরম্॥ ১৯॥

অন্বয়—[হে বিভো !] যথা (যেমন) [একা এব] ভূমিঃ (একমাত্র কারণস্বরূপ ভূমি) ভৌমৈঃ (কার্য্য ঔষধি প্রভৃতির দ্বারা) বহুনামরূপিণী [ভবতি] (বহু নাম ও রূপ ধারণ করে), [তথা] (সেইরূপ) একঃ [এক] অনীহঃ [ভবান্] (একমাত্র কারণস্বরূপ নিষ্ক্রিয় আপনি) আত্মনা (উপাদানস্বরূপ নিজের দ্বারা) এতৎ (এই বিশ্বকে) বহুধা (বহুপ্রকারে) সৃজতি অবতি অত্তি (সৃজন, পালন ও সংহার করিতেছেন) ; [তেন তু ভবান্] (কিন্তু ঐ সৃজনাদি কর্ম্মের দ্বারা আপনি) ন হি বধ্যতে (বদ্ধ হন না)। অহো ! বিভূম্নঃ [তব] চরিতং বিড়ম্বনম্, (অহো ! পরিপূর্ণ ভগবান্ আপনার ঐরূপ প্রত্যুত্থানাদি কার্য্য লোকশিক্ষার নিমিত্ত মনুষ্যচেষ্টার অনুকরণমাত্র) ॥ ১৭ ॥

অথ অপি (যদিও আপনি পূর্ণকাম বলিয়া নিষ্ক্রিয়, তাহা হইলেও) বর্ণাশ্রমাত্মা পরঃ পুরুষঃ ভবান্ (বর্ণাশ্রমের প্রবর্ত্তক পরমপুরুষ আপনি) কালে (যথাযোগ্য কালে) স্বজনাভিগুপ্তয়ে (স্বীয় ভক্তগণের রক্ষার নিমিত্ত) খলনিগ্রহায় চ (ও খলদিগের দমনের নিমিত্ত) সত্ত্বং [রূপং] বিভর্ষি (শুদ্ধ সত্ত্বময়রূপ ধারণ করিয়া থাকেন) স্বলীলয়া সনাতনং বেদপথং [চ] (এবং লোকানুরূপ স্বীয় আচরণের দ্বারা সনাতন বেদমার্গ) [বিভর্ষি] (রক্ষা করিয়া থাকেন) ॥ ১৮ ॥

[হে ভগবন্ !] তপঃস্বাধ্যায়সংযমৈঃ (তপস্যা, বেদাভ্যাস ও সংযমের দ্বারা) যত্র (যাহাতে) ব্যক্তং (কার্য্য) ততঃ পরং (এবং কার্য্যের অতীত) অব্যক্তং সৎ চ (কার্য্যভিন্নস্বরূপ কারণ এবং সৎস্বরূপ ব্রহ্ম) উপলব্ধং [ভবতি] (অনুভূত হইয়া থাকে) [তৎ] শুক্লং ব্রহ্ম (সেই শুদ্ধ বেদনামক শব্দব্রহ্ম) তে হৃদয়ম্, (আপনার হৃদয়)। [অতএব এই বেদমার্গ সনাতন] ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে বিভো। যেমন একমাত্র কারণস্বরূপ ভূমি, কার্য্য ওষধি প্রভৃতি দ্বারা বহু নাম ও রূপ ধারণ করে, সেইরূপ একমাত্র কারণস্বরূপ নিষ্ক্রিয় আপনি, উপাদানস্বরূপ নিজের দ্বারা এই বিশ্বকে বহু প্রকারে সৃজন, পালন ও সংহার করিতেছেন ; কিন্তু ঐ সৃজনাদি কর্ম্মের দ্বারা আপনি বদ্ধ হন না। অহো ! পরিপূর্ণ ভগবান্ আপনার ঐরূপ প্রত্যুত্থানাদি কার্য্য লোকশিক্ষার নিমিত্ত মনুষ্যচেষ্টার অনুকরণমাত্র ॥ ১৭॥ হে ভগবন্। পূর্ণকাম বলিয়া যদিও আপনি নিষ্ক্রিয়, তাহা হইলেও আপনি বর্ণাশ্রমের প্রবর্ত্তক পরমপুরুষ ; সুতরাং আপনি যথাযোগ্য কালে স্বভক্তগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এবং খলদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বময় রূপ ধারণ করিয়া থাকেন এবং লোকানুরূপ স্বীয় আচরণের দ্বারা সনাতন বেদমার্গও রক্ষা করিয়া থাকেন॥ ১৮॥ হে ভগবন্ ! তপস্যা, বেদাভ্যাস ও সংযমের দ্বারা যাহাতে কার্য্যের এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ও তাহা হইতে ভিন্নস্বরূপ কারণের এবং ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে, সেই শুদ্ধ বেদনামক শব্দনামক শব্দব্রহ্ম আপনার হৃদয়। অতএব এই বেদমার্গ সনাতন ॥ ১৯ ॥

শ্রীধর—ঈশিতব্যতাম্, অনীশ্বরতাং কর্ম্মাধিকারিতাং জনসংগ্রহমাত্রমেতদিত্যূচুঃ। স্ময়ন্তো হসন্তঃ ॥ ১৫ ॥

তস্মাদ্ ব্রহ্মকুলং ব্রহ্মন্! শাস্ত্রযোনেস্তমাত্মনঃ।
সভাজয়সি সদ্ধাম তদ্‌ব্রহ্মণ্যাগ্রণীর্ভবান্॥ ২০॥

অদ্য নো জন্মসাফল্যং বিদ্যায়াস্তপসো দৃশঃ।
ত্বয়া সঙ্গম্য সদ্‌গত্যা যদন্তঃ শ্রেয়সাং পরঃ॥ ২১॥

অন্বয়—ব্রহ্মন (হে পরমাত্মন্!) তস্মাৎ (যেহেতু আপনি বেদমার্গ রক্ষা করিয়া থাকেন, অতএব) ত্বং (আপনি) শাস্ত্রযোনেঃ আত্মনঃ [তব] (বেদশাস্ত্র যাঁহার জ্ঞাপক, সেই পরমাত্মা আপনার) তৎ [চ] (এবং ঐ বেদশাস্ত্রের) সদ্ধাম (শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি স্থান) ব্রহ্মকুলং (ব্রাহ্মণকুলকে) সভাজয়সি (সম্মানিত করিয়া থাকেন)। [অতঃ] (অতএব) ভবান্ (আপনি) ব্রহ্মণ্যাগ্রণীঃ (ব্রহ্মণ্যগণের শ্রেষ্ঠ)॥ ২০॥

সদ্‌গত্যা ত্বয়া সঙ্গম্য (সাধুগণের একমাত্র গতি আপনার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া) অদ্য (আজ) নঃ (আমাদিগের) জন্মসাফল্যং [জাতম্] (জন্মের সাফল্য হইল) বিদ্যায়াঃ তপসঃ দৃশঃ [চ সাফল্যম্] (এবং বিদ্যা, তপস্যা ও নয়নের সাফল্য হইল), যৎ (যেহেতু) [ত্বং] (আপনি) শ্রেয়সাং পরঃ অন্তঃ (মঙ্গলের পরম আকর)॥ ২১॥

অনুবাদ—হে পরমাত্মন! আপনি বেদমার্গ রক্ষা করিয়া থাকেন, সুতরাং বেদশাস্ত্র যাঁহার জ্ঞাপক, সেই পরমাত্মা আপনার এবং ঐ বেদশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধিস্থান ব্রাহ্মণকুলকে আপনি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতএব আপনি ব্রহ্মণ্যগণের শ্রেষ্ঠ॥ ২০॥ সাধুগণের গতিস্বরূপ আপনার সঙ্গপ্রাপ্ত হইয়া আজ আমাদিগের জন্ম, বিদ্যা, তপস্যা ও নয়নের সাফল্য হইল; যেহেতু আপনি মঙ্গলসমূহের পরম আকর॥ ২১॥

শ্রীধর—অনন্বয়ং বিবৃণ্বন্ত আহুর্দ্বাভ্যাম্—যন্মায়য়েতি। তত্ত্ববিত্তমা অপি বয়ম্। কাসৌ মায়া যয়া বিমোহিতা ইতি তামাহুঃ—যদিতি। যদযস্মাৎ ঈহয়া নরচেষ্টিতেন গূঢ়ঃ সন ঈশিতব্যায়তি অনীশ্বরবদাচরতি ভবান্। নন্বহমীশ্বরশ্চেৎ কিমিত্যেবমাচরেয়ম্? তত্রাহুঃ—অহো ইতি। ভগবতস্তব বিচেষ্টিতং বিচিত্রমতর্ক্যম্॥ ১৬॥ ভগবত্ত্বমেবাহুঃ—অনীহ ইতি। অনাহোঽক্রিয় এব, আত্মনা স্বরূপমাত্রেণ, বহুধেত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—যথা ভৌমৈরিতি। ভৌমৈর্ঘটাদিবিকারৈরুপলক্ষিতা "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইতি শ্রুতেঃ। নন্থ কথমহং জগৎস্রষ্ট্যাদিকর্ত্তা বসুদেবপুত্রত্বাদিতি, তত্রাহুঃ—অহো ইতি॥ বিভূম্নঃ পরিপূর্ণস্য তবেদং জন্মাদিচরিতং বিড়ম্বনমনুকরণমাত্রং ন তু তত্ত্বমিতি॥ ১৭॥ জনসংগ্রহমাহুঃ—অথাপীতি ত্রিভিঃ। সত্ত্বং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং রূপং বিভর্ষি স্বলীলয়া আচারেণ বেদপথঞ্চ বিভর্ষি॥ ১৮॥ অতএব ব্রাহ্মণেষু বর্ত্তমানমপি করোষীতি সহেতুকমাহুঃ—ব্রহ্মেতি। ব্রহ্ম বেদাখ্যং শুদ্ধং তে হৃদয়মন্তরঙ্গং রূপম্। কুত ইত্যত আহুঃ—যত্রেতি। যত্র ব্রহ্মণি ব্যক্তং কার্য্যম্ অব্যক্তং কারণং ততঃ পরং সৎ সম্যাক্ ব্রহ্ম চ, তপ-আদিভিরুপলব্ধং তৎ ব্রহ্ম॥ ১৯॥ তস্মাদ বেদহৃদয়ত্বাদ বেদপ্রবর্ত্তকম্ ব্রাহ্মণকুলং শাস্ত্রযোনের্বেদপ্রমাণকস্য তব সদ্ধাম শ্রেষ্ঠমুপলব্ধিস্থানং সভাজয়সি সম্পূজয়সি। তৎ তস্মাদেব কারণাৎ ত্বং ব্রহ্মণ্যানামগ্রণী-র্মুখ্যস্তৎপ্রবর্ত্তকঃ সন্ কর্থাচরসীত্যর্থঃ॥ ২০॥

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
স্বযোগমায়য়াচ্ছন্নমহিম্নে পরমাত্মনে ॥ ২২ ॥
ন যং বিদন্ত্যমী ভূপা একারামাশ্চ বৃষ্ণয়ঃ।
মায়াযবনিকাচ্ছন্নমাত্মানং কালমীশ্বরম্ ॥ ২৩ ॥
যথা শয়ানঃ পুরুষ আত্মানং গুণতত্ত্বদৃক্।
নামমাত্রেন্দ্রিয়াভাতং ন বেদ রহিতং পরম্ ॥ ২৪ ॥
এবং ত্বা নামমাত্রেষু বিষয়েষ্বিন্দ্রিয়েহয়া।
মায়য়া বিভ্রমচ্চিত্তো ন বেদ স্মৃত্যুপপ্লবাৎ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়—স্বযোগমায়য়া ছন্নমহিম্নে (স্বীয় যোগমায়ার দ্বারা যাঁহার মহিমা অর্থাৎ প্রভাব আচ্ছন্ন) অকুণ্ঠমেধসে (এবং যাঁহার জ্ঞান অপ্রতিহত, সেই) তস্মৈ (পূর্ব্বোক্তস্বরূপ) পরমাত্মনে ভগবতে কৃষ্ণায় (পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) [তুভ্যং] নমঃ (আপনাকে নমস্কার) ॥ ২২ ॥

[আমাদিগের কথা ত দূরে], একারামাঃ অমী ভূপাঃ বৃষ্ণয়ঃ [অপি] চ (একস্থানে অবস্থিত ঐ সকল রাজা এবং যাদবগণও) মায়াযবনিকাচ্ছন্নং যং (মায়ারূপা যবনিকায় অনাবৃত অর্থাৎ সাক্ষাৎ বর্ত্তমান যাঁহাকে) কালম্ ঈশ্বরম্ আত্মানং (সর্ব্বসংহারক কাল ও সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্মা বলিয়া) ন বিদন্তি (জানিতে পারিতেছেন না), [তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ] (সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে নমস্কার) ॥ ২৩ ॥

[হে ভগবন্ !] যথা শয়ানঃ পুরুষঃ (যেমন শয়ান পুরুষঃ) গুণতত্ত্বদৃক্ [সন] (গুণকার্য্য দেহে তত্ত্বদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া) নামমাত্রেন্দ্রিয়াভাতং (নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশিত), রহিতং (বস্তুতঃ দেহেন্দ্রিয়াদি রহিত) পরম আত্মানং (শ্রেষ্ঠ আত্মস্বরূপকে) ন বেদ (জানিতে পারে না), এবং (সেইরূপ) [অয়ং জনঃ] (এই লোকসমূহ) নামমাত্রেষু বিষয়েষু [চ] (নাম, রূপ ও শব্দাদি বিষয়সমূহে) ইন্দ্রিয়েহয়া মায়য়া (ইন্দ্রিয়প্রযত্নসমন্বিত অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা) বিভ্রমচ্চিত্তঃ [সন্] (বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া) স্মৃত্যুপপ্লবাৎ (স্মৃতির নাশহেতু) ত্বা ন বেদ (আপনাকে জানিতে পারে না) ॥ ২৪-২৫ ॥

অনুবাদ—স্বীয় যোগমায়ার দ্বারা যাঁহার প্রভাব আচ্ছন্ন এবং যাঁহার জ্ঞান অপ্রতিহত, সেই পূর্ব্বোক্ত স্বরূপ পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে নমস্কার ॥ ২২ ॥ আমাদিগের কথা ত দূরে, একস্থানে অবস্থিত ঐ সকল রাজা এবং যাদবগণও মায়ারূপা যবনিকায় অনাবৃত যে ভগবান্‌কে সর্ব্বসংহারক কাল ও সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্মা বলিয়া জানিতে পারিতেছেন না, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে নমস্কার ॥২৩॥ হে ভগবন্! নিদ্রিত পুরুষ যেমন গুণকার্য্য দেহে তত্ত্বদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া নামরূপ ও ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশিত, বস্তুতঃ তদ্‌রহিত শ্রেষ্ঠ আত্মস্বরূপকে জানিতে পারে না, সেইরূপ এই লোকসমূহ নাম, রূপ ও শব্দাদি বিষয়সমূহে ইন্দ্রিয়ক্রিয়া-সমন্বিত অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বারা বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া স্মৃতির নাশহেতু আপনাকে জানিতে পারে না ॥ ২৪-২৫ ॥

শ্রীধর—তস্মাদীশ্বরস্য ভবেদং জনসংগ্রহমাত্রং বয়ং তু তব সঙ্গত্যা কৃতার্থা ইত্যাহুঃ—অদ্যেতি ষড্‌ভিঃ। সতাং গত্যা ত্বয়া সঙ্গমা সঙ্গং প্রাপ্য, যদ্ যস্মাৎ ত্বং শ্রেয়সাং পরোঽবধিঃ ॥ ২১-২২ ॥

তস্মাত্ত ! তে দদৃশিমাঙ্ঘ্রিমঘৌঘমর্ষ-তীর্থাস্পদং হৃদি কৃতং সুবিপক্কযোগৈঃ।
উৎসিক্তভক্ত্যপহতাশয়জীবকোশা আপুর্ভবদ্গতিমথানুগৃহাণ ভক্তান্ ॥ ২৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যনুজ্ঞাপ্য দাশার্হং ধৃতরাষ্ট্রং যুধিষ্ঠিরম্।
রাজর্ষে! স্বাশ্রমান্ গন্তুং মুনয়ো দধিরে মনঃ ॥ ২৭ ॥
তদ্বীক্ষ্য তানুপব্রজ্য বসুদেবো মহাযশাঃ।
প্রণম্য চোপসংগৃহ্য বভাষেদং সুযন্ত্রিতঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়—আত্ত ! (হে বিশ্বকারণ !) অঘৌঘমর্ষতীর্থাস্পদং (যাহা পাপরাশির ধ্বংসকারক গঙ্গাদি তীর্থের আশ্রয়) সুবিপক্কযোগৈঃ হৃদি কৃতং (এবং যাহা সুবিপক্ক ভক্তিযোগসম্পন্ন যোগিগণ হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন), তস্য তে অঙ্ঘ্রিং (পূর্ব্বোক্তরূপ প্রভাবসম্পন্ন আপনার সেই চরণ) [বয়ং] দদৃশিম (আমরা দর্শন করিলাম), [অতঃ বয়ং ভবতঃ ভক্তাঃ এব] (অতএব আমরা আপনারই ভক্ত), অথ ভক্তান [অস্মান্] (সুতরাং ভক্ত আমাদিগকে) অনুগৃহাণ (অনুগ্রহ করুন অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান করুন)। উৎসিক্তভক্ত্যপহতাশয়জীবকোশাঃ [সাধবঃ] (প্রবৃদ্ধ ভক্তির দ্বারা যাঁহাদের বাসনারূপ জীবকোষ বিনষ্ট হইয়াছে সেই সাধুগণ) ভবদগতিম্ আপুঃ (ভবদীয় গতিরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন) ॥ ২৬ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) রাজর্ষে ! (হে রাজর্ষে !) মুনয়ঃ (মুনিগণ) ইতি [উক্ত্বা] (এইরূপ বলিয়া) দাশার্হং ধৃতরাষ্ট্রং যুধিষ্ঠিরম্ অনুজ্ঞাপ্য (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া) স্বাশ্রমান গন্তুং মনঃ দধিরে (নিজ নিজ আশ্রমে গমন করিতে মনন করিলেন) ॥ ২৭ ॥

[তদা] (তখন) মহাযশাঃ বসুদেবঃ (মহাযশস্বী বসুদেব) তৎ বীক্ষ্য (তাঁহাদের গমনের উদ্যোগ দর্শন করিয়া) উপব্রজ্য (নিকটে গমন করতঃ) প্রণম্য চ (প্রণাম করিলেন এবং) উপসংগৃহ্য (হস্তদ্বয়ের দ্বারা তাঁহাদের চরণ ধারণ করতঃ) সুযন্ত্রিতঃ [সন্] (অতিশয় বিনীত হইয়া) তান ইদং বভাষে (তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ হে বিশ্বকারণ ! পাপরাশির ধ্বংসকারক গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থের যাহা আশ্রয় এবং সুপরিপক্ক ভক্তিযোগসম্পন্ন যোগিগণ হৃদয়ে যাহা ধারণ করিয়া থাকেন, পূর্ব্বোক্তরূপ প্রভাব-সম্পন্ন আপনার সেই শ্রীচরণ আমরা দর্শন করিলাম, অতএব আমরা আপনার ভক্ত ; সুতরাং ভক্ত আমাদিগকে আপনি অনুগ্রহ করুন অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান করুন। প্রবৃদ্ধ ভক্তির দ্বারা যাঁহাদের বাসনারূপ জীবকোষ বিনষ্ট হইয়াছে সেই সাধুগণ ভবদীয় গতিরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥২৬॥ শুকদেব বলিলেন—হে রাজর্ষি পরীক্ষিৎ ! মুনিগণ এইরূপ বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া নিজ নিজ আশ্রমে গমন করিতে মনন করিলেন ॥ ২৭ ॥ তখন মহাযশস্বী বসুদেব তাঁহাদিগের গমনের উদ্যোগ দর্শন করিয়া নিকটে গমন করতঃ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন এবং হস্তদ্বয়ের দ্বারা তাঁহাদিগের চরণ ধারণ করতঃ অতিশয় বিনীত হইয়া তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

শ্রীধর—একস্মিন্নেব স্থানে আবাসো যেষাং তেঽপি, কালং স্রষ্ট্রাদিকারণম্, ঈশ্বরং নিয়ন্তারম্ ॥ ২৩ ॥ এতৎ সদৃষ্টান্তমাহুঃ—যথেতি। শয়ানঃ স্বপ্নান্ পশ্যন্, গুণতত্ত্বদৃক্ গুণেষু স্বপ্নবিষয়েষু তত্ত্বদৃষ্টিঃ, নামমাত্রম্ ইন্দ্রিয়েণ মনসা আভাতং সিংহব্যাঘ্রাদিরূপমাত্মানং বেদ তদ্রহিতং দেবদত্তাদিরূপমাত্মানং ন বেদ যথা ॥ ২৪ ॥

শ্রীবসুদেব উবাচ

নমো বঃ সর্ব্বদেবেভ্য ঋষয়ঃ ! শ্রোতুমর্হথ ।
কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো যথা স্যান্নস্তদুচ্যতাম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীনারদ উবাচ

নাতিচিত্রমিদং বিপ্রা বসুদেবো বুভুৎসয়া ।
কৃষ্ণং মত্বার্ভকং যন্নঃ পৃচ্ছতি শ্রেয় আত্মনঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—শ্রীবসুদেবঃ উবাচ (বসুদেব বলিলেন) সর্ব্বদেবেভ্যঃ বঃ নমঃ (সর্ব্বদেবাত্মক আপনাদিগকে নমস্কার)। ঋষয়ঃ ! (হে ঋষিগণ !) [যূয়ং মদবাক্যং] (আপনারা আমার বাক্য) শ্রোতুম্ অর্হথ (শ্রবণ করুন), যথা কর্ম্মণা (যে প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা) কর্ম্মনির্হারঃ স্যাৎ (মোক্ষের প্রতিবন্ধক কর্ম্মসমূহের ক্ষয় হয়), তৎ নঃ (তাহা আমার নিকটে) [ভবদ্ভিঃ] উচ্যতাম্ (আপনারা বলুন) ॥ ২৯ ॥

শ্রীনারদঃ উবাচ (দেবর্ষি নারদ বলিলেন,) বিপ্রাঃ ! (হে মুনিগণ !) বসুদেবঃ (বসুদেব) যৎ (যেহেতু) কৃষ্ণম্ অর্ভকং মত্বা (ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ বালক মনে করিয়াই) আত্মনঃ শ্রেয়ঃ বুভুৎসয়া (নিজের মঙ্গল জানিবার ইচ্ছায়) নঃ পৃচ্ছতি (আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন), [অতঃ] ইদং (অতএব ইহা) ন অতিচিত্রম্ (অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে)। [বসুদেব পুত্রবাৎসল্যে সুখসাগরে নিমগ্ন আছেন, সুতরাং এই শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্বোপদেষ্টা ও সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপ, তাহা তিনি জানেন না।] ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—বসুদেব বলিলেন—হে মুনিগণ ! সমস্ত দেবতা আপনাদের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, সর্ব্বদেবাত্মক আপনাদিগকে নমস্কার ! হে ঋষিগণ ! আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন, যে প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা মোক্ষের প্রতিবন্ধকীভূত কর্ম্মসমূহের ক্ষয় হয়, তাহা আপনারা আমার নিকটে বলুন ॥ ২৯ ॥ দেবর্ষি নারদ তখন অপরাপর মুনিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন – হে মুনিগণ ! বসুদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ বালক মনে করিয়াই নিজের মঙ্গল জানিবার ইচ্ছায় আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার এই জিজ্ঞাসা বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বসুদেব পুত্রবাৎসল্যে সুখসাগরে নিমগ্ন আছেন, এই শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্বোপদেষ্টা ও সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপ, তাহা তিনি জানেন না ॥ ৩০ ॥

শ্রীধর— এবং ত্বা ত্বাং নামমাত্রেষু স্বপ্নাদিতুল্যেষু বিষয়েষু ইন্দ্রিয়ৈর্যা ঈহা প্রবৃত্তিঃ সৈব মায়া। তয়া বিভ্রমচ্চিত্তো ন বেদ। স্মৃতের্বিবেকস্য উপপ্লবাৎ নাশাৎ ॥ ২৫ ॥ অঘোঘস্য মর্দং নাশং করোতি যদগঙ্গাখ্যং তীর্থং তস্যাস্পদমাশ্রয়ং সুবিপক্বযোগৈরপি হৃদি কৃত্বা কেবলং ন তু দৃষ্টং তস্য তেঽঙ্‌ঘ্রিং দদৃশিম দৃষ্টবন্তো বয়ং বহুভিঃ পুণ্যৈঃ। অতোঽস্মান ভক্তানস্মু গৃহাণ ভক্তান কৃত্বা অনুগ্রহং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। নন্বু কিং ভক্ত্যা ? যথাপূর্ব্বং তপ এব তপ্যতামিতি, নেত্যাহুঃ—উৎসিক্তা উদ্রিক্তা যা ভক্তিস্তয়া অপহৃত আশয়লক্ষণো জীবকোশো যেষাং ত এব সর্ব্বে ভবদগতিমাপুনাত্য ইতি ॥ ২৬-২৭ ॥ উপসংগৃহ্য চরণৌ পাণিভ্যাং ধৃত্বা বভাষে ইদমিতি সন্ধিরার্ষঃ ॥ ২৮ ॥ সর্ব্বে দেবা যেষু তেভ্যঃ "যাবতীর্ব্বৈ দেবতাস্তাঃ সর্ব্বা বেদবিদি ব্রাহ্মণে বসন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। যেন কর্ম্মণা যথাকৃতেন বা কর্ম্মণাং নির্হারো নিবাসো ভবতি, তৎ উচ্যতাম্ ॥ ২৯ ॥ শ্রীকৃষ্ণং হিত্বা অস্মান পৃচ্ছতীতি বিস্মিতান প্রত্যাহ—নাতীতি। বুভুৎসয়া বোদ্ধুমিচ্ছয়া ॥ ৩০ ॥

সন্নিকর্ষো হি মর্ত্ত্যানামনাদরণকারণম্ ।
গাঙ্গং হিত্বা যথান্যাম্ভস্তত্রত্যো যাতি শুদ্ধয়ে ॥ ৩১ ॥
যস্যানুভূতিঃ কালেন লয়োৎপত্ত্যাদিনাস্য বৈ ।
স্বতোঽন্যস্মাচ্চ গুণতো ন কুতশ্চন রিষ্যতি ॥ ৩২ ॥

তং ক্লেশকর্ম্মপরিপাকগুণপ্রবাহৈ-রব্যাহতানুভবমীশ্বরমদ্বিতীয়ম্ ।
প্রাণাদিভিঃ স্ববিভবৈরুপগূঢ়মন্যো মন্যেত সূর্য্যমিব মেঘহিমোপরাগৈঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়—মর্ত্ত্যানাং সন্নিকর্ষঃ হি (মনুষ্যগণের পক্ষে সান্নিধ্যই) অনাদরণকারণম্ (অনাদরের কারণ), যথা (যেমন) গাঙ্গং হিত্বা (গঙ্গাজল পরিত্যাগ করিয়া) তত্রত্যঃ (গঙ্গাতীরবাসী লোক) শুদ্ধয়ে (শুদ্ধির নিমিত্ত) অন্যাম্ভঃ যাতি (অন্য তীর্থ গমন করিয়া থাকে) ॥ ৩১ ॥

[হে মুনিগণ !] যস্য অনুভূতিঃ (যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান) অস্য লয়োৎপত্ত্যাদিনা (এই বিশ্বের লয় উৎপত্তি ও স্থিতির দ্বারা), স্বতঃ (কিম্বা স্বভাবতঃ) অন্যস্মাৎ (পর হইতে) গুণতঃ (গুণ হইতে [কিং বহুনা] কালেন [অপি] চ (অধিক কি, কালের দ্বারাও) কুতশ্চন (কোন প্রকারেই) ন বৈ রিষ্যতি (বিনষ্ট হয় না), মেঘহিমোপরাগৈঃ সূর্য্যম্ ইব (সাধারণ লোক যেমন নিজ চক্ষুর আবরক মেঘ, তুষার ও রাহুর দ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছন্ন মনে করে, সেইরূপ) অন্যঃ (সাধারণ জীব) স্ববিভবৈঃ ক্লেশকর্ম্মপরিপাকগুণপ্রবাহৈঃ (বিবিধ জন্মের জনক ও নিজস্বরূপের আবরক রাগদ্বেষাদি ক্লেশ, ক্লেশের হেতু কর্ম্ম, কর্ম্মের পরিপাক সুখ দুঃখ সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রবাহ) প্রাণাদিভিঃ [চ] (এবং প্রাণ, দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা) তম্ অব্যাহতানুভবম্ অদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরং (কৃষ্ণম্) (সেই অব্যাহত জ্ঞানসম্পন্ন ও সমানাধিকশূন্য সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণকে) উপগূঢ়ং মন্যেত (আচ্ছন্ন বলিয়া মনে করিয়া থাকে) ॥ ৩২ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে মুনিগণ ! মনুষ্যগণের পক্ষে সান্নিধ্যই অনাদরের কারণ, যেমন গঙ্গাতীরবাসী লোক গঙ্গাজল পরিত্যাগ করিয়া অন্য তীর্থে শুদ্ধির নিমিত্ত যায় ॥ ৩১ ॥ হে মুনিগণ ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান, এই বিশ্বের লয়, উৎপত্তি ও স্থিতিতে বিনষ্ট হয় না, কিম্বা নিজ হইতে, পর হইতে, গুণত্রয় হইতে, অধিক কি কালের বিপর্য্যয়েও কোনপ্রকারেই বিনষ্ট হয় না, সাধারণ লোক যেমন নিজ চক্ষুর আবরক মেঘ, তুষার ও রাহুর দ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছন্ন মনে করে, সেইরূপ সাধারণ জীব বিবিধ জন্মের জনক ও নিজস্বরূপের আবরক রাগ-দ্বেষাদি ক্লেশ, ক্লেশের হেতু কর্ম্ম, কর্ম্মের ফল সুখদুঃখ, সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের প্রবাহ, এবং প্রাণ, দেহ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা সেই অব্যাহত জ্ঞানসম্পন্ন ও সমানাধিকশূন্য সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আচ্ছন্ন বলিয়া মনে করিয়া থাকে ॥ ৩২-৩৩ ॥

শ্রীধর—তত্রত্যো গঙ্গাতীরবাসী ॥ ৩১ ॥ শ্রীকৃষ্ণেঽজ্ঞত্বং মন্যমানোঽবিদ্যাবিজৃম্ভিত ইত্যাহ—যস্যেতি দ্বাভ্যাম্ । অনুভূতির্জ্ঞানং কুতশ্চিদপি ন রিষ্যতি ন নশ্যতি । তদেবাহ—কালেন কর্কটিকাফলবৎ, অস্য বিশ্বস্য লয়োৎপত্ত্যাদিনাপি, স্বতশ্চ বিদ্যুদাদিবৎ, অন্যস্মাচ্চ মুদগরাদিনা ঘটাদিবৎ, গুণতো রূপান্তরোৎপত্তেঃ পূর্ব্বরূপাদিনা দেহাদিবৎ ॥ ৩২ ॥

অথোচুর্মুনয়ো রাজন্নাভাষ্যানকদুন্দুভিম্ ।
সর্ব্বেষাং শৃণ্বতাং রাজ্ঞাং তথৈবাচ্যুতরাময়োঃ ॥ ৩৪ ॥
কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হার এষ সাধুনিরূপিতঃ ।
যচ্ছ্রদ্ধয়া যজেদ্বিষ্ণুং সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরং মখৈঃ ॥ ৩৫ ॥
চিত্তস্যোপশমোঽয়ং বৈ কবিভিঃ শাস্ত্রচক্ষুষা ।
দর্শিতঃ সুগমো যোগো ধর্ম্মশ্চাত্মমুদাবহঃ ॥ ৩৬ ॥
অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পন্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ ।
যচ্ছ্রদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পূরুষঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়—[শুকদেব বলিলেন] রাজন্ ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !) অথ (অনন্তর) মুনয়ঃ (মুনিগণ) সর্ব্বেষাং রাজ্ঞাং শৃণ্বতাম্, তথা এব অচ্যুতরাময়োঃ [শৃণ্বতোঃ সতোঃ] (সমস্ত রাজার এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সমক্ষে) আনকদুন্দুভিম্ আভাষ্য (বসুদেবকে সম্বোধন করিয়া) ঊচুঃ (বলিতে লাগিলেন) ॥ ৩৪ ॥

শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাসহকারে) যৎ মখৈঃ (যে যজ্ঞসমূহের দ্বারা) সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরং বিষ্ণুং (সর্ব্বযজ্ঞের অধীশ্বর শ্রীবিষ্ণুর) যজেৎ (অর্চ্চনা করা), [ইতি] এষঃ (ইহাকেই) কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারঃ (কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মক্ষয় বলিয়া) সাধুনিরূপিতঃ (সাধুগণ নিরূপণ করিয়াছেন) ॥ ৩৫ ॥

অয়ং ধর্ম্মঃ বৈ (যজ্ঞের দ্বারা বিষ্ণুর অর্চ্চনারূপ এই ধর্ম্মই) চিত্তস্য উপশমঃ (চিত্তের শান্তিকর) সুগমঃ যোগঃ (বিষ্ণু-প্রাপ্তির সুগম উপায়) আত্মমুদাবহঃ চ (ও আত্মার আনন্দাবহ বলিয়া) কবিভিঃ (জ্ঞানিগণকর্ত্তৃক) শাস্ত্রচক্ষুষা দর্শিতঃ (শাস্ত্ররূপ চক্ষুর দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে) ॥ ৩৬ ॥

শুক্লেন আপ্তবিত্তেন (ন্যায়পথে উপার্জ্জিত বিশুদ্ধ ধনের দ্বারা) শ্রদ্ধাসহকারে) যৎ পূরুষঃ ইজ্যেত (যে পরমপুরুষ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করা), [ইতি] অয়ম্ (এব) পন্থাঃ (এই পথেই) দ্বিজাতেঃ গৃহমেধিনঃ (দ্বিজাতি গৃহস্থের) স্বস্ত্যয়নঃ (কল্যাণসাধক অর্থাৎ বৈরাগ্য উৎপাদনপূর্ব্বক মোক্ষপ্রাপক) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! অনন্তর মুনিগণ সমস্ত রাজার এবং শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সমক্ষে বসুদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ হে বসুদেব ! শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞসমূহের দ্বারা যে সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা করা, সাধুগণ ইহাকেই কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মক্ষয় নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥ যজ্ঞের দ্বারা বিষ্ণুর অর্চ্চনারূপ এই ধর্ম্মই চিত্তের শান্তিকর, বিষ্ণুপ্রাপ্তির সুগম উপায় ও আত্মার আনন্দাবহ বলিয়া জ্ঞানিগণকর্ত্তৃক শাস্ত্ররূপ চক্ষুর দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ ন্যায়পথে উপার্জ্জিত বিশুদ্ধ ধনের দ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে যে পরমপুরুষ বিষ্ণুর অর্চ্চনা করা, এই পথই দ্বিজাতি গৃহস্থের কল্যাণসাধক হয় অর্থাৎ বিষয়বৈরাগ্য উৎপাদনপূর্ব্বক মোক্ষপ্রাপক হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধর—তমেবং কুতশ্চিদপ্যব্যাহতানুভবম্, অতএবেশ্বরম্, কিঞ্চ অদ্বিতীয়ং কৃষ্ণম্, অজ্ঞঃ প্রাকৃতঃ উপগূঢ়ম্, আচ্ছন্নং মনুষ্যং মন্যেত । কৈঃ ? ক্লেশকর্ম্মাদিভিঃ, তত্র ক্লেশা রাগাদয়শ্চ তৎপূর্ব্বকাণি কর্ম্মাণি চ তৎপরিপাকে সুখদুঃখে চ সত্ত্বাদীনাং গুণানাং পুনঃ প্রবাহশ্চ তৈঃ প্রাণাদিভিশ্চ স্বৈর্ব্বিভবৈঃ স্বকার্য্যৈঃ । অত্র দৃষ্টান্তঃ—মেঘহিমোপরাগৈরভ্রতুষারবাহুভিঃ স্ববিভবৈঃ সূর্য্যমিবেতি ॥ ৩৩—৩৫ ॥

বিত্তৈষণাং যজ্ঞদানৈর্গৃহৈর্দারসুতৈষণাম্ ।
আত্মলোকৈষণাং দেব ! কালেন বিসৃজেদ্বুধঃ ॥
গ্রামে ত্যক্তৈষণাঃ সর্ব্বে যযুর্ধীরাস্তপোবনম্ ॥ ৩৮ ॥
ঋণৈস্ত্রিভির্দ্বিজো জাতো দেবর্ষিপিতৄণাং প্রভো !
যজ্ঞাধ্যয়নপুত্রৈস্তান্যনিস্তীর্য্য ত্যজন্ পতেৎ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়—দেব ! (হে বসুদেব !) বুধঃ (জ্ঞানী ব্যক্তি) যজ্ঞদানৈঃ বিত্তৈষণাং (বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে কৃত যজ্ঞ ও দানের দ্বারা ধনের ইচ্ছা), গৃহৈঃ দারসুতৈষণাং (গৃহস্থাশ্রমোচিত ভোগসমূহের দ্বারা স্ত্রী পুত্রের ইচ্ছা) কালেন আত্মলোকৈষণাং [চ] (এবং "কালক্রমে সকলই বিনষ্ট হইয়া যায়" এইরূপ কালবিষয়ক চিন্তার দ্বারা স্বর্গাদি লোকের ইচ্ছা) বিসৃজেৎ (পরিত্যাগ করিবেন)। সর্ব্বে ধীরাঃ [এব] (সমস্ত ধীর ব্যক্তিই) গ্রামে ত্যক্তৈষণাঃ [সন্তঃ] (গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া বাসনাসমূহ পরিত্যাগ করতঃ) তপোবনং যযুঃ (তপোবনে গমন করিয়াছেন) ॥ ৩৮ ॥

প্রভো ! (হে ঋণমোচনে সমর্থ বসুদেব !) দেবর্ষি-পিতৄণাং ত্রিভিঃ ঋণৈঃ [সহ] (দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ ও পিতৃ-ঋণ এই ত্রিবিধ ঋণ লইয়া) দ্বিজঃ জাতঃ (দ্বিজগণ জন্মগ্রহণ করেন)। যজ্ঞাধ্যয়ন-পুত্রৈঃ (যজ্ঞানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও পুত্রোৎপাদনের দ্বারা) তানি অনিস্তীর্য্য (ঐ ঋণত্রয় পরিশোধ না করিয়া) ত্যজন্ (গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিলে) [দ্বিজঃ] পতেৎ (দ্বিজগণ পতিত হইয়া থাকেন) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে বসুদেব ! জ্ঞানী ব্যক্তি বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে কৃত যজ্ঞ ও দানের দ্বারা ধনের ইচ্ছা, গৃহস্থাশ্রমোচিত ভোগসমূহের দ্বারা স্ত্রীপুত্রের ইচ্ছা এবং "কালক্রমে সকলই বিনষ্ট হইয়া যায়" এইরূপ কালবিষয়ক চিন্তার দ্বারা স্বর্গাদি লোকের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিবেন। সমস্ত ধীরব্যক্তিই গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া বাসনাসমূহ পরিত্যাগ করতঃ তপোবনে গমন করিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥ হে বসুদেব ! দেব ঋণ, ঋষি-ঋণ ও পিতৃ-ঋণ এই ত্রিবিধ ঋণ লইয়া দ্বিজগণ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। যজ্ঞানুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও পুত্রোৎপাদনের দ্বারা সেই ঋণত্রয় পরিশোধ না করিয়া গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিলে দ্বিজগণ নরকে নিপতিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধর—চিত্তস্যোপশম উপশমহেতুঃ, যোগো মোক্ষোপায়শ্চ, শনৈরাত্মমুদমাবহতীতি তথা সুগমঃ প্রবৃত্ত্যাশ্রয়ত্বাৎ ধর্ম্মশ্চাবশ্যকঃ, অন্যথা বিহিতাকরণেন মালিন্যপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৩৬ ॥ নন্ন 'ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ ইত্যাদিনা ত্যাগস্যৈব বিহিতত্বাৎ কথং কর্ম্ম মোক্ষোপায় ইত্যাশঙ্ক্য আদাবেব ত্যাগস্যাশক্যত্বাদিত্যাশয়েনাহঃ ··অয়মিতি সার্দ্ধচতুর্ভিঃ। স্বস্ত্যয়নঃ স্বস্তি ক্ষেমমীয়তেঽনেনেতি তথা, শ্রদ্ধয়া নিষ্কামতয়া শুদ্ধেন শুদ্ধেন আপ্তেন বিত্তেন পুরুষ ঈশ্বর ইজ্যেতেতি য. এষ পন্থাঃ ॥ ৩৭ ॥ স্বস্ত্যয়নত্বমাহঃ—বিত্তৈষণামিতি। বিত্তফলভূতৈর্যজ্ঞৈর্দানৈশ্চ বিত্তৈষণাং বিত্তেচ্ছাং বিসৃজেৎ। গৃহৈর্গৃহোচিতৈর্ভোগৈর্দারসুতৈষণাং বিসৃজেৎ, তদনুভবেনৈব তদৌৎসুক্যানিবৃত্তেঃ। দেহে মৃতে আত্মনঃ স্বর্গাদিলোকৈষণাঞ্চ কালেন ক্ষয়ানুসন্ধানেন বিসৃজেৎ। দেব ! হে বসুদেব ! যদ্বা দেবকালেন দেবানামপি মৃত্যুনা মৃত্যুহেতুভূতেনেত্যর্থঃ। অত্রাচারং প্রমাণয়তি—গ্রাম ইতি ॥ ৩৮ ॥ কিঞ্চ ঋণৈরিতি। তথাচ শ্রুতিঃ 'জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণৈর্ঋণবান্ জায়তে ব্রহ্মচর্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ" ইত্যাদি। তান্যনিস্তীর্য্য তেষামৃণানামনপাকৃত্য। তথাচ মনুঃ "ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ। অনপাকৃত্য মোক্ষায় সেবমানো ব্রজত্যধঃ' ইতি ॥ ৩৯ ॥

ত্বং ত্বদ্য মুক্তো দ্বাভ্যাং বৈ ঋষিপিত্রোর্মহামতে।
যজ্ঞৈর্দেবর্ণমুন্মুচ্য নির্ঋণোঽশরণো ভব ॥ ৪০
বসুদেব! ভবান্ নূনং ভক্ত্যা পরময়া হরিম্।
জগতামীশ্বরং প্রার্চ্চঃ স যদ্বাং পুত্রতাং গতঃ ॥ ৪১ ॥

শ্রীশুক উবাচ

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা বসুদেবো মহামনাঃ।
তানৃষীনৃত্বিজো বব্রে মূর্দ্ধ্নানম্য প্রসাদ্য চ ॥ ৪২ ॥
ত এনমৃষয়ো রাজন্! বৃতা ধর্ম্মেণ ধার্ম্মিকম।
তস্মিন্নযাজয়ন্ ক্ষেত্রে মখৈরুত্তমকল্পকৈঃ ॥ ৪৩ ।

অন্বয়—মহামতে! (হে মহামতে!) ত্বং তু অদ্য (আপনি ত আজ) ঋষিপিত্রোঃ দ্বাভ্যাং [ঋণাভ্যাং] মুক্তঃ বৈ (বেদাধ্যয়ন ও পুত্রোৎপাদনের দ্বারা ঋষি ঋণ ও পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন)। [অধুনা] যজ্ঞৈঃ (এক্ষণে যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা) দেবর্ণম্ উন্মুচ্য (দেব ঋণ পরিশোধ করিয়া) নির্ঋণঃ [সন্] (অঋণী হইয়া) অশরণঃ ভব (গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করুন) ॥ ৪৫ ॥

বসুদেব! (হে বসুদেব!) নূনং ভবান্ (নিশ্চয়ই আপনি) পরময়া ভক্ত্যা (পরম ভক্তি সহকারে) জগতাম্ ঈশ্বরং হরিং (জগদীশ্বর শ্রীহরির) প্রার্চ্চঃ (অর্চ্চনা করিয়াছিলেন), যৎ (যেহেতু) সঃ (সেই শ্রীহরি) বাং পুত্রতাং গতঃ (আপনাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন) ॥ ৪১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] মহামনাঃ বসুদেবঃ (মহামনা বসুদেব) ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা (মুনিগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করতঃ) মূর্দ্ধ্না আনম্য (অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া) প্রসাদ্য চ (ও প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়া) [যজ্ঞ করিবার ইচ্ছায়] তান ঋষীন্ (সেইসকল মুনিকে) ঋত্বিজঃ বব্রে (ঋত্বিক্‌পদে বরণ করিলেন) ॥ ৪২ ॥

রাজন্! (হে রাজন্!) তে ঋষয়ঃ (সেই সকল মুনি) ধর্ম্মেণ বৃতাঃ [সন্তঃ] বসুদেবকর্ত্তৃক বিধি অনুসারে ঋত্বিক্‌পদে বৃত হইয়া) তস্মিন্ ক্ষেত্রে (সেই স্থানে) এনং ধার্ম্মিকং [বসুদেবম্] (সেই ধার্ম্মিক বসুদেবকে দিয়া) উত্তমকল্পকৈঃ মখৈঃ অযাজয়ন্ (উত্তম উত্তম যজ্ঞসমূহ করাইলেন) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—হে মহামতে! আপনি ত এক্ষণে বেদাধ্যয়ন ও পুত্রোৎপাদনের দ্বারা ঋষি-ঋণ ও পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা দেব-ঋণ পরিশোধ করিয়া ঋণশূন্য হইয়া গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করুন ॥ ৪০ ॥ হে বসুদেব! নিশ্চয়ই আপনি পরম ভক্তিসহকারে জগদীশ্বর শ্রীহরির অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, যেহেতু সেই শ্রীহরি আপনাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ৪১ ॥ শুকদেব বলিলেন — হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মহামনস্বী বসুদেব মুনিগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম ও প্রসন্নতা সম্পাদন করতঃ যজ্ঞ করিবার ইচ্ছায় সেই সকল মুনিকে ঋত্বিক্‌পদে বরণ করিলেন ॥ ৪২ ॥ হে রাজন্! সেই সকল মুনি বিধি অনুসারে ঋত্বিক্‌পদে বৃত হইয়া সেই কুরুক্ষেত্রেই ধার্ম্মিক বসুদেবকে দিয়া উত্তম উত্তম যজ্ঞসমূহ করাইলেন ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধর—নির্ঋণো নির্মুক্তঋণঃ অশরণো ভব গৃহাৎ প্রব্রজ ॥ ৪০ ॥

তদ্দীক্ষায়াং প্রবৃত্তায়াং বৃষ্ণয়ঃ পুষ্করস্রজঃ।
স্নাতাঃ সুবাসসো রাজন্! রাজানঃ সুষ্ঠ্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ৪৪ ॥
তন্মহিষ্যশ্চ মুদিতা নিষ্ককণ্ঠ্যঃ সুবাসসঃ।
দীক্ষাশালামুপাজগ্মুরালিপ্তা বস্তুপাণয়ঃ ॥ ৪৫ ॥
নেদুর্ম্মৃদঙ্গপটহ-শঙ্খভের্য্যানকাদয়ঃ।
ননৃতুর্নটনর্ত্তক্যস্তুষ্টুবুঃ সূতমাগধাঃ।
জগুঃ সুকণ্ঠ্যো গন্ধর্ব্বাঃ সঙ্গীতং সহভর্তৃকাঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়—রাজন! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) তদ্দীক্ষায়াং প্রবৃত্তায়াং [সত্যাম্] (বসুদেবের যজ্ঞদীক্ষা আরম্ভ হইলে) বৃষ্ণয়ঃ রাজানঃ [চ] (যাদবগণ ও অপরাপর রাজগণ) স্নাতাঃ সুবাসসঃ পুষ্করস্রজঃ সুষ্ঠ্বলঙ্কৃতাঃ [চ সন্তঃ] (স্নান করতঃ সুন্দর বস্ত্র পরিধান ও পদ্মমালা ধারণ করিয়া সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া) [তত্র আজগ্মুঃ] (তথায় আগমন করিলেন) ॥ ৪৪ ॥

তন্মহিষ্যঃ চ (তখন বসুদেবের পত্নীগণও) সুবাসসঃ নিষ্ককণ্ঠ্যঃ (সুন্দর বস্ত্র পরিধান ও কণ্ঠে পদকালঙ্কার ধারণ করিয়া) [কুঙ্কুমাদিভিঃ] আলিপ্তাঃ মুদিতাঃ (কুঙ্কুমাদির দ্বারা লিপ্তা ও আনন্দিতা হইয়া) বস্তুপাণয়ঃ [চ সত্যঃ] (পূজার দ্রব্য হস্তে লইয়া) দীক্ষাশালাম্ উপাজগ্মুঃ (দীক্ষাগৃহে উপস্থিত হইলেন) ॥ ৪৫ ॥

[তদা] (তখন) মৃদঙ্গপটহশঙ্খভের্য্যানকাদয়ঃ নেদুঃ (মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ, ভেরী ও আনক প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রসমূহ বাজিতে লাগিল), নটনর্ত্তক্যঃ ননৃতুঃ (নটগণ ও নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতে লাগিল) সূতমাগধাঃ তুষ্টুবুঃ (সূত ও মাগধ নামক বন্দিগণ স্তব করিতে লাগিল) সুকণ্ঠ্যঃ গন্ধর্ব্যঃ [চ] (এবং সুকণ্ঠী গন্ধর্ব্ব-পত্নীগণ) সহভর্তৃকাঃ [সত্যঃ] (পতিগণের সহিত মিলিত হইয়া) সঙ্গীতং জগুঃ (গান করিতে লাগিল) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! বসুদেবের যজ্ঞদীক্ষা আরম্ভ হইলে যাদবগণ ও অপরাপর রাজগণ স্নান করতঃ সুন্দর বস্ত্র পরিধান ও পদ্মমালা ধারণ করিয়া সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া তথায় আগমন করিলেন ॥ ৪৪ ॥ তখন বসুদেবের পত্নীগণও সুন্দর বস্ত্র পরিধান ও কণ্ঠে পদকালঙ্কার ধারণ করিয়া কুঙ্কুমাদির দ্বারা অঙ্গলেপন করতঃ আনন্দিত হইয়া পূজার দ্রব্য হস্তে লইয়া দীক্ষাগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৫ ॥ তখন মৃদঙ্গ, পটহ, শঙ্খ, ভেরী, ও আনক প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রসমূহ বাজিতে লাগিল, নটগণ ও নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতে লাগিল, সূত ও মাগধগণ স্তব করিতে লাগিল ও সুকণ্ঠী গন্ধর্ব্বপত্নীগণ গান করিতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধর—কিঞ্চ অবিশুদ্ধচিত্তানাময়ং ক্রমঃ, তস্য কৃতার্থ এবেত্যাহুঃ—বসুদেবেতি। ভবান্ নূনং নিশ্চিতং পরময়া প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা হরিং প্রাচ্যঃ প্রবরৈর অর্চ্চিতবানসি, যং যস্মাৎ বাং যুবয়োঃ। ৪১-৪৪ ॥ আলিপ্তাঃ কুঙ্কুমাদিভিঃ, বস্তুপাণয়ো গৃহীতার্হণহস্তাঃ ॥ ৪৫-৪৬ ॥

তমভ্যষিঞ্চন্ বিধিবদক্তমভ্যক্তমৃত্বিজঃ।
পত্নীভিরষ্টাদশভিঃ সোমরাজমিবোড়ুভিঃ॥ ৪৭॥
তাভির্দুকূলবলয়ৈর্হারনূপুরকুণ্ডলৈঃ।
স্বলঙ্কৃতাভির্বিবভৌ দীক্ষিতোঽজিনসংবৃতঃ॥ ৪৮॥
তস্যর্ত্বিজো মহারাজ! পীতকৌশেয়বাসসঃ।
সসদস্যা বিরেজুস্তে যথা বৃত্রহণোঽধ্বরে॥ ৪৯॥
তদা রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ স্বৈঃ স্বৈর্বন্ধুভিরন্বিতৌ।
রেজতুঃ স্বসুতৈর্দারৈর্জীবেশৌ স্ববিভূতিভিঃ॥ ৫০॥

অন্বয়—ঋত্বিজঃ (ঋত্বিগ্ গণ) উড়ুভিঃ (সহিতং) সোমরাজম্ ইব (তারকাগণের সহিত মিলিত চন্দ্রের ন্যায়) অষ্টাদশভিঃ পত্নীভিঃ [সহিতং] তম (অষ্টাদশ পত্নীর সহিত মিলিত সেই বসুদেবকে) অক্তম অভ্যক্তং [কৃত্বা] (নেত্রদ্বয়ে অঞ্জন ও সর্ব্বাঙ্গে নবনীত মাখাইয়া) বিধিবৎ অভ্যষিঞ্চন (বিধি অনুসারে অভিষেক করিলেন)॥ ৪৭॥

[ততঃ] (তৎপরে) [সঃ] (বসুদেব) দুকূলবলয়ৈঃ হারনূপুরকুণ্ডলৈঃ (বস্ত্র, বলয়, হার, নূপুর ও কুণ্ডলের দ্বারা) স্বলঙ্কৃতাভিঃ তাভিঃ [সহ] (উত্তমরূপে অলঙ্কৃতা ঐ সকল পত্নীর সহিত) দীক্ষিতঃ অজিনসংবৃতঃ [চ সন] (যজ্ঞে দীক্ষিত ও অজিনে আবৃত হইয়া) [বিবভৌ] (বিশেষরূপে শোভা পাইতে লাগিলেন)॥ ৪৮॥

মহারাজ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) বৃত্রহণঃ অধ্বরে যথা (দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞে যেমন সদস্যগণের সহিত ঋত্বিগ্ গণ পীতবর্ণ কৌষেয়বস্ত্র পরিধান করিয়া শোভা পাইয়াছিলেন, সেইরূপ) তস্য [অধ্বরে] সসদস্যাঃ তে ঋত্বিজঃ (মহাত্মা বসুদেবের যজ্ঞে সদস্যগণের সহিত সেই ঋত্বিক মুনিগণ) পীতকৌশেয়বাসসঃ [সন্তঃ] (পীতবর্ণ কৌষেয়বস্ত্র পরিধান করিয়া) বিরেজুঃ (শোভা পাইতে লাগিলেন)॥ ৪৯॥

তদা (তখন) জীবেশৌ (জীবগণের ঈশ্বর) কৃষ্ণঃ রামঃ চ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম) স্ববিভূতিভিঃ (নিজ বিভবস্বরূপ) দারৈঃ স্বসুতৈঃ স্বৈঃ স্বৈঃ বন্ধুভিঃ চ (নিজ নিজ স্ত্রী, পুত্র ও বন্ধুগণের সহিত) অন্বিতৌ [সন্তৌ] (মিলিত হইয়া) [তত্র] রেজতুঃ (তথায় শোভা পাইতে লাগিলেন)॥ ৫০॥

অনুবাদ অনন্তর ঋত্বিগ্ গণ তারকাগণের সহিত মিলিত চন্দ্রের ন্যায় অষ্টাদশ পত্নীর সহিত মিলিত সেই বসুদেবের নেত্রদ্বয়ে অঞ্জন ও সর্ব্বাঙ্গে নবনীত মাখাইয়া বিধি অনুসারে তাঁহার অভিষেক করিলেন।৪৭॥ তৎপরে বসুদেব বস্ত্র, বলয়, হার, নূপুর ও কুণ্ডলের দ্বারা উত্তমরূপে অলঙ্কৃতা সেই সকল পত্নীর সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত ও অজিনে আবৃত হইয়া বিশেষরূপে শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৪৮॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞে যেমন সদস্যগণের সহিত ঋত্বিগ্ গণ পীতবর্ণ কৌষেয়বস্ত্র পরিধান করিয়া শোভা পাইয়াছিলেন, সেইরূপ মহাত্মা বসুদেবের যজ্ঞে সদস্যগণের সহিত ঋত্বিক্ মুনিগণ পীতবর্ণ কৌষেয়বস্ত্র পরিধান করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৪৯॥ তখন জীবগণের ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম নিজেদের বিভবস্বরূপ নিজ নিজ স্ত্রী, পুত্র ও বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া তথায় শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৫০॥

শ্রীধর—অক্তং নেত্রয়োরঞ্জনেন, অভ্যক্তং সর্ব্বাঙ্গেষু নবনীতেন॥ ৪৭॥ তাভিঃ পত্নীভিঃ সাহিত্যো দীক্ষিতো [illegible]জে॥ ৪৮-৪৯॥ জীবেশৌ সর্ব্বজীবানামীশৌ॥ ৫০॥

ঈজেঽনুযজ্ঞং বিধিনা অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণৈঃ।
প্রাকৃতৈর্বৈকৃতৈর্যজ্ঞৈর্দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়েশ্বরম্ ॥ ৫১ ॥
অথর্ত্বিগ্‌ভ্যোঽদাৎ কালে যথাম্নাতং স দক্ষিণাঃ।
স্বলঙ্কৃতেভ্যোঽলঙ্কৃত্য গোভূকন্যা মহাধনাঃ ॥ ৫২ ॥
পত্নীসংযাজাবভৃথ্যৈশ্চরিত্বা তে মহর্ষয়ঃ।
সস্নূ রামহ্রদে বিপ্রা যজমানপুরঃসরাঃ ॥ ৫৩ ॥
স্নাতোঽলঙ্কারবাসাংসি বন্দিভ্যোঽদাৎ তথা স্ত্রিয়ঃ।
ততঃ স্বলঙ্কৃতো বর্ণানাশ্বভ্যোঽন্নেন পূজয়ৎ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়—[বসুদেব] (বসুদেব) অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণৈঃ (অগ্নিহোত্রাদি) প্রাকৃতৈঃ বৈকৃতৈঃ [চ] (এবং জ্যোতিষ্টোম, দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি প্রাকৃত অর্থাৎ উপদেশপ্রাপ্ত সর্বাঙ্গযুক্ত, এবং সৌর্য্যসত্র প্রভৃতি বৈকৃত অর্থাৎ অতিদেশপ্রাপ্ত অঙ্গযুক্ত) যজ্ঞৈঃ (যজ্ঞসমূহের দ্বারা) অনুযজ্ঞং বিধিনা (প্রতিযজ্ঞে বিধানানুসারে) দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়েশ্বরম ঈজে (যজ্ঞিয় দ্রব্য মন্ত্র ও কর্ম্মের ঈশ্বর ভগবানের অর্চ্চনা করিলেন) ॥ ৫১ ॥

অথ (অনন্তর) সঃ (বসুদেব) কালে (যথাসময়ে) যথাম্নাতং (বেদোক্ত বিধি অনুসারে) স্বলঙ্কৃতেভ্যঃ ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ (সুন্দররূপে অলঙ্কৃত ঋত্বিকদিগকে) অলঙ্কৃত্য (অলঙ্কারাদি প্রদানে আরও অলঙ্কৃত করিয়া) মহাধনাঃ গোভূকন্যাঃ দক্ষিণাঃ অদদাৎ (স্বর্ণরত্নাদি মহাধনসমন্বিত গো ভূমি কন্যা দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিলেন) ॥ ৫২ ॥

[অথ] (অনন্তর) তে মহর্ষয়ঃ বিপ্রাঃ (সেই ঋত্বিক্ মহর্ষি বিপ্রগণ) পত্নীসংযাজাবভৃথ্যৈঃ চরিত্বা (পত্নীসংযাজ নামক যাগবিশেষ এবং অবভৃথ নামক যজ্ঞান্তস্নান সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যকর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া) যজমানপুরঃসরাঃ [সন্তঃ] (যজমান বসুদেবকে অগ্রে লইয়া) রামহ্রদে সস্নূঃ (রামহ্রদে স্নান করিলেন) ॥ ৫৩ ॥

[বসুদেবঃ] স্নাতঃ স্বলঙ্কৃতঃ [চ সন] (বসুদেব স্নান করিয়া ও সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া) বন্দিভ্যঃ (সূত, মাগধ প্রভৃতি বন্দিগণকে) অলঙ্কারবাসাংসি অদাৎ (অলঙ্কার ও বস্ত্রসমূহ প্রদান করিলেন), স্ত্রিয়ঃ [অপি] (তাঁহার মহিষীগণও) তথা (সেইরূপ) [স্নাতাঃ অলঙ্কৃতাঃ চ সত্যঃ] (স্নান করিয়া ও উত্তমরূপে অলঙ্কৃতা হইয়া) [বন্দিভ্যঃ অলঙ্কারবাসাংসি অদুঃ] (বন্দিগণকে অলঙ্কার ও বস্ত্রসমূহ প্রদান করিলেন)। ততঃ [সঃ] (তৎপরে বসুদেব) আশ্বভ্যঃ বর্ণান্ (কুকুর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীকে) অন্নেন পূজয়ৎ (অন্নপ্রদানে পরিতুষ্ট করিলেন) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ অনন্তর বসুদেব অগ্নিহোত্রাদি এবং জ্যোতিষ্টোম, দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি প্রাকৃত এবং সৌর্য্যসত্র প্রভৃতি বৈকৃত যজ্ঞসমূহের দ্বারা প্রতি যজ্ঞে বিধানানুসারে যজ্ঞিয় দ্রব্য মন্ত্র ও কর্ম্মের ঈশ্বর ভগবানের অর্চ্চনা করিলেন ॥ ৫১ ॥ অনন্তর তিনি যথাসময়ে বেদোক্ত বিধি অনুসারে সুন্দররূপে অলঙ্কৃত ঋত্বিক্‌দিগকে অলঙ্কারাদি প্রদানে স্বয়ং আরও অলঙ্কৃত করিয়া স্বর্ণরত্নাদি মহাধনসমন্বিত গাভী ভূমি ও কন্যা দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিলেন ॥ ৫২ ॥ তাহার পর সেই ঋত্বিক্ মহর্ষি ব্রাহ্মণগণ পত্নীসংযাজ নামক যাগবিশেষ এবং অবভৃথ নামক যজ্ঞান্তস্নান সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়া যজমান বসুদেবকে

শ্রীধর—অনুযজ্ঞং প্রতিযজ্ঞম্, আম্নাতসর্ব্বাঙ্গাঃ প্রাকৃতাঃ জ্যোতিষ্টোমদর্শপূর্ণমাসাদয়ঃ। তেভ্যশ্চোদনালিঙ্গাদিভিরতিদেশপ্রাপ্তাঙ্গা বৈকৃতাঃ সৌর্য্যসত্রাদয়ঃ. তৈঃ সর্ব্বৈঃ। দ্রব্যং পুরোডাশাদি, জ্ঞানং মন্ত্র, ক্রিয়া কর্ম্ম, তেষামীশ্বরম্ ॥ ৫১-৫২ ॥

বন্ধূন্ সদারান্ সসুতান্ পারিবর্হেণ ভূয়সা।
বিদর্ভকোশলকুরূন্ কাশিকেকয়সৃঞ্জয়ান ॥ ৫৫ ॥
সদস্যর্ত্বিক্‌সুরগণান্ নৃভূতপিতৃচারণান।
শ্রীনিকেতমনুজ্ঞাপ্য শংসন্তঃ প্রযযুঃ ক্রতুম্ ॥ ৫৬ ॥
ধৃতরাষ্ট্রোঽনুজঃ পার্থা ভীষ্মো দ্রোণঃ পৃথা যমৌ।
নারদো ভগবান্ ব্যাসঃ সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবাঃ ॥ ৫৭ ॥
বন্ধূন পরিষ্বজ্য যদূন সৌহৃদাক্লিন্নচেতসঃ।
যযুর্বিরহকৃচ্ছে্রণ স্বদেশাং শ্চাপরে জনাঃ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়—[অথ সঃ] (অনন্তর তিনি) সদারান সসুতান (স্ত্রীপুত্রসমন্বিত) বন্ধূন (বন্ধু বান্ধব) বিদর্ভকোশলকুরূন কাশিকেকয়সৃঞ্জয়ান (বিদর্ভ, কোশল, কুরু, কাশী, কেকয় ও সৃঞ্জয়দেশীয় নৃপতিকে) সদস্যর্ত্বিক্‌সুরগণান নৃভূতপিতৃচারণান্ (এবং সদস্যগণ, ঋত্বিগ গণ দেবগণ, মনুষ্যগণ ভূতগণ, পিতৃগণ ও চারণগণকে) ভূয়সা পারিবর্হেণ [প্রীতিদানেন চ] (প্রভূত উপহার ও প্রীতি প্রদানের দ্বারা) [অপূজয়ৎ] (পূজা করিলেন)। [তদা তে সর্ব্বে] (তখন তাঁহারা সকলে) শ্রীনিকেতম্ অনুজ্ঞাপ্য (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি লইয়া) ক্রতুং শংসন্তঃ (যজ্ঞের প্রশংসা করিতে করিতে) প্রযযুঃ (স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন) ॥ ৫৫ ৫৬ ॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ অনুজঃ (ধৃতরাষ্ট্র বিদুর), পার্থাঃ (যুধিষ্ঠির ভীম, অর্জ্জুন) ভীষ্মঃ দ্রোণঃ পৃথা (ভীষ্ম, দ্রোণ, কুন্তী) যমৌ (নকুল, সহদেব), নারদঃ ভগবান ব্যাসঃ (দেবর্ষি নারদ, ভগবান ব্যাসদেব) সুহৃৎসম্বন্ধিবান্ধবাঃ (সুহৃদগণ সম্বন্ধিগণ ও বান্ধবগণ) অপরে জনাঃ চ (এবং অপরাপর জনগণ) সৌহৃদাক্লিন্নচেতসঃ [সন্তঃ] (প্রেমে আর্দ্রচিত্ত হইয়) বন্ধূন যদূন পরিষ্বজ্য (বন্ধু যাদবগণকে আলিঙ্গন করিয়া) বিরহকৃচ্ছে্রণ স্বদেশান যযুঃ (বিরহদুঃখ লইয়া নিজ নিজ দেশে গমন করিলেন) ॥ ৫৭ ৫৮ ।

অগ্রে লইয়া রামহ্রদে স্নান করিলেন ॥ ৫৩ ॥ বসুদেব স্নান করিয়া ও সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া সূত মাগধ প্রভৃতি বন্দিগণকে অলঙ্কার ও বস্ত্রসমূহ প্রদান করিলেন। তাঁহার পত্নীগণও সেইরূপ স্নান করিয়া ও উত্তমরূপে অলঙ্কৃতা হইয়া বন্দিগণকে অলঙ্কার ও বস্ত্রসমূহ প্রদান করিলেন। তৎপরে বসুদেব কুকুর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীকে অন্নপ্রদানে পরিতুষ্ট করিলেন। ৫৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি স্ত্রী-পুত্রসমন্বিত বন্ধু বান্ধব বিদর্ভ, কোশল, কুরু, কাশী, কেকয় ও সৃঞ্জয়দেশীয় নৃপতি সকলকে এবং সদস্যগণ, ঋত্বিগ্‌গণ, দেবগণ, মনুষ্যগণ, ভূতগণ, পিতৃগণ ও চারণগণকে প্রভূত উপহার ও প্রীতি প্রদানের দ্বারা পূজা করিলেন। তখন তাঁহারা সকলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি লইয়া যজ্ঞের প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৫ ৫৬ ॥ তৎপরে ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কুন্তী, নকুল, সহদেব, দেবর্ষি নারদ, ভগবান ব্যাসদেব এবং সুহৃদ্‌গণ, সম্বন্ধিগণ, বান্ধবগণ ও অপরাপর জনগণ প্রেমে আর্দ্রচিত্ত হইয়া বন্ধু যাদবগণকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদের বিরহদুঃখ লইয়া নিজ নিজ দেশে গমন করিলেন ॥ ৫৭-৫৮ ॥

শ্রীধর—সস্নুঃ স্নানং চক্রুঃ। আশ্বভ্যঃ শুনোঽভিব্যাপ্য অন্নেন পূজয়ন্ অপূজয়ৎ ॥ ৫৩ ৫৪ ॥

নন্দস্তু সহ গোপালৈর্বৃহত্যা পূজয়ার্চ্চিতঃ।
কৃষ্ণরামোগ্রসেনাদ্যৈর্ন্যবাৎসীৎ বন্ধুবৎসলঃ ॥ ৫৯ ॥
বসুদেবোঽঞ্জসোত্তীর্য্য মনোরথমহার্ণবম্।
সুহৃদ্‌বৃতঃ প্রীতমনা নন্দমাহ করে স্পৃশন্ ॥ ৬০ ॥

শ্রীবসুদেব উবাচ

ভ্রাতরীশকৃতঃ পাশো নৃণাং যঃ স্নেহসংজ্ঞিতঃ।
তং দুস্ত্যজমহং মন্যে শূরাণামপি যোগিনাম্ ॥ ৬১ ॥
অস্মাস্বপ্রতিকল্পেয়ং যৎ কৃতাজ্ঞেষু সত্তমৈঃ।
মৈত্র্যর্পিতাফলা চাপি ন নিবর্ত্তেত কর্হিচিৎ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়—বন্ধুবৎসলঃ নন্দঃ তু (কিন্তু মিত্রবৎসল গোপরাজ নন্দ) কৃষ্ণরামোগ্রসেনাদ্যৈঃ (শ্রীকৃষ্ণ বলরাম উগ্রসেন প্রভৃতিকর্ত্তৃক) বৃহত্যা পূজয়া অর্চ্চিতঃ [সন] (মহতী পূজার দ্বারা অর্চ্চিত হইয়া অর্থাৎ অতি সমাদরে পূজিত হইয়া) গোপালৈঃ সহ (গোপগণের সহিত) [তত্র] ন্যবাৎসীৎ (তথায় বাস করিতে লাগিলেন) ॥ ৫৯ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] বসুদেবঃ অঞ্জসা (বসুদেব অনায়াসে) মনোরথমহার্ণবম্ উত্তীর্য্য (মনোরথরূপ মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া) প্রীতমনাঃ সুহৃদ্‌বৃতঃ [চ সন] (প্রীতচিত্ত ও সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া) নন্দং করে স্পৃশন (গোপরাজ নন্দের হস্তধারণ করতঃ) আহ (বলিতে লাগিলেন) ॥ ৬০ ।

শ্রীবসুদেবঃ উবাচ (বসুদেব বলিলেন) ভ্রাতঃ! (হে ভ্রাতঃ!) নৃণাম্ (মনুষ্যগণের) স্নেহসংজ্ঞিতঃ (স্নেহনামক) যঃ পাশঃ (যে একটি বন্ধন) ঈশকৃতঃ (পরমেশ্বর সৃজন করিয়াছেন), তং শূরাণাং যোগিনাং অপি দুস্ত্যজম্ (ঐ স্নেহপাশকে বীরগণ বলের দ্বারা এবং যোগিগণ জ্ঞানের দ্বারা দূর করিতে পারেন না বলিয়া) অহং মন্যে (আমি মনে করি) ॥ ৬১ ॥

কৃতাজ্ঞেষু অস্মাসু (অকৃতজ্ঞ আমাদিগের প্রতি) সত্তমৈঃ [ভবদ্ভিঃ] (সজ্জনশ্রেষ্ঠ আপনাদিগকর্ত্তৃক) ইয়ম্ অপ্রতিকল্পা মৈত্রী (এই অনুপমা মৈত্রী) অর্পিতা (স্থাপিত হইয়াছে ॥ যৎ (যেহেতু) [ইয়ম্] (এই মৈত্রী) অফলা অপি চ (প্রত্যুপকারশূন্যা হইলেও) কর্হিচিৎ ন নিবর্ত্তেত (কখনও নিবৃত্ত হইবে না), [অতঃ পাশোঽয়ম্ ঈশরকৃতঃ ইতি গম্যতে] (অতএব এই স্নেহপাশ ভগবৎসৃষ্ট বলিয়াই বুঝা যায়) । ৬২ ॥

অনুবাদ—কিন্তু মিত্রবৎসল গোপরাজ নন্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও উগ্রসেন প্রভৃতি যাদবগণ-কর্ত্তৃক মহতী পূজার দ্বারা অর্চিত হইয়া অর্থাৎ অতিশয় সমাদৃত হইয়া গোপগণের সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মহাত্মা বসুদেব এইরূপে অনায়াসে মনোরথরূপ মহাসাগর

শ্রীধর—বন্ধ্বাদিচারণান্তান্ পরিবর্হেণ প্রতিদানেন চাপূজয়ৎ। তে চ সর্ব্বে প্রযযুঃ ॥ ৫৫-৫৬ ॥ প্রয়াণে কেষাঞ্চিদ্বিশেষমাহ—ধৃতরাষ্ট্র ইতি দ্বাভ্যাম্। অনুজো বিদুরঃ, পার্থা যুধিষ্ঠিরভীমার্জ্জুনাঃ যমৌ নকুলসহদেবৌ ॥ ৫৭ ॥ সৌহৃদেনাক্লিন্নানি চেতাংসি যেষাং তে ॥ ৫৮-৫৯ ॥ মনোরথো যজ্ঞবিষয়স্তমেব মহার্ণবম্ । ৬০ ॥ শূরাণাং বলেন যোগিনাং জ্ঞানেনাপীত্যর্থঃ ॥ ৬১ । তৎ কুতস্তত্রাহ—অস্মাস্বিতি। কৃতাজ্ঞেষু কৃতমুপকারমজানৎসু সত্তমৈর্ভবদ্ভিরপ্রতিকল্পা অনুপমা মৈত্রীয়মর্পিতা, অফলাপি প্রত্যুপকারশূন্যাপি কর্হিচিৎ যদযস্মান্ন নিবর্ত্তেত, তস্মাদীশ্বরকৃতঃ পাশোঽয়ং ভবতীতি গম্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

প্রাগকল্পাচ্চ কুশলং ভ্রাতর্বো নাচরাম হি।
অধুনা শ্রীমদান্ধাক্ষা ন পশ্যামঃ পুরঃ সতঃ ॥ ৬৩ ॥

মা রাজ্যশ্রীরভূৎ পুংসঃ শ্রেয়স্কামস্য মানদ।
স্বজনানুত বন্ধূন্ বা ন পশ্যতি যযান্ধদৃক্ ॥ ৬৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ

এবং সৌহৃদশৈথিল্যচিত্ত আনকদুন্দুভিঃ।
রুরোদ তৎকৃতাং মৈত্রীং স্মরন্নশ্রুবিলোচনঃ ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়—ভ্রাতঃ (হে ভ্রাতঃ!) প্রাক্ অকল্পাৎ হি (পূর্ব্বে কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতির অধীন ছিলাম বলিয়া অসমর্থতা-প্রযুক্তই) বঃ (আপনাদিগের) কুশলং ন আচরাম (প্রিয়সাধন করিতে পারি নাই), অধুনা চ [অপি] (আর এক্ষণেও) শ্রীমদান্ধাক্ষাঃ [সন্তঃ] (ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধদৃষ্টি হইয়া) বয়ং (আমরা) পুরঃ সতঃ [যুষ্মান] ন পশ্যামঃ (সম্মুখে বর্ত্তমান আপনাদিগকে দেখিতে পাই না) [আপনাদের কৃত উপকার যে বিস্মৃত হইয়াছি, তাহাতে আর বক্তব্য কি?] ॥ ৬৩ ॥

মানদ! (হে মানপ্রদ!) [জনঃ] (মনুষ্য) যয়া (যাহার দ্বারা) অন্ধদৃক্ [সন্] (অন্ধদৃষ্টি হইয়া) স্বজনান্ উত বন্ধূন্ বা (স্বজনগণ এবং বন্ধুগণকেও) ন পশ্যতি (দেখিতে পায় না) শ্রেয়স্কামস্য পুংসঃ (কল্যাণগামী পুরুষের) [সা] রাজ্যশ্রীঃ (সেই রাজ্যসম্পদ) মা অভূৎ (যেন না হয়) ॥ ৬৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] আনকদুন্দুভিঃ (বসুদেব) এবং (এইরূপে) তৎকৃতাং মৈত্রীং স্মরন (গোপরাজ নন্দকর্ত্তৃক কৃত মিত্রতা স্মরণ করিতে করিতে) সৌহৃদশৈথিল্যচিত্তঃ অশ্রুবিলোচনঃ [চ সন] (প্রেমে আর্দ্রচিত্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে) রুরোদ (রোদন করিতে লাগিলেন) ॥ ৬৫ ॥

উত্তীর্ণ হইয়া এবং প্রীতচিত্ত ও সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া গোপরাজ নন্দের হস্তধারণ করতঃ বলিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ বসুদেব বলিলেন—হে ভ্রাতঃ! মনুষ্যগণের স্নেহনামক যে একটি পাশ পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, ঐ স্নেহপাশকে বীরগণ বলের দ্বারা এবং যোগিগণ জ্ঞানের দ্বারাও মোচন করিতে পারেন না বলিয়া আমি মনে করি ॥ ৬১ ॥ হে ভ্রাতঃ! অকৃতজ্ঞ আমাদিগের প্রতি সজ্জনশ্রেষ্ঠ আপনারা এই অনুপম মিত্রতা স্থাপন করিয়াছেন; এই মিত্রতার তুলনা নাই; এই মিত্রতা প্রত্যুপকার শূন্য হইলেও অর্থাৎ আমরা ইহার প্রত্যুপকার করিতে অসমর্থ হইলেও ইহা কখনও নিবৃত্ত হইবে না। অতএব এই স্নেহপাশ ঈশ্বরকৃত বলিয়াই বুঝা যায় ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—হে ভ্রাতঃ! আমরা পূর্ব্বে কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতির অধীন ছিলাম বলিয়া অসমর্থতাহেতুই আপনাদের প্রিয়সাধন করিতে পারি নাই; আর এক্ষণেও ঐশ্বর্য্যমদে আমাদের দৃষ্টি অন্ধ হওয়ায় আমরা আপনাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না। আপনাদের কৃত উপকার যে বিস্মৃত হইয়াছি, তাহাতে আর বক্তব্য কি? ॥ ৬৩ ॥ হে মানদ! মনুষ্য যে রাজ্যসম্পদের দ্বারা অন্ধদৃষ্টি হইয়া স্বজনগণ এবং বন্ধুগণকেও দেখিতে পায় না, মঙ্গলাভিলাষী পুরুষের সেই রাজ্যসম্পদ্ যেন না হয় ॥ ৬৪ ॥ শুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! বসুদেব এইরূপে গোপরাজ নন্দের মিত্রতা স্মরণ করিতে করিতে প্রেমে আর্দ্রচিত্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥

শ্রীধর—অফলত্বমেবাহ—প্রাগিতি। হে ভ্রাতঃ! অকল্পাদসামর্থ্যাৎ বঃ কুশলং প্রিয়ং নহ্যাচরাম ন কৃতবন্তো বয়ম্। শ্রীমদেন অন্ধান্যক্ষীণি যেষাং তে ॥ ৬৩ ॥ রাজ্যশ্রীর্মাভূৎ, ছান্দসোঽড়াগমঃ ॥ ৬৪-৬৫ ॥

নন্দস্তু সখ্যুঃ প্রিয়কৃৎ প্রেম্ণা গোবিন্দরাময়োঃ।
অদ্য শ্ব ইতি মাসাংস্ত্রীন্ যদুভির্মানিতোঽবসৎ ॥ ৬৬ ॥

ততঃ কামৈঃ পূর্য্যমাণঃ সব্রজঃ সহবান্ধবঃ।
পরার্দ্ধ্যাভরণক্ষৌম-নানানর্ঘ্যপরিচ্ছদৈঃ ॥ ৬৭ ॥

বসুদেবোগ্রসেনাভ্যাং কৃষ্ণোদ্ধব-বলাদিভিঃ।
দত্তমাদায় পারিবর্হং যাপিতো যদুভির্যযৌ ॥ ৬৮ ॥

নন্দো গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ গোবিন্দচরণাম্বুজে।
মনঃ ক্ষিপ্তং পুনর্হর্ত্তুমনীশা মথুরাং যযুঃ ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়—সখ্যুঃ গোবিন্দরাময়োঃ প্রিয়কৃৎ নন্দঃ তু (সখা বসুদেবের এবং পুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ও বলরামের প্রিয়কারী নন্দও) অদ্য শ্বঃ ইতি (প্রাতঃকালে যাইতে উদ্যত হইলে "অপরাহ্নে যাইবেন" অপরাহ্নে যাইতে উদ্যত হইলে 'আগামী কল্য যাইবেন' এইরূপে) যদুভিঃ প্রেম্ণা মানিতঃ [সন] (যাদবগণকর্ত্তৃক প্রেমের সহিত সমাদৃত হইয়া) ত্রীন মাসান [তত্র] অবসৎ (তিনমাস সেই কুরুক্ষেত্রে বাস করিলেন) ॥ ৬৬ ॥

ততঃ (তাহার পর) সব্রজঃ সহবান্ধবঃ [নন্দঃ] (ব্রজবাসী দাসদাসী প্রভৃতি বান্ধবগণের সহিত গোপরাজ নন্দ) কামৈঃ পরার্দ্ধ্যাভরণক্ষৌমনানানর্ঘ্যপরিচ্ছদৈঃ [চ] (কাম্যবস্তুসমূহ এবং মহামূল্য আভরণ, ক্ষৌমবস্ত্র ও নানাবিধ অমূল্য পরিচ্ছদসমূহের দ্বারা) পূর্য্যমাণঃ [সন] (সুসমৃদ্ধ হইয়া) বসুদেবোগ্রসেনাভ্যা কৃষ্ণোদ্ধববলাদিভিঃ (বসুদেব, উগ্রসেন, শ্রীকৃষ্ণ, উদ্ধব ও বলরাম প্রভৃতিকর্ত্তৃক) দত্তং পারিবর্হম (প্রদত্ত উপহার দ্রব্যসকল) আদায় (গ্রহণ করিয়া) যদুভিঃ যাপিতঃ (যাদবগণ রওনা করাইয়া দিলে) [স্বদেশং] যযৌ (স্বীয় দেশে গমন করিলেন) ॥ ৬৭-৬৮ ॥

নন্দঃ গোপাঃ চ গোপ্যঃ চ (গোপরাজ নন্দ, গোপগণ ও গোপীগণ) গোবিন্দচরণাম্বুজে ক্ষিপ্তং মনঃ (ভগবান গোবিন্দের শ্রীচরণকমলে সমর্পিত মনকে) পুনঃ হর্ত্তুম অনীশাঃ [সন্তঃ] (পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে অসমর্থ হইয়া) মথুরাং যযুঃ (কেবল দেহ লইয়াই মথুরায় গমন করিলেন)। [তাঁহাদের মন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মেই রহিয়া গেল] ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন! সকলে চলিয়া গেলে পর সখা বসুদেব এবং পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের প্রিয়কারী গোপরাজ নন্দ প্রাতঃকালে গমন করিতে উদ্যত হইলে "অপরাহ্নে যাইবেন" এবং অপরাহ্নে গমন করিতে উদ্যত হইলে "আগামী কল্য যাইবেন" এইরূপ যাদবগণকর্ত্তৃক প্রেমের সহিত সমাদৃত হইয়া তিনমাস সেই কুরুক্ষেত্রে বাস করিলেন ॥ ৬৬ ॥ তাহার পর ব্রজবাসী দাসদাসী প্রভৃতি ও বান্ধবগণের সহিত গোপরাজ নন্দ কাম্যবস্তুসমূহ এবং মহামূল্য আভরণ, ক্ষৌমবস্ত্র ও নানাবিধ অমূল্য পরিচ্ছদসমূহের দ্বারা সুসমৃদ্ধ হইয়া বসুদেব, উগ্রসেন, শ্রীকৃষ্ণ, উদ্ধব ও বলরাম প্রভৃতি যাদবগণকর্ত্তৃক প্রদত্ত উপহার দ্রব্য সকল সঙ্গে লইয়া স্বদেশে গমন করিলেন। যাদবগণ তাঁহাদিগকে রওনা করাইয়া দিলেন ॥ ৬৭-৬৮ ॥ গোপরাজ নন্দ, গোপগণ ও গোপীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে মন সমর্পণ করিয়াছিলেন; যাইবার সময় তাঁহারা ঐ মনকে পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে অসমর্থ হইয়া কেবল দেহ লইয়াই মথুরায় গমন করিলেন; তাঁহাদের মন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মেই রহিয়া গেল ॥ ৬৯ ॥

শ্রীধর—অদ্য শ্ব ইতি। প্রাতর্নির্গমে অদ্যৈবাপরাহ্নে গম্যতামিতি অপরাহ্নে নির্গমে শ্বো গম্যতামিতি পুনঃ পুনরেবং মানিতঃ ॥ ৬৬-৬৭ ॥

বন্ধুষু প্রতিযাতেষু বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণদেবতাঃ।
বীক্ষ্য প্রাবৃষমাসন্নাং যযুর্দ্বারবতীং পুনঃ॥ ৭০॥
জনেভ্যঃ কথয়াঞ্চক্রুর্যদুদেবমহোৎসবম।
যদাসীৎ তীর্থযাত্রায়াং সুহৃৎসন্দর্শনাদিকম্॥ ৭১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে তীর্থযাত্রানুবর্ণনং নাম চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৪॥

অন্বয়—[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] বন্ধুষু প্রতিযাতেষু [সৎসু] (বন্ধু গোপগণ চলিয়া গেলে পর) কৃষ্ণদেবতাঃ বৃষ্ণয়ঃ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদিগের দেবতা, সেই যাদবগণ) প্রাবৃষম্ আসন্নাং বীক্ষ্য (বর্ষাকাল আসিতেছে দেখিয়া) পুনঃ দ্বারবতীং যযুঃ (পুনরায় দ্বারকায় গমন করিলেন)॥ ৭০॥

[দ্বারবতীম আগত্য তে] (দ্বারকায় আগমন করিয়া তাঁহারা) জনেভ্যঃ (জনগণের নিকটে) তীর্থযাত্রায়াং (তীর্থযাত্রায়) যদুদেবমহোৎসবং সুহৃৎসন্দর্শনাদিকং [চ] যৎ আসীৎ (বসুদেবের যজ্ঞমহোৎসব ও সুহৃৎসন্দর্শন প্রভৃতি যাহা যাহা ঘটিয়াছিল), [তৎ সর্ব্বং] (সেই সমস্ত বৃত্তান্ত) কথয়াঞ্চক্রুঃ (বর্ণনা করিলেন)॥ ৭১॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! বন্ধু গোপগণ চলিয়া গেলে পর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদিগের দেবতা, সেই যাদবগণ বর্ষাকাল আসিতেছে দেখিয়া পুনরায় দ্বারকায় গমন করিলেন॥ ৭০॥ দ্বারকায় আগমন করিয়া তাঁহারা তীর্থযাত্রায় বসুদেবের যজ্ঞ-মহোৎসব ও সুহৃৎদর্শন প্রভৃতি যাহা যাহা ঘটিযাছিল, জনগণের নিকটে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন॥ ৭১॥

চতুরশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

শ্রীধর—যাপিতো মহাসৈন্যেন প্রস্থাপিতঃ॥ ৬৮—৭০॥ যদুদেবস্য বসুদেবস্য মহোৎসবং যজ্ঞাদিলক্ষণং সুহৃৎসন্দর্শনাদিকঞ্চেতি॥ ৭১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৪॥

শ্লোকার্থ

চতুর্যুক্তাশীতিতমে মুনিকৃষ্ণমিথঃ-স্তুতিঃ।
শৌরেঃ প্রশ্নো মখশ্চাতো নন্দপ্রস্থাপনাদিকম॥

এই চুরাশী অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ও মুনিগণের পরস্পরের স্তুতি, বসুদেবের প্রশ্নও যজ্ঞানুষ্ঠান এবং তৎপরে নন্দ প্রভৃতি বন্ধুবর্গের প্রস্থান বর্ণিত হইয়াছে।

বিবরণী

শ্রীকৃষ্ণেব পট্টমহিষীগণ দ্রৌপদীর জিজ্ঞাসায স্ব স্ব বিবাহের কাহিনী উল্লেখ করিলেন। বলিবার কালে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রণয ব্যক্ত হইযা পডিল। তাহা দ্রৌপদী ও সুভদ্রা শুনিলেন সাক্ষাদ্‌ভাবে। আর কুন্তী, গান্ধারী ও গোপীগণ শুনিলেন তাঁহাদের মুখে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মহিষীগণের পরম আনুগত্য দর্শনে সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইলেন।

তৎপর ব্যাসদেব নারদ প্রমুখ মুনিগণ আসিলেন। তাঁহাদের মহিমা জানাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে তাঁহাদেব গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বলিলেন, 'তীর্থস্থান ও দেবপ্রতিমা বহুদিন সেবা করিলে ফল পাওযা যায কিন্তু সাধুগণের দর্শনমাত্রই জীব পবিত্র হইযা যায়। সুতরাং আপনাদের দর্শনে আমবা এই জন্মধাবণেব ফল লাভ করিযাছি।"

শ্রীকৃষ্ণ মুখে প্রশংসাবাক্য শুনিযা মুনিগণ বুঝিলেন যে, জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এই সকল কথা লোকশিক্ষার জন্য। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিযা বলিলেন "আপনি ঈশ্বর হইযাও অনীশ্বরের মত আচরণ কবেন। আপনি সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিযাও কর্ম্মফলে বদ্ধ নহেন। আপনাকে উপলব্ধি করিতে বেদই একমাত্র প্রমাণ। আপনার সঙ্গলাভে আমাদের জীবন ধন্য হইল। আপনি যোগমায়ার আবরণে লীলা করেন। যাঁহারা সর্ব্বদা সঙ্গ করেন তাঁহারাও আপনাকে চিনেন না। শুদ্ধসত্ত্বময় দেহ আপনার, তাহা দ্বারা বেদমার্গ রক্ষা করেন। আপনি আমাদেব অগ্রণী হইয়াও যে আমাদিগকে প্রশংসা করিলেন তাহার একমাত্র কারণ আমরাও বেদপথের রক্ষক।

এইরূপে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিযা নিজ নিজ আশ্রমে গমনোন্মুখ হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব প্রণত হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "কিরূপ কর্ম্মদ্বারা মানবের কর্ম্মবন্ধন নাশ হওয়া সম্ভব?" নারদপ্রমুখ মুনিগণ কহিলেন—শ্রীকৃষ্ণকে নিজ পুত্র মনে করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া আ াদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ নাই। যেহেতু গঙ্গাতটবাসী মানবও গঙ্গাত্যাগ করিযা তীর্থান্তরে গমন করে। নিকটবর্ত্তিতা বশতঃ মহদ্বস্তুর প্রতিও লোকের অনাদর দৃষ্ট হয়। যাহা হউক বসুদেব যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহার উত্তর এই যে – বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা (সকলকর্ম্ম যজ্ঞ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠান কবা দ্বারা) কর্ম্মফলের উপশম হয়।

অতএব হে বসুদেব, আপনি যজ্ঞদান দ্বারা বিত্তকামনা ত্যাগ করুন। গৃহভোগ দ্বারা দারাসুত কামনা ত্যাগ করুন এবং ক্ষয়শীল বলিয়া স্বর্গাদি কামনা ত্যাগ করুন। আপনি ঋষিঋণ, পিতৃঋণ ও

দেবঋণ শোধ করিয়া বানপ্রস্থী হউন। আপনি পরমভক্তি দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়াছেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের পুত্রতা প্রাপ্ত হইযাছেন।

এই কথা শুনিয়া বসুদেব মুনিদিগকে যজ্ঞের ঋত্বিগ্ রূপে বরণ করিলেন। তাঁহারাও কুরুক্ষেত্রেই বসুদেব দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করাইলেন। যজ্ঞকালে বসুদেব অষ্টাদশ মহিষী সহিত তারামধ্যস্থ চন্দ্রের ন্যায় শোভমান হইয়াছিলেন। সকল কার্য্যান্তে বিপ্রগণ বসুদেবকে অগ্রবর্ত্তী কবিয়া রামহ্রদে দীক্ষান্ত স্নান করিয়াছিলেন। তৎপর আহারাদি দ্বারা কুকুরাদি সমস্ত প্রাণিগণকে তৃপ্তিদান কবিলেন। বসুদেব সকল বান্ধবগণকে ননা উপহার অর্পণ করিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি লইয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন। নন্দরাজকে আজ কাল করিয়া বসুদেব তিন মাস ধরিয়া রাখিলেন। যাইবার সময় বসুদেব নন্দরাজের হাত ধরিযা কাঁদিলেন। যাদবগণ অনেক উপহার দিলেন। কৃষ্ণে নিবিষ্ট চিত্ত অন্য বিষযে নিয়োগ কবিতে অক্ষম শ্রীনন্দরাজ। তিনি অতিকষ্টে সগোষ্ঠী ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন কবিলেন। যাদবগণও দ্বারকায় ফিরিলেন।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

১। দ্রৌপদী দেবী শ্রীকৃষ্ণের পট্টমহিষীদের নিকট যে প্রশ্ন করিযাছেন ও তাঁহারা তাহার যে উত্তর দিয়াছেন ঐসব রসেব কথা কুন্তী গান্ধারী প্রভৃতির সমক্ষে সম্ভব নহে। এমনকি গোপীগণের সম্মুখেও সম্ভব নহে। ঐ সময় সুভদ্রা ও দ্রৌপদীই ছিলেন। কুন্তী. গান্ধাবী অন্যান্য রাজপত্নীগণ ও গোপীগণ পরে মহিষীদের কথা পরম্পরায় শ্রবণ করিয়াছেন।

পৃথাগান্ধার্যাদীনাং পরম্পরয়ৈব শ্রবণং ন সাক্ষাৎ তাসামগ্রে দ্রৌপদ্যাঃ পট্টমহিষীণাঞ্চ স্বাতন্ত্র্যেণ তাদৃশবিনোদবার্ত্তা প্রশ্নোত্তরকৌতুকস্য অনৌচিত্যাৎ। গোপীনান্ত তাভিঃ সাজাত্যাভাবাদেব সহা বস্থানাভাবাৎ অতিপরম্পরয়ৈব। অতএব তত্র "উত" শব্দো বিপ্রকষার্থজ্ঞাপনায প্রযুক্তঃ। শ্লোকে 'উত' শব্দটিব এই সঙ্কেত।

২। শ্রীকৃষ্ণ মুনিগণের স্তুতি করিলেন। মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিলেন। ইহা এক অপূর্ব্ব আস্বাদন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আপনারা যোগেশ্বর। আপনাদের দর্শনে আমাদেব জন্মলাভেব ফল সর্ব্বতোভাবে পাইযাছি। অহো বযং জন্মভৃতো লব্ধং কার্ৎস্ন্যেন তৎফলং। আবাব মুনিগণ বলিলেন— আজ আমরা আপনার সঙ্গ লাভ করিযা বিদ্যা তপস্যা চক্ষু ও জন্মেব সাফল্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

"অদ্য নো জন্মসাফল্যং বিদ্যাযা স্তপসো দৃশঃ"। মুনিরা বলিলেন যে, ভগবানের যত কর্ম্ম সবই বিড়ম্বন। বিডম্বন অর্থ অনুকরণ। সকল কথা ও কর্ম্ম জীবের অনুকরণ মাত্র। উদ্দেশ্য জীবশিক্ষা। জীবের মত আচরণ কবিযাই জীবশিক্ষা দেন।

৩। শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা না করিয়া বসুদেব মুনিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপ কর্ম্মদ্বাবা কর্ম্মবন্ধন কাটে। উত্তম প্রশ্ন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা যেন

একটু অপ্রস্তুত হইলেন। বলিলেন, সন্নিকর্ষো মর্ত্ত্যানামনাদরণকারণম্। নিকটবর্ত্তিতা অনাদরের কারণ। বস্তুতঃপক্ষে কিন্তু তাহা নহে—

বসুদেবের যে শ্রীকৃষ্ণে পুত্রবুদ্ধি ইহার কারণ সন্নিকর্ষ নহে। ইহার মূল কারণ প্রেম। প্রেমাধিক্য-বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান নাই বসুদেবের। একথা নারদ জানেন তবু অতবড় সভার মধ্যে এই প্রেমসিদ্ধান্ত বলেন নাই। অতি রহস্যময় কথা যেখানে সেখানে ব্যক্ত করিতে নাই।

অত্র শ্রীবসুদেবস্য প্রেমাণমেব তদৈশ্বর্য্যাননুসন্ধানে হেতুং নারদো জানাত্যেব তদপি তস্মিন্ মহাসংসদি প্রেমসিদ্ধান্তমতিরহস্যমবিবৃণ্বন্ লোকরীত্যৈব সমাদধৌ। ঐ কথা শুনাইয়া শ্রীনারদ বসুদেবের কৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আরও উদ্দীপ্ত করিয়া দিলেন। নারদ যে অনাদর শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার ঠিক অর্থ হইল, গৌরবমননাভাবঃ। কৃষ্ণ সম্বন্ধে বসুদেবের আদরাভাব নাই। তাঁহার গৌরব সম্বন্ধে মননের অভাব আছে।

৪। শ্রীকৃষ্ণকে জীবের মত ক্লেশ কর্ম্ম সুখদুঃখ বা ত্রিগুণদ্বারা আবৃত মনে হয়, তাহা কদাপি ঠিক নহে। যাহা মনে হয় তাহা সত্য নহে। দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—মেঘ বা হিম দ্বারা সূর্য্যকে যেমন আচ্ছন্ন মনে হয়, রাহুদ্বারা সূর্য্যকে যেমন গ্রস্ত মনে হয়—অথচ সূর্য্য যেমন ঠিক তেমনই আছে। আমাদের মনে হয় মেঘাচ্ছন্ন, হিমাচ্ছন্ন, রাহুগ্রস্ত। শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ অনাদিকাল একই নিত্যস্বরূপে বিদ্যমান আছেন। তাঁহার জন্ম মৃত্যু বা অন্য কোন জীববৎ আচরণ সকলই জীবশিক্ষার্থ বিডম্বনা মাত্র।

৫। শ্রীনন্দ মহারাজের প্রতি বসুদেবের উক্তিটি মনোরম। বসুদেব নন্দরাজকে বলিলেন—"আপনারা সত্তম—সজ্জনপ্রবর। আর আমরা কৃতাজ্ঞ—কৃত উপকার সম্বন্ধে অজ্ঞ। আমাদের প্রতি আপনার যে মৈত্রী তাহা অপ্রতিকল্পা অর্থাৎ অনুপমা এবং অফলা—ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যা। আমরা কোন প্রত্যুপকার করি বা না করি তাহাতে আপনাদের প্রীতির কিছু যায় আসে না, অক্ষুণ্ণই থাকে। যখন আমরা কংস কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইতেছিলাম তখন আপনাদের কোন উপকার করার সম্ভাবনা ছিল না। এখন কংসের অত্যাচার নাই। আমরা স্বাধীন তথাপি যে আপনাদের কোন উপকার করি না তাহার কারণ আমরা অন্ধ, শ্রীমদান্ধ, আমরা ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধদৃষ্টি। তাই আপনাদের মত সম্মুখস্থ বন্ধুগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি না।" এইকথা বলিতে বলিতে বসুদেব মহাদৈন্য ও বিনয়ের সমুদ্রমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া জলভরা চোখে রোদন করিতে লাগিলেন।

৬। শ্রীনন্দ মহারাজও শ্রীকৃষ্ণ বলরামের প্রতি প্রেমাতিশয্যে তাহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছিলেন না। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গমনারম্ভে বিকালে গমন করিবেন—আবার বিকালে গমনকালে আগামী কাল যাইবেন—এইরূপ কথা বলিয়া তাঁহাকে তিনমাস রাখিয়া দিলেন (অদ্যশ্ব ইতি মাসাংস্ত্রীন্)। অনন্তর সকলের উপহার লইয়া সকল ব্রজবাসিগণসহ যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত মনপ্রাণ পুনরায় অন্যকর্ম্মে নিয়োগ করিতে তাঁহারা সম্পূর্ণ অসমর্থ, তবু বিদায় নিলেন বহুকষ্টে।

বিদায়কালে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—পিতঃ, যদি আমি আজই ইঁহাদিগকে ছাড়িয়া আপনার সঙ্গে ব্রজে যাই তাহা হইলে ইঁহারা আমার বিরহে মরণোন্মত্ত হইবেন এবং কেশী অরিষ্ট হইতেও মহাশক্তিশালী শত্রু ইঁহাদিগকে বিনাশ করিবে। অতঃপর যাহা যাহা ঘটিবে সকলই আমি জানি। শুনুন বলি—

এখন দ্বারকা যাইব। তৎপর যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণে তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞে যাইব। সেখানে শিশুপালকে বধ করিব। শাল্বকে বধ করিব। দন্তবক্রবধের জন্য মথুরার দক্ষিণদ্বারে যাইব। সেখানে তাহাকে বধ করিয়া ব্রজে যাইব। ব্রজে গিয়া আপনাদের অঙ্কে আরোহণ করিয়া রঙ্গের খেলা খেলিব।

ইহা আমার ললাটে লিখিত আছে। আর আপনাদেব ললাটেও লিখিত আছে—ঐ সময় পর্য্যন্ত আমার বিরহ ভোগ করা। ইহার অন্যথা হইবে না। সুতরাং কোন বিষয় নির্ব্বন্ধ না করিষা ব্রজে গমন করুন।

ভোস্তাত যদ্যহমদ্য সংত্যজ্যৈব খল্বেতান্ ব্রজং যামি, তর্হ্যেতেঽপি মদ্বিরহেণ মর্ত্তুমুদ্যতা ভবিষ্যন্তি। কেশ্যরিষ্টাদিভ্যোঽপি মহাবলিনঃ পরঃসহস্রাঃ শত্রব এবৈতান্ পার্থিবান্নিহন্যুঃ। অবশ্যম্ভাবি স্ববৃত্তমপি সর্ব্বজ্ঞত্বাদহং জানামি তদপি শৃণু ব্রবীমি।

ইতো দ্বারকাং গত্বৈব লব্ধনিমন্ত্রণো যুধিষ্ঠিররাজসূয়ার্থং যাস্যামি। তত্র চৈদ্যং হত্বা পুনরাগত্য শাল্বং নিহত্য দন্তবক্রবধার্থং মথুরা-দক্ষিণদ্বার-প্রদেশমাসাদ্য তত্রৈব তং ব্যাপাদ্য ব্রজং প্রবিশ্য বন্ধূন্ সংদৃশ্য হৃষ্যন্মনা যুষ্মদুৎসঙ্গ এব রঙ্গেণ খেলন্নেব গমিষ্যামি—এতন্মম ললাটপত্রে বিধাত্রা লিখিতং। এতাবদ্দিনপর্য্যন্তং যুষ্মল্ললাটেষ্বপি মদ্বিরহদুঃখং লিখিতং। এতদ্দ্বয়ং নৈবান্যথা ভবিতুমর্হতি। অতএব হঠং ত্যক্ত্বা সাম্প্রতং ব্রজং প্রতি প্রতিষ্ঠস্ব।

ইতি তীর্থযাত্রানুবর্ণন নামে চুরাশী অধ্যায়ের ফেলালব নামক ভাবানুবাদ সমাপ্ত।

———

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

অথৈকদাত্মজৌ প্রাপ্তৌ কৃতপাদাভিবন্দনৌ।
বসুদেবোঽভিনন্দ্যাহ প্রীত্যা সঙ্কর্ষণাচ্যুতৌ ॥ ১ ॥
মুনীনাং স বচঃ শ্রুত্বা পুত্রয়োর্ধামসূচকম্।
তদ্বীর্য্যৈর্জ্জাতবিশ্রম্ভঃ পরিভাষ্যাভ্যভাষত ॥ ২ ॥
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাযোগিন্! সঙ্কর্ষণ! সনাতন!।
জানে বামস্য যৎ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষৌ পরৌ ॥ ৩ ॥

[এই অধ্যায়ে বসুদেবকর্ত্তৃক ভগবৎস্তুতি এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক দেবকীর মৃতপুত্রগণের আনয়ন বর্ণনা করা হইতেছে।]

অন্বয়—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ (ব্যাসনন্দন শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] অথ একদা (অনন্তর) একদিন) বসুদেবঃ (বসুদেব) প্রাপ্তৌ কৃতপাদাভিবন্দনৌ (সমীপে আগত ও পাদবন্দনা করিয়া অবস্থিত) আত্মজৌ সঙ্কর্ষণাচ্যুতৌ (পুত্র বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে) প্রীত্যা অভিনন্দ্য (প্রীতিসহকারে আশীর্ব্বাদাদির দ্বারা অভিনন্দিত করিয়া) আহ (বলিতে লাগিলেন) ॥ ১ ॥

সঃ (তিনি) পুত্রয়োঃ ধামসূচকং (পুত্রদ্বয়ের স্বরূপজ্ঞাপক) মুনীনাং বচঃ (মুনিগণের বাক্য) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) তদ্বীর্য্যৈঃ জাতবিশ্রম্ভঃ (তাঁহাদের প্রভাবে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া) [তৌ] পরিভাষ্য (তাঁহাদিগকে সম্বোধন করতঃ) অভ্যভাষত (বলিতে আরম্ভ করিলেন) ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! (হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ!) মহাযোগিন্! (হে মহাযোগিন্!) সঙ্কর্ষণ! (হে বলরাম!) সনাতন! (হে সনাতন!) [তোমরা আমাদের পুত্র নহ, সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, ভূভার হরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছ।] যৎ (যে দুইটি) অস্য (এই বিশ্বের) পরৌ (কারণস্বরূপ), [অহং] (আমি) বাং (তোমাদিগকে) [তৌ] সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষৌ জানে (সেই সাক্ষাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ বলিয়া জানিতে পারিয়াছি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ব্যাসনন্দন শুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অনন্তর একদিন বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের সমীপে আগমনপূর্ব্বক পাদবন্দনা করিয়া অবস্থান করিলে বসুদেব-পুত্র বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে প্রীতিসহকারে আশীর্ব্বাদাদির দ্বারা অভিনন্দিত করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ বসুদেব পুত্রদ্বয়ের স্বরূপ-জ্ঞাপক মুনিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের প্রভাবে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করতঃ বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২ ॥ হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! হে বলরাম! হে সনাতন! তোমরা আমাদের পুত্র নহ, সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। পৃথিবীর ভার হরণ করিবার নিমিত্ত তোমরা অবতীর্ণ হইয়াছ। যাহা এই বিশ্বের কারণস্বরূপ, আমি তোমাদিগকে সেই সাক্ষাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ বলিয়া জানিতে পারিয়াছি ॥ ৩ ॥

শ্রীধর—পঞ্চাশীতিতমে রামকৃষ্ণৌ সম্প্রার্থিতৌ স্তুতৌ। পিত্রে জ্ঞানমদাৎ মাত্রে মৃতান্ পুত্রানযচ্ছতাম্ ॥ নন্দয়িত্বা কুরুক্ষেত্রযাত্রায়াং সুহৃদো বহূন্। তত্ত্বজ্ঞানং ততঃ পিত্রোরাদিশন্ তৎস্তুতিভিঃ ॥ ১ ॥

যত্র যেন যতো যস্য যস্মৈ যদ্‌যদ্‌যথা যদা।
স্যাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥ ৪ ॥

এতন্নানাবিধং বিশ্বমাত্মসৃষ্টমধোক্ষজ ।
আত্মনানুপ্রবিশ্যাত্মন্! প্রাণো জীবো বিভর্ষ্যজঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—[এক্ষণে ভগবদংশাতাব বলবামকে তাঁহাব অন্তর্ভুক্ত ভাবিযা সেই জগৎকাবণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাত্মকরূপে বর্ণনা কবিতেছেন—হে কৃষ্ণ!] যত্র (যে অধিকবণে) যেন যৎ (যে প্রযোজক কর্ত্তা, যে প্রযোজ্য কর্ত্তা ও যে কবণেব দ্বারা) যতঃ (যাহা হইতে) যস্য (যাহাব সম্বন্ধে) যস্মৈ (যাহাকে সম্প্রদান কবিবাব জন্য) যৎ (যে কর্ম্ম) যথা (যে প্রকাবে) যদা (যে সময়ে) স্যাৎ (কবা হয়) [তৎ] ইদং [সর্ব্বং] (সেই সমস্ত) প্রধানপুরুষেশ্বরঃ সাক্ষাৎ ভগবান [ত্বমেব] (প্রকৃতি ও জীবেব ঈশ্বব সাক্ষাৎ ভগবান্ তুমিই) ॥ ৪ ॥

অধোক্ষজ! (হে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাগোচব!) আত্মন! (হে পবমাত্মন!) অজঃ [ত্বম্ এব] (জন্মবহিত তুমিই আত্মনা অনুপ্রবিশ্য (অন্তর্য্যামিরূপে বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া) প্রাণঃ জীবঃ [চ সন] (প্রাণাদি কবণরূপে ও জীবরূপে) আত্মসৃষ্টম্ এতৎ নানাবিধং বিশ্বং (নিজসৃষ্ট এই নানাবিধ বিশ্বকে) বিভর্ষি (পোষণ কবিতেছে) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—[এক্ষণে ভগবদংশাবতার বলরামকে ভগবানের অন্তর্ভুক্ত ভাবিযা সেই জগৎকারণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাত্মকরূপে বর্ণনা করিতেছেন] হে কৃষ্ণ! যে অধিষ্ঠানে যে প্রযোজক কর্ত্তা, যে প্রযোজ্য কর্ত্তা ও যে করণের দ্বারা যাহা হইতে যাহার সম্বন্ধে যাহাকে সম্প্রদান করিবার জন্য যে কর্ম্ম যে প্রকারে যে সময়ে করা হয়, সেই সমস্ত প্রকৃতি ও জীবের ঈশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান্ তুমিই ॥ ৪ ॥ হে অধোক্ষজ! হে পরমাত্মন্! জন্মরহিত তুমিই অন্তর্য্যামিরূপে বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হইযা প্রাণাদি করণরূপে ও জীবরূপে নিজসৃষ্ট এই নানাবিধ বিশ্বকে পোষণ করিতেছ ॥ ৫ ॥

শ্রীধর—ধাম প্রভাবস্তৎসূচকম্, জাতবিশ্রম্ভঃ উৎপন্নবিশ্বাসঃ, পবিভাষ্য সম্বোধ্য ॥ ২ ॥ অস্য বিশ্বস্য যৎ সাক্ষাৎ স্বরূপভূতং কাবণং প্রধানপুরুষৌ নাম পবৌ তয়োবপি কাবণত্বেনেশ্বরৌ চ সাক্ষাৎ বাং যুবামহং জানে ॥ ৩ ॥ নন্বিদং বিশ্বমনেকৈঃ কারকৈর্জায়মানং কুতঃ প্রধানপুরুষাত্মকম্, কুতস্তবাম্ আবযোস্তৎকাবণত্বেনেশ্বরত্বম্? তত্রাহ—যত্রেতি। যত্রাধিকবণে যেন কর্ত্রা কবণেন চ যতঃ অপাদানাৎ যস্য সম্বন্ধেন ষষ্ঠ্যর্থস্যাকাবকত্বেঽপি নিমিত্ততোক্তা, যস্মৈ সম্প্রদানায যদযদিতি প্রযোজ্যকর্ত্তৃ-কর্ম্মকাবকে দর্শিতে। ননু তয়োর্নাস্তি ভেদঃ, যথোক্তম্—'কবোতি ক্রিয়মাণেন ন কশ্চিৎ কর্ম্ম। বিনা। ভবতার্থস্য কর্ত্তা চ কবোতেঃ কর্ম্ম জায়তে॥" তথা—"কবোতার্থস্য যঃ কর্ত্তা ভবিতুঃ স প্রযোজকঃ। ভবিতা তমপেক্ষ্যাথ প্রযোজ্যত্বং প্রপদ্যত" ইতি চ। সত্যম্, তথাপি অবস্থাভেদেন ভেদো বিবক্ষিতঃ। দৃশ্যতে চাবস্থাভেদঃ তণ্ডুলান্ ওদনং পচতি মৃদং ঘটং কবোতীতি। তদেবং সপ্তবিভক্ত্যর্থা দর্শিতাঃ। যথেতি যদেতি চ ক্রিয়াবিশেষণভূতানামন্যেষাঞ্চাব্যয়ানামর্থাঃ, স্যাদিতি ক্রিয়াপদার্থোপলক্ষণম্, এবং সর্ব্বং প্রপঞ্চমনূদ্য তৎকাবণত্বেন ভগবদ্রূপতাং বিধত্তে ইদং সাক্ষাদিতি। প্রধানং ভোগ্যং পুরুষো ভোক্তা তয়োবীশ্বরো ভগবাংস্ত্বমেব সাক্ষাদিতি। তয়োরৈক্যমভিপ্রেত্য একবচনম্। ৪ ॥ কিঞ্চ ধারণপোষণকর্ত্তাপি ত্বমেবেত্যাহ—এতদিতি। হে আত্মন্! প্রাণঃ ক্রিয়াশক্তিঃ জীবো জ্ঞানশক্তিশ্চ সন্ ত্বমেব বিভর্ষি ॥ ৫ ॥

প্রাণাদীনাং বিশ্বসৃজাং শক্তয়ো যাঃ পরস্য তাঃ।
পারতন্ত্র্যাদ্বৈসাদৃশ্যাদ্দ্বয়োশ্চেষ্টৈব চেষ্টতাম্ ॥ ৬ ॥
কান্তিস্তেজঃ প্রভা সত্তা চন্দ্রাগ্ন্যর্কর্ক্ষবিদ্যুতাম্।
যৎ স্থৈর্য্যং ভূভৃতাং ভূমের্বৃত্তির্গন্ধোঽর্থতো ভবান্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—প্রাণাদীনাং বিশ্বসৃজাং [চ] (ইন্দ্রিয়াদি করণসমূহের ও ব্রহ্মাদি জীবগণের) যাঃ শক্তয়ঃ (যে সকল শক্তি) তাঃ (সেই শক্তিসমূহ) পরস্য [তব এব] (পরমাত্মা তোমারই), দ্বয়োঃ বৈসাদৃশ্যাৎ পারতন্ত্র্যাৎ (কারণ ঐ করণসমূহ ও জীবসমূহের "কখনও কোন কোন বিষয়ে কর্ত্তা প্রবৃত্ত হইলেও করণ প্রবৃত্ত হয় না এবং করণ প্রবৃত্ত হইলেও কর্ত্তা প্রবৃত্ত হয় না এইরূপ বৈসাদৃশ্য আছে বলিয়া উহারা পরমেশ্বরের অধীন)। [অতঃ] (অতএব) চেষ্টতাং [করণানাং কর্ত্তৄণাং চ] (কর্ম্মে প্রবৃত্ত ঐ ইন্দ্রিয়াদি করণসমূহ ও কর্ত্তা জীবসমূহের) চেষ্টা [পরস্য তব] এব (প্রযত্ন অর্থাৎ বাস্তব পরমেশ্বর তোমারই) ॥ ৬ ॥

চন্দ্রাগ্ন্যর্কর্ক্ষবিদ্যুতাং কান্তিঃ তেজঃ প্রভা সত্তা (চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির তেজঃ, সূর্য্যের প্রভা, নক্ষত্র ও বিদ্যুতের স্ফুরণসত্তা), ভূভৃতাং যৎ স্থৈর্য্যং [তৎ] (পর্ব্বতের স্থিরতা) ভূমেঃ বৃত্তিঃ গন্ধঃ [চ] (এবং পৃথিবীর আধাররূপে অবস্থান ও গন্ধ) অর্থতঃ ভবান্ [এব] (বস্তুতঃ উপাদানরূপে তুমিই) [ফলতঃ উক্ত চন্দ্র প্রভৃতিও তুমিই] ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ! প্রাণেন্দ্রিয়াদি করণসমূহের ও ব্রহ্মাদি জীবগণের যে সকল শক্তি আছে, সেই সকল শক্তি পরমাত্মা তোমারই; কারণ ঐ করণসমূহ ও জীবসমূহের মধ্যে "কখনও কোন কোন বিষয়ে কর্ত্তা প্রবৃত্ত হইলেও করণ প্রবৃত্ত হয় না এবং করণ প্রবৃত্ত হইলেও কর্ত্তা প্রবৃত্ত হয় না" এইরূপ বৈসাদৃশ্য আছে বলিয়া উহারা পরমেশ্বর তোমার অধীন। অতএব কর্ম্মে প্রবৃত্ত ঐ ইন্দ্রিয়াদি করণসমূহ ও কর্ত্তা জীবসমূহের প্রযত্ন পরমেশ্বর তোমারই ॥ ৬ ॥ চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির তেজ, সূর্য্যের প্রভা, নক্ষত্র ও বিদ্যুতের স্ফুরণসত্তা, পর্ব্বতের স্থিরতা এবং পৃথিবীর আধাররূপে অবস্থান ও গন্ধগুণ—এই সকল বস্তুতঃ উপাদানরূপে তুমিই। ফলতঃ উক্ত চন্দ্র প্রভৃতিও তুমিই ॥ ৭ ॥

শ্রীধর—ননু প্রাণাদীনাং বিচিত্রশক্তীনাং কারণত্বাবগমাৎ কথং পরমেশ্বরস্যৈব কারণত্বেন সর্ব্বাত্মকত্বমুচ্যতে? ইত্যাশঙ্ক্য প্রাণাদিশক্তয়োঽপি তস্যৈবেত্যাহ—প্রাণাদীনামিতি। প্রাণঃ সূত্রং তদাদীনাং বিশ্বসৃজাং বিশ্বকারণানাং যাঃ শক্তয়স্তাঃ পরস্য পরমকারণস্যেশ্বরস্যৈব। কুতঃ? পারতন্ত্র্যাৎ, যথা বেধশক্তির্ন বাণস্য অপি তু পুরুষস্য তদ্বদিত্যর্থঃ। ননু ভগবতঃ প্রাণাদিবর্গস্য চ স্বাতন্ত্র্যমেব কিং ন স্যাদত আহ—বৈসাদৃশ্যাদ্দ্বয়োরিতি। চেতনাচেতনত্বেন বিসদৃশত্বাদ্দ্বয়োরিতি অচেতনপ্রাণাদিবর্গস্য চেতনপারতন্ত্র্যমেব যুক্তমিত্যর্থঃ। যদ্বা প্রাণাদিষু দ্বয়োর্দ্বয়োরেব পরস্পরবিসদৃশত্বং বিরুদ্ধক্রিয়াকারিত্বাৎ, কিং পুনর্বহূনাম্। তস্মাদেকেন সর্ব্বজ্ঞেন সর্ব্বশক্তিনা অধিষ্ঠিতানামেব বিশিষ্টকার্য্যারম্ভকত্বং যুক্তং ন স্বতন্ত্রাণামিতি। তথাচোক্তম্—যদৈতে সংহতা ভাবা ভূতেন্দ্রিয়মনোগুণাঃ। যদায়তননির্ম্মাণে ন শেকুর্ব্রহ্মবিত্তম। তদা সংহত্য চান্যোঽন্যং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ। সদসত্ত্বমুপাদায় চোভয়ং সসৃজুর্হ্যদঃ॥" ইতি, তথা 'নানাত্বাৎ স্বক্রিয়ানীশাঃ প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিভুম্" ইত্যাদি। ননু প্রাণাদীনাং ক্রিয়াকারিত্ব শক্ত্যভাবে কুতঃ স্যাদত আহ—চেষ্টৈব চেষ্টতামিতি॥ চেষ্টমানানামেষাং চেষ্টৈব ন তু শক্তিঃ যথা বায়োঃ শক্ত্যা তৃণাদীনাং চলনম্ যথা বা পুরুষস্য শক্ত্যা শরাণাং বেগ ইতি॥ ৬॥

তর্পণং প্রাণনমপাং দেব ! ত্বং তাশ্চ তদ্রসঃ।
ওজঃ সহো বলং চেষ্টা গতির্ব্বায়োস্তবেশ্বর ! ॥ ৮ ॥
দিশাং ত্বমবকাশোঽসি দিশঃ খং স্ফোট আশ্রয়ঃ।
নাদো বর্ণস্ত্বমোঙ্কার আকৃতীনাং পৃথক্‌কৃতিঃ ॥ ৯ ॥
ইন্দ্রিয়ং ত্বিন্দ্রিয়াণাং ত্বং দেবাশ্চ তদনুগ্রহঃ।
অববোধো ভবান্ বুদ্ধের্জীবস্যানুস্মৃতিঃ সতী ॥ ১০ ॥

অন্বয়—দেব ! (হে দেব !) অপাং তর্পণং (জলের তৃপ্তিজনকতা), প্রাণনং (জীবনহেতুতা), তাঃ (সেই জল) তদ্রসঃ চ (ও জলের রস) ত্বম [এব] (তুমিই) ঈশ্বর ! (হে ঈশ্বর !) বায়োঃ ওজঃ সহঃ বলং (বায়ুর ইন্দ্রিয়গত সামর্থ্য, মনোগত সামর্থ্য ও দেহগত সামর্থ্য) চেষ্টা গতিঃ [চ] (এবং ক্রিয়া ও গতি) তব [এব শক্তিঃ] (তোমারই শক্তি) [ফলতঃ বায়ুও তুমিই] ॥ ৮ ॥

[হে সর্ব্বাত্মন !] ত্বম্ [এব] (তুমিই) দিশাম্ অবকাশঃ (দিক্‌সমূহের অবকাশ), দিশঃ (দিক্‌সমূহ) খম (আকাশ) আশ্রয়ঃ অসি (ও শব্দসমূহের আশ্রয় হইয়া থাক), [কিঞ্চ] ত্বম [এব] (আর তুমিই) স্ফোটঃ নাদঃ ওঙ্কারঃ (পরা নামক স্ফোট, পশ্যন্তী নামক নাদ, মধ্যমা নামক ওঙ্কার), বর্ণঃ (বর্ণ) আকৃতীনাং পৃথক্‌কৃতিঃ [চ অসি] (এবং যাহা হইতে পদার্থের নাম হয়, সেই বৈখরী বাক্ ও তুমিই হইয়া থাক) ॥ ৯ ॥

ত্বম [এব] তু (তুমিই) ইন্দ্রিয়াণাম ইন্দ্রিয়ং (ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় প্রকাশন শক্তি) দেবাঃ (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণ) তদনুগ্রহঃ চ (ও তাঁহাদের অধিষ্ঠান শক্তি), [কিঞ্চ] ভবান [এব] (আর তুমিই) বুদ্ধেঃ অববোধঃ (বুদ্ধির অধ্যবসায়শক্তি) জীবস্য সতী অনুস্মৃতিঃ [চ] (ও জীবের অনুস্মরণাত্মক জ্ঞান) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ হে দেব ! জলের তৃপ্তিজনকতা, জীবনহেতুতা, জল ও জলের রস, এই সকলও তুমিই ! হে ঈশ্বর ! বায়ুর ইন্দ্রিয়গত সামর্থ্য, মনোগত সামর্থ্য ও দেহগত সামর্থ্য এবং ক্রিয়া ও গতি এই সকলও তোমারই শক্তি। ফলতঃ বায়ুও তুমিই ॥ ৮ ॥ হে সর্ব্বাত্মন্ ! তুমিই দিক্‌সমূহের অবকাশ, দিক্‌সমূহ, আকাশ ও শব্দসমূহের আশ্রয় হইযা থাক। আর তুমিই পরা নামক স্ফোট, পশ্যন্তী নামক নাদ, মধ্যমা নামক ওঙ্কার ও বর্ণসমূহ এবং যাহা হইতে পদার্থের নাম হয, সেই বৈখরীনামক বাক্ হইযা থাক ॥ ৯ ॥ তুমিই ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়প্রকাশনশক্তি ইন্দ্রিযাধিষ্ঠাতা দেবগণ ও তাঁহাদের অধিষ্ঠান শক্তি, আর তুমিই বুদ্ধির অধ্যবসায় শক্তি ও জীবের অনুস্মরণাত্মক জ্ঞান ॥ ১০ ॥

শ্রীধর—পারতন্ত্র্যমেব প্রপঞ্চয়তি—কান্তিরিতি পঞ্চভিঃ। চন্দ্রস্য কান্তিঃ—অগ্নেস্তেজঃ, অর্কস্য প্রভা, ঋক্ষবিদ্যুতাং সত্তা স্ফুরণমাত্রেণ সত্ত্বম্ অর্থতো বস্তুতো ভবান্। তথাচ শ্রুতিঃ "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি' ইতি। স্মৃতিশ্চ—যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্" ॥ ইতি। ভূমের্বৃত্তিঃ প্রাণিনামাধারত্বেন বর্ত্তনং গন্ধশ্চ ভবান্ তবৈব শক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ কিঞ্চ হে দেব ! অপাং তর্পণং তৃপ্তিজনকত্বং প্রাণনং জীবনহেতুত্বং তা আপশ্চ তাসাং রসশ্চ ত্বমেব। কিঞ্চ বায়োরোজঃসহআদি তবৈব শক্তিঃ ॥ ৮ ॥

ভূতানামসি ভূতাদিরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ তৈজসঃ।
বৈকারিকো বিকল্পানাং প্রধানমনুশায়িনাম্॥ ১১॥
নশ্বরেষ্বিহ ভাবেষু তদসি ত্বমনশ্বরম্।
যথা দ্রব্যবিকারেষু দ্রব্যমাত্রং নিরূপিতম্॥ ১২॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাস্তদ্বৃত্তয়শ্চ যাঃ।
ত্বয্যদ্ধা ব্রহ্মণি পরে কল্পিতা যোগমায়য়া॥ ১৩॥

অন্বয়—[ত্বম্ এব] (তুমিই) ভূতানাং ভূতাদিঃ (আকাশাদি মহাভূতসমূহের কারণ তামস অহঙ্কার), ইন্দ্রিয়াণাং তৈজসঃ (ইন্দ্রিয়সমূহের কারণ রাজস অহঙ্কার), বিকল্পানাং বৈকারিকঃ (দেবতাদিগের কারণ সাত্ত্বিক অহঙ্কার) অনুশায়িনাং প্রধানং চ অসি (ও জীবগণের সংসারকারণ প্রকৃতি হইয়া থাক)॥ ১১॥

[হে সর্ব্বগত] যথা দ্রব্যবিকারেষু [ঘটকুণ্ডলাদিষু] (যেমন মৃৎ-স্বর্ণাদি দ্রব্যের বিকার ঘট-কুণ্ডলাদির মধ্যে) দ্রব্যমাত্রম্ [অনশ্বরং] নিরূপিতম্ [ভবতি] (মৃৎ-স্বর্ণাদি দ্রব্যমাত্র অবিনশ্বর বলিয়া নিরূপিত হয়), [তথা] (সেইরূপ) ইহ নশ্বরেষু ভাবেষু (এই জগতে উৎপত্তিবিনাশশীল কার্য্যসমূহের মধ্যে) [যৎ] অনশ্বরং [রূপং নিরূপিতং ভবতি] (যাহা অবিনশ্বররূপ বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকে), তৎ ত্বম্ [এব] অসি (তাহা তুমিই হইয়া থাক)॥ ১২॥

[তাহা বলিয়া মৃৎ স্বর্ণাদির ন্যায় বিকারিত্ব দোষ তোমাতে নাই।] সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি গুণাঃ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়), যাঃ তদ্বৃত্তয়ঃ [তাঃ] চ (গুণপরিণাম মহদাদি ও দেব-মনুষ্য-পশ্বাদি-ভাবপ্রাপ্ত জীবসমূহ) অদ্ধা পরে ব্রহ্মণি ত্বয়ি (সাক্ষাৎ নির্ব্বিকারস্বরূপ পরব্রহ্ম তোমাতে) [ত্বয়া এব] (তোমাকর্ত্তৃকই) যোগমায়য়া (স্বকীয় পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতির দ্বারা) কল্পিতাঃ (রচিত হইয়াছে)॥ ১৩॥

অনুবাদ—তুমিই আকাশাদি মহাভূতসমূহের কারণ তামস অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়সমূহের কারণ রাজস অহঙ্কার ও দেবতাদিগের কারণ সাত্ত্বিক অহঙ্কার। আর তুমিই জীবগণের সংসারের কারণ প্রকৃতি হইয়া থাক॥ ১১॥ হে সর্ব্বগত! যেমন মৃত্তিকা ও স্বুবর্ণাদি দ্রব্যের বিকার ঘট ও কুণ্ডলাদির মধ্যে মৃত্তিকা ও স্বুবর্ণ প্রভৃতি দ্রব্যমাত্র অবিনশ্বর বলিয়া নিরূপিত হয়, সেইরূপ এই জগতে উৎপত্তি-বিনাশশীল কার্য্যসমূহের মধ্যে যাহা অবিনশ্বররূপ বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকে, তাহা তুমিই॥ ১২॥ তাহা হইলেও মৃত্তিকা ও স্বুবর্ণ প্রভৃতির ন্যায় বিকারিত্ব দোষ তোমাতে নাই। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়, গুণসমূহের পরিণাম মহদাদি এবং দেব-মনুষ্য-পশ্বাদি ভাবপ্রাপ্ত জীবসমূহ—ইহারা সাক্ষাৎ নির্ব্বিকার স্বরূপ পরব্রহ্ম তোমাতে তোমাকর্ত্তৃকই স্বকীয় পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতির দ্বারা রচিত হইয়াছে॥ ১৩॥

শ্রীধর—দিশামুপাধিকৃতাকাশপ্রদেশানাম্ অবকাশো দিশশ্চ ত্বম্। খঞ্চ সামান্যাকাশস্তদাশ্রয়ঃ স্ফোটশ্চ শব্দতন্মাত্র পরাবস্থা বাগিত্যর্থঃ, নাদঃ পশ্যন্তী ওঙ্কারো মধ্যমা বর্ণশ্চ আকৃতীনাং পদার্থানাং পৃথক্কৃতিঃ পৃথক্ করণমভিধানং যস্মাৎ তৎপদম্ বর্ণপদাত্মিকা বৈখরী চ ত্বমিত্যর্থঃ॥ ৯॥ ইন্দ্রিয়াণামিন্দ্রিয়ং, বিষয়প্রকাশনশক্তিঃ দেবাশ্চ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারঃ তদনুগ্রহস্তেষামধিষ্ঠানশক্তিশ্চ ত্বম্। অববোধোঽধ্যবসায়শক্তিঃ অনুস্মৃতিঃ প্রতিসন্ধানশক্তিঃ॥ ১০॥ ভূতানাং কারণং ভূতাদিস্তামসোঽহঙ্কারস্ত্বমসি। ইন্দ্রিয়াণাং কারণং তৈজসো রাজসোঽহঙ্কারস্ত্বম্ আধিদৈবাধ্যাত্মাধিভূতভেদেন বিকল্পন্ত ইতি বিকল্পা দেবাস্তেষাং কারণং বৈকারিকঃ সাত্ত্বিকোঽহঙ্কারশ্চ ত্বম্। অনুশায়িনাং জীবনাং সংসারকারণং প্রধানং ত্বম্॥ ১১।

তস্মান্ন সন্ত্যমী ভাবা যর্হি ত্বয়ি বিকল্পিতাঃ।
ত্বঞ্চামীষু বিকারেষু হ্যন্যদাব্যাবহারিকঃ ॥ ১৪ ॥

গুণপ্রবাহ এতস্মিন্নবুদ্ধা ত্বখিলাত্মনঃ।
গতিং সূক্ষ্মামবোধেন সংসরন্তীহ কর্ম্মভিঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—যর্হি (যখন) [এবং] (এইরূপে) ত্বয়ি (তোমাতে) [ত্বয়া এব] (তোমাকর্তৃকই) [স্বপ্রকৃতিভ্যাং] (স্বকীয় পরা ও অপরাপ্রকৃতির দ্বারা) বিকল্পিতাঃ (গুণ প্রভৃতি বিবিধরূপে রচিত হইয়া থাকে), [তদা] ত্বং চ (তখন তুমি) অমীষু বিকারেষু (ঐ সকল বিকারের মধ্যে) [পরিণামিত্বাদিব্যবহারশূন্যঃ অসি] (পরিণামিত্ব প্রভৃতি ব্যবহারশূন্য হইয়া থাক), অন্যদা চ (আর অন্য সময়েও) [চিদচিদ্বিলক্ষণঃ এব ত্বম্] (চিৎপদার্থ ও অচিৎপদার্থ হইতে ভিন্নস্বরূপেই তুমি) অব্যাবহারিকঃ [অসি] (সমস্ত ব্যবহারের সম্পাদক হইয়া থাক)। তস্মাৎ (অতএব) অমী ভাবাঃ (বিকারিত্ব, কর্ম্মবশ্যত্ব, সংসারিত্ব প্রভৃতি ভাব) [ত্বয়ি] ন হি সন্তি (তোমাতে নাই) ॥ ১৪ ॥

এতস্মিন গুণপ্রবাহে [পতিতাঃ জীবাঃ] (এই সংসাররূপ গুণপ্রবাহে পতিত জীবগণ) অখিলাত্মনঃ [তব] (চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থের আশ্রয় তোমার) সূক্ষ্মাং গতিং অবুদ্ধা তু (সর্ব্বাত্মতারূপ সূক্ষ্মগতি জানিতে না পারিয়াই) [তেনৈব] অবোধেন কর্ম্মভিঃ [চ] (সেই অজ্ঞান ও অজ্ঞানমূলক কর্ম্মসমূহের দ্বারা) ইহ সংসরন্তি (এই জগতে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া থাকে) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—যখন এইরূপে তোমাতে তোমা কর্তৃকই পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতির দ্বারা উক্ত গুণ প্রভৃতি বিবিধরূপে রচিত হইয়া থাকে, তখন তুমি ঐ সকল বিকারের মধ্যে অপরিণামিত্ব প্রভৃতি ব্যবহারশূন্য হইয়া অবস্থান কর, আর অন্য সময়েও চিৎপদার্থ ও অচিৎপদার্থ হইতে ভিন্নস্বরূপেই তুমি সমস্ত ব্যবহারের সম্পাদক হইয়া থাক। অতএব বিকারিত্ব, কর্ম্মবশ্যত্ব, সংসারিত্ব প্রভৃতি ভাব তোমাতে নাই ॥ ১৪ ॥ সংসাররূপ গুণপ্রবাহে পতিত জীবগণ চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থের আশ্রয় তোমার সর্ব্বাত্মতারূপ সূক্ষ্মগতি জানিতে না পারিয়াই সেই অজ্ঞান ও অজ্ঞানমূলক কর্ম্মসমূহের দ্বারা এই জগতে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর—অপি চ নশ্বরেষু নাশশীলেষু ইহ এতেষু ভাবেষু যদনশ্বরমবশিষ্যমাণং রূপং তৎ ত্বমসি। প্রবাবিকারেষু মৃৎসুবর্ণাদিকার্য্যেষু ঘটকুণ্ডলাদিষু নশ্বরেষু চ দ্রব্যমাত্রং মৃৎসুবর্ণাদিমাত্রমনশ্বরং যথা তদ্বৎ ॥ ১২ ॥ নম্ন ত্রিগুণাত্মককার্য্যরূপোঽপি ত্বমিত্যুক্তত্বাৎ কথমনশ্বরত্বং তত্রাহ—সত্ত্বমিতি। তথৈবং ব্রহ্মস্বপরিণামশ্চ মহদাদয়ঃ অত্রা সাক্ষাৎ ত্বয়ি পরে ব্রহ্মণি কল্পিতাঃ। ১৩ ॥ তস্মান্ন সন্তীতি। নন্বসতাং কথং প্রতীতিরত আহ—যর্হীতি। যদা বিকল্পিতাস্তদৈব প্রতীতিমাত্রেণ ত্বয়ি সন্তি, ত্বঞ্চ অমীষু তদৈব কারণতয়া অনুগতঃ, অন্যদা তু অব্যাবহারিকোঽবিকল্পকস্ত্বমেবাবশিষ্যস ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ এবংরূপত্বাদজ্ঞাননিবন্ধনশ্চ সংসার ইত্যাহ-গুণপ্রবাহ ইতি। সূক্ষ্মাং নিষ্প্রপঞ্চাং গতিমবুধাঃ অবিদ্বাংসঃ, অবুদ্ধেতি বা পাঠঃ, অতোঽবোধেন দেহাভিমানেন কৃতৈঃ কর্ম্মভিঃ সংসরন্তীতি ॥ ১৫ ॥

যদৃচ্ছয়া নৃতাং প্রাপ্য সুকল্পামিহ দুর্লভাম্।
স্বার্থে প্রমত্তস্য বয়ো গতং ত্বন্মায়য়েশ্বর ! ॥ ১৬ ॥
অসাবহং মমৈবৈতে দেহে চাস্যান্বয়াদিষ।
স্নেহপাশৈর্নিবধ্নাতি ভবান্ সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ১৭ ॥
যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরৌ।
ভূভারক্ষত্রক্ষপণে অবতীর্ণৌ তথাত্থ হ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—ঈশ্বর ! (হে ঈশ্বর !) যদৃচ্ছয়া (যদৃচ্ছাক্রমে) ইহ (এই জগতে) দুর্লভাং সুকল্পাং (দুর্লভ ও ইন্দ্রিয় সামর্থ্যযুক্ত) নৃতাং (মনুষ্যত্ব) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) স্বার্থে প্রমত্তস্য (যে ব্যক্তি জ্ঞানলাভরূপ স্বার্থে প্রমত্ত হয় অর্থাৎ অবহিত না হয়), ত্বন্মায়য়া (তোমার মায়ায় [তস্য] বয়ঃ [বৃথা] গতং [ভবতি] (সেই ব্যক্তির আয়ুঃ বৃথাই ক্ষয় হইয়া থাকে) ॥ ১৬ ॥

[হে পরমেশ্বর !] দেহে অস্য অন্বয়াদিষু চ (দেহে এবং দেহের বংশধর পুত্রপৌত্রাদিতে) অসৌ অহং এতে মম এব (এই আমি এবং এই সকল আমারই) [ইতি] স্নেহপাশৈঃ (এইরূপ স্নেহপাশের দ্বারা) ইদং সর্ব্বং জগৎ (এই সমস্ত জগৎকে) ভবান্ নিবধ্নাতি (তুমি বন্ধন করিয়া রাখিয়াছ) ॥ ১৭ ॥

[হে পরমেশ্বর !] যুবাং (তোমরা দুইজন) নঃ (আমাদের) সুতৌ ন (পুত্র নহ), সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরৌ (তোমরা সাক্ষাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের ঈশ্বর), ভূভারক্ষত্রক্ষপণে অবতীর্ণৌ (তোমরা পৃথিবীর ভারস্বরূপ ক্ষত্রিয়দিগের বিনাশের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছ); [ত্বং] তথা হ আত্থ (তুমি জন্মকালে সূতিকাগৃহে ঐরূপই ত বলিয়াছিলে) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে ঈশ্বর ! যদৃচ্ছাক্রমে এই জগতে দুর্ল্লভ ও ইন্দ্রিয়সামর্থ্যযুক্ত মনুষ্যজন্মলাভ করিয়া যে ব্যক্তি জ্ঞানলাভরূপ স্বার্থে অবহিত না হয়, তোমার মায়ায় সেই ব্যক্তির আয়ু বৃথাই ক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ হে পরমেশ্বর ! জীবগণের দেহে আমি এবং দেহের বংশধর পুত্র-পৌত্রাদিতে, এই সকল আমারই, এইরূপ যে স্নেহ হইয়া থাকে, এই স্নেহ-পাশের দ্বারাই তুমি এই সমস্ত জগৎকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছ ॥ ১৭ ॥ হে পরমেশ্বর ! তোমরা দুইজন আমাদের পুত্র নহ, তোমরা সাক্ষাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের ঈশ্বর, পৃথিবীর ভারস্বরূপ ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্তই তোমরা অবতীর্ণ হইয়াছ। তুমি জন্মকালে সূতিকাগৃহে এইরূপই ত আমাদের নিকটে বলিয়াছিলে ॥ ১৮ ॥

শ্রীধর—এবং তয়োস্তত্ত্বং নিরূপ্য তদপ্রাপ্ত্যা শোচতি যদৃচ্ছয়েতি। নৃতাং মনুষ্যতাম্, সুকল্পাং পটুতরেন্দ্রিয়াম্ ॥ ১৬ ॥ অহো কিমিতি প্রমত্তোঽসি, ত্বয়া বহুভিঃ পাশৈর্নিবদ্ধত্বাদিত্যাহ—অসাবহমিতি ॥ দেহে অস্য দেহস্য অন্বয়াদিষু পুত্রাদিষু চ মমৈবৈতে ইতি ॥ ১৭ ॥ অহো ত্বৎপুত্রয়োরাবয়োঃ কিমিদমারোপ্যতে ? অত আহ—যুবামিতি। ভূভারক্ষত্রক্ষপণার্থমবতীর্ণৌ তথা হ নিশ্চিতমাত্থ কথয়সি ॥ ১৮ ॥

তৎ তে গতোঽস্ম্যরণমদ্য পদারবিন্দ-মাপন্নসংসৃতিভয়াপহমার্ত্তবন্ধো ! ।
এতাবতালমলমিন্দ্রিয়লালসেন মর্ত্ত্যাত্মদৃক্ ত্বয়ি পরে যদপত্যবুদ্ধিঃ ॥ ১৯ ॥
সূতীগৃহে ননু জগাদ ভবানজো নৌ সঞ্জজ্ঞ ইত্যনুযুগং নিজধর্ম্মগুপ্ত্যৈ ।
নানাতনূর্গগনবদ্বিদধজ্জহাসি কো বেদ ভূম্ন উরুগায় ! বিভূতিমায়াম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়—তৎ (অতএব) আর্ত্তবন্ধো ! (হে তাপত্রয়পীড়িত ভক্তগণের রক্ষক !) আপন্নসংসৃতিভয়াপহং (বিপন্ন জনগণের সংসারভয়নাশক) তে পদারবিন্দম্ (ত্বদীয় শ্রীচরণকমল) অদ্য [অহং] (আজ আমি) অরণং গতঃ অস্মি (আশ্রয় লইলাম)। [আমি আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপে পীড়িত হইতেছি, তুমি আমাকে সংসার হইতে মোচন কর। স্বধর্ম্মার্জ্জিত ভোগেও আর আমার স্পৃহা নাই।] এতাবতা (এই পর্য্যন্ত) যৎ (যাহার দ্বারা) মর্ত্ত্যাত্মদৃক্ (মরণশীল শরীরে আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াছি) পরে ত্বয়ি (এবং পরমেশ্বর তোমার প্রতি) অপত্যবুদ্ধিঃ [চ অস্মি] (পুত্রবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছি), [তেন] ইন্দ্রিয়লালসেন অলম অলম্ (সেই ইন্দ্রিয়লালসা পর্য্যাপ্ত হইয়াছে), [আর প্রয়োজন নাই] । ১৯ ॥

ননু ! (হে ভগবন !) অনুযুগং (যুগে যুগে) সূতীগৃহে (সূতিকাগৃহে) নৌ (সুতপা পৃশ্নি, কশ্যপ-অদিতি ও এই বসুদেব-দেবকী আমাদের নিকটে) ভবান (তুমি) অজঃ [অহং] সঞ্জজ্ঞে (জন্মরহিত আমি জন্মগ্রহন করি)' ইতি জগাদ (ইহা বলিয়াছ)। [তত্র তত্র] (সেই সেই অবতারে) নিজধর্ম্মগুপ্ত্যৈ (ভক্তিরূপ নিজধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত) ত্বং (তুমি) নানাতনূঃ বিদধৎ (নিজধর্ম্মের অধিকারী বহু ভক্তশরীর রক্ষা করতঃ) [নিজধর্ম্ম-বিরোধিশরীরাণি] জহাসি (নিজধর্ম্মের বিরোধী বহু অভক্তশরীর বিনাশ করিয়াছ)। [স্বয়ং তু ত্বং] গগনবৎ [নির্ম্মলঃ এব] (স্বয়ং কিন্তু তুমি আকাশের ন্যায় নির্ম্মলই আছ)। উরুগায় ! (হে বিপুলকীর্ত্তে !) [ইহা আমরা তোমার উক্তির দ্বারাই জানিতে পারিয়াছি, নিজ হইতে] কঃ (কোনও ব্যক্তি) ভূম্নঃ [তব] (সর্ব্বব্যাপী তোমার) বিভূতিমায়াং বেদ ? (দেব মনুষ্যাদিরূপা বিভূতিমায়াকে জানিতে পারে কি ?) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—অতএব হে আর্ত্তবন্ধো ! তুমি আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে পীড়িত ভক্তগণকে রক্ষা করিয়া থাক, বিপন্ন জনগণের সংসারভয়নাশক ত্বদীয় শ্রীচরণকমলে আজ আমি আশ্রয় লইলাম। আমি আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপে পীড়িত হইতেছি, তুমি আমাকে সংসার হইতে মোচন কর। স্বধর্ম্মার্জ্জিত ভোগেও আর আমার স্পৃহা নাই। এই পর্য্যন্ত যাহার দ্বারা আমার মরণশীল শরীরে আত্মদৃষ্টি হইয়াছে এবং যাহার দ্বারা পরমেশ্বর তোমার প্রতি আমার পুত্রবুদ্ধি হইয়াছে -সেই ইন্দ্রিয়লালসা পর্য্যাপ্ত হইয়াছে, আর প্রয়োজন নাই ॥ ১৯ ॥ হে ভগবন ! যুগে যুগে সূতিকাগৃহে সুতপাঃ ও পৃশ্নি, কশ্যপ ও অদিতি এবং এই বসুদেব ও দেবকী আমাদের নিকটে তুমি বলিয়াছ -"জন্মরহিত আমি জন্মগ্রহণ করি।" হে ভগবন্ ! তুমি সেই সেই অবতারে ভক্তিরূপ নিজকর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত ঐ নিজধর্ম্মের অধিকারী বহু ভক্ত শরীর রক্ষা করতঃ বিরোধী বহু অভক্তশরীর বিনাশ করিয়াছ। স্বয়ং কিন্তু তুমি আকাশের ন্যায় নির্ম্মল আছ। হে বিপুলকীর্ত্তে ! ইহা আমরা তোমার উক্তির দ্বারাই জানিতে পারিয়াছি, নিজ হইতে কোনও ব্যক্তি সর্ব্বব্যাপী তোমার দেবমনুষ্যাদিরূপ বিভূতিমায়াকে জানিতে পারে কি ? ॥ ২০ ॥

শ্রীধর—তৎ তস্মাৎ অরণং শরণম্, আপন্নানাং সংসৃতিভয়মপহন্তীতি তথা তৎ। ননু ত্বমতিসুখী বৃথা কিং নির্ব্বিদ্যসে অত আহ—এতাবতেতি। ইন্দ্রিয়লালসেন ইন্দ্রিয়ার্থতৃষ্ণয়া, যদ যেন ইন্দ্রিয়লালসেন মর্ত্ত্যে শরীরে আত্মদৃক্ আত্মবুদ্ধিরহং ত্বয়ি চ পরে পরমেশ্বরে অপত্যবুদ্ধিরস্মি, তেন অলমলং পর্য্যাপ্তমিতি ॥ ১৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ

আকর্ণ্যেত্থং পিতুর্ব্বাক্যং ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ।
প্রত্যাহ প্রশ্রয়ানম্রঃ প্রহসন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ২১

শ্রীভগবানুবাচ

বচো বঃ সমবেতার্থং তাতৈতদুপমন্মহে।
যন্নঃ পুত্রান্ সমুদ্দিশ্য তত্ত্বগ্রাম উদাহৃতঃ ॥ ২২ ॥
অহং যূয়মসাবার্য্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ।
সর্ব্বেঽপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ। বিমৃগ্যাঃ সচরাচরম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] সাত্বতর্ষভঃ ভগবান্ (যাদবশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) পিতুঃ ইত্থং বাক্যম্ আকর্ণ্য (পিতার এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া) প্রশ্রয়ানম্রঃ [সন্] (বিনয়াবনত হইয়া) প্রহসন্ (হাসিতে হাসিতে) শ্লক্ষ্ণয়া গিরা (সুমধুর বাক্যে) প্রত্যাহ (প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন) ॥ ২১ ॥

শ্রীভগবান উবাচ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) তাত! (হে পিতঃ!) বঃ (আপনার) সমবেতার্থম্ এতৎ বচঃ (সুসঙ্গত অর্থযুক্ত এই বাক্য) উপমন্মহে (অতিশয় যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিতেছি), যৎ (যেহেতু) পুত্রান্ নঃ সমুদ্দিশ্য (পুত্র আমাদিগকে উদ্দেশ করিয়া) [ত্বয়া] তত্ত্বগ্রাম উদাহৃতঃ (আপনি তত্ত্বসমূহই নিরূপণ করিলেন) ॥ ২২ ॥

যদুশ্রেষ্ঠ! (হে যদুশ্রেষ্ঠ পিতঃ!) অহং (আমি), অসৌ আর্য্যঃ (ঐ আর্য্য বলরাম), যূয়ং (আপনারা) ইমে দ্বারকৌকসঃ (এই দ্বারকাবাসী জনগণ), [কিং বহুনা] সচরাচরং [বিশ্বং] চ (অধিক কি, চরাচর সম্পূর্ণ জগৎ) [ইতি এতে] সর্ব্বে অপি (এই সমস্তই) এবং বিমৃগ্যাঃ (এই প্রকারে ব্রহ্মরূপে অন্বেষণীয় অর্থাৎ সমস্তকেই ব্রহ্মরূপে ভাবনা করা কর্ত্তব্য) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! যাদবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পিতার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনয়াবনত হইয়া হাসিতে হাসিতে সুমধুর বাক্যে প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে পিতঃ! আপনার সুসঙ্গত অর্থযুক্ত এই বাক্য আমরা অতিশয় যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে করিতেছি, যেহেতু পুত্র আমাদিগকে উদ্দেশ করিয়া আপনি তত্ত্বসমূহই নিরূপণ করিলেন ॥ ২২ ॥ হে যদুশ্রেষ্ঠ পিতঃ! আমি ঐ আর্য্য বলরাম, আপনারা, এই দ্বারকাবাসী জনগণ, অধিক কি চরাচর সম্পূর্ণ জগৎ এই সমস্তকেই এই প্রকারে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করা কর্ত্তব্য ॥ ২৩ ॥

শ্রীধর—নন্বু কৃত এতদহং পরমেশ্বর ইতি? তত্রাহ—স্ত্রীগৃহে ইতি। নৌ আবয়োঃ অম্বযুগং প্রতিযুগম্ যদা সুতপাঃ পৃশ্নিরিতি যুগম্, যদা কশ্যপোঽদিতিশ্চেতি যুগম্, অধুনা চ বসুদেবো দেবকীতি যুগম্। এবং হি প্রাগুক্তমজ এবাহং সঞ্জজ্ঞে অবতীর্ণ ইতি ভবান্ নন্বু জগাদ। নন্বু অন্যোঽসৌ চতুর্ভুজো দেব ইতি তত্রাহ—নানা তনূর্বিভো। গগনবদসঙ্গ এব ত্বম্। ভূম্নঃ সর্ব্বাণতস্য তে বিভূতিরূপাং মায়াং বেদ বেদেতি ॥ ২০, ২১ ॥ উপমন্মহে উপমন্যামহে, সমুদ্দিশ্য বিষয়ীকৃত্য তত্ত্বগ্রামস্তত্ত্বসমূহঃ উদাহৃতঃ সম্যঙ্ নিরূপিতঃ ॥ ২২ ॥ ইমামেব দৃষ্টিং সর্ব্বত্র বিধত্তস্বেত্যাহ—অহমিতি। এবং বিমৃগ্যা ব্রহ্মত্বেনৈবান্বেষণীয়াঃ কিঞ্চ সচরাচরং জগদপি ॥ ২৩ ॥

আত্মা হ্যেকঃ স্বয়ংজ্যোতির্নিত্যোঽন্যো নির্গুণো গুণৈঃ।
আত্মসৃষ্টৈস্তৎকৃতেষু ভূতেষু বহুধেয়তে ॥ ২৪ ॥
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপো ভূস্তৎকৃতেষু যথাশয়ম্।
আবিস্তিরোঽল্পভূর্য্যেকো নানাত্বং যাত্যসাবপি ॥ ২৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ

এবং ভগবতা রাজন্! বসুদেব উদাহৃতঃ।
শ্রুত্বা বিনষ্টনানাধীস্তূষ্ণীং প্রীতমনা অভূৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—আত্মা [অহং] (পরমাত্মা আমি) একঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ হি (এক অর্থাৎ সমান ও অধিকশূন্য, স্বপ্রকাশ এবং সর্ব্বকারণত্ব, সর্ব্বাত্মত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত) অন্যঃ নিত্যঃ (জীব নিত্য অর্থাৎ অবিনাশী), [মুক্তঃ জীবঃ] নির্গুণঃ (মুক্ত জীব প্রাকৃতগুণশূন্য)। [জীবঃ] (জীব) তৎকৃতেষু ভূতেষু (পরমাত্মা আমাকর্ত্তৃক রচিত ভূতসমূহে) আত্মসৃষ্টৈঃ গুণৈঃ (পরমাত্মা আমাকর্ত্তৃক রচিত সত্ত্বাদি গুণসমূহের দ্বারা) বহুধা ঈয়তে ("আমি দেবতা, আমি মনুষ্য ইত্যাদি বহুপ্রকারে প্রতীত হইয়া থাকে)। [ইহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন]—খং বায়ুঃ জ্যোতিঃ আপঃ ভূঃ [ইতি যানি ভূতানি] (আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী এই যে পঞ্চ মহাভূত), অসৌ অপি (এই জীব) তৎকৃতেষু [শরীরেষু] (সেই পঞ্চভূতরচিত শরীরে) যথাশয়ম্ (বাসনা অনুসারে) আবিস্তিরোঽল্পভূর্য্যেকঃ (আবির্ভাব, তিরোভাব, অল্পভাব, বহুভাব ও একভাব) [ইত্যেবং] নানাত্বং যাতি (এইরূপ নানাভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে)। [আর জীব আমার ভজনার দ্বারা মদ্ভাবও প্রাপ্ত হইয়া থাকে] ॥ ২৪ ২৫ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) রাজন (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) বসুদেবঃ (বসুদেব) এবং ভগবতা উদাহৃতং (এই প্রকার ভগবদুক্ত বাক্য) শ্রুত্বা (শ্রবণ করিয়া) বিনষ্টনানাধীঃ প্রীতমনাঃ [চ সন] (ভেদবুদ্ধিশূন্য ও প্রীতমনা হইয়া) তূষ্ণীম্ অভূৎ (নীরব হইলেন) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ আমি পরমাত্মা এক অর্থাৎ সমান ও অধিকশূন্য, স্বপ্রকাশ এবং সর্ব্বকারণত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত। জীব অবিনাশী, মুক্ত জীব প্রাকৃতগুণশূন্য। জীব পরমাত্মা আমাকর্ত্তৃক রচিত ভূতসমূহে আমাকর্ত্তৃক রচিত সত্ত্বাদি গুণসমূহের দ্বারা "আমি দেবতা" "আমি মনুষ্য" ইত্যাদি বহুপ্রকারে প্রতীত হইয়া থাকে। [ইহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন]—আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চমহাভূতরচিত শরীরে বাসনা অনুসারে জীব আবির্ভাব, তিরোভাব, অল্পভাব, বহুভাব ও একভাব ইত্যাদি নানাভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর আমার ভজনার দ্বারা জীব মদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৪-২৫ ॥ শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এইপ্রকার ভগবদুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বসুদেবের ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হইল,, তিনি প্রীতমনা হইয়া নীরব হইলেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর—ননু নানাবিকারবতাং কুতো ব্রহ্মত্বমিতি চেন্ন, ব্রহ্মণ এবোপাধিধর্ম্মৈর্বহুধা প্রতীতেরিতি সদৃষ্টান্তমাহ দ্বাভ্যাম্—আত্মা হীতি। যথা খাদিভূতানি তৎকৃতেষু ঘটাদিষু আবিস্তিরোভাবাদি যান্তি, এবমসাবাত্মাপি ব্রহ্ম আত্মসৃষ্টৈর্গুণৈঃ কৃত্বা তৎকৃতেষু দেহেষু বহুধা ঈয়তে, পুনশ্চ যথাশয়ং যথোপাধি আবির্ভাবতিরোভাবাদিরূপেণ প্রতীয়তে, ন বস্তুতঃ। কুতঃ। একো বহুধা স্বয়ংজ্যোতির্দৃশ্যত্বেন নিত্যোঽনিত্যত্বেন অনন্যোঽন্যত্বেন নির্গুণঃ সগুণত্বেনেত্যাদি বহুধাত্বং প্রপঞ্চনীয়ম্ ॥ ২৪—২৬ ॥

অথ তত্র কুরুশ্রেষ্ঠ ! দেবকী সর্ব্বদেবতা ।
শ্রুত্বানীতং গুরোঃ পুত্রমাত্মজাভ্যাং সুবিস্মিতা ॥ ২৭ ॥
কৃষ্ণরামৌ সমাশ্রাব্য পুত্রান্ কংসবিহিংসিতান্ ।
স্মরন্তী কৃপণং প্রাহ বৈক্লব্যাদশ্রুলোচনা ॥ ২৮ ॥

শ্রীদেবক্যুবাচ

রাম ! রামাপ্রমেয়াত্মন ! কৃষ্ণ ! যোগেশ্বরেশ্বর ! ।
বেদাহং বাং বিশ্বসৃজামীশ্বরাবাদিপুরুষৌ ॥ ২৯ ॥
কালবিধ্বস্তসত্ত্বানাং রাজ্ঞামুচ্ছাস্ত্রবর্ত্তিনাম্ ।
ভূমের্ভারায়মাণানামবতীর্ণৌ কিলাদ্য ! মে ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—কুরুশ্রেষ্ঠ ! (হে কুরুশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ !) অথ (অনন্তর) তত্র [এব স্থিতা] সর্ব্বদেবতা দেবকী (সেই স্থানেই অবস্থিতা সর্ব্বলোক-পূজনীয়া দেবকী দেবী) আত্মজাভ্যাং গুরোঃ পুত্রম্ আনীতং শ্রুত্বা (পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তাঁহাদের গুরুর মৃত পুত্রকে যমালয় হইতে আনয়ন করিয়া দিয়াছেন শ্রবণ করিয়া) সুবিস্মিতা (অতিশয় বিস্ময়ান্বিতা হইয়া) কংসবিহিংসিতান পুত্রান্ (এবং কংসকর্ত্তৃক নিহত নিজের ছয়টি পুত্রের কথা) স্মরন্তী (স্মরণ করিতে করিতে) বৈক্লব্যাৎ অশ্রুলোচনা [চ সতী] (শোকে বিহ্বল হওয়ায় অশ্রুপূর্ণলোচনা হইয়া) কৃষ্ণরামৌ সমাশ্রাব্য (শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে সম্বোধন করিয়া) কৃপণং প্রাহ (দীনভাবে বলিতে লাগিলেন) ॥ ২৭-২৮ ॥

শ্রীদেবকী উবাচ (দেবকীদেবী বলিলেন) রাম ! রাম ! (হে বলরাম ! হে বলরাম !) অপ্রমেয়াত্মন (হে অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ !) কৃষ্ণ ! (হে কৃষ্ণ !) যোগেশ্বরেশ্বর ! (হে যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর !) অহং (আমি) বাং (তোমাদিগকে) বিশ্বসৃজাম্ ঈশ্বরৌ আদিপুরুষৌ বেদ (ব্রহ্মাদি বিশ্বস্রষ্টৃগণের ঈশ্বর, আদিপুরুষ বলিয়া জানিতে পারিয়াছি) ॥ ২৯ ॥

আদ্য ! (হে আদ্য !) কালবিধ্বস্তসত্ত্বানাম্ (কালক্রমে সত্ত্বগুণহীন), উচ্ছাস্ত্রবর্ত্তিনাং (শাস্ত্রমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শাস্ত্রবহির্ভূত মার্গে বর্ত্তমান) ভূমেঃ ভারায়মাণানাং (ও পৃথিবীর ভারস্বরূপ) রাজ্ঞাং (রাজগণের) [নিধনার্থং] (সংহারের নিমিত্তই) [যুবাং] (তোমরা দুইজনেই) মে (আমার গর্ভে) অবতীর্ণৌ কিল (অবতীর্ণ হইয়াছ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ ! অনন্তর সেইস্থানেই অবস্থিতা সর্ব্বলোকপূজনীয়া দেবকী দেবী নিজপুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তাঁহাদের গুরুর মৃত পুত্রকে যমালয় হইতে আনয়ন করিয়া দিয়াছেন শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিতা হইলেন এবং কংসকর্ত্তৃক নিহত নিজের ছয়টি পুত্রের কথা স্মরণ করিতে করিতে শোকে বিহ্বল হওয়ায় তাঁহার নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল। এই অবস্থায় তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে সম্বোধন করিয়া দীনভাবে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৭-২৮ ॥ দেবকীদেবী বলিলেন—হে বলরাম ! হে বলরাম ! হে অপরিচ্ছিন্ন-স্বরূপ ! হে কৃষ্ণ ! হে যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর ! আমি তোমাদিগকে ব্রহ্মাদি বিশ্বস্রষ্টৃগণের আদিপুরুষ বলিয়া জানিতে পারিয়াছি ॥ ২৯ ॥ হে আদিপুরুষ ! কালক্রমে যাহাদের সত্ত্বগুণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে যাহারা শাস্ত্রমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শাস্ত্রবহির্ভূত পথে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে, সেই সকল রাজার সংহারের নিমিত্তই তোমরা দুইজন আমার গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ৩০ ॥

শ্রীধর—সুবিস্মিতা সতী ॥ ২৭ ॥ সমাশ্রাব্য সম্বোধ্য ॥ ২৮-২৯ ॥

যস্যাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াঃ ।
ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা ॥ ৩১ ॥
চিরান্মৃতসুতাদানে গুরুণা কিল চোদিতৌ ।
আনিন্যথুঃ পিতৃস্থানাদ্গুরবে গুরুদক্ষিণাম ॥ ৩২ ॥
তথা মে কুরুতং কামং যুবাং যোগেশ্বরেশ্বরৌ ।
ভোজরাজহতান পুত্রান্ কাময়ে দ্রষ্টুমাহৃতান ॥ ৩৩ ॥

শ্রীঋষিরুবাচ

এবং সঞ্চোদিতৌ মাত্রা রামঃ কৃষ্ণশ্চ ভারত ।
সুতলং সংবিবিশতুর্যোগমায়ামুপাশ্রিতৌ । ৩৪ ॥

অন্বয়—বিশ্বাত্মন ! (হে সর্ব্বাত্মন) যস্য অংশাংশভাগেন (যাহার অংশের অংশলেশের দ্বারা) বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াঃ ভবন্তি কিল (এই বিশ্বের সৃষ্টি, লয় ও স্থিতি হইয়া থাকে), অহং (আমি) অদ্য (আজ) তং ত্বা গতিং গতা (সেই তোমার শরণাপন্না হইলাম) ॥ ৩১ ॥

চিরান্মৃতসুতাদানে (বহুকাল পূর্ব্বে মৃত পুত্রকে আনয়ন করিবার জন্য) গুরুণা চোদিতৌ [যুবাং] (গুরু সান্দীপনি মুনিকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তোমরা) গুরবে (গুরুর নিমিত্ত) পিতৃস্থানাৎ (যমালোক হইতে) গুরুদক্ষিণাং [তৎপুত্রম্] (গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তাঁহার মৃত পুত্রকে) আনিন্যথুঃ কিল (আনয়ন করিয়াছিলে)। যোগেশ্বরেশ্বরৌ যুবাং (তোমরা যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর, সুতরাং তোমরা) তথা (গুরুর কামনা যেরূপ পূর্ণ করিয়াছিলে, সেইরূপ) মে কামং কুরুতম্ (আমার কামনা পূর্ণ কর), ভোজরাজহতান পুত্রান [যুবাভ্যাম] আহৃতান (ভোজরাজ কংসকর্ত্তৃক নিহত আমার পুত্রগণকে তোমরা আনয়ন কর, তাহাদিগকে) [অহং] দ্রষ্টুং কাময়ে (আমি দেখিতে ইচ্ছা করি) ॥ ৩২-৩৩ ॥

শ্রীঋষিঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) ভারত ! (হে ভরতবংশধর পরীক্ষিৎ !) রামঃ কৃষ্ণঃ চ (বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ) মাত্রা এবং সঞ্চোদিতৌ (মাতা দেবকীদেবীকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া) যোগমায়াম্ উপাশ্রিতৌ [সন্তৌ] (যোগমায়া অবলম্বনপূর্ব্বক) সুতলং সংবিবিশতুঃ (সুতলে প্রবেশ করিলেন) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—[শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে এক মনে করিয়া বলিতেছেন]—হে সর্ব্বাত্মন ! যাঁহার অংশের অংশলেশের দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে, আমি আজ সেই সর্ব্বাত্মা তোমার শরণাপন্না হইলাম ॥ ৩১ ॥ তোমাদের গুরুপুত্র বহুকাল পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছিল, তোমাদের গুরু সান্দীপনি মুনি সেই মৃতপুত্রকে আনিয়া দিবার জন্য তোমাদিগকে আদেশ করিলে তোমরা গুরুর নিমিত্ত যমালয় হইতে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তাঁহার মৃত পুত্রকে আনয়ন করিয়া দিয়াছিলে। তোমরা যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর, সুতরাং তোমরা গুরুর কামনা যেরূপ পূর্ণ করিয়াছিলে, সেইরূপ আমার কামনা এক্ষণে পূর্ণ কর ; ভোজরাজ কংসকর্ত্তৃক নিহত আমার পুত্রগণকে তোমরা আনয়ন কর, আমি তাহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩২-৩৩ ॥ শুকদেব বলিলেন—হে ভরতবংশধর পরীক্ষিৎ ! বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ মাতা দেবকীদেবী কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া যোগমায়া অবলম্বনে সুতলে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধর—ভূমের্ভারায়মাণানাং রাজ্ঞামর্থে তেষাং নিধনার্থং মে ময়ি কিলাবতীর্ণৌ । হে আদ্য ! ॥ ৩০ ॥

তস্মিন্ প্রবিষ্টাবুপলভ্য দৈত্যরাড্-বিশ্বাত্মদৈবং সুতরাং তথাত্মনঃ।
তদ্দর্শনাহ্লাদপরিপ্লুতাশয়ঃ সদ্যঃ সমুত্থায় ননাম সান্বয়ম্ ॥ ৩৫ ॥
তয়োঃ সমানীয় বরাসনং মুদা নিবিষ্টয়োস্তত্র মহাত্মনোস্তয়োঃ।
দধার পাদাববনিজ্য তজ্জলং সবৃন্দ আব্রহ্ম পুনদ যদম্বু হ ॥ ৩৬ ॥
সমর্হয়ামাস মহাবিভূতিভি র্মহার্হবস্ত্রাভরণানুলেপনৈঃ।
স্রগ্‌ধূপদীপামৃতভক্ষণাদিভিঃ স্বগোত্রবিত্তাত্মসমর্পণেন চ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়—[হে রাজন্!] দৈত্যরাট্ (দৈত্যরাজ বলি) বিশ্বাত্মদৈবং সুতরাম্ আত্মনঃ তথা (সমস্ত জীবের ও নিজের আরাধ্য দেবতা) [রামং কৃষ্ণং চ] (বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে) তস্মিন্ প্রবিষ্টৌ উপলভ্য (নিজাধিষ্ঠিত সুতলে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া) তদ্দর্শনাহ্লাদপরিপ্লুতাশয়ঃ (তাঁহাদের দর্শনজনিত আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া) সান্বয়ঃ [চ সন্] (পরিজনগণের সহিত) সদ্যঃ সমুত্থায় ননাম (তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন)। ৩৫ ॥

[অনন্তরং] (অনন্তর দৈত্যরাজ বলি) মুদা (আনন্দের সহিত) তয়োঃ বরাসনং সমানীয় (বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের জন্য শ্রেষ্ঠ আসন আনিয়া দিয়া) তত্র নিবিষ্টয়োঃ মহাত্মনোঃ (ঐ আসনে উপবিষ্ট সেই দুই মহাত্মার) পাদৌ অবনিজ্য (পদযুগল প্রক্ষালন করিয়া) যৎ অম্বু (যে জল) আ ব্রহ্ম [জগৎ] (ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জগৎকে) পুনৎ [বর্ত্ততে] (পবিত্র করিয়া থাকে) সবৃন্দঃ [সন্] (পরিজনগণের সহিত) তৎ জলং (সেই পাদপ্রক্ষালন জল) [শিরসা] দধার হ (মস্তকে ধারণ করিলেন)। ৩৬ ॥

[ততঃ সঃ] (তাহার পর তিনি) মহাবিভূতিভিঃ (ছত্র চামরাদি মহাবিভবসমূহের দ্বারা) মহার্হবস্ত্রাভরণানুলেপনৈঃ (মহামূল্য-বস্ত্র, অলঙ্কার, অনুলেপন) স্রগ্‌ধূপদীপামৃতভক্ষণাদিভিঃ (মালা, ধূপ, দীপ ও অমৃততুল্য অন্ন পানীয় প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্যের দ্বারা) স্বগোত্রবিত্তাত্মসমর্পণেন চ (এবং স্ত্রীপুত্রাদি স্বজন বিত্ত ও আত্মসমর্পণের দ্বারা) [তৌ] সমর্হয়ামাস (তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন)॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ। তখন দৈত্যরাজ বলি সমস্ত জীবের ও নিজের আরাধ্যদেবতা বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে নিজাধিষ্ঠিত সুতলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহাদের দর্শনজনিত আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলেন এবং পরিজনগণের সহিত তৎক্ষণাৎ সমুত্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন ॥ ৩৫ ॥ অনন্তর দৈত্যরাজ বলি আনন্দের সহিত বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের জন্য শ্রেষ্ঠ আসন আনয়ন করিলেন এবং মহাত্মা বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ সেই আসনে উপবেশন করিলে তিনি তাঁহাদের পদযুগল প্রক্ষালন করিয়া দিয়া যে জল ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিয়া থাকে, পরিজনগণের সহিত সেই পাদপ্রক্ষালন-জল মস্তকে ধারণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ তাহার পর তিনি ছত্র চামরাদি মহাবিভবসমূহের দ্বারা মহামূল্য বস্ত্র, অলঙ্কার, অনুলেপন, মালা, ধূপ, দীপ ও অমৃততুল্য অন্ন-পানীয় প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্যের দ্বারা এবং স্ত্রীপুত্রাদি স্বজন, বিত্ত ও আত্মসমর্পণের দ্বারা বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলেন ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধর—মহ্যাংশঃ পুরুষস্যাংশে। মায়া তস্যা অংশা গুণাস্তেষাং ভাগেন যস্যানুমাত্রাংশেন বিশ্বোৎপত্ত্যাদয়ো ভবন্তি, তং ত্বা ত্বাং গতিং শরণম্ গতাঃ স্মি। ৩৩। আনিন্যথুঃ আনীতবন্তৌ। পিতৃস্থানাৎ যমসদনাৎ। ৩২—৩৪ ॥ দৈত্যরাট্ বলিঃ, কথম্ভূতো বিশ্বাত্মভূতং দৈবম্। সান্বয়ং সপরিবারঃ ॥ ৩৫ ।

স ইন্দ্রসেনো ভগবৎপদাম্বুজং বিভ্রন্মুহুঃ প্রেমবিভিন্নয়া ধিয়া।
উবাচ হানন্দজলাকুলেক্ষণঃ প্রহৃষ্টরোমা নৃপ! গদগদাক্ষরম্ ॥ ৩৮ ॥

বলিরুবাচ

নমোঽনন্তায় বৃহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।
সাঙ্খ্যযোগবিতানায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ॥ ৩৯ ॥
দর্শনং বাং হি ভূতানাং দুষ্প্রাপঞ্চাপ্যদুর্ল্লভম্।
রজস্তমঃস্বভাবানাং যন্নঃ প্রাপ্তৌ যদৃচ্ছয়া ॥ ৪০ ॥

অন্বয়—নৃপ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) [অথ] সঃ ইন্দ্রসেনঃ (অনন্তর দৈত্যরাজ বলি) প্রেমবিভিন্নয়া ধিয়া (প্রেমার্দ্রচিত্তে) ভগবৎপদাম্বুজং (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ও বলরামের চরণকমল) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) [শিরসি বক্ষসি চ] বিভ্রৎ (মস্তকে ও হৃদয়ে ধারণ করতঃ) প্রহৃষ্টরোমা আনন্দজলাকুলেক্ষণঃ [চ সন] (শরীর রোমাঞ্চিত ও নয়নদ্বয় আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হইল এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া) গদগদাক্ষরম্ উবাচ হ (গদগদবাক্যে বলিতে লাগিলেন) ॥ ৩৮ ॥

বলিঃ উবাচ (দৈত্যরাজ বলি কহিলেন) বৃহতে অনন্তায় [বলায়] নমঃ (মহান অনন্তদেব বলরামকে নমস্কার), বেধসে কৃষ্ণায় নমঃ (বিশ্ববিধাতা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার), [এই উভয়ই এক পরব্রহ্ম পরমাত্মা] সাঙ্খ্যযোগবিতানায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে [নমঃ] (সাঙ্খ্যযোগের প্রবর্ত্তক পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে নমস্কার) ॥ ৩৯ ॥

[সামান্যতঃ] ভূতানাং (সাধারণতঃ প্রাণিগণের পক্ষে) বাং দর্শনং (আপনাদের দর্শন) দুষ্প্রাপম্ অপি (দুর্লভ হইলেও) যৎ (যেহেতু) [কেষাঞ্চিৎ] (কাহারও কাহারও পক্ষে) অদুর্লভং চ [ভবতি] (সুলভও হইয়া থাকে), [অতঃ] হি (এই জন্যই) [যুবাং] (আপনারা) যদৃচ্ছয়া (যদৃচ্ছাক্রমে) রজস্তমঃস্বভাবানাং নঃ (রাজস ও তামস স্বভাবাপন্ন আমাদিগের) [দর্শনং] প্রাপ্তৌ (দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! অনন্তর দৈত্যরাজ বলি প্রেমার্দ্রচিত্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের চরণকমল পুনঃ পুনঃ মস্তকে ও হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন, আনন্দে তাহার শরীর রোমাঞ্চিত ও নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইল, এই অবস্থায় তিনি গদগদবাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ দৈত্যরাজ বলি কহিলেন—মহান্ অনন্তদেব বলরামকে নমস্কার, বিশ্ববিধাতা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার, এই উভয়ই এক পরব্রহ্ম পরমাত্মা। সেই সাঙ্খ্যযোগের প্রবর্ত্তক পরব্রহ্ম পরমাত্মাকে নমস্কার। ॥ ৩৯ ॥ হে ভগবন্! সাধারণতঃ প্রাণিগণের পক্ষে আপনাদের দর্শন দুর্লভ হইলেও কাহারও কাহারও পক্ষে সুলভও হইয়া থাকে, এইজন্যই আপনারা যদৃচ্ছাক্রমে রাজসস্বভাব ও তামসস্বভাব আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন ॥ ৪০ ॥

শ্রীধর—সবন্দঃ সপরিজনঃ কগন্ভৃতৌ পাদৌ অবনিজ্য যদম্বু যয়োরবনেজনোদকম্ আব্রহ্ম ব্রহ্মাণমভিব্যাপ্য জগৎ পুনৎ পবিত্রয়ৎ বর্ত্ততে তৌ ॥ ৩৬-৩৭ ॥ ইন্দ্রসেনো বলিঃ প্রেমবিভিন্নয়া প্রেমার্দ্রয়া ধিয়া বিভ্রৎ ধারয়ন ॥ ৩৮ ॥ অনন্তায় শেষায়, বৃহতে ফণৈকদেশে বিশ্বধারণাৎ বৃহৎ তস্মৈ, কৃষ্ণায় সদানন্দরূপায় চ বেধসে জগদ্বিধাত্রে। সাংখ্যযোগবিতানায়েত্যাদি পদত্রয়ম ঐক্যবিবক্ষয়া ॥ ৩৯ ॥

দৈত্যদানবগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধবিদ্যাধ্রচারণাঃ।
যক্ষরক্ষঃপিশাচাশ্চ ভূতপ্রমথনায়কাঃ ॥ ৪১ ॥
বিশুদ্ধ-সত্ত্বধাম্‌ন্যদ্ধা ত্বয়ি শাস্ত্রশরীরিণি।
নিত্যং নিবদ্ধবৈরাস্তে বয়ঞ্চান্যে চ তাদৃশা॰ ॥ ৪২ ॥
কেচনোদ্বদ্ধবৈরেণ ভক্ত্যা কেচন কামতঃ।
ন তথা সত্ত্বসংরব্ধাঃ সন্নিকৃষ্টাঃ সুরাদয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়—[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—হে ভগবন্ ! অহো !] যে দৈত্যদানবগন্ধর্ব্বাঃ (রাজস ও তামস স্বভাবাপন্ন দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব), সিদ্ধবিদ্যাধরচারণাঃ (সিদ্ধ, বিদ্যাধর, চারণ) যক্ষরক্ষঃপিশাচাঃ চ (যক্ষ, রাক্ষস পিশাচ), ভূতপ্রমথনায়কাঃ (ভূত ও প্রমথগণ এবং তাহাদের নায়কগণ) বিশুদ্ধ-সত্ত্বধাম্নি অদ্ধা শাস্ত্রশরীরিণি ত্বয়ি (বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি ও সাক্ষাৎ বেদশরীরী আপনার প্রতি) নিত্যং নিবদ্ধবৈরাঃ (সতত বৈরভাবাপন্ন), বয়ং চ অন্যে চ তাদৃশাঃ (আমরা ও অন্যান্য কংস শিশুপাল প্রভৃতিও তাঁহাদেরই মত আপনার প্রতি বৈরভাবাপন্ন ছিলাম), [তত্র তমঃস্বভাবাঃ চৈদ্যাদয়ঃ] কেচন (তন্মধ্যে তামসস্বভাব শিশুপাল প্রভৃতি কেহ কেহ) উদ্বদ্ধবৈরেণ ভক্ত্যা (নিরূঢ় শত্রুতায় যে ভক্তি, তদ্দ্বারা) [রজঃ স্বভাবাঃ অস্মদাদয়ঃ] কেচন (এবং রাজসস্বভাব আমরা কেহ কেহ) কামতঃ [ভক্ত্যা] (ধার্ম্মিকত্বাদি খ্যাপন কামনায় যে ভক্তি তদ্দ্বারা) [যথা] সন্নিকৃষ্টাঃ (আপনার সহিত যেরূপ মিলিত হইতে পারিয়াছি), সুরাদয়ঃ সত্ত্বসংরব্ধাঃ [অপি] (দেবগণ সত্ত্বপরায়ণ হইয়াও) তথা ন [সন্নিকৃষ্টাঃ] (আপনার সহিত সেইরূপ মিলিত হইতে পারেন নাই) ॥ ৪১-৪৩ ।

অনুবাদ—[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন]—হে ভগবন ! অহো ! রাজসস্বভাব ও তামসস্বভাব দৈত্যগণ, দানবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, চারণগণ, রাক্ষসগণ, পিশাচগণ, ভূতগণ ও প্রমথগণ এবং তাহাদের নায়কগণ বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি ও সাক্ষাৎ বেদশরীরী আপনার প্রতি সতত বৈরভাবাপন্ন, আমরা এবং অপরাপর কংস শিশুপাল প্রভৃতিও তাহাদিগের মত আপনার প্রতি বৈরভাবাপন্ন, তন্মধ্যে তামসস্বভাব শিশুপাল প্রভৃতি কেহ কেহ নিরূঢ় শত্রুতায যে ভক্তি, তদ্দ্বারা এবং রাজসস্বভাব আমরা কেহ কেহ ধার্ম্মিকত্বাদি খ্যাপন কামনায় যে ভক্তি তদ্দ্বারা আপনার সহিত যেরূপ মিলিত হইতে পারিয়াছি, দেবগণ সত্ত্বপরায়ণ হইয়াও আপনার সহিত সেইরূপ মিলিত হইতে পারেন নাই ॥ ৪১-৪৩ ॥

শ্রীধর—যোগেশ্বরাণামপি দুর্দর্শৌ যুবামস্মাভির্দর্শিতাবিত্যতন্নাতিচিত্রমিত্যাহ—দর্শনমিতি। দুষ্প্রাপমপি যুষ্মৎকৃপয়া কেষাঞ্চিদতর্কিতং সুলভমপি ভবতি। তদাহ—রজস্তমঃস্বভাবানামিতি। নৌ দর্শনং প্রাপ্তৌ ॥ ৪০ । অহো বিস্ময়ো বয়ং সাত্ত্বিকভক্তেভ্যোঽপি সভাগ্যা ইত্যাহ—দৈত্যেত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ ॥ ৪১-৪২ ॥ উদ্বদ্ধবৈরেণ যা ভক্তিস্তয়া কেচন চৈদ্যাদয়ঃ, কামতো ভক্ত্যা কেচন গোপ্যাদয়ো যথা সন্নিকৃষ্টাস্তদাত্মতাং প্রাপ্তাঃ। তথা চ সত্ত্বসংরব্ধাঃ সত্ত্বাবিষ্টা অপি সুরাদয়ো ন সন্নিকৃষ্টা ইতি ॥ ৭৩ ॥

ইদমিত্থমিতি প্রায়স্তব যোগেশ্বরেশ্বর।
ন বিদন্ত্যপি যোগেশা যোগমায়াং কুতো বয়ম্ ॥ ৪৪ ॥
তন্নঃ প্রসীদ নিরপেক্ষবিমৃগ্যযুষ্মৎ-পাদারবিন্দধিষণান্যগৃহান্ধকূপাৎ।
নিষ্ক্রম্য বিশ্বশরণাঙ্ঘ্র্যুপলব্ধবৃত্তিঃ শান্তো যথৈক উত সর্ব্বসখৈশ্চরামি ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়—যোগেশ্বরেশ্বর! (হে যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর!) যোগেশাঃ অপি প্রায়ঃ (যোগেশ্বরগণও প্রায়) ইদম্ ইত্থম্ ইতি তব যোগমায়াং (স্বরূপতঃ ও বিশেষতঃ আপনার যোগমায়ানাম্নী শক্তিকে) ন বিদন্তি (জানিতে পারেন না), [ত্বাং ন বিদন্তীতি কিমু বক্তব্যম্?] (আপনাকে যে জানিতে পারেন না, তাহাতে আর বক্তব্য কি?) [এবং সতি রজস্তমঃস্বভাবাঃ] বয়ং (এইরূপ হইলে রাজসস্বভাব ও তামসস্বভাব আমরা) [যোগমায়াং ত্বাং চ ন জানীমঃ ইতি] কুতঃ [বক্তব্যম্?] (আপনার যোগমায়ানাম্নী শক্তিকে ও আপনাকে যে জানিতে পারি না, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে?) ॥ ৪৪ ॥

তৎ (অতএব) [হে ভগবন্!] যথা [অহং] (যাহাতে আমি) নিরপেক্ষবিমৃগ্যযুষ্মৎপাদারবিন্দধিষণান্যগৃহান্ধকূপাৎ নিষ্ক্রম্য (নিরপেক্ষ মুনিগণের অন্বেষণীয় ভবদীয় পাদপদ্মরূপ আশ্রয় ব্যতীত গৃহাশ্রয়রূপ অন্ধকূপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অর্থাৎ গৃহাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া) বিশ্বশরণাঙ্ঘ্র্যুপলব্ধবৃত্তিঃ (বিশ্বাশ্রয় আপনার পাদদ্বয়ে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া) একঃ (একাকী) উত (অথবা) সর্ব্বসখৈঃ [সহ] সকলের সখা, সেই পরমবৈষ্ণবগণের সহিত) শান্তঃ [সন্] (শান্তভাবে) চরামি (বিচরণ করিতে পারি), [ত্বং] (আপনি) নঃ (আমার প্রতি) [তথা] প্রসীদ (সেইরূপ অনুগ্রহ করুন) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—হে যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর! যোগেশ্বরগণও প্রায় স্বরূপতঃ ও বিশেষতঃ আপনার যোগমায়ানাম্নী শক্তিকে জানিতে পারেন না, আপনাকে যে জানিতে পারেন না, তাহাতে আর বক্তব্য কি? এই অবস্থায় রাজসস্বভাব ও তামসস্বভাব আমরা আপনার যোগমায়ানাম্নী শক্তিকে ও আপনাকে যে জানিতে পারি না, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? ॥ ৪৪ ॥ অতএব হে ভগবন্! যাহাতে আমি নিরপেক্ষ মুনিগণের অন্বেষণীয় ভবদীয় পাদপদ্মরূপ আশ্রয় ব্যতীত গৃহাশ্রয়রূপ অন্ধকূপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অর্থাৎ গৃহাসক্তি পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বাশ্রয় আপনার পাদদ্বয়ে শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনরূপ বৃত্তি প্রাপ্ত হইতে পারি এবং একাকী অথবা সকলের সখা পরম বৈষ্ণবগণের সহিত শান্তভাবে বিচরণ করিতে পারি, আপনি আমার প্রতি সেইরূপ অনুগ্রহ করুন ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধর—নমু সাত্ত্বিকেভ্যোঽপি রাজসাদয়ঃ সন্নিকৃষ্টা ইতি চিত্রম্। তদাহ—ইদমিত্থমিতি। ইদমিতি স্বরূপতঃ, ইত্থমিতি বিশেষতশ্চ ॥ ৪৪ ॥ তদেবং যদ্যপি বৈরভাবেন ত্বৎপ্রাপ্তির্ভবেৎ, তথাপি মাং সাত্ত্বিকং কুর্বিতি প্রার্থয়তে—তদিতি। তৎ তথা নঃ প্রসীদ, যথা নিরপেক্ষৈরবাপ্তকামৈরপি বিমৃগ্যং যুষ্মৎপাদারবিন্দং, তদেব ধিষণম্ আশ্রয়স্তস্মাৎ অন্যৎ যদ্গৃহং তদেব অন্ধকূপস্তস্মাৎ নিষ্ক্রম্য নির্গত্য বিশ্বস্য শরণং রক্ষিতারো বৃক্ষাস্তেষামঙ্ঘ্রিষু মূলেষু স্বত এব গলিতৈঃ ফলাদিভিরুপলব্ধা প্রাপ্তা বৃত্তির্জীবিকা যেন সোঽহং শান্তঃ সন্নেক এব চরামি। উত অথবা সর্ব্বেষাং সখায়ো মহান্তস্তৈঃ সহ যথা চরামীতি ॥ ৪৫ ॥

শাধ্যস্মানীশিতব্যেশ! নিষ্পাপান কুরু নঃ প্রভো!।
পুমান্ যচ্ছ্রদ্ধয়াতিষ্ঠংশ্চোদনায়া বিমুচ্যতে ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

আসন মরীচেঃ ষট পুত্রা ঊর্ণায়াং প্রথমেঽন্তরে।
দেবাঃ কং জহসুর্বীক্ষ্য সুতাং যভিতুমুদ্যতম্ ॥ ৪৭ ॥
তেনাসুরীমগন যোনিমধুনাবদ্যকর্ম্মণা।
হিরণ্যকশিপোর্জ্জাতা নীতাস্তে যোগমায়যা ॥ ৪৮ ॥
দেবক্যা উদরে জাতা রাজন্! কংসবিহিংসিতাঃ।
সা তান্ শোচত্যাত্মজান্ স্বাংস্ত ইমেঽধ্যাসতেঽন্তিকে ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়—ঈশিতব্যেশ! (হে সকল জীবের ঈশ্বর!) অস্মান শাধি (যে জন্য আগমন করিয়াছেন, আমাদিগকে তাহা আদেশ করুন), [অনুশাসনেন] নঃ নিষ্পাপান কুরু (আদেশ প্রদান করিয়া আমাদিগকে নিষ্পাপ করুন)। প্রভো! (হে প্রভো!) পুমান্ (পুরুষ) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাসহকারে) যং আতিষ্ঠন (আপনার আদেশ পালন করিয়া) চোদনায়াঃ বিমুচ্যতে (বিধিনিষেধাত্মক কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে) ॥ ৪৬ ॥

শ্রীভগবান উবাচ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) [হে দৈত্যরাজ!] প্রথমে অন্তরে (স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে) ঊর্ণায়াং (ঊর্ণার গর্ভে) মরীচেঃ (মরীচির) ষট পুত্রাঃ আসন (ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন), [তে] দেবাঃ (সেই দেবতুল্য ঋষিপুত্রগণ) কং (ব্রহ্মাকে) সুতাং যভিতুম উদ্যতং বীক্ষ্য (নিজকন্যা উপভোগে উদ্যত দেখিয়া) জহসুঃ (উপহাস করিয়াছিলেন) ॥ ৪৭ ॥

রাজন্! (হে দৈত্যরাজ!) তেন অবদ্যকর্ম্মণা (সেই পাপকার্য্যের ফলে) [তে] (তাঁহারা) অধুনা (তৎক্ষণাৎ) আসুরীং যোনিম্ অগন্ (আসুরী যোনিপ্রাপ্ত হন) হিরণ্যকশিপোঃ জাতাঃ (এবং হিরণ্যকশিপুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন)। [ততঃ] (তৎপরে) যোগমায়য়া নীতাঃ তে (যোগমায়াকর্ত্তৃক নীত হইয়া তাঁহারা) দেবক্যাঃ উদরে জাতাঃ (দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন) কংসবিহিংসিতাঃ [চ] (এবং কংসকর্ত্তৃক নিহত হন)। সা (দেবকীদেবী) [অধুনা] তান্ স্বান্ আত্মজান শোচতি (এক্ষণে সেই নিজপুত্রগণের জন্য শোক করিতেছেন) তে [চ] ইমে (তাঁহারা এই) [তব] অন্তিকে (তোমার নিকটে) অধ্যাসতে (অবস্থান করিতেছেন) ৪৮ ৪৯ ॥

অনুবাদ—হে সকল জীবের ঈশ্বর! আপনি যে জন্য আগমন করিয়াছেন, আমাদিগকে তাহা আদেশ করুন; আদেশ প্রদান করিয়া আমাদিগকে নিষ্পাপ করুন। হে প্রভো! পুরুষ শ্রদ্ধা সহকারে আপনার আদেশ পালন করিয়া বিধি নিষেধাত্মক কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে দৈত্যরাজ! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ঊর্ণার গর্ভে মরীচির ছয়টি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সেই দেবতুল্য ঋষিপুত্রগণ ব্রহ্মাকে নিজ কন্যা উপভোগ করিতে উদ্যত দেখিয়া উপহাস করিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

শ্রীধর—কথমল্পপুণ্যানামেবং ভাগ্যং সম্ভবতীতি চেৎ, তর্হি যদৈতদ্যবেং তথা অস্মানমনুশিক্ষয়েত্যাহ—শাধীতি। হে প্রভো! ঈশিতব্যাঃ সর্ব্বে জীবাস্তেষামীশ! যং তবানুশাসনমাতিষ্ঠন্, আশ্রয়ন্, চোদনায়াঃ বিধিনিষেধলক্ষণায়াঃ সকাশাৎ বিমুচ্যতে। ন খলু ত্বদ্ভক্তো বিধিকিঙ্করঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥

ইত এতান্ প্রণেষ্যামো মাতৃশোকাপনুত্তয়ে।
ততঃ শাপাদ্বিনির্ম্মুক্তা লোকং যাস্যন্তি বিজ্বরাঃ ॥ ৫০ ॥
স্মরোদ্গীথঃ পরিষ্বঙ্গঃ পতঙ্গঃ ক্ষুদ্রভৃগ্ ঘৃণিঃ।
ষড়িমে মৎপ্রসাদেন পুনর্য্যাস্যন্তি সদ্গতিম্ ॥ ৫১ ॥
ইত্যুক্ত্বা তান্ সমাদায় ইন্দ্রসেনেন পূজিতৌ।
পুনর্দ্বারবতীমেত্য মাতুঃ পুত্রানযচ্ছতাম্ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়—মাতৃশোকাপনুত্তয়ে (মাতা দেবকীদেবীর শোক অপনোদন করিবার নিমিত্ত) এতান্ (ইহাদিগকে) ইতঃ (এই স্থান হইতে) প্রণেষ্যামঃ (আমরা লইয়া যাইব)। ততঃ (তাহার পর) [এতে] (ইঁহারা) শাপাৎ বিনির্ম্মুক্তাঃ বিজ্বরাঃ [চ সন্তঃ] (শাপবিমুক্ত ও সন্তাপরহিত হইয়া) লোকং যাস্যন্তি (দেবলোকে গমন করিবেন) ॥ ৫০ ॥

স্মরোদ্গীথঃ পরিষ্বঙ্গঃ পতঙ্গঃ ক্ষুদ্রভৃক্ ঘৃণিঃ (স্মর, উদ্গীথ, পরিষ্বঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভৃক্ ও ঘৃণি নামক) ইমে ষট্ (এই ছয়জন) মৎপ্রসাদেন (আমার অনুগ্রহে) পুনঃ সদ্গতিং যাস্যন্তি (পুনরায় মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন) ॥ ৫১ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] ইতি উক্ত্বা (এইরূপ বলিয়া) [তৌ] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম) ইন্দ্রসেনেন পূজিতৌ [সন্তৌ] বলিকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া) তান সমাদায় (সেই কুমারগণকে লইয়া) পুনঃ দ্বারবতীম্ এত্য (পুনরায় দ্বারকায় আগমন করিয়া) মাতুঃ পুত্রান্ অযচ্ছতাম্ (মাতার হস্তে তদীয় পুত্রগণকে সমর্পণ করিলেন) ॥ ৫২ ॥

হে দৈত্যরাজ! সেই পাপকর্ম্মের ফলেই ঋষিকুমারগণ তৎক্ষণাৎ আসুরী যোনি প্রাপ্ত হন এবং হিরণ্যকশিপুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পর যোগমায়াকর্ত্তৃক নীত হইয়া তাঁহারা দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে কংসকর্ত্তৃক নিহত হন। দেবকীদেবী এক্ষণে সেই নিজপুত্রগণের জন্য শোক করিতেছেন; তাঁহার সেই পুত্রগণ এই তোমার নিকটে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪৮-৪৯ ॥

অনুবাদ মাতা দেবকীদেবীর শোক অপনোদন করিবার নিমিত্ত আমরা ইঁহাদিগকে এই স্থান হইতে তাঁহার নিকটে লইয়া যাই। তাহার পর ইঁহারা শাপবিমুক্ত ও পাপরহিত হইয়া দেবলোকে গমন করিবেন ॥ ৫০ ॥ স্মর, উদ্গীথ, পরিষ্বঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভৃক্ ও ঘৃণি নামক এই ছয়জন আমার অনুগ্রহে পুনরায় মুক্তিপ্রাপ্ত হইবেন ॥ ৫১ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এইরূপ বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম বলিকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সেই কুমারগণকে লইয়া পুনরায় দ্বারকায় আগমন করিলেন এবং মাতা দেবকীদেবীর হস্তে তদীয় পুত্রগণকে সমর্পণ করিলেন ॥ ৫২ ॥

শ্রীধর—তদুক্তং সর্ব্বমস্মন্মোক্ষ স্বাগমনকারণং সপ্রপঞ্চং কথয়তি—আসন্নিতি পঞ্চভিঃ। ঊর্ণায়াং ভার্য্যায়াম্, প্রথমেঽন্তরে স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে তে দেবাঃ সুতাং বাচং যভিতুং যন্তং মৈথুনেন রময়িতুম্, উদ্যতমুদ্যন্তং কং প্রজাপতিং জহসুঃ উপহসিতবন্তঃ ॥ ৪৭ ॥ তেন অবদ্যকর্ম্মণা পাপেন আসুরীং যোনিম্ অগন্ অগমন্। অধুনা তৎক্ষণমেব হিরণ্যকশিপোর্জ্জাতা ইত্যর্থঃ। তে চ যোগমায়য়া ততো নীতাঃ সন্তো দেবক্যা উদরে জাতাঃ। হে রাজন্! বলে! তে চ কংসেন বিহিংসিতাঃ। সা চ তানাত্মজান্ মত্বা শোচতি। তে চেমে ত্বান্তিকেঽধ্যাসতে ॥ ৪৮-৪৯ ॥ লোকং দেবলোকং ॥ ৫০ ॥ স্মরোদ্গীথঃ স্মরসহিতঃ উদ্গীথঃ, সদগতিম্ মোক্ষম্। স্মরস্যৈব পূর্ব্বং কীর্ত্তিমানিতি নাম। অতঃ "কীর্ত্তিমন্তম্ প্রথমজং কংসায়ানকদুন্দুভিঃ। অর্পয়ামাসে" ত্যুক্তম্ ॥ ৫১ ॥

তান্ দৃষ্ট্বা বালকান্ দেবী পুত্রস্নেহস্নুতস্তনী।
পরিষ্বজ্যাঙ্কমারোপ্য মূর্দ্ধ্ন্যজিঘ্রদভীক্ষ্ণশঃ ॥ ৫৩ ॥
অপায়য়ৎ স্তনং প্রীত্যা সুতস্পর্শপরিস্নুতম্।
মোহিতা মায়য়া বিষ্ণোর্যয়া সৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৫৪ ॥
পীত্বামৃতং পয়স্তস্যাঃ পীতশেষং গদাভৃতঃ।
নারায়ণাঙ্গসংস্পর্শপ্রতিলব্ধাত্মদর্শনাঃ ॥ ৫৫ ॥
তে নমস্কৃত্য গোবিন্দং দেবকীং পিতরং বলম্।
মিষতাং সর্ব্বভূতানাং যযুর্দ্ধাম বিহায়সা ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়—তান বালকান দৃষ্ট্বা (সেই বালকগণকে দর্শন করিয়া) দেবী পুত্রস্নেহস্নুতস্তনী [সতী] (দেবকীদেবীর পুত্রস্নেহহেতু স্তন্য ক্ষরিত হইতে লাগিল এই অবস্থায় তিনি) [তান] পরিষ্বজ্য (তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করতঃ) অঙ্কম্ আরোপ্য (ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া) অভীক্ষ্ণশঃ মূর্দ্ধ্নি অজিঘ্রৎ (পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন) ॥ ৫৩ ॥

[ততঃ] (তাহার পর) যয়া সৃষ্টিঃ প্রবর্ত্ততে (যাহার দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য চলিতেছে), [তয়া] বিষ্ণোঃ মায়য়া (সেই বিষ্ণুমায়ায়) মোহিতা [সা] (মোহিতা হইয়া তিনি) প্রীত্যা (প্রীতিসহকারে) সুতস্পর্শপরিস্নুতং স্তনং (পুত্রস্নেহহেতু যাহা হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল, সেই স্তন) [তান] অপায়য়ৎ (তাঁহাদিগকে পান করাইতে লাগিলেন)। ৫৪।

তে (সেই কুমারগণ) গদাভৃতঃ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের) পীতশেষং (পীতাবশিষ্ট) তস্যাঃ অমৃতং পয়ঃ পীত্বা (দেবকীদেবীর অমৃততুল্য দুগ্ধ পান করিয়া) নারায়ণাঙ্গসংস্পর্শপ্রতিলব্ধাত্মদর্শনাঃ [সন্তঃ] (এবং নারায়ণের অঙ্গ সংস্পর্শে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া) গোবিন্দং দেবকীং পিতরং বলং (ভগবান গোবিন্দকে, দেবকীদেবীকে, বসুদেবকে ও বলরামকে) নমস্কৃত্য (নমস্কার করত) সর্ব্বভূতানাং মিষতাং [সতাম্] (সর্ব্বভূতের সমক্ষে) বিহায়সা (আকাশমার্গে) ধাম যযুঃ (দেবলোকে গমন করিলেন) ৫৫-৫৬ ॥

অনুবাদ—সেই বালকপুত্রগণকে দর্শন করিয়া পুত্রস্নেহহেতু দেবকীদেবীর স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল, তখন তিনি পুত্রগণকে আলিঙ্গন করতঃ ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥ তাহার পর যাহার দ্বারা এই সৃষ্টিকার্য্য চলিতেছে সেই বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিত হইয়া তিনি পুত্রস্নেহহেতু যাহা হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল, প্রীতিসহকারে সেই স্তন তাঁহাদিগকে পান করাইতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥ সেই কুমারগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পীতাবশিষ্ট দেবকীদেবীর অমৃততুল্য স্তন্য পান করিয়া এবং নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসংস্পর্শে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ভগবান্ গোবিন্দকে, দেবকীদেবীকে, বসুদেবকে ও বলরামকে নমস্কার করতঃ সর্ব্বলোকের সমক্ষে আকাশপথে দেবলোকে গমন করিলেন ॥ ৫৫ ৫৬ ॥

শ্রীধর—অযচ্ছতাম্ অর্পয়ামাসতুঃ ॥ ৫২—৫৪ ॥ অমৃতত্বে হেতুঃ—গদাভৃতঃ পীতশেষমিতি। নারায়ণাঙ্গসংস্পর্শেন প্রতিলব্ধং দেবা বয়মিত্যাত্মদর্শনং যৈস্তে ॥ ৫৫ ॥ মিষতাম্ পশ্যতাম্ ধাম দেবলোকম্ ॥ ৫৬ ॥

তং দৃষ্ট্বা দেবকীদেবী মৃতাগমননির্গমম্।
মেনে সুবিস্মিতা মায়াং কৃষ্ণস্য রচিতাং নৃপ ! ॥ ৫৭ ॥
এবংবিধান্যদ্ভুতানি কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
বীর্য্যাণ্যনন্তবীর্য্যস্য সন্ত্যনন্তানি ভারত ! ॥ ৫৮॥

শ্রীসূত উবাচ

য ইদমনুশৃণোতি শ্রাবয়েদ্বা মুরারেশ্চরিতমমৃতকীর্ত্তের্বর্ণিতং ব্যাসপুত্রৈঃ।
জগদঘভিদলং তদ্ভক্তসৎকর্ণপূরং ভগবতি কৃতচিত্তো যাতি তৎক্ষেমধাম ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে মৃতাগ্রজানয়নং নাম পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৫ ।

অন্বয়—নৃপ ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !) দেবকীদেবী তং মৃতাগমননির্গমং (দেবকীদেবী সেই মৃত পুত্রগণের আগমন ও নির্গমন) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) সুবিস্মিতা [সতী] (অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া) [কৃষ্ণেন] রচিতাং কৃষ্ণস্য মায়াং মেনে (তাহা শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সৃষ্ট তাঁহার মায়া বলিয়া মনে করিলেন) ॥ ৫৭ ।

ভারত ! (হে ভরতবংশধর পরীক্ষিৎ !) অনন্তবীর্য্যস্য পরমাত্মনঃ কৃষ্ণস্য (অনন্ত পরাক্রমশালী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের) এবম্বিধানি অদ্ভুতানি অনন্তানি বীর্য্যাণি (এইরূপ আরও অদ্ভুত অনন্ত পরাক্রম) সন্তি (আছে) ॥ ৫৮ ॥

শ্রীসূতঃ উবাচ (সূত কহিলেন) [হে শৌনকাদি মুনিগণ !] ব্যাসপুত্রৈঃ বর্ণিতং (ব্যাসনন্দন পূজনীয় শুকদেব-কর্ত্তৃক বর্ণিত) তদ্ভক্তসৎকর্ণপূরম্ (কৃষ্ণভক্তগণের পরমসুখাবহ কর্ণাভরণস্বরূপ) অলং জগদঘভিৎ (ও সম্পূর্ণরূপে জগতের পাপনাশক) অমৃতকীর্ত্তেঃ মুরারেঃ ইদং চরিতং (অমৃতকীর্ত্তি মুরারি শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাচরিত্র) যঃ (যে ব্যক্তি) অনুশৃণোতি (পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিবেন), শ্রাবয়েৎ বা (কিংবা অপরকে শ্রবণ করাইবেন), [সঃ] (তিনি) ভগবতি কৃতচিত্তঃ [সন] (ভগবানে চিত্ত নিবেশিত করিয়া) তৎক্ষেমধাম যাতি (তাঁহার মঙ্গলময় ধামে গমন করিবেন) ॥ ৫৯ ।

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিত ! দেবকীদেবী সেই মৃত পুত্রগণের আগমন ও প্রস্থান দর্শন করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন এবং তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রচিত শ্রীকৃষ্ণের মায়া বলিয়াই মনে করিলেন ॥ ৫৭ ॥ হে ভরতবংশধর পরীক্ষিৎ ! অসীম পরাক্রমশালী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ আরও অনন্ত অদ্ভুত পরাক্রম আছে ॥ ৫৮ ॥ সূত কহিলেন—হে শৌনকাদি মুনিগণ ! ব্যাসনন্দন পূজনীয় শুকদেব কর্ত্তৃক বর্ণিত, কৃষ্ণভক্তগণের পরমসুখাবহ কর্ণাভরণস্বরূপ ও সমস্ত জগতের পাপনাশক অমৃতকীর্ত্তি মুরারি শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাচরিত্র যিনি পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিবেন, কিংবা পাঠ করিয়া অপরকে শ্রবণ করাইবেন, তিনি ভগবানে চিত্ত সমাহিত করিয়া তাঁহার মঙ্গলময় ধামে গমন করিবেন ॥ ৫৯ ॥

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

শ্রীধর—মৃতানামাগমনং নির্গমনঞ্চ শ্রীকৃষ্ণস্য মায়াং মেনে। তেনৈবাপত্যাদিরূপেণ রচিতাম্ ॥ ৫৭-৫৮ ॥ অমৃতং কীর্ত্তির্যস্য তস্য, ব্যাসপুত্রৈরিতি বহুবচনং পূজার্থম্। জগতামঘং ভিনত্তীতি তথা তৎ অলং নিঃশেষং যথা ভবতি তথা ন কৃচ্ছ্রাদিবদিতি। তদেবং মোক্ষহেতুত্বং পাপক্ষয়হেতুত্বঞ্চোক্তম্। তদ্ভক্তানান্তু সৎকর্ণপূরম্ পরমসুখাবহং কর্ণাভরণমিতি স্বয়ং সুখরূপতামাহ। কিঞ্চ ভগবতি কৃতমাবেশিতং চিত্তং যেন স তথা ভূত্বা তস্য ক্ষেমধাম কালাদিভয়রহিতং লোকং যাতীতি ॥ ৫৯ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

ফেলালব

পঞ্চাশীতিতমে পিত্রা শ্রীহরে গুণবর্ণনম্।
মাতুঃ পুত্রানানয়ন্ স বলিনা সবলঃ স্তুতঃ ॥

এই পঁচাশী অধ্যায়ে পিতা বসুদেবের পুত্রকে স্তুতি এবং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক তাঁহাকে জ্ঞানদান এবং মাতাকে মৃতপুত্র আনয়ন লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

বিবরণী

মুনিগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মহিমা অবগত হইয়া বসুদেব তাঁহাদিগকে স্তুতি করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারাই এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মূলকারণ। আবার কার্য্যরূপে তাঁহারাই প্রকট। তাঁহাদের মায়াপাশেই জীব বদ্ধ। তাঁহারা দুইজনেই ভূভারহরণার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

যাহাতে রামকৃষ্ণের উপর হইতে তাঁহার পুত্রবুদ্ধি চলিয়া যায় ও ঈশ্বরবুদ্ধি জাগে, বসুদেব এই প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পিতাকে ভগবত্তত্ত্ব উপদেশ দিলেন।

দেবকী দেবী শুনিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ যমের বাড়ী হইতে গুরুদেবের মৃতপুত্র আনিয়া গুরুপত্নীকে সুখী করিয়াছেন। তিনিও শ্রীকৃষ্ণকে অনেক স্তুতি করিয়া মৃত ছয়টি পুত্র আনিয়া দিতে বলিলেন।

বলরাম ও কৃষ্ণ তখন সুতলপুরীতে বলিরাজের নিকট গমন করিয়া দেবকীদেবীর মৃত পুত্রগণকে চাহিলেন। বলিরাজ শ্রীরামকৃষ্ণকে বিহিত অর্চ্চনা করিয়া পুত্রগণকে আনিয়া দিলেন। তাঁহাদিগকে কোলে পাইয়া দেবকীর পুত্রবাৎসল্যবশতঃ স্তন্য ক্ষরণ হইল। তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের পীতাবশিষ্ট স্তন্য পান করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

১। মহাত্মা বসুদেব পুত্রদ্বয়কে ভগবান জানিয়া অপূর্ব্ব স্তুতি করিয়াছেন। স্তবে বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টি স্থিতির তত্ত্ব সুন্দররূপে প্রকটিত হইয়াছে। গীতোক্ত বিভূতিযোগের মত যে বস্তুর মধ্যে যাহা উজ্জ্বল তাহাই যে ভগবৎস্বরূপ ইহা বলা হইয়াছে। যথা চন্দ্রের কান্তি, অগ্নির তেজ, সূর্য্যের প্রভা, বিদ্যুৎ, নক্ষত্রগণের স্ফুরণরূপ সত্তা, পর্ব্বতের স্থিরত্ব, ভূমির আধার শক্তি ও গন্ধগুণ এই সমস্ত ঈশ্বরেরই স্বরূপ ইত্যাদি (৭—১২ শ্লোক)। যেখানে যাহার যে শক্তি দেখা যায়, বস্তুতঃ তাহা তাহার নাই, সকলই ভগবানের। ব্যাখ্যায় চক্রবর্ত্তিচরণ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—যথা বেধশক্তির্ন বাণস্য অপিতু পুরুষস্য তদ্বৎ নিক্ষিপ্ত বাণের মধ্যে যে বেধ শক্তি, তাহা বাণনিক্ষেপকারী পুরুষেরই শক্তি সেইরূপ বিশ্বের যাবতীয় শক্তির মূল উৎস পরমকারণ পরমেশ্বর।

২। সম্মুখে বসিয়া পিতা পুত্রকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়া স্তব করিতেছেন ইহাতে এক প্রকার রসাভাস হয়। এমতাবস্থায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি করিতে পারেন? তিনি মধুর হাসিয়া পিতার কথার এমন অর্থ করিলেন, যাহাতে রসাভাস দোষ দূর হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন হে পিতা, আপনি আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল তত্ত্ব কথা বলিয়াছেন সে সকলই সঙ্গতার্থ মনে করি। কারণ, আমি আপনি, দাদা বলদেব এই দ্বারকাবাসী সকলে এই বিশ্বচরাচর সমস্ত কিছুকেই ব্রহ্মসম্বন্ধী বলিয়া অনুসন্ধান

থাকা উচিত—এই কথাটি বলিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ প্রশ্রয়ানম্র—বিনয়াবনত। মধুর কথাগুলি বলিলেন হাস্যময় বদনে (প্রহসন্)। হাসিটির গূঢ় তাৎপর্য্য শ্রীবিশ্বনাথ প্রকাশ করিয়াছেন—প্রহসন্নিতি বন্দ্যমানৌ আবাং পুত্রাবপি প্রত্যেবং তদ্বাক্যস্য রসাভাসাভাবার্থং প্রতিভয়াহমস্য তাৎপর্য্যমন্যথা প্রতিপাদয়ামি ইতি দ্যোতকঃ প্রহাসঃ।

শ্বেতকেতুর পিতা যেমন তাঁহাকে তত্ত্বোপদেশ দিতে গিয়া বলিয়াছেন "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" সেইরূপ আপনিও আমাদিগকে শিক্ষার্থ এই সব উপদেশ দিলেন—"শিক্ষার্থং তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইত্যাদিবৎ উপদেশাস্পদীকৃত্য"।

৩। শ্রীকৃষ্ণের কথায় বসুদেব মৌন হইলেন। তৎপর জননী দেবকী কৃষ্ণ বলরামকে স্তব করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন—শুনিয়াছি গুরু সান্দীপনি মুনির পুত্রকে যমালয় হইতে আনয়ন করিয়া তোমরা গুরুদক্ষিণা দিয়াছ। আমিও বলিতেছি, কংস কর্ত্তৃক নিহত আমার ছয়টি পুত্রকে পুনরায় আনয়ন করিয়া আমাকে দর্শন করাও।

"ভোজরাজ-হতান্ পুত্রান্ কাময়ে দ্রষ্টুমাহৃতান্"—জননীর আদেশ শুনিয়া দুইভাই যোগমায়াবলম্বনে সুতলে বলিরাজার পুরীতে প্রবেশ করিলেন। বলিরাজ সর্ব্বারাধ্য শ্রীরামকৃষ্ণকে বিশেষ ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়া স্তব করিয়া কহিলেন—কি কারণে শুভাগমন তাহা আদেশ করিয়া আমাকে নিষ্পাপ করুন। আগে পাপ-শূন্য না হইলে আপনার আদেশ পালন করিব কিরূপে।

৪। শ্রীকৃষ্ণ বলিকে লক্ষ্য করিয়া পুরাতন কাহিনী বলিলেন—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মহর্ষি মরীচির ভার্য্যা ঊর্ণা দেবীর গর্ভে স্মর, উদ্গীথ, পরিষ্বঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভুক্ ও ঘৃণি এই ছয়টি পুত্র জন্মিয়াছিলেন। নিজ কন্যাগমনে উদ্যত প্রজাপতিকে তাঁহারা উপহাস করিয়াছিলেন। তাঁহার শাপে হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে অসুর জন্ম পাইয়াছিলেন। তারপর যোগমায়া তাঁহাদিগকে দেবকীর গর্ভে আনিলে তাঁহারা কংস কর্ত্তৃক নিহত হন। তাঁহারা তোমার নিকট আছেন। মায়ের শোক দূর করার জন্য আমরা তাঁহাদিগকে চাই।

বলিরাজ আদেশ পালন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আনিয়া দেবকীর ক্রোড়ে দিলেন। স্নেহে দেবকী মাতার স্তন্য ক্ষরণ হইল। শ্রীকৃষ্ণের পীতাবশিষ্ট স্তন্য পান করিয়া তাঁহারা দেবতারূপে দেবলোকে গমন করিলেন।

৫। কংসকারাগারে জন্মগ্রহণ করিবার পর শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রাকৃত শিশুর মত হইয়া কোলে ছিলেন, তখন দূর গমনে কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া কষ্ট পাইবেন এই আশঙ্কায় দেবকী পুত্রকে স্তন্য পান করাইয়াছিলেন। এই কথা পূর্ব্বে উল্লেখ না থাকিলেও এখন দেবকীর স্তন দুগ্ধের বিশেষণে "পীতশেষং গদাভৃতঃ" এইরূপ কথা থাকায় এই ভাবনা যথার্থই বুঝিতে হইবে।

"দেবক্যাং প্রাদুর্ভূয় নন্দগৃহগমনসময়ে যদা শিশুরভূৎ তদা দূরগমননিবন্ধনোঽস্য কণ্ঠশোষো মাভূদিতি স্নেহেন শ্রীদেবকী তং স্তনং পায়য়ামাস এবেতি তত্রানুক্তমপি অত্রোক্তে অবগম্যতে।"

ইতি মৃতাগ্রজানয়ন-নামক পঁচাশী অধ্যায়ের ফেলালব নামক ভাবানুবাদ সমাপ্ত।

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ

ব্রহ্মন্! বেদিতুমিচ্ছামঃ স্বসারং রামকৃষ্ণয়োঃ।
যথোপযেমে বিজয়ো যা মমাসীৎ পিতামহী ॥ ১ ॥

শ্রীশুক উবাচ

অর্জ্জুনস্তীর্থযাত্রায়াং পর্য্যটন্নবনীং প্রভুঃ।
গতঃ প্রভাসমশৃণোন্মাতুলেয়ীং স আত্মনঃ ॥ ২ ॥
দুর্য্যোধনায় রামস্তাং দাস্যতীতি ন চাপরে।
তল্লিপ্সুঃ স যতির্ভূত্বা ত্রিদণ্ডী দ্বারকামগাৎ ॥ ৩ ॥

[এই অধ্যায়ে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক সুভদ্রাহরণ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক মিথিলায় গমনপূর্ব্বক স্বীয় ভক্ত রাজা বহুলাশ্ব ও ব্রাহ্মণ শ্রুতদেবের অভিলাষ পূরণ বর্ণনা করা হইতেছে]

অন্বয়—শ্রীরাজা উবাচ (মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন) ব্রহ্মন্! (হে ব্রহ্মন্!) যা মম পিতামহী আসীৎ (যিনি আমার পিতামহী ছিলেন), বিজয়ঃ (আমার পিতামহ অর্জ্জুন) রামকৃষ্ণয়োঃ স্বসারং [তাং] (বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সেই সুভদ্রাকে) যথা উপযেমে (যে প্রকারে বিবাহ করিয়াছিলেন), [বয়ং তৎ] (আমরা তাহা) বেদিতুম্ ইচ্ছামঃ (জানিতে ইচ্ছা করি) ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] সঃ প্রভুঃ অর্জ্জুনঃ (আপনার পিতামহ ক্ষমতাশালী অর্জ্জুন) তীর্থযাত্রায়াম (তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে) অবনীং পর্য্যটন্ (পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে) প্রভাসং গতঃ [সন্] (প্রভাসে গমন করিয়া) আত্মনঃ মাতুলেয়ীং তাং (নিজের মাতুলপুত্রী সেই সুভদ্রাকে) রামঃ (বলরাম) দুর্য্যোধনায় দাস্যতি (দুর্য্যোধনের করে সম্প্রদান করিবেন বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছেন), [বসুদেবাদয়ঃ] অপরে চ ন [দাস্যন্তি] (বসুদেব প্রভৃতি অপর কেহ কেহ দুর্য্যোধনের করে সুভদ্রাকে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছুক নহেন) ইতি অশৃণোৎ (ইহা শুনিতে পাইলেন)। [ততঃ] সঃ (তাহার পর অর্জ্জুন) তল্লিপ্সুঃ [সন্] (সুভদ্রাকে লাভ করিবার ইচ্ছায়) ত্রিদণ্ডী যতিঃ ভূত্বা (ত্রিদণ্ডী যতির বেশ ধারণ করিয়া) দ্বারকাম্ অগাৎ (দ্বারকায় গমন করিলেন) ॥ ২ ৩ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন হে ব্রহ্মন্! যিনি আমার পিতামহী ছিলেন আমার পিতামহ অর্জ্জুন—বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সেই সুভদ্রাকে যে প্রকারে বিবাহ করিয়াছিলেন, আমরা আপনার নিকটে তাহা জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥ শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! আপনার

শ্রীধর—

ষড়শীতিতমে দত্তাং সুভদ্রামর্জ্জুনোঽহরৎ।
গত্বা চ মিথিলাং কৃষ্ণো নৃপবিপ্রাবনন্দয়ৎ ॥
পিত্রোঃ স্বজ্ঞানমাদিশ্য সুভদ্রাং ফাল্গুনায় চ।
জগাম মিথিলাং কৃষ্ণঃ স্বভক্তপ্রিয়কৃৎ ততঃ ॥

দেবক্যা মৃতপুত্রলাভবৎ অর্জ্জুনস্য সুভদ্রালাভো রামপ্রাতিকূল্যাৎ দুর্ঘট ইতি মন্যমানঃ প্রসঙ্গাৎ পৃচ্ছতি—ব্রহ্মন্নিতি ॥ ১-২ ॥

তত্র বৈ বার্ষিকান্ মাসানবাৎসীৎ স্বার্থসাধকঃ।
পৌরৈঃ সভাজিতোঽভীক্ষ্ণং রামেণাজানতা চ সঃ ॥ ৪ ॥
একদা গৃহমানীয় আতিথ্যেন নিমন্ত্র্য তম্।
শ্রদ্ধয়োপহৃতং ভৈক্ষ্যং বলেন বুভুজে কিল ॥ ৫ ॥
সোঽপশ্যৎ তত্র মহতীং কন্যাং ধীরমনোহরাম্।
প্রীত্যুৎফুল্লেক্ষণস্তস্যাং ভাবক্ষুব্ধং মনো দধে ॥ ৬ ।

অন্বয়—স্বার্থসাধকঃ সঃ (সুভদ্রালাভেচ্ছু ছদ্মবেশী অর্জ্জুন) [অজানদ্ভিঃ] পৌরৈঃ অজানতা রামেণ চ (অর্জ্জুন বলিয়া চিনিতে পারেন নাই এইরূপ দ্বারকাবাসী জনগণ এবং বলরামকর্ত্তৃক) অভীক্ষ্ণং সভাজিতঃ [সন্] (পুনঃ পুনঃ সমাদৃত হইয়া) তত্র বৈ (সেই দ্বারকাতেই) বার্ষিকান্ মাসান্ অবাৎসীৎ (বর্ষার কয়েকমাস বাস করিলেন) ॥ ৪ ॥

[তত্র] একদা (তন্মধ্যে একদিন) তম্ (সেই ছদ্মবেশী অর্জ্জুনকে) আতিথ্যেন নিমন্ত্র্য (অতিথিভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া) গৃহম্ আনীয় (গৃহে আনয়ন করতঃ) বলেন শ্রদ্ধয়া উপহৃতং ভৈক্ষ্যং (বলরাম শ্রদ্ধা সহকারে অন্ন প্রদান করিলে ঐ অন্ন) [সঃ] বুভুজে কিল (অর্জ্জুন ভোজন করিলেন) ॥ ৫ ॥

[তদা] সঃ (তখন অর্জ্জুন) তত্র (সেই বলরামের অন্তঃপুরে) ধীরমনোহরাং মহতীম্ কন্যাম্ (ধীরগণেরও মনোহারিণী উত্তমা কন্যা সুভদ্রাকে) অপশ্যৎ (দেখিতে পাইলেন) প্রীত্যুৎফুল্লেক্ষণঃ [চ সন্] (এবং প্রীতিহেতু উৎফুল্ল লোচন হইয়া) ভাবক্ষুব্ধং মনঃ ("এই কন্যা আমার পত্নী হউক" এইরূপ অভিপ্রায়ে আকুলিত মনকে) তস্যাং দধে (সেই সুভদ্রাতে নিহিত করিলেন) ॥ ৬ ॥

পিতামহ ক্ষমতাশালী অর্জ্জুন এক সময়ে তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে প্রভাসতীর্থে গমন করিয়া শুনিতে পাইলেন তাঁহার নিজের মাতুলপুত্রী সুভদ্রাকে বলরাম দুর্য্যোধনের করে সম্প্রদান করিবেন বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছেন এবং বসুদেব প্রভৃতি অপর কেহ কেহ দুর্যোধনের করে সুভদ্রাকে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছুক নহেন। তাহার পর অর্জ্জুন সুভদ্রাকে লাভ করিবার ইচ্ছায় ত্রিদণ্ডী যতির বেশ ধারণ করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন ॥ ২-৩ ॥

অনুবাদ—তখন দ্বারকাপুরবাসী জনগণ ও বলরাম ছদ্মবেশী অর্জ্জুনকে চিনিতে পারিলেন না, এই অবস্থায় সুভদ্রালাভেচ্ছু অর্জ্জুন তাঁহাদের দ্বারা সমাদৃত হইয়া সেই দ্বারকাতেই বর্ষার কয়েকমাস বাস করিলেন ॥ ৪ ॥ তন্মধ্যে একদিন বলরাম সেই ছদ্মবেশী অর্জ্জুনকে অতিথিভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে আনিয়া শ্রদ্ধার সহিত অন্নপ্রদান করিলেন; অর্জ্জুনও তাহা ভোজন করিলেন ॥ ৫ ॥ সেই সময়ে অর্জ্জুন বলরামের অন্তঃপুরে ধীরগণেরও মনোহারিণী উত্তম কন্যা সুভদ্রাকে দেখিতে পাইলেন এবং প্রীতিহেতু উৎফুল্ললোচন হইয়া "এই কন্যা আমার পত্নী হউক" এইরূপ অভিপ্রায়ে আকুলিত মনকে সেই সুভদ্রার প্রতি নিহিত করিলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীধর—কথমশৃণোৎ তত্রাহ—দুর্য্যোধনায়েতি। অপরে চ বসুদেবাদয়ো ন দাস্যন্তীতি। তল্লিপ্সুস্তস্যা মাতুলেয্যা লিপ্সুঃ। রামং বঞ্চয়িতুং পূজ্যতমং ত্রিদণ্ডিবেষং বিধায় গত ইত্যাহ—স যতিরিতি ॥ ৩ ॥ স্বার্থসাধকঃ কন্যাং প্রেপ্সুঃ ॥ ৪ ॥ তম্ আতিথ্যেন নিমন্ত্র্য গৃহমানীয় বলেন যচ্ছ্রদ্ধয়োপহৃতং পরিবিষ্টং তদ্ভৈক্ষ্যং কিল অর্জ্জুনো বুভুজে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫ ॥

সাপি তং চকমে বীক্ষ্য নারীণাং হৃদয়ঙ্গমম্ ।
হসন্তী ব্রীড়িতাপাঙ্গী তন্ন্যস্তহৃদয়েক্ষণা ॥ ৭ ॥
তাং পরং সমনুধ্যায়ন্নন্তরং প্রেপ্সুরর্জ্জুনঃ ।
ন লেভে শং ভ্রমচ্চিত্তঃ কামেনাতিবলীয়সা ॥ ৮ ॥
মহত্যাং দেবযাত্রায়াং রথস্থাং দুর্গনির্গতাম্ ।
জহারানুমতঃ পিত্রোঃ কৃষ্ণস্য চ মহারথঃ ॥ ৯ ॥
রথস্থো ধনুরাদায় শূরাংশ্চারুন্ধতো ভটান্ ।
বিদ্রাব্য ক্রোশতাং স্বানাং স্বভাগং মৃগরাড়িব ॥ ১০ ॥

অন্বয়—[তদা] সা অপি (তখন সেই সুভদ্রাও) নারীণাং হৃদয়ঙ্গমম্ [অর্জ্জুনং] বীক্ষ্য (রমণীগণের মনোহর অর্জ্জুনকে দর্শন করিয়া) হসন্তী (হাসিতে হাসিতে) ব্রীড়িতাপাঙ্গী তন্ন্যস্তহৃদয়েক্ষণা [চ সতী] (সলজ্জ কটাক্ষবিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাতেই হৃদয় ও নয়ন সমর্পণ করতঃ) তং চকমে (তাঁহাকেই পতিরূপে পাইতে অভিলাষ করিলেন) ॥ ৭ ॥

[ততঃ] অর্জ্জুনঃ (তৎপরে অর্জ্জুন) অন্তরং প্রেপ্সুঃ (সুভদ্রাকে হরণ করিবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, এই অবস্থায় তিনি) পরং তাং সমনুধ্যায়ন্ (কেবল সুভদ্রাকেই নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে) অতিবলীয়সা কামেন ভ্রমচ্চিত্তঃ [সন্] (অতি বলবান কামে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া) শং ন লেভে (সুখলাভ করিতে পারিলেন না) ॥ ৮ ॥

[অথ একদা] (অনন্তর একদিন) মহারথঃ [অর্জ্জুনঃ] (মহারথ অর্জ্জুন) মহত্যাং দেবযাত্রায়াং (মহতী দেবযাত্রা উপলক্ষে) দুর্গনির্গতাং রথস্থাং [সুভদ্রাং] (দুর্গ হইতে নির্গতা রথস্থা সুভদ্রাকে) [তস্যাঃ] পিত্রোঃ কৃষ্ণস্য চ অনুমতঃ [সন্] (তাঁহার পিতামাতা বসুদেব-দেবকী ও শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদনক্রমে) জহার (হরণ করিলেন) ॥ ৯ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !] রথস্থঃ [সঃ] (রথারূঢ় অর্জ্জুন) ধনুঃ আদায় (ধনুক গ্রহণ করতঃ) আরুন্ধতঃ শূরান্ ভটান্ চ (অবরোধকারী বীরগণকে ও সৈন্যদিগকে) বিদ্রাব্য (বিতাড়িত করিয়া) মৃগরাট্ স্বভাগম্ ইব (সিংহ যেমন কাহাকেও গ্রাহ্য না করিয়া স্বীয় ভাগ হরণ করে, সেইরূপ) ক্রোশতাং স্বানাং (উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদকারী সুভদ্রার স্বজনগণকে গ্রাহ্য না করিয়া) [তাং জহার] (তাঁহাকে হরণ করিলেন) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—সুভদ্রাও তখন রমণীগণের মনোমোহন অর্জ্জুনকে দর্শন করিয়া হাসিতে হাসিতে সলজ্জ কটাক্ষবিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহাতেই হৃদয় ও মন সমর্পণ করতঃ তাঁহাকেই পতিরূপে পাইতে অভিলাষ করিলেন ॥ ৭ ॥ তাহার পর অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ; ঐ অবস্থায় তিনি নিরন্তর কেবল সুভদ্রাকেই চিন্তা করিতে করিতে অতি বলবান্ কামে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া পড়িলেন, কোন প্রকারেই সুখলাভ করিতে পারিলেন না ॥ ৮ ॥ অনন্তর একদিন মহতী দেবযাত্রা উপলক্ষে সুভদ্রা রথে আরোহণ করিয়া দুর্গ হইতে বহির্গতা হইলে, মহারথ অর্জ্জুন সুভদ্রার পিতামাতা বসুদেব ও দেবকী এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদনক্রমে রথোপবিষ্ট সুভদ্রাকে হরণ করিলেন ॥ ৯ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! রথারূঢ় অর্জ্জুন ধনুক গ্রহণ করতঃ অবরোধকারী বীরগণকে ও সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া সিংহ যেমন কাহাকেও গ্রাহ্য না করিয়া স্বীয় ভাগ হরণ করে, সেইরূপ উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদকারী সুভদ্রার স্বজনগণকে গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহাকে হরণ করিলেন ॥ ১০ ॥

শ্রীধর—ভাবেন রত্যভিপ্রায়েণ ক্ষুভিতং মনো দধে ॥ ৬ ॥ ব্রীড়িতাপাঙ্গী সব্রীড়কটাক্ষা তস্মিন্নেব ন্যস্তং হৃদয়মীক্ষণঞ্চ যয়া সা ॥ ৭ ॥ অন্তরং হর্ত্তুমবসরং প্রেপ্সুঃ প্রাপ্তুমিচ্ছুঃ কামেন ভ্রমৎ চিত্তং যস্য সঃ শং রামাদিসম্মাননিমিত্তং সুখম্ ॥ ৮-৯ ।

তচ্ছ্রুত্বা ক্ষুভিতো রামঃ পর্ব্বণীব মহার্ণবঃ।
গৃহীতপাদঃ কৃষ্ণেন সুহৃদ্ভিশ্চানুসান্ত্বিতঃ॥ ১১॥
প্রাহিণোৎ পারিবর্হাণি বরবধ্বোর্মুদা বলঃ।
মহাধনোপস্করেভ-রথাশ্বনরযোষিতঃ॥ ১২॥

শ্রীশুক উবাচ

কৃষ্ণস্যাসীদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শ্রুতদেব ইতি শ্রুতঃ।
কৃষ্ণৈকভক্ত্যা পূর্ণার্থঃ শান্তঃ কবিরলম্পটঃ॥ ১৩॥
স উবাস বিদেহেষু মিথিলায়াং গৃহাশ্রমী।
অনীহয়াগতাহার্য্য-নির্ব্বর্ত্তিতনিজক্রিয়ঃ॥ ১৪॥

অন্বয়—রাম (ভগবান্ বলরাম) তৎ শ্রুত্বা (তাহা শ্রবণ করিয়া) পর্ব্বণি মহার্ণবঃ ইব (অমাবস্যাদি পর্ব্বদিবসে মহাসমুদ্র যেরূপ ক্ষুভিত হয়, সেইরূপ) ক্ষুভিতঃ [অভূৎ] (ক্ষুভিত হইলেন)। [তদা] কৃষ্ণেন সুহৃদ্ভিঃ চ (তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় সুহৃদ্গণ) [সঃ] গৃহীতপাদঃ অনুসান্ত্বিতঃ (তাঁহার পদধারণ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন)॥ ১১॥

[অথ] বলঃ (অনন্তর বলরাম) মুদা (আনন্দের সহিত) বরবধ্বোঃ পারিবর্হাণি (বর ও বধূর যৌতুকস্বরূপ) মহাধনোপস্করেভ-রথাশ্বনরযোষিতঃ প্রাহিণোৎ (মহামূল্য অলঙ্কারসমন্বিত হস্তী, রথ, অশ্ব ও দাসদাসীসমূহ পাঠাইয়া দিলেন)॥ ১২॥

[সূত কহিলেন—হে শৌনকাদি মুনিগণ ! এই প্রসঙ্গ এই পর্য্যন্ত বলিয়া শেষ করিয়া] শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !] শ্রুতদেবঃ ইতি শ্রুতঃ (শ্রুতদেব নামে বিখ্যাত) দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ (এক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ) কৃষ্ণস্য [ভক্তঃ] আসীৎ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন), [সঃ] (তিনি) কৃষ্ণৈকভক্ত্যা পূর্ণার্থঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একান্ত ভক্তিযুক্ত হওয়ায় পূর্ণমনোরথ), শান্তঃ কবিঃ অলম্পটঃ [চ আসীৎ] (শান্ত, পণ্ডিত ও বিষয়ে অনাসক্ত ছিলেন)॥ ১৩॥

সঃ (তিনি) গৃহাশ্রমী (গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়া) অনীহয়া আগতাহার্য্য-নির্ব্বর্ত্তিতনিজক্রিয়ঃ [চ সন্] (যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ অন্নাদি দ্রব্যের দ্বারা নিজকার্য্য সম্পাদন করতঃ) বিদেহেষু মিথিলায়াম্ (বিদেহদেশে মিথিলায়) উবাস (বাস করিতেন)॥ ১৪॥

অনুবাদ—অমাবস্যাদি পর্ব্বদিবসে মহাসাগর যেরূপ ক্ষুভিত হয়, ভগবান্ বলরাম তাহা শ্রবণ করিয়া সেইরূপ ক্ষুভিত হইলেন। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় সুহৃদ্গণ বলরামের পদধারণ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন॥ ১১॥ অনন্তর বলরাম [শান্ত হইয়া বিবাহকার্য্য সম্পাদন করাইয়া অর্জ্জুন ও সুভদ্রার যাত্রাকালে] আনন্দের সহিত বর-বধূর যৌতুকস্বরূপ মহামূল্য আভরণসমন্বিত হস্তী, রথ, অশ্ব ও দাস-দাসীসমূহ পাঠাইয়া দিলেন॥ ১২॥ [সূত কহিলেন হে শৌনকাদি মুনিগণ ! এই প্রসঙ্গ এই পর্য্যন্ত বলিয়া শেষ করিয়া] শুকদেব বলিলেন - হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! শ্রুতদেব নামে বিখ্যাত এক ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন ; তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একান্ত ভক্তি স্থাপন করায় পূর্ণমনোরথ, শান্ত, পণ্ডিত ও বিষয়ে অনাসক্ত ছিলেন॥ ১৩॥ ঐ শ্রুতদেব গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ অন্নাদি দ্রব্যের দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতঃ বিদেহদেশে মিথিলায় বাস করিতেন॥ ১৪॥

শ্রীধর—আ সমন্তাৎ রুন্ধতঃ আবরণং কুর্ব্বতঃ॥ ১০-১১॥ পারিবর্হাণি বরবধ্বোঃ প্রীতিদেয়ানি॥ ১২-১৩॥

যাত্রামাত্রং ত্বহরহর্দ্দৈবাদুপনমত্যুত।
নাধিকং তাবতা তুষ্টঃ ক্রিয়াশ্চক্রে যথোচিতাঃ ॥ ১৫ ॥
তথা তদ্রাষ্ট্রপালোঽঙ্গ! বহুলাশ্ব ইতি শ্রুতঃ।
মৈথিলো নিরহম্মান উভাবপ্যচ্যুতপ্রিয়ৌ ॥ ১৬ ॥
তয়োঃ প্রসন্নো ভগবান্ দারুকেণাহৃতং রথম্।
আরুহ্য সাকং মুনিভির্বিদেহান্ প্রযযৌ প্রভুঃ ॥ ১৭ ॥
নারদো বামদেবোঽত্রিঃ কৃষ্ণো রামোঽসিতোঽরুণিঃ।
অহং বৃহস্পতিঃ কণ্বো মৈত্রেয়শ্চ্যবনাদয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়—দৈবাৎ অহরহঃ (দৈবক্রমে প্রতিদিন) যাত্রামাত্রং তু [অন্নাদিকং] (জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের মতোই অন্নাদি দ্রব্য) [তম্] উপনমতি (তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইত), উত ন অধিকম্ (তাহার অধিক হইত না), [সঃ] তাবতা তুষ্টঃ [সন্] (তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া) [তদ্দ্বারাই] যথোচিতাঃ ক্রিয়াঃ চক্রে (গৃহস্থাশ্রমোচিত কার্য্যসমূহ সম্পাদন করিতেন) ॥ ১৫ ॥

অঙ্গ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) মৈথিলঃ (জনকবংশীয়) বহুলাশ্বঃ ইতি শ্রুতঃ (বহুলাশ্ব নামে বিখ্যাত) নিরহম্মানঃ (নিরভিমানী) তদ্রাষ্ট্রপালঃ [অপি] (সেই রাজ্যের রাজাও) তথা [আসীৎ] (শ্রুতদেবের ন্যায়ই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন)। [তৌ] উভৌ অপি (তাঁহারা উভয়েই) অচ্যুতপ্রিয়ৌ [আস্তাম্] (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ছিলেন) ॥ ১৬ ॥

প্রভুঃ ভগবান্ (প্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তয়োঃ প্রসন্নঃ [সন্] (সেই শ্রুতদেব ও বহুলাশ্বের উপরে প্রসন্ন হইয়া) [একদা] (একদিন) দারুকেণ আহৃতং রথম্ আরুহ্য (সারথি দারুক কর্ত্তৃক আনীত রথে আরোহণ করিয়া) নারদঃ বামদেবঃ অত্রিঃ কৃষ্ণঃ রামঃ অসিতঃ অরুণিঃ (নারদ, বামদেব, অত্রি, ব্যাসদেব, পরশুরাম, অসিত, অরুণি), অহং বৃহস্পতিঃ কণ্বঃ মৈত্রেয়ঃ চ্যবনাদয়ঃ (আমি, বৃহস্পতি, কণ্ব, মৈত্রেয় ও চ্যবন প্রভৃতি) [ইতি এতৈঃ] মুনিভিঃ সাকং (এই সকল মুনির সহিত) বিদেহান্ প্রযযৌ (বিদেহদেশে গমন করিলেন) ॥ ১৭-১৮ ॥

অনুবাদ হে রাজন্! দৈবক্রমে প্রতিদিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের মতোই অন্নাদি দ্রব্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইত, তাহার অধিক হইত না; তিনি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া তাহার দ্বারাই গৃহস্থাশ্রমোচিত কার্য্যসমূহ সম্পাদন করিতেন। ॥ ১৫ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! জনকবংশীয় বহুলাশ্ব নামে বিখ্যাত নিরভিমানী সেই রাজ্যের রাজাও শ্রুতদেবের ন্যায়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত ছিলেন। শ্রুতদেব ও বহুলাশ্ব উভয়েই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ছিলেন ॥ ১৬ ॥ প্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই শ্রুতদেব ও বহুলাশ্বের প্রতি প্রসন্ন হইয়া একদিন সারথি দারুক কর্ত্তৃক আনীত রথে আরোহণ করিয়া নারদ, বামদেব, অত্রি, ব্যাসদেব, পরশুরাম, অসিত, অরুণি, আমি, বৃহস্পতি, কণ্ব, মৈত্রেয় ও চ্যবন প্রভৃতি মুনির সহিত বিদেহদেশে গমন করিলেন ॥ ১৭-১৮ ॥

শ্রীধর—অনীহয়া অমুদ্যমেনৈবাগতং যৎ আহার্য্যং ভোজ্যং তেন নির্ব্বর্ত্তিতা নিত্যাঃ ক্রিয়া যেন সঃ ॥ ১৪ ॥ যাত্রামাত্রং শরীরাদিনির্ব্বাহমাত্রং ভোজ্যমুপনমতি তং প্রত্যাগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥ মিথিলস্য জনকস্য বংশ্যো মৈথিলঃ ॥ ১৬ ॥

তত্র তত্র তমায়ান্তং পৌরজানপদা নৃপ!।
উপতস্থুঃ সার্ঘ্যহস্তা গ্রহৈঃ সূর্য্যমিবোদিতম্ ॥ ১৯॥
আনর্ত্তধন্বকুরুজাঙ্গলকঙ্কমৎস্য-পাঞ্চালকুন্তিমধুকেকয়কোশলার্ণাঃ।
অন্যে চ তন্মুখসরোজমুদারহাসস্নিগ্ধেক্ষণং নৃপ! পপুর্দৃশিভির্নৃনার্য্যঃ ॥ ২০॥
তেভ্যঃ স্ববীক্ষণবিনষ্টতমিস্রদৃগ্ভ্যঃ ক্ষেমং ত্রিলোকগুরুরর্থদৃশঞ্চ যচ্ছন্।
শৃণ্বন্ দিগন্তধবলং স্বযশোঽশুভঘ্নং গীতং সুরৈর্নৃভিরগাচ্ছনকৈর্বিদেহান্ ॥ ২১॥

অন্বয়—নৃপ! (হে রাজন) তত্র তত্র (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে যে দেশ অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই সেই দেশে) পৌরজানপদাঃ [জনাঃ] (পুরবাসী ও জনপদবাসী জনগণ) সার্ঘ্যহস্তাঃ [সন্তঃ] (অর্ঘ্য হস্তে লইয়া) গ্রহৈঃ [সহ] উদিতং সূর্য্যম্ ইব (গ্রহগণের সহিত উদিত সূর্য্যের ন্যায়) মুনিভিঃ সহ] আযান্তং তম (মুনিগণের সহিত সমাগত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) উপতস্থুঃ (পূজা করিতে লাগিল) ॥ ১৯॥

নৃপ! (হে রাজন্) আনর্ত্তধন্বকুরুজাঙ্গলকঙ্কমৎস্য-পাঞ্চালকুন্তিমধুকেকয়কোশলার্ণাঃ (আনর্ত্ত, মরু, কুরুজাঙ্গল, কঙ্ক, মৎস্য, পাঞ্চাল, কুন্তি, মধু, কেকয়, কোশল ও অর্ণদেশীয় জনগণ) অন্যে নৃনার্য্যঃ চ (এবং অন্যান্য দেশের নর নারীগণ) উদারহাসস্নিগ্ধেক্ষণং তন্মুখসরোজং (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদার হাস্য ও স্নিগ্ধদৃষ্টিসমন্বিত মুখপদ্ম) দৃশিভিঃ পপুঃ (নয়নসমূহের দ্বারা পান করিতে লাগিল অর্থাৎ নির্নিমেষলোচনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল দর্শন করিতে লাগিল) ॥ ২০॥

ত্রিলোকগুরুঃ [কৃষ্ণঃ] (ত্রিলোকের গুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) স্ববীক্ষণবিনষ্ট-তমিস্রদৃগ্ভ্যঃ তেভ্যঃ নিজের দর্শনমাত্রেই যাঁহাদিগের জ্ঞানদৃষ্টি নির্ম্মল হইল, সেই নানাদেশীয় নর-নারীগণকে) অর্থদৃশং (প্রয়োজন সম্পাদনের জ্ঞান) ক্ষেমং চ (ও মোক্ষের উপায় ভক্তিযোগ) যচ্ছন্ (প্রদান করিতে করিতে) দিগন্তধবলং (এবং যাহা শ্রবণে দিক্‌সমূহ পবিত্র হয়, সেই) সুরৈঃ নৃভিঃ গীতম্ (দেবগণ ও মনুষ্যগণকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত) অশুভঘ্নং স্বযশঃ (অশুভনাশক স্বীয় যশঃ) শৃণ্বন (শ্রবণ করিতে করিতে) শনকৈঃ (ধীরে ধীরে) বিদেহান্ অগাৎ [বিদেহদেশে গমন করিলেন) ॥ ২১॥

অনুবাদ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে যে দেশ অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই সেই দেশে পুরবাসী ও দেশবাসী জনগণ অর্ঘ্য হস্তে লইয়া, গ্রহগণের সহিত সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় মুনিগণের সহিত সমাগত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে লাগিল ॥ ১৯॥ হে রাজন্! তখন আনর্ত্ত, মরু, কুরুজাঙ্গল, কঙ্ক, মৎস্য, পাঞ্চাল, কুন্তি, মধু, কেকয়, কোশল ও অর্ণদেশীয় জনগণ এবং অন্যান্য দেশের নর-নারীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদার হাস্য ও স্নিগ্ধ দৃষ্টিসমন্বিত মুখপদ্ম নয়নসমূহের দ্বারা পান করিতে লাগিল অর্থাৎ তাহারা নির্নিমেষলোচনে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল দর্শন করিতে লাগিল ॥ ২০॥ ত্রিলোকের গুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের দর্শনমাত্রে যাহাদিগের জ্ঞানদৃষ্টি নির্ম্মল হইল, সেই নানাদেশীয় নর-নারীগণকে আজীবন প্রয়োজনসম্পাদনের জ্ঞান ও মোক্ষের উপায় ভক্তিযোগ প্রদান করিতে করিতে এবং যাহা শ্রবণে দিক্‌সমূহ পবিত্র হয়, সেই দেবগণ ও মনুষ্যগণকর্ত্তৃক কীর্ত্তিত অশুভনাশক স্বীয় নির্ম্মল যশঃ শ্রবণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে বিদেহ দেশে আগমন করিলেন ॥ ২১॥

শ্রীধর—প্রভুরেব স্বয়ং বিদেহান্ দেশান্ প্রযযৌ ॥ ১৭॥ কৃষ্ণো ব্যাসঃ, রামো ভার্গবঃ, অহং শুকঃ, এবমাদিভিঃ সহ ॥ ১৮-১৯॥ আনর্ত্তাদ্যর্ণান্তাস্তদ্দেশবর্ত্তিনো নৃনার্য্যঃ, উদারহাসং স্নিগ্ধমীক্ষণং যস্মিং স্তং, দৃশিভির্নেত্রৈঃ ॥ ২০॥

তেঽচ্যুতং প্রাপ্তমাকর্ণ্য পৌরা জানপদা নৃপ ।
অভীয়ুর্মুদিতাস্তস্মৈ গৃহীতার্হণপাণয়ঃ ॥ ২২ ॥
দৃষ্ট্বা তমুত্তমশ্লোকং প্রীত্যুৎফুল্লাননাশয়াঃ ।
কৈর্ধৃতাঞ্জলিভির্নেমুঃ শ্রুতপূর্ব্বাংস্তথা মুনীন ॥ ২৩ ॥
স্বানুগ্রহায় সম্প্রাপ্তং মন্বানৌ তং জগদ্গুরুম্ ।
মৈথিলঃ শ্রুতদেবশ্চ পাদয়োঃ পেততুঃ প্রভোঃ ॥ ২৪ ॥
ন্যমন্ত্রয়েতাং দাশার্হমাতিথ্যেন সহ দ্বিজৈঃ ।
মৈথিলঃ শ্রুতদেবশ্চ যুগপৎ সংহতাঞ্জলী ॥ ২৫ ।

অন্বয়—নৃপ ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !) তে জানপদাঃ পৌরাঃ (সেই বিদেহদেশবাসী ও মিথিলা নগরবাসী জনগণ) অচ্যুতং প্রাপ্তম্ আকর্ণ্য (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া) মুদিতাঃ [সন্তঃ] (আনন্দিত হইয়া) তস্মৈ (তাঁহার নিমিত্ত) গৃহীতার্হণপাণয়ঃ (পূজোপহার হস্তে লইয়া) অভীয়ুঃ (তাঁহার অভিমুখে গমন করিল) ॥ ২২ ॥

[তেঃ তে] (তাহার পর তাহারা) উত্তমশ্লোকং তং (পবিত্রকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে) তথা শ্রুতপূর্ব্বান মুনীন (এবং পূর্ব্বে যাঁহাদিগের কথা শুনিয়াছিল, সেই সকল মুনিকে) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) প্রীত্যুৎফুল্লাননাশয়াঃ [সন্তঃ] (প্রীতিহেতু উৎফুল্লবদন ও উৎফুল্লচিত্ত হইয়া) ধৃতাঞ্জলিভিঃ কৈঃ নেমুঃ (মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া প্রণাম করিল) ॥ ২৩ ।

মৈথিলঃ শ্রুতদেবঃ চ (মিথিলাধিপতি বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেব) জগদ্গুরুং তং স্বানুগ্রহায় সংপ্রাপ্তং (জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন) মন্বানৌ (মনে করিয়া) প্রভোঃ পাদয়োঃ পেততুঃ (প্রভুর পাদযুগলে নিপতিত হইলেন) ॥ ২৪ ॥

[অথ] (অনন্তর) মৈথিলঃ শ্রুতদেবঃ চ (মিথিলাধিপতি বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেব) যুগপৎ সংহতাঞ্জলী [সন্তৌ] (যুগপৎ কৃতাঞ্জলি হইয়া) আতিথ্যেন (অতিথিসংকারের বিধি অনুসারে) দ্বিজৈঃ সহ দাশার্হং (মুনিগণের সহিত যাদবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে) ন্যমন্ত্রয়েতাম্ (নিমন্ত্রণ করিলেন) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! তখন বিদেহদেশবাসী ও মিথিলানগরবাসী জনগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়া তাঁহার নিমিত্ত পূজোপহার হস্তে লইয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিল ॥ ২২ ॥ তাহার পর তাহারা পবিত্রকীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে এবং পূর্ব্বে যাঁহাদিগের কথা শুনিয়াছিল, সেই সকল মুনিকে দর্শন করিয়া প্রীতিহেতু প্রফুল্লবদন ও উৎফুল্লচিত্ত হইয়া মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করতঃ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিল ॥ ২৩ ॥ তখন মিথিলাধিপতি বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেব, জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন মনে করিয়া প্রভুর পাদযুগলে নিপতিত হইলেন ॥ ২৪ ॥ অনন্তর বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেব উভয়েই যুগপৎ কৃতাঞ্জলি হইয়া অতিথিসংকারের বিধি অনুসারে মুনিগণের সহিত যাদবশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীধর—স্ববীক্ষণেনৈব বিনষ্টতমিস্রা দৃগ্ যেষাং তেভ্যঃ ক্ষেমমভয়ম অর্থদৃশং তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ ॥ ২১ ॥ অভীয়ুঃ প্রত্যুজ্জগ্মুঃ ॥ ২২ ॥ প্রীত্যা উৎফুল্লানি আননানি আশয়া অন্তঃকরণানি চ যেষাং তে, কৈঃ শিরোভিঃ ॥ ২৩ ২৫ ॥

ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য দ্বয়োঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
উভয়োরাবিশদ্গেহমুভাভ্যাং তদলক্ষিতঃ ॥ ২৬ ॥
শ্রোতুমপ্যসতাং দূরান্ জনকঃ স্বগৃহাগতান্।
আনীতেষ্বসনাগ্র্যেষু সুখাসীনান্ মহামনাঃ ॥ ২৭ ॥
প্রবৃদ্ধভক্ত্যা উদ্ধর্ষহৃদয়াস্রাবিলেক্ষণঃ।
নত্বা তদঙ্ঘ্রীন্ প্রক্ষাল্য তদপো লোকপাবনীঃ ॥ ২৮ ॥
সকুটুম্বো বহন্ মূর্দ্ধ্না পূজয়াঞ্চক্র ঈশ্বরান্।
গন্ধমাল্যাম্বরাকল্প-ধূপদীপার্ঘ্যগোবৃষৈঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়—ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) তৎ অভিপ্রেত্য (তাঁহাদের উভয়ের নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া) দ্বয়োঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া (উভয়ের প্রিয়সম্পাদন করিবার ইচ্ছায়) তদলক্ষিতঃ [সন্] (উভয়ে জানিতে পারিলেন না, এইরূপভাবে) উভাভ্যাং [রূপাভ্যাম্] (দুই মূর্ত্তিতে) উভয়োঃ গেহম্ আবিশৎ (উভয়ের গৃহে প্রবেশ করিলেন) ॥ ২৬ ॥

[ততঃ] (তাহার পর) মহামনাঃ জনকঃ (মহামনস্বী রাজা বহুলাশ্ব) অসতাং শ্রোতুম্ অপি দূরান (যাঁহাদের কথা শ্রবণ করাও অসাধু ব্যক্তিগণের পক্ষে দুর্ল্লভ, দর্শন করা ত দূরে, সেই) স্বগৃহাগতান্ (নিজগৃহে আগত) আনীতেষু আসনাগ্র্যেষু সুখাসীনান্ (ও নিজকর্ত্তৃক আনীত উত্তম আসনে সুখে সমুপবিষ্ট) ঈশ্বরান্ (জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ও নারদাদি মুনিগণকে) প্রবৃদ্ধভক্ত্যা উদ্ধর্ষহৃদয়াস্রাবিলেক্ষণঃ [সন্] (প্রবৃদ্ধ ভক্তিহেতু হৃষ্টচিত্ত ও অশ্রুপূর্ণলোচন হইয়া) নত্বা (প্রণাম করতঃ) তদঙ্ঘ্রীন্ প্রক্ষাল্য (তাঁহাদিগের শ্রীচরণসমূহ প্রক্ষালন করিয়া) লোকপাবনীঃ তদপঃ (লোকপাবক সেই পাদপ্রক্ষালন জল) সকুটুম্বঃ [সন্] (পরিজনগণের সহিত) মূর্দ্ধ্না বহন্ (মস্তকে ধারণ করত) গন্ধমাল্যাম্বরাকল্প-ধূপদীপার্ঘ্যগোবৃষৈঃ (গন্ধ, মালা, বস্ত্র, ভূষণ, ধূপ, দীপ, অর্ঘ্য ও গোবৃষসমূহের দ্বারা) [তান্] পূজয়াঞ্চক্রে (তাঁহাদিগের পূজা করিলেন) ॥ ২৭—২৯ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের উভয়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া উভয়েরই প্রিয়সম্পাদন করিবার ইচ্ছায়-তাঁহারা উভয়ে জানিতে পারিলেন না, এইরূপভাবে দুই মূর্ত্তিতে উভয়ের গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৬॥ যাঁহাদিগের কথা শ্রবণ করাও অসাধু ব্যক্তিগণের পক্ষে দুর্ল্লভ, দর্শন করা ত দূরে, সেই জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও নারদাদি মুনিগণ বহুলাশ্বের গৃহে আগমন করিলে ও তৎকর্ত্তৃক আনীত উত্তমাসনে উপবেশন করিলে, প্রবৃদ্ধ ভক্তিহেতু মহামনস্বী রাজা বহুলাশ্বের চিত্ত আনন্দে বিভোর ও নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় তিনি তাঁহাদিগকে প্রণাম করতঃ তাঁহাদিগের শ্রীচরণসমূহ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং লোকপাবন সেই পাদ-প্রক্ষালনজল পরিজনগণের সহিত মস্তকে ধারণ করতঃ গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র, ভূষণ, ধূপ, দীপ, অর্ঘ্য ও গোবৃষসমূহের দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করিলেন ॥ ২৭—২৯ ॥

শ্রীধর—তদভিপ্রেত্য অঙ্গীকৃত্য তৎ তদা উভাভ্যামপি তাভ্যাং মদ্গৃহাদন্যস্য গেহং যাতীত্যলক্ষিতোঽবিদিতঃ। যদ্বা উভাভ্যাং রূপাভ্যাং তদলক্ষিতস্তাভ্যামলক্ষিত ইতি ॥ ২৬-২৭ ॥ উদ্ধর্ষমুদ্গতহর্ষং হৃদয়ং যস্য অস্রৈরাবিলে ক্লিন্নে ঈক্ষণে যস্য সঃ, স চ স চ। ২৮ ॥ ঈশ্বরান্ ঈশ্বরং তত্তুল্যাংশ্চেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

বাচা মধুরয়া প্রীণন্নিদমাহান্নতর্পিতান্।
পাদাবঙ্কগতৌ বিষ্ণোঃ সংস্পৃশন্ শনকৈর্ম্মুদা ॥ ৩০ ॥

শ্রীরাজোবাচ

ভবান্ হি সর্ব্বভূতানামাত্মা সাক্ষী স্বদৃগ্ বিভো।
অথ নস্ত্বৎপদাম্ভোজং স্মরতাং দর্শনং গতঃ ॥ ৩১ ॥
স্ববচস্তদৃতং কর্ত্তুমস্মদ্দৃগ্গোচরো ভবান্।
যদাত্থৈকান্তভক্তান্মে নানন্তঃ শ্রীরজঃ প্রিয়ঃ ॥ ৩২ ॥
কো নু ত্বচ্চরণাম্ভোজমেবংবিদ্বিসৃজেৎ পুমান্।
নিষ্কিঞ্চনানাং শান্তানাং মুনীনাং যস্ত্বমাত্মদঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়—[অথ সঃ] (অনন্তর রাজা বহুলাশ্ব) অন্নতর্পিতান্ [তান্] (তাঁহারা অন্ন, জল ও তাম্বূলাদির দ্বারা পরিতৃপ্ত হইলে তাঁহাদিগকে) মধুরয়া বাচা প্রীণন্ (সুমধুর বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া) মুদা (আনন্দের সহিত) অঙ্কগতৌ বিষ্ণোঃ পাদৌ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল ক্রোড়দেশে স্থাপন করিয়া) [তাহা] সংস্পৃশন (সম্মর্দ্দন করিতে করিতে) শনকৈঃ ইদম্ আহ (ধীরে ধীরে এইরূপ বলিতে লাগিলেন) ॥ ৩০ ॥

শ্রীরাজা উবাচ (রাজা বহুলাশ্ব বলিলেন) বিভো (হে বিভো !) স্বদৃক্ ভবান্ হি (স্বপ্রকাশ আপনিই) সর্ব্বভূতানাম্ আত্মা সাক্ষী [চ] (সর্ব্বভূতের আত্মা ও সাক্ষী); অথ (এই কারণে) [ভবান্] (আপনি) ত্বৎপদাম্ভোজং স্মরতাং নঃ (ভবদীয় শ্রীচরণকমল ধ্যানকারী আমাদিগের) দর্শনং গতঃ (দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন) ॥ ৩১ ॥

[হে ভগবন্ !] "একান্তভক্তাৎ (একান্ত ভক্ত অপেক্ষা) অনন্তঃ শ্রীঃ অজঃ [অপি] (বন্ধু অনন্তদেব, ভার্য্যা লক্ষ্মীদেবী এবং পুত্র ব্রহ্মাও) মে ন প্রিয়ঃ (আমার প্রিয় নহে)" [ইতি] যৎ [ত্বম্] আত্থ (ইহা যে আপনি বলিয়া থাকেন), তৎ স্ববচঃ (সেই নিজ বাক্য) ঋতং কর্ত্তুং (সত্য করিবার জন্য) ভবান্ অস্মদ্দৃগ্গোচরঃ [জাতঃ] (আপনি আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন) ॥ ৩২ ॥

যঃ ত্বং (আপনি) নিষ্কিঞ্চনানাং শান্তানাং মুনীনাং (নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ যাঁহাদের কিছুই নাই, সেই শান্ত মুনিগণের) আত্মদঃ (মোক্ষ-প্রদাতা), এবংবিৎ কঃ নু পুমান্ (ইহা জানিয়া কোন্ ব্যক্তি) ত্বচ্চরণাম্ভোজং বিসৃজেৎ (আপনার শ্রীচরণকমল পরিত্যাগ করিতে পারে ?) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ —অনন্তর তাঁহারা অন্ন জল ও তাম্বূলাদির দ্বারা পরিতৃপ্ত হইলে রাজা বহুলাশ্ব তাঁহাদিগকে সুমধুর বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া আনন্দের সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণযুগল স্বীয় ক্রোড়দেশে স্থাপনপূর্ব্বক সম্মর্দ্দন করিতে করিতে ধীরে ধীরে এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ রাজা বহুলাশ্ব কহিলেন হে বিভো ! স্বপ্রকাশ আপনিই সর্ব্বভূতের আত্মা ও সাক্ষী, এইজন্যই আপনি ভবদীয় শ্রীচরণকমল ধ্যানকারী আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন ॥ ৩১ ॥ হে ভগবন্ ! "আমার একান্ত ভক্ত অপেক্ষা বন্ধু অনন্তদেব, ভার্য্যা লক্ষ্মীদেবী এবং পুত্র ব্রহ্মাও আমার প্রিয় নহে" ইহা যে আপনি বলিয়া থাকেন, সেই নিজবাক্য সত্য করিবার জন্যই আপনি আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন ॥ ৩২ ॥ হে ভগবন্ ! আপনি নিষ্কিঞ্চন শান্ত মুনিগণের মোক্ষপ্রদাতা, ইহা জানিয়া কোন্ ব্যক্তি আপনার শ্রীচরণকমল পরিত্যাগ করিতে পারে ? ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধর প্রীণন্ প্রীণয়ন্, সংস্পৃশন্ সম্মর্দ্দয়ন্ ॥ ৩০ ॥

যোঽবতীর্য্য যদোর্বংশে নৃণাং সংসরতামিহ।
যশো বিতেনে তচ্ছান্ত্যৈ ত্রৈলোক্যবৃজিনাপহম্ ॥ ৩৪ ॥
নমস্তুভ্যং ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
নারায়ণায় ঋষয়ে শান্তায় তপ ঈয়ুষে ॥ ৩৫ ॥
দিনানি কতিচিদ্ভূমন্ ! গৃহান্ নো নিবস দ্বিজৈঃ।
সমেতঃ পাদরজসা পুনীহীদং নিমেঃ কুলম্ ॥ ৩৬ ॥
ইত্যুপামন্ত্রিতো রাজ্ঞা ভগবান্ লোকভাবনঃ।
উবাস কুর্ব্বন্ কল্যাণং মিথিলানরযোষিতাম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয় –যঃ [ভবান্] (আপনি) যদোঃ বংশে অবতীর্য্য (যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া) ইহ সংসরতাং নৃণাং (এই জগতে পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ পরিগ্রহকারী মনুষ্যগণের) তচ্ছান্ত্যৈ (ঐ জন্মমরণপ্রবাহ নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত) ত্রৈলোক্যবৃজিনাপহং যশঃ (ত্রিলোকের পাপনাশক স্বীয় যশ) বিতেনে (বিস্তার করিতেছেন) ॥ ৩৪ ॥

[হে বিভো !] তপঃ ঈয়ুষে শান্তায় নারায়ণায় ঋষয়ে (আপনি তপস্যায় নিরত শান্ত নারায়ণ ঋষি), অকুণ্ঠমেধসে (আপনার জ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন, এতাদৃশ) ভগবতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে নমস্কার) ॥ ৩৫ ॥

ভূমন্ (হে সর্ব্বব্যাপিন্ !) [ত্বং] (আপনি) দ্বিজৈঃ সমেতঃ [সন্] (মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া) কতিচিৎ দিনানি (কিছু দিন) নঃ গৃহান্ (আমাদিগের গৃহে) নিবস (বাস করুন), [ত্বং] (আপনি) পাদরজসা (পদধূলির দ্বারা) ইদং নিমেঃ কুলং (এই নিমির কুলকে) পুনীহি (পবিত্র করুন) ॥ ৩৬ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !] রাজ্ঞা ইতি উপামন্ত্রিতঃ (রাজা বহুলাশ্বকর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া) লোকভাবনঃ ভগবান্ (লোকপালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) মিথিলানরযোষিতাং (মিথিলাবাসী নরনারীগণের) কল্যাণং কুর্ব্বন্ (কল্যাণ-বিধান করতঃ) [তত্র] উবাস (তথায় বাস করিতে লাগিলেন) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ –আপনি যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া এই জগতে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ পরিগ্রহকারী মনুষ্যগণের ঐ জন্মমরণপ্রবাহ নিবৃত্ত করিবার নিমিত্তই ত্রিলোকের পাপনাশক স্বীয় যশ বিস্তার করিতেছেন ॥ ৩৪ ॥ হে বিভো ! আপনি তপস্যায় নিরত শান্ত নারায়ণ ঋষি, আপনার জ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন, আপনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৫ ॥ হে সর্ব্বব্যাপিন্ ! আপনি মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া কিছুদিন আমাদিগের গৃহে বাস করুন, আপনি পদধূলির দ্বারা এই নিমির কুলকে পবিত্র করুন ॥ ৩৬ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! লোকপালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাজা বহুলাশ্বকর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া মিথিলাবাসী নর-নারীগণের কল্যাণ বিধান করতঃ তথায় বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধর—আত্মা চেতয়িতা, সাক্ষী প্রকাশকঃ, স্বদৃক্ স্বপ্রকাশঃ। অথ অতঃ কারণাৎ ॥ ৩১ ॥ অনন্তো বন্ধুরপি শ্রীর্ভার্য্যাপি অজঃ পুত্রোঽপি ॥ ৩২-৩৩ ॥ তচ্ছান্ত্যৈ সংসারোপশমায় ॥ ৩৪-৩৫ ॥ গৃহান্ গৃহেষিত্যর্থঃ ॥ ৩৬-৩৭ ॥

শ্রুতদেবোঽচ্যুতং প্রাপ্তং স্বগৃহান্ জনকো যথা।
নত্বা মুনীন্ সুসংহৃষ্টো ধুন্বন্ বাসো ননর্ত্ত হ ॥ ৩৮ ॥
তৃণপীঠবৃসীষ্বেতানানীতেষূপবেশ্য সঃ।
স্বাগতেনাভিনন্দ্যাঙ্ঘ্রীন্ সভার্য্যোঽবনিজে মুদা ॥ ৩৯ ॥
তদম্ভসা মহাভাগ আত্মানং সগৃহান্বয়ম্।
স্নাপয়াঞ্চক্র উদ্ধর্ষো লব্ধসর্ব্বমনোরথঃ ॥ ৪০ ॥
ফলার্হণোশীরশিবামৃতাম্বুভির্মৃদা সুরভ্যা তুলসীকুশাম্বুজৈঃ।
আরাধয়ামাস যথোপপন্নয়া সপর্য্যয়া সত্ত্ববিবর্দ্ধনান্ধসা ॥ ৪১ ॥

অন্বয় — [হে রাজন্! এদিকে] জনকঃ যথা (রাজা বহুলাশ্বের ন্যায়) শ্রুতদেবঃ [অপি] (দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রুতদেবও) স্বগৃহান্ প্রাপ্তং অচ্যুতং [স্বগৃহান্ প্রাপ্তান্] মুনীন্ [চ] (নিজগৃহে সমাগত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ও মুনিগণকে) নত্বা (প্রণাম করিয়া) সুসংহৃষ্টঃ [সন্] (অতিশয় আনন্দিত হইয়া) বাসঃ ধুন্বন্ (বস্ত্র পরিভ্রমণ করাইয়া) ননর্ত্ত হ (নৃত্য করিতে লাগিলেন) ॥ ৩৮ ॥

[ততঃ] সঃ (তৎপরে শ্রুতদেব) আনীতেষু তৃণপীঠবৃসীষু (স্বয়ং আনীত তৃণময় ও কুশময় আসনসমূহে) এতান্ উপবেশ্য (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ সকলকে উপবেশন করাইয়া) স্বাগতেন অভিনন্দ্য (স্বাগত দ্বারা বন্দনা করিয়া) মুদা (সানন্দে) সভার্য্যঃ (পত্নীর সহিত) [তেষাম্] অঙ্ঘ্রীন্ অবনিজে (তাঁহাদিগের চরণ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন) ॥ ৩৯ ॥

[অথ] মহাভাগঃ [সঃ] (অনন্তর মহাসৌভাগ্যশালী শ্রুতদেব) লব্ধসর্ব্বমনোরথঃ উদ্ধর্ষঃ [চ] [সন্] (সর্ব্বমনোরথ প্রাপ্ত ও অতিশয় আনন্দিত হইয়া) তদম্ভসা (সেই পাদপ্রক্ষালন জলের দ্বারা) সগৃহান্বয়ম্ আত্মানং (গৃহ ও পরিজনবর্গের সহিত নিজেকে) স্নাপয়াঞ্চক্রে (অভিষিক্ত করিলেন) ॥ ৪০ ॥

[ততঃ সঃ] (তৎপরে শ্রুতদেব) ফলার্হণোশীরশিবামৃতাম্বুভিঃ (আম্র কদলী প্রভৃতি ফল, গন্ধ, পুষ্প প্রভৃতি পূজাদ্রব্য, উশীর নামক তৃণবিশেষের মূল, সুবাসিত ও অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু জল), সুরভ্যা মৃদা (সুগন্ধ মৃত্তিকা), তুলসীকুশাম্বুজৈঃ (তুলসী, কুশ, পদ্ম) সত্ত্ববর্দ্ধনান্ধসা [চ] (এবং অন্তঃকরণশোধক অন্ন এই সকল) যথোপপন্নয়া সপর্য্যয়া (অনায়াসলব্ধ পূজোপকরণের দ্বারা) [তান্] আরাধয়ামাস (তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ হে রাজন্! রাজা বহুলাশ্বের ন্যায় এদিকে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রুতদেবও নিজগৃহে সমাগত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ও মুনিগণকে প্রণাম করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া বস্ত্র পরিভ্রমণ করাইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ তাহার পর শ্রুতদেব স্বয় তৃণময় ও কুশময় আসনসমূহ আনয়ন করিয়া তাহাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ সকলকে উপবেশন করাইলেন এবং স্বাগত দ্বারা বন্দনা করিয়া সানন্দে পত্নীর সহিত তাহাদিগের শ্রীচরণসমূহ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন ॥ ৩৯ ॥ অনন্তর মহাসৌভাগ্যশালী শ্রুতদেব সর্ব্বমনোরথ প্রাপ্ত ও অতিশয় আনন্দিত হইয়া সেই পাদপ্রক্ষালন জলের দ্বারা গৃহ ও পরিজনবর্গের সহিত নিজেকে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৪০ ॥ তাহার পর শ্রুতদেব আম্র কদলী প্রভৃতি ফল, গন্ধ পুষ্প প্রভৃতি পূজাদ্রব্য, উশীর নামক তৃণের মূল, সুবাসিত অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু জল, সুগন্ধ মৃত্তিকা, তুলসী, কুশ, পদ্ম এবং অন্তঃকরণশোধক অন্ন এই সকল অনায়াসলব্ধ পূজোপকরণের দ্বারা তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন ॥ ৪১ ॥

শ্রীধর — ধুন্বন্ পরিভ্রময়ন্ ॥ ৩৮ ॥ অবনিজে অবনিনিজে প্রক্ষালিতবান্ ॥ ৩৯ ৪০ ॥

স তর্কয়ামাস কুতো মমাম্বভূদ গৃহান্ধকূপে পতিতস্য সঙ্গমঃ।
যং সর্ব্বতীর্থাস্পদপাদরেণুভি কৃষ্ণেন চাস্যাত্মনিকেতভূসুরৈঃ ॥ ৪২ ॥

সুপবিষ্টান কৃতাতিথ্যান শ্রুতদেব উপস্থিতঃ।
সভার্য্যস্বজনাপত্য উবাচাঙ্ঘ্র্যভিমর্শনঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীশ্রুতদেব উবাচ

নাদ্য নো দর্শনং প্রাপ্ত পরং পরমপূরুষঃ।
যহীদং শক্তিভিঃ সৃষ্ট্বা প্রবিষ্টো হ্যাত্মসত্তয়া ॥ ৪৪ ॥

অন্বয় কৃষ্ণেন (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত) সর্বতীর্থাস্পদপাদরেণুভি অস্য আত্মনিকেতভূসুরৈঃ চ (এবং যাহাদিগের পদধূলি সর্বতীর্থের আশ্রয়, সেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি ধ্যানকারী মুনিগণের সহিত) য সঙ্গমঃ (যে মিলন, তাহা) গৃহান্ধকূপে পতিতস্য মম (গৃহরূপ অন্ধকূপে পতিত আমার) তত্র (অহো) কুতঃ অভূৎ (কি প্রকারে সম্ভাবিত হইল?) [ইতি] সঃ তর্কয়ামাস (ইহা শ্রুতদেব চিন্তা করিতে লাগিলেন) ॥ ৪২ ॥

[অথ] শ্রুতদেবঃ (অনন্তর শ্রুতদেব) সভার্য্যস্বজনাপত্যঃ (পত্নী, শিষ্যাদি পরিজন ও পুত্রগণের সহিত) উপস্থিতঃ (শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ মুনিগণের সমীপে উপবিষ্ট হইয়া) অঙ্ঘ্র্যভিমর্শনঃ (তাঁহাদের পাদমর্দ্দন করিতে করিতে) সুপবিষ্টান কৃতাতিথ্যান [তান] (সুখে উপবিষ্ট ও আতিথ্যসৎকারপ্রাপ্ত তাঁহাদিগকে) উবাচ (বলিতে লাগিলেন) ॥ ৪৩ ॥

শ্রীশ্রুতদেবঃ উবাচ (শ্রুতদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) [হে ভগবন] পরমপুরুষঃ [ত্বং] (পরমপুরুষ আপনি) যর্হি (যখন) শক্তিভিঃ (স্বীয় শক্তিসমূহের দ্বারা) ইদং সৃষ্ট্বা (এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া) আত্মসত্তয়া হি প্রবিষ্টঃ (আত্মসত্তায় ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন), [তদা অন্তর্য্যামিত্বেন জীবসহচর অপি ত্বং] (তখন অন্তর্যামিরূপে জীবের সহচর হইয়াও আপনি) নঃ দর্শনং ন প্রাপ্ত (আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হন নাই), [কারণ আমরা তখন আপনার প্রতি ভক্তিমান্ ছিলাম না)। পরম অদ্য (কেবল আজ) [ত্বং নঃ দর্শনং প্রাপ্ত] (আপনি আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইলেন)। [কারণ এক্ষণে আমরা আপনার প্রতি ভক্তিমান হইয়াছি)। ৪৪ ॥

অনুবাদ—তখন দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রুতদেব এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত এবং যাহাদিগের পদধূলি সর্ব্বতীর্থের আশ্রয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি ধ্যানকারী সেই মুনিগণের সহিত যে মিলন, অহো! সেই মিলন গৃহরূপ অন্ধকূপে পতিত আমার কি প্রকারে সম্ভাবিত হইল ॥ ৪২ ॥ অনন্তর শ্রুতদেব পত্নী, শিষ্যাদি, পুত্র ও পরিজনবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ মুনিগণের সমীপে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের পাদমর্দ্দন করিতে করিতে সুখে উপবিষ্ট ও আতিথ্যসৎকারপ্রাপ্ত তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৩। শ্রুতদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে ভগবন! পরমপুরুষ আপনি যখন স্বীয় শক্তিসমূহের দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া আত্মসত্তায় অর্থাৎ অন্তর্যামিরূপে ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন তখন অন্তর্যামিরূপে জীবের সহচর হইয়াও আপনি আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হন নাই। কারণ আমরা তখন আপনার প্রতি ভক্তিমান ছিলাম না। কেবল আজই আপনি আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন, কারণ এক্ষণে আমরা আপনার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়াছি ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধর—ফলৈরামলকাদিভিঃ অর্হণৈঃ উশীরৈস্তৃণবিশেষমূলৈঃ সুবাসিতৈঃ শিবৈরমৃতবৎ স্বাদু ভিরদ্ভিঃ মৃত্তিকয়া মৃদা কস্তুরীপ্রমুখয়া সপর্য্যয়া পূজয়া যথোপপন্নয়া অনায়াসেন সম্পন্নয়া ভূতাহুপদ্রবলব্ধত্বাৎ, সত্ত্ববিবর্দ্ধনং যদন্ধোঽন্নং তেন চ ॥ ৪১ ॥

যথা শয়ান পুরুষো মনসৈবাত্মমায়য়া
সৃষ্ট্বা লোকং পরং স্বাপ্নমনুবিশ্যাবভাসতে ॥ ৪৫ ॥
শৃণ্বতাং গদতাং শশ্বদর্চ্চতাং ত্বাভিবন্দতাম্ ।
নৃণাং সম্বদতামন্তর্হৃদি ভাস্যমলাত্মনাম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়—যথা (যেমন) শয়ানঃ পুরুষঃ (নিত্যপ্রবুদ্ধ পরমপুরুষ পরমেশ্বর) মনসৈব (সংকল্পমাত্রেই) স্বাপ্নং লোকং সৃষ্ট্বা (স্বপ্নকালীন লোক সৃষ্টি করিয়া) অনুবিশ্য (তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া) পরং [পরেভ্যঃ] (শ্রেষ্ঠ নিজভক্তের নিকটেই) আত্মমায়য়া (নিজ মায়ার দ্বারা) অবভাসতে (প্রকটিত হইয়া থাকেন), [নতু সর্বং প্রতি] [সকলের নিকটে প্রকটিত হন না), তথা ইদং সৃষ্ট্বা অনুপ্রবিশ্য ভক্তং প্রত্যেব ভবান অবভাসতে, নতু সর্বং প্রতি] (সেইরূপ এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ভক্তের নিকটেই আপনি প্রকটিত হইয়া থাকেন, সকলের নিকটে প্রকটিত হন না) ॥ ৪৫ ॥

[হে ভগবন্ !] শশ্বৎ [ত্বৎকথাং] শৃণ্বতাং (যাহারা নিরন্তর আপনার স্বরূপগুণাদি শ্রবণ করেন), গদতাং (কীর্ত্তন করেন), ত্বা অর্চ্চতাম অভিবন্দতাং (আপনার অর্চনা করেন, বন্দনা করেন) সম্বদতাং (এবং আপনার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন, তাদৃশ) অমলাত্মনাং নৃণাম (নির্ম্মলচিত্ত মনুষ্যগণের) অন্তর্হৃদি (হৃদয়াভ্যন্তরে) [ত্বং] (আপনি) ভাসি (প্রকাশিত হইয়া থাকেন) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—যেমন নিত্যপ্রবুদ্ধ পরমপুরুষ পরমেশ্বর সংকল্পমাত্রে স্বপ্নকালীন লোক সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া শ্রেষ্ঠ নিজভক্তের নিকটেই নিজ মায়ার দ্বারা প্রকটিত হইয়া থাকেন, সকলের নিকটে প্রকটিত হন না, সেইরূপ এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ভক্তের নিকটেই আপনি প্রকটিত হইয়া থাকেন, সকলের নিকটে প্রকটিত হন না ॥ ৪৫ ॥ হে ভগবন ! যাঁহারা নিরন্তর আপনার স্বরূপগুণাদি শ্রবণ করেন, কীর্ত্তন করেন, আপনার অর্চ্চনা করেন, বন্দনা করেন এবং আপনার বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন আপনি সেই সকল নির্ম্মলচিত্ত মনুষ্যের হৃদয়াভ্যন্তরে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। আমার যে নয়নগোচর হইলেন, ইহা আমার পরম ভাগ্য ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধর—অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আত্মা মূর্ত্তিস্তস্য নিবেদিতৈঃ স্থানবিশেষৈর্ভক্তৈশ্চ সর্ব্বতীর্থাস্পদপাদরেণুভিঃ ব্রহ্মাদিভির্য সঙ্গমঃ সঃ মম বৃত্তোঽভূদিতি। অহো ইতি বিস্ময়ে। যদ্বা অ ইতি বিতর্কে, হ ইতি বিস্ময়ে ॥ ৪২ ॥ উপস্থিতঃ সমীপ উপবিষ্টঃ, ভার্য্যা ভর্ত্তব্যাঃ অপত্যানি চ তৈঃ সহিতঃ। শ্রীকৃষ্ণস্যাজ্ঞা মভিমৃশন্তি সম্বর্দ্ধয়ন্তীতি অঙ্ঘ্র্যভিমর্শনঃ ॥ ৪৩ ॥ যস্ত্বীদং প্রবিষ্টস্তদৈব দর্শনং প্রাপ্ত ইতি স এব সম্যাক্রোঽনন্ত কনীভূতস্মিত্যর্থ। নন্দ লোকস্মান্ ভক্তৈব প্রাপ্ত ইতি ন, কিন্তু তদৈব প্রাপ্তঃ যস্ত্বীদং বিশ্বং স্বশক্তিভিঃ সত্ত্বাদিভিঃ সৃষ্ট্বা স্বসত্ত্বয়া অনুপ্রবিষ্টস্তম। তদ্দর্শনস্য পরং কেবলমত্রৈব প্রাপ্তম্ ॥ ৪৪ ॥ মায়াসৃষ্টির্দেশয়ে রেণিত্যানুপ্রবেশৌ দৃষ্টান্তেনাহ— যথেতি। আত্মমায়য়া স্বাবিদ্যয়া ইত্যর্থঃ। যদ্বা আত্মনস্তব মায়য়েতি ॥ ৪৫ ॥ কিঞ্চ শৃণ্বতামিতি। নিত্যং শ্রবণকীর্ত্তনাদপরাণামমলাত্মনামপি হৃত্যেব ত্বং ভাসি। মম তু লোচনগোচরস্ত্বম অহো ভাগ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥

হৃদিস্থোঽপ্যতিদূরস্থঃ কর্ম্মবিক্ষিপ্তচেতসাম্ ।
আত্মশক্তিভিরগ্রাহ্যোঽপ্যন্ত্যুপেতগুণাত্মনাম্ ॥ ৪৭ ॥
নমোঽস্তু তেঽধ্যাত্মবিদাং পরাত্মনে অনাত্মনে স্বাত্মবিভক্তমৃত্যবে ।
সকারণাকারণলিঙ্গমীয়ুষে স্বমায়য়া সংবৃতরুদ্ধদৃষ্টয়ে ॥ ৪৮ ॥

— [হে ভগবন্ ! কর্ম বিক্ষিপ্তচেতসাম (যাহাদিগের চিত্ত ঐহিক ও পারলৌকিক সুখসাধক কর্মসমূহের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহাদিগের) আত্মশক্তিভিঃ অপি (নিজ সুখের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত তপস্যা, ব্রত প্রভৃতি সাধনবলের দ্বারাও) [ত্বম] অগ্রাহ্য (আপনি অপ্রাপ্য হইয়া থাকেন), [অতঃ ত্বং তেষাং] (অতএব আপনি তাহাদিগের) হৃদিস্থঃ অপি অতি দূরস্থঃ (হৃদয়ে অবস্থিত হইয়াও অতি দূরে অবস্থিত), উপেতগুণাত্মনাং [তু] (কিন্তু আপনার স্বরূপগুণাদি শ্রবণে যাঁহাদিগের মন নির্মল হইয়াছে, তাঁহাদিগের) [অতিদূরস্থঃ অপি] (অতিদূরে অবস্থিত হইলেও) অন্তি [এব ত্বম অসি] (অতি নিকটেই আপনি থাকেন) ॥ ৪৭ ॥

[হে ভগবন্ !] অধ্যাত্মবিদাং পরাত্মনে (আপনি পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞগণের প্রাপ্য পরমাত্মা), অনাত্মনে স্বাত্মবিভক্তমৃত্যবে (আপনি নিজের প্রতি ভক্তিবিহীন জীবকে সংকল্পের দ্বারা সংসাররূপ অর্থাৎ জন্মমরণপ্রবাহরূপ মৃত্যু প্রদান করিয়া থাকেন), সকারণাকারণলিঙ্গম ঈয়ুষে (আপনি ভক্তকে অনুগ্রহ ও অভক্তকে নিগ্রহ করিবার কারণে এবং দেহোৎপাদক কর্ম-কালাদি কারণ বিনা অবতার বিগ্রহ ধারণ করিয়া থাকেন), স্বমায়য়া সংবৃতরুদ্ধদৃষ্টয়ে (আপনার মায়ায় আবৃত বলিয়া জীবগণের দৃষ্টি আপনাতে রুদ্ধ অর্থাৎ জীবগণ আপনাকে দেখিতে পায় না,) [এতাদৃশ] তে নমঃ অস্তু (আপনাকে নমস্কার) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ -হে ভগবন ! যাহাদিগের চিত্ত ঐহিক ও পারলৌকিক সুখসাধক কর্ম্মসমূহের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের নিজসুখের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত তপস্যা, ব্রত প্রভৃতি সাধনবলের দ্বারাও আপনি প্রাপ্য হন না , অতএব আপনি তাহাদিগের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়াও অতিদূরে থাকেন । কিন্তু আপনার স্বরূপগুণাদি শ্রবণে যাঁহাদিগের মন নির্ম্মল হইযাছে, আপনি তাহাদিগের অতিদূরে অবস্থিত হইলেও নিকটেই থাকেন ॥ ৪৭ ॥ হে ভগবন ! আপনি পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞগণের প্রাপ্য পরমাত্মা, আপনি নিজের প্রতি ভক্তিবিহীন জীবকে নিজসঙ্কল্পের দ্বারা সংসাররূপ অর্থাৎ জন্মমরণপ্রবাহরূপ মৃত্যু প্রদান করিয়া থাকেন । আপনি ভক্তকে অনুগ্রহ ও অভক্তকে নিগ্রহ করিবার কারণে এবং দেহোৎপাদক কর্ম্ম কালাদি কারণ বিনাও অবতার-বিগ্রহ ধারণ করিয়া থাকেন । আপনার মায়ায় আবৃত বলিয়া জীবগণ আপনাকে দেখিতে পায় না, এতাদৃশ আপনাকে নমস্কার ॥ ৪৮ ॥

শ্রীধর- নন্বু সর্বেষাং হৃদি স্থিতঃ কথং কেষাঞ্চিদেব হৃদি ভাসি ? মেঘৈঃ সূর্য্য ইব জীবোপাধিভিরাবৃতত্বাদিতি যদ্যুচ্যেত, তর্হি ন কস্যাপি ভাসীত্যত আহ হৃদিস্থোঽপীতি । কর্ম্ম ভির্বিক্ষিপ্তং চেতো যেষাং তেষামাত্মশক্তিভিরহঙ্কারাদি-ভিরগ্রাহ্যো ব্যবহিতোঽপি উপেতগুণঃ প্রাপ্তশ্রবণকীর্ত্তনাদিসংস্কার আত্মা অন্তঃকরণং যেষাং তেষামন্তি সমীপে অব্যবহিতস্তু মিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

দেবাঃ ক্ষেত্রাণি তীর্থানি দর্শনস্পর্শনার্চ্চনৈঃ।
শনৈঃ পুনন্তি কালেন তদপ্যর্হত্তমেক্ষয়া ॥ ৫২ ॥
ব্রাহ্মণো জন্মনা শ্রেয়ান সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ।
তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা কিমু মৎকলয়া যতঃ ॥ ৫৩ ॥
ন ব্রাহ্মণান্মে দয়িতং রূপমেতচ্চতুর্ভুজম।
সর্ব্ববেদময়ো বিপ্র সর্ব্বদেবময়ো হ্যহম ॥ ৫৪ ॥
দুষ্প্রজ্ঞা অবিদিত্বৈবমবজানন্ত্যসূয়ব।
গুরুং মাং বিপ্রমাত্মানমর্চ্চাদাবিজ্যাদৃষ্টয় ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়—[হে ব্রহ্মন।] দেবাঃ ক্ষেত্রাণি তীর্থানি (দেবতা, পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থসকল) দর্শনস্পর্শনার্চ্চনৈঃ (দর্শন স্পর্শন ও অর্চনার দ্বারা) কালেন শনৈঃ (বহুকালে ধীরে ধীরে) [জনান] পুনন্তি (জনগণকে পবিত্র করিয়া থাকেন); তদপি (তাহা কিন্তু) অর্হত্তমেক্ষয়া [এব ভবতি] (ভগবদ্ভক্তগণের দৃষ্টির দ্বারাই সম্পন্ন হয়) [অর্হত্তমাঃ তু অচিরেণৈব পুনন্তি] (কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ শীঘ্রই জনগণকে পবিত্র করিয়া থাকেন) ॥ ৫২ ॥

ইহ (এই জগতে) ব্রাহ্মণ জন্মনা [এব] (ব্রাহ্মণ জন্মের দ্বারাই) সর্বেষাং প্রাণিনাং শ্রেয়ান (সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ); তপসা বিদ্যয়া তুষ্ট্যা মৎকলয়া যুক্ত ব্রাহ্মণ] (তপস্যা, বিদ্যা, সন্তুষ্টি ও মদীয় বিগ্রহসমন্বিত ব্রাহ্মণ) [শ্রেয়ান্ ইতি] কিমু? [যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাহাতে আর বক্তব্য কি?] ॥ ৫৩ ॥

ব্রাহ্মণাৎ (ব্রাহ্মণ অপেক্ষা) এতৎ চতুর্ভুজং রূপম [অপি] (আমার এই চতুর্ভুজ রূপও) মে ন দয়িতম (আমার প্রিয় নহে); হি (যেহেতু) বিপ্রঃ সর্ববেদময়ঃ অহং সর্বদেবময়ঃ (ব্রাহ্মণ সর্ববেদময় ও আমি সর্বদেবময়); [প্রমাণস্বরূপ সর্ববেদময় ব্রাহ্মণ, প্রমেয়স্বরূপ সর্বদেবময় মদীয় রূপ হইতে অধিক প্রিয়] ॥ ৫৪ ॥

দুষ্প্রজ্ঞাঃ (মন্দবুদ্ধি জনগণ) এবং অবিদিত্বা (এইরূপ ব্রাহ্মণস্বভাব না জানিয়া) (অসূয়ব দোষদর্শী) অর্চ্চাদৌ ইজ্যাদৃষ্টয়ঃ [সন্তঃ] (ও প্রতিমাদিতে পূজাবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া) গুরুং মাম আত্মানং বিপ্রং (গুরুস্বরূপ মৎস্বরূপ ও পরমাত্মস্বরূপ ব্রাহ্মণকে) অবজানন্তি (অবজ্ঞা করিয়া থাকে) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ হে ব্রহ্মন! দেবতা, পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থসকল—দর্শন, স্পর্শন ও অর্চ্চন দ্বারা বহুকালে ধীরে ধীরে জনগণকে পবিত্র করিয়া থাকেন। তাহা আবার ভগবদ্ভক্তগণের দৃষ্টির দ্বারাই সম্পন্ন হয়, কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ শীঘ্রই জনগণকে পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ৫২ ॥ এই জগতে ব্রাহ্মণ, জন্মের দ্বারাই সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তপস্যা, বিদ্যা, সন্তুষ্টি ও মদীয় বিগ্রহসমন্বিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর বক্তব্য কি? ॥ ৫৩ ॥ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা এই চতুর্ভুজ রূপও আমার প্রিয় নহে, কারণ ব্রাহ্মণ সর্ব্ববেদময় এবং আমি সর্ব্বদেবময়। প্রমাণস্বরূপ সর্ব্ববেদময় ব্রাহ্মণ, প্রমেয়স্বরূপ সর্ব্বদেবময় মদীয় রূপ হইতে অধিক প্রিয় ॥ ৫৪ ॥ মন্দবুদ্ধি জনগণ এইরূপ ব্রাহ্মণ স্বভাব না জানিয়া দোষদর্শী হয় ও প্রতিমাদিতে পূজাবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া গুরুস্বরূপ, মৎস্বরূপ ও পরমাত্মস্বরূপ ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

শ্রীধর—স্বস্মিন্নাদরমত্যধিকং ব্রহ্মণ্যু মন্দমিত্যাশঙ্ক্য লোকসংগ্রহপরো ভগবান্ মত্তোঽপি ব্রাহ্মণেষু শ্রদ্ধাতিরেকং কুর্বিত্যেবং তমনুশাস্তি—ব্রহ্মন্নিতি সপ্তভিঃ। যথা হৃদি স্থিতেন ॥ ৫১ ॥ দেবাদিভ্যোঽপি ব্রাহ্মণাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যাহ—দেবা ইতি। তে শনৈঃ পুনন্তি, এতে তু সদ্যঃ। কিঞ্চ দেবাদীনি যৎ পুনন্তি, তদপ্যর্হত্তমানামীক্ষয়া দৃষ্ট্যেতি ॥ ৫৫ ॥

চরাচরমিদং বিশ্বং ভাবা যে চাস্য হেতবঃ।
মদ্রূপাণীতি চেতস্যাধত্তে বিপ্রো মদীক্ষয়া ॥ ৫৬ ॥
তস্মাদ্ ব্রহ্মঋষীনেতান্ ব্রহ্মন্! মচ্ছ্রদ্ধয়ার্চ্চয়!
এবঞ্চেদর্চ্চিতোঽস্ম্যদ্ধা নান্যথা ভূরিভূতিভিঃ ॥ ৫৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ

স ইত্থং প্রভুণাদিষ্টঃ সহকৃষ্ণান্ দ্বিজোত্তমান্।
আরাধ্যৈকাত্মভাবেন মৈথিলশ্চাপ তদ্গতিম্ ॥ ৫৮ ॥
এবং স্বভক্তয়ো রাজন্! ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্।
উষিত্বাদিশ্য সন্মার্গং পুনর্দ্বারবতীমগাৎ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
বহুলাশ্ব-শ্রুতদেবানুগ্রহো নাম ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬ ॥

অন্বয়—বিপ্রঃ (ব্রাহ্মণ) "চরাচরম্ ইদং বিশ্বং (চরাচর এই বিশ্ব) অস্য হেতবঃ যে চ ভাবাঃ [তে] (এবং এই বিশ্বের কারণ মহদাদি পদার্থসমূহ) মদ্রূপাণি (আমারই রূপ)" ইতি মদীক্ষয়া (এই প্রকার মদাত্মিকা দৃষ্টির দ্বারা) [মাং] চেতসি আধত্তে (আমাকে চিত্তে ধারণ করিয়া থাকেন) ॥ ৫৬ ॥

তস্মাৎ (অতএব) ব্রহ্মন্! (হে ব্রহ্মন্!) এতান ব্রহ্মঋষীন (এই সকল ব্রহ্মর্ষিকে) মচ্ছ্রদ্ধয়া (আমার প্রতি যেরূপ ভক্তি করিতে হয়, সেইরূপ ভক্তির দ্বারা) অর্চ্চয (অর্চ্চনা কর), এবং চেৎ (এইরূপ করা হইলে) [অহম্] অদ্ধা অর্চ্চিতঃ অস্মি (আমি যথার্থ অর্চ্চিত হইয়া থাকি), অন্যথা ভূরিভূতিভিঃ [অপি অহং] ন [অর্চ্চিতঃ অস্মি] (তাহা না হইলে বহু বিভবের দ্বারাও আমি যথার্থ অর্চ্চিত হই না) ॥ ৫৭ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] মৈথিলঃ সঃ চ (সেই মিথিলাবাসী শ্রুতদেব) প্রভুণা ইত্থম্ আদিষ্টঃ [সন্] (প্রভু শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া) ঐকাত্মভাবেন (একাগ্রচিত্তে ভক্তিভাবে) সহকৃষ্ণান্ দ্বিজোত্তমান্ আরাধ্য (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিপ্রশ্রেষ্ঠ মুনিগণের আরাধনা করিয়া) তদ্গতিম্ আপ (ভগবদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) ॥ ৫৮ ॥

রাজন! (হে রাজন্!) ভক্তভক্তিমান্ ভগবান (ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) এবং (এইরূপে) স্বভক্তয়োঃ [সমীপে] উষিত্বা (নিজ ভক্ত বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেবের নিকটে বাস করতঃ) [শ্রুতদেবায়] সন্মার্গম আদিশ্য (শ্রুতদেবকে স্বভক্তভক্তিরূপ সজ্জনানুষ্ঠিত ধর্ম্ম উপদেশ করিয়া) পুনঃ দ্বারবতীম অগাৎ (পুনরায় দ্বারকায় গমন করিলেন) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—"চরাচর এই বিশ্ব এবং এই বিশ্বের কারণ মহদাদি পদার্থসমূহ আমারই রূপ" এইরূপ মদাত্মিকা দৃষ্টির দ্বারা ব্রাহ্মণ আমাকে চিত্তে ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥ অতএব হে ব্রহ্মন্! আমার প্রতি যেরূপ ভক্তি করিতে হয়, তুমি সেইরূপ ভক্তির দ্বারা এই সকল ব্রহ্মর্ষিকে অর্চ্চনা কর; এইরূপ অর্চ্চনা করা হইলেই যথার্থতঃ আমি অর্চ্চিত হইয়া থাকি, তাহা না হইলে বহু বিভবের দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিলেও আমি অর্চ্চিত হই না ॥ ৫৭ ॥ শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই

সেই মিথিলাবাসী শ্রুতদেব প্রভু শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া একাগ্র চিত্তে ভক্তিভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ও বিপ্রশ্রেষ্ঠ মুনিগণের আরাধনা করিয়া ভগবদ্‌গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫৮ ॥ হে রাজন্! ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে নিজভক্ত বহুলাশ্ব ও শ্রুতদেবের নিকটে বাস করতঃ শ্রুতদেবকে নিজভক্তের প্রতি ভক্তিরূপ সজ্জনানুষ্ঠিত ধর্ম্ম উপদেশ করিয়া পুনরায় দ্বারকায় গমন করিলেন ॥ ৫৯ ॥

ষড়শীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীধর -মম কলা পরিকলনমুপাস্তিঃ তয়া যুতঃ ॥ ৫৩ ॥ কিঞ্চ ব্রাহ্মণারাধনমেব মম প্রেষ্ঠমিত্যাহ—নেতি। হেতুমাহ —সর্ব্ববেদময়ো বিপ্র ইতি। প্রমাণাধীনত্বাৎ প্রমেয়স্য, বেদময়ো বিপ্রো দেবময়াদস্মদ্রূপাৎ প্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ অসূয়বো দোষদৃষ্টয়ঃ, ইজ্যাদৃষ্টয়ঃ পূজ্যবুদ্ধয়ঃ ॥ ৫৫ ॥ অস্য বিশ্বস্য হেতবো ভাবা মহদাদয়ঃ, মদীক্ষয়া মমৈব সর্ব্বত্রেক্ষয়া ॥ ৫৬—৫৮ ॥ সন্মার্গং সতা বেদানাং ত্রিকাণ্ডবিষয়াণাং প্রবৃত্তিপ্রকারমাদিশ্য ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৬ ॥

ফেলালব

যতিবেশোঽর্জ্জুনোঽহার্ষীৎ সুভদ্রাং মিথিলামগাৎ।
ধিয়ন্ বিপ্রনৃপৌ ভক্তৌ যড়শীতিতমে হরিঃ ॥

এই ছিয়াশী অধ্যায়ে যতিবেশে অর্জ্জুনের সুভদ্রাহরণের কথা এবং শ্রীকৃষ্ণের মিথিলাগমনপূর্ব্বক বিপ্র শ্রুতদেব ও রাজা বহুলাশ্ব উভয়ের প্রীতিবিধান ও একই সময় কৃপা করিবার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

বিবরণী

অর্জ্জুন তীর্থ পর্য্যটন করিতেছিলেন। প্রভাসে আসিয়া শুনিলেন, ভগিনী সুভদ্রাকে বলদেব দুর্য্যোধনের হাতে দিতে চান। কৃষ্ণের তাহাতে মত নাই। ঐ কন্যাগ্রহণে অভিলাষী অর্জ্জুন, ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী সাজিয়া দ্বারকায় আসিলেন।

একদিন সুভদ্রা এক দেবোৎসবে রথে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া দেবমন্দিরে যাইতে উদ্যোগী হওয়ামাত্র অর্জ্জুন তাঁহাকে হরণ করিলেন। অর্জ্জুনের এই কার্য্যে কৃষ্ণ ও দেবকীবসুদেবের অনুমোদন ছিল। ইহাতে বলদেব ক্ষুব্ধ হন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চরণ ধরিয়া সান্ত্বনা দেন। তখন তিনি প্রসন্ন হইলেন। বরবধূকে মহামূল্যবান্ দ্রব্যাদি উপঢৌকন দিলেন।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

১। বিষয়ে অনাসক্তি ও হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তি এই হেতু পূর্ণমনোরথ শ্রুতদেব নামক ভক্তবরের জীবনযাত্রাপ্রণালী ত্যাগী সাধকের আদর্শ। প্রতিদিন কৃষ্ণ-ইচ্ছায় তাঁহার শরীরযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী খাদ্য আসিত। কোন চেষ্টা করিতেন না।

অপর ভক্ত ছিলেন বহুলাশ্ব নামক একজন রাজা। তিনি নিরহংকার। রাজা অভিমানশূন্য। রাজা ও বিপ্র উভয়েই ছিলেন "অচ্যুতপ্রিয়ৌ"।

দুইজনেই যুগপৎ কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। একজনের গৃহে যে গেলেন তাহা অপর একজন জানিতে পারিলেন না। ইহা কিরূপে সম্ভব হইল?

২। স্বস্য মুনীনাঞ্চ প্রকাশদ্বীকরণাৎ। শ্রীকৃষ্ণ ও মুনিরা দুই মূর্ত্তি হইলেন। শ্রুতদেব মনে করিলেন কৃপালু প্রভু আমার ঘরেই আসিলেন এবং রাজা তো বিষন্নমনে ঘরে চলিয়া গেলেন কৃষ্ণহারা হইয়া। বহুলাশ্ব মনে করিলেন প্রভু তো আমার গৃহেই আসিলেন, শ্রুতদেব তো প্রভুকে না পাইয়া দুঃখিতচিত্তে গৃহে গেলেন। কেবল মনে করিলেন না, এইরূপ দর্শনও করিলেন। কিরূপে ইহা সম্ভব হইল? কেবল নিজে দুই মূর্ত্তি হইলেন না, ভক্ত শ্রুতদেব ও বহুলাশ্বেরও দুই দুই মূর্ত্তি প্রকট করিলেন। এক শ্রুতদেব কৃষ্ণ পাইয়া সুখী, আর এক শ্রুতদেব কৃষ্ণ না পাইয়া দুঃখী। এক বহুলাশ্ব কৃষ্ণ না পাইয়া মলিনবদন, আর এক বহুলাশ্ব কৃষ্ণপ্রাপ্তে অতীব হৃষ্টচিত্ত।

তত্তদা উভাভ্যাং অলক্ষিত ইতি মমৈব নিমন্ত্রণমঙ্গীকৃত্য মদগৃহমেব কৃপালুঃপ্রভুরায়াতি, শ্রুতদেবস্তু প্রভুরহিত এবায়ম্ একাকী স্বগৃহং যাতীতি রাজা যথা বিচারয়তি, তথা শ্রুতদেবোঽপি। অতস্তয়োরপি দ্বৌ দ্বৌ প্রকাশৌ ইব অভূতাম্। একঃ কৃষ্ণসংযুক্তঃ হৃষ্টঃ, অন্যঃ কৃষ্ণবিযুক্তো বিষন্ন ইতি। কৃষ্ণসংযুক্তো রাজপ্রতিবেশিজনৈঃ শ্রুতদেবঃ, কৃষ্ণবিযুক্তঃ বিষন্নঃ দৃশ্যতে স্ম। তথৈব কৃষ্ণসংযুক্তো রাজাপি শ্রুতদেব-প্রতিবেশিজনৈঃ কৃষ্ণবিযুক্তোবিষন্ন ইতি দৃশ্যতে স্ম।

শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের প্রত্যেকের নিজগৃহের মত অন্যের গৃহেও প্রবেশ করিয়াছেন তাহা কেহই জানিতে পারিলেন না।

৩। শ্রীকৃষ্ণ কোথায় থাকেন আর কোথায় থাকেন না— তাহা শ্রুতদেবের স্তবে ব্যক্ত। আপনি আপনার কীর্ত্তন অর্চ্চন বন্দন ও আপনার কথারত, মাৎসর্য্যাদি-মালিন্যহীন পুরুষগণের হৃদয়ে প্রকাশিত থাকেন।

আপনি থাকেন সর্ব্বজীবের হৃদয়ে, তথাপি কর্মবিক্ষিপ্তচিত্ত ও অহংকারযুক্ত ব্যক্তিগণ হইতে দূরে থাকেন। আর শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষগণের সন্নিহিত থাকেন।

শৃণ্বতাং গদতাং শশ্বদর্চ্চতাং ত্বাভিবন্দতাম্।
নৃণাং সংবদতামন্তর্হৃদি ভাস্যমলাত্মনাম্॥

৪। শ্রীকৃষ্ণ শ্রুতদেবকে বলিলেন—"এতান্ ঋষীন্ মচ্ছ্রদ্ধয়া অর্চ্চয়" আমাকে যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চনা কর, সেইরূপ শ্রদ্ধার সহিত ব্রহ্মর্ষিগণের অর্চ্চনা কর। এবঞ্চেদর্চ্চিতোঽস্মি অদ্ধা। এইরূপ করিলেই আমার যথার্থ অর্চ্চনা হইবে।

ব্রহ্মর্ষিগণের অর্চ্চনা না করিয়া প্রভূত বিভব দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিলেও সে অর্চ্চনা সিদ্ধ হইবে না। ভক্ত ও ভগবান্ অভিন্ন।

ইতি শ্রুতদেবের প্রতি অনুগ্রহ নামক ছিয়াশী অধ্যায়ের ফলশ্রুতি নামক ভাবানুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ

ব্রহ্মন্! ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ।
কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে॥ ১॥

এই অধ্যায়ে বেদকর্তৃক ভগবৎস্তুতি বর্ণনা করা হইতেছে।

অন্বয়—শ্রীপরীক্ষিৎ উবাচ (মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন) ব্রহ্মন্! (হে ব্রহ্মন্!) গুণবৃত্তয়ঃ (গুণ অর্থাৎ আকৃতি, জাতি, গুণ ও ক্রিয়াবিশিষ্ট অর্থের বাচক) শ্রুতয়ঃ (উপনিষদের মন্ত্রসমূহ), অনির্দ্দেশ্যে (আকৃতি প্রভৃতি দ্বারা নির্দ্দেশের অযোগ্য) নির্গুণে (সত্ত্বাদিগুণের অতীত) সদসতঃ (কারণ ও কার্য্যের) পরে (অতীত অর্থাৎ সঙ্গরহিত), ব্রহ্মণি (ব্রহ্মে) সাক্ষাৎ (মুখ্য বৃত্তি দ্বারা) কথং (কি প্রকারে) চরন্তি (প্রবৃত্ত হয়?)॥ ১॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! উপনিষৎসমূহ আকৃতি, জাতি, গুণ ও ক্রিয়াবিশিষ্ট অর্থের বিধায়ক, অথচ আকৃতি প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা নির্দ্দেশের অযোগ্য, ত্রিগুণাতীত এবং কারণ ও কার্য্যের অতীত অর্থাৎ সঙ্গরহিত ব্রহ্মে মুখ্যবৃত্তি দ্বারা উপনিষৎ কি প্রকারে প্রবৃত্ত হয়? ১॥

শ্রীধর—সপ্তাশীতিতমে নারায়ণনারদবাদতঃ।
বেদৈঃ স্তুতগুণাজস্য নিগুণাবধি বর্ণ্যতে॥

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি। যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥ সম্প্রদায়বিশুদ্ধ্যর্থং স্বীয়নির্ব্বন্ধযন্ত্রিতঃ। শ্রুতিস্তুতির্মিতব্যাখ্যাং কারয়ামি যথামতি॥ শ্রীমদ্ভাগবতং পূর্ব্বৈঃ সারতঃ সন্নিবেশিতম্। ময়া তু তদুপস্পৃষ্টমুচ্ছিষ্টমুপচীয়তে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "এবং স্বভক্তয়ো রাজন্! ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্। উষিত্বাদিশ্য সন্মার্গং পুনর্দ্বারবতীমগাৎ" ইত্যত্র সন্মার্গং সতাং স্বতঃ প্রমাণভূতানামপ্রামাণ্যকারণরহিতানাং বেদানাং মার্গং ব্রহ্মপরত্বমুপদিশ্য ভগবানগাদিত্যুক্তম্। তত্র বেদানাং ব্রহ্মপরত্বমঘটমানং মন্বানঃ পৃচ্ছতি—ব্রহ্মন্নিতি। তত্র তাবন্মুখ্যা লক্ষণা গুণভেদেন ত্রিধা শব্দপ্রবৃত্তিঃ। মুখ্যাপি রূঢ়িযোগভেদেন দ্বিধা। রূঢ়িশ্চ স্বরূপেণ জাত্যা গুণেন বা নির্দ্দেশ্যে বস্তুনি সংজ্ঞাসংজ্ঞিসঙ্কেতেন প্রবর্ত্ততে, যথা ডিত্থো গৌঃ শুক্ল ইতি। লক্ষণা চ তেনৈব সঙ্কেতেনাভিহিতার্থসম্বন্ধিনী, যথা গঙ্গায়াং ঘোষ ইতি। গৌণী চাভিহিতার্থলক্ষিতগুণযুক্তে তৎসদৃশে, যথা সিংহো দেবদত্ত ইতি। যথাহুঃ—"অভিধেয়াবিনাভূতপ্রবৃত্তির্লক্ষণেষ্যতে। লক্ষ্যমাণগুণৈর্যোগাদ্বৃত্তেরিষ্টা তু গৌণতা" ইতি। যোগবৃত্তিস্তু এতত্ত্রিবিধবৃত্তিপ্রতিপাদিতপদার্থয়োঃ প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থয়োর্বা যোগেন, যথা পঙ্কজমৌপগবঃ পাচক ইত্যাদি। তত্র তাবদ্ব্রহ্মণি রূঢ়িবৃত্তির্ন সম্ভবতীত্যাহ সাক্ষাৎ কথং চরন্তীতি। তত্র হেতুঃ—অনির্দ্দেশ্যে ইতি। অনির্দ্দেশ্যত্বেঽপি হেতুং বদন্ গুণবৃত্তিং নিরাকরোতি নির্গুণে গুণবৃত্তয় ইতি। গুণৈর্বর্ত্তমানা অপি নির্গুণে কথং চরন্তীত্যর্থঃ। নির্গুণত্বে চ হেতুং বদন্ লক্ষণাং যোগঞ্চ নিরাকরোতি—সদসতঃ পর ইতি। কার্য্যকারণাভ্যাং পরস্মিন্নসঙ্গে, কেনচিদপি সম্বন্ধাভাবান্ন লক্ষণায়োগবৃত্তী সম্ভবত ইত্যর্থঃ। এবং পদার্থত্বাযোগাদপদার্থস্য চ বাক্যার্থত্বাযোগান্ন শ্রুতিগোচরত্বং ব্রহ্মণ ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১॥

শ্রীশুক উবাচ

বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ।
মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনে কল্পনায় চ ॥ ২ ॥

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিত।] প্রভুঃ (ঈশ্বর) জনানাং (জীবসমূহের) মাত্রার্থং (বিষয়ভোগের জন্য) ভবার্থং (জীবনে কর্মানুষ্ঠানের জন্য) আত্মনে (লোকান্তরগামী জীবাত্মার সেই সেই লোকে ভোগের জন্য) অকল্পনায় চ (এবং কল্পনানিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তির জন্য) বুদ্ধীন্দ্রিয় মনঃ প্রাণান্ (বুদ্ধি ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ) অসৃজৎ (সৃষ্টি করিলেন।) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—ঈশ্বর জীবগণের বিষয়ভোগ, জীবনে কর্মানুষ্ঠান, পরলোকে ভোগ এবং মুক্তির জন্য অর্থাৎ জীবগণের অর্থ, ধর্ম্ম, কাম ও মোক্ষের জন্য যথাক্রমে তাহাদের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ সৃষ্টি করিলেন ॥ ২ ॥

শ্রীধর—উত্তরমাহ—বুদ্ধীন্দ্রিয়ে•। বুদ্ধ্যাদীনুপাধীন্ জনানামনুশায়িনাং জীবানাং মাত্রাদ্যর্থং প্রভুরীশ্বরোঽসৃজৎ। মীয়ন্ত ইতি মাত্রা বিষয়াস্তদর্থম্ ভবার্থং ভবো জন্মলক্ষণং কর্ম তৎপ্রভৃতিকর্মকরণার্থমিত্যর্থঃ। আত্মনে লোকান্তরগামিনে আত্মনস্তল্লোকভোগায়েত্যর্থঃ। অকল্পনায় কল্পনানিবৃত্তয়ে মুক্তয় ইত্যর্থঃ, অর্থধর্ম্মকামমোক্ষার্থমিতি ক্রমেণ পদচতুষ্টয়স্যার্থঃ। জনানামিতি বদন্ জীবার্থমীশ্বরস্য সৃষ্ট্যাদিষু প্রবৃত্তিরিতি দর্শয়তি। প্রভুরিতি ঈশ্বরস্যোপাধিবশ্যতাভাবেন নিত্যমুক্ততাং দর্শয়তি। অয়মভিপ্রায়ঃ—সগুণমেব গুণৈরনভিভূতং সর্বজ্ঞং সর্বশক্তিং সর্বেশ্বরং সর্বনিয়ন্তারং সর্বোপাস্যং সর্বকর্মফল-প্রদাতারং সমস্তকল্যাণগুণনিলয়ং সচ্চিদানন্দং ভগবন্তং শ্রুতয়ঃ প্রতিপাদয়ন্তি "যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ" "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" "সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ।" "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ" "সোঽকাময়ত বহু স্যাম্।" "স ঐক্ষত তত্তেজোঽসৃজত" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদ্যাঃ। তথাভূতেশ্বরতাং তাবৎ সংসারিণো জীবস্য তত্ত্বমস্যাদিবাক্যানি বোধয়ন্তি। তত্র চ তৎত্বংপদয়োঃ সামানাধিকরণ্যং প্রতীয়তে। তচ্চ প্রকারান্তরেণাঘটমানং ব্রহ্মণি পর্যবসানং গময়তি। তথা হি—ন তাবদ্বৈশ্বদেব্যা মক্ষেতিবৎ উভয়োরেকার্থাভিধানেন সামানাধিকরণ্যম্, যথোক্তম্—"আমিক্ষাং দেবতাযুক্তাং বদত্যেবৈষ তদ্ধিতঃ। আমিক্ষাপদসান্নিধ্যাৎ তস্যৈব বিষয়ার্পণম্" ইতি। কুতঃ? ভিন্নার্থত্বাৎ। ন চ অজহৎস্বার্থয়া নিরূঢ়লক্ষণয়া বিশেষণবিশেষ্যভাবেন নীলমুৎপলমিতিবৎ, যথোক্তম—"স্ববুদ্ধ্যা ব্যজ্যতে যেন বিশেষ্যং তদ্বিশেষণম্" ইত্যাদি। কুতঃ? বিরুদ্ধার্থত্বেন তদযোগাৎ। ন চ জহৎস্বার্থত্বেন সম্বন্ধিলক্ষণয়া কুসুমিতদ্রুমা গঙ্গেতিবৎ। কুতঃ? একার্থস্যাবিবক্ষিতত্বাৎ। অতো জহদজহৎস্বার্থলক্ষণয়া সোঽয়ং দেবদত্ত ইতিবৎ বিরুদ্ধাংশত্যাগেন অনুগতচিদংশেনৈকার্থেন সামানাধিকরণ্যেন নির্গুণে ব্রহ্মণি পর্যবসানম্। অস্থূলাদিবাক্যানান্তু সাক্ষাদুপাধিনিষেধেন তৎপদার্থশোধন উপযোগান্নির্গুণ এব পর্যবসানম্। তথা চাত্রৈবোপক্রমে "স্বসৃষ্টমিদমাপীয" ইত্যাদিনা বিশিষ্টমালম্বনং বক্ষ্যতি, অন্তে চ "শ্রুতয়স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনা" ইত্যুপসংহরিষ্যতি। উপাসনাদিবাক্যানান্তু ক্রিয়ার্থপ্রবৃত্তস্যাপ্যবলম্বনেন জ্ঞানসাধনবিধানেন তৎপরত্বমিত্যেষা দিক্ ॥ ২ ॥

ফেলালব

সপ্তাশীতিমে নারায়ণনারদবাদতঃ। বেদৈঃ স্তুতিগুর্ণালম্বা নির্গুণাবধি বর্ণ্যতে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে সাতাশী অধ্যায়ে শ্রীনারায়ণ ঋষি ও শ্রীনারদ ঋষির সংবাদ অবলম্বন করিয়া শ্রুতিগণ (বেদগণ) পরমেশ্বরের যে স্তুতি করিয়াছিলেন তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

পরমেশ্বরের কল্যাণগুণসমূহ এই স্তুতির বিষয় এবং এই স্তুতি চরমে নির্গুণে পর্য্যবসিত হইয়াছে। বেদাদি শাস্ত্রের মুখ্য বেদ্য ব্রহ্ম, ইহা সকল শাস্ত্রের ঘোষণা। ব্রহ্মতত্ত্ব বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র পাঠেই জানা যায়, এইজন্য ব্রহ্মকে "শাস্ত্রযোনি" বা উপনিষৎপুরুষ বলা হয়। পূর্ব্বাধ্যায় ভগবান তাঁহার দুই ভক্ত ব্রাহ্মণ শ্রুতদেব ও মিথিলাধিপতিকে সন্মার্গ উপদেশ করিয়াছেন সন্মার্গ শব্দের অর্থ যাহা সৎ, তাহার মার্গ। স্বতঃপ্রমাণ বেদসমূহ সৎ। যাহার অন্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় না, তাহা স্বতঃপ্রমাণ। বেদই বেদের প্রমাণ। চারিটি দোষের জন্য মনুষ্যের বাক্য অপ্রমাণ হইয়া যায়। ভ্রম বা সংশয়, প্রমাদ বা অসাবধানতা, বিপ্রলিপ্সা বা প্রতারণার ইচ্ছা এবং করণাপাটব বা রোগাদিবশতঃ ইন্দ্রিয়গণের অসামর্থ্য—এই চারিটি দোষে পৌরুষেয় বাক্য অপ্রমাণ হয়। কিন্তু বেদ অপৌরুষেয় বাক্য বেদ পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসতুল্য এবং তাঁহার নিকট হইতে আবির্ভূত এবং মহাপ্রলয়ে তাঁহাতেই স্থিত হন। এইজন্য বেদে উক্ত দোষসমূহ থাকিতে পারে না। এইরূপ স্বতঃপ্রমাণ বেদের যে মার্গ অর্থাৎ বেদসমূহের ব্রহ্মপরত্বরূপ মুক্তিমার্গ, তাহা ভগবান দুই ভক্তকে উপদেশ দিয়াছেন।

ভগবান বলিলেন—বেদসমূহ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করেন। সন্মার্গ শব্দে ভগবানের প্রতি অভিযোগও বুঝায়। জ্ঞানযোগে বেদ হইতে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান হইবে কি প্রকারে, এই বিষয়ে মহারাজ পরীক্ষিতের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। সন্দিগ্ধ হইয়া তিনি বেদের ব্রহ্মপরত্ব অসঙ্গত মনে করিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছেন। প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই—সার্থক পদসমূহের সমষ্টিকে বাক্য বলে। অগ্রে পদের অর্থবোধ হইলে তবে বাক্যার্থ বোধ হয়। বেদ শব্দরাশি একটি শব্দ হইতে কোনও অর্থ বুঝিতে হইলে তিন প্রকার সম্বন্ধের সাহায্যে বুঝা যায় শব্দ বাচক অর্থ বাচ্য। শব্দ হইতে অর্থস্মরণের অনুকূল সম্বন্ধকে বৃত্তি বলে। ইহা তিন প্রকার—মুখ্যা, লক্ষণা ও গৌণী। মুখ্যা আবার দুই প্রকার—রূঢ় ও যৌগিক। রূঢ়ি যথা—স্বরূপ, জাতি ও গুণের দ্বারা নির্দ্দেশযোগ্য বস্তুতে শব্দ ও অর্থের যে সংকেত অর্থাৎ এই শব্দ হইতে এই অর্থ বুঝিতে হইবে এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছায় রূঢ়িবৃত্তি প্রবৃত্ত হয় যেমন স্বরূপ বা আকৃতির দ্বারা নির্দ্দেশ যোগ্য বস্তু, ডিত্থ (কাষ্ঠময় হস্তী)। এখানে ডিত্থ শব্দটি সংজ্ঞা, কাষ্ঠময় হস্তী সংজ্ঞী এবং যাহার দ্বারা ইহাই ডিত্থ এইরূপ বোধ জন্মায় তাহা সঙ্কেত জাতির উদাহরণ যেমন গোশব্দ গোজাতির বাচক। গুণের উদাহরণ যেমন শুক্লশব্দ শুক্লগুণবাচক। লক্ষণার উদাহরণ যথা গঙ্গাতে ঘোষপল্লী আছে বলিলে জলপ্রবাহে একটি গ্রাম বাস করা অর্থ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া জলপ্রবাহের সহিত সম্বন্ধযুক্ত গঙ্গাতীরকে বোধগম্য করায়, তখন গোপগণ গঙ্গাতীরে বাস করিতেছে এই অর্থ প্রতীত হয়। মুখ্যার্থের বাধা হইলে গৌণার্থের কল্পনাই লক্ষণা। গৌণী বৃত্তির উদাহরণ, যদি কেহ বলে এই রাজা সিংহ, তখন বুঝিতে হইবে সিংহের বিক্রমাদি গুণ রাজার মধ্যেও আছে বলিয়া রাজা সিংহ-সদৃশ।

কোনও শব্দ অর্থবিশেষে যৌগিক, যেমন পাচক শব্দ পাককর্ত্তা অর্থে যৌগিক। পঙ্ক হইতে জাত এই অর্থের যোগে পঙ্কজ শব্দ পদ্ম অর্থেই রূঢ়। পঙ্কজ শব্দে শৈবালাদির প্রতীতি হইবে না। যৌগিক রূঢ় শব্দ যেমন উদ্ভিদ্। মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে উঠে এই যৌগিক অর্থে বৃক্ষ বুঝায়, আবার রূঢ়ি বা সঙ্কেতের দ্বারা উদ্ভিদ্ শব্দে যজ্ঞ বিশেষকেও বুঝায়। উক্ত কয়েক প্রকার বৃত্তির যে কোনও একটির দ্বারাই একটী পদ হইতে পদার্থ বিষয়ে প্রতীতি জন্মে। এই বিষয়ে নৈয়ায়িক ও বৈয়াকরণিকগণের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ আছে। যাহা হোক, এখন প্রকৃত বিষয় অনুসরণ করি।

উল্লিখিত বৃত্তিসমূহের মধ্যে বেদ রূঢ়ি বৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মকে বুঝাইতে সমর্থ নহে। কারণ ব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্য। কোনও আকার জাতি বা গুণের দ্বারা ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা যায় না। গৌণী বৃত্তিতে বেদ ব্রহ্মকে বুঝাইবে ইহাও অসম্ভব। কারণ সগুণ বেদ গুণময় বস্তুরই নির্দেশক, নির্গুণ বস্তুর নির্দ্দেশক হইতে পারে না। জাতি, দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়াই গুণ। বেদ এই সকল গুণে পূর্ণ। অতএব জাত্যাদিবিহীন মায়াতীত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে, সগুণ সবিশেষ যে বেদ, তাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে না। আর যিনি কার্য্য কারণের অতীত অর্থাৎ অসঙ্গ তাঁহার সহিত কাহারও সম্বন্ধ না থাকায় লক্ষণার সাহায্যেও বেদ হইতে ব্রহ্মের প্রতীতি হয় না। অতএব ব্রহ্ম যখন কোনও পদের অর্থ হইতে না পাবায় অ-পদার্থ, তখন ব্রহ্ম বেদের প্রতিপাদ্য হইতে পারেন না। ইহাই পরীক্ষিতের প্রশ্নের অভিপ্রায়।

জ্ঞানমার্গে প্রথমে অধ্যারোপ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে ব্রহ্মের মায়াশক্তিতে আকাশাদি প্রপঞ্চের সৃষ্টি। ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ ইত্যাদি ক্রমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রপঞ্চের উৎপত্তি। তারপর অপবাদ অর্থাৎ সৃষ্টির ব্যুৎক্রমে প্রপঞ্চের লয়। পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে ইত্যাদি প্রকারে সৃষ্টি ক্রমের বিপরীত ক্রমে লয় এবং অবশেষে একমাত্র অধিষ্ঠান ব্রহ্মই থাকেন তখন তিনি নিষ্প্রপঞ্চ। নেতি নেতি বিচার করিলে অবশেষে একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন। নিষেধের অবধি, নির্গুণ ব্রহ্ম। ইহাকে অতন্নিরসন অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন (তৎ-ব্রহ্ম অতৎ-যাহা ব্রহ্ম নহে) যাহা, তাহার নিরাস। শিবমহিম্নস্তোত্রে এইরূপ কথা আছে—"অতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি"।

জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিতে হইলে অধ্যারোপ ও অপবাদ এই দুইটি ন্যায়ের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। অগ্রে অধ্যারোপ না হইলে অপবাদ হইতে পারে না এইজন্য শ্রীশুক অগ্রে অধ্যারোপের অর্থাৎ জীবের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণের সৃজনের সংবাদ দিয়াছেন। জীবগণের সৃষ্টিকার্যাদিতে ঈশ্বরের প্রবৃত্তি। ঈশ্বর নিত্যমুক্ত ও উপাধির বশীভূত নহেন বলিয়া প্রভু। পরীক্ষিতের প্রশ্নের অভিপ্রায়— ব্রহ্ম যখন বেদের প্রতিপাদ্য হইতে পারেন না, তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য বেদ প্রবৃত্ত হইবেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইতেছে। যিনি সগুণ হইয়াও গুণসমূহ দ্বারা অভিভূত হন না, যিনি সর্বশক্তিমান্, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বোপাস্য, সর্ব্বকর্ম্ম-ফলদাতা, সকল কল্যাণ গুণনিলয়, সচ্চিদানন্দ ভগবান্, শ্রুতি বা বেদসমূহ তাঁহাকেই প্রতিপাদন করেন।

শ্রুতিগণ সগুণ অবলম্বন করিয়া নির্গুণে পর্য্যবসিত। যদিও পূর্ব্ববর্ণিত কোনও বৃত্তির সাহায্যে শ্রুতি ব্রহ্মকে বুঝাইতে পারেন না, তথাপি সকল শ্রুতিই পরম্পরাসম্বন্ধে ব্রহ্মপর। শ্রুতি পঞ্চবিধ—(১) লক্ষণপর (২) ঐক্যপর (৩) নিষেধপর (৪) উপাসনাপর (৫) সৃষ্টিপর। ক্রমশঃ বলা হইতেছে—

(১) ব্রহ্মের লক্ষণ দ্বিবিধ—স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। স্বরূপ লক্ষণ যেমন, ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও অনন্ত (সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম)। তটস্থ লক্ষণ যেমন, যিনি সামান্য বিশেষরূপে সব জানেন, যিনি অন্তর্যামী ইত্যাদি (সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ ইত্যাদি) (২) ঐক্যপর শ্রুতি যেমন, তুমিই সেই ব্রহ্ম, আত্মাই ব্রহ্ম (তত্ত্বমসি, অহমাত্মা ব্রহ্ম)। ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ, জীব অল্পজ্ঞ তাহাদের ঐক্য হইতে পারে না। এইজন্য লক্ষণার সাহায্যে বিরুদ্ধ সর্ব্বজ্ঞত্ব অল্পজ্ঞত্ব প্রভৃতি অংশ ত্যাগ করিয়া চৈতন্যাংশে ঐক্যবশতঃ, অর্থ সঙ্গত হয়। তৎ এবং ত্বং, সচ্চিদানন্দ অখণ্ড নির্গুণ আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করে। (৩) নিষেধপর শ্রুতি যেমন, ব্রহ্ম স্থূল নহেন, ইত্যাদি (অস্থূলমনণু)। স্থূলত্বাদি উপাধি নিষেধ করিয়া সাক্ষাৎ নির্গুণ ব্রহ্মে শ্রুতির তাৎপর্য্য। (৪) সৃষ্টিপর শ্রুতি যেমন, যাহা হইতে এই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে ইত্যাদি (যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি)। এই সকল শ্রুতি ব্রহ্মের উপাসনার অবলম্বন। সকল ভূতের সৃষ্টি-কর্ত্তা যে ব্রহ্ম তাঁহার উপাসনা কর। সৃষ্টি স্থিতি লয় নিরূপণের দ্বারা জ্ঞানসাধন বৈরাগ্যের বিধান করা হইয়াছে। (৫) উপাসনাপর শ্রুতি যেমন, মন ব্রহ্ম এই বলিয়া উপাসনা করিবে (মনো ব্রহ্মেত্যুপাসীত) সগুণ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া উপাসনা বিহিত হইয়াছে। উপাসনার উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি, তাহার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মানুভূতি।

অতএব সকল শ্রুতিই পরম্পরা সম্বন্ধে নির্গুণ ব্রহ্মপর সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে না বুঝাইলেও পরম্পরা সম্বন্ধে সকল শ্রুতিরই নির্গুণ ব্রহ্মে পর্য্যবসান হইতেছে।

'পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্' অর্থাৎ বেদ সব কথা পরোক্ষভাবে বলে। পরোক্ষই আমার প্রিয়। ইহা ভাগবতে শ্রীভগবানের উক্তি। 'পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ' (বৃ, উ,)।

ভক্তিবাদী বলেন, ব্রহ্ম বাক্যের অগোচর ঠিকই, তবে তাঁহার প্রভুশক্তির বলে তিনি পাত্রবিশেষে কৃপা করিয়া বেদবাক্যের অগোচর নিজেকে, বাক্যের গোচরীভূত করিতে সমর্থ। বাক্যের অত্যন্ত প্রসন্নতা ভিন্ন, ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। যেমন বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে অন্তর্মুখতার তারতম্য অনুসারে চিচ্ছক্তির আবির্ভাব বশতঃ, পরতত্ত্বে প্রবৃত্তির তারতম্য ঘটে, সেইরূপ বেদবাক্যও চিচ্ছক্তির প্রকাশ অনুসারে ত্রিগুণের বিষয়কে অতিক্রম করিয়া গুণাতীত বিষয় হইয়া, গুণাতীত তত্ত্বে সম্যক্ প্রবৃত্ত হন। সেই বেদবাক্যে তত্ত্ব দুই প্রকারে প্রকাশিত হন, ব্রহ্মরূপে ও ভগবদ্রূপে। চিচ্ছক্তিও দুই প্রকারে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, তন্ময় জ্ঞানরূপে ও স্বয়ংপ্রকাশানন্দময় ভক্তিরূপে। এই বিচারে জ্ঞানময় শ্রুতি ব্রহ্মে ও ভক্তিময় শ্রুতি ভগবানে প্রবৃত্ত হন।—১

সৈষা হ্যুপনিষদ্ ব্রাহ্মী পূর্বেষাং পূর্ব্বজৈর্ধৃতা।
শ্রদ্ধয়া ধারয়েদ্ যস্তাং ক্ষেমং গচ্ছেদকিঞ্চনঃ ॥ ৩ ॥
অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি গাথাং নারায়ণান্বিতাম্।
নারদস্য চ সম্বাদমৃষের্নারায়ণস্য চ ॥ ৪ ॥
একদা নারদো লোকান্ পর্য্যটন্ ভগবৎপ্রিয়ঃ।
সনাতনমৃষিং দ্রষ্টুং যযৌ নারায়ণাশ্রমম্ ॥ ৫ ॥
যো বৈ ভারতবর্ষেঽস্মিন্ ক্ষেমায় স্বস্তয়ে নৃণাম্।
ধর্ম্মজ্ঞানশমোপেতমাকল্পাদাস্থিতস্তপঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়—পূর্বেষাং (আমাদের পূর্ববর্ত্তী শ্রীনারদাদিরও) পূর্বজৈঃ (পূর্বজাত শ্রীসনকাদি কর্ত্তৃক) ব্রাহ্মী (ব্রহ্মপরা) সা এষা উপনিষদ্ হি (এই উপনিষদই) ধৃতা (হৃদয়ে ধৃত হইয়াছে)। যঃ (যিনি) তাং (সেই উপনিষদকে) শ্রদ্ধয়া (আদরের সহিত শ্রবণাদির দ্বারা) ধারয়েৎ (ধারণ করেন) সঃ (তিনি) অকিঞ্চনঃ সন্ (দেহাদির প্রতি আসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া) ক্ষেমং (পরম পদ) গচ্ছেৎ (প্রাপ্ত হন) ॥ ৩ ॥

অত্র (এই বিষয়ে) তে (আপনার নিকট) ঋষেঃ নারায়ণস্য চ (শ্রীনারায়ণ ঋষি) নারদস্য চ (এবং শ্রীনারদ ঋষির) সংবাদং (পরস্পর কথোপকথন রূপ) গাথাং (ইতিহাস) বর্ণয়িষ্যামি (বর্ণনা করিব) নারায়ণান্বিতাম্ (এই ইতিহাসের বক্তা নারায়ণ) ॥ ৪ ॥

একদা (এক সময়ে) ভগবৎপ্রিয়ঃ (ভগবানের প্রিয়) নারদঃ (নারদ) লোকান্ (লোক সমূহ) পর্য্যটন্ (ভ্রমণ করিতে করিতে) সনাতনং (নিত্যমূর্ত্তি) ঋষিং (ধর্ম্মপুত্র শ্রীনারায়ণকে) দ্রষ্টুং (দেখিতে) নারায়ণাশ্রমং (নারায়ণ ঋষির আশ্রমে) যযৌ (গমন করিলেন) ॥ ৫ ॥

যো বৈ (যে নারায়ণ ঋষি) অস্মিন্ ভারতবর্ষে (এই ভারতবর্ষে) নৃণাং (মনুষ্যগণের) ক্ষেমায় (ঐহিক মঙ্গল) স্বস্তয়ে (ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য) আকল্পাৎ (ব্রহ্মার প্রথমদিনের প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া) ধর্ম্মজ্ঞানশমোপেতং (ধর্ম্ম, জ্ঞান ও শমের সহিত) তপঃ (তপস্যা) আস্থিতঃ (করিতেছেন) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীনারদ প্রভৃতিরও পূর্ব্বজাত শ্রীসনকাদি ঋষিগণ ব্রহ্মপরা এই উপনিষৎকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। যিনি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণাদির দ্বারা ইহা ধারণ করেন, তিনি দেহাদির প্রতি আসক্তিশূন্য হইয়া পরমপদ অর্থাৎ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। ৩ ॥ এই বিষয়ে আপনার নিকট শ্রীনারায়ণ ও শ্রীনারদ ঋষির পরস্পর কথোপকথনরূপ ইতিহাস বর্ণনা করিব। এই ইতিহাসের বক্তা নারায়ণ ॥ ৪ ॥ এক সময় ভগবদ্ভক্ত শ্রীনারদ লোকসমূহ ভ্রমণ করিতে করিতে নিত্যমূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ ঋষিকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ যে নারায়ণ ঋষি এই ভারতবর্ষে মনুষ্যগণের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য কল্পকালাবধি অর্থাৎ ব্রহ্মার প্রথম দিনের প্রথম ভাগ হইতে অদ্যাপি ধর্ম্ম জ্ঞান ও শমযুক্ত তপস্যায় নিরত আছেন ॥ ৬ ॥

শ্রীধর—অত্র চানাদিশিষ্টপরম্পরাগতত্বান্ন সন্দেহো যুক্ত ইত্যাহ—সৈষেতি। সৈষা যথোক্তালক্ষণা ব্রাহ্মী ব্রহ্মপরা শ্রদ্ধয়া আদরেণ বৈতণ্ডিকতর্কানভিনিবেশেন যঃ শ্রবণাদিনা ধারয়েৎ, সঃ অকিঞ্চনো নিরস্তদেহাদ্যুপাধিঃ সন্ পরং পদং প্রাপ্নুয়াদিতি ॥ ৩ ॥

তত্রোপবিষ্টমৃষিভিঃ কলাপগ্রামবাসিভিঃ।
পরীতং প্রণতোঽপৃচ্ছদিদমেব কুরূদ্বহ ! ॥ ৭ ॥
তস্মৈ হ্যবোচদ্ভগবানৃষীণাং শৃণ্বতামিদম্।
যো ব্রহ্মবাদঃ পূর্ব্বেষাং জনলোকনিবাসিনাম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ

স্বায়ম্ভুব। ব্রহ্মসত্রং জনলোকেঽভবৎ পুরা।
তত্রস্থানাং মানসানাং মুনীনামূর্দ্ধরেতসাম্ । ৯ ॥
শ্বেতদ্বীপং গতবতি ত্বয়ি দ্রষ্টুং তদীশ্বরম্।
ব্রহ্মবাদঃ সুসংবৃত্তঃ শ্রুতয়ো যত্র শেরতে।
তত্র হায়মভূৎ প্রশ্নস্ত্বং মাং যমনুপৃচ্ছসি ॥ ১০ ॥

অন্বয়—কুরূদ্বহ (হে কুরুশ্রেষ্ঠ।) [নারদঃ] তত্র (সেই আশ্রমে) কলাপগ্রামবাসিভিঃ (কলাপগ্রামবাসী) ঋষিভিঃ (ঋষিগণ দ্বারা) পরীতং (পরিবেষ্টিত) উপবিষ্টং (উপবিষ্ট নারায়ণ ঋষিকে) প্রণতঃ সন (প্রণাম করিয়া) ইদমেব (ইহাই অর্থাৎ আপনি আমাকে যাহা প্রশ্ন করিয়াছেন তাহাই) অপৃচ্ছৎ (প্রশ্ন করিয়াছিলেন।) ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বেষাং (প্রাচীন) জনলোকনিবাসিনাং (জনলোকনিবাসিগণের) যঃ (যে) ব্রহ্মবাদঃ (ব্রহ্ম বিষয়ে তত্ত্বকথা) [হইয়াছিল] শৃণ্বতাং (শ্রবণরত) ঋষীণাং (ঋষিগণের সমক্ষে) ভগবান (শ্রীনারায়ণ ঋষি) তস্মৈ (সেই নারদকে) ইদং (এই কথা) অবোচৎ (বলিয়াছিলেন)। ৮ ॥

শ্রীভগবান (নারায়ণ ঋষি) উবাচ (বলিলেন) স্বায়ম্ভুব (হে ব্রহ্মার পুত্র নারদ।) পুরা (কল্পের আরম্ভে) জনলোকে (জন নামক লোকে অর্থাৎ পৃথিবীর ঊর্দ্ধ স্থিত পঞ্চমলোকে) তত্রস্থানাং (সেই স্থানে অবস্থিত) মানসানাং (ব্রহ্মার মন হইতে আবির্ভূত মানসপুত্র) ঊর্দ্ধরেতসাং (ঊর্দ্ধরেতা অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী) মুনীনাং (মুনিগণের মধ্যে) ব্রহ্মসত্রং (ব্রহ্ম বিষয়ে বিচার) অভবৎ (হইয়াছিল)॥ ৯ ॥

শ্রুতয়ঃ (শ্রুতিগণ) যত্র (কল্পান্তে যে স্থানে) শেরতে (শয়ন করেন অর্থাৎ তাঁহাদের কর্ম্ম নিবৃত্ত থাকে) তদীশ্বরং (সেই শ্বেতদ্বীপে অবস্থিত শ্বেতদ্বীপের অধীশ্বর আমা হইতে অভিন্ন অনিরুদ্ধমূর্ত্তিকে) দ্রষ্টুং (দেখিবার জন্য) ত্বয়ি (তুমি) শ্বেতদ্বীপং (শ্বেতদ্বীপ) গতবতি (গমন করিলে) [জনলোকে] ব্রহ্মবাদঃ (ব্রহ্মবিচার) সুসংবৃত্তঃ (আরম্ভ হইয়াছিল) ত্বং (তুমি) মাং (আমাকে) যং (যে প্রশ্ন) অনুপৃচ্ছসি (পরে জিজ্ঞাসা করিতেছ) তত্র হ (জনলোকেই) অয়ং (এই প্রসিদ্ধ) প্রশ্নঃ (প্রশ্ন) অভূৎ (উত্থিত হইয়াছিল)॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ! নারদ সেই আশ্রমে কলাপগ্রামবাসী ঋষিগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট নারায়ণ ঋষিকে প্রণাম পূর্ব্বক, আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করিয়াছেন সেই প্রশ্নই করিয়াছিলেন॥ ॥ তখন প্রাচীন জনলোকবাসিগণের মধ্যে ব্রহ্মবিষয়ে যে তত্ত্ব কথা হইয়াছিল শ্রীনারায়ণ ঋষি শ্রবণরত ঋষিগণের সমক্ষে নারদকে তাহা বলিয়াছিলেন॥৮॥ শ্রীভগবান্ নারায়ণ ঋষি বলিলেন—"হে নারদ! কল্পের

শ্রীধর—এতদেব সর্ব্বশ্রুত্যর্থনিরূপণেন প্রপঞ্চয়িতুমিতিহাসমবতারয়তি—অত্রেতি। নারায়ণান্বিতাং নারায়ণ-প্রবক্তৃত্বেনান্বিতো যস্যাং তাং গাথামিতিহাসম্॥ ৪—৮ ॥

তুল্যশ্রুততপঃশীলাস্তুল্যস্বীয়ারিমধ্যমাঃ।
অপি চক্রুঃ প্রবচনমেকং শুশ্রূষবোঽপরে ॥ ১১ ॥

শ্রীসনন্দন উবাচ

স্বসৃষ্টমিদমাপীয় শয়ানং সহ শক্তিভিঃ।
তদন্তে বোধয়াঞ্চক্রুস্তল্লিঙ্গৈঃ শ্রুতয়ঃ পরম্ ॥ ১২ ।

অন্বয় — তুল্যশ্রুততপঃশীলাঃ (মুনিগণের সকলেরই শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা ও সদাচার সমান) তুল্যস্বীয়ারিমধ্যমাঃ (তাঁহাদের মিত্র, শত্রু ও মধ্যস্থ নাই অর্থাৎ তাঁহাদের সকলেরই প্রতি করুণার তুলনা নাই।) [এত জন্য] অপরে (অন্য মুনিগণ) অপি (বক্তা হইবার যোগ্য হইলেও) শুশ্রূষবঃ (শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া) একং (একজন মুনিকে) প্রবচনং (বক্তা) চক্রুঃ (করিয়াছিলেন) ॥ ১১ ॥

শ্রীসনন্দনঃ উবাচ (শ্রী সনন্দন সনকাদি মুনিগণকে বলিলেন —স্বসৃষ্টং (নিজের দ্বারা নির্মিত) ইদং (এই বিশ্ব) আপীয় (প্রলয়কালে সংহার করিয়া) শক্তিভিঃ সহ (সূক্ষ্মাবস্থাপ্রাপ্ত প্রকৃতি পুরুষ কালাদি শক্তি সহ) শয়ানং (যোগের দ্বারা যেন নিদ্রিতের ন্যায় অবস্থিত অর্থাৎ যোগনিদ্রাস্থিত) পরং (পরমেশ্বরকে) তদন্তে (প্রলয়ের অবসানে) শ্রুতয়ঃ (সৃষ্টি সময়ে পরমেশ্বরের প্রথম নিশ্বাসের ন্যায় আবির্ভূত শ্রুতিসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ) তল্লিঙ্গৈঃ (পরমেশ্বরের মহিমার প্রতিপাদক বাক্যসমূহের দ্বারা) বোধয়াঞ্চক্রুঃ (প্রবোধিত করিয়াছিলেন) ॥ ১২ ॥

আদিতে জনলোকে অবস্থিত ব্রহ্মার মানসপুত্র ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণের মধ্যে ব্রহ্মবিষয়ে বিচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ॥ ৯ ॥ প্রলয়কালে শক্তিগণ নিষ্ক্রিয় হইয়া যে স্থানে শয়ন করেন, সেই শ্বেতদ্বীপে অবস্থিত, শ্বেতদ্বীপের অধীশ্বর, আমা হইতে অভিন্ন, অনিরুদ্ধমূর্ত্তিকে দর্শন করিবার জন্য তুমি শ্বেতদ্বীপে গমন করিলে, জনলোকে ব্রহ্মবিচার আরম্ভ হইয়াছিল। তুমি আমাকে পরে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ, জনলোকেও সেই প্রসিদ্ধ প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছিল ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—মুনিগণের সকলেরই শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা ও সদাচার সমান এবং তাঁহাদের মিত্র, শত্রু ও মধ্যস্থ কেহ নাই। এই জন্য সকলেরই বক্তা হইবার যোগ্যতা থাকিলেও অন্য মুনিগণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া একজন মুনিকে বক্তা করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ শ্রীসনন্দন (ইনিই বক্তা) কহিলেন—পরমেশ্বর নিজসৃষ্ট বিশ্বকে প্রলয়-কালে সকল শক্তির সহিত উপসংহার করিয়া যোগনিদ্রায় ছিলেন। প্রলয়ান্তে বেদসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ পরমেশ্বরের মহিমার প্রতিপাদক বাক্যসমূহ দ্বারা পরমেশ্বরকে জাগরিত করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

শ্রীধর - ব্রহ্মসত্রমিতি। যথা যজমানা এব সমানা ঋত্বিগাদিরূপেণ যত্র কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি, তৎ কর্মসত্রং প্রসিদ্ধম্, তথা যত্র সমানা এব বক্তৃশ্রোতৃভাবেন ব্রহ্ম মীমাংসন্তে তদ ব্রহ্মসত্রম্ ॥ ৯ ॥ অহো তর্হি ময়া কথং তন্ন জ্ঞাতমিত্যত আহ— শ্বেতদ্বীপমিতি। তদীশ্বরং তত্রস্থং মামেবানিরুদ্ধমূর্ত্তিম্ ॥ ১০ ॥ নমু সর্ব্বজ্ঞাস্তে, কস্তত্র বক্তা প্রষ্টা বা? তত্রাহ— তুল্যশ্রুতেতি। শ্রুতাদিভিরবিশেষা অরমিত্রোদাসীনহীনত্বেন নিরুপমকরুণাঃ, অতঃ সর্বে প্রবচনযোগ্যা অপি কেনাপি কৌতুকেনৈকং প্রবক্তারং কৃত্বা অন্যে পপ্রচ্ছুরিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

যথা শয়ানং সম্রাজং বন্দিনস্তৎপরাক্রমৈঃ ।
প্রত্যূষেঽভ্যেত্য সুশ্লোকৈর্ব্বোধয়ন্ত্যনুজীবিনঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীশ্রুতয় ঊচুঃ

জয় জয় জহ্যজামজিত ! দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক ! তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়—যথা (যেমন) অনুজীবিনঃ (আশ্রিত) বন্দিনঃ (স্তুতিপাঠকগণ) প্রত্যূষে (প্রভাত কালে) শয়ানং (নিদ্রিত) সম্রাজং (সম্রাটের) অভ্যেত্য (অভিমুখে আসিয়া) সুশ্লোকৈঃ (উত্তম কীর্ত্তি সমূহের প্রকাশক) তৎপরাক্রমৈঃ (সম্রাটের দিগ্‌বিজয়াদি কার্য্যের বর্ণনা করিয়া) বোধয়ন্তি (সম্রাটকে জাগরিত করেন) [সেইরূপ বেদাধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ পরমেশ্বরের শোভন কীর্ত্তি প্রকাশক জগৎকর্ত্তৃত্বাদি কার্য্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে প্রবোধিত করিয়াছিলেন] ॥ ১৩ ॥

শ্রীশ্রুতয়ঃ ঊচুঃ (বেদাধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ বলিলেন), অজিত ! (মায়াদি দ্বারা অনভিভূত !) জয় জয় (নিজের সর্ব্বোৎকর্ষ প্রকাশ করুন), অগজগদোকসাং (স্থাবর জঙ্গম দেহধারী জীবগণের) দোষগৃভীতগুণাং (আনন্দাদি আবরণ করিবার জন্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ গ্রহণকারিণী, আনন্দাদির আবরণ করাই দোষ) অজাং (অবিদ্যাকে) জহি (বিনাশ করুন)। যৎ (যেহেতু) ত্বং (আপনি) আত্মনা (নিজ স্বরূপেই) সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ অসি (সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন) অখিলশক্ত্যববোধক ! (হে জীবের সকল শক্তির উদ্বোধক !) নিগমঃ (বেদসমূহ) ক্বচিৎ (সৃষ্টি প্রভৃতি কালে) অজয়া (বহিরঙ্গ শক্তি মায়ার সহিত) আত্মনা চ (এবং সর্ব্বসময়ে স্বরূপশক্তির সহিত) চরতঃ (ক্রীড়ানিরত) তে (আপনাকে) অনুচরেৎ (প্রতিপাদন করেন) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—যেমন আশ্রিত স্তুতিপাঠকগণ প্রভাতে নিদ্রিত সম্রাটের অভিমুখে আসিয়া তাঁহার উত্তম কীর্ত্তি-প্রকাশক দিগ্‌বিজয়ের বিক্রমাদিকার্য্যের বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে প্রবোধিত করেন, সেইরূপ বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসমূহ ভগবানের শোভন কীর্ত্তির প্রকাশক মহিমার বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে প্রবোধিত করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ বেদাধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ বলিলেন—হে অজিত ! আপনি আপনার সর্ব্বোৎকর্ষ প্রকাশ করুন। স্থাবর ও জঙ্গম শরীরধারী জীবগণের, জ্ঞান ও আনন্দ আচ্ছাদনের জন্য সত্ত্বাদি-ত্রিগুণধারিণী অবিদ্যাকে বিনাশ করুন। কারণ আপনি নিজ স্বরূপেই সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে সর্ব্বশক্তির উদ্বোধক ! শ্রুতিসমূহ ক্বচিৎ সৃষ্টি প্রভৃতির সময়ে বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার সহিত এবং সর্ব্বদা স্বরূপশক্তির সহিত ক্রীড়ারত আপনাকেই প্রতিপাদন করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীধর—স্বসৃষ্টমিতি স্বয়ং নির্ম্মিতমিদং বিশ্বং প্রলয়সময়ে আপীয় সংহৃত্য শয়ানং যোগেন নিদ্রাণমিব বর্ত্তমানং তদন্তে প্রলয়ান্তে তল্লিঙ্গৈস্তৎপ্রতিপাদকৈর্বাক্যৈঃ পরমীশ্বরং সৃষ্টিসময়ে প্রথমনিঃশ্বাসভূতাঃ শ্রুতয়ঃ প্রবোধয়ামাসুঃ ॥ ১২ ॥
সুশ্লোকৈঃ শোভনাঃ শ্লোকাঃ কীর্ত্তয়ো যেষু তৈঃ পরাক্রমৈঃ ॥ ১৩ ॥

বৃহদুপলব্ধমেতদবযন্ত্যবশেষতয়া
যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতের্মৃদি বাবিকৃতাৎ।
অত ঋষয়ো দধুস্ত্বয়ি মনোবচনাচরিতং
কথমযথা ভবন্তি ভুবি দত্তপদানি নৃণাম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—অবশেষতয়া (প্রলয়ে একমাত্র আপনিই অবশেষ থাকেন বলিয়া) উপলব্ধং (দৃষ্ট) এতৎ (ইন্দ্রাদি দেবতা প্রভৃতি এই জগৎ সমুদয়কে) বৃহৎ ব্রহ্ম বলিয়াই) [বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ] অবযন্তি (জানেন)। বিকৃতেঃ (ঘটাদি কার্য্যের) বা (যেরূপ) মৃদি (মৃত্তিকাতেই) [উৎপত্তি ও প্রলয় হয় সেইরূপ] অবিকৃতাৎ (বিকারশূন্য) যতঃ (যে আপনা হইতে) [এই বিশ্বের] উদয়াস্তময়ৌ (উৎপত্তি ও প্রলয় হয়)। অতঃ (এই কারণে) ঋষয়ঃ (বেদ ও বেদজ্ঞ মহাত্মগণ) ত্বয়ি (আপনাকেই) মনোবচনাচরিতং (মনের দ্বারা ধারণ ও বাক্যের দ্বারা বর্ণন) দধুঃ (করিয়া থাকেন)। নৃণাং (জনগণের) দত্তপদানি (যে কোন স্থানে নিক্ষিপ্ত চরণ) ভুবি (ভূমিতে) কথং (কিরূপে) অযথা ভবন্তি (নিহিত না হয় ?) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—প্রলয়ে একমাত্র আপনি অবশিষ্ট থাকেন বলিয়া বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ জানেন যে, ইন্দ্রাদি দেবতা প্রভৃতি এই সমুদয় উপলভ্যমান জগৎ বস্তুতঃ ব্রহ্ম অর্থাৎ আপনিই। যেমন ঘটাদি কার্য্যেব মৃত্তিকা হইতে উৎপত্তি ও মৃত্তিকাতেই লয় হয়, সেইরূপ অবিকৃত যে আপনি, আপনা হইতেই এই বিশ্বেব উৎপত্তি ও প্রলয় হয়। এই কারণে বেদ ও বেদজ্ঞ মহাত্মগণ আপনাকেই মনেব দ্বারা ধারণ ও বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকেন। জনগণেব যে কোন স্থানে নিক্ষিপ্ত চরণ ভূমিতে নিহিত না হয় কিরূপে? অর্থাৎ মনুষ্য ইষ্টক বা প্রস্তরাদি যে স্থানেই পদ নিক্ষেপ করুক না কেন, তাহা পৃথিবীতেই নিক্ষেপ করা হয় ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর—জয় জয়েতি। ভো অজিত ! জয় জয় উৎকর্ষমাবিষ্কুরু, আদরে বীপ্সা। কেন ব্যাপারেণ? অগজগদোকসাম্ অগানি স্থাবরাণি জগন্তি জঙ্গমানি চ ওকাংসি শরীরাণি যেষাং জীবানাং তেষামজাম্ অবিদ্যাং জহি নাশয়। কিমিতি গুণবতী সা হন্তব্যেত্যত আহ—দোষগৃভীতগুণাম্,দোষায় আনন্দাদ্যাবরণায গৃহীতা গুণা যয়া তাম,'হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসী'তি ভকারঃ। ইয়ং হি স্বৈরিণীব পরপ্রতারণায গুণান্ গৃহ্নাতি, অতো হন্তব্যেতি। তর্হি মযাপি দোষমাবহেদিতি মমাপি তত্র কা শক্তিঃ স্যাদত আহ:—ত্বমিতি। যদ্ যস্মাৎ ত্বম্ আত্মনা স্বরূপেণৈব সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ সম্প্রাপ্তসমস্তৈশ্বর্য্যোঽসি বশীকৃতমায়ত্বাদিতি ভাবঃ। নন্থ স্বযমেব তে জীবা জ্ঞানবৈরাগ্যাদিনা কিং ন হন্যুরিত্যত আহ:—অখিলশক্ত্যববোধকেতি। তেষাং ত্বমেব অন্তর্যামী সর্বশক্ত্যুদ্বোধকঃ অতো ন তে জ্ঞানাদৌ স্বতন্ত্রা ইতি ভাবঃ। নন্বহমপুষ্ণজ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিগুণো জীবানাং কর্ম-জ্ঞানাদিশক্ত্যববোধনেনা বিদ্যাহন্তেত্যত্র কিং প্রমাণমিতি চেৎ, তত্রাহমেব প্রমাণমিত্যাহ—নিগমো বেদঃ। নন্বেবম্ভূতে ময়ি কথং শ্রুতীনাং প্রবৃত্তিস্তত্রাহ—ক্বচিদিতি। কদাচিৎ সৃষ্ট্যাদিসময়ে অজয়া মায়য়া চরতঃ ক্রীড়তো, নিত্যঞ্চালুপ্তভগ ত্বম্ সত্য-জ্ঞানানন্তানন্দৈকরসেনাত্মনা চ চরতো বর্ত্তমানস্য তব নিগমোঽনুচরেৎ প্রতিপাদয়েৎ, কর্মণি ষষ্ঠ্যৌ, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ" "তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে" "য আত্মনি তিষ্ঠন" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ" ইত্যাদিনিগমকদম্বস্ত্বামেবম্ভূতং প্রতি-পাদয়তীত্যর্থঃ ॥ জয় জয়াজিত। জহ্যগজঙ্গমা-কৃতিমজাম্ উপনীতমৃষাগুণাম্। ন হি ভবন্তমৃতে প্রভবন্ত্যমী নিগমগীত-গুণার্ণবতা তব ॥ ১৪ ॥

কেদালব

মহারাজ! ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের মধ্যে নারদাদি অপেক্ষাও সনকাদি মুনিগণ প্রাচীন। সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। তাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদাই ব্রহ্মবিদ্যাতে উদ্ভাসিত ছিল। ব্রহ্মবিদ্যার নামান্তর উপনিষদ্। গুরুর সমীপে বসিয়া যে বিদ্যা লাভ করিলে সুনিশ্চিতভাবে অবিদ্যাজাল ধ্বংস প্রাপ্ত হয় সেই বিদ্যাই উপনিষদ। (উপ + নি + সদ + ক্বিপ্। উপ—সমীপে, নি-নিঃসংশয়, সদ—বিধ্বস্ত হওয়া)। যিনি এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবেন তিনিই দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারিবেন। মহারাজ! শুনুন এক অপূর্ব্ব ইতিহাস, সে ইতিহাসে শ্রুতিগণ যে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করেন তাহা আপনি ভালভাবে বুঝিবেন।

এই ইতিহাসের বক্তা শ্রীভগবান নারায়ণ ঋষি এবং প্রতিপাদ্যও পরমেশ্বর নারায়ণ। ইতিহাসটি বলিয়াছিলেন শ্রীনারায়ণ শ্রীনারদকে। এক সময় ভক্তপ্রবর নারদ লোকসমূহ ভ্রমণ করিতে করিতে নারায়ণ ঋষিকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার আশ্রমে গিয়াছিলেন। নারায়ণ ঋষির মহিমা অদ্ভুত। তিনি ঈশ্বরের অবতার ও মহাকারুণিক। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এই ভারতবর্ষে মনুষ্যগণের ইহলোক ও পরলোকের কল্যাণের জন্য তিনি ধর্ম্ম, জ্ঞান ও শমযুক্ত তপস্যায় রত আছেন। বদরিকাশ্রমেই তাঁহার তপস্যার স্থান। সেখানে কলাপ নামক একটি গ্রাম আছে সেই গ্রামের ঋষিগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া নারায়ণ ঋষি উপবিষ্ট। নারদ সেখানে উপস্থিত হইয়া নারায়ণ ঋষিকে প্রণাম করিয়া একটি প্রশ্ন করিলেন। মহারাজ! আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করিয়াছেন সেই একই প্রশ্ন। বেদসমূহ ব্রহ্মপর কি প্রকারে হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে নারায়ণ ঋষি অন্যান্য ঋষির উপস্থিতিতে নারদকে যাহা বলিয়াছিলেন সেই সকল ব্রহ্মবিষয়িণী তত্ত্বকথা পূর্ব্বে প্রাচীন জনলোকনিবাসী মুনিগণের মধ্যে আলোচিত হইয়াছিল।

পৃথিবীর ঊর্দ্ধ্বদিকে ক্রমে ভুব, স্বঃ মহ, তৎপরে পঞ্চম লোক জনলোক। সেখানে ব্রহ্মার মানসপুত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী মুনিগণের মধ্যে এক ব্রহ্মসত্র বসিয়াছিল সমান যজমানগণের মধ্যে একজন ঋত্বিক্ হইয়া কর্ম্ম করিলে সকলের তুল্য ফল হয়। সেই কর্ম্মকে সত্র বা কর্ম্মসত্র বলে সেইরূপ সমগুণবিশিষ্ট মুনিগণের সভায় একজন ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে বক্তা, আর অন্য সকলে শ্রোতা হইলে তাহাকে ব্রহ্মসত্র বলে। নারদ কিন্তু এই ব্রহ্মসত্রে উপস্থিত ছিলেন না। তখন তিনি শ্বেতদ্বীপে নারায়ণ ঋষির অভিন্নমূর্ত্তি সেই দ্বীপের অধীশ্বর অনিরুদ্ধকে দর্শন করিবার জন্য গিয়াছিলেন।

প্রলয়কালে শ্রুতিগণ সেই দ্বীপে নিদ্রিত থাকেন। সেই ব্রহ্মসত্রে শ্রীসনন্দন মুনি বক্তা হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়াছিলেন এবং অপর মুনিগণ শ্রোতা হইয়া শ্রবণ করিয়াছিলেন। সনন্দন অপর মুনিগণকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই নারায়ণ নারদকে বলিলেন। শ্রীসনন্দন সনকাদি মুনিগণকে বলিলেন,—হে মুনিগণ! ব্রহ্মবাদ বর্ণনা করিতেছি শুনুন। প্রলয়কালে পরমেশ্বর, নিজসৃষ্ট বিশ্বকে প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল আদি শক্তি সহ উপসংহার করিয়া যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। প্রলয়ের শেষে বেদসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা, যেমন সম্রাটের আশ্রিত স্তুতিপাঠকগণ নিদ্রিত সম্রাটের নিকটে প্রভাতে আসিয়া তাঁহার উত্তম

কীর্ত্তি কাহিনীর প্রকাশক বিক্রমের কার্য বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে প্রবোধিত করেন সেইরূপ শ্রীভগবানের শোভন কীর্ত্তিকলাপের প্রকাশক মহিমাবলীর বর্ণনার দ্বারা তাঁহার স্তুতি করিয়া. শ্রুতিসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা তাঁহাকে প্রবোধিত করিয়াছিলেন। ইহাই বেদস্তুতি বলিয়া বিখ্যাত।" (৩— ৩)

জয় জয়াজিত জহ্যগজঙ্গমাবৃতিমজামুপনীতমৃষাগুণাম্।
নহি ভবন্তমৃতে প্রভবন্ত্যমী নিগম-গীতগুণার্ণবতা তব ॥

হে অজিত। উৎকর্ষ প্রকাশ করুন অর্থাৎ জয়যুক্ত হউন। স্থাবর ও জঙ্গম জীবগণের আবরণ-কারিণী মিথ্যাগুণধারিণী অবিদ্যাকে বিনাশ করুন। আপনার কৃপা ব্যতীত জীবগণ অবিদ্যানাশ করিতে সমর্থ নহে। আপনি গুণসাগর ইহা বেদে কীর্ত্তিত হইয়াছে। (এইটি স্বামিকৃত সংক্ষিপ্ত রূপ। প্রতিটি স্তুতির সংক্ষিপ্তরূপ স্বামী দিয়াছেন)।

বেদাধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ ভগবানের স্তুতি আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, হে অজিত! মায়াদি দ্বারা আপনি কখনও অভিভূত হন না। আপনার নিজের সর্ব্বাপেক্ষা যে উৎকর্ষ তাহা প্রকাশিত করুন। স্থাবর ও জঙ্গম দেহধারী জীবগণের অবিদ্যা বিনাশ করিলেই ভগবানের উৎকর্ষ প্রকাশ হইবে। অতএব সেই অবিদ্যাকে বিনাশ করার জন্য প্রার্থনা। অবিদ্যার প্রধান দোষ, সে জীবের জ্ঞান ও আনন্দকে আচ্ছাদন করে এবং তাহার জন্যই সে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ ধারণ করিয়া আছে অতএব এই অবিদ্যাকে বিনষ্ট করা আপনার উচিত।

গৃহীত পদের পরিবর্ত্তে "গৃভীত" পদ বৈদিক প্রয়োগ (হ স্থানে ভ)। জীবের অবিদ্যা বিনাশ করিলে সেই দোষযুক্তা অবিদ্যা হয়ত ভগবানের আনন্দাদি আবৃত করিয়া ফেলিবে। অতএব অবিদ্যা বিনাশে ভগবানের শক্তি কোথায়, এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ ভগবানের নিজ স্বরূপেই সকল ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান। মায়াকে বশীভূত করিবার সামর্থ্য ভগবানের আছে। ভগবান্ জীবগণের অন্তর্য্যামী এবং তাহাদের সকল শক্তির উদ্বোধক। জীবগণ ভগবানের অধীন। এই জন্য জ্ঞান বৈরাগ্যাদি দ্বারা জীবগণ স্বয়ং অবিদ্যা নাশ করিতে অক্ষম। ভগবানের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যাদিগুণ যে অপ্রতিহত এবং তিনি যে জীবগণের কর্মজ্ঞানাদি শক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদের অবিদ্যা বিনাশ করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে বেদই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভগবান্‌কে প্রতিপাদন করাই বেদের পক্ষে ভগবানের সেবা। বেদগণ কিরূপে ভগবান্‌কে প্রতিপাদন করেন তাহা বলা হইতেছে।

ক্বচিৎ অর্থাৎ [illegible], স্থিতি ও প্রলয়কালে, ভগবান বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার সহিত লীলা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভগবানের স্বরূপশক্তি সবদাই তাঁহার সহিত থাকেন। সেইজন্য তাঁহার ঐশ্বর্য্য কখনও লুপ্ত হয় না এবং তিনি সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দমাত্র রসস্বরূপে সর্ব্বদাই বিদ্যমান (সৃষ্ট্যাদিকালেও)। বেদগণ ভগবান্‌কে তাঁহার নিজ স্বরূপে ও জগৎস্রষ্টা প্রভৃতি রূপে, এই উভয় রূপেই প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। ভক্তগণ বলেন,—গুণাতীত শ্রুতিসমূহ ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ প্রতিপাদন করেন। সগুণ শ্রুতিসমূহ গুণাতীত শ্রুতির সহিত একবাক্যতা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। ১৩ ॥

দ্রুহিণবহ্নিরবীন্দ্রমুখামরা জগদিদং ন ভবেৎ পৃথগুত্থিতম্।
বহুমুখৈরপি মন্ত্রগণৈরজ স্ত্বমুরুমূর্ত্তিরতো বিনিগদ্যসে ॥ (শ্রীধর)

ব্রহ্মা, অগ্নি, সূর্য্য ও ইন্দ্রাদি দেবতা এবং এই জগৎ, ইহারা পৃথক্ পৃথক্ কারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই—আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব বেদমন্ত্রসমূহ ইন্দ্রাদি বহু দেবতার বর্ণনা করিলেও নানা মূর্ত্তিধারী আপনাকেই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। কারণ সকল দেবতা আপনারই মূর্ত্তি এবং আপনা হইতেই হইয়াছে, যদিও আপনি অজ।

'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' এবং 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', এই দুইটী বেদ ও উপনিষদের পরম তত্ত্বকথা। মৃত্তিকা হইতে মৃদ্বিকার ঘটাদি উৎপন্ন হইয়া মৃত্তিকাতেই থাকে—অবশেষে মৃত্তিকাতেই লয় হয়। তাই শ্রুতি বলেন—'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্'। এই দৃষ্টান্তে পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রাদি দেবতা বিশ্বজগৎ সকলই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই সকলের উপাদান। প্রলয়ে একমাত্র অধিষ্ঠান ব্রহ্মই অবশেষ থাকেন। তবে মৃত্তিকাদি জড়বস্তুর বিকার হয়। কিন্তু পরমার্থসৎ ব্রহ্মের কখনও বিকার হয় না। তিনি অবিকৃত থাকেন অথচ তাঁহা হইতেই বিশ্ব উৎপন্ন হয়। "মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার। জগদ্রূপ হন কৃষ্ণ তবু অবিকার"—চৈঃ চঃ। এই জন্যই ঋষিগণ মানসিক ধ্যান ধারণাদি, বাচিক স্তবাদি এবং সেবা পরিচর্য্যাদি কায়িক যাহা কিছু আচরণ, সমস্তই পরমেশ্বরেই করিয়া থাকেন। যদিও বেদে ইন্দ্র, সূর্য্য, বহ্নি প্রভৃতি বহু দেবতার উপাসনা দেখা যায়, কিন্তু সমস্তই ইন্দ্রাদি নামধারী একই পরমেশ্বরেরই উপাসনা। 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' এই শ্রুতিই তাহাতে প্রমাণ। সকল ধ্যান ধারণা উপাসনা স্তব প্রভৃতি পরমার্থভূত সেই এক ব্রহ্মেরই উপাসনা। বিকার পদার্থ অবলম্বন হয় মাত্র, কিন্তু উপাস্য অধিকারী ব্রহ্ম। মানুষ পদব্রজে চলার সময় কখনও ইষ্টকের উপর, কখনও প্রস্তরের উপর, কখনও বা মৃত্তিকার উপর পদক্ষেপ করে বটে, কিন্তু সমগ্র চলনই একই পৃথিবীর উপর হইয়া থাকে। সেইরূপ সকলেরই উপাস্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। তাঁহার অসংখ্য নাম ও রূপ। 'বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্' সমস্ত শাস্ত্রের ও জ্ঞানী মুনি ঋষিদের একই সিদ্ধান্ত। বেদ যাহা কিছু বিকৃত বস্তুর কথা বলেন, তাহার দ্বারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের কথাই বলেন। কারণ সকল বিকারের উপাদান, সেই এক অবিকারী সদ্ ব্রহ্ম ॥ ১৫ ॥

———

ইতি তব সূরয়স্ত্র্যধিপতেঽখিললোকমল-
ক্ষপণকথামৃতাব্ধিমবগাহ্য তপাংসি জহুঃ।
কিমুত পুনঃ স্বধামবিধুতাশয়কালগুণাঃ
পরম! ভজন্তি যে পদমজস্রসুখানুভবম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—হে ত্র্যধিপতে! (হে ত্রিগুণা মায়ার অধিপতি বা ত্রিলোকের অধীশ্বর) ইতি (এই কারণে) সূরয়ঃ (বিবেকী মনুষ্যগণ) তব (আপনার) অখিললোকমল-ক্ষপণকথামৃতাব্ধিং (শ্রবণকীর্ত্তননিরত মনুষ্যগণের বাসনা পর্য্যন্ত কর্ম্মদোষনাশক আপনার কথামৃত সাগরে) অবগাহ্য (অবগাহন করিয়া অর্থাৎ ভবদীয় কথা পর্য্যালোচনা করিয়া) তপাংসি জহুঃ (সাংসারিক সমস্ত পাপ-তাপ ত্যাগ করেন)। হে পরম! (হে সর্ব্বোত্তম!) যে পুনঃ (আর যাঁহার) স্বধামবিধুতাশয়-কালগুণাঃ (নিজ স্বরূপের স্ফূর্ত্তি দ্বারা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি এবং কালের গুণ জরা প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়াছেন, সেই সিদ্ধ মহাত্মগণ) অজস্রসুখানুভবং (অখণ্ডসুখানুভূতিস্বরূপ) [তব] পদং (আপনার শ্রীচরণ) ভজন্তি (ভজনা করেন), কিমুত (তাঁহারা যে জাগতিক দুঃখ পরিত্যাগ করেন ইহা আর কি বলিব?) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে ত্রিগুণময়ী মায়ায় অধিপতি বা ত্রিলোকাধিপতি! এই কারণে অর্থাৎ আপনিই সর্ব্বকারণ ও পরমার্থ, অতএব একমাত্র ভজনীয়, এই বিবেচনাতে বিবেকিগণ আপনাব যে কথামৃতসাগর শ্রবণকীর্ত্তননিষ্ঠ সকল মানবের মূল বাসনা পর্য্যন্ত কর্ম্ম-দোষের উচ্ছেদ করে, সেই কথামৃতসাগরে অবগাহন করিয়া সাংসারিক সমস্ত পাপতাপ ত্যাগ করেন। হে সর্ব্বোত্তম! আব যে সিদ্ধ মহাত্মগণ নিজ স্বরূপের স্ফূর্ত্তিতে অন্তঃকরণের ধর্ম্ম রাগদ্বেষাদি, এবং কালের গুণ জরা প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়াছেন, ফলে অখণ্ডসুখানুভব স্বরূপ আপনার শ্রীচরণ ভজনা করেন, তাঁহারা যে জাগতিক সকল দুঃখ পরিত্যাগ করেন ইহা আব কি বলিব? ১৬ ॥

শ্রীধর—নন্বু কথং মামেব প্রতিপাদয়ন্তি, যত "ইন্দ্রো যাতোঽবসিতস্য রাজা" ইত্যাদিভিরিন্দ্রো যাতো জঙ্গমস্যা-বসিতস্য স্থাবরস্য চ রাজেতি প্রতিপাদ্যতে। তথা "অগ্নির্মূর্দ্ধা দিব" ইত্যাদিভিশ্চৈবভূতত্বেনাগ্ন্যাদয়ঃ প্রতিপাদ্যন্তে, তত্রাহুঃ—বৃহদুপলব্ধমেতদিতি। অয়মর্থঃ—এতদুপলব্ধং দৃষ্টমিন্দ্রাদি সর্ব্বং, বৃহদ্ ব্রহ্ম ত্বমিত্যেবাবয়ন্তি জানন্তি, কথম্? বৃহত এব অবশেষতয়া অবশিষ্যমাণত্বেন, কুতঃ? যতো বৃহতঃ সর্বস্য উদয়াস্তময়ৌ উৎপত্তিলয়ৌ সর্বোপাদানত্বাৎ। তর্হি কিং বিকারিত্বং বৃহতঃ? ন, অবিকৃতাৎ বিবর্ত্তাধিষ্ঠানত্বেন অবিকারাদিত্যর্থঃ। বাশব্দ উপমার্থঃ, যথা ঘটাদের্বিকৃতের্মৃদি উদয়াস্তময়ৌ তদ্বৎ। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদিভিস্তথা প্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ। অতঃ কারণাৎ ঋষয়ো মন্ত্রাস্তদ্দ্রষ্টারো বা ত্বয্যেব মনোবচনাচরিতং দধুঃ মনসা আচরিতং তাৎপর্য্যং বচনাচরিতং অভিধানঞ্চ ধৃতবন্তঃ, ন পৃথগ্ বিকারেষ্বিত্যর্থঃ। অত্র নিদর্শনম্—কথমযথেতি। নৃণাং ভূচরাণাং যত্র কুত্রাপি দত্তানি নিক্ষিপ্তানি পদানি ভুবি কথমতথা ভবন্তি অদত্তানি ভবন্তি। অতো যথা মৃৎপাষাণেষ্টকাদিষু দত্তানি পদানি ভুবং ন ব্যভিচরন্তি, তথা যৎ কিমপি বিকারজাতং বদন্তো বেদাস্ত্বামেব সর্বকারণং পরমার্থভূতং প্রতিপাদয়ন্তীত্যর্থঃ। দ্রুহিণবহ্নিরবীন্দ্রমুখামরা জগদিদং ন ভবেৎ পৃথগুত্থিতম্। বহুমুখৈরপি মন্ত্রগণৈরজ ত্বমুরুমূর্ত্তিরতো বিনিগদ্যসে ॥ ১৫ ॥

ত্বমেব সর্বনিগমগোচর ইতি সতাং প্রবৃত্ত্যা প্রচয়ন্তি—ইতি তবেতি। ত্বমেব সর্বকারণত্বেন পরমার্থ ইতি কৃত্বা ভোঃ ত্র্যধিপতে! ত্রিগুণমায়ামৃগীনর্ত্তক! সূরয়ো বিবেকিনস্তব অখিললোকমল-ক্ষপণকথামৃতাব্ধিং সকলজনবৃজিন নিরসনহেতুং কীর্তিসুধাসিন্ধুমবগাহ্য নিষেব্য তপাংসি তপন্তীতি তপাংসি, পাপানি দুঃখানি বা জহুস্ত্যক্তবন্তঃ। ত্বদীয়-কথামাত্রেণ যদা পাপত্যাগস্তদা কিমুত বক্তব্যং যে পুনঃ স্বধামবিধুতাশয়কালগুণাঃ স্বধাম্না স্বরূপস্ফুরণেনৈব বিধুতাস্ত্যক্তা আশয়গুণাঃ অন্তঃকরণধর্ম্মা রাগাদয়ঃ কালগুণা জরাদয়শ্চ যৈস্তে তথা, হে পরম! তব অজস্রসুখানুভবম্ অখণ্ডানন্দানুভবং পদং স্বরূপং ভজন্তি সেবন্তে, তথাভূতা দুঃখানি ত্যজন্তীতি। "তদযথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে এবমেবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" "ন কর্ম্মণা লিপ্যতে পাপকেন, উৎসুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে, এতং হ বাব ন তপতি, কিমহং সাধু নাকরবম্, কিমহং পাপমকরবম্" ইত্যাদি শ্রুতেরিত্যর্থঃ। সকলবেদগণেরিত সদ্গুণ ত্বমিতি সর্বমনীষিজনা রতাঃ। ত্বয়ি সুভদ্রগুণশ্রবণাদিভি-স্তব পদস্মরণেন গতক্লমাঃ ॥ ১৬ ॥

দৃতয় ইব শ্বসন্ত্যসুভৃতো যদি তেঽনুবিধা
মহদহমাদয়োঽণ্ডমসৃজন্ যদনুগ্রহতঃ।
পুরুষবিধোঽন্বয়োঽত্র চরমোঽন্নময়াদিষু যঃ
সদসতঃ পরং ত্বমথ যদেষ্ববশেষমৃতম্॥ ১৭॥

অন্বয়—[আপনার প্রতি ভক্তিহীন মানবগণ] দৃতয় ইব (ভস্ত্রা অর্থাৎ কর্ম্মকারের হাপরের মত) শ্বসন্তি (বৃথা শ্বাস গ্রহণ করে) যদি তে (যদি আপনার) অনুবিধাঃ (ভক্ত হয়) তর্হি (তাহা হইলে) অসুভৃতঃ (প্রাণধারী বলিয়া কথিত হয় অর্থাৎ তাহাদের মানবজীবন সফল হয়) মহদহমাদয়ঃ (মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারাদি) যদনুগ্রহতঃ (যাহার অনুগ্রহ অর্থাৎ অনুপ্রবেশ হেতু) অণ্ডং (ব্রহ্মাণ্ড) অসৃজন্ (নির্মাণ করিয়াছে) যঃ (যিনি) অত্র অন্নময়াদিষু (দেহের এই অন্নময়াদি পাঁচটি কোশে) অন্বয় (আবিষ্ট হইয়া) পুরুষবিধঃ (পুরুষাকার প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে সচেতন করিয়াছেন) [কিন্তু যিনি] চরমঃ (পঞ্চ কোশের চরম অর্থাৎ পুচ্ছ ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন) যৎ (যিনি) সদসতঃ (স্থূল ও সূক্ষ্মের) পরং (ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ অসঙ্গ, সাক্ষী) এষু অবশেষং (এই সকলের মধ্যে যিনি অবশিষ্ট থাকেন অর্থাৎ যাহার কখনও বিলোপ হয় না) অথ (অতএব) ঋতং (যিনি সত্য) [তিনিই] ত্বং (আপনি) ॥ ১৭॥

অনুবাদ—ভক্তিহীন মানবগণের জীবন ভস্ত্রা অর্থাৎ কর্ম্মকারের হাপরের ন্যায় বিফল। যাঁহারা আপনার ভক্ত তাঁহাদের জীবন সফল। যাঁহার অনুপ্রবেশের দ্বারা মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে, যিনি অন্নময়াদি পঞ্চকোশে আবিষ্ট হইয়া পুরুষাকার হইয়াছেন এবং কোশ পাঁচটিকে সচেতন করিয়াছেন, যিনি পঞ্চকোশের চরম অর্থাৎ পুচ্ছ ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, যিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম হইতে ব্যতিরিক্ত অসঙ্গ সাক্ষী, যাঁহার কখনও বিলোপ হয় না বলিয়া যিনি সত্য, তিনিই আপনি ॥ ১৭॥

শ্রীধর—"অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥" তথা "ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ" "যে তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবোপযন্তি" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ পূর্ব্বশ্লোকোক্তোভয়বিধভজনহীনান্ নিন্দন্তি—দৃতয় ইবেতি। অসুভৃতো নরা যদি তে অনুবিধা অনুবিদধতীত্যনুবিধা অনুবর্ত্তিনো ভক্তা ইতি যাবৎ, তর্হি শ্বসন্তি জীবন্তি সফলজীবনা ভবন্তি। ইতরথা দৃতয় ইব ভস্ত্রা ইব বৃথাশ্বাসা ইত্যর্থঃ। নন্বভক্তানামপি কামাদিফলমস্ত্যেব, ন। কার্য্যকারণানুগ্রাহকত্বেন জীবনহেতোস্তবাভজনে কৃতঘ্নানাং তদপি ন সিধ্যেদিত্যাশয়েনাহ—মহদহমাদয় ইতি। মহানহঙ্কারশ্চাদির্যেষাং তে যদনুগ্রহতো যদনুপ্রবেশেন লব্ধসামর্থ্যাঃ সন্তঃ অণ্ডং দেহং সমষ্টিব্যষ্টিরূপং সৃষ্টবন্তঃ। তত্র চ পঞ্চাপি কোশান্ অন্নময়াদীনাবিশ্য তত্তদাকারঃ সন্ যশ্চেতয়তে স ত্বম্, তদাহ—পুরুষবিধ ইতি। পুরুষস্যান্নময়াদের্বিধেব বিধা আকারো যস্য স তথা। ননু চিদেকরসস্য কথং তত্তদাকারতা? অত আহ- অন্বয়োঽত্রেতি। অত্র এষু অন্নময়াদিষু অন্বেতীত্যন্বয়ঃ, অতস্তত্তদাকারতেতি। এবং তর্হি সত্যত্বম্ অসঙ্গত্বঞ্চ কথম্? তত্রাহ—চরমোঽন্নময়াদিষু য ইতি। অন্নময়াদিষু উপদিশ্যমানেষু যশ্চরমো ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি পুচ্ছত্বেনোক্তঃ স ত্বমিতি সম্বন্ধঃ। ননু তথাপ্যন্নময়াদিষু অন্বিতত্বেঽসঙ্গত্বব্যাহতিরেব? তত্রাহ—সদসতঃ পরং ত্বমথ যদেষ্ববশেষমৃতমিতি। সদসতঃ স্থূলসূক্ষ্মাদন্নময়াদেঃ পরং ব্যতিরিক্তং তৎসাক্ষিভূতং, অবশেষং অবশিষ্যত ইত্যবশেষং অবাধ্যম্, অথ অতএব ঋতং সত্যম্। তর্হি কিমর্থং তেষ্বন্বয় উক্তঃ ইতি? শাখাচন্দ্রবচ্ছুদ্ধস্বরূপলক্ষণার্থম্, তথাহি—"স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়স্তস্যেদমেব শিরঃ" ইত্যাদিনা স্থূলসূক্ষ্মক্রমেণ পঞ্চকোশান্ উপদিশ্য "তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধ" ইতি পুনঃ পুনস্তত্তদন্বিতত্বেনালক্ষ্য "ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি সর্ব্বসাক্ষিশুদ্ধস্বরূপনিরূপণমিত্যনবদ্যম্। নরবপুঃ প্রতিপদ্য যদি ত্বয়ি শ্রবণবর্ণনসংস্মরণাদিভিঃ। নরহরে! ন ভজন্তি নৃণামিদং দৃতিবদুচ্ছ্বসিতং বিফলং ততঃ॥ ১৭॥

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত! তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে॥ ১৮

অন্বয়—হে অনন্ত। (হে অনন্তদেব।) ঋষিবর্ত্মসু (ঋষিগণের সম্প্রদায়মার্গে) যে (যাঁহারা) কূর্পদৃশঃ (স্থূলবুদ্ধি) [তে] (তাঁহারা) উদরং (উদরস্থিত মণিপুরচক্রে বৈশ্বানর অগ্নির অন্তর্যামী ব্রহ্মকে উপাসনার অবলম্বন উদর, তাঁহাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন), আরুণয়ঃ (আরুণি সম্প্রদায়) দহরং (সূক্ষ্ম) পরিসর-পদ্ধতিং (নাড়ীগণের প্রসরণ স্থান, যেখান হইতে নাড়ীসমূহ প্রসৃত হইয়াছে) হৃদয়ং (হৃদয়স্থ অন্তর্যামী ব্রহ্মকে উপাসনার অবলম্বন হৃদয়) উপাসতে (উপাসনা করেন) তব (আপনার) পরমং (জ্যোতির্ময় ও শ্রেষ্ঠ) ধাম (উপলব্ধি স্থান, সুষুম্না নাড়ী) ততঃ (হৃদয় হইতে) শিরঃ (মস্তকস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্রের) উদগাৎ (অভিমুখে ঊর্ধ্বে গমন করিয়াছে) [উপাসকাঃ] (উপাসকগণ) যৎ (যে পরমধাম ব্রহ্মরন্ধ্রকে) সমেত্য (প্রাপ্ত হইয়া) পুনঃ (পুনরায়) ইহ (এই সংসারে) কৃতান্তমুখে (মৃত্যুমুখে) ন পতন্তি (পতিত হন না)॥ ১৮॥

অনুবাদ—হে অনন্ত! ঋষিগণের সম্প্রদায়ে যাঁহারা স্থূলদর্শী তাঁহারা উদরকে অবলম্বন করিয়া উপাসনা করেন অর্থাৎ উদর মধ্যস্থিত মণিপুরচক্রে বৈশ্বানর অগ্নির অন্তর্যামী ব্রহ্মকে উপাসনা করেন, আরুণির শিষ্য-সম্প্রদায় উদর অপেক্ষা সূক্ষ্ম, হৃদয়কে অবলম্বন করিয়া উপাসনা করেন অর্থাৎ হৃদয়স্থিত জীবান্তর্যামী ব্রহ্মকে। এই হৃদয় নাড়ীসমূহের প্রসার স্থান। উপাসকগণ যে ব্রহ্মরন্ধ্রকে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় এই সংসারে মৃত্যুমুখে পতিত হন না, আপনার শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি স্থান সুষুম্নানাড়ী এই হৃদয় হইতে সেই ব্রহ্মরন্ধ্র অভিমুখে ঊর্ধ্বে গমন করিয়াছে॥ ১৮॥

শ্রীধর—এবং তাবৎ সর্বাত্মকে পরমেশ্বরে সর্বশক্তিসমন্বয়েন সদ্ভজনীয়ত্বমুক্ত্বা অভক্তনিন্দয়া চ তদেব দৃঢ়ীকৃত্য ইদানীমনবগাহ্যমহিম্নি প্রথমং তাবৎ উপাধ্যালম্বনমুপাসনম্ "উদরং ব্রহ্মেতি শার্করাক্ষা উপাসতে হৃদয়ং ব্রহ্মেত্যারুণয়ো ব্রহ্ম হৈবৈতা ইত ঊর্দ্ধ্বং ত্বেবোদসর্পং তচ্ছিরোঽশ্রয়ত' ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো বিদধতীত্যাহ—উদরমুপাসত ইতি। ঋষিবর্ত্মসু ঋষীণাং সম্প্রদায়মার্গেষু যে কূর্পদৃশস্তে উদরালম্বনং মণিপুরস্থং ব্রহ্ম উপাসতে ধ্যায়ন্তি। শার্করাক্ষা ইতি শ্রুতিপদস্য প্রতিপদং কূর্পদৃশ ইতি। কূর্পং শর্করা বজ্রো বিদ্যতে দৃক্ষু অক্ষিষু যেষাং তে তথা, বজ্রাপি হতদৃষ্টয়ঃ স্থূলদৃষ্টয় ইতি যাবৎ, উদরস্য হৃদয়াপেক্ষয়া স্থূলত্বাৎ। যদ্বা কূর্প সূক্ষ্মম্ সূক্ষ্মদৃশ ইত্যর্থঃ। তদা হৃদয়স্থং সূক্ষ্মমেবালক্ষ্য তৎপ্রবেশায় প্রথমমুদরস্থমুপাসত ইতি ভাবঃ। আরুণয়স্তু সাক্ষাৎ হৃদয়স্থং দহরং সূক্ষ্মমেব উপাসতে। হৃদয়বিশেষণং পরিসরপদ্ধতিমিতি। পরিতঃ সরন্তি প্রসর্পন্তীতি পরিসরা নাড্যস্তাসাং পদ্ধতিং মার্গং প্রসরণস্থানমিত্যর্থঃ। বিশেষণস্য ফলমাহ—তত ইতি। ততো হৃদয়াৎ ভো অনন্ত। তব ধাম উপলব্ধিস্থানং সুষুম্নাখ্যং পরমং শ্রেষ্ঠং জ্যোতির্ময়ং শিরো মূর্দ্ধানং প্রতি উদগাৎ উদসর্পৎ মূলাধারাদারভ্য হৃদয়মধ্যাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রং প্রত্যুদগতমিত্যর্থঃ। কথম্ভূতং ধাম? যৎ সমেত্য প্রাপ্য পুনরিহ কৃতান্তমুখে মৃত্যুমুখে সংসারে ন পতন্তি। তথাচ শ্রুতিঃ—"শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধ্বমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি" ইতি। উদরাদিষু যঃ পুংসাং চিন্তিতো মুনিবর্ত্মভিঃ। হন্তি মৃত্যুভয়ং দেবো হৃদ্গতং তমুপাস্মহে॥ ১৮॥

স্বকৃতবিচিত্রযোনিষু বিশন্নিব হেতুতয়া
তরতমশ্চকাসস্যনলবৎ স্বকৃতানুকৃতিঃ।
অথ বিতথাস্বমূষ্ববিতথং তব ধাম সমং
বিরজধিয়োঽনুযন্ত্যভিবিপণ্যব একরসম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয় স্বকৃতবিচিত্রযোনিষু (নিজকৃত বিচিত্র দেবমনুষ্যাদি দেহের) হেতুতয়া (উপাদান কারণরূপে উৎপত্তির পূর্ব হইতে আপনি বিদ্যমান, এই হেতু) বিশন্নিব (আপনি তাহাদের মধ্যে সত্য সত্য প্রবেশ করেন নাই, যেন প্রবেশ করিয়াছেন বোধ হয় মাত্র) অনলবৎ (অগ্নি স্বভাবতঃ একরূপ হইয়াও যেরূপ কাষ্ঠানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়, আপনি সেইরূপ) স্বকৃতানুকৃতিঃ (নিজকৃত দেহাদির উপাধির অনুকরণ করিয়া) তরতমতঃ (সূক্ষ্ম বৃহৎ বলিয়া) চকাসসি (প্রতীয়মান হন) অথ (অতএব) অভিবিপণ্যবঃ (ইহলোক ও পরলোকের কর্ম্মফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষারহিত) বিরজধিয়ঃ (নির্ম্মলমতি মহাত্মগণ) বিতথাসু (মিথ্যাভূত) অমূষু (এই সকল দেহাদি উপাধিতে অনুস্যূত) তব (আপনার) ধাম (স্বরূপকে) অবিতথং (সত্য) সমং (সমান) একরসং (ও অবিশেষ বলিয়া) অনুযন্তি (জানেন) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ— আপনি দেব মনুষ্য তির্য্যগাদি বিচিত্র দেহ নিজে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার উৎপত্তির পূর্ব্ব হইতেই উপাদান কারণরূপে বিদ্যমান আছেন বলিয়া আপনি সত্য সত্যই তাহার মধ্যে প্রবেশ করেন নাই, যেন প্রবেশ করিয়াছেন এইরূপ বোধ হয় মাত্র। অগ্নি স্বভাবতঃ একরূপ হইয়াও কাষ্ঠানুসারে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়, আপনিও সেইরূপ নিজকৃত দেহাদি উপাধি অনুকরণ করিয়া ক্ষুদ্রাকার ও বৃহদাকার বলিয়া প্রতীয়মান হন। অতএব ইহলোক ও পরলোকের কর্ম্মফলের আসক্তিরহিত নির্ম্মলমতি মহাত্মগণ মিথ্যাভূত এই সকল দেহাদি উপাধিতে অনুস্যূত আপনার স্বরূপকে সত্য, সম ও অবিশেষ বলিয়া জানেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীধর—নন্বীশ্বরস্যাপি তর্হি জীববদুদরাদিসম্বন্ধে তদনুপ্রবিষ্টস্য চ তারতম্যে সতি কেন বিশেষেণোপাস্যত্বমিতি মামাশঙ্কাং পরিহরন্ত্যঃ "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ, সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয় স্তুবন্তীত্যাহ—স্বকৃতবিচিত্রযোনিষ্বিতি। স্বয়ং কৃতাসু উচ্চনীচমধ্যমাসু যোনিষু অভিব্যক্তিস্থানেষু কার্য্যেষু দেহাদিষু হেতুতয়া উপাদানতয়া প্রাগেব বিদ্যমানত্বেন মুখ্যপ্রবেশাসম্ভবাৎ বিশন্নিব বর্ত্তমানস্তরতমতো ন্যূনাধিকভাবেন চকাসসি অবভাসসে, স্বকৃতা যোনীরনুকরোতীতি স্বকৃতানুকৃতিঃ। অনলবৎ অগ্নির্যথা স্বতস্তারতম্যহীনোঽপি কাষ্ঠানুসারেণ তথা তথা প্রকাশতে তদ্বৎ। অথ অতো বিতথাসু মিথ্যাভূতাসু অমূষু যোনিষু অবিতথং সত্যং যতঃ সমমবিশেষম্ অতঃ সত্যং তব ধাম স্বরূপং বিরজধিয়ো নির্ম্মলমতয়োঽনুযন্তি জানন্তি। স্তু ইতি পৃথক্ পদং বা। অত্র হেতুঃ—অভিবিপণ্যব ইতি। অভিতো বিগতব্যবহারাঃ "পণ ব্যবহারে" ইত্যস্য রূপং পণ্যুরিতি। ঐহিকামুষ্মিককর্ম্মফলরহিতা ইত্যর্থঃ। অবিশেষত্বাদেবৈকরসং সন্মাত্রং অতস্তবোপাধিকৃততারতম্যাভাবাদপ্রচ্যুতৈশ্বর্য্যাদ্যুপাস্যত্ব-মিতি ভাবঃ। স্বনির্ম্মিতেষু কার্য্যেষু তারতম্যবিবর্জ্জিতম্। সর্ব্বানুস্যূতসন্মাত্রং ভগবন্তং ভজামহে ॥ ১৯ ॥

স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্ববহিরন্তরসম্বরণং
তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোঽংশকৃতম্।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং
ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রি্, মভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়—অমীষু (এই সকল) স্বকৃতপুরেষু (নিজ নিজ কর্ম্মের ফলে প্রাপ্ত মানবাদি দেহে) পুরুষং (বিদ্যমান জীবাত্মাকে) অখিলশক্তিধৃতঃ (সর্বশক্তিধারী) তব (আপনার) অবহিরন্তরসম্বরণং (কার্য্যকারণরূপ আবরণশূন্য, বহিঃ কার্য্যদেহ, অন্তর-কারণ অজ্ঞান) অংশকৃতং (অংশের ন্যায় প্রতীয়মান বলিয়া [বেদ সকল] বদন্তি (বলিয়া থাকেন) ইতি (এই প্রকার) নৃগতিং (জীবাত্মার তত্ত্ব) বিবেচ্য (বিচার করিয়া) কবয়ঃ (জ্ঞানিগণ) বিশ্বসিতাঃ (শ্রদ্ধাসহকারে) নিগমাবপনং (সকল কর্ম্মার্পণের স্থান) অভবং (সংসারনিবর্ত্তক) ভবতঃ (আপনার) অঙ্ঘ্রিং (শ্রীচরণ) ভুবি (এই মর্ত্ত্যলোকে) উপাসতে (অর্চ্চন-বন্দনাদির দ্বারা সেবা করেন) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—নিজ নিজ কর্মের ফলে প্রাপ্ত এই সকল মানবাদি দেহে বর্ত্তমান জীবাত্মাকে, সর্ব্ব-শক্তিমান্ আপনার অংশ বলিযা বেদসকল বলিয়া থাকেন। জীবাত্মা বস্তুতঃ বাহিরে দেহাবরণশূন্য ও অন্তরে অজ্ঞানাবরণশূন্য এবং আপনার অংশের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও তাহা অংশ নহে, আপনারই স্বরূপ। এইপ্রকার জীবের স্বরূপ বিচার করিয়া মর্ত্ত্যলোকে জ্ঞানিগণ শ্রদ্ধাসহকারে অর্চ্চনবন্দনাদির দ্বারা আপনার শ্রীচরণ সেবা করেন। আপনার শ্রীচরণ, সকল কর্ম্মার্পণের স্থান ও সংসারনিবর্ত্তক ॥ ২০ ॥

শ্রীধর—অপি চ কুতো ম্রিয়মাশঙ্ক স্যাৎ ভগবতো দেহাদ্যুপাধিকৃতদোষপ্রসঙ্গ ইতি, যতোঽবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ সংসরতো জীবস্যাপি ভগবত্ত্বাবং লক্ষণয়া বোধয়ন্ত্যস্তং দোষং নিষেধন্তি—স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ, তত্ত্বমসি" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। নন্ব ক্রত্বর্গস্যাত্মনঃ স্তুতিরিয়ং ঈশ্বরত্বেন ক্রিয়তে, ন তু তস্যেশ্বরত্বং বোধ্যতে। নৈতদ্ যুজ্যতে, যতস্তত্র "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ কৃতাবতারস্য ভগবতশ্চরণভজনমুপায়ং বদন্তীত্যাহুঃ—স্বকৃতপুরেষ্বিতি। স্বকর্ম্মোপার্জ্জিতেষু পুরেষু দেহেষ্বমীষু নরাদিষু ভোক্তৃত্বেন বর্ত্তমানং পুরুষং অখিলশক্তিধৃতঃ সর্বশক্ত্যাশ্রয়স্য পূর্ণস্য তবাংশকৃতং বদন্তি অংশঃ ইব অংশঃ কৃত ইব কৃতস্তদ্রূপং বদন্তীত্যর্থঃ। নন্ব কায্যকারণসংবৃতস্য জীবস্য কুত এবম্ভূতত্বম্? তত্রাহুঃ অবহিরন্তরসম্বরণমিতি। বহিঃ কায্যং অন্তরং কারণং বস্তুতস্তদাবরণশূন্যন্ তয়োরসত্ত্বাদিত্যর্থঃ, ইত্যেবং নৃগতিং নৃজীবস্য গতিং তত্ত্বং বিবিচ্য বিশোধ্য কবয়ঃ অন্যথেদং ন প্রাপ্যত ইতি জানন্তঃ। নিগমাবপনং নিগমোক্তকর্ম্মণামাবপনং আ সমন্তাদুপ্যতেঽস্মিন্নিত্যাবপনং ক্ষেত্রং সর্বকর্ম্মার্পণবিষয়মিত্যর্থঃ। যত্রার্পিতানি কর্ম্মাণি মুক্তিফলং ফলন্তি, তং ভবতোঽঙ্ঘ্রিং অভবং ভবনিবর্ত্তকং বিশ্বসিতাঃ কৃতবিশ্বাসা উপাসতে অর্চ্চনবন্দনাদিভিঃ সেবন্তে। ভুবীতি মর্ত্ত্যলোকে ইদমেবোচিতমিতি দর্শয়ন্তি। ত্বদংশস্য মমেশান! ত্বন্মায়াকৃতবন্ধনম্। ত্বদঙ্ঘ্রিসেবামাদিশ্য পরানন্দ! নিবর্ত্তয় ॥ ২০ ॥

ফেলালব

সকলবেদগণেরিতসদগুণ-
স্ত্বমিতি সর্ব্বমনীষিজনা রতাঃ।
ত্বয়ি সুভদ্র! গুণশ্রবণাদিভি
স্তব পদস্মরণেন গতক্লমাঃ॥ (শ্রীধর)

হে মঙ্গলস্বরূপ! বেদসকল আপনার সদগুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, এইজন্য বিবেকী পুরুষগণ আপনাতে অনুরক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা আপনার গুণ শ্রবণাদিদ্বারা ও পাদপদ্ম স্মরণ দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সকল দুঃখ-রহিত থাকেন।

ভগবান্ মায়াধীশ, সকল কারণের কারণ ও একমাত্র নিত্যবস্তু, এই তত্ত্ব বিচার করিয়া বিবেকী পুরুষগণ ভগবানের কথামৃত আস্বাদনে কালযাপন করেন। তাহাতে তাঁহাদের পাপতাপ রাশি বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ভগবৎকথামৃতের অদ্ভুত শক্তি। যাঁহারা ভগবৎকথা শ্রবণ কীর্ত্তন করেন তাঁহাদের মূল বাসনা সহ কর্ম্মদোষ বিনষ্ট হয়।

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের গোপীগীতির মধ্যে ভগবৎ-কথামৃতের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক এই শ্লোকটি অতি প্রসিদ্ধ। রাজা প্রতাপরুদ্র নীলাচলে এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভ করিয়াছিলেন। ভগবানের কথার শ্রবণ কীর্ত্তনের যখন এইরূপ মহিমা, তখন যাঁহাদের স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হওয়ায় অন্তঃকরণ-ধর্ম্ম রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি এবং কালের ধর্ম জরা প্রভৃতি পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং যাঁহারা অখণ্ডানন্দানুভবস্বরূপ চিদাত্মা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারা যে অনায়াসে দুঃখাতীত হইবেন সে বিষয় আর অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। ভগবান্ সমস্ত বেদের বিষয় ইহা সাধুগণের আচরণের দ্বারা দৃঢ় হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন— যেরূপ পদ্মপত্রে জল লাগে না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে পাপকর্ম স্পর্শ করে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ধর্মাধর্ম কোন কর্মেই বদ্ধ হন না॥ ১৬॥

নরবপুঃ প্রতিপদ্য যদি ত্বয়ি
শ্রবণবর্ণন-সংস্মরণাদিভিঃ।
নরহরে ন ভজন্তি নৃণামিদং
দৃতিবদুচ্ছ্বসিতং বিফলং ততঃ॥ (শ্রীধর)

হে নৃসিংহদেব! মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া শ্রবণ, কীর্ত্তন, ও স্মরণাদিদ্বারা যদি মনুষ্য তোমার ভজন না করে, তাহা হইলে তাহার এই প্রকার প্রাণধারণ, ভস্ত্রার (কামারের হাপরের) ন্যায় বিফল।

ঈশ্বর যত প্রকার জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে একমাত্র মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াই তিনি আনন্দ লাভ করিলেন। কারণ এই মনুষ্যনামক জীবই তাহার বুদ্ধি নির্মল করিয়া সাধন ভজন দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করিতে সমর্থ হয়। অন্য কোনও জীবের এই সামর্থ্য নাই। দেবতাগণ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের মনুষ্য হইয়া জন্মলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। ইহা সকল শাস্ত্রের সংবাদ। এই মনুষ্যদেহই ভজনের মূল। এইজন্য মনুষ্যজন্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জন্ম। ঈশ্বরের ভজন সগুণ ও নির্গুণভেদে দ্বিবিধ। যে কোনও প্রকার ভজনহীন মনুষ্য অতি নিন্দনীয় এবং তাহার জীবন শোচনীয়। ভজনহীন জীবনের বহু নিন্দা বেদাদি শাস্ত্রে দেখা যায়। দুর্ল্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া যে সকল মানব ভজনবিমুখ, তাহারা আত্মঘাতী। তাহারা মরণান্তে অন্ধকারাচ্ছন্ন অসুর্যলোকে যায়। তাহাদের প্রকৃতি আসুরী এবং তাহাদের জীবনধারণ কামারের হাপরের ন্যায় বিফল। কামারের হাপরের শব্দ শ্বাস গ্রহণের তুল্য, কিন্তু হাপরটি অচেতন পদার্থ ও তুচ্ছ স্থানে পড়িয়া থাকে। হরিভজনহীন মনুষ্যও শ্বাস গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে বটে, কিন্তু তাহার সেই জীবন অতি তুচ্ছ ও নিরর্থক। কিন্তু ঈশ্বর ভজনকারী ভক্তগণের মহাজীবন সফল এবং নিজেদের ও বিশ্বের পক্ষে অশেষ কল্যাণদায়ক। তাঁহারা মহাত্মা এবং তাঁহাদের প্রকৃতি দৈবী। সকাম ব্যক্তিগণের কাম্যবস্তু লাভ করিতে হইলেও ঈশ্বরের অনুগ্রহ আবশ্যক। সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের আবেশ ভিন্ন কোনও কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে না। মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারাদি হইতে যে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় তাহাতেও ঈশ্বরের অনুপ্রবেশ না থাকিলে কদাচ সম্ভব হইত না। দেহের মধ্যে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচটি কোশ আছে। ঈশ্বর এই অচেতন পঞ্চকোশে আবিষ্ট হইয়া তাহাদের আকার ধারণ করিয়া তাহাদিগকে সচেতন করেন। কিন্তু তিনি সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও সত্য ও অসঙ্গ পুরুষ। তাঁহার সত্তা পৃথক্, অবাধিত, স্থূল সূক্ষ্মের অতীত এবং সাক্ষি-স্বরূপ। পঞ্চ কোশের তিনিই চরম আশ্রয়। তাঁহাকে পুচ্ছ বা সর্ব্বাশ্রয় ব্রহ্ম বলিয়া বেদান্ত শাস্ত্র বলিয়াছেন। "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা"। পঞ্চ কোশের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ আছে এই কথা বলায় শ্রুতির উদ্দেশ্য, অগ্রে স্থূলের উপদেশ দিয়া ক্রমে সূক্ষ্ম. সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম পর্য্যন্ত উপদেশ দ্বারা সবশেষে সর্বসাক্ষী বিশুদ্ধ স্বরূপ নিরূপণ ॥ ১৭ ॥

উদরাদিষু যঃ পুংসাং চিন্তিতো মুনিবর্ত্মভিঃ।
হন্তি মৃত্যুভয়ং দেবো হৃদ্গতং তমুপাস্মহে ॥ (শ্রীধর)

যে দেবতা মুনিগণের বিভিন্ন উপাসনামার্গে উদরাদি অবলম্বনে চিন্তিত হইয়া জীবের মৃত্যুভয় বিনাশ করেন, আমি হৃদয়স্থ সেই দেবতাকে উপাসনা করি। নির্গুণ অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা অত্যন্ত কঠিন। গীতায় স্বয়ং ভগবান্ এই কথাই বলিয়াছেন—"অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে" দেহাভিমানী জীবের পক্ষে অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা অত্যন্ত কষ্টের কার্য্য। সেই জন্য প্রথমে কোনও উপাধিকে অবলম্বন

করিয়া ব্রহ্মের উপাসনার বিধান উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ঋষিগণের মধ্যে বহু উপাসক সম্প্রদায় আছেন। শরীরের মধ্যে উদর অপেক্ষা হৃদয় সূক্ষ্ম। হৃদয় অপেক্ষা উদর স্থূল। হৃদয়স্থ সূক্ষ্মকেই লক্ষ্য করিয়া তথায় প্রবেশের জন্য প্রথমে উদরস্থের উপাসনা যাঁহারা করেন তাঁহারা স্থূলদর্শী। স্থূলদর্শী ঋষিগণ উদর মধ্যস্থিত মণিপুরচক্রে বৈশ্বানর অগ্নির অন্তর্যামী ব্রহ্মকে উপাসনা করেন। আরুণি ঋষির শিষ্যসম্প্রদায় হৃদয়স্থিত জীবান্তর্যামীকে উপাসনা করেন। হৃদয়ে একশত-এক নাড়ী আছে। তন্মধ্যে সুষুম্নানাড়ী মূলাধার হইতে বহির্গত হইয়া হৃদয় মধ্য দিয়া মস্তকস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্রের দিকে ঊর্দ্ধে গমন করিয়াছে এবং ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। অন্য একশত নাড়ী শরীর হইতে বক্রভাবে উৎক্রান্ত হইয়াছে এবং জীব মরণকালে এই সকল নাড়ীর দ্বারা বহির্গমন করিয়া জন্মান্তর লাভের জন্য প্রস্থান করে। ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গামিনী সুষুম্নানাড়ী, পরব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ ও জ্যোতির্ম্ময় উপলব্ধিস্থান। যে সকল উপাসক সুষুম্নামার্গে ব্রহ্মরন্ধ্রে উপস্থিত হন, তাঁহারা এই সংসারে জন্মমৃত্যুচক্রে পতিত হন না। তাঁহারা মরণকালে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন ও মুক্তিলাভ করেন।—১৮

স্বনির্ম্মিতেষু কার্য্যেষু তারতম্যবিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বানুস্যূতসন্মাত্রং ভগবন্তং ভজামহে॥ (শ্রীধর)

যিনি নিজ নির্ম্মিত ক্ষিত্যাদি ভূত ও ভৌতিক পদার্থ সমূহে তারতম্যরহিত অর্থাৎ সমরূপ, যিনি সকলের অন্তর্যামী ও কেবল সৎস্বরূপ, আমি সেই ভগবানের আরাধনা করি। ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, জ্ঞানঘন: সর্বভূতে অবস্থিত, সর্বব্যাপী, সর্ব্বসাক্ষী, চিৎস্বভাব ও সন্মাত্রস্বরূপ; এই তথ্য শ্রুতিসমূহ ঘোষণা করেন। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত ও উপাদান, উভয় কারণ। উপাদান কারণরূপে তিনি নিজসৃষ্ট দেব, মনুষ্য ও নীচ প্রাণী প্রভৃতি দেহের উৎপত্তির পূর্ব হইতেই বিদ্যমান আছেন। সেই জন্য সৃষ্ট বস্তুতে ব্রহ্ম প্রবেশ করিয়াছেন, এই কথার অর্থ. ব্রহ্ম যেন প্রবেশ করিয়াছেন এইরূপ বুঝিতে হইবে। সত্য সত্যই তো তিনি তাহাতে প্রবেশ করেন নাই। কারণ যিনি উপাদান কারণরূপে উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান আছেন তিনি আবার প্রবেশ করিবেন ইহা অতিরিক্ত কথা। কোনও লোক অন্যস্থান হইতে আসিয়া গৃহে প্রবেশ করে, কিন্তু যে সতত গৃহেই আছে সে আবার প্রবেশ করিতে পারে না। অগ্নি যেরূপ স্বভাবতঃ একরূপ হইয়াও আধার কাষ্ঠ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়; সেইরূপ ব্রহ্ম একরূপ হইয়াও সৃষ্ট দেহাদি উপাধিভেদে কোথাও উচ্চ, কোথাও নীচ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। নিজকৃত অভিব্যক্তি স্থানের অনুকরণে ইহা হইতেছে। যথার্থতঃ তিনি সত্য, অবিনাশী, একরূপ, অবিশেষ ও সন্মাত্র স্বরূপ; কিন্তু দেহাদি উপাধি মিথ্যা। অতএব তাঁহার নিত্য স্বভাব সর্ব্বদাই অক্ষুন্ন থাকায় তিনিই উপাস্য। নির্ম্মলহৃদয় ও নিষ্কাম মহাত্মগণ এই তত্ত্ব অবগত আছেন।—১৯

ত্বদংশস্য মমেশান ত্বন্মায়াকৃতবন্ধনম্।
ত্বদঙ্ঘ্রিসেবামাদিশ্য পরানন্দ! নিবর্ত্তয়॥ (শ্রীধর)

হে সর্ব্বশাসক! হে পরমানন্দ স্বরূপ! আমি আপনার অংশ। আপনার শ্রীচরণ সেবা আদেশ করিয়া আপনার মায়াকৃত যে আমার বন্ধন, তাহার নিবৃত্তি করুন।

দেহাদি উপাধিতে ব্রহ্ম বিদ্যমান থাকিলেও উপাধির কোনও দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এমন কি জীবাত্মাও স্বরূপতঃ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, ও মুক্ত স্বভাব এবং সচ্চিদানন্দময়। অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মবশে জীব সংসারমার্গে ভ্রমণ করিলেও তাহার স্বরূপ বিশুদ্ধই থাকে। কেবল স্বরূপভ্রান্তি হওয়ায় সে নিজেকে সংসারী ও ত্রিতাপতপ্ত বলিয়া মনে করে। বুদ্ধির সুখ দুঃখাদিকে সে নিজের মনে করিয়া ভোক্তা সাজিয়া বসে। জীবাত্মার প্রকৃত তত্ত্ব কি, তাহা সকলে বুঝিতে পাবে না। ইহা অতি দুর্গম এবং যাঁহাদের পরমেশ্বরে ও শ্রীগুরুদেবে প্রগাঢ ভক্তি আছে তাঁহারাই এই দুর্জ্ঞেয় আত্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হইতে পারেন। যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে ভক্তি ব্যতিরেকে আত্মজ্ঞান লাভের অন্য উপায় নাই, তাঁহারা শ্রদ্ধাসহকারে অর্চ্চন বন্দনাদির দ্বারা শ্রীভগবানের শ্রীচরণসেবা দ্বারা সংসার নিবৃত্তি করেন ভগবচ্চরণে সর্ব্বকর্ম্মার্পণ করিবার জন্য গীতায় ভগবানের শ্রীমুখেরই আদেশ —

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥" গী ৯।২৭

এই নশ্বর পৃথিবীতে, নশ্বর মনুষ্য জীবনে, ভগবানের চরণসেবাই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। বেদান্তসূত্রে ও গীতায় জীবাত্মাকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে। কিন্তু এই অংশ কিরূপ এবং ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে সম্বন্ধ কি, এই বিষয়ে আচার্য্যগণের মতভেদ আছে। কেহ বলেন ব্রহ্ম নিরবয়ব, অতএব তাঁহার অংশ হওয়া অসম্ভব। অতএব অংশের অর্থ, জীব ব্রহ্মের যেন অংশ এইরূপ প্রতীয়মান হয়। আবার কেহ বলেন, তপ্ত লৌহপিণ্ডে আঘাত করিলে যেরূপ অগণিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হয় অথচ তাহাতে লৌহ-পিণ্ডের কোনও হ্রাস হয় না, সেইরূপ ব্রহ্ম পরিপূর্ণ বস্তু এবং অসংখ্য জীব তাঁহার নিত্য অংশরূপে বহির্গত হইলেও তাঁহার কোনও ক্ষতি হয় না, তিনি পরিপূর্ণই থাকেন। ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ কাহারও মতে অভেদ, কাহারও মতে ভেদ, কাহারও মতে ভেদাভেদ, আবার কাহারও মতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ। প্রত্যেক আচার্য্যই তাঁহার মতের পরিপোষক যুক্তি ও শাস্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন। তবে জীবাত্মা স্বরূপতঃ নিত্য শুদ্ধ চেতন পদার্থ এবং ভগবৎসেবার দ্বারা সে জন্মমৃত্যুপ্রবাহরূপ সংসার হইতে চিরমুক্তি লাভ করিয়া শাশ্বত সুখ শান্তি প্রাপ্ত হয়, এই বিষয়ে সকলেই একমত॥ ২০॥

দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনো-
শ্চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণাঃ।
ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর। তে
চরণসরোজহংসকুল-সঙ্গবিসৃষ্টগৃহাঃ॥ ২১।
ত্বদনুপথং কুলায়মিদমাত্মসুহৃৎপ্রিয়ব-
চ্চরতি তথোন্মুখে ত্বয়ি হিতে প্রিয় আত্মনি চ।
ন বত রমন্ত্যহো অসদুপাসনয়াত্মহনো
যদনুশয়া ভ্রমন্ত্যুরুভয়ে কুশরীরভৃতঃ॥ ২২॥

অন্বয়—ঈশ্বর! (হে পরমেশ্বর!) দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় (আপনার দুর্বোধ তত্ত্ব জানাইবার জন্য) আত্ততনোঃ (শ্রীমূর্ত্তিপ্রকটনকারী) তব (আপনার) চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণাঃ (চরিতরূপ অমৃতমহাসমুদ্রে অবগাহন করিয়া বিগতশ্রম) এবং] তে (আপনার) চরণসরোজহংসকুল সঙ্গবিসৃষ্টগৃহা (শ্রীচরণপদ্মে হংসের ন্যায় ক্রীড়াকারী ভক্তবৃন্দের সঙ্গ হেতু গৃহত্যাগী) কেচিৎ (কোন কোন ভক্ত) অপবর্গমপি (মোক্ষসুখও) ন পরিলষন্তি (ইচ্ছা করেন না)॥ ২১॥

ত্বদনুপথং (আপনার সেবা করিবার যোগ্য) ইদং (এই) কুলায়ং (শরীর) আত্মসুহৃৎপ্রিয়বৎ (আত্মা সুহৃৎ ও প্রিয়ের ন্যায়) চরতি (প্রবৃত্ত হয়)। অহোবত (হায়) তথা (তথাপি) [মানবগণ] অসদুপাসনয়া (অসৎ দেহাদির সেবায় নিরত হইয়া) উন্মুখে (কৃপালু) হিতে (হিতকারী) প্রিয়ে (এবং প্রিয়) আত্মনি (পরমাত্মা) ত্বয়ি (আপনাতে) ন রমন্তি (রতি করে না)। [ফলে তাহারা] যদনুশয়াঃ (অসৎ বাসনা লইয়া) কুশরীরভৃতঃ (শৃগালাদি কুৎসিত শরীর ধারণপূর্ব্বক) উরুভয়ে (অতি ভয়ানক সংসারে) ভ্রমন্তি (ভ্রমণ করিতে থাকে) [অতএব তাহারা] আত্মহনঃ (আত্মঘাতী)॥ ২২॥

অনুবাদ—হে পরমেশ্বর! নিজের দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব জানাইবার জন্য আপনি শ্রীমূর্ত্তি প্রকটন করিয়া থাকেন। আপনার চরিত অমৃতের মহাসমুদ্র। তাহাতে অবগাহন করিয়া কোনও কোনও ভক্তের সংসারশ্রম নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং তাঁহারা আপনার পাদপদ্মে হংসের ন্যায় ক্রীড়াকারী ভক্তগণের সঙ্গলাভে, শ্রবণ কীর্ত্তনের গুণে, গৃহত্যাগী হইয়া, মুক্তিসুখও কামনা করেন না॥ ২১॥ আপনার সেবা করিবার যোগ্য শরীর আপনার অনুবর্ত্তী বলিয়া আত্মা, সুহৃৎ ও প্রিয়ের ন্যায় স্বাধীনভাবে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু হায়! তথাপি

শ্রীধর—ভক্তিরল্পসাধনমিতি বচনমনুচিতমিব মন্বানো ভক্তিং গুরূকরোতি—দুরবগমেতি। ভো ঈশ্বর। দুরবগমং দুর্ব্বোধং যদাত্মতত্ত্বং তস্য নিগমায় জ্ঞাপনায় তবাত্ততনোরাবিষ্কৃতমূর্ত্তেশ্চরিতমহামৃতাব্ধিপরিবর্ত্তপরিশ্রমণাশ্চরিতমেব মহামৃতাব্ধিস্তস্মিন্ পরিবর্ত্তেঽবগাহস্তেন পরিশ্রমণাঃ। পরিবর্জ্জনার্থঃ। শ্রমণং শ্রমঃ, গতশ্রমা ইত্যর্থঃ। অপবর্গমপি কেচিন্ন পরিলষন্তি নেচ্ছন্তি কুতোঽন্যৎ ইন্দ্রপদাদি। কেচিদিতি এবম্ভূতা ভক্তিরসিকা বিরলা ইতি দর্শয়ন্তি। ন কেবলমনায়েচ্ছান্তি কিন্তু তেনৈব সুখেন পূর্ণাঃ সন্তঃ পূর্বসিদ্ধং গৃহাদিসুখমপ্যুপেক্ষন্ত ইত্যাহ—তে চরণসরোজহংসকুল-সঙ্গবিসৃষ্ট-গৃহা ইতি। তব চরণসরোজে হংসা ইব রমমাণা যে ভক্তাস্তেষাং কুলং তেন সঙ্গস্তেন বিসৃষ্টা গৃহা যৈস্তে তথা। অনেন শ্রবণকীর্ত্তনে দর্শিতে। শ্রুতিশ্চ মুক্তেরপ্যাধিক্যং ভক্তের্দর্শয়তি। যথাহ—"যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চেতি" ব্যাখ্যাতঞ্চ সর্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভি—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্ত" ইতি। ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্বর্গং তৃণোপমম্॥ ২১॥

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজঃ (বায়ু, মনঃ, ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া দৃঢ় যোগাভ্যাসরত) মুনয়ঃ (মুনিগণ) হৃদি (হৃদয়ে) যৎ (যে তত্ত্বের) উপাসতে (উপাসনা করেন) অরয়ঃ অপি (বিদ্বেষী অসুরাদিও) স্মরণাৎ (আপনাকে শত্রুরূপে স্মরণ করিয়া) তৎ (তাহাই) যযুঃ (প্রাপ্ত হইয়াছেন)। উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ঃ আপনার শেষ নাগের দেহ সদৃশ দুইটি বাহুদণ্ডে আসক্তচিত্তা পরিচ্ছিন্নদৃষ্টি গোপীগণ [এবং] অঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ (আপনার পাদপদ্মের উত্তমবর্ণনাকারিণী) [ও] সমদৃশঃ (আপনাকে অপরিচ্ছিন্নভাবে দর্শনকারিণী) বয়মপি (আমরা শ্রুত্যভিমানিনী দেবতাগণও) তে (আপনার নিকট) সমাঃ (সমান অর্থাৎ সমান কৃপার পাত্র) ॥ ২৩ ॥

মানবগণ অসৎ দেহাদির সেবায় নিরত হইয়া সাক্ষাদ্ভাবে কৃপালু, হিতকারী ও প্রিয় পরমাত্মা আপনাতে রতি করে না। তাহারা অসৎ বাসনা লইয়া কুক্কুর শৃগালাদি কুৎসিত শরীর ধারণপূর্ব্বক অতি ভীষণ সংসারে ভ্রমণ করিতে থাকে। অতএব তাহারা আত্মঘাতী ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—বায়ু, মন, ও ইন্দ্রিয়ের সংযম করিয়া দৃঢ়যোগাভ্যাসে রত মুনিগণ হৃদয়ে যে ব্রহ্মের উপাসনা করেন, বিদ্বেষী অসুরাদিও আপনাকে শত্রুরূপে স্মরণ করিয়া সেই ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রেমবতী ব্রজগোপীগণ আপনার মদনমোহন মূর্ত্তির শেষনাগ সদৃশ বাহুদণ্ড দুইটির প্রতি আসক্তচিত্তা থাকেন, এবং আমরা শ্রুত্যভিমানিনী দেবতাগণ আপনাকে সর্ব্বব্যাপিরূপে চিন্তা করিয়া আপনার পাদপদ্মের উত্তমভাবে বর্ণনা করি। কিন্তু আমরাও গোপীগণের ন্যায় আপনার নিকট সমান কৃপার পাত্র ॥ ২৩ ॥

শ্রীধর—আরামমস্য পশ্যন্তি ন তং পশ্যন্তি কশ্চন। ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্যুষ্মাকমন্তরং বভূব। নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যাশ্চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়োঽনুক্রোশন্ত্যো জগদাত্মনীশ্বরে রতিমুপদিশন্তীত্যাহ—ত্বদনুপথমিতি। ত্বদনুবর্ত্তিত্বাৎ ত্বৎসেবোপয়িকমিদং কুলায়ং কৌ পৃথিব্যাং লীয়ত ইতি কুলায়ং শরীরম্ আত্মসুহৃৎপ্রিয়বৎ আত্মা চ সুহৃচ্চ প্রিয়শ্চ তদ্বচ্চরতি, স্বাধীনতয়া বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। তথাপি ত্বয়ি উন্মুখে হিতে প্রিয়ে আত্মনি চ, অপ্যাগে চক্রারঃ, এবম্ভূতে সুসেব্যেঽপি ত্বয়ি। বতাহো কষ্টং, ন রমন্তি ন সখ্যাদিনা ভজন্তি, অসদুপাসনয়া দেহাদ্যুপলালনেন আত্মহনঃ, প্রমাদিনঃ, কুতঃ? যদনুশয়াঃ যস্যামসদুপাসনায়াম্ অনুশয়ো বাসনা যেষাং তে কুশরীরভৃতঃ সন্তঃ উরুভয়ে সংসারে ভ্রমন্তি পরিবর্ত্তন্তে। অত আত্মহন ইতি ভাবঃ। ত্বয্যাত্মনি জগন্নাথে মন্মনো রমতামিহ। কদা মমেদৃশং জন্ম মানুষং সম্ভবিষ্যতি॥২২॥

ইদানীং "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো ধ্যানমঙ্গত্বেনোপদিশন্তীত্যাহ—নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজ ইতি। মরুৎ প্রাণশ্চ মনশ্চ অক্ষাণীন্দ্রিয়াণি চ নিভৃতানি সংযমিতানি যৈস্তে চ তে দৃঢ়ং যোগং যুঞ্জন্তীতি তে তথাভূতা মুনয়ো হৃদি যৎ তত্ত্বমুপাসতে, তদেবারয়োঽপি তব স্মরণাৎ যযুঃ প্রাপুঃ। স্ত্রিয়োঽপি কামতঃ উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ঃ অহীন্দ্রদেহসদৃশয়োর্ভুজদণ্ডয়োর্বিষক্তা ধীর্যাসাং তাঃ পরিচ্ছিন্নদৃষ্টয়ঃ, সমদৃশঃ সমমপরিচ্ছিন্নং ত্বাং পশ্যন্ত্যো বয়ং শ্রুত্যভিমানিন্যো দেবতা অপি তে সমা এব কৃপাবিষয়তয়া, অঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ অঙ্ঘ্রিসরোজং সুষ্ঠু ধারয়ন্ত্যঃ। অয়ং ভাবঃ, ইত্থম্ভূতস্তব স্মরণানুভাবঃ, যে যোগিনাস্ত্বাং হৃদ্যালম্বনমুপাসতে যাশ্চ বয়ং ত্বাং সমমপরিচ্ছিন্নং পশ্যামঃ, যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ কামতঃ পরিচ্ছিন্নং ধ্যায়ন্তি, যে চ দ্বেষেণ, সর্ব্বানপি তাংস্ত্বমেব প্রাপয়তীতি। চরণস্মরণং প্রেম্ণা তব দেব! সুদুর্লভম্। যথা কথঞ্চিন্নৃহরে! মম ভূয়াদহর্নিশম্ ॥ ২৩ ॥

ক ইহ নু বেদ বতাবরজন্মলয়োঽগ্রসরং
যত উদগাদৃষির্যমনু দেবগণা উভয়ে।
তর্হি ন সন্ন চাসদুভয়ং ন চ কালজবঃ
কিমপি ন তত্র শাস্ত্রমবকৃষ্য শয়ীত যদা ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—বত! (অহো ভগবন!) ইহ (এই জগতে) অগ্রসরং (পূর্ব্বসিদ্ধ) (আপনাকে) অবরজন্মলয়ঃ (যাহার জন্ম ও বিনাশ পরে হইয়াছে এইরূপ) কো নু পুমান (কোন পুরুষ) বেদ (জানিতে পারেন?) যতঃ (যে আপনা হইতে) ঋষিঃ (ব্রহ্মা) উদগাৎ (উৎপন্ন হইয়াছেন)। যমনু (এবং ব্রহ্মার পরে) উভয়ে (আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক) দেবগণাঃ (দেবগণ) যদা তু (যে কালে) ভবান্ (আপনি) (সমুদয় সৃষ্ট জগৎ) অবকৃষ্য (উপসংহার করিয়া) শয়ীত (শয়ন করেন) তর্হি (সে কালে) সৎ (স্থূল আকাশ আদি) ন (থাকে না) অসৎ (সূক্ষ্ম মহদাদিও) ন (থাকে না) উভয়ং চ (স্থূল সূক্ষ্ম উভয়ের দ্বারা আরব্ধ শরীর ও) ন (থাকে না) কালজবঃ ন চ (কালবৈষম্যও থাকে না) তত্র (তখন) কিমপি ন (ইন্দ্রিয় ও প্রাণ প্রভৃতি কিছুই থাকে না) শাস্ত্রমপি ন (জ্ঞাপক শাস্ত্রও থাকে না)॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অহো ভগবন! এই জগতে যাহার জন্ম ও নাশ পরে হইয়াছে এইরূপ কোন্ মানব পূর্ব্বসিদ্ধ অর্থাৎ অনাদিকাল বিদ্যমান আপনাকে জানিতে পারেন? আপনা হইতে ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মার পরে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক দেবগণ ও পরে মনুষ্যাদি উৎপন্ন হইয়াছেন। যে সময়ে আপনি সমগ্র সৃষ্টজগৎ উপসংহার করিয়া শয়ন করেন, সে সময় স্থূল আকাশাদি, সূক্ষ্ম মহদাদি, এবং স্থূল সূক্ষ্ম উভয়ের দ্বারা উৎপন্ন শরীর ও থাকে না, কালবৈষম্যও থাকে না। তখন ইন্দ্রিয় ও প্রাণ প্রভৃতি কিছুই থাকে না, আপনার তত্ত্বের জ্ঞাপক শাস্ত্রও থাকে না ॥ ২৪ ॥

শ্রীধর—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ কুত আয়াতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। অর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথ কো বেদ যত আবভূব। অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্শৎ। তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি" ॥ ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো ভগবত্তত্ত্বং দুর্জ্ঞেয়ং বদন্ত্যো ভক্তিমেবো বরীকৃত্য স্তুবন্তীত্যাহ—ক ইহ নু বেদেতি। বত অহো ভগবন! ইহ জগতি অগ্রসরং পূর্ব্বসিদ্ধং ত্বাম্ অবরজন্ম-লয়োঽর্বাচীনোৎপত্তিনাশবান কো নু পুমান বেদ জানাতি। ঈশ্বরস্য পূর্বসিদ্ধাবস্থস্য চাবাচীনত্বে প্রমাণং বদন্ জ্ঞানকারণা ভাবমাহ—যত উদগাদিতি। যতস্ত্বত্তঃ ঋষিব্রহ্মা উৎপন্নঃ, যং ব্রহ্মাণমনু উভয়ে আধ্যাত্মিকা আধিদৈবিকাঃ দেবগণাঃ উৎপন্নাঃ, ততোঽর্বাচীনাঃ সর্বে। যদা তু ভবান্ সর্ব্বমবকৃষ্য উপসংহৃত্য শয়ীত, তর্হি তদা অস্মশায়নাং জীবানাং জ্ঞানসাধনং নাস্তি, যতস্তদা ন সৎ স্থূলমাকাশাদি, ন চাসৎ সূক্ষ্মং মহদাদি, ন চোভয়ং সদসদ্ভ্যামারব্ধং শরীরম্, ন চ কালজবস্তন্নিমিত্তভূতং কালবৈষম্যম্। এবং সতি তত্র তদা ন কিমপি চেন্দ্রিয়প্রাণাদ্যপি, ন চ জ্ঞাপকং শাস্ত্রমপি। অয়মভিপ্রায়ঃ—অর্বাক্ সৃষ্টিগতানাং দেহাদ্যুপাধিকৃতান্তরাণাং কালবশেন চ মলিনসত্ত্বানাং ন তাবদ্ভগবজ্জ্ঞানসামর্থ্যম্, তথাচ শ্রুতিঃ—"ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্যুষ্মাকমন্তরং বভূব" ইত্যাদ্যা। যদা তু প্রলয়সময়ে ন বহুন্তরমস্তি তদাপি সাধনাভাবান্ন ভগবজ্জ্ঞানসামর্থ্যম্। অতস্ত্বদেকশরণতয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তিরেব সুকরেতি। ব্রাহং বুদ্ধ্যাদিসংরুদ্ধঃ ক্ব চ ভূমন্! মহত্তব। দীনবন্ধো! দয়াসিন্ধো! ভক্তিং মে নৃহরে! দিশ ॥ ২৪ ॥

জনিমসতঃ সতো মৃতিমুতাত্মনি যে চ ভিদাং
বিপণমৃতং স্মরন্ত্যপদিশন্তি ত আরুপিতৈঃ।
ত্রিগুণময়ঃ পুমানিতি ভিদা যদবোধকৃতা
ত্বয়ি ন ততঃ পরত্র স ভবেদববোধরসে॥ ২৫॥

অন্বয়—অসতঃ (বৈশেষিক মতে সৃষ্টির পূর্বে অবিদ্যমান জগৎ প্রভৃতি কার্য্যের, পাতঞ্জলযোগ মতে জীবের অবিদ্যমান ব্রহ্মত্বের) জনিং (উৎপত্তি), সতঃ (নৈয়ায়িক মতে সত্য একুশ প্রকার দুঃখের) মৃতিং (বিনাশ) আত্মনি ভিদাং (সাংখ্য মতে জীবাত্মার বহুত্ব বিপণং (মীমাংসক মতে যজ্ঞাদি কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি) ঋতং (সত্য ও পরমপুরুষার্থ) যে (যে সকল বৈশেষিক, নৈয়ায়িক, সাংখ্যমতাবলম্বী ও মীমাংসকগণ) স্মরন্তি (বলিয়া থাকেন) তে (তাঁহারা সকলে) আরুপিতৈঃ (ভ্রমবশতই) উপদিশন্তি (এই সব উপদেশ দিয়া থাকেন)। যৎ (কারণ) পুমান্ (আত্মা) ত্রিগুণময়ঃ (ত্রিগুণময়) ইতি (এই) ভিদা (ভেদ জ্ঞান) অবোধকৃতা (অজ্ঞান জন্য হইয়া থাকে) । কিন্তু] ততঃ (অজ্ঞানের) পরত্র (অতীত অর্থাৎ অসঙ্গ) অববোধরসে (জ্ঞানঘন) ত্বয়ি (আপনাতে) সঃ (সেই অজ্ঞান) ন ভবেৎ (থাকা সম্ভব নহে)॥ ২৫॥

অনুবাদ—বৈশেষিক মতে সৃষ্টির পূর্বে অবিদ্যমান জগৎ প্রভৃতি কার্য্যের উৎপত্তি হয় এবং পাতঞ্জল যোগ মতে জীবে অবিদ্যমান ব্রহ্মত্বের উৎপত্তি হয়। নৈয়ায়িক মতে দুঃখ একুশ প্রকার এবং এই সকল সত্য ও তাহাদের বিনাশ হয়। সাংখ্যমতে জীবাত্মা বহু। মীমাংসকমতে যজ্ঞাদি কর্ম্মের স্বর্গাদি ফল সত্য ও পরম পুরুষার্থ। এই সকল দার্শনিক, ভ্রমবশতঃ এই সকল উপদেশ দিয়া থাকেন। কারণ আত্মা ত্রিগুণময় এই ভেদজ্ঞান, অজ্ঞান জন্য হইয়া থাকে, কিন্তু অজ্ঞানের পরপারে অবস্থিত জ্ঞানঘন আপনাতে সেই অজ্ঞান থাকা সম্ভব নহে॥ ২৫॥

শ্রীধর—ইতোঽপি জ্ঞানং ন সুকরম্, উপদিশতামপি ভ্রমবাহুল্যাদিত্যাহ—জনিমসত ইতি। অসতো জগতো জনিমুৎপত্তিং যে বৈশেষিকাদয়ো বদন্তি, অসত এব ব্রহ্মত্বস্যোৎপত্তিং যে চ পাতঞ্জলাদয়ঃ, সত এবৈকবিংশতিপ্রকারস্য দুঃখস্য মৃতিং নাশং মোক্ষং বদন্তি যে নৈয়ায়িকাঃ, উত অপি যে চ সাঙ্খ্যাদয়ঃ আত্মনি ভিদাং ভেদঞ্চ, যে চ মীমাংসকা বিপণং কর্ম্মফলব্যবহারং ঋতং সত্যং স্মরন্তি বদন্তি, তে সর্বে আরুপিতৈর্ভ্রমারোপিতৈর্ভ্রমৈরেবোপদিশন্তি ন তত্ত্বদৃষ্ট্যা। সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ। ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ। জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধাৎ। কিঞ্চ বস্তুতঃ পুরুষস্য ত্রিগুণময়ত্বে সর্বমিদং সঙ্গচ্ছেত, ন তু তদস্তীত্যাহ—ত্রিগুণময়ঃ পুমানিতি ভিদা যদবোধকৃতা ত্বয়ীতি। ত্রিগুণময়ঃ পুমানিত্যনেন হেতুনা যা ভিদা, উপলক্ষণমেতদ্ভিদাদি, সা যস্মাৎ ত্বয়ি বিষয়ে অবোধকৃতা ত্বদ্বিষয়াজ্ঞানবিজৃম্ভিতা। তর্হি কিমজ্ঞানমস্তি ? বস্তুতঃ পুংসি নৈবেত্যাহ ততঃ অবোধাৎ পরত্র পরেঽসঙ্গে অববোধরসে জ্ঞানঘনে পুংসি সঃ অবোধঃ ন ভবেৎ ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। মিথ্যাতর্কসুকর্কশেরিতমহাবাদান্ধকারান্তরে ভ্রাম্যন্মন্দমতেরমন্দমহিমং ত্বজ্জ্ঞানবর্ত্মাস্ফুটম্। শ্রীমন্মাধব। বামন। ত্রিনয়ন। শ্রীশঙ্কর। শ্রীপতে! গোবিন্দেতি মুদা বদন্ মধুপতে! মুক্তঃ কদা স্যামহম্॥ ২৫॥

ফেলালব

ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ।
কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমম্ ॥ (শ্রীধর)

কোন কোন ভাগ্যবান্ আপনার কথামৃতসমুদ্রে বিহার করিতে করিতে পরমানন্দে মগ্ন হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ মনে করিয়া থাকেন।

জ্ঞানান্মুক্তিঃ, অর্থাৎ জ্ঞানই মুক্তিলাভের প্রধান সাধন এইরূপ কথা বিদ্বৎসমাজে প্রসিদ্ধ। কিন্তু মহাভাগবতগণ বলেন, জ্ঞানও একপ্রকার ভক্তি এবং চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী ভক্ত অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে পাওয়ার ভক্তিই শ্রেষ্ঠ উপায়। এমনকি জ্ঞান, যোগ ও কর্ম্ম এই তিনটির সহিত ভক্তির যোগ না থাকিলে তদ্দ্বারা ঈশ্বরের কৃপালাভ করা অসম্ভব।

ভগবানের তত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়। তাই নিজের দুর্জ্ঞেয়তত্ত্ব জানাইবার জন্য তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করেন। ভগবানের পুণ্যচরিতকথা অমৃতের মহাসমুদ্র। কোন কোন ভাগ্যবান্ এই সুধাসাগরে অবগাহন করিরা পরমানন্দে বিভোর হইয়া যান। তাঁহারা ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গকে তুচ্ছ মনে করেন। তাঁহারা মুক্তিও কামনা করেন না। ইন্দ্রপদাদি ত অতি তুচ্ছ। "দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ" ভগবান্ মুক্তি দিতে চাহিলে, তাঁহারা গ্রহণ করেন না। তাঁহারা কেবল ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করিতে অভিলাষী। ভগবৎকথামৃত আস্বাদনের ফলে তাঁহাদের সংসারশ্রমের নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং ভগবৎপাদপদ্মমধুপ ভক্তগণের সৎসঙ্গ ফলে অবিরত শ্রবণ কীর্ত্তনের গুণে তাঁহারা গৃহত্যাগী হন। ভক্তি যে মুক্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহার প্রমাণ শ্রুতিতে আছে। ব্রহ্মনিষ্ঠ মুক্তপুরুষগণও ভগবানের কল্যাণগুণে আকৃষ্ট হইয়া দেহ ধারণ করিয়া, তাঁহার ভজনে প্রবৃত্ত হন। ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির সর্ব্বোত্তম সাধন। "তার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ"—চৈঃ চঃ ॥২১॥

ত্বয্যাত্মনি জগন্নাথে মন্মনো রমতামিহ।
কদা মমেদৃশং জন্ম মানুষং সম্ভবিষ্যতি ॥ (শ্রীধর)

আপনি পরমাত্মা ও জগন্নাথ। আপনাতে আমার মন রমণ করুক। কবে আবার এই সংসারে আপনার ভজননিষ্ঠ মনুষ্যজন্ম আমি লাভ করিব ?

এই সংসারে ঈশ্বরবিমুখ ব্যক্তিগণ জগতের অনিত্য ধন জন প্রভৃতির মোহে ভুলিয়া থাকে কিন্তু বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর স্রষ্টা ঈশ্বরের কোনও খোঁজ রাখে না। এই জন্য তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু প্রবাহে পড়িয়া সংসারে যাতায়াত করিতে থাকে এবং অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। একমাত্র সেই পরমাত্মাকে জানিলেই সংসার নিবৃত্তি হইতে পারে এবং শাশ্বত সুখ শান্তি পাওয়া যায়, অন্য কোনও পন্থা নাই, ইহাই শ্রুতির সার কথা। নশ্বর মানবদেহ পাঞ্চভৌতিক ও অচেতন পদার্থ। তাহার মধ্যে চেতন আত্মা

অবস্থান করেন বলিয়া তাহাকে চেতনের মত বোধ হয়। আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া গেলে সেই দেহ তখন অস্পৃশ্য ও পূতিগন্ধময় হইয়া যায়। অতএব আত্মারই সকল মহিমা, দেহের কিছুই নাই। আত্মাই যথার্থ প্রিয় ও হিতকারী। আত্মার সহিত দেহ গেহ পুত্রাদি সংসৃষ্ট বলিয়া তাহারাও প্রিয় হইয়া থাকে। দেহকেও অনেকে আমি বলেন—এইজন্য দেহ আত্মার ন্যায়। সুহৃৎ যেরূপ বিবিধ বস্তু আনিয়া দেয় সেইরূপ দেহও রূপরসাদি বিবিধ বিষয় জীবকে দেয় এইজন্য সুহৃদের ন্যায়। প্রিয় ব্যক্তি যেরূপ ভালবাসার বিষয়, দেহও সেইরূপ হয়. এইজন্য প্রিয়ের ন্যায়। দেহের মধ্যে অবস্থিত জীবাত্মা চেতন পদার্থ। তাহার কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। ইচ্ছা করিলে জীব তাহার শরীরের দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিতে পারে। মুখ্যভাবে ঈশ্বরের সেবা করিবার জন্যই তিনি মানবদেহ দিয়াছেন এবং একমাত্র মানবদেহই ঈশ্বরের সেবার যোগ্য। ঈশ্বর সেবার জন্য জীবনধারণের উপযোগী অন্যান্য কর্ম এই দেহের দ্বারা করিলে তাহাতে দোষ নাই, কারণ সেই সব কর্ম্ম সেবার অনুকূল। ঈশ্বর পরম কারুণিক ও জীবের প্রকৃত হিতকারী। তিনিই একমাত্র প্রেমাস্পদ। তাঁহাকে ভজন করিলেই তিনি সংসার সমুদ্র হইতে জীবকে উদ্ধার করেন। হৃদয়ে অনুরাগ থাকিলে তাঁহার ভজন অতি অনায়াসসাধ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় সুখসেব্য ঈশ্বরের ভজন না করিয়া বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ কেবল দেহাদি অনিত্য বস্তুর পরিচর্য্যাতেই আসক্ত থাকে। ফলে তাহা কুবাসনা লইয়া জন্মান্তরে কুকুর শৃগালাদি দেহ প্রাপ্ত হয় এবং এই ভয়াবহ সংসারে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। এতাদৃশ ব্যক্তিরাই প্রকৃত আত্মঘাতী। যেহেতু তাহারা দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও পরমাত্মার ভজন না করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে। ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম স্বর্গের দেবতারাও আকাঙ্ক্ষা করেন, কারণ একমাত্র মনুষ্যদেহেই হরিভজন করার সুযোগ সৌভাগ্য পাওয়া যায়॥ ১২॥

চরণস্মরণং প্রেম্ণা তব দেব! সুদুর্ল্লভম্।
যথা কথঞ্চিন্ন্ হরে! মম ভূয়াদহর্নিশম্॥ (শ্রীধর)

হে নৃসিংহদেব! প্রেমের সহিত আপনার শ্রীচরণ স্মরণ সুদুর্ল্লভ। অতএব তাহা যেন আমার যে কোন প্রকারে দিবারাত্রি হইতে থাকে।

ভগবানের সহিত প্রগাঢ় সম্পর্কের অদ্ভুত মহিমা। যে কোনও ভাব লইয়া তাঁহাকে মনে মনে নিবিষ্ট ভাবে চিন্তা করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়। প্রেমময়ী ব্রজরমণীগণ তাঁহাকে প্রাণবল্লভরূপে একাগ্র ভাবে চিন্তা করিয়া পাইয়াছেন। বিদ্বেষী কংস রাজা উৎকট ভয়ে সর্ব্বদা তাঁহার চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার দ্বারা নিহত হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়াছে। বিদ্বেষী শিশুপাল প্রভৃতিও তাঁহার প্রতি উৎকট বিদ্বেষ পোষণ করার ফলে তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়াছে। সেইজন্য ভগবানের গুণসমূহের মধ্যে একটি গুণ, তিনি হতারিগতিদায়ক। যাহারা শত্রুভাবে তাঁহার চিন্তা করিল, তাহারা যখন এইরূপ উৎকৃষ্ট গতি পাইল, তখন সংযতেন্দ্রিয় যোগী ঋষিগণ শ্রদ্ধার সহিত ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? প্রেমপূর্ণা ব্রজগোপীগণ তাঁহাদের প্রাণনাথ বংশীধারী মদনমোহন মূর্ত্তির প্রশস্ত বাহুযুগলের দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া সেই মধুর মূর্ত্তির ধ্যান করিয়া তাঁহার

যেরূপ কৃপালাভ করিয়াছেন, আবার শ্রুত্যভিমানিনী দেবতাগণ ভগবানের বরে পরে গোপী হইয়াছিলেন এই সংবাদ পুরাণাদিতে আছে। সার কথা, ভগবৎস্মরণের ঈদৃশ প্রভাব যে, স্মরণকারীর মানসিক ভাব যাহাই হউক না কেন, সকলেরই ভগবৎপ্রাপ্তি করাইয়া দেয়! শ্রুতি ধ্যানকেই ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়ক বলিয়াছেন। শ্রুতির কথা এই যে, পতি, পুত্র, পত্নী প্রভৃতি কেহই স্বভাবতঃ প্রিয় নহে, কিন্তু আত্মা প্রিয় বলিয়া তাহারা প্রিয় হয়। অতএব আত্মতত্ত্ব প্রথমতঃ শাস্ত্র ও আচার্য্য হইতে শ্রবণ করিতে হইবে এবং তৎপরে নিশ্চিতরূপে ধ্যান করিতে হইবে। তাহার দ্বারাই আত্মদর্শন লাভ করিতে হইবে। এইরূপে আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা নিখিল বিষয় অবগত হওয়া যায়॥ ২৩॥

ক্বাহং বুদ্ধ্যাদিসংরুদ্ধঃ ক্ব চ ভূমন্ মহস্তব।
দীনবন্ধো! দয়াসিন্ধো ভক্তিং মে নৃহরে! দিশ॥ (শ্রীধর)

হে সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বমহান্ পুরুষ! ক্ষুদ্র বুদ্ধ্যাদি দ্বারা আবৃত আমি কোথায়? আর বাক্য ও মনের অগোচর আপনার মহিমা কোথায়? এই উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত ব্যবধান। অতএব হে দীনবন্ধো! হে কৃপাসিন্ধো! হে নৃসিংহ দেব! আমাকে ভক্তি প্রদান করুন।

পরমেশ্বরের তত্ত্ব অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। তিনি বাক্য ও মনের অগোচর; ব্রহ্মকে না পাইয়া বাক্য মনের সহিত ফিরিয়া আসে। কোথা হইতে কিরূপে এই বিবিধ সৃষ্টি হইয়াছে এই রহস্য কেহ কিছুই বলিতে পারে না। পরমেশ্বর অনাদি কাল হইতেই বিদ্যমান আছেন, অন্য সকলেই তাঁহার পরে উৎপন্ন। অতএব পরবর্ত্তী কালে উৎপন্ন যাঁহারা, পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তির তত্ত্ব সাক্ষাৎ তাঁহারা জানিতে পারেন না। প্রথম শরীরধারী পুরুষ ব্রহ্মা পরমেশ্বরের নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ঈশ্বরের কিঞ্চিৎ তত্ত্বের জ্ঞাপক বেদও ঈশ্বর হইতে প্রাদুর্ভূত। ব্রহ্মার পরে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক দেবগণ এবং তৎপরে মনুষ্যাদি সকলে উৎপন্ন হইয়াছেন। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবগণ আধ্যাত্মিক, এবং ব্রহ্মলোকাদির অধিষ্ঠাতা দেবগণ আধিদৈবিক।

প্রলয়কালে ঈশ্বর সমস্ত সৃষ্ট জগৎ উপসংহার (বিনাশ) করিয়া শয়ন করেন। তখন জীবগণের জ্ঞানলাভের কোনও উপায় থাকে না। তখন স্থূল আকাশাদি মহাভূত, সূক্ষ্মবুদ্ধি প্রভৃতি, ভৌতিক শরীরাদি এবং কালের ক্রিয়া কিছুই থাকে না। জীবের সহিত ঈশ্বরের তৎকালে অধিক ব্যবধান না থাকিলেও ঈশ্বরের তত্ত্ব জানাইবার উপযোগী শাস্ত্রসমূহও থাকে না। অতএব সংসারকালে সৃষ্টজীবের দেহাদি উপাধির জন্য ঈশ্বরের নিকট হইতে বহু ব্যবধান ও বুদ্ধির মালিন্যবশতঃ ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করিবার সামর্থ্য নাই। আর প্রলয়কালে জীব ঈশ্বরলীন হইলেও সাধনের অভাবে ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করিবার সামর্থ্য তাহার থাকে না। অতএব অসহায় জীবের ঈশ্বরই একমাত্র আশ্রয়। তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার তত্ত্ব না জানাইলে জীবের পক্ষে জানা অসাধ্য। সুতরাং ঈশ্বরের শরণাগত হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিই মায়াকবলিত জীবের একমাত্র সহজ ও সুকর উপায়॥ ২৪॥

মিথ্যাতর্ক-সুকর্কশেরিত-মহাবাদান্ধকারান্তরে
ভ্রাম্যন্মন্দমতেরমন্দমহিমং ত্বজ্‌জ্ঞানবর্ত্মাস্ফুটম্।
শ্রীমন্মাধব বামন ত্রিনয়ন শ্রীশঙ্কর শ্রীপতে
গোবিন্দেতি মুদা বদন্ মধুপতে মুক্তঃ কদা স্যামহম্॥ (শ্রীধর)

হে উৎকৃষ্ট মহিমান্বিত। মিথ্যাতর্কের সাহায্যে অত্যন্ত কর্কশভাবে উত্থাপিত মতবাদসমূহরূপ গাঢ় অন্ধকারে ভ্রান্ত, মাদৃশ মন্দমতির নিকট আপনাকে জানিবার পথ অস্পষ্ট রহিয়াছে। অতএব হে মধুপতে! কবে আমি শ্রীমন্ মাধব, বামন, ত্রিনয়ন, শ্রীশঙ্কর, শ্রীপতি, গোবিন্দ এই সকল নামে সানন্দে আপনাকে সম্বোধন করিতে করিতে মুক্ত হইতে পারিব? শিবের নামগুলিও বিষ্ণুর নাম। হরিহর অভিন্ন। বিষ্ণু ও শিবের নামে পার্থক্য-বুদ্ধিতে নামাপরাধ হয়।

জ্ঞানপথ অতি দুর্গম এবং ব্রহ্মজ্ঞানলাভ অতি দুষ্কর। জ্ঞানপথের উপদেষ্টা আচার্য্যগণের মতবাদে অনেক ভ্রম দেখা যায়। তারপর আচার্য্যগণের পরস্পরের মতভেদ ত আছেই। এইজন্য জ্ঞানলাভ করা সহজ নহে। বৈশেষিক দর্শনকার মহর্ষি কণাদের মত এই যে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ অর্থাৎ ছিল না। অসতের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু শ্রুতি বলেন সৃষ্টির পূর্বে জগৎ সদ্‌রূপেই অর্থাৎ ব্রহ্মরূপেই ছিল। অতএব শ্রুতি-বিরোধী উপদেশ দিয়া কণাদ ভ্রান্ত হইয়াছেন। যোগদর্শনকার মহামুনি পতঞ্জলির মত এই যে, যোগাভ্যাসের ফলে জীবাত্মার মধ্যে ব্রহ্মত্ব উপস্থিত হয়। এই ব্রহ্মত্ব জীবে পূর্ব্বে থাকে না, এইজন্য অসতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু শ্রুতি বলেন, জীব ব্রহ্মই, কোনও ভেদ নাই। অবিদ্যাবশতঃ সাময়িক ভেদ মনে হয়। অতএব শ্রুতিবিরুদ্ধ উপদেশ করিয়া পতঞ্জলি ভ্রান্ত হইয়াছেন। ন্যায়শাস্ত্রকার মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন যে, জীবের একবিংশতি প্রকার দুঃখ সৎ। এবং দুঃখ সমূহের নাশেই মুক্তি। একবিংশতি প্রকার দুঃখ যথা—শরীর, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সঙ্কল্প, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ। গৌতমের এই মত ভ্রমাত্মক কারণ ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ। একমাত্র পরমাত্মা ভিন্ন জগতে আর কিছুই সত্য নাই। দুঃখসমূহ সত্য হইতে পারে না এবং দুঃখনাশেই মুক্তি হওয়া অসম্ভব। সাংখ্যশাস্ত্রকার মহর্ষি কপিল আত্মার বাস্তবিক ভেদ অর্থাৎ বহুত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু শ্রুতি ও সাংখ্যমতের বিরোধ দৃষ্ট হয়। শ্রুতি বলেন এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আছেন। এক পরমেশ্বরই সর্বভূতে অবস্থিত থাকিয়া জলাশয় প্রভৃতিতে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় বহুরূপে পরিদৃষ্ট হন। কর্মমীমাংসাকার মহর্ষি জৈমিনির মতে বৈদিক যজ্ঞাদির ফল স্বর্গাদি সত্য ও পরম পুরুষার্থ। এই মত শ্রুতিবিরুদ্ধ। কারণ শ্রুতিতে সকাম বৈদিক কর্মের বহু নিন্দা আছে এবং কর্মফল অনিত্য এবং বিনাশশীল বলা আছে। আত্মা যদি বস্তুতঃ ত্রিগুণাত্মক হইত, তাহা হইলে পূর্বোক্ত মতবাদ সকল সঙ্গত হইত, কিন্তু আত্মা বিশুদ্ধ চিদ্বস্তু, ত্রিগুণাত্মক নহেন। ঈশ্বরকে না জানার ফলেই আত্মা ত্রিগুণময় ও বহু, এইরূপ প্রতীতি হয়। ঈশ্বরে বস্তুতঃ অজ্ঞান থাকিতে পারে না, যিনি অজ্ঞানের পরপারে বিদ্যমান, অসঙ্গ ও জ্ঞানঘন, তাঁহাতে অজ্ঞানের অবস্থান অসম্ভব। আচার্য্যদের মধ্যেও যখন ভ্রমাত্মক মতভেদই বহুল দৃষ্ট হইতেছে, তখন কেবল ভগবানের শরণাগত হইয়া ভক্তিমার্গে আরাধনা ভিন্ন উপায়ান্তর

তব পরি যে চরন্ত্যখিলসত্ত্বনিকেততয়া
ত উত পদাক্রমন্ত্যবিগণয্য শিরো নির্ঋতেঃ।
পরিবয়সে পশূনিব গিরা বিবুধানপি তাং
স্ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাঃ খলু পুনন্তি ন যে বিমুখাঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয় - যে (যাঁহারা) অখিলসত্ত্বনিকেততয়া (আপনি সর্ব্বভূতে বাস করেন ইহা মনে করিয়া) তব (আপনার) পরিচরন্তি (পরিচর্য্যা অর্থাৎ সেবা করেন) তে উত (তাঁহারাই) অবিগণয্য (মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া) নির্ঋতেঃ (মৃত্যুর) শিরঃ (মস্তকে) পদা (পদ) আক্রমন্তি (স্থাপন করেন অর্থাৎ তাঁহাদের মৃত্যুভয় থাকে না), যে (আর যাহারা) বিমুখাঃ (আপনার অভক্ত) তান্ বিবুধান্ অপি (তাহারা বিদ্বান্ হইলেও) পশূনিব (পশুর ন্যায়) গিরা (বেদবাক্যরূপ রজ্জু দ্বারা) [তাহাদিগকে] পরিবয়সে (আপনি বন্ধন করিয়া থাকেন), ত্বয়ি (আপনার প্রতি) কৃতসৌহৃদাঃ (যাঁহারা প্রেম করিয়া থাকেন) [সেই সকল ভক্তই] খলু (নিশ্চয়) পুনন্তি (নিজেকে ও অন্যকে পবিত্র করেন) [অভক্তেরা নিজেকেই পবিত্র করিতে পারে না, অন্যকে পবিত্র করা দূরের কথা] ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—আপনি সর্ব্বভূতে বাস করেন ইহা মনে করিয়া যে সকল ভক্ত আপনার সেবা করেন তাঁহারাই মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া মৃত্যুর মস্তকে পদাঘাত করেন অর্থাৎ তাঁহারাই মৃত্যুঞ্জয়ী। আর যাহারা আপনার প্রতি ভক্তিহীন তাহারা বিদ্বান্ হইলেও তাহাদিগকে আপনি বেদবাক্যরূপ রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করিয়া থাকেন। আপনার প্রেমিক ভক্তগণই নিশ্চয় নিজেকে ও অপরকে পবিত্র করেন। অভক্তগণ নিজেকেই পবিত্র করিতে পারে না, অন্যকে পবিত্র করা ত দূরের কথা ॥ ২৭ ॥

শ্রীধর—নন্তু সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ইত্যাদি শ্রুতিভিরেব বস্তুতস্য ভগবতঃ প্রতিপাদনাৎ তজ্জ্ঞানং মুক্তকবমেবেতি কৃতং ভক্ত্যা অত আহ, তব পরি যে চরন্তীতি। তবেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। ত্বাং যে পরিচরন্তীতি। ছন্দসি ব্যবহিতাশ্চেতি যচ্ছন্দেন ব্যবধানমদোষঃ। কেন রূপেণ, অখিল-সত্ত্বনিকেততয়া অখিলানি সত্ত্বানি নিকেতো যস্য স তথা তস্য ভাবস্তত্তা তয়া সর্ব্বভূতাবাসতয়েত্যর্থঃ। উত এবাবিগণষ্য তিরস্কৃত্য ত এব নির্ঋতের্মৃত্যোঃ শিরো মূর্দ্ধানং পদা পাদেনাক্রমন্তি মৃত্যো মূর্ধ্নি পদং দধতি। তং তরন্তি, মুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ। যে পুনর্বিমুখা অভক্তাস্তান্ গিরা বাচা পশূনিব বিবুধান্ বিদুষোঽপি পরিবয়সে বধ্নাসি। কুতঃ ? ত্বয়ি কৃতসৌহৃদাঃ ত্বয়ি কৃতং সৌহৃদং প্রেম যৈস্তে খলু নিশ্চিতং পুনন্তি পবিত্রয়ন্তি আত্মানমন্যানপীতি শেষঃ, নেতরে। তথাচ শ্রুতিঃ—"তস্য বাক্ তন্ত্রির্নামানি দামানি তস্যেদং বাচা তন্ত্যা নামভির্দামভিঃ সর্বং সিতম্" ইতি। অয়মভিপ্রায়ঃ—সত্যমেবস্তুতমাত্মানং শ্রুতয়ঃ প্রতিপাদয়ন্তি, তত্র চ যদ্যপি বস্তুনোঽপরোক্ষত্বাদপরোক্ষমেব জ্ঞানমুৎপদ্যতে তথাপাসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনা-তিরস্কৃতত্বান্মলিনচিত্তেষু পরোক্ষমিব ভবতীতি নাপরোক্ষ সংসারভ্রমনিবৃত্তিসমর্থম্। ভগবৎপরিচর্য্যয়া তু সম্যগমলচিত্তানাং তৎপ্রসাদেন লব্ধাপরোক্ষজ্ঞানানামযত্নত এব করকলিতো মোক্ষ ইতি। তথাচ শ্রুতয়ঃ—"দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে" "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" "যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ" ইত্যাদয়ঃ। তপস্ত তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্বতাদটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান্। যজন্তু যাগৈর্বিবদন্তু বাদৈর্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি ॥ ২৭ ॥

ত্বমকরণঃ স্বরাডখিলকারকশক্তিধর-
স্তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়ানিমিষাঃ।
বর্ষভুজোঽখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বসৃজো
বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ। ২৮॥

অন্বয়—ত্বং (আপনি) অকরণঃ (ইন্দ্রিয়রহিত) [হইয়াও] অখিলকারকশক্তিধরঃ (প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়শক্তি ধারণ করিয়া আছেন) (যেহেতু) স্বরাট্ (আপনার জ্ঞানশক্তি স্বতঃসিদ্ধ) বর্ষভুজঃ (খণ্ডরাজ্যের অধিপতিগণ) অখিল-ক্ষিতিপতেঃ ইব (যেমন সমগ্র পৃথিবীর অধিপতিকে) বলিং (কর) উদ্বহন্তি (প্রদান করেন) [সমদন্তি চ (নিজ নিজ প্রজার নিকট কর গ্রহণ করেন)] [সেইরূপ] অজয়া (অবিদ্যাযুক্ত [illegible] অনিমিষাঃ (ইন্দ্রাদি দেবতাগণ) বিশ্বসৃজঃ (ব্রহ্মা প্রভৃতি) [আপনাকে পূজোপহার প্রদান করেন এবং মনুষ্যদত্ত হব্য কব্য ভক্ষণ করেন] যত্র (যে যে কর্মে) অধিকৃতাঃ (নিযুক্ত আছেন) তাঁহারা ভবতঃ (আপনার) চকিতাঃ (ভয়ে) [সেই সেই কর্ম] বিদধতি (সম্পাদন করিয়া থাকেন) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—আপনার জ্ঞানশক্তি স্বতঃসিদ্ধ, এই হেতু আপনি ইন্দ্রিয়রহিত হইয়াও সকল প্রাণীর ইন্দ্রিয় শক্তি ধারণ করিয়া আছেন। যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতিগণ নিজ নিজ প্রজাগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন এবং সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি সম্রাটকে নিজ নিজ দেয় কর প্রদান করেন, সেইরূপ অবিদ্যাযুক্ত ইন্দ্রাদি দেবতাগণ, এমন কি ব্রহ্মা প্রভৃতিও মনুষ্যদত্ত হব্য কব্য গ্রহণ করেন, এবং আপনাকে পূজোপহার প্রদান করেন। যাঁহার যে কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা আপনার ভয়ে সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ।

শ্রীধর—নন্বস্তু যদ্যপীশ্বরস্য সর্বনিয়ন্তৃত্বেন ভগবতঃ সর্বাশ্রয়ত্বং, তথাপি করণাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বে প্রসজ্জেয়াতাম্, ন বস্তুতস্তথাত্বমিতি চেৎ, তর্হি জীবানামপি [illegible] সেবাসেবকভাবনানাশঙ্কা পরিহরন্ত্যঃ অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তমিত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ প্রত্যাহুঃ—ত্বমকরণ ইতি। করণরহিত এব অখিলকারকশক্তিধরঃ সর্বেষাং প্রাণিনাং যানি কারকাণি ইন্দ্রিয়াণি তেষাং শক্তিধরঃ [illegible] কুতঃ? স্বরাট্, স্বতঃ স্বেনৈব রাজসে দীপ্যসে ইতি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানশক্ত্যেন্দ্রিয়ানপেক্ষেত্যর্থঃ। অতএব বলিমুদ্বহন্তি পূজাং কুর্বন্তি, অজয়া অবিদ্যয়া সহিতাস্তাঃ [illegible], অনিমিষা দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ, তৎপূজ্যা বিশ্বসৃজো ব্রহ্মাদয়োঽপি যথা নগ্নীনাং [illegible] সেবন্তে, তথা অবিদ্যাযুক্ত দেবাদয়স্ত্বামিতি শেষোক্তিঃ। সমদন্তি চ মনুষ্যৈর্দত্তং হব্যকব্যাদিলক্ষণং বলিং [illegible] দৃষ্টান্তঃ— বর্ষভুজোঽখিলক্ষিতিপতেরিবেতি। যথা বর্ষভুজঃ খণ্ডমণ্ডলপতয়ঃ অখিলক্ষিতিপতেশ্চক্রবর্তিনঃ স্বপ্রজাদত্তং বলিং ভুঞ্জতে বলিমুদ্বহন্তি তদ্বদিতি। কথং বলিং বহন্তি তদাহ—বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতা ইতি [illegible] তে তৎ সর্বে যস্মিন কর্মণি যে নিযুক্তাস্তে তৎ কুর্বন্তীতি যদাজ্ঞাপালনমেব বল্যুদ্বহনমিত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম" ইতি। অনিন্দ্রিয়োঽপি যো দেবঃ সর্বকারকশক্তিধৃক্। সর্বজ্ঞঃ সর্বকর্তা চ সর্বসেব্যং নমামি তম্ ॥ ২৮ ॥

স্থিরচরজাতয়ঃ স্যুরজয়োত্থনিমিত্তযুজো
বিহর উদীক্ষয়া যদি পরস্য বিমুক্ত ! ততঃ।
ন হি পরমস্য কশ্চিদপরো ন পরশ্চ ভবেদ্-
বিয়ত ইবাপদস্য তব শূন্যতুলাং দধতঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়—হে বিমুক্ত (নিত্যমুক্ত) ! যদি (যদি) ততঃ (প্রকৃতির) পরস্য (পরপারে বর্ত্তমান আপনার) অজয়া (মায়ার সহিত) উদীক্ষয়া (কদাচিৎ উদ্ভূত ঈক্ষণ অর্থাৎ সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা দ্বারা) বিহরঃ (ক্রীড়া) [হয় তাহা হইলে] উত্থনিমিত্তযুজঃ (ঈক্ষণ দ্বারা মায়া বা প্রকৃতির ক্ষোভ বশতঃ উদ্বুদ্ধ কর্ম্মবিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীরের সহিত যুক্ত হইয়া) স্থিরচরজাতয়ঃ (স্থাবর ও জঙ্গম শরীরধারী জীবসমূহ) স্যুঃ (উদ্ভূত হয়) বিয়ত ইব (আকাশের তুল্য) অপদস্য (বৈষম্যের অযোগ্য) শূন্যতুলাং দধতঃ (শূন্যের ন্যায় প্রতীয়মান) পরমস্য (পরমকারুণিক) তব (আপনার) কশ্চিৎ (কেহ) অপরঃ (আপন) পরশ্চ (বা পর) ন ভবেৎ (হইতে পারে না) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে নিত্যবিমুক্ত ! যদি প্রকৃতির পরপারে অবস্থিত আপনার মায়ার প্রতি কদাচিৎ ঈক্ষণের দ্বারা ক্রীড়া হয়, তাহাতে মায়া বা প্রকৃতির বিক্ষোভবশতঃ প্রকাশিত কর্ম্ম ও সূক্ষ্মশরীরের সহিত যুক্ত হইয়া স্থাবর ও জঙ্গম শরীরধারী জীব সমুদয় উৎপন্ন হয়। কিন্তু আপনি আকাশের ন্যায় বৈষম্যের অযোগ্য, শূন্যের ন্যায় প্রতীয়মান এবং পরম কারুণিক, সুতরাং আপনার কেহ আপন বা পর হইতে পারে না ॥ ২৯ ॥

শ্রীধর—তদেবং করণপ্রবর্ত্তকমীশ্বরং করণপ্রবর্ত্তকা নর ভজন্তীত্যুক্তম্। ন কেবলমিয়দেব কারণং তত উৎপন্নত্বেনাপি তৎপরত্বং শ্রুতয়ো বদন্তি "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্ব এব আত্মনো ব্যুচ্চরন্তি" ইত্যাদ্যা। শ্রুতয় ইত্যাহ স্থিরচরজাতয় ইতি। হে বিমুক্ত! নিত্যমুক্ত! যদি তব অজয়া মায়য়া সহ বিহারঃ ক্রীড়া ভবতি, তদা স্থিরচরজাতয়ঃ স্থিরাশ্চ চরাশ্চ জাতয়ো জাত্যা লিঙ্গিতা দেহা যেষাং তে জীবাঃ স্যুর্ভবেয়ুঃ, কথম্ভূতস্য ? ততোঽজাতঃ পরস্য দূরে বর্ত্তমানস্য অসঙ্গস্যেত্যর্থঃ। কথং বিহারঃ ? উদীক্ষয়া ঈক্ষণলেশেন। ননু ময়ি লীনানাং জীবানাং কথং জন্ম স্যাৎ ? তত্রাহ—উত্থনিমিত্তযুজ ইতি। ঈক্ষয়ৈব উত্থানি উত্থিতানি আবির্ভূতানি নিমিত্তানি কর্ম্মাণি তদ্যুক্তানি লিঙ্গশরীরাণি বা তৈর্যুজ্যন্ত ইতি তথা। ননু কিং নিমিত্তোত্থানেন, মদিচ্ছয়ৈব ভবন্তু ? ন, ত্বয়ি বৈষম্যাভাবাদ্বিষমসৃষ্টেরযোগাদিত্যাহ—পরমস্যেতি। তব পরমস্য উত্তমস্য পরমকারুণিকস্য বিয়ত ইব আকাশসদৃশস্য সমস্যেত্যর্থঃ, কশ্চিৎ অপরঃ স্বীয়ঃ পরোঽস্বীয়শ্চ ন ভবেৎ ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। 'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত" ইত্যাদিশ্রুত্যা শূন্যপূর্ব্বকত্বমিব প্রতীয়তে। তদর্থং পুনর্ব্বিশিনষ্টি—শূন্যতুলাং দধতঃ শূন্যসাম্যং ভজতঃ। তদেব দর্শয়িতুং পুনর্বিশিনষ্টি—অপদস্যেতি। ন পদ্যত ইত্যপদস্তস্য বাঙ্মনসয়োরগোচরস্যেত্যর্থঃ। ত্বদীক্ষণবশ-ক্ষোভ-মায়াবোধিতকর্ম্মভিঃ। জাতান্ সংসরতঃ খিন্নান্ নৃহরে ! পাহি নঃ পিতঃ ! ॥ ২৯ ॥

ফেলালব

যৎসত্ত্বতঃ সদা ভাতি জগদেতদসৎ স্বতঃ।
সদাভাসমসত্যস্মিন ভগবন্তং ভজামি তম ।। (শ্রীধর)

স্বভাবত. অসৎ এই জগৎ যাঁহার সত্তাবশতঃ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, এই মিথ্যা সংসারে সদা সদরূপে প্রকাশমান, সেই ভগবান্‌কে ভজনা করি জ্ঞানী বলেন, ত্রিগুণাত্মক এই জগৎ মনঃ-কল্পিত ভ্রমমাত্র। ইহা অসৎ হইয়াও আছে বলিয়া প্রতীত হইতেছে তাহার কারণ, এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান নিত্য। সনাতন সদ্ ব্রহ্ম চিরকালই আছেন। তাঁহার নিত্য সত্তাতেই অসৎকে সৎ বলিয়া সাময়িক মনে হয়। ভক্ত বলেন, জগৎ মিথ্যা নয়, বিশ্ব নশ্বর ও অনিত্য। এই জগতের কারণ নিত্য সৎ ভগবান্ বলিয়া তাঁহার কার্য্য জগৎকে সৎ মনে হয় তাঁহার সত্তাতেই অন্য সকলের সত্তা. পৃথক্ অস্তিত্ব কাহারও নাই। "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" জীবাত্মাও পরমাত্মার আলোকেই সমুজ্জ্বল. জ্ঞানীর নিকট জীবভাব কল্পিত, জীবের পারমার্থিক পৃথক্ সত্তা নাই

মুক্তি হইলে জীবাত্মা ব্রহ্মই হইয়া যায়। ভক্তের নিকট জীব নিয়ম্য, ভগবান নিয়ামক। জীব দাস, ভগবান প্রভু। জীব অণু, ভগবান্ বিভু। জীব ভগবানের সত্তাই অধীন এবং অন্তর্য্যামিরূপে ভগবান্ সকলের মধ্যেই আছেন। এই বিশ্ব ভোক্তা ও ভোগ্য এই দুই ভাগে বিভক্ত। আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিশ্বের সর্ব্বত্র সর্ব্বকারণ আত্মাকেই দর্শন করেন। কার্য্য এই বিশ্ব আত্মা হইতে পৃথক্ নহে। ভক্তগণও স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বত্র ভগবানকেই দর্শন করেন। কোনও উপাদানের কার্য্যসমূহ উপাদানরূপেই গৃহীত হয়। যে ব্যক্তি স্বর্ণপ্রার্থী সে স্বর্ণবিকার কুণ্ডলাদি অলঙ্কারকে পরিত্যাগ করে না। কারণ সে জানে স্বর্ণই কুণ্ডলাদিরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এই বিশ্বপ্রপঞ্চের উপাদান ও নিমিত্তকারণ ব্রহ্মই। সুতরাং ব্রহ্মসৃষ্ট এই জগৎ ও জগতে অনুপ্রবিষ্ট জীবাত্মাকে পরমাত্মস্বরূপ বলিয়াই নিশ্চয় করেন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ। অজ্ঞান অবস্থায় ভেদ অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ সত্তা সত্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে সর্ব্বত্র একই পরমাত্ম-সত্তার দর্শন হয়। ভক্তি বিনা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। ॥ ১৮।

তপন্তু তাপৈঃ প্রপতন্তু পর্ব্বতাদটন্তু তীর্থানি পঠন্তু চাগমান।
যজন্তু যাগৈর্ব্বিবদন্তু বাদৈর্হরিং বিনা নৈব মৃতিং তরন্তি ॥ (শ্রীধর)

মনুষ্য তপস্যাই করুক, উচ্চ পর্ব্বত হইতে পতিত হউক, পুণ্যার্থে ভ্রমণই করুক, বেদসমূহ অধ্যয়নই করুক, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠানই করুক, শাস্ত্রের বিষয় লইয়া তর্কবিতর্কই করুক, যাহাই করুক না কেন—শ্রীহরি ভিন্ন জন্মমৃত্যুরূপ সংসার হইতে উদ্ধার লাভের অন্য কোনও উপায় নাই।

পরমাত্মা সত্য জ্ঞান অনন্ত স্বরূপ এবং তাঁহাকে জানিতে পারিলেই জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারের ক্ষয় হয়—ইহা শ্রুতির ঘোষণা। প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই অজ্ঞান নিবৃত্তি হইতে পারে, পরোক্ষ জ্ঞানে

অজ্ঞান যায় না। ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। কেবল গ্রন্থপাঠে যে জ্ঞান হয় তাহা পরোক্ষ জ্ঞান। সাধারণ মনুষ্যের মন মলিন। তাহারা মনে করে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পরামাত্মা বলিয়া কেহ নাই। বিশ্ব জগৎ আপনিই হইয়াছে। তাহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া জানে। এইরূপ মনুষ্যগণের মলিন চিত্তে কখনই পরমাত্মজ্ঞান উদিত হইতে পারে না। ভগবৎসেবার দ্বারা চিত্ত সুনির্ম্মল হইলে তখন ভগবৎকৃপায় প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হয় এবং অজ্ঞান দূরীভূত হয়। অতএব ভগবৎসেবাই জীবাত্মার শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। ভগবানের সেবক ভক্তগণ সর্ব্বভূতে তাঁহাকে বিরাজমান বাসুদেবরূপে দর্শন করেন। এইরূপ দর্শনের ফলে তাঁহাদের আর মৃত্যুভয় থাকে না। মৃত্যু তাঁহাদের নিকট তুচ্ছ। তাঁহারা মৃত্যুঞ্জয়ী। আর যাহারা ভগবানের প্রতি ভক্তিশূন্য, তাহারা বিদ্বান্ হইলেও বর্ণাশ্রম ও জড় কর্ম্মমার্গেই আবদ্ধ থাকে। তাহাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই ভগবৎসম্পর্কবর্জিত হওয়ায় কেবল বন্ধনের কারণ হয়। এই সংসারে তাহাদের যাতায়াত নিবৃত্ত হয় না। ভক্তিহীনের কর্ম্ম, জ্ঞান, আশা সকলই ব্যর্থ। ভগবৎপ্রেমিক ভক্ত নীচ-কুলোদ্ভব হইলেও নিজেকে ও অন্যকে পবিত্র করিতে পারেন। কিন্তু অভক্ত ব্রাহ্মণ, শমদমাদি গুণসম্পন্ন হইলেও, নিজেকেই পবিত্র করিতে পারে না—অন্যকে পবিত্র করা তো দূরের কথা॥ ২৭॥

অনিন্দ্রিয়োঽপি যো দেবঃ সর্ব্বকারকশক্তিধৃক্।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ সর্বসেব্যং নমামি তম॥ (শ্রীধর)

যে দেবতা ইন্দ্রিয়রহিত হইয়াও প্রাণিগণের সকল ইন্দ্রিয়শক্তির প্রবর্ত্তক, যিনি সর্বজ্ঞ, সকলের অধীশ্বর ও সকলের সেব্য, সেই দেবতাকে প্রণাম করি।

পরমেশ্বরের প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই কিন্তু তিনি প্রাণিসমূহের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে ধারণ করিয়া আছেন এবং প্রবর্ত্তিত করাইতেছেন। তাঁহার অপ্রাকৃত ও চিন্ময় ইন্দ্রিয়, তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন এবং তাঁহার জ্ঞানশক্তি স্বতঃসিদ্ধ। এইজন্য তাঁহার বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা নাই। সুতরাং যেমন সস্ত্রীক ভৃত্যগণ প্রভুর সেবা করেন সেইরূপ অবিদ্যাযুক্ত ইন্দ্রাদি দেবতা এমন কি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা প্রভৃতিও পরমেশ্বরের সেবা করেন। মনুষ্যগণ দেবতাগণের উদ্দেশ্যে যাহা দান করেন, তাহার নাম হব্য এবং পিতৃ-গণের উদ্দেশ্যে যাহা দান করেন, তাহার নাম কব্য। দেবতাগণ ও পিতৃগণ মনুষ্যগণের প্রদত্ত হব্য ও কব্য নিজেরা ভক্ষণ করেন এবং পরমেশ্বরকে পূজোপহার প্রদান করেন। এই বিষয়ে লৌকিক দৃষ্টান্ত—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা, স্বীয় প্রজার প্রদত্ত কর ভোগ করেন এবং সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর সম্রাট্‌কে কর প্রদান করেন। দেবতা প্রভৃতি যে পরমেশ্বরকে উপহার প্রদান করেন তাহার অর্থ, তাঁহার আজ্ঞাপালন করেন। যিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তিনি পরমেশ্বরের ভয়ে সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছেন, সূর্য্য যথা সময়ে উদিত হইতেছেন, অগ্নি প্রজ্জলিত হইতেছেন, ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছেন এবং মৃত্যু কালপ্রাপ্ত প্রাণিগণকে গ্রহণ করিবার জন্য সর্বত্র বিচরণ করিতেছেন। এই সকল শ্রুতির সংবাদ॥ ২৮॥

ফেলালব

ত্বদীক্ষণবশক্ষোভ-মায়াবোধিতকর্ম্মভিঃ।
জাতান সংসরতঃ খিন্নান নৃহরে পাহি নঃ পিতঃ ॥ (শ্রীধর)

হে পিতঃ নৃসিংহদেব! আপনার দৃষ্টিবশতঃ মায়াতে বিক্ষোভ ঘটিলে জীবসমূহের কর্ম্মসকল উদ্‌বুদ্ধ হয়। সেই কর্মবশতঃ সৃষ্ট হইয়া আমরা এই সংসারে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়াছি। আমাদিগকে রক্ষা করুন।

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়"—শ্রুতি। হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সদ্‌বস্তু মাত্র (পরব্রহ্ম) বিদ্যমান ছিলেন। তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইয়া জন্মগ্রহণ করিব। বেদান্তমতে ব্রহ্মই জীবজগতের নিমিত্ত ও উপাদান, একমাত্র কারণ। মায়া ও প্রকৃতি ব্রহ্মের শক্তি। মহাপ্রলয়ের কালে অমুক্ত জীবসমূহের কর্ম্মবাসনা সহ সূক্ষ্মশরীর সমূহ প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায় এবং তৎপরে প্রকৃতি পরব্রহ্মে অব্যক্ত অবস্থায় লীন হইয়া যায়। সৃষ্টিকালে পরব্রহ্ম যে সৃষ্টিবিষয়ে আলোচনা করেন, তাঁহার এই আলোচনাই ঈক্ষণ। এই ঈক্ষণে তাঁহাতে অব্যক্ত অবস্থায় স্থিত প্রকৃতির বিক্ষোভ ঘটে এবং তাহার ফলে উদ্‌বুদ্ধ কর্ম্মবাসনাসহ সূক্ষ্মশরীর সমূহ হইতে জীব-সমুদয়ের উৎপত্তি হয়। সুতরাং জীব-সৃষ্টি পরমেশ্বর নিজের ইচ্ছামত করেন না। যে জীবের পূর্ব্বে যেমন কর্মবাসনা ছিল তদনুসারে সৃষ্টিকালে সেই জীবের স্থূলদেহ উৎপন্ন হয়। পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে সম, আকাশের ন্যায় অসঙ্গ এবং পরম কারুণিক। তিনি শূন্য না হইলেও শূন্যের ন্যায় প্রতীয়মান, বাক্য ও মনের অগোচর। সৃষ্ট জীবজগতে বিবিধ বৈষম্যের জন্য তিনি দায়ী হইতে পারেন না। জীবের অদৃষ্টই বৈষম্যের জন্য দায়ী। কল্পবৃক্ষসদৃশ ভগবানের নিকট যে যাহা চায় সে তাহাই পায়। যিনি জ্ঞানভক্তির সাধনা করেন, তাঁহার কৃপায় ভববন্ধন হইতে তিনি মুক্তিলাভ করেন ॥ ২৯ ॥

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব! নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—হে ধ্রুব! (হে নিত্যস্বরূপ!) যদি (যদি) তনুভৃতঃ (জীবগণ) অপরিমিতাঃ (অসংখ্য) ধ্রুবাঃ (নিত্য) সর্বগতাঃ (ও সর্বব্যাপী) [হয়] তর্হি (তাহা হইলে) [তাহাদের] শাস্যতা (আপনার শাসনযোগ্যতা) ন স্যাৎ (হইতে পারে না) ইতি (সুতরাং) নিয়মো ন (আপনি তাহাদের নিয়ন্তা হইতে পারেন না) ইতরথা (আত্মা যদি ঈদৃশ না হয়) ন (তাহা হইলে উক্ত দোষ হয় না)। যন্ময়ং (যে আপনার কার্য্য) [যে জীবনামক পদার্থ] অজনি (উৎপন্ন হয়) তৎ (সেই আপনি) (সেই জীবনামক কার্য্য পদার্থ) অবিমুচ্য (কারণরূপে পরিত্যাগ না করিয়া) নিয়ন্তৃ (নিয়ামক) ভবেৎ (হন)। সমং (অন্তর্যামিরূপে সমস্তজীবের মধ্যে অনুস্যূত) [আপনাকে] অনুজানতাং (জানি বলিয়া যাঁহারা বলেন তাঁহাদের) যৎ (আপনি) অমতং (অজ্ঞাত) মতদুষ্টতয়া (আপনাকে জানি বলিলে এইমত দোষযুক্ত) ॥৩০॥

অনুবাদ—হে নিত্যস্বরূপ! যদি জীবগণ অসংখ্য, নিত্য ও বিভু হয় তাহা হইলে তাহারা আপনার শাসনযোগ্য না হওয়ায় আপনি তাহাদের নিয়ামকও হইতে পারেন না। আর যদি জীবাত্মা এইরূপ না হয় তাহা হইলে এই দোষ হয় না অর্থাৎ আপনি জীবের নিয়ন্তা হইতে পারেন। জীব নামক কার্য্যের আপনি কারণ এবং আপনা হইতে জীব নামক কার্য্য উৎপন্ন হয়। আপনি জীব নামক কার্য্যকে কারণরূপে পরিত্যাগ না করিয়া তাহার নিয়ন্তা হন। অন্তর্যামিরূপে আপনি সমস্ত জীবের মধ্যে অনুস্যূত আছেন। আপনাকে জানি বলিয়া যাঁহারা বলেন তাঁহাদের আপনি অজ্ঞাত। আপনাকে জানি বলিলে এই মত দোষযুক্ত ॥ ৩০ ॥

শ্রীধর—এবং তাবৎ পরমাত্মনঃ সকাশাদবিদ্যাকৃতকার্য্যোপাধয়স্তদংশা এব জীবা জাতাঃ সংসরন্তো ভজন্তীত্যুক্তম্। তত্র যদ্যেকা অবিদ্যা তদা জীবস্যাপ্যেকত্বাদেকমুক্তৌ সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গঃ। অথ নানা অবিদ্যাস্তর্হি তস্যৈব অংশান্তরেণ সংসারানপগমাৎ অনির্মোক্ষ ইত্যাদিতর্কবলেন বস্তুত এব নানাত্মানস্তত্র চ তেষামণুত্বে দেহব্যাপিচৈতন্যং ন স্যাৎ, দেহপরিমাণত্বে চ মধ্যমপরিমাণানাং সাবয়বত্বেনানিত্যত্বং স্যাৎ, অতঃ সর্ব্বগতা নিত্যাশ্চেতি কেচন মন্যন্তে। তত্র ন তাবদুক্তদোষপ্রসঙ্গঃ, অবিদ্যাভেদেন তচ্ছক্তিভেদেন বা বন্ধমুক্তব্যবস্থাসম্ভবাৎ। ঈশ্বরস্য তু ন কেনাপ্যংশেন সংসারশঙ্কেত্যুক্তমেব। প্রসিদ্ধশ্চাত্মৈক্যং সর্ব্বশ্রুতিষু। কিঞ্চ ইমং পক্ষমন্তর্য্যামিব্রাহ্মণমপি ন সহতে ইত্যাহ—অপরিমিতা ইতি। বস্তুতঃ এবানন্তা ধ্রুবাস্তেনৈব রূপেণ নিত্যাঃ সর্ব্বগতাশ্চ তনুভৃতো জীবা যদি স্যুস্তর্হি তেষাং সমত্বাৎ শাস্যতা ন ঘটেত ইতি কৃত্বা হে ধ্রুব! নিয়মো নিয়মনং ত্বয়া ন স্যাৎ, ইতরথা তু ঘটতে কথম্? যন্ময়ম্ উপাধিতো যদ্বিকারপ্রায়ং যজ্জীবাখ্যম্ অজনি জাতং তৎ তস্য স্ববিকারস্য নিয়ন্তৃ নিয়ামকং ভবেৎ। অবিমুচ্য কারণতয়া অপরিত্যজ্য। কিং তৎ? সমম্ অনুস্যূতম্। ননু কিং গতচ্ছদ্মৈর্জ্ঞায়তে চেদুচ্যতামিদং তদিত্যত আহ—অনুজানতাং যদমতমিতি। জানীম ইতি বদতাং যদমতমবিজ্ঞাতপ্রায়ম্, অবিষয়ত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ "যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্"। "অবচনেনৈব প্রোবাচ স হ তূষ্ণীং বভূব" ইত্যাদি। কিঞ্চ মতস্য দুষ্টতয়া দোষশ্রবণাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ—"যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপং যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষু" ইত্যাদি। তস্মাদ্ যত্তচ্ছব্দাদ্যোত্যমতর্ক্যং কিমপি সর্বানুস্যূতত্বেন সমং নিয়ন্তৃ ভবেদিত্যর্থঃ। অন্তর্যন্তা সর্বলোকস্য গীতঃ শ্রুত্যা যুক্ত্যা চৈবমেবাবসেয়ঃ। যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তির্নৃসিংহঃ শ্রীমন্তং তং চেতসৈবাবলম্বে ॥ ৩০ ॥

न घटत উদ্ভবঃ প্রকৃতিপুরুষযোরজযো-
রুভয়যুজা ভবন্ত্যসুভৃতো জলবুদবুদবৎ।
ত্বয়ি ত ইমে ততো বিবিধনামগুণৈঃ পরমে
সরিত ইবার্ণবে মধুনি লিল্যুরশেষরসাঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়—অজয়োঃ (জন্মরহিত) প্রকৃতিপুরুষযোঃ (প্রকৃতি ও পুরুষের) উদ্ভবঃ (উৎপত্তি) ন ঘটতে (সম্ভব হয় না) জলবুদবুদবৎ (জল ও বায়ুর মিলনে যেমন বুদ্বুদ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ) উভয়যুজা (প্রকৃতি ও পুরুষের যোগেই) অসুভৃতঃ (জীবসমূহ) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়) ততঃ (সেই হেতু) সরিতঃ (নদীসমূহ) অর্ণবে ইব (যেরূপ সমুদ্রে) [এবং] অশেষরসাঃ (সকল পুষ্পরস) মধুনি ইব (যেরূপ মধুতে লীন হয় সেইরূপ) তে ইমে (সেই জীবসকল) বিবিধনামগুণৈঃ (বিবিধ নাম ও গুণের সহিত) পরমে (পরমকারণ) ত্বয়ি (আপনাতে) লিল্যুঃ (লীন হয়) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—জন্মরহিত প্রকৃতি ও পুরুষের জন্ম সম্ভবপর হয় না। উভয়ের অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইয়ের সংযোগে জলবুদবুদের ন্যায় অর্থাৎ জল ও বায়ুর মিলনে যেরূপ বুদ্বুদ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জীবসমূহ উৎপন্ন হয়। সেই হেতু নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রে লীন হয় এবং সকল পুষ্পরস যেরূপ মধুতে লীন হয়, সেইরূপ এই জীবসকল বিবিধ নাম ও গুণের সহিত পরম কারণ আপনাতে লীন হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

শ্রীধর—ননু যদি চ পরমাত্মনো জীবা জায়ন্তে তর্হি নিয়ন্তৃনিয়ম্যভাব উচ্যতে, তথা সতি জীবানামনিত্যত্ব-প্রসঙ্গেন প্রতিদিনং কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ, কিঞ্চ যদা মোক্ষো নাম জীবস্য স্বরূপহানিরেব স্যাৎ। ন চৈতদযুক্তম্, স্বপ্রকাশানন্দাত্মনোঽবিদ্যাকৃতানর্থনিবৃত্তিমাত্রস্য মোক্ষত্বাদভ্যুপগমাদত্যাশঙ্ক্য উপাধিজন্মনৈব জীবানাং জন্মোচ্যতে ন স্বতঃ অঘটনাদিত্যাহ—ন ঘটত ইতি। অত্র কিং প্রকৃতের্জীবরূপেণোদ্ভবঃ স্যাৎ? পুরুষস্য বা? উভয়োর্বা? আদ্যে জীবানাং জড়ত্বাপত্তিঃ। দ্বিতীয়ে পুরুষস্য বিকারিত্বপ্রসঙ্গঃ। অতএব ন তৃতীয়োঽপি ইত্যাশয়েনোক্তং প্রকৃতিপুরুষয়োরুদ্ভবো ন ঘটত ইতি। শ্রুত্যাজত্বপ্রতিপাদনাদপীত্যাহ—অজয়োরিতি। তথা চ শ্রুতিঃ—"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ" ইতি। উভয়যুজা তু ভবন্তি। উভয়স্য তদযুজাত ইতি যুক্ সম্বন্ধঃ পরস্পরাধ্যাসস্তেন যাবৎ, তেন অসুভৃতঃ প্রাণাদ্যুপাধয়ো জীবাঃ জায়ন্ত ইত্যর্থঃ। জলবুদবুদবদিতি। যথা কেবলেন জলেনানিলেন বা জলবুদবুদা ন ভবন্তি কিন্তু মিলিতাভ্যাং তদ্বৎ। তত্র যথানিলো নিমিত্তং জলমুপাদানম্ এবমত্রাপি প্রকৃতির্নিমিত্তং পুরুষ উপাদানম্ "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি সর্ব এবাত্মানো ব্যুচ্চরন্তি" ইত্যাদিশ্রুতিষু চেতনাচেতনপ্রপঞ্চস্য পরমাত্মোপাদানত্বশ্রবণাৎ। ন চ বিকারিত্বম্, পরিণামানঙ্গীকারাৎ। কেচিৎ পুনঃ পরিণামমঙ্গীকৃত্য আত্মনো বিকারিত্বপ্রসঙ্গভয়াৎ বিপরীতং নিমিত্তোপাদানভাবমিচ্ছন্তি। সর্বথা তাবৎ প্রকৃতিপুরুষৈক্যাদ্ভবন্তীতি সিদ্ধম্। তদেবম্ "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" "অজামেকাম্" "বিনাশী বা অরেঽয়মাত্মা" ইত্যাদিশ্রুতিবলাদুৎপত্তিশ্রবণাচ্চ জীবানামৌপাধিকমেব জন্ম ন স্বরূপ ইত্যুক্তম্। উপাধিলয়েন পরমাত্মনি পুনর্লয়শ্রবণাদপি ন বাস্তবং জন্মেত্যাহ—ত্বয়ি ত ইতি। ত্বয়ি কারণাত্মনি ত ইমে জীবাঃ। তত ইতি। যতো ন বাস্তবং জন্ম তস্মাৎ বিবিধনামগুণৈরনেকপ্রকারকার্য্যোপাধিভিঃ সহ লিল্যুর্লীনা বভূবুঃ তত্র সুষুপ্তিপ্রলয়য়োশ্চ

নৃষু তব মায়য়া ভ্রমমমীষ্ববগত্য ভৃশং
ত্বয়ি সুধিয়োঽভবে দধতি ভাবমনুপ্রভবম্ ।।
কথমনুবর্ত্ততাং ভবভয়ং তব যদ্ভ্রুকুটিঃ
সৃজতি মুহুস্ত্রিনেমিরভবচ্ছরণেষু ভয়ম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়—অমীষু (এই) নৃষু (মনুষ্যগণের মধ্যে) সুধিয়ঃ (যাঁহারা বিবেকী তাঁহারা) তব (আপনার) মায়য়া (মায়াবশতঃ) অনুপ্রভবং (পুন পুনঃ জন্মগ্রহণরূপ) ভ্রমং (সংসার চক্রে পরিভ্রমণ) অবগত্য (জানিয়া) অভবে (সংসার-নিবর্ত্তক) ত্বয়ি (আপনাতে) ভৃশং (অতিশয়) ভাবং (ভক্তি ভাব) দধতি (পোষণ করিয়া থাকেন)। অনুবর্ত্ততাং (যাঁহারা আপনার শরণাপন্ন হন তাঁহাদের) ভবভয়ং (সংসার ভয়) কথং (কিরূপে হইবে ?) যৎ (যহেতু) তব (আপনার) ভ্রুকুটিঃ (ভ্রুকুটিরূপ) ত্রিনেমিঃ (শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষারূপ সংবৎসরকাল) অভবচ্ছরণেষু (আপনার শরণাগতিবিহীন জনগণের) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) ভয়ং (জন্মমরণাদিভয় সৃজতি (সৃষ্টি করে) ।

অনুবাদ—সংসারী মনুষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা বিবেকী তাঁহারাই বুঝেন যে আপনার মায়ায় জীবগণের এই সংসারচক্রে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণরূপ পরিভ্রমণ ঘটে। এই জন্যই তাঁহারা সংসার-নিবর্ত্তক

ধুন্যশেষরসা ইব লীয়ন্তে। যথা মধুনি সকলকুসুমরসা বিশেষতোঽনুপলক্ষ্যমাণা অপি সামান্যেনোপলক্ষ্যন্তে এবং স্বাপাদৌ বিশেষমাত্রলয়াৎ কারণস্য বিদ্যমানত্বাৎ সামান্যতো বর্ত্তন্তে। মুক্তৌ তু কারণস্যাপি লয়াৎ ত্বয়ি পরমে নিরুপাধৌ সরিত ইবার্ণবে লীয়ন্ত ইতি বিবেকঃ। তথাচ শ্রুতয়ঃ—'যথা সোম্য' মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি নানাত্যয়ানাং বৃক্ষাণাং রসান সমবহারমেকতাং রসং গময়ন্তি। তে যথা তত্র ন বিবেকং লভন্তে অমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্ম্যমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্মীত্যেবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহ ইতি।" "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্ নামরূপাদবিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্" ইত্যাদ্যাঃ। যস্মিন্নুদ্যদ্বিলয়মপি যদ্ভাতি বিশ্বং লয়াদৌ, জীবোপেতং গুরুকরুণয়া কেবলাত্মাববোধে) অত্যন্তান্তং ব্রজতি সহসা সিন্ধুবৎ সিন্ধুমধ্যে মধ্যেচিত্তং ত্রিভুবন-গুরুং ভাবয়ে তং নৃসিংহম্ ।। ৩১

শ্রীধর—নন্বেবং তাবৎ পরমেশ্বরাজ্জীবা জায়ন্তে, তদংশেন চ কর্ম্মাণি কুর্বন্তি, পুনস্তত্র লীয়ন্ত ইতি সংসারচক্রে পরিভ্রমণমুক্তম্, ইদানীং তন্নিবৃত্তয়ে "পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্ পরীত্য সর্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ। উপস্থায় প্রথমজা-মৃতস্যাত্মনাত্মানমভিসং বিবেশ" ইত্যাদ্যা ভগবদনুবৃত্তিং বিদধতীত্যাহ—নৃষু তব মায়য়েতি। নৃষু জীবেষ্বমীষু তব মায়য়া ভ্রমমুক্তলক্ষণম্ অবগত্য জ্ঞাত্বা সুধিয়ো ভৃশং ত্বয়ি অভবে ভবনিবর্ত্তকে ভাবং স্বভাবমনুবৃত্তিং দধতি কুর্বন্তি। কীদৃশং ভ্রমম্ ? 'অনু নিরন্তরং প্রভবো যস্মিংস্তং ভ্রমম্। ততঃ কিমত আহ—কথমিতি। অনুবর্ত্ততামনুবর্ত্ত-মানানাং ত্বামেব শরণং ভজতাং ভবভয়ং সংসারভয়ং কথং ভবেৎ ? ন কথঞ্চিদপীত্যর্থঃ। কুতঃ ? যদ্যস্মাৎ তব ভ্রুকুটি-ভ্রূভঙ্গরূপস্ত্রিনেমিঃ তিস্রো নেময় ইবাবচ্ছেদাঃ শীতোষ্ণবর্ষাঃ কালা যস্য সংবৎসরাত্মকস্য কালস্য সঃ। অভবচ্ছরণেষু ন ভবান্ শরণং রক্ষিতা যেষাং তেষ্বেব ভয়ং জন্মমরণাদিলক্ষণং সৃজতি করোতি, অত এবম্ভূতং সংসারমাকলয্য তন্নিবৃত্তয়ে সুধিয়ঃ ত্বয়ি ভাবং দধতীতি। সংসারচক্রক্রকচৈর্বিদীর্ণমুদীর্ণনানাভবতাপতপ্তম্। কথঞ্চিদাপন্নমিহ প্রপন্নং ত্বমুদ্ধর শ্রীনৃহরে ! নৃলোকম্ ।। ৩২ ।।

বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ। সন্ত্যকৃতকর্ণধরা জলধৌ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়—হে অজ (জন্মরহিত!) যে (যাহারা) গুরোঃ (শ্রীগুরুর) চরণং (পদসেবা) সমবহায় (পরিত্যাগ করিয়া) অতিলোলং (অত্যন্ত চঞ্চল) বিজিতহৃষীকবায়ুভিঃ (ইন্দ্রিয়সকল ও প্রাণ বায়ুকে জয় করিলেও) অদান্তমনস্তুরগং (অদমিত মনরূপ অশ্বকে) যন্তুং (সংযত করিতে) যতন্তি (যত্ন করেন), (তাহারা) উপায়খিদঃ (সাধন বিষয়ে অন্যান্য উপায় অবলম্বনে পরিশ্রান্ত হইয়া) জলধৌ (সমুদ্রে) অকৃতকর্ণধরাঃ (নাবিকবিহীন বণিজঃ ইব বণিকসমূহের ন্যায়) ব্যসনশতান্বিতাঃ (বহু বিপদগ্রস্ত হইয়া) ইহ (এই সংসারে) সন্তি (থাকেন)॥ ৩৩ ॥

আপনাকে অত্যধিক ভক্তি সহকারে উপাসনা করেন। যাঁহারা এইভাবে আপনার শরণাপন্ন হন, তাঁহাদের সংসার-ভয় কোন প্রকারে হইতে পারে না। যেহেতু যাহারা আপনার শরণাগত হয় না, তাহারাই কালকৃত জন্মমরণাদি-ভয়ে পুনঃ পুনঃ ভীত হয়। সংবৎসর কাল আপনার ভ্রূকুটি এবং গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত, এই তিনটি বিভাগ তিনটি ভ্রূভঙ্গ।

অনুবাদ—হে জন্মরহিত! যাহারা শ্রীগুরুর পদসেবা পরিত্যাগ করিয়া অতি চঞ্চল ইন্দ্রিয়সকল ও প্রাণবায়ুকে জয় করিলেও, অবিজিত মনোরূপ অশ্বকে সংযত করিতে যত্ন করে, তাহারা সাধন বিষয়ে অন্যান্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া কেবল পরিশ্রান্ত হইতে থাকে এবং সমুদ্রে ভাসমান নাবিকবিহীন নৌকায় অবস্থিত বণিক্‌সমূহের ন্যায় এই সংসারে বহু বিপদগ্রস্ত হইয়া জীবন যাপন করে ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধর—স চ ভগবতি ভাবো মনোনিয়মে সতি ভবতি, সোঽপি গুরূপসদনাদিতি গুরূপসদনং বিদধতি "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।" "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ ইত্যাহ—বিজিতহৃষীকবায়ুভিরিতি। বিজিতানি হৃষীকাণি ইন্দ্রিয়াণি বায়ুশ্চ প্রাণো যৈস্তৈরপ্যদান্তমনস্তুরগম্ অদান্তমদমিতং মন এব তুরগঃ দুর্দমত্বসাম্যাৎ, তং যে যন্তুং নিয়ন্তুং যতন্তি প্রযতন্তে, অতিলোলমতিচঞ্চলম্, গুরোশ্চরণং সমবহায় অনাশ্রিত্য তে উপায়েষু খিদ্যন্তে ক্লিশ্যন্তীত্যুপায়খিদঃ সন্তো ব্যসনশতান্বিতাঃ বহুব্যসনসমাকুলাঃ ইহ সংসারসমুদ্রে সন্তি তিষ্ঠন্তি দুঃখমেব প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। হে অজ। অকৃতকর্ণধরা অস্বীকৃতনাবিকা বণিজো যথা তদ্বৎ। উক্তঞ্চ—"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা ইতি।" "প্রাকৃতৈঃ সংস্কৃতৈশ্চৈব গদ্যপদ্যাক্ষরৈস্তথা। দেশভাষাদিভিঃ শিষ্যং বোধয়েৎ স গুরুঃ স্মৃতঃ।" গুরুণোপদর্শিতভগবদ্ভজনপ্রথানুভূতৌ তু স্বত এব মনো নিশ্চলং ভবতি নান্যথেতি ভাবঃ। যদা। পরানন্দ গুরো। ভবৎপদে পদং মনো মে ভগবন্নভেত। তদা নিরস্তাখিলসাধনশ্রমঃ শ্রয়েয় সৌখ্যং ভবতঃ কৃপাতঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্লোকার্থ

অন্তর্যন্তা সর্বলোকস্য গীতঃ শ্রুত্যা যুক্ত্যা চৈবমেবাবসেয়ঃ।
যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তির্নৃসিংহঃ শ্রীমন্তং তং চেতসৈবাবলম্বে ॥ (শ্রীধর)

যাঁহাকে সর্বলোকের অন্তর্যামী বলিয়া শ্রুতি কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং যুক্তি দ্বারাও তাদৃশ বলিয়া যিনি নিরূপিত হইয়াছেন, যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিযুক্ত, সেই শ্রীমান্ নৃসিংহদেবকে আমি মনের দ্বারাই আশ্রয় করি। জীবাত্মা সম্পর্কে বাদিগণের বহুমত দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন এক জীব ও এক অবিদ্যা। এই মতে দোষ এই যে, জীব এক অংশে মুক্ত হইলেও অন্য অংশ দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকিয়া যায়। কেহ বলেন জীব বহু, সর্বগত ও নিত্য। যুক্তি এই যে, আত্মাকে অণুপরিমাণ বলিলে চৈতন্য দেহব্যাপী হইতে পারে না। আত্মাকে দেহ-পরিমাণ বলিলে আত্মা ও অনিত্য হইয়া পড়ে। কিন্তু জীবাত্মা অনন্ত ও নিত্য বলিলে দোষ হয় না। আর অবিদ্যাভেদে বা তাহার শক্তিভেদে আত্মার বন্ধন ও মুক্তির ব্যবস্থা সম্ভব হইতে পারে। জীবাত্মা অনন্ত, নিত্য ও সর্বব্যাপী এই যে মত, তাহা কিন্তু অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ সহ্য করিতে পারেন না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে কতকগুলি শ্রুতি আছে তাহাদের নাম অন্তর্যামিব্রাহ্মণ। যথা—"যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ" ইত্যাদি।

বেদস্তুতির এই শ্লোকটি ব্রাহ্মণের প্রতিধ্বনি। এই শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত তার্কিকমত খণ্ডিত হইয়াছে। অসংখ্য জীব যদি নিত্য অর্থাৎ ঈশ্বরের উৎপাদ্য না হয় এবং সর্ব্বব্যাপী হয়, তাহা হইলে তাহারা ঈশ্বরের সমান হইয়া যায়। তাহাতে তাহারা ঈশ্বরের শাসনযোগ্য ও নিয়ম্য হইতে পারে না। অথচ সকল শাস্ত্রেই জীবকে ঈশ্বরের শাস্য ও নিয়ম্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ঈশ্বর হইতে জীব উৎপন্ন হয় বলিয়া ঈশ্বর কারণ, জীব কার্য্য। ঈশ্বর কারণরূপে জীবকে পরিত্যাগ করেন না এবং অন্তর্যামিরূপে প্রত্যেক জীবের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকেন। যিনি ব্রহ্মকে জানেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন তাঁহার এই মত দোষদুষ্ট। কারণ যিনি বলেন ব্রহ্মকে জানি, ব্রহ্ম তাঁহার অজ্ঞাত। এই বিষয়ে শ্রুতির সংবাদ খুব সুন্দর। "ব্রহ্ম আমার অজ্ঞাত যিনি মনে করেন ব্রহ্ম তাঁহার জ্ঞাত। যিনি মনে করেন আমি ব্রহ্মকে জানি, তিনি জানেন না।" বচনাভাবের দ্বারাই অর্থাৎ মৌন অবলম্বনেই উত্তর দিলেন যে, ব্রহ্ম বাক্যও মনের অগোচর। "যদি তুমি মনে কর ব্রহ্মের যে রূপ তাহা আমি উত্তমরূপে জানিয়াছি, তাহা হইলে বলিব, তুমি তাঁহার কিছুই জান না। শুধু তাহাই নহে।" "বেদে যে ইন্দ্রাদি দেবতার কথা আছে, তাঁহাদিগের মধ্যে যে ব্রহ্ম অন্তর্যামিরূপে বিরাজ করিতেছেন, তুমি তাহাই জান না, নিরুপাধি ভূমা ব্রহ্মকে জানা ত দূরের কথা" ইত্যাদি। অতএব যিনি তর্কের অতীত, অনির্দ্দেশ্য ও জীবগণের নিয়ন্তা তাঁহাকে "যিনি" "তিনি" বলিয়া ইঙ্গিতে বুঝাইতে হয়॥ ৩০ ॥

যস্মিন্নুদ্ভিলয়মপি যস্মাৎ বিশ্বং লয়াদৌ
জীবোপেতং গুরুকরুণয়া কেবলাত্মাববোধে।
অত্যন্তান্তং ব্রজতি সহসা সিন্ধুবৎ সিন্ধুমধ্যে
মধ্যেচিত্তং ত্রিভুবনগুরুং ভাবয়ে তং নৃসিংহম্॥ (শ্রীধর)

জীব সহিত বিশ্ব যাহা হইতে উৎপন্ন হয় এবং সুষুপ্তি ও প্রলয় সময়ে যাহাতে লীন হইয়াও সংস্কাররূপে বর্ত্তমান থাকে এবং নদী যেমন সমুদ্রে চির লীন হইয়া যায়, সেইরূপ গুরুকৃপায় বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই জীব যাহাতে চির বিলীন হইয়া যায়, সেই ত্রিভুবনগুরু নৃসিংহদেবকে চিত্তের মধ্যে ভাবনা করি।

জীবাত্মা স্বরূপতঃ নিত্য ও অবিনাশী। তাঁহার জন্ম হইতে পারে না। তাহার উপাধিদেহের জন্মকেই জীবের জন্ম বলা হইয়া থাকে। প্রকৃতি হইতে জীবাত্মার জন্ম স্বীকার করিলে নির্ব্বিকার পুরুষের বিকার স্বীকার করিতে হয় এবং জীবাত্মাকে অনিত্য বলিলে পরলোক বলিয়া কিছুই থাকে না। জীব এক জীবনে যত কর্ম করে, সকল কর্মের ফল ভোগ হয় না। পরলোক না থাকিলে বহু কর্ম, ফল না দিয়াই নষ্ট হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহার নাম "কৃতনাশ"। আবার জীবাত্মার নূতন জন্ম হয় বলিলে পূর্ব্বের কোনও কর্ম নাই অথচ কতকগুলি কর্মফল ভোগ করাইবার জন্য দেহ প্রদান করিল, ইহাও যুক্তিসঙ্গত হয় না। ইহার নাম "অকৃতাভ্যাগম"। আরও জীবাত্মার উৎপত্তি হয় বলিলে মুক্তির অর্থ, স্বরূপের হানি অর্থাৎ চিরতরে বিনাশ বুঝাইবে। ইহাও অসঙ্গত, কারণ আত্মা স্বপ্রকাশ ও সচ্চিদানন্দময়। অবিদ্যার জন্য আত্মার অনর্থ সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাতে আমি কর্ত্তা, ভোক্তা, ইত্যাদি ভ্রম হইতেছে সেই অবিদ্যা-নিবৃত্তির নামই মুক্তি। পুরুষ বা আত্মা ও প্রকৃতি উভয়েই অনাদি ও জন্মরহিত। যেমন কেবল জলের দ্বারা অথবা কেবল বায়ুর দ্বারা জলের বুদবুদ উৎপন্ন হয় না, কিন্তু উভয়ের মিলনে হয়, সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের যোগে জীবাত্মার উপাধিদেহাদি উৎপন্ন হয়। এইজন্য আত্মার জীবরূপে জন্ম বাস্তবিক নহে, কিন্তু ঔপাধিক। জীবের লয় ত্রিবিধ—সুষুপ্তি প্রলয় ও মুক্তি। সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে মধুতে নানা পুষ্পরসের ন্যায় জীব পরমাত্মায় লীন হয়। যেমন মধুমক্ষিকা নানা পুষ্পের মধু সংগ্রহ করিয়া মধুচক্রে সঞ্চিত করিলে অমুকপুষ্পের মধু, এইরূপ বিশেষ থাকে না, সামান্যভাবে মধুর আস্বাদন হয়, সেইরূপ সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে প্রারব্ধ কর্মবশতঃ জীব সকল, অন্তঃকরণ প্রভৃতি উপাধির সহিত পরমাত্মাতে লীন হইলে "আমি মনুষ্য" "আমি পশু" এইরূপ বিশেষ থাকে না, কিন্তু সামান্যতঃ সকল সংস্কার থাকে, কারণ সংস্কারের কারণ অবিদ্যা তখনও থাকে। কিন্তু সদ্‌গুরুর কৃপায় জীবের যখন বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান হয়, অবিদ্যানিবৃত্তিবশতঃ মুক্তিলাভ ঘটে, তখন নদীসকল যেমন নিজ নিজ নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে বিলীন হয়, সেইরূপে মুক্ত নীলাকাশবৎ পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া যায় ॥ ৩১ ॥

সংসারচক্রক্রকচৈর্ব্বিদীর্ণমুদীর্ণনানাভবতাপতপ্তম্।
কথঞ্চিদাপন্নমিহ প্রপন্নং ত্বমুদ্ধর শ্রীনৃহরে! নৃলোকম্॥ (শ্রীধর)

হে নৃসিংহ! এই পৃথিবীর মনুষ্যগণ করাত সদৃশ সংসার চক্রের দ্বারা বিদীর্ণ এবং নানাবিধ সংসার-তাপে তপ্ত হইয়া বিপন্ন অবস্থায় কথঞ্চিৎ আপনার শরণাপন্ন হইলেই আপনি তাহাদিগকে উদ্ধার করুন।

জীবসকল অবিদ্যাবশে জন্ম-মৃত্যু প্রবাহে পতিত হইয়া সংসার-চক্রে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। তন্মধ্যে যাঁহারা বিবেকী ও বুদ্ধিমান্ তাঁহারা অসার সংসারের ভয়াবহ পরিস্থিতি প্রাগাঢ় ভক্তি-সহকারে ভবভয়হারী ভগবানের উপাসনায় নিরত থাকেন। ভগবানের শরণাগত হইতে পারিলে সংসার-ভয় নিবৃত্ত হয়। গীতায় তাঁহার শ্রীমুখের উক্তি—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"। যাহারা ভগবানের শরণ লয় না তাহারাই কালভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিয়া জীবন যাপন করে। অখণ্ড কালের মধ্যে পর পর এক একটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়। এক এক বৎসর ঈশ্বরের ভ্রুকুটীসদৃশ। ভ্রুকুটীতে যেমন তিনটি ভঙ্গ থাকে, তেমন বৎসরের মধ্যে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত ঋতু, এই তিনটি বিভাগ থাকে। এই কালের মধ্যেই জীবের জন্ম-মরণ প্রভৃতি বিকার অবিরত সংঘটিত হইতেছে। ভগবানের ভক্তগণ সর্ব্বত্র নির্ভয় ও নিরুদ্বেগ। তাঁহাদের সংসার-সাগর হইতে উদ্ধারের দায়িত্ব ভগবান্ স্বহস্তে গ্রহণ করেন ॥ ৩২ ॥

যদা! পরানন্দগুরো! ভবৎপদে পদং মনো মে ভগবঁল্লভেত।
তদা নিরস্তাখিলসাধনশ্রমঃ শ্রয়েম সৌখ্যং ভবতঃ কৃপাতঃ॥ (শ্রীধর)

হে পরমানন্দগুরো! ভগবন্! যখন আমার মন আপনার শ্রীপাদপদ্মে স্থান লাভ করিবে, তখন আপনার কৃপায় আমার সমস্ত সাধনের পরিশ্রম দূরীভূত হইবে এবং আমি আনন্দ লাভ করিব।

শ্রুতির সংবাদ 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ', যিনি শ্রীগুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করেন তিনিই জ্ঞানভক্তি লাভ করিয়া ভগবান্‌কে পান। মনের সংযম না হইলে অশুদ্ধ চিত্তে ভক্তিভাব উদিত হয় না। সেই মনঃসংযম গুরুর আশ্রয়ে তাঁহার উপদেশ হইতেই হয়; মনোরূপ অশ্বকে দমন করা অত্যন্ত কঠিন। এমন কি ইন্দ্রিয় সকল ও প্রাণবায়ুকে জয় করিলেও মনকে দমন করা যায় না। কিন্তু একমাত্র শ্রীগুরুর কৃপায় এই দুর্দ্দমনীয় অশ্ব বশীভূত হইতে পারে। অতএব গুরুপাদাশ্রয় না করিয়া যাহারা অসংযত মনকে দমন করিতে চেষ্টা করে, তাহারা নানা সাধনার অনুষ্ঠান করিয়াও কেবল ক্লেশই ভোগ করে এবং বহু বিপদে ব্যাকুল হইয়া এই সংসারে দুঃখ পাইতে থাকে। তাহাদের অবস্থা সমুদ্রে নাবিকবিহীন নৌকার আরোহী বণিকের ন্যায়। যে কোনও মুহূর্ত্তে নৌকা জলমগ্ন হইয়া বণিকের প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা। গুরুভক্তির প্রভাবে কাম-ক্রোধাদির জয় অতি শীঘ্র হয়। "এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষোঽঞ্জসা জয়েৎ" ভাঃ। আর ভগবান্ গুরুভক্তির দ্বারাই সর্বাধিক সন্তুষ্ট হন ॥ ৩৩ ॥

———

স্বজনসুতাত্মদারধনধামধরাসুরথৈ-
স্ত্বয়ি সতি কিং নৃণাং শ্রয়ত আত্মনি সর্ব্বরসে।
ইতি সদজানতাং মিথুনতো রতয়ে চরতাং
সুখয়তি কো ন্বিহ স্ববিহতে স্বনিরস্তভগঃ ॥ ৩৪ ॥
ভুবি পুরুপুণ্যতীর্থসদনান্যৃষয়ো বিমদা
স্ত উত ভবৎপদাম্বুজহৃদোঽঘভিদঙ্ঘ্রিজলাঃ।
দধতি সকৃন্মনস্ত্বয়ি য আত্মনি নিত্যসুখে
ন পুনরুপাসতে পুরুষসারহরাবসথান ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়—শ্রয়তঃ (আপনার সেবকের) সর্ব্বরসে (সদানন্দস্বরূপ) আত্মনি (পরমাত্মা) ত্বয়ি (আপনি) সতি (থাকিতে) নৃণাং (মনুষ্যগণের পক্ষে) স্বজনসুতাত্মদারধনধামধরাসুরথৈঃ (আত্মীয়, পুত্র, শরীর, স্ত্রী, ধন, গৃহ, ভূমি, শক্তি ও রথ প্রভৃতি তুচ্ছ দ্রব্যে) কিং? (কি প্রয়োজন) ইতি (এই) সৎ (সৎ পরমার্থসুখের) অজানতাং (জ্ঞানরহিত) রতয়ে (গ্রাম্যসুখের জন্য) মিথুনতঃ (স্ত্রীর সহিত এক সঙ্গে) চরতাং (বিচরণশীল মানবগণের) স্ববিহতে (স্বভাবতঃ নশ্বর) [এবং] স্বনিরস্তভগঃ (স্বভাবতঃ মাহাত্ম্যরহিত অর্থাৎ অসার) কঃ নু (কোন পদার্থ) ইহ (এই সংসারে) সুখয়তি? (আনন্দ দিতে পারে)। ॥ ৩৪ ॥

ভবৎপদাম্বুজহৃদঃ (হৃদয়ে আপনার পাদপদ্ম ধারণকারী) বিমদাঃ (গর্ব্বশূন্য) অঘভিদঙ্ঘ্রিজলাঃ (নিজ পাদোদক দ্বারা অন্যের পাপনাশক) তে উত ঋষয়ঃ (সেই ঋষিগণও) ভুবি (পৃথিবীতে) পুরুপুণ্যতীর্থসদনানি (বহু পুণ্যতীর্থে ও ক্ষেত্রে বা পরম ভক্ত মহাত্মগণের আশ্রমে) উপাসতে (বাস করিয়া থাকেন) পুনঃ (কিন্তু) পুরুষসারহরাবসথান (পুরুষের বিবেক প্রভৃতি সারের বিনাশকারী গৃহে) ন উপাসতে (বাস করেন না) যতঃ (যেহেতু) যে (যাঁহারা) নিত্যসুখে (নিত্যানন্দস্বরূপ) আত্মনি (পরমাত্মা আপনাতে) সকৃদপি (একবার মাত্র) মনঃ (মন) দধতি (নিবেশ করেন)। [তাঁহারাও গৃহাদিতে আসক্ত হন না আর সতত ভজনশীল ঋষিদের যে গৃহাদিতে আসক্তি থাকিবে না, ইহা আর বলিতে হইবে না]। ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—মানবগণের মধ্যে যাঁহারা আপনার সেবক তাঁহাদের একমাত্র আশ্রয় সদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা আপনি। আপনাকে আশ্রয় করিলে মনুষ্যগণের আত্মীয়স্বজন, পুত্র, শরীর, স্ত্রী, সম্পত্তি, গৃহ,

শ্রীধর—“পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন” তথা—“যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে” ইত্যাদ্যাঃ বৈরাগ্যমঙ্গং বিদধতীত্যাহ—স্বজনসুতেতি। আত্মা দেহঃ, ধাম গৃহম, অসুঃ প্রাণং, স্বজনাদিভিঃ কিম্? সর্ব্বরসে সর্ব্বে রসাঃ সুখানি বিদ্যন্তে যস্মিন্ তস্মিংস্ত্বয়ি পরমানন্দে “এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি” ইতি শ্রুতেঃ। শ্রয়তস্ত্বাং সেবমানস্য পুংস আত্মনি সতি নৃণাং তুচ্ছৈরেতৈঃ কিং কঃ উপযোগ ইতি। সৎ সত্যং পরমার্থসুখমজানতাং অতএব মিথুনতঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভূয় রতয়ে মায়াসুখায় চরতাং প্রবর্ত্তমানানাম্, কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যৌ, অজানতশ্চরতঃ পুরুষান কো নু অর্থঃ সুখয়তি আনন্দয়তি? ন কোঽপীত্যর্থঃ। ইহ সংসারে, কথম্ভূতে? স্ববিহতে স্বত এব নশ্বরে, স্বনিরস্তভগে স্বত এব গতসারে। স্ববিহতঃ স্বনিরস্তভগ ইতি পাঠান্তরে তু কো নিত্যস্যৈতদ্বিশেষণদ্বয়ম্। অতস্তদ্ভজনমেব উচিতমিত্যর্থঃ। ভজতো হি ভবান্ সাক্ষাৎপরমানন্দ-চিদ্ঘনঃ। আত্মৈব কিমন্যৈঃ কৃত্যং তুচ্ছদারসুতাদিভিঃ ॥ ৩৬ ।

সত ইদমুত্থিতং সদিতি চেন্নমু তর্কহতং
ব্যভিচরতি ক্ব চ ক্ব চ মৃষা ন তথোভয়যুক্।
ব্যবহৃতয়ে বিকল্প ইষিতোঽন্ধপরম্পরয়া
ভ্রময়তি ভারতী ত উরুবৃত্তিভিরুক্থজডান্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়—ইদং (এই বিশ্ব) সতঃ (সৎ ব্রহ্ম হইতে) উত্থিতং (উৎপন্ন) ইতি (এই হেতু) সৎ (সত্য) চেৎ (যদি বলা হয়) নমু (তাহা হইলে) তর্কহতং (তাহা যুক্তির বিরুদ্ধ) [কারণ] ক্ব চ (কোনও কোনও স্থলে) ব্যভিচরতি (এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়) ক্ব চ (কোনও কোনও স্থলে) মৃষা (কার্য্য মিথ্যা হয়) উভয়যুক্ (এই জগৎ যদি সদব্রহ্ম ও অবিদ্যা এই দুই হইতে উৎপন্ন বলা যায়) ন তথা (তাহা হইলেও জগৎ সত্য হয় না) [তবে] অন্ধপরম্পরয়া (অন্ধ পরম্পরাক্রমে) ব্যবহৃতয়ে (জগতের ব্যবহারিক কার্য্য) বিকল্পঃ (ভ্রমের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়) ইষিতঃ (ইহা স্বীকার করা যায়)। তে (আপনার) ভারতী (বেদবাক্য) উরুবৃত্তিভিঃ (লক্ষণা প্রভৃতি বহুবৃত্তি দ্বারা) উক্থজডান (কর্মকাণ্ডে শ্রদ্ধালু জড়বুদ্ধি মনুষ্যগণকে) ভ্রময়তি (মোহাচ্ছন্ন করিতেছে) ॥ ৩৬ ॥

ভূমি, শরীরের শক্তি ও রথাদিতে আর প্রয়োজন কি? যাহাদের এই সত্য পরমার্থসুখের জ্ঞান নাই এবং যাহারা গ্রাম্যসুখের জন্য স্ত্রীর সহিত মিলিত হয়, স্বভাবতঃ নশ্বর ও অসার কোন পদার্থ এই সংসারে তাহাদিগকে আনন্দ দান করিতে পারে? ॥ ৩৪ । যে ঋষিগণ আপনার পাদপদ্ম হৃদয়ে ধ্যান করিয়া গর্বরহিত হন এবং নিজ পাদোদকে অন্যের পাপ নাশ করেন, তাঁহারাও পৃথিবীতে বহু পুণ্যতীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্রে অথবা পরমভক্ত মহাত্মগণের আশ্রমে বাস করিয়া জীবন যাপন করেন, কিন্তু মনুষ্যের বিবেক স্থৈর্য্য প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণের বিনাশক গৃহে বাস করেন না। নিত্যানন্দস্বরূপ পরমাত্মা আপনাতে যাঁহারা একবার মাত্র মনোনিবেশ করেন তাঁহারাও গৃহাদিতে আসক্ত হন না, আর সতত ভজনশীল ঋষিগণ যে গৃহাদিতে আসক্তি ত্যাগ করিবেন, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। ৩৫ ॥

অনুবাদ—সদ্-ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন অতএব বিশ্বও সত্যই, এই মত যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ কোনও কোনও স্থলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ ভিন্ন দেখা যায়। আবার

শ্রীধর—এবং গুরূপদেশেন তত্ত্বমবগম্য সারাসার-বিবেকেন চ সর্বতো নির্ব্বিদ্য তদেব মহৎসঙ্গেনোপপত্তিভিঃ সম্যগবধারয়িতুং তীর্থসদনানি মুনয়ঃ পর্য্যটন্তীতি "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" ইত্যাদিশত্যর্থমাহ—দুবি পুরুপুণ্যতীর্থসদনানীতি। তে উক্তলক্ষণা ঋষয়ো বিমদাঃ নিরহঙ্কারাঃ যতো ভবৎপদাম্বুজহৃদঃ ভবতঃ পদাম্বুজং হৃদি যেষাং তে, অতঃ স্বয়মেবার্ঘভিদঙ্ঘ্রি-জলাঃ, অঘভিৎ অঙ্ঘ্রিজলং যেষাং তে, উত অপি তথাবিধা অপি পুরূণি বহূনি পুণ্যানি তীর্থানি সদনানি চ ক্ষেত্রাণি চ তান্যেবোপাসতে সেবন্তে প্রায়স্তত্রৈব মহৎসঙ্গো ভবতীতি। অথবা পুরু অধিকং ভগবদ্ভজনলক্ষণং পুণ্যং যেষাং তানি চ তানি তীর্থানি চ গুরবো মহান্ত ইত্যর্থঃ, তেষাং সদনানি আশ্রমান্ যথাহ "অমরসিংহঃ—নিপানাগমযোস্তীর্থমৃষিজুষ্টে জলে গুরৌ" ইতি। ন পুনঃ পুরুষসারহরাবসথান্মুপাসতে পুরুষাণাং সারং বিবেকস্থৈর্য্যক্ষমাশান্তিপ্রমুখং হরন্তীতি তথা তে চ তে আবসথা গৃহাস্তান্। ন চ তেষাং গৃহাদিভবকুৎসিতসুখাপেক্ষেত্যাহ—দধতি সকৃন্মনস্ত্বয়ি য আত্মনি নিত্যসুখ ইতি। সকৃদপি ত্বয়ি যে মনো দধতীতি, তেঽপি গৃহাদ্যাসক্তা ন ভবন্তি কিং পুনরেবম্ভূতা ইত্যর্থঃ। মুক্তমন্ত্র তদঙ্গসঙ্গমনিশং ত্বামেব সংস্মরয়ন্, সন্তঃ সন্তি যতো যতো গতমদাস্তানাশ্রমানাবসন্। নিত্যং তন্মুখপঙ্কজাদ্বিগলিত-ত্বৎপুণ্যগাথামৃত-স্রোতঃসংপ্লব-[illegible]তো নরহরে। ন স্যামহং দেহভৃৎ ॥ ৩৫ ॥

ন যদিদমগ্র আস ন ভবিষ্যদতো নিধনা-
দনু মিতমন্তরা ত্বয়ি বিভাতি মৃষৈকরসে।
অত উপমীয়তে দ্রবিণজাতিবিকল্পপথৈ-
র্বিতথমনোবিলাসমৃতমিত্যবযন্ত্যবুধাঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়—যৎ (যেহেতু) ইদং (এই বিশ্ব) অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) ন আস (ছিল না) নিধনাৎ (প্রলয়ের) অনু (পরেও) ন ভবিষ্যৎ (থাকিবে না) অতঃ (অতএব) অন্তরা (মধ্যবর্তী সময়ে) একরসে (কেবল) ত্বয়ি (আপনাতে) মৃষা (মিথ্যা আকার লইয়া) বিভাতি (প্রতিভাত হইতেছে) মিতম্ (ইহা নিশ্চিত)। অতঃ (অতএব) দ্রবিণজাতিবিকল্পপথৈঃ (মৃত্তিকাস্বর্ণাদি দ্রব্যমাত্রের ভেদ ঘটকুণ্ডলাদি বিকারদ্বারা) [এই বিশ্ব] উপমীয়তে (নিরূপিত হইয়াছে [অতএব যাহারা] বিতথমনোবিলাসং (মিথ্যা মনঃকল্পিত) [এই বিশ্বকে] ঋতং (সত্য বলিয়া) অবযন্তি (জানে) [তাহারা] অবুধাঃ (অজ্ঞ) ॥ ৩৭ ॥

কোনও কোন স্থলে কারণ সত্য হইলেও কার্য্য মিথ্যা হয়, দেখা যায়। যদি বল এই বিশ্ব সদ্-ব্রহ্ম ও অসদ্-অবিদ্যা, এই দুই কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও বিশ্ব সত্য হয়না। তবে বিশ্ব অসৎ হইলেও অন্ধ-পরম্পরাক্রমে জগতের ব্যবহারিক কার্য্যসমূহ নিষ্পন্ন হইতেছে, ইহা স্বীকার করা হয়। হে ভগবন্! আপনার বেদরূপ বাক্য মুখ্য ও লক্ষণা প্রভৃতি বৃত্তির দ্বারা কর্ম্মকাণ্ডে শ্রদ্ধাবান্ জড়বুদ্ধি মনুষ্যগণকে মোহাচ্ছন্ন করিতেছে। ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ— যেহেতু এই বিশ্ব, সৃষ্টির পূর্বেও ছিল না এবং প্রলয়ের পরেও থাকিবে না, অতএব মধ্যবর্ত্তী কালে কেবল আপনাতেই মিথ্যা আকারে প্রকাশ পায়। অতএব মৃত্তিকা স্বর্ণাদি দ্রব্যের ঘটে, কুণ্ডল প্রভৃতি বিকারের দৃষ্টান্তে এই বিশ্ব নিরূপিত হইয়াছে। সেই হেতু ঈদৃশ মিথ্যা ও মনঃকল্পিত বিশ্বকে যাহারা সত্য বলিয়া মনে করে তাহারা অজ্ঞ। ৩৭ ।

শ্রীধর—নন্‌ "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমন্বয়" ইতি তত্র তত্র জৈমিনিনা বেদস্য ক্রিয়াপরত্বাভিধানাদুপনিষদামপি তদেব যুক্তম্? যথোক্তং শবরাদিকৃতা—"এতেন ক্রত্বর্থকর্তৃপ্রতিপাদনেনোপনিষদাং নৈরাকাঙ্ক্ষ্যং ব্যাখ্যাতম্" ইতি। ন, একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "অচক্ষুরশ্রোত্রম্" ইত্যেবং তদ্বিপরীতার্থ-প্রতিপাদনাৎ। ন হ্যদ্বিতীয়পরমানন্দরূপস্য কর্মাঙ্গত্বং যুজ্যতে, অনন্তমতঃকৈতবাত্তিককৃতঃ। কথম্? "সর্বত্রৈব হি বিজ্ঞানং সংস্কারত্বেন গম্যতে। পরাঙ্গত্বাত্মবিজ্ঞানাদন্যত্রেত্যবধার্য্যতাম" ইতি তেনৈবোক্তত্বাৎ। এতদর্থমেব মননায় মুনয়ঃ পর্য্যটন্তীত্যুক্তম। তত্র শাবদ্বৈতস্য সত্যত্বে ভাবদপ্যেবং, এবে তু ন সম্ভবতীতি প্রশ্নোক্তরাভ্যাং মননেন তত্ত্বাবধারণ প্রকারমাহ—সত ইদমুত্থিতং সদিতি চেদিতি। ইদং বিশ্বং ধর্ম্মি, সদিতি সাধ্যো ধর্ম্মঃ, সত উৎপন্নত্বাদ্ধেতুঃ, যদযত উৎপন্নং তৎ তদাত্মকমেব দৃষ্টম্, যথা কনকাদুৎপন্নং কুণ্ডলাদি তদাত্মকং তদ্বদিতি। তত্র যদি সদভেদঃ সাধ্যতে, তদা অপাদানত্ব-নির্দ্দেশেনৈব ভেদপ্রতীতের্বিরুদ্ধো হেতুরিত্যাহ—নন্‌ তর্কহতর্মিতি। নন্‌ নাভেদং সাধয়ামঃ, কিন্তু তদুৎপন্নত্বেন কুণ্ডলাদিবদ্ভেদং প্রতিষেধয়ামঃ, তত্রাভেদ এব স্যাদিত্যাশঙ্ক্য অনৈকান্তিকত্বেন দূষয়তি—ব্যভিচরতি ক চেতি। পিতৃপুত্রাদিষু মুদ্গরঘট প্রধ্বংসাদিষু চ তথাদর্শনাদিতি ভাবঃ। নন্‌ তদুৎপন্নত্বং নাম তদুপাদানকত্বং, ন তু তন্নিমত্তকত্বং, অতো নানৈকান্তিকত্বমিত্যা শঙ্ক্য দূষয়তি—ক চ মৃষেতি। গুণোপাদানস্যাপি ফণিনো ন গুণত্বং কিন্তু মিথ্যাত্বম্, অন্যথা কুণ্ডলাদিবৎ অবাধ

স যদজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্
ভজতি সরূপতাং তদনু মৃত্যুমপেতভগঃ ।
ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগো
মহসি মহীয়সেঽষ্টগুণিতেঽপরিমেয়ভগঃ ॥ ৩৮

অন্বয়—যৎ (যেহেতু) স তু (সেই জীব) অজয়া (মায়া ভূত হইয়া) অজাং (অবিদ্যাকে) অনুশয়ীত (আলিঙ্গন করে) [তারপর] গুণান্ চ (দেহেন্দ্রিয়াদির) জুষন (সেবা করিয়া) সরূপতাং (তাহাদের সাধর্ম্যকে) [নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া] তদনু (তৎপরে) অপেতভগঃ (তাহার আনন্দাদিগুণ তিরোহিত হওয়ায়) মৃত্যুং (সংসার) ভজতি (প্রাপ্ত হয়) উত (কিন্তু) অহিঃ (সর্প) ত্বচম্ ইব (যেরূপ ত্বক্ পরিত্যাগ করে সেইরূপ) আত্তভগঃ (নিত্য ঐশ্বর্য্যযুক্ত) ত্বং (আপনি) তাং (সেই মায়াকে) জহাসি (ত্যাগ করেন) অপরিমেয়ভগঃ (অপরিমিত ঐশ্বর্যশালী [আপনি] অষ্টগুণিতে (অণিমাদি অষ্টবিভূতিযুক্ত) মহসি (পরম ঐশ্বর্যে) মহীয়সে (বিরাজ করিতেছেন) ॥ ৩৮ ।

অনুবাদ—যেহেতু আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া জীব অবিদ্যাকে আলিঙ্গন করে, তাহার পর দেহেন্দ্রিয়াদির সেবা করিয়া তাহাদের ধর্ম্ম নিজের বলিয়া স্বীকার করে এবং তৎপরে তাহার আনন্দাদি গুণ তিরোহিত হওয়ায় সে সংসার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু নিত্য ঐশ্বর্য্যযুক্ত আপনি সেই মায়াকে পরিত্যাগ করেন, যেরূপ সর্প ত্বক পরিত্যাগ করে। আপনার ঐশ্বর্য্য অপরিমিত এবং আপনি অণিমাদি অষ্টবিভূতিযুক্ত পরম ঐশ্বর্য্যে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥

প্রসঙ্গাৎ। অতঃ পুনরপ্যনৈকান্তিকত্বমেবেতি ভাবঃ। নম্বেবং তর্হি কেবলং গুণমাত্রং কথং নোপাদানং কিন্তু অবিদ্যাসহিতম্, তথাভূতস্যাবস্তুত্বাদযুক্তং কথিনো মিথ্যাত্বমপ্যাশঙ্ক্য তত্ত্বান্যত্রাপীতি দূষয়তি—ন তথোভয়যুগিতি। অয়মর্থ—অত্রাপ্য বিদ্যাযুক্তস্যৈব সত উপাদানত্বম্, এবম্ভূতস্য চ ন বস্তুত্বং, অতঃ সদুপাদানত্বমসিদ্ধমিতি ন বস্তুসত্ত্বং প্রপঞ্চস্যেতি। নমু মা ভূদনেন হেতুনা প্রপঞ্চস্য সত্যত্বং হেত্বন্তরেণ তু সাধয়ামঃ। তথাহি—সদিদম অর্থক্রিয়াকারিত্বাৎ, ন যদেবং ন তদেবং যথা শুক্তিরজতমিতি। তত্রাহ—ব্যবহৃতয়ে বিকল্প ইষ্যতে ইতি। ব্যবহারায় অর্থক্রিয়ার্থং বিকল্পো ভ্রম ইবেত ইষ্ট এব, কূটকার্ষাপণাদিনাপি ক্বচিদ্ব্যবহারদর্শনাৎ। নম্বেকত্র সত্যোহন্যত্রারোপো ভ্রমঃ প্রসিদ্ধঃ, অত্যন্তাসত্ত্বে কথং প্রপঞ্চো ভ্রমঃ স্যাৎ? সত্ত্বে বা নাদ্বৈতসিদ্ধি। উক্তঞ্চ ভট্টৈঃ—মধ্যাহ্নে খপুষ্পত্বমন কথমবস্তুনি। প্রজ্ঞাতস্যসতাকমধ্যারোপোঽস্তু বা ন বেতি। তত্রাহ—অন্ধপরম্পরয়েতি। অন্ধপরম্পরয়া যো বিকল্প ইতঃ স্বয়ং। অয়ং ভাবঃ। সংস্কারজন্যো ভ্রমঃ সংস্কারসিদ্ধয়ে পূর্বপ্রতীতিমাত্রমপেক্ষতে ন সত্ত্বম্। প্রতীতৌ সত্যাং বস্তুসত্ত্বাভাবেন ভ্রমব্যতিরেকাদর্শনাৎ। অতোঽনাদিত্বাৎ পূর্বপূর্বভ্রমদৃষ্টস্যোত্তরোত্তর আরোপো ভবিষ্যতীতি অন্ধপরম্পরান্যায়েন ব্যবহারঃ সেৎস্যতীত্যপ্রয়োজকো হেতুরিতি। নমু "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি" "অপাম সোমমমৃতা অভূম" ইত্যাদিভিঃ কর্ম্মফলস্য নিত্যত্বপ্রতিপাদনাদসত্ত্বং ন ঘটতে, ন হি নিত্যং বস্তু অসদ্ভবতি তস্মাদ্বেদপ্রতিপাদিতত্বাদ্বৈতং সদেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—ভ্রময়তীতি। হে ভগবন! তে তব ভারতী বেদলক্ষণা উরুবৃত্তিভিরক্থা ভগোঽলক্ষণাদিবৃত্তিভিকরথজড়ান কর্ম্মশ্রদ্ধাভরাক্রান্তমন্দমতীন্ ভ্রময়তি মোহয়তি। অয়ং ভাবঃ—ন হি বেদঃ কর্ম্মফলস্য নিত্যত্বমভিপ্রৈতি, কিন্তু লক্ষণয়া, প্রাশস্ত্যমাত্রম, বিধ্যেকবাক্যত্বাৎ অন্যথা বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ। "তদযথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" ইতি ন্যায়োপবৃংহিতশ্রুত্যন্তরবিরোধাচ্চ। অতঃ কর্ম্মজড়ানামিদং ভ্রমমাত্রমিতি। এতেনৈব "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদীনামপ্যুপরত্নং দর্শিতং ভবতি। উদ্ভূতং ভবতঃ সতোঽপি ভুবনং সন্নৈব সর্পঃ স্রজঃ কুর্ব্বৎ কার্য্যমপীহ কূটকনকং বেদোঽপি নৈবং পরঃ। অদ্বৈতং তব সৎ পরন্তু পরমানন্দং পদং তন্মুদা, বন্দে সুন্দরমিন্দিরানুত। হরে! মা মুঞ্চ মামানতম্ ॥৩৬॥

শ্রীধর—তদেবং প্রপঞ্চস্য সত্ত্বে সাধকং নাস্তীত্যুক্তম্। ইদানীমসত্ত্বে সৃষ্টিপ্রলয়শ্রুত্যোঃ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদ্যাস্তু লক্ষ্যমাণং প্রমাণমিত্যাহ—ন যদিদমিতি। যদ্‌যস্মাৎ ইদং বিশ্বং অগ্রে সৃষ্টেঃ পূর্বং ন আস নাসীৎ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। ন চ নিধনাৎ প্রলয়াদনু অনন্তরং ভবিষ্যতিবিষ্যতি "নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীম্" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অতঃ কারণাদন্তরা মধ্যেঽপ্যেকরসে কেবলে ত্বয়ি মৃষা মিথ্যারূপমেব বিভাতীতি মিতং নিশ্চিতম্। যত এবং অতঃ শ্রুতয়ো দ্রবিণজাতিবিকল্পপথৈর্দ্রবিণজাতীনাং দ্রব্যমাত্রাণাং মৃল্লোহকার্ষ্ণায়সরূপাণাং বিকল্পা ভেদা ঘটকুণ্ডলাদয়স্তেষাং পন্থানো মার্গাঃ প্রকারাস্তৈঃ কল্পনয়া উপময়া নিরূপয়ন্তি যথা তত্র কার্যাকারাণাং নামধেয়মাত্রত্বং, কারণং মৃদাদ্যেব তু সত্যম্, তথাকাশাদীনাং নামমাত্রত্বং ব্রহ্মৈব চ সত্যমিতি নিরূপয়ন্তীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ- "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্। যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্বং কার্ষ্ণায়সম্" ইত্যাদি। তস্মাদস্য সত্ত্বে প্রমাণাভাবাদসত্ত্বে প্রমাণস্য বিদ্যমানত্বাৎ বিশ্বং মনোবিলাসমাত্রং সত্যমিতি যে অবয়ন্তি জানন্তি তে অবুধাঃ অজ্ঞা ইত্যর্থঃ। অত্রৈবং প্রয়োগঃ—বিবাদাধ্যাসিতং ন সৎ, আদ্যন্তয়োরবিদ্যমানত্বাৎ বিকারিত্বাৎ দৃশ্যত্বাচ্চ শুক্তিরজতাদিবৎ ইত্যন্বয়ে দৃষ্টান্তঃ। আত্মবচ্চেতি ব্যতিরেকে দৃষ্টান্তঃ। মুকুটকুণ্ডলকঙ্কণ-কিঙ্কিণী-পরিণতং কনকং পরমার্থতঃ। মহদহঙ্কৃতিখ প্রমুখং তথা, নরহরে ন পরং পরমার্থতঃ ॥ ৩৭ ॥

ননু যদি প্রপঞ্চো নাম নাস্ত্যেব, তদা অসত্যেন তেন ন চৈতন্যস্য সম্বন্ধগন্ধোঽপি, তর্হি কিমপরাদ্ধং জীবেন, যতোঽয়ং সংসরতি? কিংবা বহুপুণ্যমীশ্বরস্য যতো নিত্যমুক্তঃ? কিংবিষয়ক তদা কর্মকাণ্ডমপেক্ষায়াং জীবেশ্বর বিশেষং "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।" "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্" ইত্যাদ্যা বদন্তীত্যাহ স যদজয়েতি। স তু জীবো যদ্‌যস্মাদজয়া মায়য়া অজ্ঞামবিদ্যামনুশয়ীত আলিঙ্গেত, ততো গুণাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন্ জুষন্ সেবমানঃ আশ্রয়া অধ্যস্তন্ তদনু তদগুণং সরূপতাং তদ্ধর্মযোগঞ্চ জুষন্ অপেতভগঃ পিহিতানন্দাদিগুণঃ সন্ মৃত্যুং সংসারং ভজতি প্রাপ্নোতি। তাদৃশমেব চ কর্মকাণ্ডমিতি ভাবঃ। ত্বমুত ত্বন্তু জহাসি তামজাং মায়াম্। ননু সা মযোবাস্তি কথং ত্যাগস্তত্রাহ—অহিরিব ত্বচমিব। অয়ং ভাবঃ—যথা ভুজঙ্গঃ স্বগতমপি কঞ্চুকং গুণবুদ্ধ্যা নাভিমন্যতে তথা ত্বমজাম্। ন হি নিরস্তসাম্যাতিশয়স্য সংকামধেনুবৃন্দপতেরজয়া কৃত্যমিতি তামুপেক্ষস ইতি। কুতঃ এতৎ তদাহ—আত্তভগো নিত্যপ্রাপ্তৈশ্বর্যঃ মহসি পরমৈশ্বর্যেঽষ্টগুণতেঽণিমাদ্যষ্টবিভূতিমতি মহীয়সে পূজ্যসে বিরাজসে। কথম্ভূতঃ অপরিমেয়ভগঃ অপরিমিতৈশ্বর্যঃ। ন হ্যেষামিব দেশকালাদিপরিচ্ছিন্নং তবাষ্টগুণিতমৈশ্বর্যম্, অপি তু পরিপূর্ণস্বরূপাত্তবদ্ধিত্বাদপরিমিতমিত্যর্থঃ। নৃত্যন্তী তব বীক্ষণাঙ্গনগতা কালস্বভাবাদিভির্ভাবান্ সত্ত্বরজস্তমোগুণময়াসুন্মীলয়ন্তী বহূন্। মামাক্রম্য পদা শিরস্যতিভরং সংমর্দয়ত্যাতুরং, মায়া তে শরণং গতোঽস্মি নৃহরে। ত্বং দেব তাং বারয় ॥ ৩৮ ॥

কেলালব

ভজতো হি ভবান্ সাক্ষাৎ পরমানন্দচিদ্ঘনঃ।
আত্মৈব কিমতঃ কৃত্যং তুচ্ছদারসুতাদিভিঃ॥ (শ্রীধব)

আপনি ভজনশীল সেবকের সাক্ষাৎ পরমানন্দময় চিদবিগ্রহ আত্মা। অতএব তুচ্ছ স্ত্রীপুত্রাদির দ্বারা কি কার্য্য সাধিত হইতে পারে ?

শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ব্রহ্মানন্দই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমানন্দ। মনুষ্যগণের আনন্দ অপেক্ষা পিতৃলোকের আনন্দ, তদপেক্ষা গন্ধর্ব্বলোকের আনন্দ, তদপেক্ষা দেবলোকের আনন্দ, তদপেক্ষা ইন্দ্রাদি দেবতাদের আনন্দ, তদপেক্ষা প্রজাপতির আনন্দ, তদপেক্ষা ব্রহ্মানন্দ উৎকৃষ্ট। মনুষ্যানন্দ হইতে শতগুণ করিয়া ক্রমে আনন্দের বৃদ্ধি হইতে হইতে ব্রহ্মানন্দেই আনন্দের পরাকাষ্ঠা। এই ব্রহ্মানন্দের এক এক কণাই সমস্ত প্রাণীর উপজীব্য। যাঁহারা এই পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সেবাকার্য্যে নিরত আছেন, তাঁহাদের আর নশ্বর দেহ-গেহ-স্ত্রীপুত্রাদিতে কোনও প্রয়োজন নাই। এই সত্য, পারমার্থিক সুখের সন্ধান যাহারা জানে না, তাহারা অনিত্য গ্রাম্যসুখের জন্য স্ত্রীসঙ্গী হইয়া বিচরণ করে। এই সংসার ও সাংসারিক বস্তু সমস্তই স্বভাবতঃ বিনশ্বর ও অসার। অনিত্য সংসারে অনিত্য বস্তু হইতে ঈশ্বরবিমুখ ব্যক্তি স্থায়ী সুখ কখনও লাভ করিতে পারে না। সংসারের যে সাময়িক সুখ, তাহা দুঃখপূর্ণ, সুখাভাস মাত্র। একমাত্র ভূমা পুরুষ পরব্রহ্মই নিত্য ও শাশ্বত সুখস্বরূপ। "ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি"—শ্রুতি॥ ৩৯॥

মুঞ্চন্নঙ্গ তদঙ্গসঙ্গমনিশং ত্বামেব সঞ্চিন্তয়ন
সন্তঃ সন্তি যতো যতো গতমদাস্তানাশ্রমানাবসন।
নিত্যং তন্মুখপঙ্কজাদ্বিগলিত-ত্বৎপুণ্যগাথামৃত-
স্রোতঃ-সংপ্লবসংপ্লুতো নবহরে ন স্যামহং দেহভৃৎ। (শ্রীধব)

হে নৃসিংহ! সাধুগণ স্ত্রীপুত্রাদির সহিত নিজ সম্পর্ক ত্যাগ করতঃ তোমার ধ্যান করিতে করিতে নিরহঙ্কার হইয়া যে যে ক্ষেত্রে বা আশ্রমে বাস করেন, আমি সেই সেই আশ্রমে বা ক্ষেত্রে বাস করিয়া তাঁহাদের মুখকমল হইতে বিগলিত আপনার পবিত্র কথামৃতের স্রোতঃপ্রবাহে নিত্য স্নাত হইয়া পুনরায় দেহ ধারণ যেন না করি।

শ্রীগুরু পদাশ্রয় করিলে তাঁহার উপদেশে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। তখন নিত্যবস্তু ভগবানের প্রতি অনুরাগ ও অনিত্য বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য জন্মে। ভগবানের ধ্যানে হৃদয়গ্রন্থি অহঙ্কার বিনষ্ট হইয়া যায়। ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের পাদোদক অন্যের পাপ নাশ করে। শ্রীগুরুকর্ত্তৃক উপদিষ্ট তত্ত্বকে মহৎসঙ্গে ভগবৎ-প্রসঙ্গে যুক্তিদ্বারা সুনিশ্চিত সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ঋষি-মুনিগণ পুণ্যতীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্র সমূহে পর্য্যটন করিয়া

থাকেন। কারণ এই সকল স্থানে প্রায়ই সাধুসঙ্গ ঘটিয়া থাকে। যাহারা ভগবানের ভজনশীল মহাত্মা সদ্‌গুরু, তাঁহাদের পবিত্র আশ্রমে বাস করিলেও মহৎ-সঙ্গে সর্ব্বদাই ভগবৎ-প্রসঙ্গ হয়। কারাগার-সদৃশ গৃহ, মনুষ্যের বিবেক, বুদ্ধি, ক্ষমা, শান্তি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণ বিনষ্ট করে। এইজন্য একবারমাত্র যাঁহারা নিত্যানন্দস্বরূপ পরমাত্মায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা অনিত্য গৃহাদিতে আসক্ত হন না। আর যাঁহারা সতত হরিভজনপরায়ণ মুনি ঋষি, তাঁহারা যে গৃহাদিতে সর্ব্বথা আসক্তি পরিত্যাগ করেন, ইহা বলা বাহুল্য ॥ ৩৫ ॥

উদ্‌ভূতং ভবতঃ সতোঽপি ভুবনং সন্নৈব সর্পঃ স্রজঃ
কুর্ব্বৎ কার্য্যমপীহ কূটকনকং বেদোঽপি নৈবং পরঃ।
অদ্বৈতং তব সৎ পরং তু পরমানন্দং পদং তন্মুদা
বন্দে সুন্দরমিন্দিরানুত হরে মা মুঞ্চ মামানতম্ (শ্রীধর)

হে লক্ষ্মীবন্দিত শ্রীহরে, সৎস্বরূপ আপনা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইলেও সৎ নহে। যেরূপ সত্য পদার্থ মাল্যেতে প্রতীয়মান সর্প সৎ হয় না, যেরূপ জাল-মুদ্রার দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইলেও উহা মিথ্যা, সেইরূপ বিবিধ ব্যবহার নিষ্পন্ন করিলেও এই বিশ্ব মিথ্যা। কর্ম্মফল-স্বর্গাদিকে নিত্য বলিয়া প্রতিপাদন করা বেদের অভিপ্রায় নহে। কিন্তু আপনার অদ্বৈত পরমানন্দ নিত্যপদই বেদের প্রকৃত প্রতিপাদ্য। আমি সানন্দে পদ বন্দনা করিতেছি। আমি আপনার নিকট প্রণত। আমাকে ত্যাগ করিবেন না, ইহাই প্রার্থনা।

কর্মমীমাংসকগণ বলেন, বেদ কর্মপর শাস্ত্র। কর্মপর না হইলে কোনও শাস্ত্রেরই প্রামাণ্য থাকে না। সমস্ত বেদবাক্যেরই তাৎপর্য্য মানুষকে কোন কর্ম করিতে নিয়োগ করা বা নিবৃত্ত করা। উপনিষদে যে সকল জ্ঞানের উপদেশ আছে, তাহার তাৎপর্য্যও কর্ম। যজ্ঞাদি কর্মের অঙ্গ যজমানের আত্মার স্তুতি করার জন্য উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ডের সবকথা। মীমাংসকগণের এই মত, বেদান্ত-দর্শনে খণ্ডিত হইয়াছে। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় ও আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্মই আত্মা। নিত্য বস্তু আত্মা, জড় কর্মের অঙ্গ হইতে পারে না। কর্মফলমাত্রই অনিত্য। বিশ্ব অনিত্য ও নশ্বর। একমাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই নিত্য ও সত্য। জড় কর্ম্ম করিতে যাহাদের অত্যন্ত আগ্রহ, সেই সকল কর্মফলাসক্ত জড়বুদ্ধি ব্যক্তি, বেদোক্ত ফলকে নিত্য মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হয়। তাহারা বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণে অসমর্থ। যজ্ঞাদি কর্মের ফলকে নিত্য বলা বেদের অভিপ্রায় নহে। যাঁহা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে, সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মকেই বেদ একমাত্র নিত্য, সত্য ও অদ্বৈত পদার্থ বলিয়াছেন। নিত্যব্রহ্ম হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হয় বলিয়া বিশ্বও নিত্য হইবে, তাহা নহে। পিতা হইতে পুত্র উৎপন্ন হয়, কিন্তু পিতা ও পুত্র ভিন্ন। সত্য রজ্জু-উপাদানে ভ্রমবশতঃ যে সর্প উৎপন্ন হয় তাহা মিথ্যা। এই নশ্বর ও অনিত্য জগতে কার্য্য-নির্ব্বাহ করার

জন্য এক প্রকার ভ্রম স্বীকার করা হয়। ভ্রান্ত জ্ঞানও সংস্কার জন্মাইতে পারে। অন্ধ-পরম্পরা দৃষ্টান্তে ভ্রমের দ্বারাই জগতে সকল ব্যবহার চলিয়াছে। তাই বলিয়া জগৎ সদবস্তু হইতে পারে না। কোন বটবৃক্ষেই যক্ষ নাই। কিন্তু এক অন্ধব্যক্তি অন্য অন্ধব্যক্তিকে বলিল যে, সেই বটবৃক্ষে যক্ষ বাস করে। সে আবার অপর অন্ধকে বলিল। এই ভ্রান্ত জ্ঞানের দ্বারা ভয়, মূর্চ্ছা প্রভৃতি কার্য্য উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। জাল-মুদ্রার দ্বারা দেশে ক্রয়-বিক্রয়-কার্য্য চলিলেও এই মুদ্রা মিথ্যা। অতএব বিশ্ব অনিত্য ও বিনশ্বর। একমাত্র পরব্রহ্মই সত্য ও নিত্য বস্তু ॥ ২৬ ॥

মুকুট কুণ্ডল-কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-পরিণতং কনকং পরমার্থতঃ।
মহদহঙ্কৃত-খ-প্রমুখং তথা, নরহরে ন পরং পরমার্থতঃ॥ (শ্রীধর)

হে নৃসিংহ, যেমন স্বর্ণের বিকার মুকুট, কুণ্ডল, কঙ্কণ ও কিঙ্কিণী, পরমার্থতঃ স্বর্ণ ই বটে সেইরূপ বুদ্ধি, অহঙ্কার ও আকাশ প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তু, এক পরমার্থ সৎ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

একমাত্র ব্রহ্মই সত্য সনাতন। তাঁহার মায়াশক্তি দ্বারা তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেন। মহাপ্রলয়ের পর মায়াশক্তি সহ এই বিশ্ব, ব্রহ্মেই লীন হইয়া থাকে। সৃষ্টির পূর্ব্বেও একমাত্র সৎ ব্রহ্ম এবং প্রলয়ের পরেও একমাত্র সৎ ব্রহ্ম বিদ্যমান থাকেন। সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যবর্ত্তী সময়ে দৃশ্যমান এই বিশ্বও স্বরূপত. ব্রহ্মই। বিশ্বের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম। ব্রহ্মেতেই বিশ্বের সাময়িক প্রতীতি হয় মাত্র অতএব অধিষ্ঠান ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য সত্যবস্তু। তাঁহাতে প্রতিভাত বিশ্বপ্রপঞ্চের রূপ অসত্য ও অনিত্য। ব্রহ্ম চিরকাল বিদ্যমান বলিয়াই তাঁহাতে সাময়িক বিবিধ প্রতীতি হয় মাত্র। এই তত্ত্ব উপনিষদে কয়েকটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে ভালভাবে বুঝান হইয়াছে। যেমন ঘট প্রভৃতি বিকারসমূহের কারণ মৃত্তিকা, একটি মৃৎপিণ্ডকে জানা হইলে সকল প্রকার মৃৎপাত্র সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। বিকার বলিয়া যথার্থ কোনও বস্তু নাই, ঘট, শরাব প্রভৃতি শব্দ কেবল নামমাত্র বা কথা। কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নয়। মৃত্তিকাই সত্য।

এইরূপ একটি স্বর্ণপিণ্ডকে জানিলে সকল স্বর্ণ-বিকার অলঙ্কারাদিকে জানা যায়, স্বর্ণ ই সত্য সেইরূপ ব্রহ্মকে জানিলে আর কিছুই জানিতে বাকী থাকে না, অন্য সকল বিজ্ঞাত হইয়া যায়, কারণ ব্রহ্মই সত্য। ব্রহ্মেতে প্রতিভাত বিশ্বকে যাহারা সত্য বলিয়া জানে, ব্রহ্মতত্ত্ব জানে না, তাহারা অজ্ঞ। এই বিশ্ব আদিতে ও অন্তে থাকে না, কেবল সাময়িক দৃশ্য হয়, এই জন্য ইহা সত্য নয়। যেমন শুক্তিতে প্রতীয়মান রজত ভ্রমবশতঃ সাময়িক দৃশ্য হয়, কিন্তু ভ্রমের পূর্ব্বেও থাকে না এবং ভ্রম-নিবৃত্তির পরও থাকে না, এইজন্য এই শুক্তি-রজত অসত্য। কিন্তু আদি, অন্তে ও মধ্যে সততই বিদ্যমান নিত্য সত্য সনাতন বিভু একমাত্র ব্রহ্ম। বিশ্ব প্রপঞ্চ তাঁহা হইতে পৃথক্ কোনও পদার্থ নহে, "তজ্জলান্" অর্থাৎ তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে অবস্থিত এবং তাঁহাতেই লীন। ব্রহ্ম হইতে বিশ্ব সৃষ্টির বিষয়ে প্রধানতঃ দুইটী মত প্রবল। একমতে বিশ্ব আকাশ-কুসুমের ন্যায় একান্ত মিথ্যা নহে, তবে রজ্জুর উপর আরোপিত সর্পের ন্যায় ব্রহ্ম অধিষ্ঠানে বিশ্বের সাময়িক প্রতীতি হয় মাত্র। ভ্রম-নিবৃত্তির পর সর্পের নিবৃত্তির ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট

অবিদ্যা ও বিশ্বের নিবৃত্তি হইয়া যায়। এই বিচারে বিশ্ব একপ্রকার মিথ্যা, ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। অন্য মতে বিশ্ব মায়িক, অনিত্য ও নশ্বর, কিন্তু মিথ্যা নহে। ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তিতে বিশ্বসৃষ্টি হয় এবং বিশ্ব ব্রহ্মের পরিণাম, বিবর্ত্ত নহে।

পরিণাম হইলেও ব্রহ্ম নির্ব্বিকার থাকেন। "মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার। জগদ্রূপ হন কৃষ্ণ তবু অবিকার।" উভয় মতে ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য, সত্য ও পরমার্থ। তিনিই বিশ্ব এবং তাঁহাকে লইয়াই বিশ্ব। তাঁহাকে বাদ দিলে বিশ্ব শূন্য। একটী সংখ্যার পার্শ্বে শূন্য থাকিলে শূন্যের মূল্য হয়; কিন্তু সংখ্যাহীন কেবল শূন্য, নিরর্থক। দার্শনিকগণের মধ্যে অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈত-বাদ ও দ্বৈতবাদ প্রভৃতি বাদভেদে কিছু কিছু বিচারের পার্থক্য ও মতভেদ দেখা যায়। কিন্তু ইহাই সর্ব্ব-স্বীকৃত সত্যবাদ। ॥ ৩৭ ॥

নৃত্যন্তী তব বীক্ষণাঙ্গণগতা কালস্বভাবাদিভি-
র্ভাবান্ সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ানুন্মীলয়ন্তী বহূন্।
মামাক্রম্য পদা শিরস্যতিভরং সংমর্দ্দয়ত্যাতুরং
মায়া তে শরণং গতোঽস্মি নৃহরে! ত্বং দেব তাং বারয় ॥ (শ্রীধর)

হে নৃসিংহ! আপনার দৃষ্টিরূপ অঙ্গণে আপনার মায়া সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণময় বিবিধ ভাব-বিকার প্রকটিত করিয়া নৃত্য করিতে করিতে আমার মস্তক পদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া আমাকে অত্যন্ত বিমর্দ্দিত করিতেছে। তাহাতে আমি আতুর হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। হে দেব! আপনি তাহাকে অর্থাৎ আপনার সেই মায়াকে নিবারণ করুন।

জীব স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দময় এবং ঈশ্বরের অংশ। কেহ বা জীবকে ঈশ্বরস্বরূপ বিম্বের প্রতিবিম্ব বলেন, কেহ বা চিদাভাস বলেন। সকল মতেই ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। জীব অবিদ্যা-বশে সংসারে কর্ম্মফল ভোগ করে, কিন্তু মায়াধীশ ঈশ্বর কর্ম্মফল ভোগ না করিয়া সাক্ষী থাকিয়া কেবল দর্শন করেন। মায়ামোহিত জীব অবিদ্যাবশে দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত নিজের ঐক্যবুদ্ধিতে তাহাদের ধর্ম্ম নিজের বলিয়া স্বীকার করে। সেই হেতু জীবের আনন্দাদি গুণ তিরোহিত থাকায় জীব নানা সকাম কর্ম্মকাণ্ডে আসক্ত হইয়া সংসার-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। বৈষয়িক অনিত্য সুখ সুখাভাস মাত্র। ইহাও দুঃখ। ঈশ্বর মায়ার অধিপতি, কখনও মায়ার বশীভূত হন না। মায়া, অধিষ্ঠান ঈশ্বরে অবস্থান করিলেও মায়ার সহিত ঈশ্বরের কোনও সম্পর্ক নাই। সর্পের ত্বক্ (খোলস) সর্পের নিজের শরীরে থাকিলেও সে তাহাকে শরীরের অন্তর্গত বলিয়া মনে করে না। সেইরূপ মায়া ঈশ্বরের আশ্রয়ে থাকিলেও তাঁহার স্বরূপে নাই। ঈশ্বরের অপরিমিত ঐশ্বর্য্য ও সিদ্ধি সর্ব্বদাই বিদ্যমান। তিনি স্বমহিমায় সতত বিরাজ করিতেছেন। জীবসমূহ তাঁহার মায়ামোহিত হইয়া সংসারে দুঃখ ভোগ করিতেছে। তাঁহার এই দুরত্যয়া মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায়, তাঁহার শরণাগতি।

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"—গীতা ॥ ৩৮ ॥

যদি ন সমুদ্ধরন্তি যতয়ো হৃদি কামজটা
দুরধিগমোঽসতাং হৃদি গতোঽস্মৃতকণ্ঠমণিঃ।
অসুতৃপযোগিনামুভয়তোঽপ্যসুখং ভগব-
ন্ননপগতান্তকাদনধিরূঢ়পদাদ্ভবতঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়—হে ভগবন্ (হে ভগবন্) যতয়ঃ (সন্ন্যাসিগণ) হৃদি (হৃদয়স্থিত) কামজটাঃ (কামের মূল বাসনাসমূহ) যদি ন সমুদ্ধরন্তি (যদি উৎপাটন না করেন) [তাহা হইলে] অসতাং (সেই অসাধুগণের) হৃদিগতঃ (হৃদয়স্থিত হইয়াও) অস্মৃতকণ্ঠমণিঃ ইব (বিস্মৃত কণ্ঠলগ্ন মণির ন্যায়) [আপনি] দুরধিগমঃ (দুর্লভ হন) অসুতৃপযোগিনাং (ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধনে তৎপর সেই কপট যোগিগণের) উভয়তঃ অপি (ইহলোক ও পরলোক এই দুই লোকেই) অসুখং (দুঃখ হয়) অনপগতান্তকাৎ (ইহলোকে মৃত্যু অর্থাৎ সংসার দুঃখ নিবৃত্ত না হওয়ায় দুঃখ হয়) [এবং] অনধিরূঢ়পদাৎ ভবতঃ (আপনার স্বরূপ প্রাপ্তির অভাবে অবিদ্যার বশে প্রাপ্ত স্বধর্মের অতিক্রম জনিত আপনার দণ্ড নরকপ্রাপ্তিতে পরলোকে দুঃখ হয়) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্! সন্ন্যাসিগণ হৃদয়স্থিত কামের মূল বাসনাসমূহকে যদি উৎপাটিত না করেন, তাহা হইলে আপনি সেই অসাধু ব্যক্তিগণের হৃদয়স্থিত হইয়াও বিস্মৃত কণ্ঠলগ্ন মণির ন্যায় দুর্লভ হন। ইন্দ্রিয়তর্পণে তৎপর সেই কপট যোগিগণের ইহলোক ও পরলোক এই দুই লোকেই দুঃখ ভোগ হয়। ইহলোকে সংসার দুঃখ নিবৃত্তি না হওয়ায় তাহাদের দুঃখ এবং আপনার স্বরূপ প্রাপ্তির অভাবে অবিদ্যার বশে প্রাপ্ত স্বধর্মের অতিক্রম জন্য আপনার প্রদত্ত নরক প্রাপ্তিতে পরলোকেও দুঃখ ভোগ হয় ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধর—এবং তাবদুক্তসাধনকদম্বেন যে ভগবন্তং ভজন্তি, তে মৃত্যুং তরন্তি, ইতরে সংসরন্তীত্যুক্তম্। ইদানীং যে বহিঃসঙ্গং পরিত্যজ্য ভগবন্মার্গে প্রবৃত্তা অপি কথঞ্চিদন্তর্বাসনাশিনঃ কামান্ ন মুঞ্চন্তি তে ভগবন্তং ন প্রাপ্নুবন্তি, ন চেহ পরত্র চ সুখং লভন্তে, কেবলং কুযোনীরেব প্রাপ্নুবন্তীতি তান্ শোচন 'কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কর্মভির্জায়তে তত্র তত্র' ইত্যাদি শ্রুত্যর্থমাহ—যদি ন সমুদ্ধরন্তীতি। হে ভগবন্! যতয়ো হৃদিস্থিতাঃ কামজটাঃ কামস্য জটা মূলানি বাসনা যদি ন সমুদ্ধরন্তি নোৎপাটয়ন্তি, তেষামসতাং ভবান্ হৃদিগতোঽপি দুরধিগমো দুষ্প্রাপঃ। কথম্? অস্মৃতকণ্ঠমণিঃ বিস্মৃতো যঃ কণ্ঠমণিস্তত্তুল্যঃ, স যথা কণ্ঠে বর্তমানোঽস্মৃতশ্চেদপ্রাপ্ত ইব ভবতি তদ্বদিতি। ন কেবলমেতাবৎ, কিন্তু অসুতৃপযোগিনামিন্দ্রিয়তর্পণপরাণাং যোগচ্ছদ্মনাম্, উভয়তোঽপ্যসুখম্ ইহামুত্র চ দুঃখমেব। তদাহ—অনপগতান্তকাৎ অনিবৃত্তান্মৃত্যোঃ লোকারাধনধনার্জনাদিক্লেশাদ্ভোগবৈভবপ্রাকট্যভয়াচ্চ ইহ তাবদ্দুঃখম্, ভবত ঈশ্বরাদপি দুঃখম্। কথম্ভূতাৎ? অনধিরূঢ়পদাৎ অনধিরূঢ়ং পদং স্বরূপং যস্য তস্মাৎ, ত্বৎস্বরূপপ্রাপ্ত্যভাবাৎ অবিদ্যাবশ্যিত্বেন প্রাপ্ত-নিজধর্মাতিক্রমনিবন্ধন-ত্বদ্দণ্ডরূপনরকপ্রাপ্তেরমুত্রাপ্যসুখমিত্যর্থঃ। দম্ভন্যাসমিষেণ বঞ্চিতজনং ভোগৈকচিন্তাতুরং, সম্মুহ্যন্তমহর্নিশং বিরচিতোদ্যোগক্লমৈরাকুলয়ন্। আজ্ঞালঙ্ঘিনমজ্ঞজনতাসম্মাননাসম্মদং দীনানাথ! দয়ানিধান! পরমানন্দ! প্রভো! পাহি মাম্ ॥ ৩৯ ॥

ত্বদবগমী ন বেত্তি ভবদুত্থশুভাশুভয়ো-
র্গুণবিগুণান্বয়াংস্তর্হি দেহভৃতাঞ্চ গিরঃ।
অনুযুগমন্বহং সগুণ গীতপরম্পরয়া
শ্রবণভৃতো যতস্ত্বমপবর্গগতির্মনুজৈঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়—হে সগুণ! (হে ষড়বিধ ঐশ্বর্য্যযুক্ত!) ত্বদবগমী (আপনাকে যিনি জানিয়াছেন) [তিনি] ভবদুত্থশুভাশুভয়োঃ (আপনা হইতে আবির্ভূত প্রাক্তন পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের ফলরূপ) গুণবিগুণান্বয়ান (সুখ দুঃখ সম্পর্ক) ন বেত্তি (জানেন না) তর্হি (সেইরূপ আপনাকে জানিলে) দেহভৃতাং চ (দেহাভিমানীর) গিরঃ (প্রবৃত্তিনিবৃত্তি জনক বিধি-নিষেধ বাক্য সমূহও) [তিনি জানেন না] যতঃ (যেহেতু) অন্বহং (প্রতিদিন) মনুজৈঃ (যে সকল মনুষ্য) অনুযুগং (প্রতিযুগে) গীতপরম্পরয়া (সৎ সম্প্রদায় অনুসারে উপদেশ সন্ততির সাহায্যে শ্রবণভৃতঃ (শ্রবণ দ্বারা আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করেন) [তাঁহাদের] ত্বং (আপনি) অপবর্গগতিঃ (মুক্তিদায়ক হইয়া থাকেন) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বর! যিনি আপনাকে জানেন তিনি, কর্ম্মফল-দাতা আপনা হইতে আবির্ভূত পুণ্য ও পাপের ফল, সুখ ও দুঃখের সম্বন্ধ অনুভব করেন না এবং দেহাভিমানীর পক্ষে বিধিনিষেধ প্রকাশক বেদবাক্য সমূহেরও সন্ধান রাখেন না। কারণ, যে সকল মনুষ্য যুগে যুগে সৎ-সম্প্রদায়ের অনুসরণে গুরু পরম্পরায় প্রাপ্ত উপদেশ অনুসারে সর্বদা শ্রবণ দ্বারা আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করেন, আপনি তাঁহাদিগকে মুক্তি দান করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

শ্রীধর—নন্ন যতেঃ ন কিমপি কৃত্যমস্তি প্রারব্ধমেব সুখোপভোগেনাপক্ষয্যতে, অতঃ কিমিতি বৃথা শপ্যতে উভয়তোঽপ্যসুখমিতি। শ্রূয়তে চ "এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে নো কনীয়ান্" ইত্যাদি, তত্রাহ—ত্বদবগমীতি। হে সগুণ! ষড়্গুণৈশ্বর্য্যযুক্ত! ত্বদবগমী ত্বজ্জ্ঞানবান ভবদুত্থশুভাশুভয়োর্ভবতঃ কর্ম্মফলদাতুরীশ্বরাদ্ধেতো-রুত্থয়োঃ আবির্ভূতয়োঃ শুভাশুভয়োঃ প্রাচীনপুণ্যাপুণ্যকর্ম্মণোঃ ফলভূতান্ গুণবিগুণান্বয়ান্ সুখদুঃখসম্বন্ধান্ ন বেত্তি নানুসন্ধত্তে, তর্হি তদানীঞ্চ দেহভৃতাং দেহাভিমানিনাং প্রবৃত্তিনিবৃত্তিকরীর্গিরো বিধিনিষেধলক্ষণাঃ ন বেত্তি, বিগতদেহাভিমানতয়া কার্য্যাকার্য্যবোধাভাবাৎ ন নিযুজ্যতে ইত্যর্থঃ। যুক্তঞ্চৈতৎ, যতঃ কারণাৎ মনুজৈরন্বহং শ্রবণভৃতং অনুদিনং শ্রবণেন চেতসি ভৃতো ধৃতস্ত্বং তেষামপবর্গগতিরপবর্গরূপা গতির্ভবসি, কথম্? শ্রবণভৃতঃ অনুযুগং প্রতিযুগং যা গীতপরম্পরা উপদেশ-সন্ততিস্তয়া সৎসম্প্রদায়ানুসারেণেত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি—যে তাবৎ তত্ত্বজ্ঞানিনো ন তেষাং কর্ম্মাধিকারশঙ্কাপি। যে চ অনবরতত্বৎকথাশ্রবণাদিনিষ্ঠাস্তেষামপ্যাসন্নভবৎপদানাং ন বিধিনিষেধবাধঃ। ইতরেষান্তু যোগচ্ছদ্মনা ইন্দ্রিয়লালসানাম্ উভয়তোঽপ্যসুখমিতি। অবগমং তব যে দিশ মাধব, স্ফুরতি যন্ন সুখাসুখসঙ্গমঃ। শ্রবণবর্ণনভাবমথাপি বা, ন হি ভবামি যথা বিধিকিঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া নন্থ সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়—অনন্ততয়া (আপনার অন্ত নাই বলিয়া) দ্যুপতয় এব (স্বর্গাদি লোকের অধিপতি ব্রহ্মা প্রভৃতিও) তে (আপনার) অন্তং (অন্ত) ন যযুঃ (পান না) [এমন কি] ত্বমপি (আপনিও) ন (আপনার অন্ত পান না) নন্থ (অহো) সাবরণাঃ (উত্তরোত্তর দশগুণ সপ্তাবরণ যুক্ত) অণ্ডনিচয়াঃ (ব্রহ্মাণ্ডসমূহ) খে (আকাশে) রজাংসি ইব (ধূলিকণা সমূহের মত) যদন্তরা (যে আপনার মধ্যে) বয়সা (কালচক্র দ্বারা) সহ (একসঙ্গে) বান্তি (পরিভ্রমণ করিতেছে) যৎ (আপনার যে আনন্ত্য হেতু) শ্রুতয়ঃ (বেদসমূহ) অতন্নিরসনেন (অনিত্য বিশ্ব প্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া) ত্বয়ি (আপনাকে) ফলন্তি (বুঝাইয়া চরিতার্থ হন) ভবন্নিধনাঃ (আপনি সকল নিষেধের অবধি অর্থাৎ সাক্ষী) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্! আপনি অনন্ত, এই জন্য স্বর্গাদি লোকের অধিপতি ব্রহ্মা প্রভৃতিও আপনার অন্ত পান না, এমনকি আপনিও আপনার অন্ত পান না। উত্তরোত্তর দশগুণ সপ্তাবরণযুক্ত (পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার ও প্রকৃতি) ব্রহ্মাণ্ডসমূহ আকাশে ধূলিকণা সমূহের ন্যায় আপনার মধ্যে কালচক্রদ্বারা একসঙ্গে পরিভ্রমণ করিতেছে। এইজন্য আপনার অনন্ততা হেতু বেদবাক্য-সমূহ অনিত্য বিশ্ব প্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া আপনাকে বুঝাইয়াই সার্থক হন। আপনাতেই শ্রুতির সকল নিষেধের পরিসমাপ্তি অর্থাৎ সকল নিষেধের পরও সাক্ষী আপনি অবশিষ্ট থাকেন ॥ ৪১ ॥

শ্রীধর—স্বদবগমী ন বেত্তি সুখদুঃখে, ন চ বিধিনিষেধাবিত্যুক্তম্, তত্র নন্থ কথমবগন্তং শক্যতে ত্বদধিগমত্ব-স্তোক্তত্বাদিতোবমাশঙ্কা সত্যমেবম্, অনবগাহ্যমহিম্নো বাঙ্মনসাগোচরত্বাদবিষয়ত্বেনৈব জ্ঞানমিতি দর্শয়ন্ "যদূর্দ্ধং গার্গি! দিবো যদর্ব্বাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতঞ্চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ" ইত্যাদি-শ্রুতিপ্রতিপাদিতমপরিমিতং মহিমান-মাহ—দ্যুপতয় এবেতি! হে ভগবন্! তে অন্তং দ্যুপতয়ঃ স্বর্গাদিলোকপতয়ো ব্রহ্মাদয়োঽপি ন যযুর্ন প্রাপুঃ। তৎ কুতঃ? যদন্তবদ্ বস্তু তৎ কিমপি ত্বং ন ভবসি। আস্তাং দ্যুপতয়ো ন যযুরিতি, যদ্যস্মাৎ ত্বমপি আত্মনোঽন্তং ন যাসি! কুতস্তর্হি সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিতা বা অত আহ—অনন্ততয়া অন্তাভাবেন, ন হি শশবিষাণাজ্ঞানং সার্ব্বজ্ঞ্যং তদপ্রাপ্তির্ব্বা শক্তিবৈভবং বিহন্তি। অনন্তত্বমেবাহ—যদন্তরেতি। যস্য তব অন্তরা মধ্যে। নন্থ অহো সাবরণা উত্তরোত্তরং দশগুণ-সপ্তাবরণযুক্তা অণ্ডনিচয়া ব্রহ্মাণ্ডসমূহা বান্তি পরিভ্রমন্তি, বয়সা কালচক্রে খে রজাংসীব সহ একদৈব ন তু পর্য্যায়েণ। হি যস্মাদেবম্ অতঃ শ্রুতয়স্ত্বয়ি ফলন্তি তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা পর্য্যবস্যন্তি, ন তু সাক্ষাদ্বদন্তি অয়মেতাবানিতি, সগুণস্য গুণানন্ত্যাৎ, নির্গুণস্য চাগোচরত্বাৎ। কথং তর্হি অপদার্থে তাৎপর্য্যমিতি, তত্র বিধিমুখে বাক্যে ভবেদয়ং নিয়মঃ পদার্থ স্যৈব বাক্যার্থত্বমিতি। নিষেধমুখে তু নায়ং নিয়ম ইত্যাহ—অতন্নিরসনেনেতি। "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" "অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ" "অস্থূলমনণু" ইত্যাদি প্রকারেণ লক্ষণয়া চ তত্ত্বমসীত্যাদয়ঃ পর্য্যবস্যন্তি। ন চ বাচ্যং নিষেধৈঃ শূন্যমেব জ্ঞাপ্যত ইতি, যতো ভবন্নিধনাঃ ভবতি ত্বয়ি নিধনং সমাপ্তির্যাসাং তাস্তথা। ন হি নিরবধির্নিষেধঃ সম্ভবতি, অতোঽবধিভূতে ত্বয়ি ফলন্তীত্যর্থঃ। দ্যুপতয়ো বিদুরন্তমনন্ত! তে, ন চ ভবান্ ন গিরঃ শ্রুতিমৌলয়ঃ॥ ত্বয়ি ফলন্তি যতো নম ইত্যতো, জয় জয়েতি ভজে তব তৎপদম্॥ ৪১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

ইত্যেতদ্ ব্রহ্মণঃ পুত্রা আশ্রুত্যাত্মানুশাসনম্।

সনন্দনমথানর্চ্চুঃ সিদ্ধা জ্ঞাত্বাত্মনো গতিম্ ॥ ৪২ ॥

ইত্যশেষসমাম্নায়-পুরাণোপনিষদ্রসঃ।

সমুদ্ধৃতঃ পূর্ব্বজাতৈর্ব্যোমযানৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ৪৩ ॥

ত্বঞ্চৈতদ্ ব্রহ্মদায়াদ! শ্রদ্ধয়াত্মানুশাসনম্।

ধারয়ংশ্চর গাং কামং কামানাং ভর্জনং নৃণাম্ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীশুকউবাচ

এবং স ঋষিণাদিষ্টং গৃহীত্বা শ্রদ্ধয়াত্মবান্।

পূর্ণঃ শ্রুতধরো রাজন্নাহ বীরব্রতো মুনিঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ নারায়ণ-ঋষি বলিলেন) [হে নারদ!] অথ ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ (সনকাদি ব্রহ্মপুত্রগণ) ইতি এতদ্ আত্মানুশাসনং (সনন্দন ঋষির মুখে এইরূপ পরমাত্মবিষয়ক উপদেশ) আশ্রুত্য (সম্যক্ শ্রবণ করিয়া) আত্মনঃ গতিং জ্ঞাত্বা (আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া) সিদ্ধাঃ [সন্তঃ] (পূর্ণ মনোরথ হইয়া) সনন্দনং আনর্চ্চুঃ (সনন্দন-ঋষিকে পূজা করিয়াছিলেন) ॥ ৪২ ॥

ব্যোমযানৈঃ (আকাশচারী) পূর্ব্বজাতৈঃ (ব্রহ্ম হইতে প্রথম উৎপন্ন) মহাত্মভিঃ (মহাত্মা সনকাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক) ইতি (এই প্রকার) অশেষসমাম্নায়-পুরাণোপনিষদ্রসঃ (সমস্ত বেদ, পুরাণ, ও উপনিষদের রহস্য তাৎপর্য্য) সমুদ্ধৃতঃ (নির্ণীত হইয়াছে) ॥ ৪৩ ॥

হে ব্রহ্মদায়াদ (হে ব্রহ্মার পুত্র নারদ!) ত্বঞ্চ (তুমিও) নৃণাং (মনুষ্যগণের) কামানাং (কামনাবাসনাসমূহের) ভর্জ্জনং (বিনাশক) এতদ্ (এই) অনুশাসনং (ব্রহ্মোপদেশ) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাপূর্ব্বক) ধারয়ন্ (হৃদয়ে ধারণ করিয়া) কামং (যথেচ্ছ) গাং (পৃথিবী) চর (ভ্রমণ কর) ॥ ৪৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ (শ্রীশুকদেব বলিলেন)—রাজন্ (হে পরীক্ষিৎ মহারাজ!) বীরব্রতঃ (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী) শ্রুতধরঃ (শ্রবণমাত্র হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ) আত্মবান্ (ব্রহ্মানুভবকারী) সঃ (সেই) মুনিঃ (নারদ) এবং (এই প্রকার) ঋষিণা (ঋষি শ্রীনারায়ণকর্ত্তৃক) আদিষ্টং (উপদিষ্ট আত্মতত্ত্ব) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) গৃহীত্বা (গ্রহণ করিয়া) পূর্ণঃ (কৃতকৃত্য হইয়া) আহ (বলিলেন) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ নারায়ণ ঋষি বলিলেন—হে দেবর্ষি নারদ! সনকাদি ব্রহ্মপুত্রগণ সনন্দন ঋষির মুখে এইরূপ পরমাত্মবিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়া আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া সনন্দন ঋষিকে পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥ হে নারদ! আকাশচারী এবং ব্রহ্মা ইহতে প্রথম উৎপন্ন অর্থাৎ তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ মহাত্মা সনকাদি ঋষিগণকর্ত্তৃক এই প্রকারে সমস্ত বেদ, পুরাণ ও উপনিষদের রহস্য তাৎপর্য্য নির্ণীত হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥ হে ব্রহ্মপুত্র নারদ! তুমিও মনুষ্যগণের কামনাবাসনাসমূহের বিনাশক এই ব্রহ্মোপদেশ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হৃদয়ে ধারণ করিয়া পৃথিবীতে যথেচ্ছ ভ্রমণ কর ॥ ৪৪ ॥ শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ!

শ্রীধর—ইত্যশেষসমাম্নায়পুরাণোপনিষদ্রসঃ ইতি। সর্ব্বশ্রুতিপুরাণরহস্যতাৎপর্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ ব্রহ্মদায়াদেতি। ব্রহ্মৈব দায়মিব অযত্নপ্রাপ্যমত্তি সেবত ইতি তথা ব্রহ্মপুত্রেতি বা ॥ ৪৪ ॥

শ্রীনারদ উবাচ

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়ামলকীর্ত্তয়ে।

যো ধত্তে সর্ব্বভূতানামভবায়োশতীঃ কলাঃ॥ ৪৬॥

ইত্যাদ্যমৃষিমানম্য তচ্ছিষ্যাংশ্চ মহাত্মনঃ।

ততোঽগাদাশ্রমং সাক্ষাৎ পিতুর্দ্বৈপায়নস্য মে॥ ৪৭॥

সভাজিতো ভগবতা কৃতাসন-পরিগ্রহঃ।

তস্মৈ তদ্বর্ণয়ামাস নারায়ণমুখাতচ্ছ্রুতম্॥ ৪৮॥

অন্বয়—শ্রীনারদ উবাচ (শ্রীনারদ বলিলেন) যঃ (যিনি) সর্ব্বভূতানাং (সকল প্রাণীর) অভবায় (সংসার নিবৃত্তির জন্য) উশতীঃ (কমনীয়) কলাঃ (অবতার মূর্ত্তিসমূহ) ধত্তে (ধারণ করেন) তস্মৈ (সেই) অমলকীর্ত্তয়ে (পবিত্রকীর্ত্তি) ভগবতে (ভগবান্) কৃষ্ণায় (শ্রীকৃষ্ণকে) নমঃ (প্রণাম করি)॥ ৪৬॥

ইতি (এই প্রকারে) আদ্যং (আদি) ঋষিং (ঋষি শ্রীনারায়ণকে) [এবং] মহাত্মনঃ (মহাত্মা) তচ্ছিষ্যান চ (তাঁহার শিষ্যগণকে) আনম্য (প্রণাম করিয়া) ততঃ (সেই নারায়ণ আশ্রম হইতে) মে (আমার, শুকদেবের) সাক্ষাৎ পিতুঃ দ্বৈপায়নস্য (সাক্ষাৎ পিতা ব্যাসদেবের আশ্রমে) [নারদ] অগাৎ (নারদ গমন করিলেন)॥ ৪৭॥

ভগবতা (ভগবান বেদব্যাস কর্ত্তৃক) সভাজিতঃ (সংকৃত হইয়া) [নারদ] কৃতাসনপরিগ্রহঃ (নারদ আসনে উপবিষ্ট হইলেন) [এবং] তস্মৈ (সেই ব্যাসদেবকে) নারায়ণমুখাৎ (নারায়ণের মুখ হইতে) শ্রুতং (শ্রুত) তৎ (সেই বৃত্তান্ত) বর্ণয়ামাস (বর্ণনা করিলেন)॥ ৪৮॥

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, শ্রুতধর ও ব্রহ্মানুভবকারী সেই নারদ মুনি এই প্রকারে ঋষি শ্রীনারায়ণকর্ত্তৃক উপদিষ্ট আত্মতত্ত্ব শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করতঃ কৃতকৃত্য হইয়া বলিলেন॥ ৪৫॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ বলিলেন, যিনি সকল প্রাণীর সংসার নিবৃত্তির জন্য কমনীয় অবতার মূর্ত্তি-সমূহ ধারণ করেন সেই পবিত্রকীর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপ আপনাকে প্রণাম করি॥ ৪৬॥ এই প্রকারে আদি ঋষি শ্রীনারায়ণকে এবং তাঁহার মহাত্মা শিষ্যগণকে প্রণাম করিয়া সেই নারায়ণাশ্রম হইতে আমার (শ্রীশুকের) সাক্ষাৎ পিতা অর্থাৎ স্ত্রীযোনির সাহায্য বিনা আমার উৎপাদক পিতা ব্যাসদেবের আশ্রমে নারদ গমন করিলেন॥ ৪৭॥ ভগবান্ বেদব্যাস কর্ত্তৃক সংকৃত হইয়া নারদ আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং ব্যাসদেবকে নারায়ণের মুখ হইতে শ্রুত সেই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন॥ ৪৮॥

শ্রীধর—পূর্ণঃ কৃতকৃত্যঃ, শ্রুতধরঃ শ্রুতমর্থং মনসি ধারয়ন্, বীরব্রতো নৈষ্ঠিকঃ॥ ৪৫॥ নমঃ ইতি শ্রীকৃষ্ণাবতারত্বা নারায়ণং নমস্যতি। উক্তং হি—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" ইতি॥ ৪৬॥

ইত্যেতদ্বর্ণিতং রাজন্! যন্নঃ প্রশ্নঃ কৃতস্ত্বয়া।
যথা ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে নির্গুণেঽপি মনশ্চরেৎ ॥ ৪৯ ॥
যোঽস্যোৎপ্রেক্ষক আদিমধ্যনিধনে যোঽব্যক্তজীবেশ্বরো
যঃ সৃষ্টেদমনুপ্রবিশ্য ঋষিণা চক্রে পুরঃ শাস্তি তাঃ।
যং সম্পদ্য জহাত্যজামনুশয়ী সুপ্তঃ কুলায়ং যথা
তং কৈবল্যনিরস্তযোনিমভয়ং ধ্যায়েদজস্রং হরিম্ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
শ্রীনারদ-নারায়ণ-সংবাদে শ্রুতিস্তুতির্নাম সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

অন্বয়—রাজন্ (হে মহারাজ!) ত্বয়া (আপনি) নঃ (আমাকে) যৎ (যেহেতু) প্রশ্নঃ (প্রশ্ন) কৃতঃ (করিয়াছিলেন) যথা (যেরূপে) অনির্দ্দেশ্যে (নির্দ্দেশের অযোগ্য) নির্গুণে (গুণাতীত) ব্রহ্মণি অপি (ব্রহ্মেও) মনঃ (মন) চরেৎ (প্রবেশ করিতে পারে) ইতি এতদ্ (ইহা) বর্ণিতং (বর্ণিত হইল) ॥ ৪৯ ॥

যঃ (যিনি) অস্য (এই বিশ্বের) উৎপ্রেক্ষকঃ (সৃষ্টি প্রভৃতির আলোচনাকারী) [এবং] আদিমধ্যনিধনে (সৃষ্টির পূর্ব্বে, মধ্যে ও বিনাশে) [বর্ত্তমান থাকেন], যঃ (যিনি) অব্যক্ত-জীবেশ্বরঃ (প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা) যঃ (যিনি) ইদং (এই বিশ্ব) সৃষ্ট্বা (সৃজন করিয়া) [এবং] ঋষিণা (জীবাত্মরূপে) অনুপ্রবিশ্য (সেই বিশ্বের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া) পুরঃ (ভোগায়তন শরীর সমূহ) চক্রে (রচনা করেন) [এবং] তাঃ (সেই সকল শরীর) শাস্তি (পালন করেন) যং (যাঁহাকে) সংপদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) অনুশয়ী (অবিদ্যাযুক্ত জীব) অজাং (মায়াকে) জহাতি (ত্যাগ করে) যথা (যেরূপ) সুপ্তঃ (নিদ্রিত জীব) কুলায়ং (দেহাভিমান) [ত্যাগ করে], তং (সেই) কৈবল্যনিরস্তযোনিং (নিজ স্বরূপে অবস্থানের দ্বারা মায়ানিরাসকারী) অভয়ং (সংসারভয় নিবর্ত্তক হরিকে) অজস্রং (সর্ব্বদা) ধ্যায়েৎ (ধ্যান করিতে হইবে) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ! কিরূপে নির্দ্দেশের অযোগ্য ও গুণাতীত ব্রহ্মেও শ্রুতি প্রবেশ করিতে পারে এই যে প্রশ্ন আমাকে আপনি করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে এই সকল বিষয় বর্ণিত হইল ॥ ৪৯ ॥ যিনি এই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে বিশ্বের সৃজন, পালন ও প্রলয়াদির বিষয় আলোচনা করেন এবং বিশ্বের সৃজন, পালন, ও প্রলয় কার্য্যে যিনি বিদ্যমান থাকেন, যিনি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা, যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াও জীবাত্মরূপে বিশ্বে অনুপ্রবেশ করিয়া জীবের ভোগায়তন শরীর সমূহ রচনা করেন এবং সেই সকল শরীর-পালন করেন, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে প্রণত অবিদ্যাযুক্ত জীব, নিদ্রিত জীবের দেহাভিমান পরিত্যাগের ন্যায়, মায়াকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, নিজ স্বরূপে অবস্থান বশতঃ মায়াজয়কারী ও সংসারভয় নিবর্ত্তক, সেই শ্রীহরিকে সর্ব্বদা ধ্যান করিতে হইবে ॥ ৫০ ॥

পরমহংসপ্রিয় বেদব্যাসপ্রোক্ত সংহিতা মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে নারায়ণ ও নারদের কথোপকথনে "বেদস্তুতি" নামক সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

শ্রীধর—সাক্ষাৎ পিতুরিতি যোনিব্যবধানং বিনা জনকস্য। অগ্নিমন্থনাবসরে কথঞ্চিদরণৌ রেতঃ পতিতং মমন্থ ব্যাসস্তদৈব তত উৎপন্নঃ শুক ইতি হি বদন্তি ॥ ৪৭—৫১ ॥

শ্রীধর—সমস্তবেদস্তত্যর্থং সংগৃহ্যাত্মমাবরতি—যোঽস্যোৎপ্রেক্ষক ইতি। যোঽস্য বিশ্বস্যোৎপ্রেক্ষকঃ এবমেতদ-স্থশায়িনাং সমস্তপুরুষার্থসিদ্ধয়ে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদিপ্রাপণীয়মিত্যালোচক ইত্যর্থঃ, অনেন নিমিত্তত্বমুক্তম্। এবমালোচ্য অস্যাদিমধ্যনিধনে আদির্জন্ম মধ্যং পালনং নিধনমন্তঃ, এতেষু কর্ম্মসু যো বর্ত্ততে, অনেনোপাদানত্বমুক্তম্। নমু প্রকৃতিপুরুষযো-রুপাদাননিমিত্তত্বে প্রসিদ্ধে? সত্যম্, তয়োরপি তত এবোদ্ভূতত্বান্মূলকারণং স এবেত্যাহ—যোঽব্যক্তজীবেশ্বর ইতি। প্রবেশনিয়মনে দর্শয়তি—য ইতি। পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণেদং সৃষ্ট্বা যদর্থমেতৎ সৃষ্টং তেন ঋষিণা সৃষ্টে কার্য্যোঽহমিতি দর্শনাৎ ঋষির্জীবস্তেন সহানুপ্রবিষ্টঃ পুরঃ শরীরাণি তস্য ভোগায়তনানি চক্রে, তাঃ পুরঃ শাস্তি, তস্য ভোগং দদৎ পরিপালয়তি, উপাসকস্য চ কৈবল্যরূপো ভবতীত্যাহ—যং সম্পদ্যেতি। যং সম্পদ্য প্রাপ্য অনুশয়ী অস্য দণ্ডবৎপ্রণামৈশ্চরণমূলে শেতে ইতি তথা, স জীবোঽজা কার্য্যকারণরূপামবিদ্যাং ত্যজতি। নমু ব্রহ্মসম্পন্নস্যাপি জীবস্য তৎসম্বন্ধো দৃশ্যতে? অত আহ—সুপ্তঃ কুলায়ং যথেতি। অয়ং ভাবঃ—যথা সুপ্তং শরীরবন্তম্ অন্যে পশ্যন্তি, স তু নাত্মানং তথা পশ্যতি, এবং জীবন্মুক্তমপ্যন্যে দেহবন্তং পশ্যন্তি, স তু ন কিঞ্চিৎ পশ্যতীতি। তং হরিমজস্রমনবরতং ধ্যায়েৎ। কিমিত্যত আহ—অভয়ং ন ভয়ং যস্মাদ্ভয়নিবর্ত্তকমিত্যর্থঃ। কুতঃ এতৎ? কৈবল্যনিরস্তযোনিং কৈবল্যেন অপ্রচ্যুতস্বরূপাবস্থানেন নিরস্তা তিরস্কৃতা যোনির্মূলকারণং মায়া যেন তম্। সর্ব্বশ্রুতিশিরোরত্ননীরাজিতপদাম্বুজম্। ভোগযোগপ্রদং বন্দে মাধবং কর্ম্মিনম্রয়োঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৭ ॥

ফেলালব

দম্ভন্যাসমিষেণ বঞ্চিতজনং ভোগৈকচিন্তাতুরং
সম্মুহ্যন্তমহর্নিশং বিরচিতোদ্যোগক্লমৈরাকুলম্।
আজ্ঞালঙ্ঘিনমজ্ঞমজ্ঞজনতাসম্মাননাসম্মদং
দীনানাথ দয়ানিধান পরমানন্দ প্রভো পাহি মাম্॥ (শ্রীধর)

হে দীন ও অনাথের প্রতি দয়াময়! হে পরমানন্দ প্রভো! আমি সন্ন্যাসের অযোগ্য হইয়াও দম্ভে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সেই ছলে লোক প্রতারণা করিতেছি। আমার মন কেবল ভোগ-চিন্তায় আকুল ও মোহগ্রস্ত। আমি দিবারাত্রি নানা চেষ্টায় ক্লান্ত এবং অজ্ঞজনগণের প্রদত্ত সম্মানে প্রমত্ত। আমি আপনার আজ্ঞালঙ্ঘনকারী ও অজ্ঞ। আমাকে রক্ষা করুন। বাহিরে ইন্দ্রিয় সংযমের ভান করিয়া মনে মনে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ চিন্তা করে তাহাকে মিথ্যাচার বলে। লোক দেখানো মর্কটবৈরাগ্য অত্যন্ত নিন্দনীয়। এইজন্য হৃদয়ে অবস্থিত কামনা মূল বাসনাকে উৎপাটিত করার জন্য প্রত্যেক সন্ন্যাসীর যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। একমাত্র ভগবৎ-পাদপদ্ম সেবা দ্বারাই অবিদ্যা সমূলে ধ্বংস হইতে পারে। যাহারা বাসনা ক্ষয় না করিয়া দম্ভবশতঃ সন্ন্যাসী সাজিয়া লোক বঞ্চনা করে,

সেই সকল সন্ন্যাসের অযোগ্য কুযোগীর হৃদয়ে ভগবান্ সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিলেও তাহারা তাঁহাকে পায় না। যেমন কণ্ঠলগ্ন মণি বিস্মৃত হইলে নাই বলিয়া বোধ হয়। ইন্দ্রিয়তর্পণ সাধনে তৎপর কপট যোগী ইহলোকে ও পরলোকে দুঃখ ভোগ করে। স্বার্থের জন্য লোকচিত্তরঞ্জন ও ধন উপার্জ্জন করিতে অনেক কষ্ট পাইতে হয় এবং সঞ্চিত ধন সম্পদের প্রকাশের ভয় সর্ব্বদাই থাকে। সংসারে এইরূপ ঐহিক দুঃখ বহু আছে। মিথ্যা যোগী ভগবানের স্বরূপ লাভ করিতে পারে না এবং অবিদ্যার বশীভূত হইয়া থাকে। সে আশ্রমোচিত স্বধর্ম্মও পরিত্যাগ করে, তাহাতে পাপের ফলে ঈশ্বর প্রদত্ত-নরক-প্রাপ্তি-রূপ দণ্ড ভোগ করে। ইহা পরলোকের দুঃখ। এইরূপ যে সকল ব্যক্তি স্বগৃহ নিজধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকারের পর বান্তাশীর ন্যায় পুনরায় ভোগাসক্ত হইয়া হরিচরণ বিমুখ হইয়া পড়ে, তাহারা উভয়ভ্রষ্ট হইয়া কেবল নরক-দুঃখ ভোগ করে॥ ৩৯॥

অবগমং তব মে দিশ মাধব! স্ফুরতি যন্ন সুখাসুখসঙ্গমঃ।
শ্রবণবর্ণনভাবমথাপি বা নহি ভবামি যথা বিধিকিঙ্করঃ॥ (শ্রীধর)

হে মাধব! আমাকে আপনার বিষয়ে জ্ঞান প্রদান করুন, যাহাতে আমার সুখ দুঃখের সহিত সম্পর্ক না হয়। অথবা আমাকে আপনার শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপা ভক্তি প্রদান করুন, যাহাতে আমাকে বিধি ও নিষেধের দাস হইতে না হয়।

পাপ ও পুণ্য সকল কর্ম্মের ফলদাতা ভগবান। যাঁহারা ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ ও অনাসক্ত যথার্থ সন্ন্যাসী, তাঁহারা প্রাক্তন শুভাশুভ কর্ম্মের ফল সুখ ও দুঃখের সহিত সম্বন্ধ অনুভব করেন না এবং তাঁহাদের দেহাভিমান না থাকায় তাঁহারা বেদের বিধি-নিষেধ বাক্যসমূহের কিঙ্কর হন না। দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের জন্যই শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধ বাক্য। জ্ঞানী ও ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তিগণ কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না। তাঁহারা তাঁহাদের সৎসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরায় প্রাপ্ত উপদেশ অনুসারে সর্বদা ভগবানের নামগুণলীলার শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভজনের দ্বারা ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করেন। নিরন্তর ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের ফলে তাঁহারা ভগবৎ-পাদপদ্মের নিকটবর্ত্তী হয়েন। এই হেতু তত্ত্বজ্ঞানী ও পরম ভক্তগণের সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ নাই। কিন্তু যাহারা সন্ন্যাসের ছল করিয়া ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ করে, সেই অযোগ্য কপটত্যাগী যোগী প্রভৃতির ইহকালে ও পরকালে দুঃখভোগ অনিবার্য্য। ৪০॥

দ্যুপতয়ো বিদুরন্তমনন্ত! তে, ন চ ভবান্ ন গিরঃ শ্রুতিমৌলয়ঃ।
ত্বয়ি ফলন্তি যতো নম ইত্যতো জয় জয়েতি ভজে তব তৎপদম্॥ (শ্রীধর)

হে অনন্ত! লোকপালগণ আপনার অন্ত পান নাই। আপনি নিজেও আপনার অন্ত পান না। বেদের মুকুট উপনিষদ্ বাক্যসমূহও আপনার অন্ত পায় নাই। যেহেতু উক্ত উপনিষদ্ বাক্যসকল "নমঃ" "জয় জয়" বলিয়া চরিতার্থ হয়, অতএব আমিও "নমঃ" "জয় জয়" বলিয়া আপনার সেই ভজনা করি।

ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানী, সুখ-দুঃখ ও বিধিনিষেধের অনুসন্ধান করেন না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরকে তত্ত্বজ্ঞানী কি প্রকারে জানিতে পারেন? ঈশ্বর অবাঙ্মনসগোচর, অনন্ত ও অমিতশক্তি ব্রহ্মাদি লোকপালগণ তাঁহার অন্ত পান নাই, এমন কি স্বয়ং ঈশ্বরও নিজের অন্ত পান না। ব্রহ্মাণ্ডের সাতটি আবরণ—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার ও প্রকৃতি। পৃথিবী হইতে জল দশগুণ, জল হইতে তেজ দশগুণ, এইরূপ উত্তরোত্তর দশগুণ পরিমাণ। এইরূপ সাতটি আবরণযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ ঈশ্বরের মধ্যে এক সময়েই পরিভ্রমণ করিতেছে। অতএব এতাদৃশ অনন্ত ও অতি বিরাট বস্তু ঈশ্বরের জ্ঞান কি প্রকারে হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, ঈশ্বর দুর্জ্ঞেয়, বাক্য ও মনের অগোচর এবং এইজন্যই তিনি জ্ঞানের বিষয় নহেন, এইরূপ জানিলেই তাঁহাকে জানা যায়। উপনিষদের শ্রুতিসমূহ তাৎপর্য্য দ্বারাই তাঁহাতে পর্য্যবসিত হয় কিন্তু 'ঈশ্বরের পরিমাণ এই', এইরূপে সাক্ষাদভাবে বলিতে পারে না। ঈশ্বরকে সগুণ বলিলে তাঁহার গুণের সংখ্যা করা অসম্ভব এবং নির্গুণ বলিলে তিনি বাক্য ও মনের অগোচর। সুতরাং বিধিমুখবাক্যে তাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু নিষেধমুখে অর্থাৎ তিনি ইহা নহেন, উহা নহেন, এইভাবে তাঁহাকে প্রকাশ করা যায় বটে। শ্রুতি বলিতেছেন—'সেই ব্রহ্ম স্থূল নহেন, সূক্ষ্মও নহেন'। 'জ্ঞাত পদার্থ হইতে ভিন্ন, অজ্ঞাত পদার্থ হইতে ভিন্ন, ধর্ম্ম হইতে পৃথক্, অধর্ম্ম হইতে পৃথক্, কার্য্য হইতে পৃথক্, কারণ হইতে পৃথক্' ইত্যাদি। এই প্রকারে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্য লক্ষণা দ্বারা ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে। ব্রহ্মই একমাত্র নিত্যবস্তু, অন্য সকল বস্তুই অনিত্য। কিন্তু অনিত্য সকল বস্তুরই অধিষ্ঠান নিত্যব্রহ্ম। অতএব অনিত্য সকল বস্তুই তিনি নহেন বলিয়া নিষেধ করা হইলেও, সমস্ত নিষেধের শেষ সীমা ব্রহ্ম। শ্রুতিসমূহ নিষেধমুখে ব্রহ্মকেই বুঝাইয়া দেয়। নিষেধ, শূন্যে পর্যবসিত হয় না। সার কথা, প্রাকৃত পদার্থের মত ঈশ্বর সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ্য নহেন, কিন্তু অনির্দ্দেশ্যরূপেই নির্দ্দেশ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে শব্দব্রহ্ম বেদকে ভগবানের নিত্যশরীর বলা হইয়াছে। এইজন্য শব্দব্রহ্মেরও স্বপ্রকাশতা শক্তি আছে। সেই শক্তি দ্বারা প্রাকৃত বস্তুসমূহকে নিরাস করিয়া ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশিত হন। অতএব তিনি শব্দের নির্দ্দেশ্য ইহা বলিতে পারা যায় না। গরুড় পুরাণে আছে "অপ্রসিদ্ধেরবাচ্যং তদ্বাচ্যং সর্ব্বাগমোক্তিতঃ" সেই ব্রহ্ম প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় প্রসিদ্ধ নন বলিয়া অবাচ্য, কিন্তু সমস্ত শাস্ত্রে উক্ত হওয়ায় বাচ্যও বটেন ॥ ৪১ ॥

সর্ব্বশ্রুতিশিরোরত্ন-নীরাজিত-পদাম্বুজম্।
ভোগযোগপ্রদং বন্দে মাধবং কর্ম্মিনম্রয়োঃ (শ্রীধর)

বেদ সমূহের শিরোমণি উপনিষৎ সমূহ পঞ্চ-প্রদীপের ন্যায় যাঁহার পাদপদ্মের নীরাজন (আরতি) করেন, কর্ম্মীর ভোগপ্রদ ও ভক্তের ভক্তিযোগপ্রদ সেই মাধবকে বন্দনা করি।

সমগ্র বেদস্তুতির মধ্যে যাহা কথিত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত সার কথা এই শেষ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। মহাপ্রলয়ের পর যখন আবার সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা ভগবানের মনে জাগে তখন তিনি জীবগণের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারি পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়াদি কার্য্যের আলোচনা মনে

মনে করেন। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি বিশ্বের নিমিত্ত কারণ। আলোচনা করিয়া তিনি বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও বিনাশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এইজন্য তিনিই বিশ্বের উপাদান কারণ। যদিও পুরুষ নিমিত্ত কারণ ও প্রকৃতি উপাদান কারণ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু সর্ব্বকারণের কারণ ভগবান্ হইতে পুরুষ ও প্রকৃতি উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া, তিনিই মূল কারণ এবং পুরুষ ও প্রকৃতির নিয়ন্তা। ভগবান্ বিশ্বসৃষ্টি করিয়া জীবের সহিত বিশ্বে অনুপ্রবেশ করেন এবং ভোগের আয়তন শরীর সমূহ নির্ম্মাণ করতঃ ভোগদানের দ্বারা সেইগুলি পালন করেন। যাঁহারা ভগবানের উপাসক হইয়া তাঁহার শ্রীচরণমূলে প্রণতির দ্বারা দণ্ডবৎ আশ্রয় নেন তাঁহাদের অবিদ্যা-নিবৃত্তি ও মুক্তিলাভ ঘটে। জীবন্মুক্ত জীবের দেহ-সম্বন্ধ অপরের দৃষ্টিগোচর হইলেও তাঁহার দেহাভিমান না থাকায়, বস্তুতঃ দেহসম্বন্ধ নাই। যেমন অন্য লোক কোনও নিদ্রিত ব্যক্তির শরীর দর্শন করে, কিন্তু সেই ব্যক্তি কিছুই দর্শন করে না। ভগবানের নিত্য স্বরূপ কখনও তাঁহা হইতে প্রচ্যুত হয় না—এই জন্য তাঁহার নাম অচ্যুত। তিনি সর্ব্বদা স্বরূপে অবস্থান করেন বলিয়া মায়া তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে না। তিনি মায়াধীশ ও সংসারভয়-নিবর্ত্তক। যাঁহারা তাঁহার শরণাগত হন, তাঁহাবা অনায়াসে মায়াময় সংসার উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহাকে লাভ করেন। বেদের শেষ ভাগ উপনিষদ্ বা বেদান্ত। উপনিষৎসমূহ তাঁহার পাদপদ্মের মহিমা বর্ণনা করিয়া ধন্য হইতেছেন! তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু। যিনি যাহা (ভোগ বা ভক্তি) বাসনা করিয়া তাঁহার ভজন করেন, তিনি তাঁহার কৃপায় অনুরূপ ফল লাভ করেন। কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা তাঁহার সেবাই জীবের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। ॥ ৫০ ॥

বৈশিষ্ট্য

দুগ্ধসার নবনীতের মত এই বেদস্তুতি সকল উপনিষদের সারমর্ম্ম। সংক্ষেপে এইরূপ পরমার্থ জ্ঞান ও ঈশ্বরভক্তির গ্রন্থ অতি দুর্লভ। এইজন্য সাধু সন্ত সন্ন্যাসী সকলেই বেদস্তুতির অত্যন্ত সমাদর করেন। এই শ্রুতিস্তবটী ভাগবতের দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ে (৮৭) বর্ণিত আছে। শ্রুতি-দেবতাগণ ভগবানের স্তব করিতেছেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে বেদ ভগবানের মুখ হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় সহজে বহির্গত হইয়া তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন বলিয়া বেদস্তুতি নাম হইয়াছে। বেদস্তুতি অধ্যায়ের মোট পঞ্চাশটি শ্লোকের মধ্যে স্তুতি-শ্লোক আটাইশটি। এই আটাইশটি শ্লোক নর্দ্দটক ছন্দে রচিত এবং ভাষা অতি দুর্ব্বোধ। তদুপরি দর্শন শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ও অতি দুর্গম! পরম কারুণিক ভক্তরাজ মহাজ্ঞানী শ্রীধর স্বামী সকলের নিকট বেদস্তুতি সুগম করিবার জন্য আটাইশটী শ্লোকের প্রত্যেকটির সরলার্থপূর্ণ এক একটি নিজের শ্লোক তাঁহার টীকার মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ করিয়াছেন। তাঁহার টীকা ও রচিত শ্লোক না থাকিলে বেদস্তুতির অমৃতাস্বাদন করা অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার হইত সন্দেহ নাই। অন্যান্য দর্শনের বিরোধী মত খণ্ডন করিয়া নৈপুণ্যের সহিত অদ্বয় ব্রহ্মবাদ স্থাপন করাই এই স্তুতির মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রতি অহৈতুকী ভক্তিই একমাত্র সাধন। এখানে জ্ঞানের সহিত ভক্তির কোনও বিরোধ নাই। বেদ ও উপনিষদ্, ব্রহ্ম ভিন্ন আর যাহা কিছু প্রপঞ্চ সেই

সকলের নিষেধের দ্বারা ব্রহ্মে পর্যবসিত হয়। ব্রহ্ম, বাক্য ও মনের অগোচর। শব্দের কোনও বৃত্তি মায়াতীত ব্রহ্মকে বিষয় করিতে পারে না। অতএব "নেতি নেতি" বিচারের দ্বারা নিষেধের নিত্য অধিষ্ঠান ও অবধি যিনি, তিনিই ব্রহ্ম—এই প্রকারে ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞান হয়। কপটতা পরিত্যাগ করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত গুরু-পরম্পরায় নির্দ্দিষ্ট মার্গে তাঁহার উপাসনা করিলে অনায়াসে দুস্তর সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়।

বৈচিত্র্য

এই বেদস্তুতির আটাইশটি শ্লোকে ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তিমার্গের বহু সার কথা পরিবেশিত হইয়াছে।

(১) ভগবান্ মায়াধীশ, জীব মায়ার অধীন। তাঁহার কৃপায় জীবের অবিদ্যা বিনাশ হয়।

(২) শ্রুতি, ইন্দ্রাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে সর্ব্বশক্তিমান্ সেই এক ভগবান্‌কেই প্রতিপাদন করে।

(৩) ভগবানের কথামৃতে সকল তাপ দূরীভূত হয়।

(৪) ভজনহীনের জীবন নিন্দনীয়।

(৫) বিভিন্ন উপাধি অবলম্বনে শাস্ত্রে একই ভগবানের উপাসনা বিহিত হইয়াছে।

(৬) বিশ্ব-প্রপঞ্চের সর্ব্বত্রই এক অন্তরাত্মা সাক্ষী বিরাজমান আছেন।

(৭) মর্ত্তলোকে জন্মলাভ করিয়া একমাত্র ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের উপাসনাই মুখ্য কর্ত্তব্য।

(৮) দুর্গম আত্মতত্ত্ব জানাইবার জন্য ভগবান্ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন।

(৯) ভগবানে ভক্তিহীন ব্যক্তি নিন্দনীয়।

(১০) নিরন্তর স্মরণ দ্বারা ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে শত্রুমিত্র ভেদ নাই।

(১১) ভগবানের কৃপা না হইলে তাঁহার তত্ত্ব-জ্ঞান অসম্ভব।

(১২) নানা মুনির নানা মত। অতএব কোন্ মতে চলিলে ভগবানকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে তাহা বুঝা সহজ নহে। সর্বাপেক্ষা সুগম পথ ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন ও শ্রবণ প্রভৃতি।

(১৩) অধিষ্ঠান ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্য ও নিত্য। তাঁহার উপরই এই বিশ্বের সাময়িক প্রতীতি হইতেছে।

(১৪) কেবল অধ্যয়ন ও তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করা যায় না। একমাত্র ভগবানের ভজনই মৃত্যুময় সংসার হইতে উদ্ধার করিতে পারে।

(১৫) ভগবান্ সর্ব্বারাধ্য।

(১৬) ভগবান্‌ই সকলের জনক।

১৭) ভগবান্‌ই সর্ব্বনিয়ন্তা।

১৮) দেহাদি উপাধিরই জন্ম-মৃত্যু ঘটে। আত্মা জন্মমরণের অতীত।

১৯) ভগবানের ভক্তগণই কামজয়ী ও নির্ভয় ; অভক্তগণ জন্মমরণাদি-ভয়ে সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত।

২০) সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে ভগবানের ভজন করিলে অক্লেশে তাঁহাকে লাভ করা যায়।

২১) আনন্দস্বরূপ ভগবানের যাঁহারা শরণাগত, তাঁহাদের অনিত্য বস্তুতে বৈরাগ্য স্বাভাবিক।

২২) পুণ্যতীর্থ পর্য্যটনেরও উপযোগিতা আছে। তীর্থে মহৎসঙ্গ লাভ ঘটে।

২৩) অনিত্য কর্ম্মফল প্রতিপাদনে বেদের তাৎপর্য্য নহে। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেই বেদের তাৎপর্য্য।

২৪) একমাত্র ব্রহ্মই সৎ ও নিত্য। প্রপঞ্চ অনিত্য ও সাময়িক ভাবে প্রতীত।

২৫) ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াধীন।

২৬) কপট সন্ন্যাস অতন্ত নিন্দিত। ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর ইহলোক ও পরলোকে দুঃখভোগ অনিবার্য্য।

২৭) যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী, বিধি ও নিষেধের অতীত।

২৮) শ্রুতিসমূহ 'নেতি নেতি' বিচারের দ্বারা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যান্য সকল বস্তুকে নিষেধ করিয়া নিষেধের অবধি ও অধিষ্ঠান, একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হয়।

সর্ব্বকারণ-কারণ ব্রহ্মই বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান, উভয় কারণ। পুরুষ ও প্রকৃতি ব্রহ্মেরই নিয়ম্য। সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি বিশ্বের সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে মনে আলোচনা করেন এবং জীবাত্মরূপে সৃষ্ট বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হয়েন। জীবের সুখ দুঃখ ভোগের জন্যই তাঁহার সৃষ্টি। তাঁহা হইতেই সৃষ্টি পালন ও সংহার হইয়া থাকে। যাঁহারা তাঁহার শরণাগত হইয়া শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণত থাকেন, তাঁহাদের অনায়াসে অবিদ্যা-নিবৃত্তি হয়। জ্ঞানী যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, যোগী যাঁহাকে পরমাত্মা বলেন এবং ভক্ত যাঁহাকে ভগবান্‌ বলেন, সেই একই পরম পুরুষ হরিকে যাঁহারা আশ্রয় করেন তাঁহারা অক্লেশে তাঁহার দুরত্যয়া মায়াকে জয় করিয়া সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইয়া যান। শ্রীভাগবতের সর্ব্বশেষের শ্লোকটি এই কথাই ঘোষণা করিয়াছেন—

নাম-সংকীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপ-প্রণাশনম্।
প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥"

শ্রীহরির নাম ও প্রণামই কলিহত জীবের একমাত্র সম্বল। (জয় গৌরহরি, হরি ওঁ তৎ সৎ, জয় প্রভু জগদ্বন্ধু)।

——

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ

দেবাসুরমনুষ্যেষু যে ভজন্ত্যশিবং শিবম্।
প্রায়স্তে ধনিনো ভোজা ন তু লক্ষ্ম্যাঃ পতিং হরিম্॥ ১॥
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ সন্দেহোঽত্র মহান্ হি নঃ।
বিরুদ্ধশীলয়োঃ প্রভ্বোর্বিরুদ্ধা ভজতাং গতিঃ॥ ২॥

[এই অধ্যায়ে বিষ্ণুভক্ত কৈবল্য লাভ করেন ও শিব প্রভৃতি দেবতার ভক্ত, ধনাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করেন, ইহার কারণ বর্ণনা এবং প্রসঙ্গক্রমে ভগবান্ শ্রীহরিকর্ত্তৃক অসুরের বরদাতা গিরিশের সঙ্কটমোচন বর্ণনা করা হইতেছে।]

অন্বয়—শ্রীরাজা উবাচ (মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন) [হে ব্রহ্মন্!] দেবাসুরমনুষ্যেষু (দেবগণ, অসুরগণ ও মনুষ্যগণের মধ্যে) যে (যাহারা) অশিবং শিবং (ভোগাভিলাষবর্জ্জিত মহাদেবের) ভজন্তি (ভজনা করেন), তে প্রায়ঃ (তাঁহারা প্রায়) ধনিনঃ ভোজাঃ [চ ভবন্তি] (ধনী ও ভোগী হইয়া থাকেন), [যে] তু (আর যাহারা) লক্ষ্ম্যাঃ পতিং হরিং (লক্ষ্মীপতি শ্রীহরিকে) [ভজন্তি] (ভজনা করেন), [তে প্রায়ঃ] (তাঁহারা প্রায়) [ধনিনঃ ভোজাঃ চ] ন [ভবন্তি] ধনী ও ভোগী হন না)॥ ১॥

বিরুদ্ধশীলয়োঃ প্রভ্বোঃ (বিরুদ্ধচরিত্র এই প্রভুদ্বয়ের) ভজতাং [জনানাং] (ভজনাকারী ভক্তগণের) বিরুদ্ধা গতিঃ [ভবতি] (বিরুদ্ধ ফললাভ হইয়া থাকে)। অত্র (এই বিষয়ে) নঃ (আমার) মহান্ সন্দেহঃ হি [জাতঃ] (মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে), [অতঃ ত্বত্তঃ] (অতএব আপনার নিকট হইতে) এতৎ বেদিতুম্ ইচ্ছামঃ (ইহার কারণ জানিতে ইচ্ছা করি)॥ ২॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! দেবগণ, অসুরগণ ও মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা ভোগাভিলাষবর্জ্জিত ভগবান্ মহাদেবের ভজনা করেন, তাঁহারা প্রায় ধনী ও ভোগী হইয়া থাকেন। আর যাহারা লক্ষ্মীপতি ভগবান্ শ্রীহরির ভজনা করেন, তাঁহারা প্রায় ধনী ও ভোগী হন না॥ ১॥ এই বিরুদ্ধচরিত্র প্রভুদ্বয়ের ভজনাকারী ভক্তগণের বিরুদ্ধ ফললাভ হইয়া থাকে। এই বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনার নিকট হইতে আমি এই বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীধর—ঈশস্তামীক্ষ্যা সন্তঃ ক্ষমন্তাং মম সাহসম্। ময়া হি স্বীয়বোধায় কৃতমেতন্ন সংশয়ঃ॥ অষ্টাশীতিতমে বিষ্ণুভক্তঃ কৈবল্যমশ্নুতে। ততোঽর্ব্বাগ্‌দেবভক্তস্তু বিভূতিমিতি বর্ণ্যতে॥ হরির্ভজতাং মুক্তিদ ইত্যুক্তমতস্তং ধ্যায়েদজস্রং হরিমিতি, তত্র শঙ্কতে—দেবাসুরেতি। অশিবম্ অবধীরিতভোগম্, ভোজাঃ ভোগিনঃ লক্ষ্ম্যাঃ পতিং সর্ব্বভোগাস্পদম্॥ ১-২॥

শ্রীশুক উবাচ

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥ ৩ ॥
ততো বিকারা অভবন ষোড়শামীষু কিঞ্চন।
উপাধাবন বিভূতীনাং সর্ব্বাসামশ্নুতে গতিম্ ॥ ৪ ॥
হরিহি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !] শিবঃ (শিব) শশ্বৎ (নিরন্তর) শক্তিযুতঃ গুণসংবৃতঃ ত্রিলিঙ্গঃ (শক্তিযুক্ত, তমোগুণসংবৃত ও ত্রিবিধ অহংকারময়মূর্তি), বৈকারিকঃ তৈজসঃ চ তামসঃ চ ইতি (বৈকারিক তৈজস ও তামস ভেদে), অহং ত্রিধা (অহঙ্কার তিন প্রকার) ॥ ৩ ॥

ততঃ (ঐ শিবাধিষ্ঠিত অহঙ্কার হইতে) ষোড়শ বিকারাঃ অভবন (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই ষোড়শ বিকার উৎপন্ন হইয়াছে)। অমীষু [বিকারেষু] (ঐ বিকারসমূহের মধ্যে) কিঞ্চন উপাধাবন [জনঃ] (যে কোন বিকারকে শিবদৃষ্টিতে ভজনা করিয়া লোক) সর্ব্বাসাং বিভূতীনাং গতিম্ (সেই সেই বিকারানুরূপ সমস্ত ঐশ্বর্য্যের স্বরূপ) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ ধনী ও ভোগী হইয়া থাকে) ॥ ৪ ॥

হরিঃ নির্গুণঃ (শ্রীহরি সমস্ত প্রাকৃতগুণরহিত) হি (কারণ) সঃ (তিনি) সাক্ষাৎ পুরুষঃ (সাক্ষাৎ পূর্ণ পুরুষ), প্রকৃতেঃ পরঃ (পরা ও অপরা প্রকৃতি হইতে ভিন্নস্বরূপ), সর্ব্বদৃক্ উপদ্রষ্টা [চ] (সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বসাক্ষী)। তং ভজন্ [জনঃ] (তাঁহাকে ভজনা করিয়া লোক) নির্গুণঃ [এব] ভবেৎ (নির্গুণ অর্থাৎ মুক্ত হইয়া থাকে) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ মহাদেব নিরন্তর শক্তিযুক্ত, তমোগুণসংবৃত ও ত্রিবিধ অহঙ্কারময় মূর্ত্তি। বৈকারিক, তৈজস, ও তামসভেদে ঐ অহঙ্কার তিন প্রকার ॥ ৩ ॥ শিবাধিষ্ঠিত সেই অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শ বিকার উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ বিকারসমূহের মধ্যে যে কোন বিকারকে শিবদৃষ্টিতে ভজনা করিয়া লোক সেই সেই বিকারানুরূপ সমস্ত ঐশ্বর্য্যের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ ধনী ও ভোগী হইয়া থাকে। ॥ ৪ ॥ ভগবান শ্রীহরি সমস্ত প্রাকৃতগুণরহিত। কারণ তিনি সাক্ষাৎ পূর্ণ পুরুষ, পরা ও অপরা প্রকৃতি হইতে ভিন্নস্বরূপ সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বসাক্ষী। তাঁহাকে ভজনা করিয়া লোক নির্গুণ অর্থাৎ মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শ্রীধর—অন্যোন্যোপমর্দ্দেন তমসৈবাবৃতঃ ত্রিলিঙ্গঃ। ত্রিলিঙ্গত্বমাহ—বৈকারিক ইতি। অহমহঙ্কারঃ ॥ ৩ ॥ বিকারা মন-ইন্দ্রিয়ভূতরূপাঃ, ষোড়শেতি ইন্দ্রিয়দেবনামভেদবিবক্ষয়া, কিঞ্চন যৎকিঞ্চিৎবিকারোপাধিকং ভজন্ উপাধ্যনুরূপাণাং বিভূতীনাং স্বরূপং প্রাপ্নোতীতি ॥ ৪ ॥

নিবৃত্তেষ্বশ্বমেধেষু রাজা যুষ্মৎপিতামহঃ।
শৃণ্বন্ ভগবতো ধর্ম্মানপৃচ্ছদিদমচ্যুতম্ ॥ ৬ ॥
স আহ ভগবাংস্তস্মৈ প্রীতঃ শুশ্রূষবে প্রভুঃ।
নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় যোঽবতীর্ণো যদোঃ কুলে ॥ ৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

যস্যাহমনুগৃহ্লামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়—[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !] অশ্বমেধেষু নিবৃত্তেষু [সৎসু] (অশ্বমেধযজ্ঞ শেষ হইলে পর) যুষ্মৎপিতামহঃ রাজা [যুধিষ্ঠিরঃ] (আপনার পিতামহ যুধিষ্ঠির) ভগবতঃ (ভগবানের নিকট হইতে) ধর্ম্মান্ শৃণ্বন্ (ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতে করিতে) অচ্যুতম্ ইদম্ অপৃচ্ছৎ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন) ॥ ৬ ॥

যঃ (যিনি) নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় (মানবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত) যদোঃ কুলে অবতীর্ণঃ [আসীৎ] (যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন), সঃ প্রভুঃ ভগবান (সেই প্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) প্রীতঃ [সন] (প্রীত হইয়া) তস্মৈ শুশ্রূষবে [যুধিষ্ঠিরায়] (সেই জিজ্ঞাসু মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে) আহ (বলিয়াছিলেন) ॥ ৭ ।

শ্রীভগবান উবাচ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন) [হে মহারাজ যুধিষ্ঠির !] অহং (আমি) যস্য অনুগৃহ্লামি (যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি), [প্রথমে তাহাকে কামনানুরূপ ধনাদি ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া পরে] শনৈঃ (ধীরে ধীরে) তদ্ধনং হরিষ্যে (সেই ধন হরণ করিয়া থাকি)। ততঃ (ধন অপহরণ করার পরে) অস্য স্বজনাঃ (তাহার স্বজনগণ) [স্বতঃ এব] (আপনা হইতেই) অধনং দুঃখদুঃখিতং [তং] (ধনবিহীন ও দুঃখের উপর দুঃখপ্রাপ্ত তাহাকে) ত্যজন্তি (পরিত্যাগ করিয়া থাকে) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! অশ্বমেধ-যজ্ঞ শেষ হইলে পর আপনার পিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহাকে এই বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ যিনি মানবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই প্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইয়া শ্রবণেচ্ছু মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীধর—উপদ্রষ্টা সাক্ষী সন যতঃ সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বং পশ্যতি, অতঃ প্রকৃতেঃ পর ইতি। অয়মেব তত্ত্বম্—"বস্তুনো গুণসম্বন্ধে রূপত্রয়মিহেষ্যতে। তদ্ধর্ম্মাযোগযোগাভ্যাং বিম্ববৎ প্রতিবিম্ববৎ॥ গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ শান্তঘোরমূঢ়াঃ স্বভাবতঃ। বিষ্ণু-ব্রহ্মশিবানাঞ্চ গুণযন্তৃস্বরূপিণাম। নাতিভেদো ভবেদ্ভেদো গুণধর্ম্মৈরিহাংশতঃ। সত্ত্বস্য শান্ত্যা নো জাতু বিক্ষোভবিক্ষেপ-মূঢ়তে॥ রজস্তমোগুণাভ্যাঞ্চ ভবেতাং ব্রহ্মরুদ্রয়োঃ। গুণোপমর্দ্দতো ভূয়স্তদংশানাঞ্চ ভিন্নতা॥ অতঃ সমগ্রসত্ত্বস্য বিষ্ণোর্ম্মোক্ষকরী মতিঃ। অংশতো ভূতিহেতুশ্চ তথানন্দময়ী স্বতঃ। অংশতস্তাবতমেন ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিনাম্। বিভূতয়ো ভবন্ত্যেব শনৈর্ম্মোক্ষোঽপ্যনংশতঃ'॥ ইদমেবাভিপ্রেত্য তত্র তত্রোচ্যতে 'শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ' ইতি, তথা "সত্ত্বং যস্য প্রিয়া মূর্ত্তিঃ" ইতি, তথা "সত্ত্বং তৎ নীলসাধনম্" ইতি, তথা "ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্ ইতি। তথা "ন তে মদ্যচ্যুতে যে চ ভিদামণ্বপি চক্ষতে' ইত্যাদি। এবঞ্চ সতি ন কিঞ্চিদসমঞ্জসম্। তত্ত্বজ্ঞানান্তু কলহো মোহমাত্রমিতি ॥ ৫—৭ ॥

স যদা বিতথোদ্‌যোগো নির্ব্বিণ্ণঃ স্যাদ্ধনেহয়া।
মৎপরৈঃ কৃতমৈত্রস্য করিষ্যে মদনুগ্রহম্‌ ॥ ৯ ॥
তদ্‌ ব্রহ্ম পরমং সূক্ষ্মং চিন্মাত্রং সদনন্তকম্‌।
বিজ্ঞায়াত্মতয়া ধীরঃ সংসারাৎ পরিমুচ্যতে।
অতো মাং সুদুরারাধ্যং হিত্বান্যান্‌ ভজতে জনঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—[ততঃ] সঃ (তাহার পর সেই মদনুগৃহীত ব্যক্তি) [পুনঃ বন্ধুনাম্‌ আগ্রহেণ] (পুনরায় পরিজনবর্গের আগ্রহে) ধনেহয়া [প্রবৃত্তঃ অপি] (ধনার্জ্জনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াও) [মদনুগ্রহেণ] (আমার অনুগ্রহে) যদা (যখন) বিতথোদ্‌যোগঃ নির্ব্বিণ্ণঃ [চ] স্যাৎ (উদ্যম বিফল হওয়ায় নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হয়) [তদা] (তখন) মৎপরৈঃ কৃতমৈত্রস্য [তস্য] (মৎপরায়ণ ব্যক্তিগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করার পরে তাহার প্রতি) [অহং] (আমি) মদনুগ্রহং করিষ্যে (আমার বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া থাকি অর্থাৎ তাহাকে মুক্ত করিয়া থাকি) ॥ ৯ ॥

[অহং] (আমি) তৎ (সেই শাস্ত্র প্রসিদ্ধ) পরমং (পরমাত্মা), সূক্ষ্মং (সূক্ষ্ম), চিন্মাত্রং (চিন্মাত্র), সৎ (সত্যত্বাদি গুণযুক্ত) অনন্তকং (ও অপরিচ্ছিন্ন) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম) [দদামি] (প্রদান করিয়া থাকি)। ধীরঃ (ধীর ভক্ত) [তৎ] আত্মতয়া বিজ্ঞায় (তাঁহাকে আত্মরূপে জানিয়া) সংসারাৎ পরিমুচ্যতে (সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকে)। অতঃ (এই কারণে অর্থাৎ মায়ামোহিত জনগণের মদনুগ্রহস্বরূপ নির্ব্বেদপ্রাপ্তি ও মদীয় ভক্তগণের সঙ্গপ্রাপ্তি ঘটে না বলিয়া) জনঃ (তাদৃশ জন) সুদুরারাধ্যং মাং হিত্বা (অত্যন্ত দুরারাধ্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া) অন্যান্‌ ভজতে (অপর রুদ্রাদি দেবগণের ভজনা করিয়া থাকে) ॥ ১০ ॥

বলিযাছিলেন—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, প্রথমে তাহাকে কামনানুরূপ ধনাদি ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া পরে ধীরে ধীরে তাহার ধন হরণ করিয়া লই। তাহার পর তাহার স্বজনগণ আপনা হইতে ধনবিহীন ও দুঃখের উপরে দুঃখপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। [এইরূপে মদীয় ভক্তের স্বজন-কণ্টক দূরীভূত হয়] ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—তাহার পর সেই মদনুগৃহীত ব্যক্তি পুনরায় পরিজনবর্গের আগ্রহে ধনোপার্জ্জনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াও আমার অনুগ্রহে যখন উদ্যম বিফল হওয়ায় নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হয়, তখন সেই ব্যক্তি মহৎপরায়ণ ব্যক্তিগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করে। ঐ সাধুসঙ্গ লাভ করার পরে আমি তাহার প্রতি আমার বিশেষ অনুগ্রহ করিয়া থাকি অর্থাৎ তাহাকে মুক্ত করিয়া থাকি ॥ ৯ ॥ আমি ঐ নির্ব্বেদপ্রাপ্ত ভক্তকে পরমাত্মা,

শ্রীধর—যস্যাহমনুগৃহ্নামীতি। অয়মর্থঃ—যো বিষয়ান্‌ পরিত্যক্তুমপি ন শক্নোতি বিষয়েষু সজ্জতে ক্লিশ্যতি চ তস্য বিষয়াপহার এবানুগ্রহ ইতি। যথাশক্তম্‌ অন্যেষাং প্রদানাদৈশ্বর্য্যাবিরোধাৎ অথবা প্রথমং বিভূতীঃ কামানুরূপা দত্ত্বা শনৈর্ব্বিষয়ভোগাবসানে তস্য নির্ব্বেদমুৎপাদ্য হরিষ্যামি পরমানুগ্রহং কর্ত্তুমিতি। উক্তঞ্চ ভগবতৈব—"ন ময্যাবেশিত-ধিয়াং কামঃ কামায় কল্পত ইতি। দুঃখদুঃখিতমিতি। দুঃখাদনু পুনর্দুঃখিতমিব পতায়মানমিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ স পুনর্ব্বন্ধু-নামাগ্রহেণ ধনেহয়া প্রবৃত্তোঽপি মদনুগ্রহেণ যদা নিষ্ফলোদ্যমো নির্বিণ্ণঃ স্যাৎ, তদা মদনুগ্রহমিতি মমাসাধারণমনুগ্রহম্‌ ॥ ৯ ॥ তমেবাহ—তদ্‌ব্রহ্মেতি ॥ ১০ ॥

ততস্ত আশুতোষেভ্যো লব্ধরাজ্যশ্রিয়োদ্ধতাঃ।
মত্তাঃ প্রমত্তা বরদান্ বিস্মরন্ত্যবজানতে॥ ১১॥

শ্রীশুক উবাচ

শাপপ্রসাদয়োরীশা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
সদ্যঃ শাপপ্রসাদোঽঙ্গ! শিবো ব্রহ্মা ন চাচ্যুতঃ॥ ১২॥
অত্র চোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
বৃকাসুরায় গিরিশো বরং দত্ত্বাপ সঙ্কটম্॥ ১৩॥

অন্বয়—ততঃ তে (তাহার পর তাহারা) আশুতোষেভ্যঃ [দেবেভ্যঃ] (আশুপ্রসন্ন দেবগণের নিকট হইতে) লব্ধরাজ্যশ্রিয়া (রাজ্যসম্পদ্ লাভ করিয়া তাহার ফলে,) উদ্ধতাঃ মত্তাঃ প্রমত্তাঃ [চ সন্তঃ] (উৎপথগামী, অনবহিত ও যুক্তাযুক্ত বিবেকরহিত হইয়া) বরদান্ [আরাধ্যদেবান্] (বরপ্রদাতা সেই আরাধ্য দেবতাগণকেই) বিস্মরন্তি (বিস্মৃত হয়) অবজানতে [চ] (ও অবজ্ঞা করে)॥ ১১॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) অঙ্গ! (হে মহারাজ পরীক্ষিত!) ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি সকলেই) শাপপ্রসাদয়োঃ ঈশাঃ (শাপ ও বরের অধীশ্বর), [তেষু] শিবঃ ব্রহ্মা চ (তাঁহাদিগের মধ্যে শিব ও ব্রহ্মা) সদ্যঃ শাপপ্রসাদঃ (সহসাই শাপ ও বর প্রদান করিয়া থাকেন), অচ্যুতঃ [তথা] ন (বিষ্ণু সেইরূপ নহেন)॥ ১২॥

[হে মহারাজ!] অত্র চ (এ বিষয়ে) [পুরাবিদঃ] (পুরাবিদ্‌গণ) ইমম্ পুরাতনম্ ইতিহাসম্ (এইরূপ এক পুরাতন ইতিহাস) উদাহরন্তি (বর্ণনা করিয়া থাকেন) গিরিশঃ (ভগবান্ মহাদেব) বৃকাসুরায় (বৃকাসুরকে) বরং দত্ত্বা (বর প্রদান করিয়া) [যথা] সঙ্কটম্ আপ (যেরূপ সঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন)॥ ১৩॥

সূক্ষ্ম, চিন্মাত্র সত্যত্বাদি গুণযুক্ত ও অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম প্রদান করিয়া থাকি। ধীর ব্যক্তি ঐ পরব্রহ্মকে আত্মরূপে জানিয়া জন্মমরণপ্রবাহরূপ সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। মায়ামোহিত জনগণের নির্ব্বেদপ্রাপ্তি ও মদীয় ভক্তগণের সঙ্গপ্রাপ্তি সহজে ঘটে না বলিয়া তাদৃশ জনগণ অত্যন্ত দুরারাধ্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর রুদ্রাদি দেবগণের ভজনা করিয়া থাকে॥ ১০॥

অনুবাদ—তাহার পরে তাহারা আশুপ্রসন্ন দেবগণের নিকট হইতে রাজ্যসম্পদ্ লাভ করিয়া তাহার ফলে উৎপথগামী, অনবহিত ও যুক্তাযুক্ত বিবেকরহিত হইয়া বরপ্রদ সেই আরাধ্য দেবগণকেই বিস্মৃত হয় এবং অবজ্ঞা করে॥ ১১॥ শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব প্রভৃতি সকলেই শাপ ও বরের অধীশ্বর; তাঁহাদিগের মধ্যে মহাদেব ও ব্রহ্মা সহসাই শাপ ও বর প্রদান করিয়া থাকেন; বিষ্ণু সেইরূপ নহেন॥ ১২॥ হে মহারাজ! এই বিষয়ে পুরাবিদ্‌গণ এই পুরাতন ইতিহাস বর্ণনা করিয়া থাকেন, যেরূপে ভগবান্ মহাদেব বৃকাসুরকে (সহসা) বর প্রদান করিয়া সঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন॥ ১৩॥

শ্রীধর—অতঃ পশ্চাদপি মোক্ষমরোচয়ন্ অত্যাসক্তো জন ইত্যর্থঃ॥ ১১॥ এতদেবেতিহাসেন স্পষ্টয়িতুমাহ—শাপপ্রসাদয়োরিতি। ব্রহ্মা চেত্যন্বয়ঃ॥ ১২-১৩॥

বৃকো নামাসুরঃ পুত্রঃ শকুনেঃ পথি নারদম্।
দৃষ্ট্বাশুতোষং পপ্রচ্ছ দেবেষ ত্রিষু দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৪ ॥

স আহ দেবং গিরিশমুপাধাবাশু সিধ্যসি।
সোঽল্পাভ্যাং গুণদোষাভ্যামাশু তুষ্যতি কুপ্যতি ॥ ১৫ ॥

দশাস্যবাণয়োস্তুষ্টঃ স্তুবতোর্ব্বন্দিনোরিব।
ঐশ্বর্য্যমতুলং দত্ত্বা তত আপ সুসঙ্কটম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—[তাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন], শকুনেঃ পুত্রঃ (শকুনিনামক অসুরের পুত্র) দুর্ম্মতিঃ বৃকঃ নামঃ অসুরঃ (দুষ্টবুদ্ধি বৃক নামক এক অসুর) [একদা] পথি (একদিন পথিমধ্যে) নারদং দৃষ্ট্বা (দেবর্ষি নারদকে দেখিতে পাইয়া) ত্রিষু দেবেষু (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতার মধ্যে) আশুতোষং পপ্রচ্ছ (কোন্ দেবতা শীঘ্র প্রসন্ন হন, তাহা জিজ্ঞাসা করিল) ॥ ১৪ ॥

[তদা] সঃ আহ (তখন দেবর্ষি নারদ বলিলেন) দেবং গিরিশম্ উপাধাব (তুমি ভগবান্ গিরিশের আরাধনা কর), আশু সিধ্যসি (শীঘ্র কামনা সিদ্ধ হইবে), সঃ (তিনি) অল্পাভ্যাং গুণদোষাভ্যাম্ (অল্প গুণে ও অল্প দোষে) আশু তুষ্যতি কুপ্যতি (শীঘ্র তুষ্ট ও শীঘ্র কুপিত হইয়া থাকেন) ॥ ১৫ ॥

[গিরিশঃ] (ভগবান্ গিরিশ) বন্দিনোঃ ইব স্তুবতোঃ (বন্দনাকারীর ন্যায় স্তবকারী) দশাস্যবাণয়োঃ (দশানন ও বাণ রাজার প্রতি) তুষ্টঃ [সন্] (সন্তুষ্ট হইয়া) অতুলম্ ঐশ্বর্য্যং দত্ত্বা (তাহাদিগকে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া) ততঃ সুসঙ্কটম্ আপ (তাহাদিগের নিকট হইতে অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন)। [রাবণ রাজা গিরিশের কৈলাস উৎপাটন করিয়াছিল ও রাজা বাণ তাঁহাকে নিজের পুরীরক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিল] ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—এই বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন।—শকুনি নামক অসুরের পুত্র দুষ্টবুদ্ধি বৃক নামক এক অসুর একদিন পথিমধ্যে দেবর্ষি নারদকে দেখিতে পাইয়া "ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর" এই তিন দেবতার মধ্যে কোন্ দেবতা আশু প্রসন্ন হন, ইহা জিজ্ঞাসা করিল ॥ ১৪ ॥ তখন দেবর্ষি নারদ বলিলেন—হে অসুররাজ! তুমি দেবদেব গিরিশের আরাধনা কর; শীঘ্র কামনা সিদ্ধ হইবে; তিনি অল্প গুণে শীঘ্র তুষ্ট ও অল্প দোষে শীঘ্র কুপিত হইয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥ ভগবান্ গিরিশ বন্দীর ন্যায় স্তবকারী দশানন ও বাণ রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন এবং অবশেষে তাহাদিগের নিকট হইতে অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাবণ রাজা গিরিশের কৈলাস উৎপাটন করিয়াছিল এবং বাণ রাজা তাঁহাকে নিজের পুররক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিল ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর—শকুনেঃ পুত্রঃ ॥ ১৪-১৫ ॥ সুসঙ্কটমাপ কৈলাসোৎপাটনং পুরপালনঞ্চ ॥ ১৬ ॥

ইত্যাদিষ্টস্তমসুর উপাধাবৎ স্বগাত্রতঃ।
কেদার আত্মক্রব্যেণ জুহ্বানোঽগ্নিমুখং হরম্॥ ১৭॥
দেবোপলব্ধিমপ্রাপ্য নির্ব্বেদাৎ সপ্তমেঽহনি।
শিরোঽবৃশ্চৎ স্বধিতিনা তত্তীর্থক্লিন্নমূর্দ্ধজম্ ॥ ১৮॥
তদা মহাকারুণিকঃ স ধূর্জ্জটি-র্যথা বয়ঞ্চাগ্নিরিবোত্থিতোঽনলাৎ।
বিগৃহ্য দোর্ভ্যাং ভুজয়োর্ন্যবারয়ৎ তৎস্পর্শনাদ্ভূয় উপস্কৃতাকৃতিঃ॥ ১৯॥

অন্বয়—[হে মহারাজ পরীক্ষিত!] ইতি আদিষ্টঃ (দেবর্ষি নারদ কর্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া) অসুরঃ (বৃকাসুর) কেদারে [গত্বা] (কেদার তীর্থে গমন করিয়া) আত্মক্রব্যেণ অগ্নিমুখং জুহ্বানঃ (নিজ মাংসের দ্বারা অগ্নিমুখে আহুতি প্রদান করতঃ) স্বগাত্রতঃ [স্তুত্যাদিপরৈঃ বাগাদিভিঃ চ] (নিজ শরীর ও স্তুত্যাদিপরায়ণ বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা) তং হরম্ উপাধাবৎ (সেই গিরিশের আরাধনা করিতে লাগিল)॥ ১৭॥

[সঃ ইত্থম্ আরাধ্যঃ অপি] (ঐ বৃকাসুর এই প্রকারে আরাধনা করিয়াও) দেবোপলব্ধিম্ অপ্রাপ্য (আরাধ্যদেব গিরিশের দর্শন না পাইয়া) সপ্তমে অহনি (সপ্তম দিবসে) নির্বেদাৎ (নির্বেদবশতঃ) স্বধিতিনা (খড়্গের দ্বারা) তত্তীর্থ-ক্লিন্নমূর্দ্ধজং শিরঃ (সেই কেদারতীর্থের জলে কেশ অভিষিক্ত করিয়া স্বীয় মস্তক) অবৃশ্চৎ (ছেদন করিতে উদ্যত হইল)॥ ১৮॥

বয়ং যথা (আমরা যেমন মরিতে উদ্যত ব্যক্তিকে নিবারণ করি, সেইরূপ) তদা (তখন) মহাকারুণিকঃ সঃ ধূর্জ্জটিঃ (মহাকারুণিক গিরিশ) অগ্নিঃ ইব অনলাৎ উত্থিতঃ (মূর্তিমান্ অগ্নিদেবের ন্যায় অনল হইতে উত্থিত হইয়া) দোর্ভ্যাং (দুই হস্তের দ্বারা) তং ভুজয়োঃ বিগৃহ্য (সেই বৃকাসুরের দুই বাহু ধারণ করিয়া) ন্যবারয়ৎ (তাহাকে নিবারণ করিলেন), [সঃ] চ (তখন ঐ বৃকাসুর) তৎস্পর্শনাৎ (ভগবান্ শঙ্করের স্পর্শে) ভূয়ঃ উপস্কৃতাকৃতিঃ [অভবৎ] (পুনরায় পূর্ণ আকৃতিসম্পন্ন হইল)॥ ১৯॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! দেবর্ষি নারদকর্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া সেই বৃকাসুর কেদার তীর্থে গমন করিল এবং তথায় নিজের মাংসের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করতঃ নিজ শরীর ও স্তুত্যাদিপরায়ণ বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা ভগবান্ আশুতোষের আরাধনা করিতে লাগিল॥ ১৭। বৃকাসুর এই প্রকারে সাতদিন আরাধনা করিয়াও আরাধ্যদেব গিরিশের দর্শন পাইল না; তখন সপ্তম দিবসে নির্ব্বেদবশতঃ সে খড়্গের দ্বারা কেদারতীর্থের জলে কেশ অভিষিক্ত করিয়া নিজের মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইল॥ ১৮॥ হে রাজন্! আমরা যেমন মরিতে উদ্যত ব্যক্তিকে নিবারণ করি, সেইরূপ তখন মহাকারুণিক শঙ্কর মূর্তিমান্ অগ্নিদেবের ন্যায় অনল হইতে উত্থিত হইয়া দুই হস্তের দ্বারা বৃকাসুরের দুই বাহু ধারণ করিয়া তাহাকে নিবারণ করিলেন। বৃকাসুর নিজ শরীরের মাংস রুদ্রদেবের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি দিয়াছিল, তখন ভগবান্ শঙ্করের স্পর্শে সে পুনরায় পূর্ণ আকৃতি-সম্পন্ন হইল॥ ১৯॥

শ্রীধর—স্বগাত্রতঃ উপাধাবৎ। কথম্? আত্মক্রব্যেণ স্বমাংসেন জুহ্বান ইতি॥ ১৭॥ অবৃশ্চৎ ছেত্তুমুদ্যতঃ॥ ১৮॥ মূর্তিমানগ্নিরিব দেদীপ্যমানঃ। বয়মধুনাতনা যথা কিঞ্চিদ্দুঃখেন মর্ত্তুকামং বারয়ামস্তদ্বদিতি। স চ উপস্কৃতাকৃতিঃ পরিপূর্ণদেহোঽভবৎ। তং ন্যবারয়ৎ॥ ১৯॥

তমাহ চাঙ্গালমলং বৃণীষ্ব মে যথানিকামং বিতরামি তে বরম্ ।
প্রীয়েয় তোয়েন নৃণাং প্রপন্নতা-মহো ত্বয়াত্মা ভৃশমর্দ্দ্যতে বৃথা ॥ ২০ ॥
দেবং স বব্রে পাপীয়ান্ বরং ভূতভয়াবহম্ ।
যস্য যস্য করং শীর্ষ্ণি ধাস্যে স ম্রিয়তামিতি ॥ ২১ ॥
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ রুদ্রো দুর্ম্মনা ইব ভারত ।
ওমিতি প্রহসংস্তস্মৈ দদেঽহেরমৃতং যথা ॥ ২২ ॥

অন্বয়—[সঃ] তম্ আহ চ (গিরিশ তাহাকে বলিলেন) অঙ্গ ! (হে বৎস !) অলম্ অলম্ (শিরশ্ছেদনে প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন নাই)। [ত্বং] (তুমি) মে (আমার নিকট হইতে) যথানিকামং বরং বৃণীষ্ব (তোমার অভিলাষ অনুসারে বর গ্রহণ কর), [অহং] (আমি) তে [বরং] (তোমাকে বর) বিতরামি (প্রদান করিব)। [অহং] (আমি) প্রপন্নতাং নৃণাং (শরণাগত মনুষ্যগণের) তোয়েন [অপি] (ভক্তিভরে প্রদত্ত কেবলমাত্র জলের দ্বারাও) প্রীয়েয় (প্রীত হইয়া থাকি)। অহো ! ত্বয়া (অহো ! তুমি) বৃথা আত্মা (বৃথাই দেহকে) ভৃশম্ অর্দ্দ্যতে (অত্যন্ত পীড়া দিতেছ) ॥ ২০ ॥

[ততঃ] সঃ পাপীয়ান্ (তাহার পরে সেই পাপিষ্ঠ বৃকাসুর) দেবম্ (মহাদেবের নিকটে) "অহং] (আমি) যস্য যস্য শীর্ষ্ণি (যে যে ব্যক্তির মস্তকে) করং ধাস্যে (হস্ত স্থাপন করিব), সঃ ম্রিয়তাম্ (সেই সেই ব্যক্তি মরিয়া যাইবে)" ইতি ভূতভয়াবহং বরং (এইরূপ সর্ব্বভূতের ভয়াবহ বর) বব্রে (প্রার্থনা করিল) ॥ ২১ ॥

ভারত ! (হে ভরতবংশধর পরীক্ষিৎ !) তৎ শ্রুত্বা (তাহা শ্রবণ করিয়া) ভগবান্ রুদ্রঃ (ভগবান্ রুদ্রদেব) দুর্ম্মনাঃ ইব [অভবৎ] (যেন দুর্ম্মনা হইয়া পড়িলেন)। [ততঃ সঃ] (তৎপরে তিনি) প্রহসন্ (হাসিতে হাসিতে) অহেঃ অমৃতং যথা (সর্পকে অমৃত প্রদানের ন্যায়) ওম্ ইতি [উক্ত্বা] ("তথাস্তু" বলিয়া) তস্মৈ [তং বরং] দদে (সেই বৃকাসুরকে সেই বর প্রদান করিলেন) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শঙ্কর তাহাকে বলিলেন, হে বৎস ! শিরশ্ছেদনে প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন নাই, তুমি আমার নিকট হইতে তোমার অভিলাষ অনুসারে বর গ্রহণ কর ; আমি তোমাকে বর প্রদান করিব। শরণাগত মনুষ্যগণ যদি কেবল জলের দ্বারাও আমার পূজা করে, তাহা হইলেও আমি তাহাদিগের প্রতি প্রীত হইয়া থাকি। অহো ! তুমি বৃথাই দেহকে এত পীড়া দিতেছ ॥ ২০ ॥ হে রাজন্ ! তাহার পর সেই পাপিষ্ঠ বৃকাসুর ভগবান্ মহাদেবের নিকটে "আমি যে যে ব্যক্তির মস্তকে হস্ত স্থাপন করিব, সেই সেই ব্যক্তি মরিয়া যাইবে" এইরূপ সর্ব্বভূতের ভয়াবহ বর প্রার্থনা করিল ॥ ২১ ॥ হে ভরতবংশধর পরীক্ষিৎ ! ভগবান্ রুদ্রদেব তাহা শ্রবণ করিয়া যেন দুর্ম্মনা হইয়া পড়িলেন। তাহার পর তিনি হাসিতে হাসিতে সর্পকে অমৃত প্রদানের ন্যায় "তথাস্তু" বলিয়া সেই বৃকাসুরকে বর প্রদান করিলেন ॥ ২২ ॥

শ্রীধর—এব মাহ চ। তোয়েনাপি ভজতাং প্রীতঃ স্যাং ত্বয়া তু দেহো বৃথা পীড্যত ইতি ॥ ২০-২১ ॥

স তদ্বরপরীক্ষার্থং শম্ভোর্মূর্দ্ধ্নি কিলাসুরঃ।
স্বহস্তং ধাতুমারেভে সোঽবিভ্যৎ স্বকৃতাচ্ছিবঃ ২৩ ॥
তেনোপসৃষ্টঃ সন্ত্রস্তঃ পরাধাবন্ সবেপথুঃ।
যাবদন্তং দিবো ভূমেঃ কাষ্ঠানামুদগাদুদক্ ॥ ২৪ ॥
অজানন্তঃ প্রতিবিধিং তূষ্ণীমাসন্ সুরেশ্বরাঃ।
ততো বৈকুণ্ঠমগমদ্ভাস্বরং তমসঃ পরম্ ॥ ২৫ ॥
যত্র নারায়ণঃ সাক্ষান্ন্যাসিনাং পরমা গতিঃ।
শান্তানাং ন্যস্তদণ্ডানাং যতো নাবর্ত্ততে গতঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—[অথ] সঃ অসুরঃ (অনন্তর সেই অসুর) তদ্বরপরীক্ষার্থং (সেই বর পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত) শম্ভোঃ মূর্দ্ধ্নি (মহাদেবের মস্তকে) স্বহস্তং ধাতুম্ আরেভে কিল (নিজ হস্ত স্থাপন করিতে উদ্যত হইল)। সঃ শিবঃ (বরদাতা শঙ্কর) স্বকৃতাৎ অবিভ্যৎ (দুষ্টকে বর প্রদানরূপ নিজকার্য্য হইতে ভীত হইয়া পড়িলেন) ॥ ২৩ ॥

[তদা] (তখন) তেন উপসৃষ্টঃ (ঐ বৃকাসুর শঙ্করের অনুধাবন করিলে) [সঃ] (তিনি) সন্ত্রস্তঃ সবেপথুঃ (ভয়ে সন্ত্রস্ত, কম্পিত) পরাধাবন্ [চ সন্] (ও পলায়নপর হইয়া) উদক্ উদগাৎ (উত্তর দিকে ধাবিত হইলেন) [পুনঃ চ] এবং পুনরায়) দিবঃ ভূমেঃ কাষ্ঠানাং যাবদন্তম্ (স্বর্গ, পৃথিবী ও দিক্ সমূহের অন্ত পর্য্যন্ত [উদগাৎ] ধাবিত হইলেন) ॥ ২৪ ॥

[তথাপি বৃকাসুর ভগবান্ শঙ্করের অনুধাবন করিতে লাগিল], সুরেশ্বরাঃ (দেব-শ্রেষ্ঠগণ) প্রতিবিধিম্ অজানন্তঃ (ইহার প্রতিকার স্থির করিতে না পারিয়া) তূষ্ণীম্ আসন্ (নীরব রহিলেন)। ততঃ (তাহার পর) [শঙ্করঃ] (ভগবান্ শঙ্কর) তমসঃ পরং (প্রকৃতিমণ্ডলের অতীত) ভাস্বরং বৈকুণ্ঠম্ (দীপ্তিশালী শ্বেতদ্বীপে) অগমৎ (গমন করিলেন) যত্র (ঐ শ্বেতদ্বীপে) ন্যস্তদণ্ডানাং শান্তানাং অহিংসাপরায়ণ, শান্ত) ন্যাসিনাং (সর্ব্বত্যাগী সাধুগণের) পরমা গতিঃ সাক্ষাৎ নারায়ণঃ [বর্ত্ততে] (পরমগতি সাক্ষাৎ নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন) যতঃ গতঃ [সন্ জীবঃ] (ঐ স্থানে গমন করিলে জীব) ন আবর্ত্ততে (আর সংসারে ফিরিয়া আসে না) ॥ ২৫-২৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সেই অসুর সেই বর পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ভগবান্ মহাদেবের মস্তকে নিজের হস্ত স্থাপন করিতে উদ্যত হইল। তখন বরদাতা শঙ্কর দুষ্টকে বরপ্রদানরূপ কর্ম করিয়া ভীত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৩ ॥ অনন্তর ঐ বৃকাসুর ভগবান্ শঙ্করের অনুধাবন করিলে তিনি ভয়ে সন্ত্রস্ত, কম্পিত ও পলায়নপর হইয়া উত্তরদিকে ধাবিত হইলেন এবং অসুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে দেখিয়া পরে তিনি স্বর্গ, পৃথিবী ও দিক্ সমূহের অন্ত পর্য্যন্ত ধাবিত হইলেন ॥ ২৪ ॥ তথাপি বৃকাসুর ভগবান্ শঙ্করের অনুধাবন করিতে লাগিল ; দেবশ্রেষ্ঠগণ ইহার প্রতিকার স্থির করিতে না পারিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। তাহার পর ভগবান্ শঙ্কর প্রকৃতিমণ্ডলের অতীত, দীপ্তিশালী শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন। ঐ শ্বেতদ্বীপে অহিংসাপরায়ণ শান্ত ও সর্ব্বত্যাগী সাধুগণের পরম গতি, সাক্ষাৎ নারায়ণ অবস্থান করিতেছিলেন ; ঐ স্থানে গমন করিলে জীব আর সংসারে ফিরিয়া আসে না ॥ ২৫-২৬ ॥

শ্রীধর—দাতুমনর্হমপি দত্তবান্, সর্পায় ক্ষীরমিব ॥ ২২-২৩ ॥

তং তথাব্যসনং দৃষ্ট্বা ভগবান্ বৃজিনার্দ্দনঃ।
দূরাৎ প্রত্যুদিয়াদ্ভূত্বা বটুকো যোগমায়য়া ॥ ২৭ ॥
মেখলাজিনদণ্ডাক্ষৈস্তেজসাগ্নিরিব জ্বলন্।
অভিবাদয়ামাস চ তং কুশপাণির্ব্বিনীতবৎ ॥ ২৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

শাকুনেয়! ভবান্ ব্যক্তং শ্রান্তঃ কিং দূরমাগতঃ।
ক্ষণং বিশ্রম্যতাং পুংস আত্মায়ং সর্ব্বকামধুক্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়—বৃজিনার্দ্দনঃ ভগবান্ (দুঃখহারী ভগবান্ নারায়ণ) দূরাৎ (দূর হইতে) তং তথাব্যসনং [রুদ্রঞ্চ] (সেই বৃকাসুরকে ও তাদৃশ বিপদ্‌গ্রস্ত রুদ্রদেবকে) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) যোগমায়য়া বটুকঃ ভূত্বা (যোগমায়ার প্রভাবে ব্রাহ্মণ বালক হইয়া) প্রত্যুদিয়াৎ (বৃকাসুরের সম্মুখে আগমন করিলেন) ॥ ২৭ ॥

[ভগবান্] মেখলাজিনদণ্ডাক্ষৈঃ [উপলক্ষিতঃ] কুশপাণিঃ [চ সন্] (ভগবান্ মেখলা, অজিন, দণ্ড ও অক্ষমালা ধারণ করিয়া কুশ হস্তে লইয়া) তেজসা অগ্নিঃ ইব জ্বলন্ (তেজের দ্বারা অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে থাকিয়া) বিনীতবৎ (বিনীতের ন্যায়) তম্ অভিবাদয়ামাস চ (সেই বৃকাসুরকে অভিবাদন করিলেন) ॥ ২৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন) শাকুনেয়! (হে শকুনিনন্দন বৃক!) ভবান্ (আপনি) কিং দূরম্ আগতঃ (কি জন্য দূর হইতে আগমন করিয়াছেন?) ব্যক্তং [ভবান্] শ্রান্তঃ (নিশ্চয়ই আপনি পরিশ্রান্ত হইয়াছেন), [অতঃ] ক্ষণং বিশ্রম্যতাম্ (অতএব ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন), পুংসঃ (পুরুষের) অয়ম্ আত্মা (এই দেহ) সর্ব্বকামধুক্ সর্ব্ব কামনা পরিপূরণ করে) [অতএব দেহকে পীড়া দেওয়া উচিত নহে] ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শরণাগতজনের দুঃখহারী ভগবান্ নারায়ণ দূর হইতে সেই বৃকাসুরকে ও তাদৃশ বিপদ্‌গ্রস্ত রুদ্রদেবকে দর্শন করিয়া যোগমায়ার প্রভাবে ব্রাহ্মণবালক হইলেন এবং বৃকাসুরের সম্মুখে আগমন করিলেন ॥ ২৭ ॥ ভগবান্ নারায়ণ মেখলা অজিন, দণ্ড ও অক্ষমালা ধারণ করিয়া কুশ হস্তে লইয়া তেজের দ্বারা অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী হইয়া আসিয়া বিনীতের ন্যায় সেই বৃকাসুরকে অভিবাদন করিলেন ॥ ২৮ ॥ অনন্তর ভগবান্ কহিলেন—হে শকুনিনন্দন! আপনি কি জন্য এতদূর আগমন করিয়াছেন? নিশ্চয়ই আপনি পরিশ্রান্ত হইয়াছেন; অতএব ক্ষণকাল বিশ্রাম করুন। পুরুষের এই দেহ সর্ব্বকামনা পূরণ করে; অতএব দেহকে পীড়া দেওয়া আপনার উচিত নহে ॥ ২৯ ॥

শ্রীধর—উপসৃষ্টোঽনুগতঃ সন্ উদগাৎ অধাবৎ। উদক্ উত্তরতঃ ॥ ২৪ ॥ বৈকুণ্ঠং শ্বেতদ্বীপম্ ॥ ২৫-২৬ ॥ তং বৃকাসুরম্, তথাব্যসনং তাদৃগ্‌ব্যসনং যস্য তম্, বৃজিনার্দ্দনো দুঃখহন্তা, দূরতঃ এব দৃষ্ট্বা মেখলাদিভিরুপলক্ষিতঃ প্রত্যুদিয়াৎ সম্মুখমাগতঃ ॥ ২৭-২৮ ॥ ব্যক্তং নিশ্চিতম্, কিং কিমর্থম্, আত্মা দেহঃ সর্ব্বপুরুষার্থহেতুঃ অতো মা পীড়য়েতি ॥ ২৯ ॥

যদি নঃ শ্রবণায়ালং যুষ্মদ্ব্যবসিতং বিভো ।।
ভণ্যতাং প্রায়শঃ পুংভির্ধৃতৈঃ স্বার্থান্ সমীহতে ॥ ৩০ ॥
শ্রীশুক উবাচ
এবং ভগবতা পৃষ্টো বচসামৃতবর্ষিণা ।
গতক্লমোঽব্রবীৎ তস্মৈ যথাপূর্ব্বমনুষ্ঠিতম্ ॥ ৩১ ॥
শ্রীভগবানুবাচ
এবং চেৎ তর্হি তদ্বাক্যং ন বয়ং শ্রদ্দধীমহি ।
যো দক্ষশাপাৎ পৈশাচ্যং প্রাপ্তঃ প্রেতপিশাচরাট্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়—বিভো ! (হে ক্ষমতাশালিন্ !) [জনঃ] (লোকে) প্রায়শঃ [মন্ত্রিত্বেন] ধৃতৈঃ পুংভিঃ [প্রায়শঃই মন্ত্রিরূপে অবলম্বিত জনগণের সাহায্যে) স্বার্থান্ সমীহতে (স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকে) [অতঃ] (অতএব) যদি যুষ্মদ্ব্যবসিতং (যদি আপনার অভিলষিত কার্য্য) নঃ শ্রবণায় অলম্ (আমাদিগের শ্রবণের যোগ্য হয়), [তর্হি তৎ] ভণ্যতাম্ (তাহা হইলে তাহা বলুন) [আমি শুনিয়া পরামর্শ দিতে চেষ্টা করিব] ॥ ৩০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !] ভগবতা (ব্রাহ্মণবালকরূপী ভগবান্ নারায়ণকর্ত্তৃক অমৃতবর্ষিণা বচসা (অমৃতবর্ষী বাক্যের দ্বারা) এবং পৃষ্টঃ (এইরূপ জিজ্ঞাসিত) গতক্লমঃ [চ সন্] (ও ক্লান্তিশূন্য হইয়া) [সঃ] (সেই বৃকাসুর) তস্মৈ (তাঁহার নিকটে) অনুষ্ঠিতং যথাপূর্ব্বম্ অব্রবীৎ (নিজের আচরণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল) ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ বলিলেন) চেৎ এবম্ (যদি রুদ্রদেব এইরূপ বর প্রদান করিয়া থাকেন) তর্হি (তাহা হইলে) বয়ং (আমরা) তদ্বাক্যং (ঐ রুদ্রদেবের বাক্য) ন শ্রদ্দধীমহি (বিশ্বাস করি না), যঃ (ঐ রুদ্রদেব) দক্ষশাপাৎ (দক্ষের অভিশাপে) পৈশাচ্যং প্রাপ্তঃ [সন্] (পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়া) প্রেতপিশাচরাট্ (অভূৎ) (প্রেতগণের ও পিশাচগণের রাজা হইয়াছেন) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হে ক্ষমতাশালিন্ ! জনগণ প্রায়শঃই মন্ত্রিরূপে অবলম্বিত জনগণের সাহায্যে স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন ; অতএব যদি আপনার অভিলষিত কার্য্য আমাদিগের শ্রবণের যোগ্য হয় তাহা হইলে বলুন, আমি শুনিয়া পরামর্শ দিতে চেষ্টা করিব ॥ ৩০ ॥ শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! ব্রাহ্মণবালকরূপী ভগবান্ নারায়ণকর্ত্তৃক অমৃতবর্ষী বাক্যের দ্বারা এইরূপে জিজ্ঞাসিত ও ক্লান্তিশূন্য হইয়া সেই বৃকাসুর ভগবানের নিকটে নিজের আচরণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল ॥ ৩১ ॥ তখন ভগবান্ বলিলেন—হে দানবরাজ। যদি রুদ্রদেব এইরূপ বর প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা আমরা ঐ রুদ্রদেবের বাক্য বিশ্বাস করি না ; ঐ রুদ্রদেব দক্ষের অভিশাপে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে প্রেতগণ ও পিশাচগণের রাজা হইয়াছেন ॥ ৩২ ॥

শ্রীধর—প্রায়শঃ পুম্ভির্ধৃতৈর্ভবান্ স্বার্থান্ সমীহতে সাধয়িতুমিচ্ছতি। অথবা জনঃ পুম্ভিঃ সহায়ৈঃ স্বকার্য্যাণি সাধয়তি অতো নঃ কথ্যতামিতি ॥ ৩০-৩১ ॥

যদি বস্তত্র বিশ্রম্ভো দানবেন্দ্র। জগদ্গুরৌ।
তর্হ্যঙ্গাশু স্বশিরসি হস্তং ন্যস্য প্রতীয়তাম্ ॥ ৩৩ ॥
যদ্যসত্যং বচঃ শম্ভোঃ কথঞ্চিদ্দানবর্ষভ।।
তদৈনং জহ্যসদ্বাচং ন যদ্বক্ত্যনৃতং পুনঃ ॥ ৩৪ ॥
ইত্থং ভগবতশ্চিত্রৈর্বচোভিঃ স সুপেশলৈঃ।
ভিন্নধীর্বিস্মৃতঃ শীর্ষ্ণি স্বহস্তং কুমতির্ন্যধাৎ ॥ ৩৫ ॥
অথাপতদ্ভিন্নশিরা বজ্রাহত ইব ক্ষণাৎ।
জয়শব্দো নমঃশব্দঃ সাধুশব্দোঽভবদ্দিবি ॥ ৩৬ ॥
মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি হতে পাপে বৃকাসুরে।
দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্বা মোচিতঃ সঙ্কটাচ্ছিবঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়—দানবেন্দ্র! (হে দানবরাজ!) জগদ্গুরৌ তত্র (জগদ্গুরু বলিয়া মনে করিয়া ঐ রুদ্রদেবের প্রতি) যদি বঃ (যদি আপনার) বিশ্রম্ভঃ [বর্ত্ততে] (বিশ্বাস থাকে) তর্হি (তাহা হইলে) অঙ্গ! (হে বীর!) স্বশিরসি হস্তং ন্যস্য (নিজের মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া) [তদ্বাক্যস্য মিথ্যাত্বম্] আশু প্রতীয়তাম্ (তাঁহার বাক্যের মিথ্যাত্ব এক্ষণেই পরীক্ষা করিয়া অবগত হউন) ॥ ৩৩ ॥

দানবর্ষভ! (হে দানবশ্রেষ্ঠ!) যদি শম্ভোঃ বচঃ (যদি শঙ্করের বাক্য) কথঞ্চিৎ অসত্যং [স্যাৎ] (কোনরূপ মিথ্যা হয়) [তর্হি] (তাহা হইলে) তদা এনং (ঐ পরীক্ষার পরে) অসদ্বাচং [তং] (সেই মিথ্যাবাদী শম্ভুকে) জহি (বধ করিবেন), যৎ (যাহাতে) সঃ (তিনি) পুনঃ অনৃতং ন বক্তি (পুনরায় মিথ্যাবাক্য না বলেন) ॥ ৩৪ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] কুমতিঃ সঃ (সেই নির্বোধ বৃকাসুর) ভগবতঃ (ভগবানের) ইত্থং (এই প্রকার) সুপেশলৈঃ চিত্রৈঃ বচোভিঃ (অতি রমণীয় ও অদ্ভুত বাক্যসমূহের দ্বারা) ভিন্নধীঃ বিস্মৃতঃ [চ সন্] (বুদ্ধিভ্রষ্ট ও বিমোহিত হইয়া) শীর্ষ্ণি স্বহস্তং ন্যধাৎ (নিজমস্তকে নিজের হস্ত স্থাপন করিল) ॥ ৩৫ ॥

অথ ক্ষণাৎ (অতঃপর ক্ষণমধ্যে) [সঃ] (সেই বৃকাসুর) ভিন্নশিরাঃ [সন্] (ছিন্নমস্তক হইয়া) বজ্রাহতঃ ইব অপতৎ (বজ্রাহত ব্যক্তির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল)। পাপে বৃকাসুরে হতে (পাপিষ্ঠ বৃকাসুর নিহত হইলে) দিবি (স্বর্গে) জয়শব্দঃ নমঃশব্দঃ সাধুশব্দঃ [চ] অভবৎ (জয়শব্দ, নমঃশব্দ ও সাধুশব্দ উত্থিত হইল), দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্বাঃ (দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ ও গন্ধর্ব্বগণ) পুষ্পবর্ষাণি মুমুচুঃ (পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন), শিবঃ সঙ্কটাৎ মোচিতঃ (মহাদেবও সঙ্কট হইতে মুক্ত হইলেন) ॥ ৩৬-৩৭ ॥

অনুবাদ—হে দানবরাজ। জগদ্গুরু বলিয়া মনে করিয়া ঐ রুদ্রদেবের প্রতি যদি আপনার বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে হে বীর! আপনি নিজের মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া তাহার বাক্যের মিথ্যাত্ব এক্ষণেই পরীক্ষা করিয়া অবগত হউন ॥ ৩৩ ॥ হে দানবশ্রেষ্ঠ! যদি শঙ্করের বাক্য কোনরূপ মিথ্যা হয়,

—পিশাচাং পিশাচানাং প্রভুত্বম্ ॥ ৩২-৩৩ ॥

মুক্তং গিরিশমভ্যাহ ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
অহো দেব! মহাদেব! পাপোঽয়ং স্বেন পাপ্মনা॥ ৩৮॥
হতঃ কো নু মহৎস্বীশ! জন্তুর্বৈ কৃতকিল্বিষঃ।
ক্ষেমী স্যাৎ কিমু বিশ্বেশে কৃতাগস্কো জগদ্গুরৌ॥ ৩৯॥
য এবমব্যাকৃতশক্ত্যুদন্বতঃ পরস্য সাক্ষাৎ পরমাত্মনো হরেঃ।
গিরিত্রমোক্ষং কথয়েচ্ছৃণোতি বা বিমুচ্যতে সংসৃতিভিস্তথারিভিঃ॥ ৪০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
রুদ্রমোক্ষণং নামাষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮৮॥

অন্বয়—[অথ] ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ (অনন্তর ভগবান পুরুষোত্তম) মুক্তং গিরিশম্ অভ্যাহ (সঙ্কটমুক্ত গিরিশের নিকট আগমন করিয়া বলিলেন)—অহো দেব! মহাদেব! (হে দেব! হে মহাদেব!) অয়ং পাপঃ (এই পাপিষ্ঠ বৃকাসুর) স্বেন পাপ্মনা [এব] হতঃ (নিজের পাপেই নিহত হইল)। ঈশ! (হে ঈশ্বর!) মহৎসু কৃতকিল্বিষঃ (মহাজনগণের নিকট অপরাধ করিয়া) কঃ জন্তুঃ নু বৈ (কোন্ ব্যক্তিই বা) ক্ষেমী স্যাৎ? (মঙ্গল লাভ করিতে পারে?) জগদ্গুরৌ বিশ্বেশে [ত্বয়ি] (জগতের গুরু ও ঈশ্বর আপনার নিকটে) কৃতাগস্কঃ [জনঃ] (অপরাধকারী ব্যক্তি) [ক্ষেমী ন স্যাৎ ইতি] কিমু? (যে মঙ্গল লাভ করিতে পারে না, তাহাতে আর বক্তব্য কি?) ॥ ৩৮-৩৯॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] যঃ (যিনি) অব্যাকৃতশক্ত্যুদন্বতঃ (স্বাভাবিক নিত্য অনন্ত শক্তিসাগর) সাক্ষাৎ পরস্য পরমাত্মনঃ (সাক্ষাৎ পরমপুরুষ পরমাত্মা) হরেঃ (ভগবান শ্রীহরির) এবং গিরিত্রমোক্ষং (এইরূপ শিবমোচনাত্মক চরিত্রকথা) কথয়েৎ (কীর্ত্তন করেন), শৃণোতি বা (কিংবা শ্রবণ করেন), [সঃ] (তিনি) সংসৃতিভিঃ তথা অরিভিঃ (নানাযোনিতে পরিভ্রমণরূপ সংসারভয় ও কামক্রোধাদিরূপ শত্রুভয় হইতে) বিমুচ্যতে (বিমুক্ত হইয়া থাকেন) ॥ ৪০॥

তাহা হইলে ঐ পরীক্ষার পরে মিথ্যাবাদী শম্ভুকে আপনি বধ করিবেন, যাহাতে তিনি পুনরায় আর এইরূপ মিথ্যাবাক্য না বলেন ॥ ৩৪॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই দুষ্টবুদ্ধি বৃকাসুর তখন ভগবানের এই প্রকার অতি রমণীয় ও অদ্ভুত বাক্যসমূহের দ্বারা বুদ্ধিভ্রষ্ট ও বিমোহিত হইয়া নিজের মস্তকে নিজের হস্ত স্থাপন করিল॥ ৩৫॥ নিজের মস্তকে হস্ত স্থাপন করিবামাত্র সেই বৃকাসুর ছিন্নমস্তক হইয়া বজ্রাহত ব্যক্তির ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। এইরূপে পাপিষ্ঠ বৃকাসুর নিহত হইলে তখন স্বর্গে জয়শব্দ, নমঃশব্দ ও সাধুশব্দ উত্থিত হইল; দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, ও গন্ধর্ব্বগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন; মহাদেবও সঙ্কট হইতে মুক্ত হইলেন॥ ৩৭॥

অনুবাদ—অনন্তর ভগবান্ পুরুষোত্তম সঙ্কটমুক্ত গিরিশের নিকট আগমন করিয়া বলিলেন—হে দেব! হে মহাদেব! এই পাপিষ্ঠ বৃকাসুর নিজের পাপেই নিহত হইল। হে ঈশ্বর! মহাজনগণের নিকটে অপরাধ করিয়া কোন্ ব্যক্তি মঙ্গল লাভ করিতে পারে? জগতের গুরু ও ঈশ্বর আপনার

শ্রীধর—মৃষা মৃষা। বক্তা বদিষ্যতি॥ ৩৪॥ চিত্রৈর্ভ্রামকৈঃ সুপেশলৈবতিরম্যৈঃ [illegible]॥ [illegible]॥

নিকটে অপরাধ করিয়া কোন ব্যক্তিই যে মঙ্গল লাভ করিতে পারে না, তাহাতে আর বক্তব্য কি ? ॥ ৩৮-৩৯ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিত ! স্বাভাবিক, নিত্য ও অনন্ত শক্তিসাগর সাক্ষাৎ পরম পুরুষ পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীহরির এই শিবমোচনাত্মক চরিত্রকথা যিনি কীর্ত্তন করেন কিম্বা শ্রবণ করেন, তিনি নানাযোনিতে পরিভ্রমণরূপ সংসারভয় ও কামক্রোধাদিরূপ শত্রুভয় হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

শ্রীধর—কিমু বক্তব্যং বিশেষে ত্বয়ি কৃতাগস্কঃ কৃতাপরাধ ইতি ॥ ৩৯ ॥ অব্যাকৃতশক্ত্যাদয়তো বাঙ্মনসাগোচরশক্তি-সমুদ্রস্য গিরিত্রমোক্ষং শিবমোচনরূপং চরিতম্ সংসৃতির্নানাযোনিসঞ্চারৈঃ ॥ ৪০ ॥

ভক্তসঙ্কটমালোক্য কৃপাপূর্ণহৃদম্বুজঃ ।

গিরিত্রং চিত্রবাণ্যা চ মোক্ষয়ামাস কেশবঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৮ ॥

—•—

কোলাব

অষ্টাশীতিতমে বিষ্ণুরেব সেব্যঃ স নির্গুণঃ।
সগুণস্তু বৃকাচ্ছম্ভুঃ স্বভক্তাদাপ সঙ্কটম্॥

এই অষ্টাশী অধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণু গুণাতীত বলিয়া প্রকৃষ্ট সেব্য, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ এক পৌরাণিক কাহিনী উক্ত হইয়াছে। সগুণমূর্ত্তি শ্রীশিবের নিজভক্ত হইতে কিরূপ বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছিল এবং শ্রীবিষ্ণু তাহা হইতে শিবকে কিরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই কাহিনী বর্ণিত আছে।

বিবরণী

শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ জানিবার জন্য শ্রীশুকদেবকে প্রশ্ন করিতেছেন হে ব্রহ্মন্, সর্ব্বদা চিতাভস্মাদিযুক্ত ত্যাগী শিবকে ভজনা করিয়া ভক্তেরা ভোগৈশ্বর্য্য লাভ করেন। পক্ষান্তরে, ঐশ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মীপতি শ্রীবিষ্ণুকে ভজনা করিয়া নরনারী প্রায়শঃ দারিদ্র্য ভোগ করে, ইহার কারণ কি? ভোগরহিত শিবভক্তগণের ভোগিত্ব, আর সর্ব্বভোগাস্পদ শ্রীহরির সেবকগণের ভোগশূন্যতা—এই বিরোধিতা বিসদৃশ। বিরুদ্ধশীলয়োঃ প্রভ্বোঃ বিরুদ্ধা ভজতাং গতিঃ—ইহার কারণ কি?

শ্রীশুকদেব উত্তর দিলেন—শ্রীশিব সর্ব্বদাই শক্তির সঙ্গে যুক্ত। ত্রিবিধ অহংকারের অধিষ্ঠাতা হইয়া শিব স্থিত। যাহারা তামসিক, অহংকারী দৈব সুখের আশায় শিবকে ভজনা করে, তাহারা তাহাই পায়।

শ্রীহরি প্রকৃতির অতীত। তাঁহার আরাধনায় ভক্তও গুণাতীত হইয়া থাকেন। শিব ও ব্রহ্মা অতি শীঘ্র তুষ্ট ও রুষ্ট হন। শ্রীহরি তাহা হন না। বিষয়াসক্ত ভক্ত হইতে শিবের ভীতির সম্ভাবনা। ইহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন একটি॥

বৃক নামে এক অসুর শিবের পশ্চাদ্ধাবমান হইল। শিব তাহাকে বর দিয়াছেন—সে যার মাথায় হাত দিবে সে-ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এই বর সত্য কি না, তাহা অসুর শিবকে দিয়াই পরীক্ষা করিতে চায়। তখন শ্রীবিষ্ণু অসুরকে বলিলেন—নিজেকে দিয়াই পরীক্ষা কর না। অসুর তাহা করিয়া নিজেই নিজের মরণ বরণ করে।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

১। শ্রীশিব সর্ব্বদা শক্তির সঙ্গে যুক্ত। শক্তি ত্রিগুণময়ী মায়া, সুতরাং শিব সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহংরূপে সর্ব্বদা স্থিত। অহংকার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত। এই বিকারের মধ্যে তিনপ্রকার সুখ—ঐপস্থ্য, রাসন ও মানস। ইহার যে কোন সুখের আশায় শিবারাধনা করিলে প্রার্থনা মত ফল পাওয়া যায়।

শ্রীহরি গুণাতীত পুরুষোত্তম। এইজন্য তাঁহার আরাধনায় জীব গুণাতীত হইবেই। ইহাতে অসামঞ্জস্য কিছুই নাই। শিবস্য গুণময়ত্বাৎ "সম্পদামপি ত্রিগুণময়ত্বাৎ তদ্ভজনে গুণপ্রাপ্তিরিতি ন তত্ত্বতো বিরোধ ইতি ভাবঃ।

২। ভগবান্ শ্রীহরি ভক্তদের দুঃখ দেন ইহার কারণ কি? পুত্রবৎসল পিতা যেমন পুত্রের ভবিষ্যতের কষ্টভোগ দূর করার জন্য অধ্যয়নাদি করাইবার জন্য কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনে তাহাকে নিযুক্ত করেন। ভক্তবৎসলো ভগবান্ ভক্তেভ্যঃ কথং দুঃখং দদাতীতি চেৎ সত্যং। পুত্রবৎসলোঽপি পিতা পুত্রেভ্যো ভোগদূরী-করণেন অধ্যয়নাদিকৃচ্ছ্রং যদ্দদাতি তদ্বাৎসল্যং স এব জানাতি, নতু তদানীং তৎপুত্রা অপীতি।

৩। নিজ কর্ম্মজনিত দুঃখ ও ভগবদিচ্ছাজনিত দুঃখ একপ্রকার নহে। শত্রুকৃত আঘাত ও মাতৃকৃত আঘাতে পার্থক্য বহু। একটি দুঃখ দিবার জন্যই, অপরটি কল্যাণের জন্য। ডাকাতের ছুরি প্রাণনাশের জন্য। ডাক্তারের ছুরিকা প্রাণ রক্ষার জন্য। পার্থক্য বিষ ও অমৃতের মত।

কর্ম্মোত্থভগবদুত্থয়োঃ শত্রুকৃতমাতৃকৃততাড়নোত্থয়োরিব দুঃখয়োর্বিষামৃতয়োরিব কুতস্তুল্যতা।

৪। ভগবান্ যে প্রিয়জনকে দুঃখ দেন তাহা চক্ষে কাজল দানের মত। ইহাতে চক্ষের সৌন্দর্য্য ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হয়। আরও ভাব—ভক্তেরা যদি সর্ব্বদা সুখেই থাকে, তাহা হইলে পরিত্রাণায় সাধূনাং কথাটাই থাকে না। তাহা হইলে কারণাভাবে ভগবানের অবতারই হয় না, তিনি না আসিলে রাসাদি-লীলাসমুদ্রে ভক্তদের নিমজ্জন কিরূপে সম্ভব হইত?

যদি ভক্তাঃ সদা সুখিন এব কৃতাঃ স্যুস্তদা
পরিত্রাণায় সাধূনামিতি নিমিত্তাভাবে সতি কৃষ্ণরামাদ্য-
বতারা অপি ন স্যুঃ। যদি চ ন স্যুস্তদা রাসাদিলীলা-
মৃতসিন্ধৌ ভক্তানাং খেলনং কথং স্যাদিতি।

যদি বলেন যে সাধুদিগের দুঃখ হইতে ত্রাণ করা ছাড়া আর অন্য কারণে কি অবতার হইতে পারিতেন না? তাহার উত্তরে এইমাত্র বলিব যে, রাত্রি আছে বলিয়াই সূর্য্যোদয়ের আনন্দ। গ্রীষ্ম আছে বলিয়াই শীতল জলের স্নিগ্ধতা, শীত আছে বলিয়াই উষ্ণজল আরাম দেয়, অন্ধকার আছে বলিয়াই প্রদীপের শোভা, ক্ষুধার জ্বালা আছে বলিয়াই অন্নাদির স্বাদুতা।

নমু চ সাধু-দুঃখত্রাণাত্মকং নিমিত্তং বিনাপি তস্যাবতারে কো দোষঃ স্যাৎ। সত্যং ভো ভ্রাতস্ত্বং ন রসাভিজ্ঞোঽসি শ্রূয়তাং—যামিন্যাং সত্যামেব সূর্য্যোদয়ঃ শোভতে। গ্রীষ্মে সত্যেব শীতলাম্বুঃ সুখদং, শীতে সত্যেবোষ্ণাম্বুঃ, তমস্যেব দীপঃ শোভতে ন তু প্রকাশে, ক্ষুৎপীড়ায়াং সত্যামেবান্নমতিস্বাদু ভবতীত্যলমতি-বিস্তরেণ।

৫। এই লীলাশ্রবণের ফলশ্রুতি শেষ শ্লোকে। প্রপঞ্চাতীত পুরুষোত্তম শ্রীহরির এই শিবমোচন-রূপ চরিত যিনি শ্রবণ করেন বা অন্যের নিকট কীর্ত্তন করেন, তিনি জন্মমৃত্যুরূপ সংসারপ্রবাহ হইতে এবং অন্যান্য শত্রু হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। 'বিমুচ্যতে সংসৃতিভিস্তথারিভিঃ'॥

অষ্টাশী অধ্যায়ের ফেলালব নামক ভাবানুবাদ সমাপ্ত।

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

সরস্বত্যাস্তটে রাজন্নৃষয়ঃ সত্রমাসত।
বিতর্কঃ সমভূৎ তেষাং ত্রিষ্বধীশেষু কো মহান্ ॥ ১ ॥
তস্য জিজ্ঞাসয়া তে বৈ ভৃগুং ব্রহ্মসুতং নৃপ!।
তজ্জ্ঞপ্ত্যৈ প্রেষয়ামাসুঃ সোঽভ্যগাদ্ ব্রহ্মণঃ সভাম্ ॥ ২ ॥
ন তস্মৈ প্রহ্বণং স্তোত্রং চক্রে সত্ত্বপরীক্ষয়া।
তস্মৈ চুক্রোধ ভগবান্ প্রজ্বলন্ স্বেন তেজসা ॥ ৩ ॥

[এই অধ্যায়ে দুইটি উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতেছেন]

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) রাজন্! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) [একদা] ঋষয়ঃ (এক সময়ে ঋষিগণ) সরস্বত্যাঃ তটে (সরস্বতী নদীর তীরে) সত্রম্ আসত (যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত সমবেত হইয়াছিলেন)। [তত্র] তেষাং (তথায় তাঁহাদিগের মধ্যে) "ত্রিষু অধীশেষু কঃ মহান্ (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন অধীশ্বরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ)" [ইতি] বিতর্কঃ সমভূৎ (এই বিতর্ক সমুপস্থিত হইয়াছিল) ॥ ১ ॥

নৃপ! (হে রাজন্!) [তদা] তে (তখন ঋষিগণ) তস্য জিজ্ঞাসয়া (তাহা জানিবার ইচ্ছায়) ব্রহ্মসুতং ভৃগুং বৈ (ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুমুনিকেই) প্রেষয়ামাসুঃ (প্রেরণ করিলেন)। সঃ [অপি] (ভৃগুমুনিও) তজ্জ্ঞপ্ত্যৈ (তাহা জানিবার জন্য) ব্রহ্মণঃ সভাম্ অভ্যগাৎ (ব্রহ্মার সভায় গমন করিলেন) ॥ ২ ॥

[তত্র গত্বা সঃ] (তথায় সমুপস্থিত হইয়া ভৃগুমুনি) সত্ত্বপরীক্ষয়া (তেজ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত) তস্মৈ (তাঁহাকে) প্রহ্বণং স্তোত্রং [চ] ন চক্রে (প্রণাম ও স্তব কিছুই করিলেন না, [তেন] (তাহাতে) ভগবান্ (ভগবান্ ব্রহ্মা) স্বেন তেজসা প্রজ্বলন্ (স্বীয় তেজের দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া) তস্মৈ চুক্রোধ (তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—**শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এক সময়ে ঋষিগণ সরস্বতী নদীর তীরে যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত সমবেত হইয়াছিলেন। তখন তথায় তাঁহাদিগের মধ্যে "ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন অধীশ্বরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ", এইরূপ বিতর্ক সমুপস্থিত হইয়াছিল ॥ ১ ॥ হে রাজন্! তখন ঋষিগণ তাহা জানিবার ইচ্ছায় ব্রহ্মার পুত্র ভৃগুমুনিকেই প্রেরণ করিলেন। ভৃগুমুনিও তাহা জানিবার জন্য প্রথমে ব্রহ্মার সভায় গমন করিলেন ॥ ২ ॥ তথায় সমুপস্থিত হইয়া ভৃগুমুনি তেজ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাকে প্রণাম ও স্তব কিছুই করিলেন না; তাহাতে ভগবান্ ব্রহ্মা স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ৩ ॥**

শ্রীধর—নবাশীতিতমে দেবঃ কো মহানিতি সংশয়ে। পরীক্ষ্য বিষ্ণোরুৎকর্ষং মুনিভ্যোঽবর্ণয়দ্ ভৃগুঃ ॥ ইতিহাসান্তরমাহ—সরস্বত্যা ইতি ॥ ১-৩ ॥

স আত্মন্যুত্থিতং মন্যুমাত্মজায়াত্মনা প্রভুঃ।
অশীশমদ্ যথা বহ্নিং স্বযোন্যা বারিণাত্মভূঃ ॥ ৪ ॥

ততঃ কৈলাসমগমৎ স তং দেবো মহেশ্বরঃ।
পরিরব্ধুং সমারেভে উত্থায় ভ্রাতরং মুদা ॥ ৫ ॥

নৈচ্ছৎ ত্বমস্যুৎপথগ ইতি দেবশ্চুকোপ হ।
শূলমুদ্যম্য তং হন্তুমারেভে তিগ্মলোচনঃ ॥ ৬ ॥

পতিত্বা পাদয়োর্দ্দেবী সান্ত্বয়ামাস তং গিরা।
অথো জগাম বৈকুণ্ঠং যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—[অথ] প্রভুঃ যথা (অনন্তর সূর্য্য যেমন) স্বযোন্যা বারিণা (নিজপ্রবর্ত্তিত বৃষ্টির দ্বারা) বহ্নিং [শময়তি] (নিজ হইতে উত্থিত নিদাঘসন্তাপরূপ নিজপ্রজানাশক বহ্নিকে প্রশমিত করিয়া থাকেন), [তথা] (সেইরূপ) সঃ আত্মভূঃ (ক্রুদ্ধ ব্রহ্মা) আত্মজায় (নিজপুত্রের বধের নিমিত্ত) আত্মনি উত্থিতং মন্যুম্ (নিজের মধ্যে উত্থিত ক্রোধকে) আত্মনা [এব] (নিজের দ্বারাই) অশীশমৎ (প্রশমিত করিলেন) ॥ ৪ ॥

[অথ] সঃ (অনন্তর ভৃগুমুনি) ততঃ (তথা হইতে) কৈলাসম্ অগমৎ (কৈলাসে গমন করিলেন)। দেবঃ মহেশ্বরঃ (দেব মহেশ্বর) তং [দৃষ্ট্বা] (তাঁহাকে দেখিয়া) মুদা উত্থায় (আনন্দে উত্থিত হইয়া) ভ্রাতরং পরিরব্ধুং (ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিতে) সমারেভে (সমুদ্যত হইলেন), [ভৃগুঃ তু] (কিন্তু ভৃগুমুনি) "ত্বং উৎপথগঃ অসি (তুমি উৎপথগামী হইয়াছ)" ইতি [তিরস্কৃত্য] (এইরূপ তিরস্কার করিয়া) [তৎ] ন ঐচ্ছৎ (ঐ আলিঙ্গন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না)। [তদা] দেবঃ (তখন মহাদেব) চুকোপ হ (কুপিত হইলেন) তিগ্মলোচনঃ [চ সন্] (এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া) শূলম্ উদ্যম্য (শূল উত্তোলন করিয়া) তং হন্তুম্ আরেভে (সেই ভৃগুমুনিকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন) ॥ ৫-৬ ॥

[তদা] দেবী (তখন দেবী শঙ্করী) [তস্য] পাদয়োঃ পতিত্বা (পতির শ্রীচরণযুগলে পতিত হইয়া) গিরা (অনুনয় বাক্যের দ্বারা) তং (তাঁহাকে) সান্ত্বয়ামাস (সান্ত্বনা করিলেন)। অথো [ভৃগুঃ] (অনন্তর ভৃগুমুনি) [ততঃ] (তথা হইতে) যত্র দেবঃ জনার্দ্দনঃ [বর্ত্ততে] (যে স্থানে দেবদেব জনার্দ্দন অবস্থিত আছেন) [তৎ] বৈকুণ্ঠং জগাম (সেই বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সূর্য্য যেমন নিজ হইতে উত্থিত গ্রীষ্মসন্তাপরূপ নিজপ্রজানাশক অগ্নিকে নিজ-প্রবর্ত্তিত বৃষ্টির দ্বারা প্রশমিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ ক্রুদ্ধ ব্রহ্মা নিজপুত্রের বিনাশের নিমিত্ত নিজের মধ্যে উত্থিত ক্রোধকে নিজের দ্বারাই প্রশমিত করিলেন ॥ ৪ ॥ তাহার পর ভৃগুমুনি তথা হইতে কৈলাসে গমন করিলেন। তখন দেবদেব মহেশ্বর তাঁহাকে দর্শন করিয়া আনন্দে উত্থিত হইলেন এবং ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিতে সমুদ্যত হইলেন ; কিন্তু ভৃগুমুনি "তুমি উৎপথগামী হইয়াছ" এইরূপ বলিয়া তিরস্কার করিয়া ঐ আলিঙ্গন গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন মহাদেব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া শূল উত্তোলন করিয়া ভৃগুমুনিকে বধ করিতে সমুদ্যত হইলেন ॥ ৫-৬ । তখন দেবী শঙ্করী পতির শ্রীচরণযুগলে নিপতিত হইয়া অনুনয় বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন। অনন্তর ভৃগুমুনি তথা হইতে যে স্থানে দেবদেব জনার্দ্দন অবস্থিত আছেন, সেই বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥

শ্রীধর—স্বযোন্যা স্বস্যৈব রূপান্তরেণাভিব্যক্তিস্থানেন স্বকার্য্যোণেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

শয়ানং শ্রিয় উৎসঙ্গে পদা বক্ষস্যতাড়য়ৎ ।
তত উত্থায় ভগবান্ সহ লক্ষ্ম্যা সতাং গতিঃ ॥ ৮ ॥

স্বতল্পাদবরুহ্যাশু ননাম শিরসা মুনিম্ ।
আহ তে স্বাগতং ব্রহ্মন্ ! নিষীদাত্রাসনে ক্ষণম্ ।
অজানতামাগতান্ বঃ ক্ষন্তুমর্হথ নঃ প্রভো ! ॥ ৯ ॥

পুনীহি সহলোকং মাং লোকপালাংশ্চ মদগতান্ ।
পাদোদকেন ভবতস্তীর্থানাং তীর্থকারিণা ॥ ১০ ॥

অদ্যাহং ভগবন্ ! লক্ষ্ম্যা আসমেকান্তভাজনম্ ।
বৎস্যত্যুরসি মে ভূতির্ভবৎপাদহতাংহসঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—[ভৃগুঃ] (ভৃগুমুনি) [তত্র আগত্য] (তথায় আগমন করিয়া) শ্রিয়ঃ উৎসঙ্গে (লক্ষ্মীদেবীর ক্রোড়ে) শয়ানং [হরিং] বক্ষসি (শয়ান শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে) পদা অতাড়য়ৎ (পদাঘাত করিলেন)। ততঃ (তাহার পরে) সতাং গতিঃ ভগবান্ [হরিঃ] (সাধুগণের গতি ভগবান্ শ্রীহরি) লক্ষ্ম্যা সহ (লক্ষ্মীদেবীর সহিত) উত্থায় (উত্থিত হইয়া) স্বতল্পাৎ আশু অবরুহ্য (নিজের শয্যা হইতে শীঘ্র অবতরণ করিয়া) শিরসা (মস্তকের দ্বারা) মুনিং ননাম আহ [চ] (ভৃগুমুনিকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন)—ব্রহ্মন্ ! তে স্বাগতম্ (আপনার সুখে আগমন হইল ত ?) অত্র আসনে (এই আসনে) ক্ষণং নিষীদ (ক্ষণকাল উপবেশন করুন), প্রভো ! (হে প্রভো !) আগতান্ বঃ অজানতাং নঃ (আপনি আগমন করিয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই, আমাদিগকে) ক্ষন্তুম্ অর্হথ (আপনি ক্ষমা করুন) ॥ ৮-৯ ॥

[হে ব্রহ্মন্ !] তীর্থানাং তীর্থকারিণা (তীর্থসমূহেরও পবিত্রতাসম্পাদক) ভবতঃ পাদোদকেন (ভবদীয় পাদোদকের দ্বারা) [ত্বং] (আপনি) সহলোকং মাং (সর্ব্বলোকের সহিত আমাকে) মদগতান্ লোকপালান্ চ (এবং আমার অনুগত লোকপালগণকে) পুনীহি (পবিত্র করুন) ॥ ১০ ॥

ভগবন্ ! (হে ভগবন্ !) অদ্য অহং (আজ আমি) লক্ষ্ম্যাঃ একান্তভাজনম্ আসম্ (লক্ষ্মীদেবীর একান্ত আশ্রয় হইলাম), ভবৎপাদহতাংহসঃ মে উরসি (আপনার পদাঘাতের দ্বারা পাপক্ষয় হওয়ায় আমার বক্ষঃস্থলে) ভূতিঃ [সদা] বৎস্যতি (লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বদা বাস করিবেন) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—বৈকুণ্ঠে তখন ভগবান্ শ্রীহরি লক্ষ্মীদেবীর ক্রোড়দেশে শয়ান ছিলেন, ভৃগুমুনি তথায় আগমন করিয়া শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। তাহার পর সাধুগণের গতি ভগবান্ শ্রীহরি লক্ষ্মীদেবীর সহিত উত্থিত হইয়া শয্যা হইতে সত্বর অবতরণ করিয়া মস্তকের দ্বারা ভৃগুমুনিকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন—হে ব্রহ্মন্ ! আপনার সুখে আগমন হইল ত ? এই আসনে ক্ষণকাল উপবেশন করুন। হে প্রভো ! আপনি যে আগমন করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই ; আমাদিগকে আপনি ক্ষমা করুন ॥ ৮-৯ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! আপনার পাদোদক তীর্থসমূহেরও পবিত্রতা-সম্পাদক ; আপনি আপনার পাদোদকের দ্বারা সর্ব্বলোকের সহিত আমাকে ও আমার অনুগত লোকপালগণকে পবিত্র করুন ॥ ১০ ॥ হে ভগবন্ ! আজ আমি লক্ষ্মীর একান্ত আশ্রয় হইলাম, আপনার পদাঘাতের দ্বারা পাপক্ষয় হওয়ায় আমার বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীদেবী সতত বাস করিবেন ॥ ১১ ॥

শ্রীধর—তেন যথা কশ্চিদ্বহ্নিং শময়তি, তথা স্বকার্য্যেণ পুত্রত্ব নিমিত্তেন ক্রোধং শময়াঞ্চাসেত্যর্থঃ ॥ ৮-৯ ॥ তীর্থকারিণা তীর্থত্বনিমিত্তেন ॥ ১০-১১ ॥

শ্রীশুক উবাচ

এবং ব্রুবাণে বৈকুণ্ঠে ভৃগুস্তন্মন্দ্রয়া গিরা।
নির্বৃতস্তর্পিতস্তূষ্ণীং ভক্ত্যুৎকণ্ঠোঽশ্রুলোচনঃ ॥ ১২ ॥
পুনশ্চ সত্রমাব্রজ্য মুনীনাং ব্রহ্মবাদিনাম্।
স্বানুভূতমশেষেণ রাজন্! ভৃগুরবর্ণয়ৎ ॥ ১৩ ॥
তন্নিশম্যাথ মুনয়ো বিস্মিতা মুক্তসংশয়াঃ।
ভূয়াংসং শ্রদ্দধুর্বিষ্ণুং যতঃ শান্তির্যতোঽভয়ম্ ॥ ১৪ ॥
ধর্ম্মঃ সাক্ষাদ যতো জ্ঞানং বৈরাগ্যঞ্চ তদন্বিতম্।
ঐশ্বর্য্যঞ্চাষ্টধা যস্মাদ্ যশশ্চাত্মমলাপহম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ] বৈকুণ্ঠে এবং ব্রুবাণে (সতি) (ভগবান্ শ্রীহরি এইরূপ বলিলে) ভৃগুঃ (ভৃগুমুনি) তন্মন্দ্রয়া গিরা (তাঁহার গভীর বাক্যে) নির্বৃতঃ (তাঁহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ অবধারণপূর্বক পরমানন্দ লাভ করিয়া) তর্পিতঃ ভক্ত্যুৎকণ্ঠঃ অশ্রুলোচনঃ চ সন (প্রীত, ভক্তিভরে গদগদ ও অশ্রুপূর্ণনয়ন হইয়া) তূষ্ণীং [বভূব] (নীরব হইয়া রহিলেন)॥ ১২ ॥

রাজন্! (হে রাজন্!) অথ] ভৃগুঃ (অনন্তর ভৃগুমুনি) পুনঃ চ (পুনরায়) ব্রহ্মবাদিনাং মুনীনাং (ব্রহ্মবাদী মুনিগণের) সত্রম্ আব্রজ্য (যজ্ঞস্থলে আগমন করিয়া) [তেষাং] (তাঁহাদিগের নিকটে) স্বানুভূতম্ (নিজের অনুভূত বিষয়) অশেষেণ অবর্ণয়ৎ (সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করিলেন)॥ ১৩ ॥

অথ মুনয়ঃ (অনন্তর মুনিগণ) তৎ নিশম্য (তাহা শ্রবণ করিয়া) বিস্মিতাঃ মুক্তসংশয়াঃ [চ সন্তঃ] (বিস্ময়ান্বিত ও সংশয়মুক্ত হইয়া) বিষ্ণুং (ভগবান বিষ্ণুকে) ভূয়াংসং শ্রদ্দধুঃ (মহত্তম বলিয়া নিশ্চয় করিলেন)। যতঃ শান্তিঃ যতঃ অভয়ম্ (যাহা হইতে শান্তি ও অভয় লাভ করা যায়) যতঃ (যাহা হইতে) সাক্ষাৎ ধর্মঃ (সাক্ষাৎ ভক্তিধর্ম) জ্ঞানং (তৎস্বরূপাদিবিষয়ক জ্ঞান), বৈরাগ্যং (বিষয়বৈরাগ্য), তদন্বিতং চ (তদ্ভাবপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ) অষ্টধা ঐশ্বর্য্যং চ (ভবতি) (যে অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ হয়), যস্মাৎ আত্মমলাপহং যশঃ চ [ভবতি] (যাহা হইতে আত্মার

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীহরি এইরূপ বলিলে ভৃগুমুনি তাঁহার গভীর বাক্যে তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া অবধারণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং প্রীতিও ভক্তিভরে গদ্‌গদও অশ্রুপূর্ণনয়ন হইয়া নীরবে অবস্থান করিলেন ॥ ১২ ॥ হে রাজন্! অনন্তর ভৃগুমুনি পুনরায় ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন এবং তাঁহাদিগের নিকট ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে পরীক্ষা করিতে গিয়া নিজে যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করিলেন ॥ ১৩ ॥ মুনিগণ তাহা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত ও সংশয়মুক্ত হইলেন এবং ভগবান্ বিষ্ণুকেই মহত্তম বলিয়া নিশ্চয় করিয়া কহিলেন—যাহা হইতে শান্তি ও অভয় লাভ করা যায়, আর যাহা হইতে সাক্ষাৎ ভক্তি

শ্রীধর—তন্মন্দ্রয়া গম্ভীরয়া গিরা নির্বৃতস্তূষ্ণীং বভূবেতি শেষ ॥ ১২-১৩ ॥

মুনীনাং ন্যস্তদণ্ডানাং শান্তানাং সমচেতসাম্।
অকিঞ্চনানাং সাধূনাং যমাহুঃ পরমাং গতিম্॥ ১৬।
সত্ত্বং যস্য প্রিয়া মূর্ত্তির্ব্রাহ্মণাস্ত্বিষ্টদেবতাঃ।
ভজন্ত্যনাশিষঃ শান্তা যং বা নিপুণবুদ্ধয়ঃ॥ ১৭॥
ত্রিবিধাকৃতয়স্তস্য রাক্ষসা অসুরা সুরাঃ।
গুণিন্যা মায়য়া সৃষ্টাঃ সত্ত্বং তত্তীর্থসাধনম্॥ ১৮॥

শ্রীশুক উবাচ

ইত্থং সারস্বতা বিপ্রা নৃণাং সংশয়নুত্তয়ে।
পুরুষস্য পদাম্ভোজ-সেবয়া তদ্গতিং গতাঃ॥ ১৯॥

মলনাশক যশ লাভ হয়)। শাস্ত্রজ্ঞাঃ [শাস্ত্রজ্ঞগণ] যং (যাঁহাকে) ন্যস্তদণ্ডানাং (অহিংসাপরায়ণ), শান্তানাং (শান্ত), সমচেতসাম (সমচিত্ত) অকিঞ্চনানাং (অকিঞ্চন) সাধূনাং মুনীনাং (ও সাধু মুনিগণের) পরমাং গতিং আহুঃ (পরমগতি বলিয়া থাকেন) সত্ত্বং যস্য প্রিয়া মূর্ত্তিঃ (সত্ত্বগুণ যাঁহার প্রিয়মূর্ত্তি) ব্রাহ্মণাঃ তু [যস্য] ইষ্টদেবতাঃ (ব্রাহ্মণগণ যাঁহার ইষ্টদেবতা) অনাশিষঃ শান্তাঃ নিপুণবুদ্ধয়ঃ। সাধবঃ (এবং নিষ্কাম, শান্ত ও নিপুণবুদ্ধি সাধুগণ) যং বা ভজন্তি (যাঁহাকে ভজনা করিয়া থাকেন), যদ্যপি [যদিও] তস্য [ভগবতঃ এব] (সেই ভগবান্ বিষ্ণুরই) গুণিন্যা মায়য়া (ত্রিগুণময়ী মায়ার দ্বারা) রাক্ষসাঃ অসুরাঃ সুরাঃ (তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক) [ইতি] ত্রিবিধাকৃতয়ঃ (এই তিন প্রকার শরীর) সৃষ্টাঃ (সৃষ্ট হইয়াছে) [তথাপি] (তাহা হইলেও) সত্ত্বং (সাত্ত্বিক শরীরই) তত্তীর্থসাধনম (সেই ভগবান বিষ্ণুর উপাসনারূপ তীর্থের উপায়)॥ ১৪—১৮॥

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] সারস্বতা বিপ্রাঃ (সরস্বতীনদীর তীরবাসী মুনিগণ) নৃণাং সংশয়নুত্তয়ে (উপাসকগণের "ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মধ্যে কোন দেবতা শ্রেষ্ঠ?" এই সংশয় দূর করিবার নিমিত্ত) ইত্থং [নিশ্চিত্য (এইরূপে বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চয় করতঃ)] পুরুষস্য (পুরুষোত্তম বিষ্ণুর) পদাম্ভোজ সেবয়া (শ্রীচরণকমল সেবা করিয়া) তদ্গতিং গতাঃ (তৎপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন)॥ ১৯॥

ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিষয়বৈরাগ্য, মোক্ষ, অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য ও আত্মার মলনাশক যশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, শাস্ত্রজ্ঞগণ যাঁহাকে অহিংসাপরায়ণ, শান্ত, সমচিত্ত, অকিঞ্চন ও সাধু মুনিগণের পরমাশ্রয় বলিয়া থাকেন, সত্ত্বগুণ যাঁহার প্রিয়া মূর্ত্তি, ব্রাহ্মণগণ যাঁহার ইষ্টদেবতা এবং নিষ্কাম, শান্ত ও নিপুণবুদ্ধি সাধুগণ যাঁহাকে ভজনা করিয়া থাকেন, যদিও সেই ভগবান্ বিষ্ণুর ত্রিগুণময়ী মায়ার দ্বারা রাজস, তামস ও সাত্ত্বিক এই তিন প্রকার শরীর সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলেও সাত্ত্বিক শরীরই সেই ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনারূপ তীর্থের উপায়॥ ১৪॥ শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সরস্বতী নদীর তীরবাসী ঐ

শ্রীধর—বিস্মিতাঃ সন্তঃ অপরাধাতিরেকেঽপি নির্ব্বিকারত্বেন ভূয়াংসং শ্রদ্দধুঃ মহত্তমং নিশ্চিতবন্তঃ। যতো যস্মিন॥ ১৩॥ বৈরাগ্যঞ্চ চতুর্ব্বিধমিতি পাঠে তচ্চাতুর্ব্বিধ্যমেবং দ্রষ্টব্যম্। বিষয়াংস্ত্যক্তুমশক্নুবতোঽপি সম্মানেচ্ছাত্যাগ আদ্যং বৈরাগ্যম্। ততো বিষয়াণাং মধ্যে লবণাদিব্যতিরেকেণাপি বৃত্তির্দ্বিতীয়ম্, তথা বৃত্তাবপি মনসি রাগশৈথিল্যেন বাহ্যেন্দ্রিয়ৈরেব বিষয়সেবনং তৃতীয়ম, তত্রাপ্যৌদাসীন্যং চতুর্থম্ যথাহুঃ—"বৈরাগ্যমাদ্যং যতমানসংজ্ঞং ক্বচিদ্বিরাগো ব্যতিরেক-সংজ্ঞম্। একেন্দ্রিয়াখ্যং হৃদি রাগমোক্ষং তত্রাপ্যভাবস্তু বশীকৃতাখ্যাম্" ইতি॥ ১৫—১৭॥

শ্রীসূত উবাচ

ইত্যেতন্মুনিতনয়াস্যপদ্মগন্ধ-পীযূষং ভবভয়ভিৎ পরস্য পুংসঃ।
সুশ্লোকং শ্রবণপুটৈঃ পিবত্যভীক্ষ্ণং পান্থোঽধ্বভ্রমণপরিশ্রমং জহাতি ॥ ২০ ॥

শ্রীশুক উবাচ

একদা দ্বারবত্যাং তু বিপ্রপত্ন্যাঃ কুমারকঃ।
জাতমাত্রো ভুবং স্পৃষ্ট্বা মমার কিল ভারত ॥ ২১ ॥
বিপ্রো গৃহীত্বা মৃতকং রাজদ্বার্যুপধায় সঃ।
ইদং প্রোবাচ বিলপন্নাতুরো দীনমানসঃ। ২২ ॥

অন্বয়—শ্রীসূতঃ উবাচ (সূত কহিলেন) [হে শৌনকাদি মুনিগণ!] যঃ পান্থঃ (সংসারপথে পতিত যে পথিক) মুনিতনয়াস্যপদ্মগন্ধপীযূষং (ব্যাসনন্দন শুকদেবের মুখকমলের গন্ধযুক্ত অমৃতস্বরূপ) ভবভয়ভিৎ (সংসারভয়নাশক) পরস্য পুংসঃ (পরমপুরুষ বিষ্ণুর) ইত্যেতৎ সুশ্লোকং (এই পবিত্র যশ) অভীক্ষ্ণং (নিরন্তর) শ্রবণপুটৈঃ পিবতি (কর্ণপুট দিয়া পান করেন অর্থাৎ শ্রবণ করেন), [সঃ] (সেই সংসারপথের পথিক) অধ্বভ্রমণপরিশ্রমং জহাতি (সংসারপথ পরিভ্রমণজনিত পরিশ্রম দূর করিয়া থাকেন অর্থাৎ মুক্ত হন)। ২০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) ভারত! (হে ভরতবংশধর পরীক্ষিৎ!) [ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রকাশক আর এক ইতিহাস বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন], একদা (একদিন) দ্বারবত্যাং তু (দ্বারকানগরে) বিপ্রপত্ন্যাঃ (এক ব্রাহ্মণপত্নীর) কুমারকঃ (একটি পুত্র) জাতমাত্রঃ ভুবং স্পৃষ্ট্বা (ভূমিষ্ঠ হইয়াই) মমার কিল (মরিয়া গেল)॥ ২১ ॥

[অথ] সঃ বিপ্রঃ (অনন্তর মৃতশিশুর পিতা ব্রাহ্মণ) মৃতকং গৃহীত্বা (মৃতপুত্রকে লইয়া) রাজদ্বারি উপধায় (রাজদ্বারে স্থাপন করিয়া) আতুরঃ দীনমানসঃ [চ সন] (শোকে কাতর ও দুঃখিতচিত্ত হইয়া) বিলপন (বিলাপ

সকল মুনি উপাসকগণের সংশয় দূর করিবার নিমিত্ত এইরূপে শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চয় করিয়া পুরুষোত্তম বিষ্ণুর শ্রীচরণকমল সেবা করতঃ তৎপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ১৯॥

অনুবাদ—সূত কহিলেন, হে শৌনকাদি মুনিগণ! ব্যাসনন্দন শুকদেবের মুখকমলের গন্ধযুক্ত অমৃতস্বরূপ পরমপুরুষ বিষ্ণুর এই পবিত্র যশ, সংসারভয়নাশক; সংসার পথে পতিত যে পথিক এই পবিত্র যশ নিরন্তর কর্ণপুট দিয়া পান করেন অর্থাৎ শ্রবণ করেন, সেই পথিক সংসারপথ পরিভ্রমণজনিত পরিশ্রম দূর করিয়া থাকেন অর্থাৎ মুক্ত হন॥ ২০ ॥ শুকদেব বলিলেন—হে ভরতবংশধর পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্যপ্রকাশক আর এক ইতিহাস বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন;—দ্বারকানগরে একদিন এক ব্রাহ্মণপত্নীর একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ॥ ২১ ॥ অনন্তর মৃতশিশুর পিতা ব্রাহ্মণ, মৃতপুত্রটিকে লইয়া রাজদ্বারে স্থাপন করতঃ শোকে

শ্রীধর—তস্য চ ভগবত এব যদ্যপি ত্রিবিধা আকৃতয়ঃ, তথাপি তৎ তাসু সত্ত্বমেব তীর্থসাধনং পুরুষার্থহেতুঃ ॥ ১৮ ॥ ইত্থং নিশ্চিত্য সরস্বতীতীরবাসিনো বিপ্রা হরিসেবয়া মুক্তিং প্রাপুরিতি ॥ ১৯ ॥ ব্যাসনন্দনস্য মুখপঙ্কজাদুদ্গতং গন্ধযুক্-পীযূষতুল্যং হরেঃ প্রশস্তং যশো যঃ সংসারী সেবতে, স মুক্তো ভবতীতি ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মদ্বিষঃ শঠধিয়ো লুব্ধস্য বিষয়াত্মনঃ।
ক্ষত্রবন্ধোঃ কর্ম্মদোষাৎ পঞ্চত্বং মে গতোঽর্ভকঃ ॥ ২৩ ॥
হিংসাবিহারং নৃপতিং দুঃশীলমজিতেন্দ্রিয়ম্।
প্রজা ভজন্ত্যঃ সীদন্তি দরিদ্রা নিত্যদুঃখিতাঃ ॥ ২৪ ॥
এবং দ্বিতীয়ং বিপ্রর্ষিস্তৃতীয়ং ত্বেবমেব চ।
বিসৃজ্য স নৃপদ্বারি তাং গাথাং সমগায়ত ॥ ২৫ ॥
তামর্জ্জুন উপশ্রুত্য কর্হিচিৎ কেশবান্তিকে।
পরেতে নবমে বালে ব্রাহ্মণং সমভাষত ॥ ২৬
কিং স্বিদ্‌ব্রহ্মংস্ত্বন্নিবাসে ইহ নাস্তি ধনুর্দ্ধরঃ
রাজন্যবন্ধুরেতে বৈ ব্রাহ্মণাঃ সত্রমাসতে। ২৭

করিতে করিতে) ইদং প্রোবাচ (এইরূপ বলিতে লাগিলেন)—ব্রহ্মদ্বিষঃ (ব্রাহ্মণবিদ্বেষী), শঠধিয়ঃ (শঠবুদ্ধি), লুব্ধস্য (লোভী) বিষয়াত্মনঃ (ও বিষয়াসক্তচিত্ত) ক্ষত্রবন্ধোঃ [রাজ্ঞঃ] (ক্ষত্রিয়াধম রাজার) কর্মদোষাৎ (কর্মদোষে) মে অর্ভকঃ (আমার পুত্র) পঞ্চত্বং গতঃ (মরিয়া গিয়াছে)। হিংসাবিহারং (হিংসানিরত) দুঃশীলম্ (দুশ্চরিত্র) অজিতেন্দ্রিয়ং নৃপতিং (ও অজিতেন্দ্রিয় রাজাকে) ভজন্ত্যঃ প্রজাঃ (ভজনা করিয়া প্রজাগণ) দরিদ্রাঃ নিত্যদুঃখিতাঃ [চ সত্যঃ] (দরিদ্র ও নিত্যদুঃখিত হইয়া) সীদন্তি (অবসন্ন হইতে থাকে)॥ ২২—২৪॥

অন্বয়—সঃ বিপ্রর্ষিঃ তু (সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ) এবং দ্বিতীয়ম্ এবং তৃতীয়ম্ এব চ (এইরূপে জন্মিবামাত্র মৃত, দ্বিতীয় পুত্র এবং তৃতীয় পুত্রকেও) নৃপদ্বারি বিসৃজ্য (রাজদ্বারে স্থাপন করিয়া) তাং গাথাং সমগায়ত (পূর্বোক্ত বাক্যই বলিলেন)॥ ২৫॥

[এইরূপে ব্রাহ্মণের পুত্র জন্মিবামাত্র মরিতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণও মৃতপুত্রকে আনিয়া রাজদ্বারে স্থাপন করতঃ পূর্বোক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন।] কর্হিচিৎ (অনন্তর একদিন) নবমে বালে পরেতে [সতি] (ব্রাহ্মণের নবম পুত্র মরিলে পর) অর্জ্জুনঃ (অর্জ্জুন) কেশবান্তিকে [বর্ত্তমানঃ সন্] (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সমীপে অবস্থান করতঃ) তাং গাথাম্ উপশ্রুত্য (ব্রাহ্মণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া) ব্রাহ্মণং সমভাষত (ব্রাহ্মণকে বলিলেন—ব্রহ্মন্! (হে ব্রহ্মন্!) ইহ ত্বন্নিবাসে (আপনার এই বাসস্থান দ্বারকায়) ধনুর্দ্ধরঃ রাজন্যবন্ধুঃ [অপি] (ধনুর্দ্ধর ক্ষত্রিয় কেহ) কিং স্বিৎ

কাতর ও দুঃখিতচিত্ত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে এইরূপ বলিতে লাগিলেন—হায়! ব্রাহ্মণবিদ্বেষী, শঠবুদ্ধি, লোভী ও বিষয়াসক্তচিত্ত ক্ষত্রিয়াধম রাজার কর্ম্মদোষে আমার পুত্র মরিয়া গিয়াছে। হিংসাই যাহার বিহার এবং যে দুশ্চরিত্র ও অজিতেন্দ্রিয়, সেই রাজার ভজনা করিলে প্রজাগণ দরিদ্র ও নিত্যদুঃখী হইয়া অবসন্ন হইতে থাকে॥ ২২-২৪। হে রাজন! ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় পুত্র এবং তৃতীয় পুত্রও ভূমিষ্ঠ হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইল, তখন সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ ঐ মৃত পুত্র দুইটিকেও রাজদ্বারে স্থাপন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বাক্যই বলিলেন॥ ২৫॥ এইরূপে ব্রাহ্মণের পুত্র জন্মিবামাত্র মরিতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণও সেই মৃত পুত্রকে আনিয়া রাজদ্বারে স্থাপন করতঃ পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন। অনন্তর একদিন ব্রাহ্মণের নবম পুত্র

শ্রীধর—স চোক্তলক্ষণো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবেতি দর্শয়িতুমাখ্যানান্তরমাহ—একদেতি॥ ২১—২৪॥

ধনদারাত্মজাপৃক্তা যত্র শোচন্তি ব্রাহ্মণাঃ।
তে বৈ রাজন্যবেষেণ নটা জীবন্ত্যসুম্ভরাঃ ॥ ২৮ ॥
অহং প্রজাং বাং ভগবন্। রক্ষিষ্যে দীনয়োরিহ।
অনিস্তীর্ণপ্রতিজ্ঞোঽগ্নিং প্রবেক্ষ্যে হতকল্মষঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীব্রাহ্মণ উবাচ

সঙ্কর্ষণো বাসুদেবঃ প্রদ্যুম্নো ধন্বিনাং বরঃ।
অনিরুদ্ধোঽপ্রতিরথো ন ত্রাতুং শক্নুবন্তি যৎ ॥ ৩০ ॥
তৎ কথং নু ভবান্ কর্ম্ম দুষ্করং জগদীশ্বরৈঃ
ত্বং চিকীর্ষসি বালিশ্যাৎ তন্ন শ্রদ্দধ্মহে বয়ম্ ॥ ৩১ ॥

নাস্তি ? (কি নাই), যে আপনার পুত্রগণকে রক্ষা করিতে পারে] তে বৈ (এই ক্ষত্রিয়গণ নিশ্চয়ই) ব্রাহ্মণাঃ [ইব] (ব্রাহ্মণগণের ন্যায়) সত্রেণ আসতে (যাগ উদ্দেশ্য করিয়াই অবস্থান করিতেছেন) যত্র (যে ক্ষত্রিয়গণ জীবিত থাকিতে) ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণগণ) ধনদারাত্মজাপৃক্তাঃ [সন্তঃ] (ধন, পত্নী ও পুত্র বিরহিত হইয়া) শোচন্তি (শোক করেন), তে (তাহারা) অসুম্ভরাঃ নটাঃ বৈ (প্রাণ মাত্রধারী নটই) রাজন্যবেষেণ জীবন্তি (ক্ষত্রিয়বেশে জীবিত থাকে), ভগবন্! (হে ভগবন্) অহং (আমি) ইহ [স্থিতঃ সন] দীনয়োঃ বা (এই স্থানে থাকিয়া পুত্রশোকে কাতর আপনাদের পতি পত্নীর) প্রজাং রক্ষিষ্যে (সন্তান রক্ষা করিব)। [যদি অহম্] অনিস্তীর্ণপ্রতিজ্ঞঃ [স্যাম্] (যদি আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে না পারি), [তর্হি (তাহা হইলে)] [অহম্] অগ্নিং প্রবেক্ষ্যে (আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব) [ততঃ চ] হতকল্মষঃ [ভবিষ্যামি] (এবং তাহার ফলে প্রতিজ্ঞা অপালনজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইব) ॥ ২৮—২৯ ॥

অন্বয়- শ্রীব্রাহ্মণঃ উবাচ (ব্রাহ্মণ বলিলেন) (হে অর্জুন!) সঙ্কর্ষণঃ বাসুদেবঃ (সাক্ষাৎ বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ), ধন্বিনাং বরঃ প্রদ্যুম্নঃ (ধনুর্দ্ধারিগণের শ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন) অপ্রতিরথঃ অনিরুদ্ধঃ [চ] (এবং অদ্বিতীয় রথী অনিরুদ্ধ) যৎ ত্রাতুং (যে আমার পুত্রগণকে রক্ষা করিতে) ন শক্নুবন্তি (সমর্থ হইতেছেন না), ভবান্ (তুমি) কথং নু (কি প্রকারে) জগদীশ্বরৈঃ দুষ্করং তৎ কর্ম্ম (জগদীশ্বরগণের দুষ্কর সেই কর্ম্ম) [কর্ত্তুং শক্নুয়াৎ ?] (করিতে সমর্থ হইবে ?) ত্বং বালিশ্যাৎ (তুমি মূর্খতাবশতঃ) চিকীর্ষসি (এই কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছ), তৎ (অতএব) বয়ং (আমি) [ত্বদ্বাক্যং] (তোমার কথা) ন শ্রদ্দধ্মহে (বিশ্বাস করি না) ॥ ৩০-৩১ ॥

মরিলে পর অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে অবস্থান করতঃ ব্রাহ্মণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! আপনার বাসস্থানে এই দ্বারকায় ধনুর্দ্ধর ক্ষত্রিয়াধম কি কেহ নাই, যে আপনার পুত্রগণকে রক্ষা করিতে পারে ? এই ক্ষত্রিয়গণ নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণগণের ন্যায় যজ্ঞ উদ্দেশ্য করিয়াই অবস্থান করিতেছেন। যে ক্ষত্রিয়গণ জীবিত থাকিতে ব্রাহ্মণগণ ধন, পত্নী, পুত্রবিরহিত হইয়া শোক করেন, সেই ক্ষত্রিয়গণ প্রাণমাত্রধারী নটই ; তাহারা ক্ষত্রিয়বেশে জীবিত থাকে, বস্তুতঃ ক্ষত্রিয় নহে। হে ভগবন্!

শ্রীধর—ব্রহ্মদ্বিষ ইত্যাদিকাং তাং গাথাং বাক্যম্ ময়ি ন কশ্চিদ্দোষোঽস্তি রাজদোষেণৈব মৎপুত্রা ম্রিয়ন্ত ইতি বারং বারং চুক্রোশেত্যর্থঃ ॥ ২৫-২৬ ॥

শ্রীঅর্জ্জুন উবাচ

নাহং সঙ্কর্ষণো ব্রহ্মন্! ন কৃষ্ণঃ কার্ষ্ণিরেব চ।
অহঞ্চৈবার্জ্জুনো নাম গাণ্ডীবং যস্য বৈ ধনুঃ॥ ৩২॥
মাবমংস্থা মম ব্রহ্মন্! বীর্য্যং ত্র্যম্বকতোষণম্।
মৃত্যুং বিজিত্য প্রধনে আনেষ্যে তে প্রজাং প্রভো!। ৩৩॥
এবং বিশ্রম্ভিতো বিপ্রঃ ফাল্গুনেন পরন্তপ!।
জগাম স্বগৃহং প্রীতঃ পার্থবীর্য্যং নিশাময়ন॥ ৩৪॥

অন্বয়—শ্রীঅর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন) ব্রহ্মন্! (হে ব্রহ্মন্!) অহং (আমি) সঙ্কর্ষণঃ ন (বলরাম নহি) কৃষ্ণঃ ন (শ্রীকৃষ্ণ নহি) কার্ষ্ণিঃ এব চ [ন] (এবং প্রদ্যুম্নও নহি), অহং চ অর্জ্জুনঃ এব (আমি অর্জ্জুন) যস্য গাণ্ডীবং নাম ধনুঃ [অস্তি] বৈ (যাহার গাণ্ডীব নামক ধনুক প্রসিদ্ধ আছে)॥ ৩২॥

ব্রহ্মন্! (হে ব্রহ্মন্!) ত্র্যম্বকতোষণং (যাহা কিরাতবেশী দেবদেব ত্রিলোচনের পরিতোষ জন্মাইয়াছিল), মম বীর্য্যং (আমার তাদৃশ পরাক্রমকে) [ত্বং] (আপনি) মা অবমংস্থাঃ (অবজ্ঞা করিবেন না)। প্রভো (হে প্রভো!) [অহং] (আমি) প্রধনে (যুদ্ধে) মৃত্যুং বিজিত্য (যমরাজকে জয় করিয়া) তে প্রজাম্ আনেষ্যে (আপনার পুত্র আনিয়া দিব)॥ ৩৩॥

পরন্তপ! (হে শত্রুদমন পরীক্ষিৎ!) ফাল্গুনেন (অর্জ্জুনকর্ত্তৃক) এবং (বিশ্রম্ভিতঃ (এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া) বিপ্রঃ (সেই ব্রাহ্মণ) পার্থবীর্য্যং নিশাময়ন্ (অর্জ্জুনের পরাক্রম শ্রবণ করতঃ) প্রীতঃ [সন্] (প্রীত হইয়া) স্বগৃহম্ জগাম (নিজ গৃহে গমন করিলেন)॥ ৩৪॥

আমি এই স্থানে থাকিয়া পুত্রশোকে কাতর আপনাদের পতি-পত্নীর ভাবী সন্তান রক্ষা করিব। যদি আমি এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রতিজ্ঞা অপালনজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইব॥ ২৬-২৯॥ ব্রাহ্মণ বলিলেন—হে অর্জুন! সাক্ষাৎ বলরাম শ্রীকৃষ্ণ, ধনুর্দ্ধারিগণের শ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন এবং অদ্বিতীয় রথী অনিরুদ্ধ আমার পুত্রগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছেন না। তুমি কি প্রকারে জগদীশ্বরগণের দুষ্কর সেই কর্ম করিতে সমর্থ হইবে? তুমি অজ্ঞতাবশতঃ এই কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, অতএব তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না॥ ৩০-৩১॥

অনুবাদ—অর্জুন কহিলেন—হে ব্রহ্মন্! আমি বলরাম নহি, শ্রীকৃষ্ণ নহি এবং প্রদ্যুম্নও নহি; আমি অর্জুন, যাহার গাণ্ডীব নামক ধনুক বিদ্যমান আছে॥ ৩২॥ হে ব্রহ্মন্! যে পরাক্রম কিরাতবেশধারী দেবদেব ত্রিলোচনের পরিতোষ জন্মাইয়াছিল, আমার তাদৃশ পরাক্রমকে আপনি অবজ্ঞা করিবেন না। হে প্রভো! আমি যুদ্ধে যমরাজকে জয় করিয়া আপনার পুত্র আনিয়া দিব॥ ৩৩॥

শ্রীধর—ব্রহ্মন্! কিং স্বিদিতি কিমর্থং বৃথা রোদিষি? যতস্ত্বন্নিবাসে ধনুর্দ্ধরমাত্রোঽপি রাজন্যবন্ধুরপি নাস্তি? ব্রাহ্মণস্য তু কা বার্ত্তা? এতে তু সত্রে ব্রাহ্মণা ইব মিলিতা ভবিতুমর্হন্তীত্যর্থঃ॥ ২৭॥ তদেবাহ—ধনদারাত্মজপৃক্তা যত্রেতি। ধনাদিভির্বিযুক্তাঃ সন্তো যত্র যেষু জীবৎসু রাজন্যেষু শোচন্তি, তে জীবন্তি কেবলং জীবিকাং সম্পাদয়ন্তি॥ ২৮॥ হতকল্মষ ইতি। অগ্নিপ্রবেশেন ব্রাহ্মণবিলাপশ্রবণপাতকাৎ পূতো ভবেয়মিত্যর্থঃ। অহতকল্মষ ইতি বা॥ ২৯-৩০॥

প্রসূতিকাল আসন্নে ভার্য্যায়া দ্বিজসত্তমঃ।
পাহি পাহি প্রজাং মৃত্যোরিত্যাহার্জ্জুনমাতুরঃ ॥ ৩৫ ॥
স উপস্পৃশ্য শুচ্যম্ভো নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্।
দিব্যান্যস্ত্রাণ্যনুস্মৃত্য সজ্যং গাণ্ডীবমাদদে ॥ ৩৬ ॥
ন্যরুণৎ সূতিকাগারং শরৈর্নানাস্ত্রযোজিতৈঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধমধঃ পার্থশ্চকার শরপঞ্জরম্ ॥ ৩৭ ॥
ততঃ কুমারঃ সঞ্জাতো বিপ্রপত্ন্যা রুদন্ মুহুঃ।
সদ্যোঽদর্শনমাপেদে সশরীরো বিহায়সা ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়- [অথ] (অনন্তর) ভার্য্যায়াঃ প্রসূতিকালে আসন্নে সতি (পত্নীর প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী হইলে) [সঃ] দ্বিজসত্তমঃ (সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ) আতুরঃ [সন্] (ভয়ে কাতর হইয়া [অর্জ্জুনের নিকটে আগমন করিয়া] "মৃত্যোঃ প্রজাং পাহি পাহি" (মৃত্যুর কবল হইতে আমার এই সন্তানকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন)" ইতি (ইহা) অর্জ্জুনম্ আহ (অর্জ্জুনকে বলিলেন) ॥ ৩৫ ॥

[তদা] সঃ (তখন অর্জ্জুন) শুচি অম্ভঃ উপস্পৃশ্য (পবিত্র জলে আচমন করিয়া) মহেশ্বরং নমস্কৃত্য (মহেশ্বরকে নমস্কার করতঃ) দিব্যানি অস্ত্রাণি অনুস্মৃত্য (দিব্য অস্ত্রসমূহ স্মরণ করিয়া) সজ্যং গাণ্ডীবম্ আদদে (জ্যাযুক্ত গাণ্ডীব গ্রহণ করিলেন) ॥ ৩৬ ॥

পার্থঃ (অর্জ্জুন) [ব্রাহ্মণগৃহে গমন করিয়া] নানাস্ত্রযোজিতৈঃ শরৈঃ (নানাবিধ অস্ত্রযোজিত বাণসমূহের দ্বারা) ঊর্দ্ধম্ অধঃ তির্য্যক্ (ঊর্দ্ধ, অধঃ তির্য্যক্ সকল দিক) ন্যরুণৎ (আবৃত করিয়া) সূতিকাগারং (সূতিকাগৃহকে) শরপঞ্জরং চকার (শরপিঞ্জরে পরিণত করিলেন) ॥ ৩৭ ॥

ততঃ (তাহার পর) বিপ্রপত্ন্যাঃ কুমারঃ (ব্রাহ্মণপত্নীর পুত্র) সঞ্জাতঃ (ভূমিষ্ঠ হইয়া) মুহুঃ রুদন (পুনঃ পুনঃ রোদন করতঃ) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) সশরীরঃ সন [বিহায়সা (সশরীরে আকাশপথে) অদর্শনম্ আপেদে (অদৃশ্য হইয়া গেল) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে শত্রুদমন পরীক্ষিৎ। সেই ব্রাহ্মণ অর্জ্জুনকর্ত্তৃক এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া এবং অর্জ্জুনের পরাক্রম শ্রবণ করতঃ প্রীত হইয়া নিজগৃহে গমন করিলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর ব্রাহ্মণপত্নীর প্রসবকাল আসন্ন হইলে সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভয়ে কাতর হইয়া অর্জ্জুনের নিকট আগমন করতঃ বলিলেন হে অর্জ্জুন! তুমি মৃত্যুর কবল হইতে আমার এই সন্তানকে রক্ষা কর রক্ষা কর ॥৩৫॥ তখন অর্জ্জুন পবিত্র জলে আচমন করিয়া মহেশ্বরকে নমস্কার করিলেন এবং দিব্য অস্ত্রসমূহ স্মরণ করিয়া জ্যাযুক্ত গাণ্ডীব ধনুক গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর অর্জ্জুন ব্রাহ্মণের গৃহে গমন করতঃ নানাবিধ অস্ত্রযোজিত বাণসমূহের দ্বারা ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্ সকল দিক্ আবৃত করিয়া সূতিকাগৃহকে শরপিঞ্জরে পরিণত করিলেন ॥ ৩৭ ॥ হে রাজন্! তাহার পর ব্রাহ্মণপত্নীর একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া পুনঃ পুনঃ রোদন করতঃ তৎক্ষণাৎ সশরীরে আকাশ পথে অদৃশ্য হইয়া গেল ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধর—ন শ্রদ্দধ্মহে ন সম্প্রতীমঃ ॥ ৩১—৩৩ ॥

তদাহ বিপ্রো বিজয়ং বিনিন্দন্ কৃষ্ণসন্নিধৌ।
মৌঢ্যং পশ্যত মে যোঽহং শ্রদ্দধে ক্লীবকত্থনম্॥ ৩৯।
ন প্রদ্যুম্নো নানিরুদ্ধো ন রামো ন চ কেশবঃ।
যস্য শেকুঃ পরিত্রাতুং কোঽন্যস্তদবিতেশ্বরঃ॥ ৪০॥
ধিগর্জ্জুনং মৃষাবাদং ধিগাত্মশ্লাঘিনো ধনুঃ।
দৈবোপসৃষ্টং যো মৌঢ্যাদানিনীষতি দুর্মতিঃ॥ ৪১॥
এবং শপতি বিপ্রর্ষৌ বিদ্যামাস্থায় ফাল্গুনঃ।
যযৌ সংযমনীমাশু যত্রাস্তে ভগবান যমঃ। ৪২॥

তদা (তখন) বিপ্রঃ (ঐ ব্রাহ্মণ) কৃষ্ণসন্নিধৌ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে) বিজয়ং বিনিন্দন্ (অর্জ্জুনের নিন্দা করতঃ) আহ (বলিলেন)—[অহো!] (হায়!) মে মৌঢ্যং পশ্যত (আমার মূঢ়তা দর্শন করুন) যঃ অহং (আমি ক্লীবকত্থনং শ্রদ্দধে (ক্লীবের আত্মশ্লাঘায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম)। প্রদ্যুম্নঃ ন অনিরুদ্ধঃ ন রামঃ ন কেশবঃ চ ন যস্য পরিত্রাতুং শেকুঃ (প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হন নাই), অন্যঃ কঃ ঈশ্বরঃ (অন্য কোন ঈশ্বর) তদবিতা [স্যাৎ?] (তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে?) মৃষাবাদম্ অর্জ্জুনং ধিক্! (মিথ্যাবাদী অর্জ্জুনকে ধিক্!) যঃ দুর্মতিঃ (যে দুর্মতি) মৌঢ্যাৎ (মূঢ়তাবশতঃ) দৈবোপসৃষ্টং [মৎপুত্রম্] (দৈবকর্ত্তৃক লোকান্তরে নীত মৎপুত্রকে) আনিনীষতি (আনয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছে), [তস্য] আত্মশ্লাঘিনঃ (সেই আত্মশ্লাঘাকারী অর্জ্জুনের) ধনুঃ ধিক্! (গাণ্ডীব ধনুককেও ধিক্!)। ৩৯—৪১॥

অন্বয়—[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] বিপ্রর্ষৌ এবং শপতি [সতি] (সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এইরূপে অর্জ্জুনের নিন্দা করিতে থাকিলে) ফাল্গুনঃ (অর্জ্জুন) বিদ্যাম্ আস্থায় (যে বিদ্যার প্রভাবে সর্ব্বলোকে বিচরণ করা যায়, সেই বিদ্যা অবলম্বন করিয়া) যত্র (যে স্থানে) ভগবান যমঃ আস্তে (ভগবান যম অবস্থান করেন) [তাং] সংযমনীং [পুরীম্] (সেই সংযমনীনাম্নী পুরীতে) আশু যযৌ (শীঘ্র গমন করিলেন)॥ ৪২॥

অনুবাদ—তখন ঐ ব্রাহ্মণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমনপূর্বক অর্জ্জুনের নিন্দা করিয়া বলিলেন—হায়! আমার মূঢ়তা দর্শন করুন, আমি ক্লীবের আত্মশ্লাঘায় বিশ্বাস করিয়াছিলাম, তাহার এই ফল হইল। প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই, অন্য কোন্ ব্যক্তি তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? মিথ্যাবাদী অর্জ্জুনকে ধিক্! যে দুর্মতি মূঢ়তাবশতঃ দৈবকর্ত্তৃক লোকান্তরে নীত মদীয় পুত্রকে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, সেই আত্মশ্লাঘাকারী অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ধনুককেও ধিক্॥ ৩৯-৪১॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ এইরূপে অর্জ্জুনের নিন্দা করিতে থাকিলে যে বিদ্যার প্রভাবে সর্বলোকে বিচরণ করা যায়, অর্জ্জুন সেই বিদ্যা অবলম্বন যে স্থানে ভগবান্ যমরাজ অবস্থান করেন, সেই সংযমনী নাম্নী পুরীতে শীঘ্র গমন করিলেন। ৪২॥

শ্রীধর—এবং প্রৌঢিবাদৈর্বিশ্রম্ভিতো বিশ্বাসং প্রাপিতঃ নিশাময়ন্ শৃণ্বন্॥ ৩৪-৩৫॥ ব্রাহ্মণোপেক্ষকত্বেন কৃষ্ণাবজ্ঞয়া মহেশ্বরং নমস্কৃত্য॥ ৩৬॥ প্রারুণৎ আবৃতবান্ তদেবাহ—তির্য্যগূর্দ্ধমিতি॥ ৩৭॥ অদর্শনমাপেদে দেহোঽপি নাবশিষ্ট ইত্যর্থঃ॥ ৩৮ ৩৯॥

বিপ্রাপত্যমচক্ষাণস্তত ঐন্দ্রীমগাৎ পুরীম্‌।
আগ্নেয়ীং নৈর্ঋতীং সৌম্যাং বায়ব্যাং বারুণীমথ।
রসাতলং নাকপৃষ্ঠং ধিষ্ণ্যান্যন্যান্যুদায়ুধঃ ॥ ৪৩ ॥

ততোঽলব্ধদ্বিজসুতো হ্যনিস্তীর্ণপ্রতিশ্রুতঃ।
অগ্নিং বিবিক্ষুঃ কৃষ্ণেন প্রত্যুক্তঃ প্রতিষেধতা ॥ ৪৪ ॥

দর্শয়ে দ্বিজসূনূংস্তে মাবজ্ঞাত্মানমাত্মনা।
যে তে নঃ কীর্তিং বিমলাং মনুষ্যাঃ স্থাপয়িষ্যন্তি ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়—[সঃ তত্র] (অর্জ্জুন সেই সংযমনী পুরীতে) বিপ্রাপত্যম্ অচক্ষাণঃ (ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে দেখিতে না পাইয়া) উদায়ুধঃ [সন্] (অস্ত্র উত্তোলনপূর্বক) ততঃ [ক্রমেণ] (তথা হইতে ক্রমে ক্রমে) ঐন্দ্রীম্ আগ্নেয়ীং নৈর্ঋতীং সৌম্যাং বায়ব্যাং বারুণীং পুরীং (ইন্দ্রের, অগ্নির, নির্ঋতির, চন্দ্রের, বায়ুর ও বরুণের পুরীতে), রসাতলং নাকপৃষ্ঠম্ (রসাতলে, স্বর্গে) অথ অন্যানি ধিষ্ণ্যানি (এবং অন্য বহু স্থানে) অগাৎ (গমন করিলেন) ॥ ৪৩ ॥

[অর্জ্জুনঃ] (অর্জ্জুন) ততঃ (সেই সেই স্থানে) অলব্ধদ্বিজসুতঃ (ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে না পাইয়া) অনিস্তীর্ণপ্রতিশ্রুতঃ হি (প্রতিজ্ঞাপালনে অসমর্থ হইয়া) অগ্নিং বিবিক্ষুঃ [সন্] (অগ্নিতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে) প্রতিষেধতা কৃষ্ণেন (নিষেধকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) প্রত্যুক্তঃ (নিবৃত্ত করিলেন) [আহ চ] (এবং বলিলেন—) ॥ ৪৪ ॥

হে সখে ! [তে (তোমাকে)] অহং (আমি) দ্বিজসূনূন্ (ব্রাহ্মণের পুত্রসকল) দর্শয়ে (দর্শন করাইব), [ত্বং] (তুমি) আত্মনা আত্মানং (নিজেই নিজেকে) মা অবজ্ঞ (অবজ্ঞা করিও না), [যে অধুনা] (যাহারা এক্ষণে) [অস্মান্ নিন্দন্তি] (আমাদিগের নিন্দা করিতেছে), তে মনুষ্যাঃ এব (সেই সকল মনুষ্যই) নঃ বিমলাং কীর্তিং (পরে আমাদিগের বিমল কীর্তি) স্থাপয়িষ্যন্তি (স্থাপন করিবে) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—অর্জ্জুন সেই সংযমনী পুরীতে ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি অস্ত্র উত্তোলন পূর্বক তথা হইতে ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রের, অগ্নির, চন্দ্রের, বায়ুর, বরুণের পুরীতে এবং রসাতলে, স্বর্গে ও অন্যান্য বহুস্থানে গমন করিলেন। [কিন্তু কোথাও ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে দেখিতে পাইলেন না] ॥ ৪৩ ॥ অর্জ্জুন সেই সব স্থানে ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে না পাইয়া ও প্রতিজ্ঞা পালনে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিবারণ করিলেন এবং বলিলেন—॥ ৪৪ ॥ হে সখে! তোমাকে আমি ব্রাহ্মণের পুত্রসকল দর্শন করাইব। তুমি নিজে নিজেকে অবজ্ঞা করিও না। যাহারা এক্ষণে আমাদের নিন্দা করিতেছে, সেই সকল মনুষ্যই পরে আমাদিগের বিমলকীর্ত্তি স্থাপন করিবে। সাধুগণ যে আমাদিগের বিমল কীর্ত্তি ঘোষণা করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি ? ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধর—যস্য প্রজাঃ, তৎ তত্র ॥ ৪০—৪৩ ॥ প্রত্যুক্তো বারিতঃ উপপত্তিভিঃ প্রতিষেধং কুর্বতা ॥ ৪৪ ॥

ইতি সম্ভাষ্য ভগবানর্জ্জুনেন সহেশ্বরঃ।
দিব্যং স্বরথমাস্থায় প্রতীচীং দিশমাবিশৎ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তদ্বীপান্ সসিংন্ধূংশ্চ সপ্তসপ্তগিরীনথ।
লোকালোকং তথাতীত্য বিবেশ সুমহত্তমঃ ॥ ৪৭ ॥

তত্রাশ্বাঃ শৈব্যসুগ্রীব-মেঘপুষ্পবলাহকাঃ।
তমসি ভ্রষ্টগতয়ো বভূবুর্ভরতর্ষভ ! ॥ ৪৮ ॥

তান দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণো মহাযোগেশ্বরেশ্বরঃ।
সহস্রাদিত্যসঙ্কাশং স্বচক্রং প্রাহিণোৎ পুরঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়—[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !] ভগবান্ ঈশ্বরঃ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) ইতি সম্ভাষ্য (এইরূপ বলিয়া) অর্জ্জুনেন সহ (অর্জ্জুনের সহিত) দিব্যং স্বরথম্ আস্থায় (নিজের দিব্য রথে আরোহণ করিয়া) প্রতীচীং দিশম্ আবিশৎ (পশ্চিমদিকে গমন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

অথঃ [সঃ] (অনন্তর অর্জ্জুনের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) সসিন্ধূন্ (সপ্ত সমুদ্রের সহিত) সপ্তসপ্তগিরীন্ সপ্তদ্বীপান (সাত সাতটি পর্বতবিশিষ্ট সপ্ত দ্বীপ), তথা লোকালোকম্ চ (এবং লোকালোক পর্বত) অতীত্য (অতিক্রম করিয়া) সুমহৎ তমঃ (অতি নিবিড় অন্ধকারে) বিবেশ (প্রবেশ করিলেন) ॥ ৪৭ ॥

ভরতর্ষভ ! (হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ !) শৈব্যসুগ্রীবমেঘপুষ্পবলাহকাঃ অশ্বাঃ (শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক অশ্বচতুষ্টয়) তত্র তমসি (সেই নিবিড় অন্ধকারে) ভ্রষ্টগতয়ঃ বভূবুঃ (চলিতে অসমর্থ হইয়া পড়িল), [তদা] (তখন) মহাযোগেশ্বরেশ্বরঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ (মহাযোগেশ্বরগণের ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তান্ [তথাভূতান্] দৃষ্ট্বা (তাহাদিগকে ঐরূপ হইতে দেখিয়া) পুরঃ (অশ্বগণের সম্মুখে) সহস্রাদিত্যসঙ্কাশং স্বচক্রং (সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী স্বীয় সুদর্শন চক্র) প্রাহিণোৎ (নিযুক্ত করিলেন) ॥ ৪৮ ৪৯ ॥

অনুবাদ— হে মহারাজ পরীক্ষিৎ ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া অর্জ্জুনের সহিত নিজের রথে আরোহণ করিয়া পশ্চিমদিকে গমন করিলেন ॥ ৪৬ ॥ অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহিত সপ্তসমুদ্র, সপ্ত-সপ্তটি পর্ব্বতবিশিষ্ট সপ্তদ্বীপ এবং লোকালোকপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া অতি নিবিড় অন্ধকারে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৭ ॥ হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিৎ ! শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক ভগবানের রথের অশ্বচতুষ্টয় সেই নিবিড় অন্ধকারে চলিতে অসমর্থ হইয়া পড়িল ; তখন যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অশ্বসমূহকে ঐরূপ হইতে দেখিয়া তাহাদিগের সম্মুখে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী স্বীয় সুদর্শনচক্র নিযুক্ত করিলেন ॥ ৪৮-৪৯ ॥

শ্রীধর—মাবজ্ঞ মাবজানীহি, যে নিন্দন্তি, ত এব মনুষ্যাঃ নঃ কীর্ত্তিং স্থাপয়িষ্যন্তি নিশ্চলাং করিষ্যন্তি। পাঠান্তরঞ্চ ছন্দোভঙ্গভয়াদাগন্তুকমিতি ॥ ৪৫-৪৬ ॥ সপ্তসপ্তসংখ্যা গিরয়ো যেষু দ্বীপেষু তান্ ॥ ৪৭—৪৯ ॥

তমঃ সুঘোরং গহনং কৃতং মহদ্-বিদারয়দ্ভূরিতরেণ রোচিষা।
মনোজবং নির্ব্বিবিশে সুদর্শনং গুণচ্যুতো রামশরো যথা চমূঃ ॥ ৫০ ॥
দ্বারেণ চক্রানুপথেন তত্তমঃ পরং পরং জ্যোতিরনন্তপারম্।
সমশ্নুবানং প্রসমীক্ষ্য ফাল্গুনঃ প্রতাড়িতাক্ষোঽপিদধেঽক্ষিণী উভে ॥ ৫১ ॥
ততঃ প্রবিষ্টঃ সলিলং নভস্বতা বলীয়সৈজদ্‌বৃহদূর্ম্মিভূষণম্।
তত্রাদ্ভুতং বৈ ভবনং দ্যুমত্তমং ভ্রাজন্মণিস্তম্ভসহস্রশোভিতম্ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়— হে রাজন্ !] গুণচ্যুতঃ রামশরঃ চমূঃ যথা (গুণ হইতে বিচ্যুত শ্রীরামচন্দ্রের বাণ যেমন রাক্ষসসৈন্য বিদারণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সেইরূপ) [তদা] (তখন) মনোজবং সুদর্শনং (মনের ন্যায় বেগগামী সুদর্শনচক্র) ভূরিতরেণ রোচিষা (প্রচুরতর তেজের দ্বারা) সুঘোরং গহনং (অতিভয়ঙ্কর ও দুর্গম) কৃতং মহৎ তমঃ (ভগবৎসৃষ্ট সেই নিবিড় অন্ধকার) বিদারয়ৎ (বিদারণ করিয়া) (তৎ) নির্ব্বিবিশে (তথায় প্রবেশ করিল) ॥ ৫০ ॥

ফাল্গুনঃ (অর্জ্জুন) চক্রানুপথেন দ্বারেণ (চক্রানুগত পথ দিয়া) তত্তমঃ পরং (সেই অন্ধকারের দূরে বর্ত্তমান), পরং (শ্রেষ্ঠ), সমশ্নুবানম্ (ব্যাপক), অনন্তপারং (অনন্ত ও অপার) জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃ) প্রসমীক্ষ্য (সন্দর্শন করিয়া) প্রতাড়িতাক্ষঃ [সন] (প্রতিহতদৃষ্টি হইয়া) উভে অক্ষিণী অপিদধে (নেত্রদুইটিই নিমীলিত করিলেন) ॥ ৫১ ॥

[অথ অর্জ্জুনেন সহ অচ্যুতঃ] (অনন্তর অর্জ্জুনের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) ততঃ (সেই অন্ধকার ছাড়াইয়া) বলীয়সা নভস্বতা (প্রচণ্ড বায়ুর দ্বারা) এজদবৃহদূর্ম্মিভূষণম্ (উচ্ছলিত বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গরূপ ভূষণে ভূষিত) সলিলং প্রবিষ্টঃ [সন] (সলিলে প্রবিষ্ট হইয়া) তত্র (সেই জলমধ্যে) ভ্রাজন্মণিস্তম্ভসহস্রশোভিতং (দেদীপ্যমান সহস্র সহস্র মণিময় স্তম্ভে পরিশোভিত) দ্যুমত্তমম্ (ও দীপ্তিশালী পদার্থসমূহের শ্রেষ্ঠ) অদ্ভুতং ভবনং বৈ [প্রবিষ্টঃ অভূৎ] (অত্যাশ্চর্য্য এক ভবনে প্রবেশ করিলেন) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ ! গুণ হইতে বিচ্যুত শ্রীরামচন্দ্রের বাণ যেমন রাক্ষসসৈন্য বিদারণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সেইরূপ তখন মনের ন্যায় বেগগামী সুদর্শনচক্র প্রচুরতর তেজের দ্বারা অতি ভয়ঙ্কর ও দুর্গম ভগবৎসৃষ্ট সেই নিবিড় অন্ধকার বিদারণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৫০ ॥ অর্জ্জুন তখন সেই সুদর্শনচক্রের অনুগত পথ দিয়া সেই অন্ধকারের পারে বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ, ব্যাপক, অনন্ত ও অপার জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া প্রতিহতদৃষ্টি হইয়া নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন ॥ ৫১ ॥ অনন্তর অর্জ্জুনের সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই নিবিড় অন্ধকার অতিক্রম করিয়া প্রচণ্ড বায়ুর দ্বারা উচ্ছলিত বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গরূপ ভূষণে যাহা ভূষিত হইতেছিল, সেই জলরাশির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় দেদীপ্যমান সহস্র সহস্র মণিময় স্তম্ভে পরিশোভিত ও দীপ্তিশালী পদার্থসমূহের শ্রেষ্ঠ, অত্যাশ্চর্য্য এক ভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫২ ॥

শ্রীধর—কৃতমিতি প্রকৃতিপরিণামরূপং নালোকাভাবমাত্রম্ ॥ ৫০ ॥

চক্রানুপথেন চক্রমনুগতেন দ্বারেণ তত্তমঃ পরং তস্মাৎ তমসঃ পরং দূরে বর্ত্তমানং পরং শ্রেষ্ঠং ভাগবতং জ্যোতিঃ সমশ্নুবানং ব্যাপ্নুবৎ প্রসমীক্ষ্য প্রতাড়িতাক্ষো নেত্রে ন্যমীলয়দিতি ॥ ৫১ ॥ এজন্ত উচ্চলন্তো বৃহন্তো মহান্ত ঊর্ম্ময়ো ভূষণং যস্য তৎ। তত্র সলিলে ভবনং মহাকালপুরম্ দ্যুমত্তমং দ্যুতিমৎসু শ্রেষ্ঠম্ ॥ ৫২ ॥

তস্মিন্ মহাভোগমনন্তমদ্ভুতং সহস্রমূর্দ্ধন্যফণামণিদ্যুভিঃ।
বিভ্রাজমানং দ্বিগুণেক্ষণোল্বণং সিতাচলাভং শিতিকণ্ঠজিহ্বম্। ৫৩ ॥
দদর্শ তদ্ভোগসুখাসনং বিভুং মহানুভাবং পুরুষোত্তমোত্তমম।
সান্দ্রাম্বুদাভং সুপিশঙ্গবাসসং প্রসন্নবক্ত্রং রুচিরায়তেক্ষণম ॥ ৫৪ ॥
মহামণিব্রাতকিরীটকুণ্ডল-প্রভাপরিক্ষিপ্তসহস্রকুন্তলম।
প্রলম্বচার্বষ্টভুজং সকৌস্তুভং শ্রীবৎসলক্ষ্মং বনমালয়াবৃতম ॥ ৫৫ ॥
সুনন্দনন্দপ্রমুখৈঃ স্বপার্ষদৈ-শ্চক্রাদিভির্মূর্ত্তিধরৈর্নিজায়ুধৈঃ।
পুষ্ট্যা শ্রিয়া কীর্ত্ত্যজয়াখিলর্দ্ধিভি র্নিষেব্যমাণং পরমেষ্ঠিনাং পতিম্ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়—[সঃ] (সখার সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) তস্মিন্ (সেই ভবনে) মহাভোগং (বিপুলকায়), সহস্রমূর্দ্ধন্য ফণামণিদ্যুভিঃ বিভ্রাজমানং (সহস্র মস্তকের ফণায় অবস্থিত মণিসমূহের দীপ্তিতে প্রকাশমান), দ্বিগুণেক্ষণোল্বণং (দ্বিসহস্র নয়নের দ্বারা দেখিতে ভীষণ), সিতাচলাভং (স্ফটিকময় পর্বতসদৃশ), শিতিকণ্ঠজিহ্বম্ (নীলকণ্ঠ ও নীলজিহ্ব) অদ্ভুতম অনন্তং (অদ্ভুত অনন্তনাগকে) তদ্ভোগসুখাসনং (এবং অনন্তনাগের দেহ যাঁহার সুখকর আসন), পুরুষোত্তমোত্তমং (যিনি ব্রহ্মাদি পুরুষোত্তমগণের পূজনীয়) মহানুভাবং (ও মহাপ্রভাবশালী), সান্দ্রাম্বুদাভং (ঘনমেঘের ন্যায় যাঁহার আভা), সুপিশঙ্গবাসসং (যাঁহার বসন উত্তম পীতবর্ণ), প্রসন্নবক্ত্রং (বদনমণ্ডল প্রসন্ন) রুচিরায়তেক্ষণং (ও লোচনদ্বয় মনোহর ও আয়ত), মহামণিব্রাতকিরীটকুণ্ডল প্রভাপরিক্ষিপ্তসহস্রকুন্তলং (মহামূল্য মণিসমূহখচিত কিরীট ও কুণ্ডলের প্রভায় যাঁহার কেশরাজি দীপ্তি পাইতেছিল), প্রলম্বচার্বষ্টভুজং (যাঁহার অষ্টবাহু আজানুলম্বিত ও মনোহর), সকৌস্তুভং (যিনি কৌস্তুভ মণিতে বিভূষিত), শ্রীবৎসলক্ষ্মং (যাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন), বনমালয়া আবৃতং (যিনি বনমালায় পরিশোভিত) সুনন্দনন্দপ্রমুখৈঃ স্বপার্ষদৈঃ (এবং সুনন্দ, নন্দ প্রমুখ নিজপার্ষদগণ) মূর্ত্তিধরৈঃ চক্রাদিভিঃ নিজায়ুধৈঃ (মূর্ত্তিমান্ সুদর্শনচক্র প্রভৃতি স্বীয় অস্ত্র শস্ত্রসমূহ), পুষ্ট্যা শ্রিয়া কীর্ত্ত্যজয় (মূর্ত্তিমতী পুষ্টি, শ্রী, কীর্ত্তি, প্রকৃতি) অখিলর্দ্ধিভিঃ (ও অণিমাদি মহাবিভূতিসমূহ) নিষেব্যমাণ (যাঁহার সেবা করিতেছিলেন সেই) পরমেষ্ঠিনাং পতিং বিভুং (ব্রহ্মাদি পরমেষ্ঠিগণের পতি বিভুকে) দদর্শ (দেখিতে পাইলেন) ॥ ৫৩ - ৫৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সখার সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই ভবনে বিপুলকায় সহস্র মস্তকের ফণায় অবস্থিত মণিসমূহের দীপ্তিতে প্রকাশমান, দ্বিসহস্র নয়নের দ্বারা দেখিতে ভীষণ, স্ফটিকময় পর্ব্বতসদৃশ, নীলকণ্ঠ ও নীলজিহ্ব অদ্ভুত অনন্তনাগকে ও ব্রহ্মাদি পুরুষোত্তমগণের পূজনীয় ও ব্রহ্মাদি পরমেষ্ঠিগণের পতি মহাপ্রভাবশালী বিভুকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন—অনন্তনাগের দেহ সেই বিভুর সুখকর আসন, ঘনমেঘের ন্যায় তাঁহার শরীরের আভা, তাঁহার বসন উত্তম পীতবর্ণ, তাঁহার বদনমণ্ডল প্রসন্ন এবং লোচনদ্বয় মনোহর ও আয়ত, মহামূল্য মণিখচিত কিরীট ও কুণ্ডলের প্রভায় তাঁহার কুন্তলরাজি দীপ্তি পাইতেছে। তাঁহার অষ্টবাহু আজানুলম্বিত ও মনোহর, তিনি কৌস্তুভমণির দ্বারা বিভূষিত, তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, তিনি বনমালায় পরিশোভিত এবং সুনন্দ নন্দ প্রমুখ নিজ পার্ষদগণ, মূর্ত্তিমান্ স্বীয় অস্ত্রশস্ত্রসমূহ, মূর্ত্তিমতী পুষ্টি, কীর্ত্তি, প্রকৃতি ও অণিমাদি মহাবিভূতিসমূহ তাঁহার সেবা করিতেছেন ॥ ৫৩—৫৬ ॥

শ্রীধর—সহস্রং মূর্দ্ধি ভবাঃ ফণাস্তাসু মণয়স্তেষাং দ্যুতিভিঃ দ্বিসহস্রনেত্রৈরুজ্জিতঃ স্ফটিকগিরিসঙ্কাশম্ শিতিকণ্ঠ জিহ্বম কণ্ঠাশ্চ জিহ্বাশ্চ কণ্ঠজিহ্বাঃ শিতয়ো নীলাঃ কণ্ঠজিহ্বা যস্য তম্ ॥ ৫৩ ॥

ববন্দ আত্মানমনন্তমচ্যুতো জিষ্ণুশ্চ তদ্দর্শনজাতসাধ্বসঃ।
তাবাহ ভূমা পরমেষ্ঠিনাং প্রভু র্বদ্ধাঞ্জলী সস্মিতমূর্জ্জয়া গিরা ॥ ৫৭ ॥
দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান হত্বেহ ভূয়স্তরয়েতমন্তি মে ॥ ৫৮ ॥
পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবৃষী।
ধর্ম্মমাচরতাং স্থিত্যৈ ঋষভৌ লোকসংগ্রহম্ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়—অচ্যুতঃ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) তদ্দর্শনজাতসাধ্বসঃ [সন] (তাহার দর্শনে সম্ভ্রমান্বিত হইয়া) আত্মানং [ভূম] অনন্তং চ। (নিজমূর্ত্তিস্বরূপ সেই বিভুকে ও অনন্তকে) ববন্দে (প্রণাম করিলেন) জিষ্ণুঃ চ [ববন্দে] (এবং অর্জ্জুনও প্রণাম করিলেন)। [অথ] (অনন্তর] পরমেষ্ঠিনাং প্রভুঃ ভূমা (ব্রহ্মাদি পরমেষ্ঠিগণের প্রভু বিভু) সস্মিতং (হাসিতে হাসিতে) উর্জ্জয়া গিরা (গম্ভীর বাক্যে) বদ্ধাঞ্জলী তৌ আহ (করজোড়ে দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বলিতে লাগিলেন) ॥ ৫৭ ॥

[বিভু বলিলেন—হে কৃষ্ণ! হে অর্জ্জুন!] যুবয়োঃ দিদৃক্ষুণা ময়া (তোমাদিগকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় আমি) দ্বিজাত্মজাঃ (ব্রাহ্মণের পুত্রদিগকে) উপনীতাঃ (আমার নিকটে আনয়ন করিয়াছি)। যুবাং (তোমরা) ধর্ম্মগুপ্তয়ে (ধর্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত) ভুবি (পৃথিবীতে) মে কলাবতীর্ণৌ (আমার শক্তিসমূহের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছ), [যুবাম] (তোমরা) অবনেঃ ভরাসুরান (পৃথিবীর ভারভূত অসুরগণকে) হত্বা (বধ করিয়া) ভূয়ঃ (পুনরায়) ইহ মে অন্তি (এই স্থানে আমার নিকটে) ত্বরয়া ইতম (শীঘ্র আগমন কর) ॥ ৫৮ ॥

যুবাম্ (তোমরা দুইজন) ঋষভৌ নরনারায়ণৌ ঋষী (শ্রেষ্ঠ নর ও নারায়ণ ঋষি), [যুবাং] (তোমরা) পূর্ণকামৌ অপি (পূর্ণকাম হইলেও) স্থিত্যৈ (লোকরক্ষার নিমিত্ত) লোকসংগ্রহং ধর্মম আচরতাম (লোকশিক্ষাকর ধর্ম্ম আচরণ কর) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভুর দর্শনে সম্ভ্রমান্বিত হইয়া নিজমূর্ত্তিস্বরূপ সেই বিভুকে ও অনন্তনাগকে প্রণাম করিলেন। অর্জ্জুনও তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মাদি পরমেষ্ঠিগণের প্রভু বিভু হাসিতে হাসিতে গম্ভীর বাক্যে করযোড়ে দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥ বিভু বলিলেন—হে কৃষ্ণ! হে অর্জ্জুন! তোমাদিগকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় আমি ব্রাহ্মণের পুত্রদিগকে আমার নিকটে আনিয়া রাখিয়াছি। তোমরা ধর্ম্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত আমার শক্তিসমূহের সহিত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছ। তোমরা পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরদিগকে বধ করিয়া পুনরায় এই স্থানে আমার নিকট শীঘ্র আগমন কর ॥ ৫৮ ॥ তোমরা দুইজন শ্রেষ্ঠ নর ও নারায়ণ ঋষি, তোমরা পূর্ণকাম হইলেও লোকরক্ষার নিমিত্ত লোকশিক্ষাকর ধর্ম আচরণ কর ॥ ৫৯ ॥

শ্রীধর—তদ্ভোগসুখাসনং তস্যানন্তস্য ভোগো দেহঃ সুখকরমাসনং যস্য তম্ ॥ ৫৪ ॥ মহামণিব্রাতা যেষু তেষাং কিরীটকুণ্ডলানাং প্রভা তয়া পরিক্ষিপ্তাঃ সর্ব্বতঃ স্ফুরন্তঃ সহস্রম্ অপরিমিতাঃ কুন্তলা যস্য তম্ ॥ ৫৫ ॥ কীর্ত্ত্যজয়া কীর্ত্তিসহিতয়া অজয়া, অখিলর্দ্ধিভিরণিমাদিবিভূতিভির্ম্মূর্ত্তিধরাভিঃ ॥ ৫৬ ॥ ঊর্জ্জয়া উর্জ্জিতয়া গিরা ॥ ৫৭ ॥

ইত্যাদিষ্টৌ ভগবতা তৌ কৃষ্ণৌ পরমেষ্ঠিনা।
ওমিত্যানম্য ভূমানমাদায় দ্বিজদারকান্ ॥ ৬০ ॥
ন্যবর্ত্তেতাং স্বকং ধাম সম্প্রহৃষ্টৌ যথাগতম।
বিপ্রায় দদতুঃ পুত্রান্ যথারূপং তথা প্রভূ। ৬১ ॥
নিশাম্য বৈষ্ণবং ধাম পার্থঃ পরমবিস্মিতঃ।
যৎকিঞ্চিৎ পৌরুষং পুংসাং মেনে কৃষ্ণানুকম্পিতম্ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়—[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।] তৌ কৃষ্ণৌ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন) ভগবতা পরমেষ্ঠিনা (বিভুনা) (ভগবান পরমেষ্ঠী বিভুকর্তৃক) ইতি আদিষ্টৌ (এইরূপ আদিষ্ট হইয়া) ওমিতি [উক্ত] ("তাহাই করিব" বলিয়া) ভূমানম্ আনম্য (বিভুকে প্রণাম করিলেন এবং) দ্বিজদারকান্ আদায় (ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে লইয়া) সম্প্রহৃষ্টৌ [সন্তৌ] (অতিশয় আনন্দিত হইয়া) যথাগতং স্বকং ধাম (যেরূপে আগমন করিয়াছিলেন সেইরূপে নিজধামে) ন্যবর্ত্তেতাম্ (ফিরিয়া আসিলেন)। তথা প্রভূ (অনন্তর প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন) বিপ্রায় (সেই ব্রাহ্মণকে) পুত্রান্ যথারূপং দদতুঃ (পূর্ব্বদৃষ্ট অনুরূপ পুত্র সকল প্রদান করিলেন) ॥ ৬০ ৬১ ।

পার্থঃ (অর্জুন) বৈষ্ণবং ধাম (বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের সেই স্থান) ভূমাখ্যং স্বরূপং চ | (ও বিভুনামক স্বরূপ) নিশাম্য (দর্শন করিয়া) [অহো।] এই ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণরক্ষার্থ অষ্টভুজ রূপান্তরে এই ব্রাহ্মণ বালকগণকে প্রদান করিলেন, এই স্থানে আনিয়া গর্ব্বিত আমার গর্ব্ব দূর করিলেন, আমি আত্মশ্লাঘা করিলেও আমাকে তিরস্কার করেন নাই, সখারূপেই দেখিতেছেন ইত্যাদি চিন্তা করিয়া] পরমবিস্মিতঃ [সন] (অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) পুংসাং যৎকিঞ্চিৎ পৌরুষং (পুরুষের যে কিছু সামর্থ্য), [তৎ সর্বং] (সেই সমস্তই) কৃষ্ণানুকম্পিতং মেনে (ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহলব্ধ বলিয়া মনে করিলেন) ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ভগবান্ পরমেষ্ঠী বিভুকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া "তাহাই করিব" বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং ব্রাহ্মণের পুত্রগণকে লইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়া যেরূপে আগমন করিয়াছিলেন, সেইরূপে নিজধামে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সেই ব্রাহ্মণকে পূর্বদৃষ্ট অনুরূপ পুত্রসকল প্রদান করিলেন ॥ ৬০-৬১ ॥ অর্জ্জুন বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের সেই স্থান ও বিভু নামক স্বরূপ দর্শন করিয়া "অহো! এই ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত্ত অষ্টভুজ রূপান্তরে এই ব্রাহ্মণপুত্রদিগকে প্রদান করিলেন, এই স্থানে আনিয়া গর্বিত আমার গর্ব্ব দূর করিলেন, আমি আত্মশ্লাঘা করিলেও আমাকে তিরস্কার করেন নাই, সখারূপেই দেখিতেছেন" ইত্যাদি চিন্তা করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং পুরুষের যে কিছু সামার্থ্য আছে, সেই সমস্তই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহলব্ধ বলিয়া মনে করিলেন ॥ ৬২ ॥

শ্রীধর—মে কলাবতীর্ণাবিতি সম্বোধনম। শীঘ্রং মে অন্তি সকাশম্ ইতম্ আগচ্ছতম ॥ ৫৮ ॥

ইতীদৃশান্যনেকানি বীর্য্যাণীহ প্রদর্শয়ন্।
বুভুজে বিষয়ান্ গ্রাম্যানীজে চাত্যূর্জ্জিতৈর্মখৈঃ ॥ ৬৩ ॥
প্রববর্ষাখিলান্ কামান্ প্রজাসু ব্রাহ্মণাদিষু।
যথাকালং যথৈবেন্দ্রো ভগবান্ শ্রৈষ্ঠ্যমাস্থিতঃ ॥ ৬৪ ॥
হত্বা নৃপানধর্ম্মিষ্ঠান্ ঘাতয়িত্বার্জ্জুনাদিভিঃ।
অঞ্জসা বর্ত্তয়ামাস ধর্ম্মং ধর্ম্মসুতাদিভিঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
দ্বিজকুমারানয়নং নাম একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

অন্বয়—[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ] ইহ (এই পৃথিবীতে) ইতি ঈদৃশানি অনেকানি বীর্য্যাণি (এই প্রকার অনেক পরাক্রম) প্রদর্শয়ন (প্রদর্শন করিয়া) গ্রাম্যান বিষয়ান (লৌকিক বিষয়সমূহ) বুভুজে (ভোগ করিয়াছিলেন) অত্যূর্জ্জিতৈঃ মখৈঃ ঈজে চ (এবং শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞসমূহ করিয়াছিলেন) ॥ ৬৩ ॥

ভগবান (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) শ্রৈষ্ঠ্যম্ আস্থিতঃ [সন] (শ্রেষ্ঠতা অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া) ইন্দ্রঃ যথা এব (দেবরাজ ইন্দ্র যেমন যথাযোগ্যকালে প্রচুর বারিবর্ষণ করেন, সেইরূপ) যথাকালং (যথাযোগ্যকালে) ব্রাহ্মণাদিষু প্রজাসু (ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণের মধ্যে) অখিলান্ কামান্ প্রববর্ষ (নিখিল কাম্যবস্তু বিতরণ করিয়াছিলেন) ॥ ৬৪ ॥

[সঃ] (তিনি) অধর্ম্মিষ্ঠান্ নৃপান্ (অধার্ম্মিক রাজগণকে) [স্বয়ং] হত্বা (স্বয়ং বধ করিয়া) অর্জ্জুনাদিভিঃ ঘাতয়িত্বা [চ] (ও অর্জ্জুনাদির দ্বারা বধ করাইয়া) ধর্ম্মসুতাদিভিঃ (যুধিষ্ঠিরাদির দ্বারা) অঞ্জসা (অনায়াসে) ধর্ম্মং বর্ত্তয়ামাস (ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন) ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে এই প্রকার অনেক পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া লৌকিক বিষয়সমূহ ভোগ করিয়াছিলেন এবং শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞসমূহ করিয়াছিলেন। ৬৩ ॥ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠতা অবলম্বন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যেমন যথাযোগ্যকালে প্রচুর বারিবর্ষণ করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণাদি প্রজাগণের মধ্যে কাম্যবস্তু সকল বিতরণ করিয়াছিলেন ॥ ৬৪ ॥ তিনি অধার্ম্মিক রাজগণকে স্বয়ং বধ করিয়া ও অর্জ্জুনাদির দ্বারা বধ করাইয়া যুধিষ্ঠিরাদির দ্বারা অনায়াসে ধর্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন ॥ ৬৫ ॥

একোননবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

শ্রীধর—আচরতাম্ আচরতম্, ইদন্তু ভারতযুদ্ধাৎ পূর্ব্বমেব কৃতমপি শ্রৈষ্ঠ্যকথনপ্রস্তাবেনাত্রোক্তম ॥ ৫৯—৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮৯ ॥

ফেলালব

নবাশীতিতমে বিষ্ণোঃ শ্রৈষ্ঠ্যং ভৃগুপরীক্ষয়া।
ত্রিষু তত্রাপি বিপ্রার্ভাহৃতেঃ কৃষ্ণস্য ভূমতঃ ॥

উননব্বই অধ্যায়ে ভৃগুমুনিকর্ত্তৃক পরীক্ষায় শ্রীবিষ্ণুই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা নির্ণয়াত্মক লীলা বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর কালপুরুষ যে ব্রাহ্মণপুত্রদের নিয়া যাইতেন, তাঁহার নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক তৎ-প্রত্যাহরণ লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

বিবরণী

এই অধ্যায়ে দুইটি লীলা। শ্রীহরির নিজবক্ষে ভৃগুপদচিহ্ন ধারণ। কালপুরুষভবন হইতে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র আনয়ন।

১। সরস্বতী তীরে যজ্ঞরত মুনিগণ ব্রহ্মা শিব বিষ্ণু ইহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহা নির্দ্ধারণার্থ ভৃগুকে পাঠাইলেন। তিনি ব্রহ্মার নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন না। ইহাতে তিনি ক্ষুণ্ন হইলেন। ভৃগু শিবের নিকট গিয়া, শিব তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিলে তিনি শিবকে ভর্ৎসনা করিলেন—'তুমি উন্মার্গগামী' বলিয়া। শিব ক্রুদ্ধ হইয়া শূলহস্তে ভৃগুকে মারিতে উদ্যত হইলেন।

ভৃগু তখন বৈকুণ্ঠে গিয়া কোন কথা না বলিয়া হঠাৎ শ্রীবিষ্ণুর বুকে এক পদাঘাত করিলেন। ভগবান্ তখন লক্ষ্মীর সহিত শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া মুনিকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। এবং তিনি যে আসিবেন তাহা পূর্বাহ্ণে জানিতে না পারায় অভ্যর্থনায় ত্রুটি হইয়াছে বলিয়া ক্ষমা চাহিলেন। ভৃগু ফিরিয়া মুনিগণকে জানাইলেন শ্রীহরিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অতঃপর তাঁহারা শ্রীহরিভজন করিয়া মুক্তিলাভ করিলেন।

২। দ্বারকায় একদিন এক ব্রাহ্মণের পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মরিয়া গেল। ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, রাজার পাপেই আমার পুত্রের অকাল মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পর ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় পুত্র তৃতীয় পুত্র এইভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তিনি আসিয়া রাজদ্বারে রাজনিন্দা করিতে থাকেন। এই প্রকার ব্রাহ্মণের নয়টি পুত্র মরিয়া যায়।

এই সময় অর্জ্জুন দ্বারকায় ছিলেন। অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিলেন ব্রাহ্মণপুত্রদের যমের বাড়ী হইতে আনিয়া দিবেন, নতুবা প্রাণত্যাগ করিবেন। আনিয়া দেওয়া দূরের কথা, দশম পুত্রের জন্ম সময় অর্জ্জুন বাণরাশিদ্বারা সূতিকাগার আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াও শিশু রক্ষা করিতে পারিলেন না। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ব্রাহ্মণ অর্জ্জুনকে তিরস্কার করিলেন। অর্জ্জুন যমপুরী গিয়াও ব্রাহ্মণের পুত্র পাইলেন না। ইন্দ্রলোক চন্দ্রলোক চৌদ্দভুবন ঘুরিয়াও অর্জ্জুন ব্রাহ্মণ পুত্রদের কোন সন্ধান পাইলেন না। শেষে নিজ প্রতিজ্ঞানুসারে অগ্নিতে প্রবেশপূর্বক প্রাণত্যাগে উদ্যত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিরস্ত করিয়া তাঁহাকে লইয়া লোকাতীত মহাকালপুরে গমনপূর্ব্বক অনন্তদেবকে দর্শন করিলেন। তাঁহার দেহে বিরাট পুরুষকে দর্শন করিলেন। বিরাট পুরুষ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের অবতারের কারণ বর্ণনা করিয়া কহিলেন, তোমাদের দর্শন কামনা করিয়াই আমি ব্রাহ্মণপুত্রদের আনয়ন করিয়াছি। এই বলিয়া তাহাদিগকে আনিয়া দিলেন। অর্জ্জুন তাহাদিগকে আনিয়া ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের মহামহিমা অবগত হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

১। অপরাধ তিনপ্রকার। মানসিক, বাচিক ও কায়িক। ভৃগুমুনি ব্রহ্মার নিকট মানসিক অপরাধ করিয়াছেন। মানসে অবজ্ঞা করিয়া প্রণাম স্তবাদি করেন নাই। মানস অপরাধ হইতে বড় অপরাধ বাচিক। শিবের নিকট গিয়া ভৃগুমুনি তাঁহাকে উৎপথগামী বলিয়া বাচিক অপরাধ করিয়াছেন। বাচিক হইতেও বড় অপরাধ কায়িক, শ্রীহরির নিকট গিয়া ভৃগু কায়িক অপরাধ করিয়াছেন। কায়িক অপরাধেরও তারতম্য আছে। হাত দিয়া একটা আঘাত করা আর পা দিয়া লাথি মারা অনেক তফাৎ। দেহের অন্যস্থানে পদাঘাত অপেক্ষা বক্ষোদেশে পদাঘাত আরও গুরুতর। তাহাও আবার করিলেন কোন্ সময়, যখন তিনি লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে আনন্দে শয়নে আছেন। সুতরাং শ্রীহরির নিকট ভৃগু চরম, গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন।

শ্রীহরি তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছেন। তিনি শুধু সত্ত্বগুণী হইলেও এতাদৃশ অপরাধ ক্ষমা করিতে পারিতেন না। তিনি শুদ্ধ-সত্ত্বময় বলিয়াই পারিলেন।

শুধু ক্ষমাই করিলেন না, নিজে অপরাধী বলিয়া ক্ষমা ভিক্ষাও করিলেন। শুধু ক্ষমাই চাহিলেন না, পাদোদকও পান করিলেন।

পুষ্পপর্য্যঙ্কোপরি শয়ানমপি তত্রাপি শ্রিয়ঃ স্বপত্ন্যা উৎসঙ্গে তত্রাপি বক্ষসি তত্রাপি পদা নতু হস্তাদিনা ইত্যপরাধপরাবধিঃ কৃতঃ। এইরূপ অবস্থাতেও অপরাধ না লইয়া নিজেকে অপরাধী মনে করা শুদ্ধ সত্ত্বময় ছাড়া সম্ভব হয় না। প্রত্যুত স্বস্যাপরাধিত্বমননেন তৎপ্রসাদনং যদেতৎ শুদ্ধসত্ত্বধর্ম্মো জ্ঞেয়ঃ।

২। এই কার্য্যে ভৃগুমুনির অপরাধ হইল কি না এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা বলেন, ভৃগু এই কার্য্য নিজে করেন নাই. করিতে পারেন না, তিনিই করাইয়াছেন। আড়ালে থাকিয়া সূত্রধর যেরূপ পুতুল নাচায়, সেই প্রকারে ভৃগুকে দিয়া এই কার্য্য করাইয়াছেন। এই জন্য অপরাধ নয়।

ভগবল্লীলাবিনোদসূত্রধারনর্ত্তিতস্য ভৃগোরেতৎকর্ম্মণি নাপরাধো বাচ্যঃ ইতি প্রাহুঃ।

৩। শ্রীহরির উদার-কীর্ত্তিযুক্ত এই লীলাটিকে শ্রীসূতমুনি বলিয়াছেন, পদ্মগন্ধপীযূষং ইহা পীযূষ অর্থাৎ অমৃত বলিয়া জীবের ভবরোগ নিবর্ত্তক এবং পদ্মগন্ধ বলিয়া ভক্ত মধুকরের চিত্তাকর্ষক।

সংসারমার্গে ভ্রমণশীল মানব এই লীলামৃত কর্ণদ্বারা পান করিলে এই সংসারের ক্লেশদায়ক পথে ধাবনজনিত দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ করে।

৪। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লইয়া মহাকালপুরে গমন করিলেন। সেখানে এক ভূমা পুরুষকে দর্শন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন দুইজনেই পুরুষবরকে প্রণাম করিলেন। কেন প্রণাম করিলেন—নিজেকে নিজে প্রণাম করিলেন। যেমন গোবর্দ্ধন পূজার সময় করিয়াছিলেন।

"তস্মৈ নমো ব্রজজনৈঃ সহ চক্রে আত্মনাত্মনে" অতঃপর ব্রজবাসিগণের সহিত মিলিত হইয়া নিজেই নিজেকে প্রণাম করিলেন। প্রণামটি লোকবৎ লীলা বা লীলাকৌতুক।

৫। শ্রীকৃষ্ণের অংশ ঐ মহাকালপুরুষ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নরলীল, আর সেই অষ্টভুজ মূর্ত্তি ঈশ্বর-লীল। নরলীল শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য পাছে ক্ষুণ্ণ হয় এইজন্য মহাকালপুরুষ তাঁহাকে প্রণাম করেন নাই। নরলীলত্বরক্ষণার্থমেব সোঽষ্টভুজ ঈশ্বরলীল এতদংশোঽপি তং ন বন্দিতবান্ ইতি।

৬। শ্রীকৃষ্ণের নামটি বলিয়াছেন "অচ্যুত"। তাৎপর্য্য এই যে, তিনি নরলীলত্ব হইতে কদাপি চ্যুত হন না। এইজন্য নরভাবে দুইজনে প্রণাম করিলেন। অচ্যুতো নরলীলত্বচ্যুতিরহিত ইতি বন্দনে হেতুঃ।

৭। জিষ্ণুশ্চ তদ্দর্শন-জাত-সাধ্বসঃ। মহাপুরুষের দর্শনে অর্জ্জুন সম্ভ্রমযুক্ত হইলেন। অর্জ্জুন মনে করিলেন যে, কৃষ্ণ হইতে ইহার ঐশ্বর্য্য অধিক। এইজন্য তিনি সম্ভ্রমযুক্ত হইলেন, কৃষ্ণাদপ্যয়ম্ অধিকৈশ্বর্য্যবানিতি লব্ধপ্রতীতিকঃ। কৃষ্ণ হইতে ভূমা পুরুষ বড়, এইরূপ জ্ঞান অর্জ্জুনের হউক ইহা কৃষ্ণেরই ইচ্ছা।

ভূমা পুরুষ কথা বলিলেন, "সস্মিতয়া" একটু হাসিয়া। হাসিটুকু দ্বারা তিনি জ্ঞাপন করিলেন যে, হে কৃষ্ণ ! যদিও আমি তোমার অংশ, তথাপি আমি এমন কথা বলিব, যাহাতে তোমাপেক্ষা আমি বড় এইরূপ প্রকাশ পায়, অর্জ্জুন এইরূপ বুঝিবে। বস্তুতঃ এমন ভঙ্গিতে বলিব যাহাতে আমিই যে তোমার অংশ ইহা কৌশলে দ্যোতিত হয়। ত্বয়াপি স্বতত্ত্বং অর্জ্জুনায় অবশ্য-জ্ঞাপ্যমিতি। 'স্মিতেন' ইহার মধ্যে "প্রার্থনা দ্যোতিতা।"

৮। ত্বদভিপ্রায়েণৈব ত্বদংশোঽপ্যহং স্বস্যাধিক্যং স্ববাক্যেন প্রকটীকরোমি। বস্তুতস্তু তস্মিন্ এব বাক্যে তবৈব রূপগুণৈশ্বর্য্যাধিক্যং মদংশিত্বঞ্চ দ্যোতয়ামি, পশ্য মে চাতুর্য্যং। ত্বয়াপি পশ্চাদর্জ্জুনায় স্বতত্ত্বম্ অবশ্য-জ্ঞাপ্যমিতি। স্মিতেন প্রার্থনা চ দ্যোতিতা।

৯। কালপুরুষ কহিলেন—তোমরা দুইজনে ধর্মরক্ষার্থ আমার অংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছ। এই অর্থে অর্জ্জুন সম্ভ্রমযুক্ত। কলাবতীর্ণৌ—মম কলয়া অবতীর্ণৌ। কথাটির আসল অভিপ্রায় এই যে, কলাভিঃ স্বশক্তিভিঃ অবতীর্ণৌ, সমগ্র শক্তি লইয়া অবতীর্ণ। বক্তার ইহাই হার্দ্দ।

১০। কালপুরুষ কহিলেন, পৃথিবীর ভারভূত অসুরগণকে বিনাশপূর্ব্বক পুনরায় সত্বর আমার সমীপে আগমন কর। ইহাতে অর্জ্জুন বুঝিলেন, বক্তা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অনেক বড়। বস্তুতঃ বক্তার অভিপ্রায় এই যে, ধরার ভারভূত অসুর বধ করিয়া তাড়াতাড়ি আমার কাছে পাঠাও। অসুরান্ হত্বা মে অন্তি মমান্তিকং তান্ প্রস্থাপয়িতুং ত্বরয়। আমার এখানে আসিলে তাহারা ক্রমে ক্রমে মুক্তিলাভ করিবে। মৎপ্রাপ্ত্যা তে মুক্তা ভবন্তু।

পরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তথা হরিবংশে—

মদ্দর্শনার্থং তে বালা হৃতাস্তেন মহাত্মনা।
বিপ্রার্থমেষ্যতে কৃষ্ণো মৎসমীপং ন চান্যথা॥

বিপ্রের জন্য আমি তাঁহার নিকটে যাইব, এই মাত্র মনে করিয়া তিনি (ভূমা পুরুষ) বিপ্রপুত্র হরণ করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু বিপ্রের জন্য তাঁহার কাছে যাই নাই। কিন্তু প্রাণসখা তুমি অর্জ্জুন, তোমার প্রাণ-রক্ষার্থ গিয়াছি। ময়াতু বিপ্রার্থমপি ন গতং তৎসমীপং কিন্তু সখ্যুস্তব প্রাণরক্ষার্থং। যদি বিপ্রের জন্য যাইতাম তাহা হইলে প্রথম বালক হরণকালেই যাইতে পারিতাম।

আমি মহাকালপুরে গিয়াছি সেই পুরুষের অনুরোধে নয়। সখা, তোমার জীবন রক্ষার অনুরোধে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে সকল কথা জানিয়া অর্জ্জুন বুঝিতে পারিলেন, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যাহা কিছু সবই কৃষ্ণানুকম্পিত। সর্ব্বং কৃষ্ণানুকম্পিতং কৃষ্ণানুকম্পাসম্পাদিতমেব মেনে।

বেদস্তুতি (৮৭ অঃ) হইতে এই পর্য্যন্ত (৮৯ অঃ) যাহা বলা হইল সকলই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোৎকর্ষ প্রকাশ করিবার জন্য। এই লীলা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে। তবে এখানে বলা হইল কেন—? শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব কথনের প্রস্তাব পাইয়া বলা হইল মাত্র।

ইদন্তু ভারতযুদ্ধাৎ পূর্ব্বমেব কৃতমপি শ্রৈষ্ঠ্যকথনপ্রস্তাবেন অত্রোক্তমিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ।

ঊননব্বই অধ্যায়ের ফেলালব নামক ভাবানুবাদ সমাপ্ত।

———

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ

সুখং স্বপুর্য্যাং নিবসন্ দ্বারকায়াং শ্রিয়ঃ পতি।
সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধায়াং জুষ্টায়াং বৃষ্ণিপুঙ্গবৈঃ ॥ ১ ॥
স্ত্রীভিশ্চোত্তমবেষাভির্নবযৌবনকান্তিভিঃ।
কন্দুকাদিভির্হর্ম্মেষু ক্রীড়ন্তীভিস্তড়িদ্দ্যুভিঃ ॥ ২ ॥
নিত্যং সঙ্কুলমার্গায়াং মদচ্যুদ্ভির্মতঙ্গজৈঃ।
স্বলঙ্কৃতৈর্ভটৈরশ্বৈ রথৈশ্চ কনকোজ্জ্বলৈঃ ॥ ৩ ॥
উদ্যানোপবনাঢ্যায়াং পুষ্পিতদ্রুমরাজিষু।
নির্ব্বিশদ্‌ভৃঙ্গবিহগৈর্নাদিতায়াং সমন্ততঃ ॥ ৪ ॥
রেমে ষোড়শসাহস্র-পত্নীনামেকবল্লভঃ।
তাবন্তি বিভ্রদ্রূপাণি তদ্গেহেষু মহর্দ্ধিষু ॥ ৫ ॥
প্রোৎফুল্লোৎপলকহ্লার-কুমুদাম্ভোজরেণুভিঃ।
বাসিতামলতোয়েষু কূজদ্দ্বিজকুলেষু চ ॥ ৬ ॥

[এই অধ্যায়ে সংক্ষেপতঃ কৃষ্ণলীলা, কৃষ্ণপত্নীগণের ভক্তি ও মুক্তি, যদুবংশীয়গণের অনন্ততা এবং কৃষ্ণলীলা-শ্রবণাদির ফল বর্ণনা করিয়া দশমস্কন্ধ শেষ করিতেছেন।

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) হে মহারাজ পরীক্ষিৎ। [শ্রিয়ঃ পতিঃ [কৃষ্ণঃ] (শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ সর্বসম্পৎসমৃদ্ধায়াং (যাহা সর্বসম্পদে সমৃদ্ধা ছিল), বৃষ্ণিপুঙ্গবৈঃ (যাদবশ্রেষ্ঠগণ) হর্ম্মেষু কন্দুকাদিভিঃ ক্রীড়ন্তীভিঃ (এবং অট্টালিকাসমূহের মধ্যে কন্দুকাদির দ্বারা ক্রীড়াকারিণী), তড়িদ্দ্যুভিঃ (বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিশালিনী) উত্তমবেষাভিঃ (উত্তমবেশধারিণী) নবযৌবনকান্তিভিঃ (ও নবযৌবন-কান্তিশালিনী), স্ত্রীভিঃ চ জুষ্টায়াং (রমণীগণ যাহাতে অবস্থান করিতেন), মদচ্যুদ্ভিঃ মতঙ্গজৈঃ (মদস্রাবী হস্তিসমূহ), স্বলঙ্কৃতৈঃ ভটৈঃ অশ্বৈঃ (উত্তমরূপে অলঙ্কৃত পদাতিগণ, অশ্বসমূহ) কনকোজ্জ্বলৈঃ রথৈঃ চ (ও সুবর্ণমণ্ডিত রথসমূহের দ্বারা) নিত্যং সঙ্কুলমার্গায়াং (যাহার পথসমূহ সতত পরিব্যাপ্ত থাকিত), উদ্যানোপবনাঢ্যায়াং (উদ্যান ও উপবনসমূহের দ্বারা যাহা সুসমৃদ্ধ ছিল) সমন্ততঃ পুষ্পিত-দ্রুমরাজিষু (এবং চারিদিকে পুষ্পিত বৃক্ষশ্রেণীর উপরে) নির্ব্বিশদ্‌ভৃঙ্গবিহগৈঃ নাদিতায়াং (উপবিষ্ট অলিকুল ও বিহঙ্গকুলের ধ্বনিতে যাহা মুখরিত থাকিত, সেই) স্বপুর্য্যাং দ্বারকায়াং (নিজপুরী দ্বারকায়) সুখং নিবসন্ (সুখে বাস করতঃ) ষোড়শসাহস্রপত্নীনাম্ একবল্লভঃ

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! দ্বারকাপুরী সর্ব্বসম্পদে সমৃদ্ধা ছিল, যাদবশ্রেষ্ঠগণ তাহাতে বাস করিতেন, অট্টালিকাসমূহের মধ্যে কন্দুকাদির দ্বারা ক্রীড়াকারিণী বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিশালিনী, উত্তমবেশধারিণী ও নবযৌবনে কান্তিশালিনী রমণীগণ তাহাতে অবস্থান করিতেন,

শ্রীধর—চরমে তু পুনঃ প্রোক্তাঃ কৃষ্ণলীলাঃ সমাসতঃ। যদুবংশপ্রসূতানামানন্ত্যঞ্চ সকারণম্ ॥ শ্রীকৃষ্ণবিভূতিং সমাসেন দর্শয়তি—সুখং স্বপুর্য্যামিতি। সর্বসম্পদাদিবিশিষ্টায়াম্ শ্রিয়ঃ পতিঃ ষোড়শসহস্রপত্নীনামেকবল্লভঃ সন্ তাসাং গেহেষু রেমে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১—৫ ॥

বিজহার বিগাহ্যাম্ভো হ্রদিনীষু মহোদয়ঃ।
কুচকুঙ্কুমলিপ্তাঙ্গঃ পরিরব্ধশ্চ যোষিতাম্ ॥ ৭ ॥

উপগীয়মানো গন্ধর্বৈর্মৃদঙ্গপণবানকান্।
বাদয়দ্ভির্মুদা বীণাং সূতমাগধবন্দিভিঃ ॥ ৮ ॥

সিচ্যমানোঽচ্যুতস্তাভির্হসন্তীভিশ্চ রেচকৈঃ।
প্রতিষিঞ্চন্ বিচিক্রীড়ে যক্ষীভির্যক্ষরাড়িব ॥ ৯ ॥

[সন্] (ষোড়শ সহস্র পত্নীর একমাত্র বল্লভ হইয়া) তাবন্তি রূপাণি বিভ্রৎ (ষোড়শ সহস্র রূপ ধারণ করিয়া) মহর্দ্ধিষু তদগেহেষু (মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন তাঁহাদের গৃহসমূহে) প্রোৎফুল্লোৎপলকহ্লারকুমুদাম্ভোজরেণুভিঃ (এবং প্রস্ফুটিত উৎপল, কহ্লার, কুমুদ ও পদ্মসমূহের রেণুর দ্বারা) বাসিতামলতোয়েষু (সুবাসিত নির্মল জলপূর্ণ) কূজদ্দ্বিজকুলেষু [জলাশয়েষু] চ (ও কূজনকারী পক্ষিসমূহে পরিব্যাপ্ত জলাশয়সমূহের মধ্যে) রেমে (বিহার করিতেন) ॥ ১—৬ ॥

অন্বয়—মহোদয়ঃ সঃ [(ভক্তমনোরথপূরক সেই শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ) পরিরব্ধঃ (পত্নীগণ কর্তৃক আলিঙ্গিত হওয়ায়) যোষিতাং কুচকুঙ্কুমলিপ্তাঙ্গঃ চ [সন্] (পত্নীগণের স্তনলিপ্ত কুঙ্কুমে লিপ্তাঙ্গ হইয়া) হ্রদিনীষু অম্ভঃ (নদীসমূহের জলে) বিগাহ্য (অবগাহন করিয়া) [তাভিঃ সহ] (তাঁহাদিগের সহিত) বিজহার (বিহার করিতেন) ॥ ৭ ॥

মুদা (আনন্দের সহিত) মৃদঙ্গপণবানকান্ বীণাং (মৃদঙ্গ, পণব, আনক ও বীণা) বাদয়দ্ভিঃ (বাদনকারী) গন্ধর্বৈঃ সূতমাগধবন্দিভিঃ চ (গন্ধর্বগণ এবং সূত মাগধ নামক বন্দিগণকর্তৃক) উপগীয়মানঃ অচ্যুতঃ (সংস্তুত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) হসন্তীভিঃ তাভিঃ (হাস্যপরায়ণা ঐ সকল পত্নীকর্তৃক) রেচকৈঃ সিচ্যমানঃ চ (জলক্ষেপণ যন্ত্রের দ্বারা অভিষিক্ত হইতে থাকিয়া) প্রতিষিঞ্চন্ (তাঁহাদিগের গাত্রে জলসিঞ্চন করতঃ) যক্ষীভিঃ যক্ষরাট্ ইব (যক্ষীগণের সহিত যক্ষরাজ কুবের যেমন ক্রীড়া করেন, সেইরূপ) [তাভিঃ সহ] বিচিক্রীড়ে (তাঁহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেন) ॥ ৮-৯ ॥

মদস্রাবী হস্তিসমূহ উত্তমরূপে অলঙ্কৃত পদাতিসমূহ, অশ্বসমূহ ও সুবর্ণমণ্ডিত রথসমূহের দ্বারা দ্বারকাপুরীর পথ সকল পরিব্যাপ্ত থাকিত, উদ্যান ও উপবনসমূহের দ্বারা উহা সুসমৃদ্ধ ছিল এবং চারিদিকে কুসুমিত বৃক্ষশ্রেণীর উপরে উপবিষ্ট অলিকুল ও বিহঙ্গকুলের সুমধুর ধ্বনিতে উহা মুখরিত থাকিত; শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ এরূপ সুসমৃদ্ধা নিজপুরী দ্বারকায় সুখে বাস করতঃ ষোড়শ সহস্র পত্নীর একমাত্র বল্লভ হইয়া ষোড়শ সহস্র রূপ ধারণ করিয়া মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন তাঁহাদের গৃহসমূহের মধ্যে ও জলাশয়সমূহের মধ্যে বিহার করিতেন। ঐ সকল জলাশয়ের নির্মল জল প্রস্ফুটিত উৎপল, কহ্লার, কুমুদ ও পদ্মসমূহের রেণুর দ্বারা সুবাসিত থাকিত এবং ঐ সকল জলাশয় কূজনকারী পক্ষিসমূহে পরিব্যাপ্ত থাকিত ॥ ১-৬ ॥

অনুবাদ—ভক্তমনোরথপূরক শ্রীপতি শ্রীকৃষ্ণ পত্নীগণকর্তৃক আলিঙ্গিত ও তাঁহাদিগের স্তনলিপ্ত কুঙ্কুমে লিপ্ত হইয়া নদীসমূহের জলে অবগাহন করতঃ তাঁহাদিগের সহিত বিহার করিতেন ॥ ৭ ॥ তখন আনন্দের সহিত মৃদঙ্গ, পণব, আনক ও বীণা বাদন করিতে করিতে গন্ধর্বগণ এবং সূত ও মাগধ নামক বন্দিগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিত, এই অবস্থায় তিনি হাস্যপরায়ণা ঐ সকল পত্নীকর্তৃক জলক্ষেপণযন্ত্রের দ্বারা অভিষিক্ত হইতে থাকিয়া তাঁহাদিগের গাত্রে জলসিঞ্চন করতঃ যক্ষীগণের সহিত যক্ষরাজ যেমন ক্রীড়া করেন, সেইরূপ তাঁহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেন ॥ ৮-৯ ॥

শ্রীধর—গেহবিশেষণং প্রোৎফুল্লেত্যাদিশ্লোকেন ॥ ৬ ॥

তাঃ ক্লিন্নবস্ত্রবিবৃতোরুকুচপ্রদেশাঃ সিঞ্চন্ত্য উদ্ধৃতবৃহৎকবরপ্রসূনাঃ।
কান্তং স্ম রেচকজিহীরয়য়োপগুহ্য জাতস্মরোৎসব-লসদ্বদনা বিরেজুঃ॥ ১০॥
কৃষ্ণস্তু তৎস্তনবিষজ্জিতকুঙ্কুমস্রক্ ক্রীডাভিষঙ্গধুতকুন্তলবৃন্দবন্ধঃ।
সিঞ্চন মুহুর্যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানো রেমে করেণুভিরিবেভপতিঃ পরীতঃ॥ ১১॥
নটানাং নর্ত্তকীনাঞ্চ গীতবাদ্যোপজীবিনাম্।
ক্রীড়ালঙ্কারবাসাংসি কৃষ্ণোঽদাৎ তস্য চ স্ত্রিয়ঃ॥ ১২ ।

অন্বয়—ক্লিন্নবস্ত্রবিবৃতোরুকুচপ্রদেশাঃ (জলক্রীডায় কৃষ্ণপত্নীগণের বসন আর্দ্র হওয়ায় তাঁহাদিগের উরুদেশ ও স্তনমণ্ডল প্রকাশিত হইয়া পড়িত) উদ্ধৃতবৃহৎকবরপ্রসূনাঃ (এবং তাঁহাদিগের কবরীস্থিত পুষ্পসমূহ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত, এই অবস্থায়) তাঃ (তাঁহারা) কান্তং সিঞ্চন্ত্যঃ (প্রিয়তমকে জলসিঞ্চন করিতে করিতে) রেচকজিহীর্ষয়া (তাঁহার জলক্ষেপণযন্ত্র কাড়িয়া লইবার ইচ্ছায়) [তম্ এব] উপগুহ্য (তাঁহাকেই আলিঙ্গন করিয়া) জাতস্মরোৎসব লসদ্বদনাঃ [সত্যঃ] (উপজাত কামভাবে যে আনন্দ, তাহাতে শোভিতবদনা হইয়া) বিরেজুঃ স্ম (বিরাজিতা হইতেন)॥ ১০॥

তৎস্তনবিষজ্জিতকুঙ্কুমস্রক্ (পত্নীগণের স্তনসংলগ্ন হওয়ায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মালা কুঙ্কুমলিপ্ত হইত) ক্রীডাভিষঙ্গধুতকুন্তলবৃন্দবন্ধঃ কৃষ্ণঃ তু (এবং ক্রীডায় আকৃষ্ট থাকিতেন বলিয়া তাঁহার কুন্তলরাজির বন্ধন কম্পিত হইতে থাকিত, এই অবস্থায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও) করেণুভিঃ পরীতঃ ইভপতিঃ ইব (হস্তিনীসমূহে পরিবৃত গজরাজের ন্যায়) যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ (যুবতি পত্নীগণকর্তৃক জলসিঞ্চনে অভিষিক্ত হইতে থাকিয়া) [স্বয়ং] মুহুঃ সিঞ্চন (স্বয়ং পুনঃ পুনঃ জলসিঞ্চন করিতে করিতে) রেমে (বিহার করিতেন)॥ ১১॥

[তদা] [তখন] কৃষ্ণঃ (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) তস্য স্ত্রিয়ঃ চ (ও তাঁহার পত্নীগণ) নটানাং নর্ত্তকীনাং গীতবাদ্যোপজীবিনাং [জনানাং] চ (নটগণ, নর্তকীগণ ও গীতবাদ্যোপজীবী জনগণকে, ক্রীড়ালঙ্কারবাসাংসি (ক্রীড়ার উপযুক্ত অলঙ্কার ও বস্ত্রসমূহ) অদাৎ (প্রদান করিতেন)॥ ১২॥

অনুবাদ—জলক্রীডায় কৃষ্ণপত্নীগণের বসন আর্দ্র হইত বলিয়া তাঁহাদিগের উরুদেশ ও স্তনমণ্ডল প্রকাশিত হইয়া পড়িত এবং তাঁহাদিগের বৃহৎ কবরীস্থিত পুষ্পসমূহ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত, এই অবস্থায় তাঁহারা প্রিয়তমকে জলসিঞ্চন করিতে করিতে তাঁহার জলক্ষেপণযন্ত্র কাড়িয়া লইবার ইচ্ছায় তাঁহাকেই আলিঙ্গন করিতেন এবং উপজাত কামভাবে যে আনন্দ লাভ করিতেন, তাহাতে শোভিতবদনা হইয়া শোভা পাইতেন॥ ১০॥ পত্নীগণের স্তনসংলগ্ন হওয়ায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মাল্য তাঁহাদিগের স্তনকুঙ্কুমে লিপ্ত হইত এবং তিনি ক্রীডায় অভিনিবিষ্ট থাকিতেন বলিয়া তাঁহার কুন্তলরাজির বন্ধন কম্পিত হইতে থাকিত, এই অবস্থায় তিনি হস্তিনীসমূহে পরিবৃত গজরাজের ন্যায় যুবতি পত্নীগণকর্তৃক জলসিঞ্চনে অভিষিক্ত হইতে থাকিয়া, স্বয়ং জলসিঞ্চন করিতে করিতে তাঁহাদিগের সহিত বিহার করিতেন॥ ১১॥ তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় পত্নীগণ নটগণকে, ও গীতবাদ্যোপজীবী জনগণকে উপযুক্ত অলঙ্কারসমূহ ও বস্ত্রসমূহ প্রদান করিতেন॥ ১২॥

শ্রীধর—তথা হ্রদিনীষু চাম্ভো বিগাহ্য বিজহার। মহান্ উদয়ো বৈভবং যস্য সঃ, যোষিতাং কুচকুঙ্কুমৈর্লিপ্তাঙ্গঃ, যতস্তাভিঃ পরিরব্ধঃ॥ ৭॥ সূতমাগধবন্দিভিশ্চোপগীয়মানঃ॥ ৮-৯॥

কৃষ্ণস্যৈবং বিহরতো গত্যালাপেক্ষিতস্মিতৈঃ।
নর্ম্মক্ষ্বেলিপরিষ্বঙ্গৈঃ স্ত্রীণাং কিল হৃতা ধিয়ঃ ॥ ১৩ ॥
ঊচুর্ম্মুকুন্দৈকধিয়োঽগির উন্মত্তবজ্জড়ম্।
চিন্তয়ন্ত্যোঽরবিন্দাক্ষং তানি মে গদতঃ শৃণু ॥ ১৪ ॥

শ্রীমহিষ্য ঊচুঃ

কুররি! বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিব সখি! কচ্চিদ্ গাঢ়নির্ভিন্নচেতা নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—এবং বিহরতঃ কৃষ্ণস্য (এইরূপ বিহারকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) গত্যালাপেক্ষিতস্মিতৈঃ নর্ম্মক্ষ্বেলিপরিষ্বঙ্গৈঃ (গতি, আলাপ, বীক্ষণ, হাস্য, পরিহাসবাক্য ও আলিঙ্গনের দ্বারা) স্ত্রীণাং ধিয় (তাঁহার পত্নীগণের চিত্ত) হৃতাঃ কিল (তৎকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল)॥ ১৩ ॥ [হে রাজন্!] মুকুন্দৈকধিয়ঃ [তাঃ] (মুকুন্দের প্রতি সমাহিতচিত্তা ঐ সকল কৃষ্ণপত্নী) অরবিন্দাক্ষং চিন্তয়ন্ত্যঃ (সেই কমললোচনকেই চিন্তা করিতে করিতে) [ক্ষণম্] অগিরঃ [ভূত্বা ততঃ] (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পরে) উন্মত্তবৎ (উন্মত্তের ন্যায়) জড়ং যানি বাক্যানি] ঊচুঃ (বিবেকশূন্যভাবে যে সকল কথা বলিতেন) তানি গদতঃ মে (সেই সকল কথা আমি বর্ণনা করিতেছি, আমার নিকট হইতে) [ত্বং] শৃণু (আপনি শ্রবণ করুন)॥ ১৪ ॥ শ্রীমহিষ্যঃ ঊচুঃ (কৃষ্ণপত্নীগণ বলিতেন) কুররি! (হে কুররি!) ঈশ্বরঃ (শরণাগতজনের ভয়হারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) [ইহৈব] জগতি (এই মনুষ্যলোকেই) গুপ্তবোধঃ [সন্] (জ্ঞান গোপন রাখিয়া) রাত্র্যাং স্বপিতি (এক্ষণে রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতেছেন), [তোমার বিলাপের ত কোনও কারণ নাই, তথাপি] ত্বং (তুমি) বীতনিদ্রা (সতী) (নিদ্রা ত্যাগ করিয়া) বিলপসি (বিলাপ করিতেছ), ন শেষে (নিদ্রা যাইতেছ না), [ইহা বড়ই আশ্চর্য্য!] সখি! (হে সখি!) [অথবা] নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন (অথবা কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের হাস্যসমন্বিত উদার লীলাকটাক্ষের দ্বারা) বয়ম্ ইব (আমাদিগের ন্যায়) [ত্বং] গাঢ়নির্ভিন্নচেতাঃ [অসি] কচ্চিৎ? (তোমার চিত্তও কি গাঢ়ভাবে বিদ্ধ হইয়াছে?) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে পত্নীগণের সহিত বিহার করিতেন, এই অবস্থায় তিনি নিজের গতি, আলাপ, বীক্ষণ, হাস্য, পরিহাস ও আলিঙ্গনের দ্বারা তাঁহার পত্নীগণের চিত্ত অপহরণ করিতেন॥ ১৩ ॥ হে রাজন্! ভগবান্ মুকুন্দের প্রতি সমাহিতচিত্তা তাঁহার পত্নীগণ সেই কমললোচনকেই চিন্তা করিতে করিতে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পরে উন্মত্তের ন্যায় বিবেকশূন্যভাবে যে সকল কথা বলিতেন, আমি সেই সকল কথা বলিতেছি। আমার নিকট হইতে আপনি তাহা শ্রবণ করুন॥ ১ ॥ কৃষ্ণপত্নীগণ বলিতেন—হে কুররি! শরণাগত জনগণের ভয়হারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীধর—তাঃ স্নিগ্ধবস্ত্রাঃ, অতএব বিবৃতোরুকুচপ্রদেশাঃ, উত্কৃত্তানি বিস্রস্তানি, বৃহৎকবরেভ্যঃ প্রসূনানি যাসাং তাঃ জাতেন স্মরেণ যঃ উৎসবস্তেন লসন্তি বদনানি যাসাং তাঃ॥ ১০ ॥ তাসাং স্তনেভ্যো বিষক্তিতকুঙ্কুমা স্রগ্ যস্য সঃ, ক্রীড়ায়া অভিষঙ্গেণাভিনিবেশেন ধুতঃ কম্পিতঃ কুন্তলবৃন্দবন্ধো যস্য সঃ॥ ১১—১৩ ॥

নেত্রে ন মীলয়সি নক্তমদৃষ্টবন্ধু স্ত্বং রোরবীষি করুণং বত চক্রবাকি !॥
দাস্যং গতা বয়মিবাচ্যুতপাদজুষ্টাং কিংবা স্রজং স্পৃহয়সে কবরেণ বোঢুম্ ॥ ১৬ ॥
ভো ভোঃ সদা নিষ্টনসে উদন্বন্নলব্ধনিদ্রোঽধিগতপ্রজাগরঃ ।
কিংবা মুকুন্দাপহৃতাত্মলাঞ্ছনঃ প্রাপ্তাং দশাং ত্বঞ্চ গতো দুরত্যয়াম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়—চক্রবাকি । (হে চক্রবাকি ।) ত্বং নক্তম্ অদৃষ্টবন্ধুঃ [সতী] (তুমি রাত্রিতে পতিবিযুক্তা হও বলিয়া) নেত্রে ন মীলয়সি (নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিতেছ না), বত । করুণং রোরবীষি (অহো । করুণভাবে রোদন করিতেছ) । কিংবা (অথবা) [ত্বং] (তুমি) বয়ম্ ইব (আমাদিগের ন্যায়) দাস্যং গতা [সতী] (দাসী হইয়া) অচ্যুতপাদজুষ্টাং স্রজং (ভগবান্ অচ্যুতের চরণসেবিত মাল্য) কবরেণ বোঢুং (কবরীতে ধারণ করিতে) স্পৃহয়সে (ইচ্ছা করিয়াছ) ॥ ১৬ ॥ ভোঃ ভোঃ উদন্বন । (ওহে সমুদ্র ।) [ত্ব] (তুমি । [স্বভাবতই] অলব্ধনিদ্রঃ (নিদ্রা না যাইয়া , অবিগত প্রজাগরঃ [সন্] (জাগরিত থাকিয়া) সদা নিষ্টনসে (সর্ব্বদা গর্জ্জন করিতেছ) । কিংবা (অথবা) [মুকুন্দাপহৃত সর্ব্বস্বাভি অস্মাভিঃ । প্রাপ্তাং দুরত্যয়াং দশাং (মুকুন্দকর্তৃক সর্বস্ব অপহৃত হওয়ায় আমরা যেরূপ দশাপ্রাপ্ত হইয়াছি, সেইরূপ দুরতিক্রমণীয় দশা) মুকুন্দাপহৃতাত্মলাঞ্ছনঃ ত্বং চ (মুকুন্দকর্ত্তৃক স্বীয় কৌস্তুভাদি সর্বস্ব অপহৃত হওয়ায় তুমিও) গতঃ [অসি] (প্রাপ্ত হইয়াছ) ? ॥ ১৭ ॥

এই মনুষ্যলোকেই জ্ঞান গোপন রাখিয়া এক্ষণে রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতেছেন , তোমার বিলাপের ত কোনও কারণ নাই, তথাপি তুমি নিদ্রাত্যাগ করিয়া বিলাপ করিতেছ, নিদ্রা যাইতেছ না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য ! অথবা হে সখি ! কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের হাস্যসমন্বিত উদার লীলাকটাক্ষের দ্বারা আমাদিগেরই মত তোমার চিত্তও কি গাঢ়ভাবে বিদ্ধ হইয়াছে ? ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ— হে চক্রবাকি ! তুমি রাত্রিতে পতিবিযুক্তা হও বলিয়া নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিতেছ না , অহো ! করুণভাবে রোদন করিতেছ। অথবা তুমি আমাদিগেরই মত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দাসী হইয়া তাঁহার চরণসেবিত মাল্য নিজের কবরীতে ধারণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ ॥ ১৬ ॥ ওহে সমুদ্র ! স্বভাবতঃই তোমার নিদ্রা নাই , তুমি জাগরিত থাকিয়া সর্ব্বদা গর্জ্জন করিতেছ। অথবা মুকুন্দকর্ত্তৃক সর্ব্বস্ব অপহৃত হওয়ায় আমরা যেরূপ দশা হইয়াছি মুকুন্দকর্ত্তৃক তোমার নিজের কৌস্তুভাদি সর্ব্বস্ব অপহৃত হওয়ায় তুমিও সেইরূপ দুরতিক্রমণীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছ। এই জন্যই আমাদিগের মত জাগরিত থাকিয়া গর্জ্জন করিতেছ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধর মুকুন্দৈকধিয়ঃ সমাহিতা ইব ক্ষণমগিরঃ সন্তঃ পুনস্তমেবেশং চন্দ্রয়স্ত্যো জড়বৎ যথা ভবতি তথা যানি বাক্যানি উচুস্তানি যে মত্তো গদতঃ শৃণুতেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ ঈশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বপিতি, ত্বন্তু নিদ্রাভঙ্গং কুর্ব্বতী বিলপসি, ন শেষে ন স্বপিষি, তদদ্ভুতমিত্যর্থঃ। অথবা নাপরাধস্তবাপীত্যাশয়েনাহঃ—নলিননয়নস্য ভগবতো হাসেন সহিতম্ উদারং যল্লীলেক্ষিতং তেন কচ্চিদ্গাঢ়ং অতিশয়েন নির্ব্বিদ্ধচেতাস্ত্বমতি ॥ ১৫ ॥ নক্তং রাত্রৌ অদৃষ্টবন্ধুঃ সতী রোরবীষ। কিংবা নৈতাবৎ অপি তু বয়মিব স্পৃহয়সে ॥ ১৬ ॥ অলব্ধনিদ্রঃ সদা নিষ্টনসে রোশসি। কিংবা অস্মাভিঃ প্রাপ্তাং দশাং ত্বমপি গতোঽসি। অহো কষ্টং যথা বয়ং সম্ভোগেন মুকুন্দাপহৃতকুচকুঙ্কুমাদিলাঞ্ছনা স্তথা ত্বমপি। যতোঽপহৃতশ্রীকৌস্তুভাদিলাঞ্ছনো [illegible] ॥ ১৭ ॥

ত্বং যক্ষ্মণা বলবতাসি গৃহীত ইন্দো। ক্ষীণস্তমো ন নিজদীধিতিভিঃ ক্ষিণোষি।
কচ্চিন্মুকুন্দগদিতানি যথা বয়ং ত্বং বিস্মৃত্য ভোঃ। স্থগিতগীরুপলক্ষ্যসে নঃ ॥ ১৮ ॥

কিং ত্বাচরিতমস্মাভির্মলয়ানিল। তেঽপ্রিয়ম্।
গোবিন্দাপাঙ্গনির্ভিন্নে হৃদীরয়সি নঃ স্মরম্ ॥ ১৯ ॥

মেঘ! শ্রীমংস্ত্বমসি দয়িতো যাদবেন্দ্রস্য নূনং
শ্রীবৎসাঙ্কং বয়মিব ভবান্ ধ্যায়তি প্রেমবদ্ধঃ।
অত্যুৎকণ্ঠঃ শবলহৃদয়োঽস্মদ্বিধো বাষ্পধারাঃ
স্মৃত্বা স্মৃত্বা বিসৃজসি মুহুর্দুঃখদস্তৎপ্রসঙ্গঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়—ইন্দো। (হে চন্দ্র।) ত্বং (তুমি) বলবতা যক্ষ্মণা (বলবান যক্ষ্মা রোগে) গৃহীতঃ অসি (আক্রান্ত হইয়াছ) অতঃ ত্বং] (এইজন্যই তুমি) ক্ষীণঃ [সন্] (ক্ষীণ হইয়া) নিজদীধিতিভিঃ (স্বীয় কিরণজালের দ্বারা) তমঃ (অন্ধকার) ন ক্ষিণোষি কচ্চিৎ? (নাশ করিতে পারিতেছ না কি)? (অথবা) বয়ং যথা (আমাদিগের ন্যায়) ত্বম্ অপি] (তুমিও) মুকুন্দগদিতানি (ভগবান মুকুন্দের বাক্যসমূহ) বিস্মৃত্য (ভুলিয়া গিয়া) [তদেকচিন্তয়া] (একমাত্র মুকুন্দের চিন্তায়ই) [ক্ষিণোষি] (ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছ?) ভোঃ। (হে চন্দ্র) নঃ (আমরা) স্থগিতগীঃ [ত্বং] (স্তব্ধবাক্ তোমাকে) [তথৈব] উপলক্ষ্যসে (সেইরূপই লক্ষ্য করিতেছি) ॥ ১৮ ॥ মলয়ানিল। (হে মলয়ানিল!) অস্মাভিঃ (আমরা) তে (তোমার) কিং নু অপ্রিয়ম্ আচরিতম (কি অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি), [যৎ ত্বং] (যাহাতে তুমি) গোবিন্দাপাঙ্গনির্ভিন্নে নঃ হৃদি (গোবিন্দের কটাক্ষপাতে বিদ্ধ আমাদিগের হৃদয়ে) স্মরম্ ঈরয়সি (কামকে প্রেরণ করিতেছ?) ॥ ১৯ ॥ মেঘ। (হে মেঘ।) শ্রীমন্। (হে শ্রীমন্।) নূনং ত্বং (নিশ্চয়ই তুমি) [শ্যামবর্ণ, বিদ্যুদ্ধারী ও সন্তাপহারী বলিয়া শ্যামসুন্দর, পীতবসনধারী ও আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপহারী] যাদবেন্দ্রস্য (যাদবশ্রেষ্ঠের) দয়িতঃ অসি (প্রিয় সখা), [অতঃ] ভবান্ (এইজন্যই তুমি) প্রেমবদ্ধঃ [সন্] (প্রেমাসক্ত হইয়া) বয়ম ইব (আমাদিগেরই মত) শ্রীবৎসাঙ্কং ধ্যায়তি (শ্রীবৎসলাঞ্ছন ভগবানকে ধ্যান করিতেছ), [যতঃ] অস্মদ্বিধঃ [ত্বং] (যেহেতু আমাদিগেরই মতো তুমি) অত্যুৎকণ্ঠঃ শবলহৃদয়ঃ [চ সন্] (অতিশয় উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুলচিত্ত হইয়া) [তমেব] স্মৃত্বা স্মৃত্বা (সেই প্রিয়সখাকেই স্মরণ করিয়া করিয়া) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) বাষ্পধারাঃ বিসৃজসি (বাষ্পধারা মোচন করিতেছ)। [হে মেঘ।] তৎপ্রসঙ্গঃ দুঃখদঃ (সেই শ্যামসুন্দরের প্রসঙ্গই দুঃখপ্রদ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে চন্দ্র! তুমি বলবান্ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছ, এইজন্যই তুমি ক্ষীণ হইয়া স্বীয় কিরণজালের দ্বারা অন্ধকার বিনাশ করিতে পারিতেছ না কি? অথবা তুমিও আমাদিগেরই মত ভগবান্ মুকুন্দের বাক্যসমূহ ভুলিয়া গিয়া একমাত্র মুকুন্দের চিন্তাতেই ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছ? হে চন্দ্র! আমরা বাক্যবিহীন, তোমাকেও সেইরূপই ত লক্ষ্য করিতেছি ॥ ১৮ ॥ হে মলয়ানিল! আমরা তোমার কি অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি, যাহাতে তুমি গোবিন্দের কটাক্ষপাতে বিদ্ধ আমাদিগের হৃদয়ে কামকে

শ্রীধর—মুকুন্দগদিতানি রহস্যানি বিস্মৃত্য তদেকচিন্তয় কচ্চিৎ ত্বং ক্ষীণোঽসি? বয়মিব স্থগিতগীঃ স্তব্ধবাক্, হে ইন্দো। নস্তথৈবোপলক্ষ্যসে ॥ ১৮ ॥

প্রিয়রাবপদানি ভাষসে মৃতসঞ্জীবিকয়ানয়া গিরা।
করবাণি কিমদ্য তে প্রিয়ং বদ মে বল্গিতকণ্ঠ! কোকিল!।। ২১ ॥
ন চলসি ন বদস্যুদারবুদ্ধে! ক্ষিতিধর! চিন্তয়সে মহান্তমর্থম্।
অপি বত বসুদেবনন্দনাঙ্ঘ্রিং বয়মিব কাময়সে স্তনৈর্বিধর্তুম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়—কোকিল। (হে কোকিল।) [ত্বং] (তুমি) অনয়া মৃতসঞ্জীবিকয়া গিরা (এই মৃতসঞ্জীবন স্বরের দ্বারা) প্রিয়রাবপদানি ভাষসে (প্রিয়ংবদ শ্রীকৃষ্ণের সুললিত বাক্যের ন্যায় শব্দ করিতেছ), [অতঃ] বল্গিতকণ্ঠ। (অতএব হে রমণীয়কণ্ঠ।) অদ্য [অহং] (আজ আমি) তে কিং প্রিয়ং করবাণি (তোমার কি প্রিয়কার্য্য করিব) [তৎ] মে বদ (তাহা আমার নিকটে বল) ॥ ২১ ॥ ক্ষিতিধর। (হে ভূধর।) উদারবুদ্ধে। (হে মহামতে।) [ত্বং] (তুমি) [কম্ অপি] মহান্তম্ অর্থং (কোনও গুরুতর বিষয়) চিন্তয়সে (চিন্তা করিতেছ), [যতঃ ত্ব] (যেহেতু তুমি) ন চলসি ন বদসি (চলিতেছ না এবং কোন কথাও বলিতেছ না)। অপি বত (কিংবা অহো।) ত্বং] (তুমি) বয়ম্ ইব (আমাদিগেরই মত) বসুদেবনন্দনাঙ্ঘ্রিং (বসুদেবনন্দনের শ্রীচরণ) স্তনৈঃ বিধর্তুং কাময়সে স্তনতুল্য শৃঙ্গসমূহে ধারণ করিবার কামনা করিতেছ) ॥ ২২ ॥

প্রেরণ করিতেছে? ॥ ১৯ ॥ হে মেঘ! হে শ্রীমন! নিশ্চয়ই তুমি শ্যামবর্ণবিদ্যুদধারী ও সন্তাপহারী শ্যামসুন্দর পীতবসনধারী ও আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ সন্তাপহারী যদবশ্রেষ্ঠের প্রিয়সখা, এইজন্যই তুমি আমাদিগেরই মতো শ্রীবৎসলাঞ্ছন ভগবানের ধ্যান করিতেছ, যেহেতু আমাদিগেরই মতো তুমি অতিশয় উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুলচিত্ত হইয়া প্রিয় সখাকে স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ বাষ্পবারি মোচন করিতেছ। হে মেঘ! সেই শ্যামসুন্দরের প্রসঙ্গই দুঃখপ্রদ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে কোকিল! তুমি এই মৃতসঞ্জীবন স্বরের দ্বারা প্রিয়ংবদ শ্রীকৃষ্ণের সুললিত বাক্যের ন্যায় শব্দ বিন্যাস করিতেছে, অতএব হে রমণীয়কণ্ঠ! আজ তোমার কি প্রিয় কার্য্য করিব, তাহা আমার নিকটে বল ॥ ২১ ॥ হে ভূধর! হে মহামতে! তুমি কোনও গুরুতর বিষয় চিন্তা করিতেছ, যেহেতু তুমি চলিতেছ না এবং কোন কথাও বলিতেছ না। কিংবা অহো। তুমি আমাদেরই মত বসুদেবনন্দনের শ্রীচরণ স্তনতুল্য নিজের শৃঙ্গসমূহে ধারণ করিবার কামনা করিতেছ। এইজন্যই নিশ্চল ও মৌন হইয়া রহিয়াছ ॥ ২২ ॥

শ্রীধর—অপ্রিয়াচরণং বিনা স্মরোদ্দীরণেন ব্যথাজননং হে মলয়ানিল। তব অনুচিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ মেঘেতি। আর্তপার্তিহরণাদিসাম্যাৎ ত্বং যাদবেন্দ্রস্য নূনং দয়িতঃ সখাসি, অতো ভবান্ তং ধ্যায়তি। ধ্যানে লিঙ্গান্যাহুঃ—অতু্যৎকণ্ঠ ইত্যাদি। অহো কিমিতি ত্বয়া তেন সখ্যং কৃতং যতো দুঃখদস্তৎপ্রসঙ্গ ইতি ॥ ২০ ॥ হে কোকিল। প্রিয় রাবস্য প্রিয়ংবদস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পদানীব পদানি শব্দান্ ত্বং ভাষসে। মৃতান্ সঞ্জীবয়তীতি তথা তয়া অনয়া কোমলয়া গিরা বল্গিতকণ্ঠ। রমণীয়কণ্ঠ। মে কথয় কিং তব প্রিয়ং করবাণীতি ॥ ২১ ॥ হে ক্ষিতিধর! ত্বং ন বদসি ন চলসি, অতো নূনং মহান্তমর্থং চিন্তয়সে। বত তর্হি অপি কিং যথা তং স্তনৈর্বিধর্তুং বয়ং কাময়ামহে, তথা ত্বং স্তনতুল্যৈঃ শৃঙ্গৈর্বোঢ়ুং কাময়সে? ওমিতি চেৎ তর্হি তবাপ্যস্মদবস্থা ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

শুষ্যদ্ধ্রদাঃ কর্শিতা বত সিন্ধুপত্ন্যঃ ! সম্প্রত্যপাস্তকমলশ্রিয় ইষ্টভর্তুঃ ।
যদ্বদ্বয়ং যদুপতেঃ প্রণয়াবলোক-মপ্রাপ্য মুষ্টহৃদয়াঃ পুরুকর্শিতাঃ স্ম ॥ ২৩ ॥
হংস ! স্বাগতমাস্যতাং পিব পয়ো ব্রূহ্যঙ্গ ! শৌরেঃ কথাং
দূতং ত্বা নু বিদাম কচ্চিদজিতঃ স্বস্ত্যাস্ত উক্তং পুরা ।
কিংবা নশ্চলসৌহৃদঃ স্মরতি তং কস্মাদ্ভজামো বয়ং
ক্ষৌদ্রালাপয় কামদং শ্রিয়মৃতে সৈবৈকনিষ্ঠা স্ত্রিয়াম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—সিন্ধুপত্ন্যঃ ! (হে নদীসমূহ !) বয়ং যদ্বৎ (আমরা যেমন) ইষ্টভর্তুঃ প্রণয়াবলোকম্ (অভীষ্ট ভর্তা যদুপতির প্রণয়াবলোকন) অপ্রাপ্য (প্রাপ্ত না হইয়া) মুষ্টহৃদয়াঃ পুরুকর্শিতাঃ স্ম (অপহৃতচিত্ত ও অতিশয় কৃশ হইয়া থাকি), বত ! (অহো !) [তথা যূয়ম্ অপি] (সেইরূপ তোমরাও) সম্প্রতি (বর্তমানে এই গ্রীষ্মকালে) [ইষ্টভর্তুঃ সিন্ধোঃ] (অভীষ্ট ভর্তা সমুদ্রের) [প্রণয়াবলোকম্ অপ্রাপ্য] (মেঘদ্বারা বর্ষণরূপ প্রণয়াবলোকন প্রাপ্ত না হওয়ায়) শুষ্যদহ্রদাঃ অপাস্তকমলশ্রিয়ঃ [চ সত্যঃ] (শুষ্কপ্রায় হ্রদসমন্বিত ও কমলশোভাবিহীন হইয়া) কর্শিতাঃ [স্থ] (কৃশ হইয়া পড়িয়াছ) ॥ ২৩ ॥

হংস ! (হে হংস !) স্বাগতম্ ? (তোমার সুখে আগমন হইল ত ?) আস্যতাম্ (উপবেশন কর), পয়ঃ পিব (দুগ্ধ পান কর) অঙ্গ ! (হে হংস !) [বয়ং] (আমরা) ত্বা (তোমাকে) শৌরেঃ দূতং নু বিদাম (শ্রীকৃষ্ণের দূত বলিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি); [অতঃ] (অতএব) [শৌরেঃ] কথং ব্রূহি (শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ বল)। অজিতঃ (শ্রীকৃষ্ণ) স্বস্তি আস্তে কচ্চিৎ ? (কুশলে আছেন ত ?) কিংবা (অথবা) চলসৌহৃদঃ [সঃ] (যাঁহার প্রণয় স্থির থাকে না, সেই শ্রীকৃষ্ণ) নঃ [প্রতি] (আমাদিগের প্রতি) পুরা উক্তং (পূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা) স্মরতি ? (স্মরণ করেন কি ? কখনই স্মরণ করেন না), তর্হি (তাহা হইলে) তং (তাঁহাকে) কস্মাৎ বয়ং ভজামঃ ? (কেন আমরা ভজনা করিব ? কখনই তাঁহাকে ভজনা করিব না)। [এইরূপ বলিয়াও ভগবদ্বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া হংসকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিতেছেন]—ক্ষৌদ্র ! (হে ক্ষুদ্রকর্মকারিন দূত !) শ্রিয়ম্ ঋতে (লক্ষ্মীদেবীকে না লইয়া [তং] কামদম্ (সেই কামপ্রদ শ্রীকৃষ্ণকে) আলাপয় (এইস্থানে আসিবার জন্য বল)। [যদি বল—লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণৈক-পরায়ণা, তাঁহাকে নিবারণ করা যাইবে কিরূপে ? তাহাতে বলি] স্ত্রিয়াং (রমণীগণের মধ্যে) সা এব একনিষ্ঠা ? (সেই লক্ষ্মীদেবীই কি একমাত্র কৃষ্ণৈকপরায়ণা ? কেন, আমরা সকলেই ত কৃষ্ণৈকপরায়ণা) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে নদীসকল ! আমরা যেমন অভীষ্ট ভর্তা যদুপতির প্রণয়াবলোকন প্রাপ্ত না হইয়া অপহৃতচিত্ত ও অতিশয় কৃশ হইয়া থাকি, অহো ! তোমরাও সেইরূপ বর্তমানে এই গ্রীষ্মকালে অভীষ্ট ভর্তা সমুদ্রের মেঘদ্বারা বর্ষণরূপ প্রণয়াবলোকন প্রাপ্ত না হওয়ায় শুষ্কপ্রায় হ্রদসমন্বিত ও কমলশোভাবিহীন হইয়া কৃশ হইয়া পড়িয়াছ ॥ ২৩ ॥ হে হংস ! তোমার সুখে আগমন হইল ত ? উপবেশন কর ; দুগ্ধ পান কর। হে হংস ! আমরা তোমাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দূত বলিয়াই জানিতে পারিয়াছি ; অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ বল। শ্রীকৃষ্ণ কুশলে আছেন ত ? অথবা যাঁহার প্রণয় স্থির থাকে না, সেই শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীধর—ভোঃ সিন্ধুপত্ন্যো নদ্যঃ সম্প্রতি গ্রীষ্মে সিন্ধুর্মেঘদ্বারা অমৃতবৃষ্ট্যা যুষ্মান্ নানন্দয়তি। বত অহো কষ্টম্ ! অতঃ শুষ্যন্তো হ্রদা যাসাং তাঃ অপাস্তকমলশোভাঃ কৃশাশ্চ, বয়ং যথা প্রিয়তমস্য ভর্তুর্মধুপতেঃ স্ম প্রসিদ্ধম্ ॥ ২৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ

ইতীদৃশেন ভাবেন কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।
ক্রিয়মাণেন মাধব্যো লেভিরে বৈষ্ণবীং গতিম্ ॥ ২৫ ॥
শ্রুতমাত্রোঽপি যঃ স্ত্রীণাং প্রসহ্যাকর্ষতে মনঃ।
উরুগায়োরুগীতো বা পশ্যন্তীনাং কুতঃ পুনঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—শ্রীশুকঃ উবাচ (শুকদেব বলিলেন) হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] মাধব্যঃ (কৃষ্ণপত্নীগণ) যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে (যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) ইতি ঈদৃশেন ক্রিয়মাণেন ভাবেন (এই প্রকার ক্রিয়মাণ ভক্তিভাবের দ্বারা) বৈষ্ণবীং গতিং লেভিরে (বৈষ্ণবী গতি লাভ করিয়াছিলেন) ॥ ২৫ ॥ উরুগায়োরুগীতঃ যঃ (বহু কীর্ত্তিগাথার দ্বারা বহু প্রকারে কীর্ত্তিত হইয়া যিনি) শ্রুতমাত্রঃ অপি (কর্ণগোচর হইবামাত্রই) স্ত্রীণাং মনঃ (রমণীগণের মন) প্রসহ্য আকর্ষতে (বলপূর্ব্বক হরণ করেন), [সঃ] (সেই শ্রীকৃষ্ণ) পশ্যন্তীনাং [মাধবীনাং] (সতত দর্শনকারিণী নিজপত্নীগণের [মনোহরঃ অভূৎ ইতি] (মন যে হরণ করেন ইহাতে) কুতঃ পুনঃ [বক্তব্যম্] (আর বক্তব্য কি?) ॥ ২৬ ॥

আমাদিগকে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে স্মরণ করেন কি? কখনই স্মরণ করেন না। তাহা হইলে আমরা কেন তাঁহাকে ভজনা করিব? কখনই তাঁহাকে ভজনা করিব না। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, কৃষ্ণপত্নীগণ এইরূপ বলিয়াও ভগবদ্বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া হংসকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় বলিতেছেন, হে ক্ষুদ্রকর্মকারিন্ দূত! লক্ষ্মীদেবীকে না লইয়া সেই কামপ্রদ শ্রীকৃষ্ণকে এইস্থানে আসিবার জন্য বল। যদি বল লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণৈকপরায়ণা, তাঁহাকে নিবারণ করা যাইবে কিরূপে? তাহা হইলে বলি—রমণীগণের মধ্যে সেই লক্ষ্মীদেবীই কি একমাত্র কৃষ্ণৈকপরায়ণা? কেন, আমরা সকলেই ত কৃষ্ণৈকপরায়ণা ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! কৃষ্ণপত্নীগণ যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই প্রকার ভক্তিভাব স্থাপন করিয়া তাহার ফলে বৈষ্ণবী গতি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥ হে রাজন্! যিনি বহু কীর্ত্তিগাথার দ্বারা বহু প্রকারে কীর্ত্তিত হইয়া কর্ণগোচর হইবামাত্রই রমণীগণের মন বলপূর্ব্বক হরণ করেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সতত দর্শনকারিণী নিজপত্নীগণের মন যে হরণ করেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি? ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর—তদৈব দৈবাদাগতং হংসং দূতং কল্পয়িত্বাহুঃ—হংসেতি। নোঽস্মান্ প্রতি পুরা রহস্যুক্তং কিংবা চলসৌহৃদঃ স্মরতি? স্মৃত্বৈব মাং প্রস্থাপিতবানিতি চেদত আহুঃ—হে ক্ষৌদ্র! ক্ষুদ্রস্য দূত! কস্মাৎ তং বয়ং ভজামঃ? কামার্থমাহ্বয়তি যুষ্মানিতি চেদত আহুঃ—অহো! তর্হি ত্বমিহ তমালাপয় আকারয়। ওমিতি গচ্ছন্তমিব তং পুনরাহুঃ—যা অস্মান্ বঞ্চয়িত্বা একাকিনী সেবতে তাং শ্রিয়মৃতে তমেবালাপয়। সা তদেকনিষ্ঠা কথং পরিহর্ত্তুং শক্যত ইতি চেদত আহুঃ। স্ত্রিয়াম্ জাতাবেকবচনম্, অস্মাসু স্ত্রীষু মধ্যে কিং সৈব একনিষ্ঠা ন তু বয়মিত্যর্থঃ "ক্ষৌদ্রালাপমকামদং শ্রিয়মৃতে সৈবৈকনিষ্ঠাঃ স্ত্রিয়ঃ" ইতি পাঠান্তরে তু ক্ষৌদ্রং মধু তদ্বন্মধুরালাপমাত্রং যস্য তম্ অকামদমরতিপ্রদং শ্রিয়মৃতে বয়ং কস্মাদ্ভজামঃ কিন্তু অনাদৃতাপি সতী পুনঃ পুনঃ সৈব ভজতু, যতোঽস্মাদৃশ্যো মানিন্যঃ স্ত্রিয় একনিষ্ঠা একত্রৈব স্বসম্মানসিদ্ধৌ নিষ্ঠা যাসামিতি ॥ ২৪-২৫ ॥

যাঃ সম্পর্য্যচরন্ প্রেম্ণা পাদসম্বাহনাদিভিঃ।
জগদ্‌গুরুং ভর্ত্তৃবুদ্ধ্যা তাসাং কিং বর্ণ্যতে তপঃ ॥ ২৭ ॥
এবং বেদোদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ সতাং গতিঃ।
গৃহং ধর্ম্মার্থকামানাং মুহুশ্চাদর্শয়ৎ পদম্ ॥ ২৮ ॥
আস্থিতস্য পরং ধর্ম্মং কৃষ্ণস্য গৃহমেধিনাম্।
আসন্ ষোড়শসাহস্রং মহিষ্যশ্চ শতাধিকম্ ॥ ২৯ ॥
তাসাং স্ত্রীরত্নভূতানামষ্টৌ যাঃ প্রাগুদাহৃতাঃ।
রুক্মিণীপ্রমুখা রাজংস্তৎপুত্রাশ্চানুপূর্ব্বশঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়—[হে রাজন্ !] যাঃ (যাঁহারা) ভর্ত্তৃবুদ্ধ্যা (পতিবুদ্ধিতে) পাদসংবাহনাদিভিঃ (পাদমর্দ্দন প্রভৃতির দ্বারা) প্রেম্ণা (প্রেমের সহিত) জগদ্‌গুরুং (জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণের) সম্পর্য্যচরন্ (সম্যক্ সেবা করিয়াছিলেন), তাসাং [কৃষ্ণপত্নীনাং] তপঃ (সেই কৃষ্ণপত্নীগণের তপস্যার কথা) কিং বর্ণ্যতে (আর কি বর্ণনা করিব ?) ॥ ২৭ ॥

সতাং গতিঃ [কৃষ্ণঃ] (সাধুগণের গতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) এবং (এইরূপে) বেদোদিতং ধর্মং (বেদোক্ত ধর্ম্ম) মুহুঃ অনুতিষ্ঠন্ (পুনঃ পুনঃ আচরণ করিয়া) গৃহং চ (গৃহস্থাশ্রমকেই) ধর্ম্মার্থকামানাং পদম্ অদর্শয়ৎ (ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের স্থান বলিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন) ॥ ২৮ ॥

[হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !] গৃহমেধিনাং (গৃহস্থগণের) পরং ধর্মম্ আস্থিতস্য কৃষ্ণস্য (শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আচরণকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের) শতাধিকং ষোড়শসাহস্রং চ মহিষ্যঃ আসন্ (ষোল হাজার একশত জন মহিষী ছিলেন) ॥ ২৯ ॥ রাজন্ ! (হে রাজন্ !) স্ত্রীরত্নভূতানাং তাসাং (স্ত্রীরত্নভূতা সেই কৃষ্ণপত্নীগণের মধ্যে) যাঃ রুক্মিণী-প্রমুখাঃ অষ্টৌ (যে রুক্মিণীপ্রমুখ আটজন), [তাঃ] তৎপুত্রাঃ চ (তাঁহাদিগের এবং তাঁহাদিগের পুত্রগণের কথা) প্রাক্ [এব] (পূর্ব্বেই) [ময়া] আনুপূর্ব্বশঃ উদাহৃতাঃ (আমি আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়াছি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! যাঁহারা পতিবুদ্ধিতে পাদমর্দ্দন প্রভৃতির দ্বারা প্রেমের সহিত জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ সেবা করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণপত্নীগণের তপস্যার কথা আমি আর কি বর্ণনা করিব ? ॥ ২৭ ॥ সাধুগণের গতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে বেদোক্ত ধর্ম্ম পুনঃ পুনঃ আচরণ করিয়া গৃহস্থাশ্রমকেই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবিধ পুরুষার্থের স্থান বলিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন ॥ ২৮ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! গৃহস্থগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম আচরণকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার একশত (আট) জন মহিষী ছিলেন ॥ ২৯ ॥ হে রাজন্! স্ত্রীরত্নস্বরূপা সেই কৃষ্ণপত্নীগণের মধ্যে যে রুক্মিণীপ্রমুখ আটজন, তাঁহাদিগের এবং তাঁহাদিগের পুত্রগণের কথা পূর্ব্বেই আমি আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়াছি ॥ ৩০ ॥

শ্রীধর—তাসাং কৃষ্ণে এবম্ভূতো ভাবো নাতিচিত্রমিত্যাহ—শ্রুতমাত্রোঽপীতি। উরুভির্গায়ৈর্গীতৈঃ উরুধা গীতো বা, যৈঃ কৈশ্চিদপি গীতৈঃ কথাভিঃ যথাকথঞ্চিদপি গীতো বেত্যর্থঃ ॥ ২৬-২৭ ॥ পদং স্থানম্ ॥ ২৮-২৯ ॥

একৈকস্যাং দশ দশ কৃষ্ণোঽজীজনদাত্মজান্।
যাবত্য আত্মনো ভার্য্যা হ্যমোঘরতিরীশ্বরঃ ॥ ৩১ ॥
তেষামুদ্দামবীর্য্যাণামষ্টাদশ মহারথাঃ।
আসন্নুদারযশসস্তেষাং নামানি মে শৃণু ॥ ৩২ ॥
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ দীপ্তিমান্ ভানুরেব চ।
সাম্বো মধুর্বৃহদ্ভানুর্ভানুবৃন্দো বৃকোঽরুণঃ * ॥ ৩৩ ॥
পুষ্করো বেদবাহুশ্চ কবির্ন্যগ্রোধ এব চ ॥ ৩৪ ॥
এতেষামপি রাজেন্দ্র! তনুজানাং মধুদ্বিষঃ।
প্রদ্যুম্ন আসীৎ প্রথমঃ পিতৃবদ্ রুক্মিণীসুতঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়—অমোঘরতিঃ ঈশ্বরঃ কৃষ্ণঃ (অব্যর্থরতি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ) আত্মনঃ যাবত্যঃ ভার্য্যাঃ [আসন্] (নিজের যত পত্নী ছিল), [তাবতীষু] একৈকস্যাং হি (তাঁহাদিগের প্রত্যেকের গর্ভেই) দশ দশ আত্মজান্ (দশ দশটি করিয়া পুত্র) অজীজনৎ (উৎপাদন করিয়াছিলেন) ॥ ৩১ ॥ উদ্দামবীর্য্যাণাং তেষাং [কৃষ্ণপুত্রাণাং] (মহাপ্রভাবশালী সেই কৃষ্ণপুত্রগণের মধ্যে) অষ্টাদশ (অষ্টাদশ জন) উদারযশসঃ মহারথাঃ আসন্ (বিপুলযশা মহারথ ছিলেন)। [হে রাজন্!] তেষাং নামানি (সেই মহারথগণের নাম) মে (আমার নিকটে) শৃণু (শ্রবণ করুন)—প্রদ্যুম্নঃ চ অনিরুদ্ধঃ চ দীপ্তিমান্ ভানুঃ এব চ (প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, দীপ্তিমান্, ভানু), সাম্বঃ, মধুঃ, বৃহদ্ভানুঃ, ভানুবৃন্দঃ, বৃকঃ, অরুণঃ (সাম্ব, মধু বৃহদ্ভানু, ভানুবৃন্দ, বৃক, অরুণ) পুষ্করঃ বেদবাহুঃ চ শ্রুতদেবঃ সুনন্দনঃ (পুষ্কর, বেদবাহু, শ্রুতদেব, সুনন্দন), চিত্রবর্হিঃ বরূথঃ কবিঃ চ ন্যগ্রোধঃ এব চ (চিত্রবর্হি, বরূথ, কবি ও ন্যগ্রোধ) ॥ ৩২—৩৪ ॥ রাজেন্দ্র! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) মধুদ্বিষঃ (মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের) এতেষামপি তনুজানাং (এই সকল পুত্রের মধ্যে) পিতৃবৎ রুক্মিণীসুতঃ প্রদ্যুম্নঃ (পিতৃতুল্য রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন) প্রথমঃ আসীৎ (শ্রেষ্ঠ ছিলেন) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—অব্যর্থরতি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজের যত পত্নী ছিল, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের গর্ভেই তিনি দশটি করিয়া পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥ মহাপ্রভাবশালী সেই কৃষ্ণপুত্রগণের মধ্যে অষ্টাদশ জন বিপুলযশা মহারথ ছিলেন। হে রাজন্! সেই মহারথগণের নাম আপনি আমার নিকটে শ্রবণ করুন ;—প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, দীপ্তিমান্, ভানু, সাম্ব, মধু, বৃহদ্ভানু, ভানুবৃন্দ, বৃক, অরুণ, পুষ্কর, দেববাহু, শ্রুতদেব, সুনন্দন, চিত্রবর্হি, বরূথ, কবি ও ন্যগ্রোধ ॥ ৩২-৩৪ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের এইসকল পুত্রের মধ্যে পিতৃতুল্য রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন শ্রেষ্ঠ ছিলেন ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধর—যা রুক্মিণীপ্রমুখা অষ্টাবুদাহৃতাঃ প্রাক্ ॥ ৩০ ॥

* সাম্বো মধুর্বৃহদ্ভানুশ্চিত্রভানুর্বৃকোঽরুণঃ ইতি পাঠান্তরম্।

** চিত্রবাহুর্বিরূপশ্চ ইতি পাঠান্তরম্।

স রুক্মিণো দুহিতরমুপযেমে মহারথঃ।
তস্যাং ততোঽনিরুদ্ধোঽভূন্নাগায়ুতবলান্বিতঃ॥ ৩৬ ॥
স চাপি রুক্মিণঃ পৌত্রীং দৌহিত্রো জগৃহে ততঃ।
বজ্রস্তস্যামভূদ্ যস্তু মৌষলাদবশেষিতঃ॥ ৩৭ ॥
প্রতিবাহুরভূৎ তস্মাৎ সুবাহুস্তস্য চাত্মজঃ।
সুবাহোরুপসেনোঽভূদ্ ভদ্রসেনস্তু তৎসুতঃ॥ ৩৮ ॥
নহ্যেতস্মিন্ কুলে জাতা অধনা অবহুপ্রজাঃ।
অল্পায়ুষোঽল্পবীর্য্যাশ্চ অব্রহ্মণ্যাশ্চ জজ্ঞিরে॥ ৩৯ ॥

অন্বয়—মহারথঃ সঃ (মহারথ প্রদ্যুম্ন) রুক্মিণঃ দুহিতরং [রুক্মবতীম্] (রুক্মীর কন্যা রুক্মবতীকে) উপযেমে (বিবাহ করেন)। তস্যাং (ঐ রুক্মবতীর গর্ভে) ততঃ (সেই প্রদ্যুম্নের ঔরসে) নাগায়ুতবলান্বিতঃ (দশ হাজার হস্তীর তুল্য বলশালী) অনিরুদ্ধঃ অভূৎ (অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন) ॥ ৩৬ ॥ সঃ চ (সেই অনিরুদ্ধ) রুক্মিণঃ দৌহিত্রঃ অপি (রুক্মীর দৌহিত্র হইয়াও) [তস্য] পৌত্রীং [রোচনাং] জগৃহে (তাঁহার পৌত্রী রোচনাকে বিবাহ করেন)। তস্যাং (সেই রোচনার গর্ভে) ততঃ (অনিরুদ্ধের ঔরসে) বজ্রঃ অভূৎ (বজ্র জন্মগ্রহণ করেন), যঃ তু (ঐ বজ্রই) মৌষলাৎ অবশেষিতঃ (মুষলনিমিত্তক যে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই যুদ্ধের পর অবশিষ্ট ছিলেন) ॥ ৩৭ ॥ তস্মাৎ (সেই বজ্রের ঔরসে) প্রতিবাহুঃ অভূৎ (প্রতিবাহু জন্মগ্রহণ করেন), তস্য চ আত্মজঃ সুবাহুঃ (তাঁহার পুত্র সুবাহু)। সুবাহোঃ (সুবাহুর ঔরসে) উপসেনঃ অভূৎ (উপসেন জন্মগ্রহণ করেন); তৎসুতঃ তু ভদ্রসেনঃ (তাঁহার পুত্র ভদ্রসেন) ॥ ৩৮ ॥ [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] এতস্মিন্ কুলে (এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বংশে) [যে] জাতাঃ [তে] (যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা) অধনাঃ (ধনহীন), অবহুপ্রজাঃ (অল্পসন্তান), অল্পায়ুষঃ (অল্পায়ু), অল্পবীর্য্যাঃ চ (অল্পবীর্য্য) অব্রহ্মণ্যাঃ চ [সন্তঃ] (ও ব্রাহ্মণের অহিতকারী হইয়া) ন হি জজ্ঞিরে (কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—মহারথ প্রদ্যুম্ন রুক্মীর কন্যা রুক্মবতীকে বিবাহ করেন। ঐ রুক্মবতীর গর্ভে প্রদ্যুম্নের ঔরসে অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন; ঐ অনিরুদ্ধ দশ হাজার হস্তীর তুল্য বলশালী ছিলেন ॥ ৩৬ ॥ সেই অনিরুদ্ধ রুক্মীর দৌহিত্র হইয়াও তাঁহার পৌত্রী রোচনাকে বিবাহ করেন। সেই রোচনার গর্ভে অনিরুদ্ধের ঔরসে বজ্র জন্মগ্রহণ করেন; ঐ বজ্রই মুষলনিমিত্তক যে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই যুদ্ধের পরে অবশিষ্ট ছিলেন ॥ ৩৭ ॥ সেই বজ্রের ঔরসে প্রতিবাহু জন্মগ্রহণ করেন; প্রতিবাহুর পুত্র সুবাহু। সুবাহুর ঔরসে উপসেন জন্মগ্রহণ করেন; উপসেনের পুত্র ভদ্রসেন ॥ ৩৮ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ধনহীন, অল্পসন্তান, অল্পায়ু, অল্পবীর্য্য ও ব্রাহ্মণের অহিতকারী হইয়া কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধর—এবমষ্টোত্তরশতাধিকষোড়শসহস্রমহিষীণাং পুত্রা লক্ষমেকমশীত্যুত্তরৈকষষ্টিসহস্রাণি চ ভবন্তি ॥ ৩১-৩২ ॥

যদুবংশপ্রসূতানাং পুংসাং বিখ্যাতকর্ম্মণাম্।
সঙ্খ্যা ন শক্যতে কর্ত্তুমপি বর্ষাযুতৈর্নৃপ!॥ ৪০॥
তিস্রঃ কোট্যঃ সহস্রাণামষ্টাশীতিশতানি চ।
আসন্ যদুকুলাচার্য্যাঃ কুমারাণামিতি শ্রুতম্॥ ৪১॥
সঙ্খ্যানং যাদবানাং কঃ করিষ্যতি মহাত্মনাম্।
যত্রাযুতানামযুতলক্ষেণাস্তে সদাহুকঃ॥ ৪২॥
দেবাসুরাহবহতা দৈতেয়া যে সুদারুণাঃ।
তে চোৎপন্না মনুষ্যেষু প্রজা দৃপ্তা ববাধিরে॥ ৪৩॥
তন্নিগ্রহায় হরিণা প্রোক্তা দেবা যদোঃ কুলে।
অবতীর্ণাঃ কুলশতং তেষামেকাধিকং নৃপ!॥ ৪৪॥

অন্বয়—নৃপ! (হে রাজন!) যদুবংশপ্রসূতানাং (যদুবংশে জাত) বিখ্যাতকর্ম্মণাং পুংসাং (বিখ্যাতকর্ম্মা পুরুষদিগের) সংখ্যা বর্ষাযুতৈঃ অপি (সংখ্যা অযুত বর্ষেও) কর্ত্তুং ন শক্যতে (গণনা করিতে পারা যায় না।॥ ৪০॥

সহস্রাণাং কুমারাণাং (যদুবংশীয় অসংখ্য কুমারগণের) তিস্রঃ কোট্যঃ অষ্টাশীতিশতানি চ (তিনকোটী আটহাজার আটশত জন) যদুকুলাচার্য্যাঃ আসন্ (অধ্যাপক ছিলেন) ইতি শ্রুতম্ (ইহা আমরা শুনিয়াছি)॥ ৪১॥

মহাত্মনাং যাদবানাং (মহাত্মা যাদবদিগের) সঙ্খ্যানং কঃ করিষ্যতি? (গণনা কে করিতে পারিবে?) যত্র (ঐ যদুবংশে) আহুকঃ (উগ্রসেন) সদা (সর্বদা) অযুতানাম্ অযুতলক্ষেণ আস্তে (অযুতগুণ অযুত লক্ষ অর্থাৎ ১০০০০০০০০০০০০ সংখ্যক যাদবগণের সহিত অবস্থান করিতেন)॥ ৪২॥ যে সুদারুণাঃ দৈতেয়াঃ (যে সকল অতিদারুণ দৈত্য) দেবাসুরাহবহতাঃ [আসন] (দেবাসুরগণের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল), তে চ (তাহারাই) মনুষ্যেষু উৎপন্নাঃ দৃপ্তাঃ [চ সন্তঃ] (মনুষ্যগণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া ও গর্ব্বিত হইয়া) প্রজাঃ ববাধিরে (প্রজাগণকে পীড়ন করিত), তন্নিগ্রহায় (তাহাদিগকে নিগ্রহ করিবার নিমিত্ত) হরিণা প্রোক্তাঃ দেবাঃ (ভগবান্ শ্রীহরিকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া দেবগণ) যদোঃ কুলে অবতীর্ণাঃ (যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন)। নৃপ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!) তেষাং (সেই যাদবগণের) একাধিকং কুলশতম্ [আসীৎ] (একশত একটি কুল ছিল)॥ ৪৩-৪৪॥

অনুবাদ- হে রাজন্! যদুবংশে জাত বিখ্যাতকর্মা পুরুষদিগের সংখ্যা অযুত বর্ষেও গণনা করিতে পারা যায় না॥ ৪০। আমরা শুনিয়াছি—যদুবংশীয় অসঙ্খ্য কুমারগণের তিনকোটি আট হাজার আটশত জন অধ্যাপক ছিলেন॥ ৪১॥ মহাত্মা যাদবদিগের সঙ্খ্যা গণনা কে করিতে পারিবে! ঐ যদুবংশে রাজা উগ্রসেন সর্ব্বদা অযুতগণ অযুত লক্ষ (দশ লক্ষ কোটি) যাদবগণের সহিত অবস্থান করিতেন॥ ৪২॥ যে সকল অতিদারুণ দৈত্য দেবাসুরগণের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, তাহারাই মনুষগণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া ও গর্ব্বিত হইয়া প্রজাগণকে পীড়ন করিত; তাহাদিগকে নিগ্রহ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীহরিকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া দেবগণ যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সেই যাদবগণের একশত একটি কুল ছিল॥ ৪৩-৪৪॥

শ্রীধর—অনিরুদ্ধশ্চেতি। অতঃ পুত্রাণাং মধ্যে সপ্তদশৈব মহারথা জ্ঞেয়াঃ। অথবা অনিরুদ্ধনামাপি কশ্চিৎ পুত্র এবেতি॥ ৩৩-৪০॥ সহস্রাণামপরিমিতানাং কুমারাণামিত্যন্বয়ঃ॥ ৪১॥

তেষাং প্রমাণং ভগবান্ প্রভুত্বেনাভবদ্ধরিঃ।
যে চানুবর্ত্তিনস্তস্য ববৃধুঃ সর্ব্বযাদবাঃ ॥ ৪৫ ॥
শয্যাসনাটনালাপ-ক্রীড়াস্নানাদিকর্ম্মসু।
ন বিদুঃ সন্তমাত্মানং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণচেতসঃ ॥ ৪৬ ॥
তীর্থং চক্রে নৃপোনং যদজনি যদুষু স্বঃসরিৎপাদশৌচং
বিদ্বিট্‌স্নিগ্ধাঃ স্বরূপং যযুরজিতপরা শ্রীর্যদর্থেঽন্যযত্নঃ।
যন্নামামঙ্গলঘ্নং শ্রুতমথ গদিতং যৎকৃতো গোত্রধর্ম্মঃ
কৃষ্ণস্যৈতন্ন চিত্রং ক্ষিতিভরহরণং কালচক্রায়ুধস্য ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়—ভগবান হরিঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) তেষাং (ঐ সকল যদুকুলের) প্রভুত্বেন প্রমাণম্ অভবৎ (নিয়ন্তৃরূপে প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন)। যে চ সর্ব্বযাদবাঃ যে সকল যাদবরূপ দেবতা) তস্য (তাঁহার) অনুবর্ত্তিনঃ [আসন্] (অনুবর্ত্তী ছিলেন), [তে] ববৃধুঃ (তাঁহারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন)। [অপর কংস দুর্য্যোধনাদিরূপ অসুরগণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল] ॥ ৪৫ ॥ কৃষ্ণচেতসঃ বৃষ্ণয় (শ্রীকৃষ্ণগতচিত্ত যাদবগণ) শয্যাসনাটনালাপ-ক্রীড়াস্নানাদিকর্ম্মসু (শয়ন, উপবেশন, পরিভ্রমণ, আলাপ, ক্রীড়া ও স্নানাদি কার্য্যে) সন্তম [অপি] আত্মানং (নিরত থাকিয়াও নিজেকে) ন বিদুঃ (অবগত ছিলেন না) ॥ ৪৬ ॥ নৃপ ! (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ !) [ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে গঙ্গাই সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ছিল, কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার পরে] যৎ যদুষু অজনি (যাহা যদুকুলে উৎপন্ন হইয়াছিল), [তৎ কীর্ত্তিরূপং] তীর্থং (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই কীর্ত্তিরূপ তীর্থ) স্বঃসরিৎপাদশৌচং [ঊনং] (ঐ গঙ্গারূপ তদীয় পাদোদক তীর্থকে) ঊনং চক্রে (খর্ব করিয়াছে অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছে)। বিদ্বিট্‌স্নিগ্ধাঃ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শত্রু ও মিত্র সকলেই) [তস্য] স্বরূপং যযুঃ (তাঁহার সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল), যদর্থে (যাহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত) অন্যযত্নঃ (ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রয়াস), [সা] শ্রীঃ অজিতপরা (সেই লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন), [অতএব] যন্নাম (যাঁহার নাম) শ্রুতম্ অথ গদিতং [সৎ] (শ্রুত কিংবা উচ্চারিত হইলে) অমঙ্গলঘ্ন [ভবতি] (অমঙ্গল নাশ করিয়া থাকে), গোত্রধর্ম্মঃ যৎকৃতঃ (যিনি ঋষিকুলে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন), কালচক্রায়ুধস্য [তস্য] কৃষ্ণস্য (কালশক্তি ও সুদর্শনচক্ররূপ অস্ত্রধারী সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের) এতৎ ক্ষিতিভারহরণং (এই ভূভারহরণ) ন চিত্রম (আশ্চর্য্যের বিষয় নহে) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল যদুকুলের নিয়ন্তৃরূপে প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন। যে সকল যাদবরূপ দেবতা তাঁহার অনুবর্ত্তী ছিলেন, তাঁহারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর কংস দুর্য্যোধনাদিরূপ অসুরগণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৪৫ ॥ শ্রীকৃষ্ণগতচিত্ত যাদবগণ শয়ন, উপবেশন, পরিভ্রমণ, আলাপন, ক্রীড়া ও স্নানাদিকার্য্যে নিরত থাকিয়াও নিজ নিজকে অবগত ছিলেন না ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধর—যদা প্রত্যেকং বহনধ্যাপয়ন্তামাচার্য্যাণামিয়ং সঙ্খ্যা, তদপি শ্রুতমাত্রং ন তু সম্যগ্‌জ্ঞায়তে, তদা কুমারাণামেব সঙ্খ্যানং কর্ত্তুং ন শক্যতে, কুতঃ পুনঃ সর্ব্বযাদবানামিতি ॥ ৪২ ॥ তে চোৎপন্না ইতি। প্রত্যেকং বহুভিঃ রূপৈরিতি জ্ঞেয়ম্। ৪৩॥ এবমেব যদুকুলেঽপি দেবা ইতি। তথাচোক্তম্ "সহস্রশঃ সমুদ্ভূতা দেবা যদুকুলে পৃথক্" ইতি ॥ ৪৪—৪৬ ॥

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্ ।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়—জননিবাসঃ [অপি] দেবকীজন্মবাদ. (যিনি সর্বজীবের আশ্রয়, তথাপি দেবকীর গর্ভে জন্ম হইয়াছে বলিয়া যাঁহার সম্বন্ধে কথা প্রচলিত আছে), যদুবরপরিষৎ (যদুশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার সেবকরূপ সভাসদ্), স্বৈঃ দোর্ভি. (স্বীয় ভুজসমূহের দ্বারা) অধর্ম্মম্ অস্যন্ (অধর্মকে দূর করিয়া) স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ (যিনি স্থাবর ও জঙ্গম সকলের দুঃখ হরণ করেন), সুস্মিত-শ্রীমুখেন (সুন্দর হাস্যসমন্বিত শ্রীমুখের দ্বারা) ব্রজপুরবনিতানাং (ব্রজপুররমণীগণের) কামদেবং বর্দ্ধয়ন্ [কৃষ্ণঃ (মোক্ষপ্রদ কামভাবকে যিনি বর্দ্ধিত করেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) জয়তি (অতিশয় জয়যুক্ত হইয়া অবস্থান করেন ॥ ৪৮ ॥

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার পূর্বে গঙ্গাই সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ছিল; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার পরে যে কীর্ত্তি যদুকুলে উৎপন্ন হইয়াছিল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই কীর্ত্তিরূপ তীর্থ ঐ গঙ্গারূপ তদীয় পাদোদক তীর্থকে খর্ব করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শত্রু ও মিত্র সকলেই তাঁহার সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল; যাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রয়াস, সেই লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন; অতএব যাঁহার নাম শ্রুত কিংবা উচ্চারিত হইয়া অমঙ্গল বিনাশ করে, যিনি ঋষিকুলে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, কালশক্তি ও সুদর্শনচক্ররূপ অস্ত্রধারী সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই ভূভার-হরণ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—যিনি সর্বজীবের আশ্রয়, তথাপি দেবকীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া যাঁহার সম্বন্ধে কথা প্রচলিত আছে, যদুশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার সেবকরূপ সভাসদ্, যিনি স্বীয় ভুজসমূহের দ্বারা অধর্ম্মকে দূর করিয়া স্থাবর ও ও জঙ্গম সকলের দুঃখ হরণ করেন এবং যিনি সুন্দর হাস্যসমন্বিত শ্রীমুখের দ্বারা ব্রজপুরবাসিনী রমণীগণের মোক্ষপ্রদ কামভাবকে বর্দ্ধিত করেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় জয়যুক্ত হইয়া অবস্থান করেন ॥ ৪৮ ॥

শ্রীধর—তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তেঃ সর্বতীর্থোত্তমত্বং শ্রীকৃষ্ণস্য চ সর্বদেবোত্তমত্বং ন চিত্রমিত্যাহ—তীর্থং চক্র ইতি। ইতঃ পূর্ব্বং স্বঃসরিদেব সর্বতোঽধিকং তীর্থমত্যাসীৎ, ইদানীন্তু যদুষু যৎ অজনি জাতং তীর্থং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তিরূপমেতৎ স্বঃসরিদ্রূপং পাদশৌচং তীর্থম্ ঊনমল্পং চক্রে স্বয়মেব সর্বতীর্থোপরি বিরাজত ইত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য বিদ্বিষঃ স্নিগ্ধাশ্চ তৎসারূপ্যং যযুরিত্যপি নাতিচিত্রম্, তস্য পরমকারুণিকত্বাৎ। তথা ইদঞ্চ ন চিত্রম্, কিং তৎ? অজিতপরা অজিতা কৈশ্চিদপ্যপ্রাপ্তা পরা সর্বতঃ পরিপূর্ণা শ্রীঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব নান্যস্যেতি। তদেবাহ-যদর্থেঽন্যেষাং ব্রহ্মাদীনাং যত্ন ইতি। নন্বু নিরপেক্ষং তমেব লক্ষ্মীঃ শ্রয়ত ইতি চিত্রমেবেতি চেৎ, ন হি পরমমঙ্গলনামধেয়ত্বাৎ তস্যেত্যাহ—যন্নামেতি। তদপি নার্থস্মরণাপেক্ষমিত্যাহ—শ্রুতমথ গদিতমিতি। সর্বধর্মশ্রেয়স্ত্বদপীত্যাহ—যংকৃতো গোত্রধর্ম্ম ইতি। গোত্রেষু ঋষিবংশেষু ধর্মঃ যৎকৃতো যেন প্রবর্ত্তিতঃ, তস্য ক্ষিতিভরহরণং নৈব চিত্রমিত্যাহ—কৃষ্ণস্যৈতদিতি। কালচক্রায়ুধস্যেতি, সর্বসংহারক-কালমূর্ত্তের্বিশেষতো দুরন্তপ্রভাবচক্রায়ুধস্য কিয়দেতদিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

ইত্থং পরস্য নিজধর্ম্মরিরক্ষয়াত্ত-লীলাতনোস্তদনুরূপবিড়ম্বনানি।
কর্ম্মাণি কর্ম্মকষণানি যদূত্তমস্য শ্রূয়াদমুষ্য পদয়োরনুবৃত্তিমিচ্ছন্ ॥ ৪৯ ॥

মর্ত্ত্যাস্তয়ানুসবমেধিতয়া মুকুন্দ-শ্রীমৎকথাশ্রবণকীর্ত্তনচিন্তয়ৈতি।
তদ্ধাম দুস্তরকৃতান্ত-জবাপবর্গং গ্রামাদ্বনং ক্ষিতিভুজোঽপি যযুর্যদর্থাঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে মহিষীগীতং নাম নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯০ ॥
সমাপ্তোঽয়ং দশমস্কন্ধঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়—ইত্থং নিজধর্ম্মরিরক্ষয়া আত্তলীলাতনোঃ (যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভক্তিরূপ নিজধর্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত লীলাবিগ্রহ প্রকটিত করিয়াছিলেন সেই) পরস্য যদূত্তমস্য (সর্বশ্রেষ্ঠ যদুকুলতিলক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের) তদনুরূপবিড়ম্বনানি (লীলানুরূপ মনুষ্যাচরণের অনুকরণাত্মক) কর্মকষণানি কর্ম্মাণি (জীবের কর্ম্মনাশক কর্ম্মসমূহ) অমুষ্য পদয়োঃ অনুবৃত্তিম্ ইচ্ছন্ [জনঃ] (সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণসেবাভিলাষী ব্যক্তি) শ্রূয়াৎ (শ্রবণ করিবেন) ।। ৪৯ ।। [হে মহারাজ পরীক্ষিৎ!] ক্ষিতিভুজঃ অপি (রাজগণও) যদর্থাঃ [সন্তঃ] যে ভগবৎসেবার নিমিত্ত) গ্রামাৎ বনং যযুঃ (সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছেন), মর্ত্ত্যাঃ (মনুষ্য) মুকুন্দশ্রীমৎকথাশ্রবণকীর্ত্তনচিন্তয়া (ভগবান মুকুন্দের পরমরমণীয় লীলাকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও চিন্তনের দ্বারা) অনুসবম্ এধিতয়া (অনুক্ষণ সম্বর্দ্ধিত), তয়া (সেই ভগবৎসেবার ফলে) দুস্তরকৃতান্তজবাপবর্গং তদ্ধাম (দুস্তর মৃত্যুর আক্রমণ যাহাতে নাই, সেই ভগবদ্ধামে) এতি (গমন করিয়া থাকেন) ।। ৫০ ।।

অনুবাদ—যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভক্তিরূপ নিজধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত লীলাবিগ্রহ প্রকটিত করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যদুকুলতিলক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মসমূহ লীলানুরূপ মনুষ্যাচরণের অনুকরণে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ কর্ম্মসমূহ শ্রবণ করিলে জনগণের কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়। যিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণসেবায় অভিলাষী হইবেন, তিনি তাঁহার তাদৃশ কর্ম্মসমূহ শ্রবণ করিবেন ॥ ৪৯ ॥ হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! রাজগণও যে ভগবৎসেবার নিমিত্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছেন, ভগবান্ মুকুন্দের পরমরমণীয় লীলাকথা শ্রবণ কীর্ত্তন ও চিন্তনের দ্বারা অনুক্ষণ সম্বর্দ্ধিত, সেই ভগবৎসেবার ফলে মনুষ্য দুস্তর মৃত্যুর আক্রমণ যাহাতে নাই, সেই ভগবদ্ধামে গমন করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

শ্রীধর—যত এবম্ভূতঃ শ্রীকৃষ্ণস্ততঃ স এব সর্বোত্তম ইত্যাহ—জয়তীতি। জনানাং জীবানাং যো নিবাসঃ আশ্রয়স্তেষু বা নিবসত্যন্তর্যামিতয়া তথা স কৃষ্ণো জয়তি দেবক্যাং জন্মেতি বাদমাত্রং যস্য সঃ, বস্তুতোঽজন্মা, যদুবরাঃ পরিষৎ সভা সেবকরূপা যস্য সঃ, ইচ্ছামাত্রেণ নিরসনসমর্থোঽপি ক্রীড়ার্থং দোর্ভিরধর্ম্মমস্যন্ ক্ষিপন্ স্থিরচরবৃজিনঘ্নোঽধিকারিবিশেষানপেক্ষমেব বৃন্দাবনগততরুগবাদীনাং সংসারদুঃখহন্তা, তথা বিলাসবৈদগ্ধ্যানপেক্ষং ব্রজবনিতানাং পুরবনিতানাঞ্চ সুস্মিতেন শোভনহাস্যযুতেন শ্রীমতা মুখেনৈব কামদেবং বর্দ্ধয়ন কামশ্চাসৌ দীব্যতি বিজিগীষতি সংসারমিতি দেবশ্চ তম্ ভোগদ্বারা মোক্ষপ্রদমিত্যর্থঃ।। ৪৮ ।। তত্তৎকার্য্যবিশেষৈঃ স্বীকৃতমৎস্যকূর্ম্মাদিনানামূর্ত্তের্বিশেষতো যদূত্তমস্য সতঃ পরস্য তদনুরূপানুকারীণি কর্মকষণানি কর্ম্মাণি চরিতানি শ্রূয়াৎ শৃণুয়াদিত্যর্থঃ ।। ৪৯ ।। অনুবৃত্তেঃ ফলমাহ—মর্ত্ত্য ইতি। শ্রীমত্যাঃ কথায়াঃ শ্রবণকীর্ত্তনযুক্তয়া চিন্তয়া সংবর্দ্ধিতয়া অনুবৃত্ত্যা তথা তন্নিষ্ঠত্বেন তস্য ধাম লোকমেতি। লোকত্বেঽপি কালানাকলিতত্বমিত্যাহ—দুস্তরেতি। ভুক্ত স্বপুরুষার্থত্বমাহ—গ্রামাদিতি ।। ৫০ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধে নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।। ৯ ।।

———

ফেলালব

নবতিতমে জলকেলৌ মহিষ্যাণাং প্রেমবৈচিত্ত্বী। যাদবগণনাশক্তি লীলানাং নিত্যতা চোক্তা ॥

এই নব্বই অধ্যায় দশমস্কন্ধের শেষ অধ্যায়। "মধুরেণ সমাপয়েৎ" এই রীতি অনুসারে এই অধ্যায়ে দ্বারকার মহিষীগণ সহিত শ্রীকৃষ্ণের জলকেলি ও মহিষীগণের মধুর প্রেমবৈচিত্ত্যের কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ যাদবগণের সংখ্যাগণনার অসম্ভবতা ও ভগবানের বিভিন্ন লীলার নিত্যত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

বিবরণী

দ্বারকাপুরী সর্ব্বসম্পদযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেখানে যদুগণ ও মহিষীগণ সহ পরমানন্দে লীলা করেন। কখনও জলে অবগাহন করিয়া প্রেয়সীগণ সহিত জলকেলি করেন। তখন বন্দিগণ স্তুতি গাথা গায়। গন্ধর্ব্বেরা লীলা-কীর্ত্তন করে। সৌন্দর্য্যশালিনী পুরকামিনীগণ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া আরও শোভাময়ী হন। কৃষ্ণগতপ্রাণা রমণীগণ কৃষ্ণভাবনায় মহামিলন কালে দুঃসহ বিরহোদয়ে অপূর্ব্ব প্রেম-বৈচিত্ত্য-দশা লাভ করেন। তখন তাঁহারা কুররী, চক্রবাক, সমুদ্র, চন্দ্র, জলধর, কোকিল, পর্বত, নদী, হংস প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া প্রেমবৈচিত্ত্যের প্রলাপ উক্তি করেন। এই আস্বাদন অতীব সুমধুর।

শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার একশত আট পত্নী। প্রত্যেকগৃহে দশটি সন্তান। এত সন্তানের মধ্যে আঠার জন মহারথী। পুত্র প্রদ্যুম্ন পিতৃতুল্য গুণশালী। তিনি বিবাহ করেন রুক্মীর কন্যাকে। তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধ। তিনি আবার বিবাহ করেন রুক্মীর পৌত্রীকে। তাঁহার সন্তান বজ্রনাভ। মুষলপর্বের ধ্বংসের পর একমাত্র বজ্রনাভই জীবিত ছিলেন।

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

মিলনকালে বিরহস্ফূর্ত্তির নাম প্রেমবৈচিত্ত্য। শ্রীরূপগোস্বামী লক্ষণ করিয়াছেন--

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ। যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥

শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে গভীর মিলন কালে মহিষীগণের প্রেমের গাঢ়তা বশতঃ তাঁহারা যেন কৃষ্ণহারা, এইরূপ স্ফূর্ত্তি হইল। এই অবস্থায় বিরহের আর্ত্তিবশতঃ তাঁহারা প্রলাপোক্তি করিতে লাগিলেন।

এক মহিষী কুররীকে সম্বোধন করিয়া প্রলাপ বলিতেছেন। কুররী এক প্রকার বনের পাখী। রাত্রে বহুবার সে অহো-হো বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া ডাকে। তাহার আর্ত্তস্বর শুনিয়া এক প্রেয়সী বলিতেছেন।

কুররি! কান্না করিতেছিস্? তোর চোখে ঘুম নাই, কিছুক্ষণ শুইয়া ঘুমাইতে পারিস্ না? শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রা যাইতেছেন, এই সময় কি ডাকাডাকি করিয়া ঘুম ভাঙ্গানো উচিত? (ইহা বাহিরের কথা, ভিতরে বক্রোক্তি আছে) ওহে কুররি, বারংবার অহো-হো বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া যাকে ডাকছিস্, সে কি ডাক শোনে নাকি? সে তো ঘুমন্ত। আসলে ঘুমন্ত নয়। আমাদের প্রতি প্রেমশূন্য বলিয়া ঘুমন্ত বলি। আমাদের প্রাণবল্লভ ঘুমন্তের মত আমাদের ডাকে বধির। সুতরাং তোর বিলাপ শ্রবণ করিয়া তাহার যে একবিন্দু কৃপার উদয় হইবে সে আশা নাই রে। সুতরাং তোরই বা কাঁদিয়া লাভ কি, আমাদেরই বা কাঁদিয়া লাভ কি?

"স তু ত্বয়ি প্রেমশূন্যঃ ঈশ্বরোঽস্মাকং পতিঃ স্বপিতি অতস্ত্বদ্বিলাপং ন শৃণোতি। অতএব ত্বদ্বিলাপ-শ্রবণোত্থা কৃপাপ্যস্য ন সম্ভবেৎ। অতস্ত্বং বা কিং করিষ্যসি বয়ং বা কিং কুর্মঃ।"

এখন তাহা হইলে ডাকা থামাইয়া দে। থামছিস্ না কেন? ওঃ বুঝেছি। তোর দশাও বুঝি আমাদেরই মতো। আমাদের মতো তোরও বুঝি চিত্ত-সম্পত্তি চুরি গিয়াছে। আমরা না হয় মানুষ। তুই ত পক্ষী। তোকেও সে রেহাই দেয় নাই। কি ভাবে যে চুরি গেল তাহা বুঝি বুঝিস্ নাই? শ্রীকৃষ্ণের হাসিভরা উদার লীলাদৃষ্টিপাতে সব গিয়াছে। সেইজন্য এখন কান্নাই সার হইয়াছে। কান্নায় কোন ফল নাই জানি, তবু ঐ কান্না আমরাও ছাড়িতে পারিতেছি না, তুইও ছাড়িতে পারিতেছিস্ না।

অপর এক মহিষী বিলাপপূর্ব্বক প্রলাপ কহিতেছেন চক্রবাকীকে লক্ষ্য করিয়া। চক্রবাক চক্রবাকী এক প্রকার জলপাখী, ইহাদের চলতি নাম চখাচখী। শ্রীরামচন্দ্রের অভিশাপে উহারা রাত্রিকালে একত্র হইতে পারে না। সারারাত্র নদীর দুই তীরে থাকিয়া কেবল ডাকাডাকি করে। রাত্রি ভরিয়া চক্রবাকী চক্রবাককে ডাকে। সেই ডাক শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের এক মহিষী বলিতেছেন :-

ওরে চক্রবাকি! রাত্রিকালে প্রিয়তমাকে না দেখিয়াই কি অত ডাকিতেছিস্। কেবল করুণ রাগিণীতে আর্ত্তনাদ করিতেছিস্। কেন এত কান্না, মনে হয় তুইও আমাদের মত গোবিন্দচরণের দাসী হইয়াছিস্। আর আমাদেরই মতো তোর মনে সাধ জাগিয়াছে ঐ রাঙ্গাচরণ স্পর্শিত ফুলের মালাটি চুলের খোপায় বাঁধিবার। তাহা পাইবার কোন আশা নাই দেখিয়া অমন করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিস্ আমাদের মতো। তোদের আমাদের একদশা, তাই অন্তরে সহানুভূতি জাগে তোর জন্য।

দ্বারকাপুরী সমুদ্রের মধ্যে স্থিত। সমুদ্রের গর্জ্জন সর্ব্বদাই শোনা যায়। শ্রীকৃষ্ণের এক মহিষী প্রেমবৈচিত্ত্যের প্রলাপ কথনে সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন—ওরে উদকবাহা উদন্বন্ (সাগর)! তুই দিনরাত এত আক্রোশ করিয়া কাঁদিতেছিস্ কেন রে! কোনও সময়ই কি চোখে ঘুম আসে না? দিন রাত ষষ্টিদণ্ড জাগিয়াই আছিস্, আর ঘন ঘন অন্তরে কী ব্যথা জানাইয়া এত আর্ত্তনাদ করিতেছিস্?

অহো বুঝিয়াছি, আর বলিতে হইবে না। তোর দশাও আমাদেরই মতো। পাকা চোরের হাতে পড়িয়াছিস্। চোর আমাদের সঙ্গে সম্ভোগানন্দ করিবার ছল করিয়া চুরি করিয়া নিয়াছে আমাদের বক্ষঃস্থলের কুঙ্কুম, হার, মালা আর সবস্ব। তুইও বুঝি তার হাতে পড়িয়াছিস্। তোর সঙ্গে ভালবাসা দেখাইয়া ছল করিয়া শেষে তোর কৌস্তুভমণি, পাঞ্চজন্য সব অপহরণ করিয়া নিয়াছে। এখন সে যে মহা-চোর, তাহা ভালভাবে বুঝিয়া সাবধান হইতে হইবে, আর বিরহ তাপে জীবন ভরিয়া কাঁদিতে হইবে। আমাদের আর তোর একই দশা রে, সমদুঃখা বলিয়া তোর অবস্থা বুঝিতেছি।

অপর এক মহিষী প্রেমবৈচিত্ত্যজাত বিরহে গগনের চাঁদকে ডাকিয়া প্রলাপ বলিতেছেন—ওরে চাঁদ! দিনের পর দিন ক্ষীণ হইতেছিস্ কেন? শুনিয়াছি, তোর যক্ষ্মা রোগ আছে। সেই জন্যই কি ক্রমে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতেছিস্? অথবা তোর দশাও আমাদের মত হইয়াছে? শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়াছিলি। মিলনকালে তাঁর মুখে মধুর নর্ম্মোক্তি রহস্যোক্তি ও চাটুবাক্য সব শুনিয়াছিস্। আর এখন বিরহ-বেদনায়

মরিতেছ—সেই উক্তিগুলিও মনে করিতে পারিতেছ না। তাঁহার হাসি তাঁহার মধুময় উক্তিগুলি বুঝি স্মরণপথ হইতে চলিয়া গিয়াছে—সেইজন্য আমাদের মত দশায় পতিত হইয়া দিনে দিনে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতেছ ও নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিয়াছ।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরের আর এক প্রেয়সী বিরহ তাপে মলয়পবনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—ওরে মলয় বায়ু! আমরা তোর কী অনিষ্ট করিয়াছি? এত কষ্ট কেন দিতেছিস্? যদি বলিস্ কী কষ্ট, তাহা হইলে বলি শোন্—গোবিন্দের কটাক্ষপাতে আমাদের হৃদয় ছিন্নভিন্ন হইয়াছে। সেই বিদীর্ণ চিত্তের রন্ধ্রপথ দিয়া তুই কামদেবকে পাঠাইতেছিস্ কেন? যদি বলিস্ কাম প্রবেশ করিলে ক্ষতি কি? বলি—কাম আসিলে কামনা জাগিবে সেই চিরকাম্যধন শ্রীগোবিন্দকে পাইবার জন্য। তাকে এখন পাব কোথায়? সে তো কটাক্ষের কঠোর বাণাঘাত করিয়া কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে। প্রিয়জন বিরহে যে কাতর, কামদেব তার পক্ষে যমস্বরূপ। ভাঙ্গা বুকের ছিদ্র পথ দিয়া তুই কামকে আর পাঠাস্ না।

আর এক কৃষ্ণপ্রেয়সী মেঘকে সম্বোধন করিয়া প্রলাপোক্তি করিতেছেন—ওরে জলধর, তুই ত তার প্রেমে বাঁধা পড়িয়াছিস। এক তো বর্ণের সাম্য—অপর তো রৌদ্রের তাপে ছায়া দিয়া সেবাকার্য্য। এই দুইভাবে সখ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিস্। আর এখন হারাইয়া সর্ব্বদা স্মরণ করিতেছিস্। আর বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া আমাদের মত মলিন প্রাণে অতীব উৎকণ্ঠার সহিত কেবল বৃষ্টিরূপে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিস্।

হায় হায়! কি জন্য তাঁর সহিত কুটুম্বিতা করিয়াছিলি? এখন কেবল দুঃখ পাবি। একথা স্মরণ করিতেও কত দুঃখ।

অপর এক কৃষ্ণ-প্রেয়সী কোকিলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন গূঢ় শ্লেষবাক্য। ওরে কোকিল, তোর কণ্ঠ কত মধুর। প্রিয়তমের কণ্ঠের অনুকরণ করিতেছিস্? তোর কণ্ঠে যেন মৃত-সঞ্জীবনী। মনে হয় প্রিয়ের ডাক শুনিতেছিস্। বল তোকে কি দিয়া সুখী করিব? কোন্ প্রিয় কার্য্য করিয়া তোকে সন্তুষ্ট করিব? আরে মূর্খ, কেবল ডাকিতেই শিখিয়াছিস্ঃ কখন কোথায় ডাকিতে হয় জানিস্ না তোর ডাকে বুকটা ফাটিয়া যায়। মনে হয় তোর মুখটা বাঁধিয়া রাখি বা কণ্ঠটী পুড়াইয়া ফেলি।

আর একজন কৃষ্ণপ্রিয়া নিকটবর্ত্তী রৈবতক পর্বতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—ওরে পর্ব্বত দাড়াইয়া আছ স্থির হইয়া। নড়িতেছ না একবিন্দু। কথাও কহিতেছ না। নিশ্চয়ই কোন গভীর বিষয় চিন্তা করিতেছ। কি ভাবনা ভাবিতেছ? মনে কোন সাধ জাগিয়াছে? মনে হয় আমাদের মত উন্নত বক্ষ দ্বারা গোবিন্দের চরণ স্পর্শ করিতে চাহিতেছ। তোমার উন্নত শৃঙ্গ তাঁহার চরণ সংলগ্ন করিতে চাও। যদি ইহাই চাও তাহা হইলে আমাদের মতই বিরহে দগ্ধীভূত হইয়া দুঃখ ভোগ করিতে হইবে!

অপর এক কৃষ্ণপ্রিয়া বিরহের তাপে প্রলাপ বলিতেছেন নদীগণকে সম্বোধন করিয়া—ওহে নদীগণ, তোমরা সিন্ধুর পত্নী। তোমাদের স্বামী সমুদ্র এখন এই গ্রীষ্মকালে মেঘে জল পাঠাইয়া বৃষ্টিরূপে তোমাদিগকে আর বিতরণ করিতেছেন না। তাই তোমাদের দশাও ঠিক আমাদের মত। প্রিয়তমের

মধুর কথা প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টি হারাইয়া আমাদের মত কৃশতা প্রাপ্ত হইয়াছ। হ্রদগুলিতে আসিয়াছে শুষ্কতা। পদ্মফুলে আসিয়াছে শোভাহীনতা। এখন আর কিসের আশায় প্রাণ আছে—বল।

অপর এক কৃষ্ণ-প্রেয়সী এক হংসকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে কৃষ্ণদূত মনে করিয়া প্রলাপোক্তি করিতেছেন। ওহে হংস, তোমার শুভাগমন তো! এস দুগ্ধ পান কর। শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা বল। তোমাকে আমরা কৃষ্ণের দূত মনে করি। তাই জিজ্ঞাসা করি, শ্রীকৃষ্ণ কুশলে আছেন তো?

যদি বল, এখন তোমরা তাঁর সান্নিধ্যে নাই, তিনি কি প্রকারে কুশলে থাকিতে পারেন? তার উত্তর বলি—তিনি কি পূর্ব্বের কথা কিছু মনে করেন? আমাকে অনেক দিন বলিযাছেন, তোমার মত প্রণয়িণী আমার আর নাই। "ন ত্বাদৃশীং প্রণয়িণীং গৃহিণীং গৃহেষু পশ্যামি"। সেই সব প্রেমভরা বাক্যগুলি কি তাঁহার মনে আছে?

যদি বল তোমাকে তিনি ডাকিয়াছেন যখন, তখন চল যাই। না আমরা যাইব না—তাঁহাকে লইয়া আইস। লক্ষ্মীদেবীকে বাদ দিয়া আনিও। যদি বল লক্ষ্মী স্বতন্ত্র একনিষ্ঠ, তাঁহাকে কি করিয়া বাদ দেওয়া যায়? তবে শোন বলি হংস, এই জগতের নারীগণের মধ্যে কেবল তিনিই কি একনিষ্ঠ, আমরা কেহ কি সেরূপ একনিষ্ঠচিত্তা নই?

ওরে ক্ষুদ্রের দূত! তাঁহাকে লইয়া আস। আমরা কেন যাব তাঁহার কাছে? তাঁহাকে দর্শন করিলে, তাঁহার কথা শুনিলেও চিত্তে তাঁহার প্রতি লালসা জাগ্রত হয়। সুতরাং তাঁহার কথা না শোনাই ভাল।

এই ভাবে (ইত্থাদৃশেন ভাবেন) শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমবৈচিত্ত্যময় অনুরাগের আচরণ করিয়া পরমা গতি লাভ করিয়াছিলেন (লেভিরে পরমাং গতিং)। এই পরম গতিটি কি তাহা বিবেচনীয়—

পরমাগতি পরমপদ বলিতে সাধারণতঃ মোক্ষপদ বুঝায়। কিন্তু এই মহিষীগণের মোক্ষ প্রাপ্তির কোন কথা হইতে পারে না, কারণ ইঁহারা অপ্রাকৃত বস্তু, নিত্যপ্রেয়সী, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মাস্বাদ হইতেও অধিকতর মাধুর্য্য যে ভগবন্মধুরিমা, তাহার আস্বাদনে, তাঁহারা নিরন্তর নিমজ্জিত। ইঁহাদের সম্বন্ধে মোক্ষের কোন কথা উঠিতে পারে না।

রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে ব্রজসুন্দরীগণ যেরূপ উন্মাদিনীর মত হইয়া "কৃষ্ণোহং পশ্যত গতিং" বলিয়া তাদাত্ম্যময়ী গতি লাভ করিয়াছিলেন, আজ পট্টমহিষীগণও তদ্রূপ প্রেমবৈচিত্ত্য অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের তাদাত্ম্য দশা লাভ করিয়া "অনুরাগের" প্রান্তে একটা অনির্ব্বচনীয় দশা লাভ করিয়াছেন। ইহাই পরমগতি। প্রেমের পরিপাক প্রণয়ভূমিতেই একটি বিশ্রম্ভ বা একাত্মমনন হইতে পারে। প্রণয়-ভূমিরও গভীরতায় রাগ ও অনুরাগ পর্য্যন্ত পট্টমহিষীদের কৃষ্ণ-প্রীতি পৌঁছায়।

যাহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ত্তা জানিয়া নিরন্তর সেবা করেন করেন তাঁহাদের আবার সাধন পথই বা কি, প্রাপ্তিই বা কি? তাঁহারা যাহা পাইযাছেন ইহাই পরমাগতি-পরমাপ্তি। "তাসাং কিং তপো বর্ণ্যতে। নৈব বর্ণ্যতে কিন্তু নিত্যসিদ্ধা এব তা ইতি ভাবঃ"। নিত্যসিদ্ধাদের আর সাধ্য বা সাধন নাই। সর্ব্বদাই তাঁহারা স্ব-স্বরূপে স্থিতা আছেন। তবে সমুদ্র যে কখনো শান্ত কখনো তরঙ্গময়, সেইরূপ ভাব সমুদ্রের উদ্বেলতায় অনুরাগের পরম বিলাসে তাঁহাদের এই প্রেমবৈচিত্ত্য বিরহের উদয়। মিলনে বিরহ। "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর পদ লিখিযাছেন, "চেয়ে চেয়ে ঘুমায় রে" ঘুমাইবার সময় চক্ষু মেলিয়া ঘুমান। পলক পড়িলেই হারাইয়াছি মনে করিয়া বিরহ বেদনা জাগিয়া উঠে। অঙ্কে শয়ান থাকিয়াই বিচ্ছেদ বেদনায় ক্রন্দন করিতে থাকেন। উপরোক্ত দশটি শ্লোকে পট্টমহিষীগণের এই প্রেমবৈচিত্ত্যের আস্বাদন করা হইল।

দশমস্কন্ধের উপসংহার—ফেলালব

শ্রীকৃষ্ণনিত্যলীলারত্নাকর দশমস্কন্ধের উপসংহার—দশমস্কন্ধের উপসংহারে চারিটি শ্লোক। (৪৭-৫০) প্রথম শ্লোকে (৪৭) শ্রীকৃষ্ণস্যাবতারবৈলক্ষণ্যমাহ—অন্য অবতার হইতে শ্রীকৃষ্ণ অবতারের বৈশিষ্ট্য বলা যাইতেছে—পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন। এক একটি বৈশিষ্ট্য এক একটি "চিত্র"।

(ক) শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিরূপ তীর্থের কাছে পাদোদ্ভবা গঙ্গাও লঘু হইয়াছেন। ইতঃ পূর্ব্বং গঙ্গৈব সর্ব্বতীর্থাধিকা আসাৎ। অতঃ পরন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তিরেব ততোঽপ্যধিকা। ইদং একং চিত্রম্।

(খ) শত্রু মিত্র সকলেই পরাগতি লাভ করিয়াছেন। শত্রু কংস প্রভৃতি। মিত্র ব্রজবাসিগণ। ইঁহারা কেহ কেহ স্ব স্বরূপে স্থিত হইয়াছেন, কেহ বা সারূপ্য বা সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন, হতারিগতিদায়কঃ। ইদং দ্বিতীয়ং চিত্রম্।

(গ) যিনি ব্রহ্মাদির দুর্লভ সেই লক্ষ্মীদেবীও কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রজমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন নাই। শ্রীরপি বহু তপোভিরপি যং বশীকৃত্য রাসাদিভীরময়িতুং ন শশাক। ইদং তৃতীয়ং চিত্রম্।

(ঘ) "শ্রীকৃষ্ণ" এই নামটি সকল নামের ঊর্দ্ধে বিরাজিত। সহস্র পুণ্যনাম তিনবার বলিলে যে ফল হয় কৃষ্ণ নাম একবার উচ্চারণ করিলে সেই ফল হয়। সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলং। একাবৃত্ত্যৈব কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥—ইদং চতুর্থং চিত্রম্।

(ঙ) তিনি দ্বাপরান্তে ত্রিপাদবিহীন ধর্ম্মকেও চতুষ্পাৎ করিয়াছিলেন। দ্বাপরান্তে ত্রিপাদহীনোঽপি ধর্ম্মো যেন চতুষ্পাদেব কৃতঃ। "চতুর্ভি বত্তসে যেন পাদৈর্লোকসুখাবহৈঃ"॥ ইদং পঞ্চমং চিত্রম্। চক্রধারা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ভূভারহরণ কার্য্য কিছু বিচিত্র নহে। কৃষ্ণস্যেতন্ন চিত্রং ক্ষিতিভরহরণং কালচক্রায়ুধস্য।

এই গেল উপসংহারের প্রথম শ্লোক (৪৭)। দ্বিতীয় শ্লোকে (৪৮) লীলার নিত্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন, ব্রজ-মথুরা-দ্বারকাস্থ-লীলানাং সর্ব্বাসামেব দশমস্কন্ধবর্ণিতানাং নিত্যত্বমুক্তম্। লীলা অদ্যাপি চলিতেছে, অতীতকথা নহে।

উপসংহারের তৃতীয় শ্লোকে (৪৯) শ্রীকৃষ্ণচরিতস্য নিত্যতাং ব্যবস্থাপ্য তচ্ছ্রবণং বিধত্তে। এই মধুর লীলা কথা নিত্য শ্রবণ কর। শ্রবণ-মঙ্গল। শুনিলেই কল্যাণ। কি কল্যাণ হইবে, না শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি লাভ হইবে। 'নামফলে কৃষ্ণ পদে প্রেম উপজয়'। এই ফলটির নাম দিয়াছেন "অনুবৃত্তি"। উপসংহারের চতুর্থ শ্লোকে (৫০) অর্থাৎ দশমস্কন্ধের শেষ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে অনুবৃত্তেঃ ফলমাহ, ভক্তিলাভের পরম ফলটি কি তাহা বলিতেছেন—

এই ভক্তিধন লাভের জন্য পুরাকালে প্রিয়ব্রতাদি শ্রেষ্ঠ রাজন্যগণ রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করিয়া বনগমন করিয়াছেন। এই ধন পাইলে 'দুস্তর-কৃতান্ত-জবাপবর্গম্'। দুরন্ত কৃতান্তের যে জব (বেগ) তাহাকে অতিক্রম করিবার শক্তি হয়। ভক্তিলাভ হইলে সর্ব্ব অমঙ্গল নাশ হয়। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা দর্শন হয়। জীব আনন্দী হয়। "ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান" "ভক্তিরেব গরীয়সী"।

দশমস্কন্ধের মহিষী-গীত নামক নব্বই অধ্যায়ের ভাবানুবাদ নামক ফেলালব সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু